ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
১ সংখ্যা।

১লা মাঘ, রবিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ, দেখিতে দেখিতে পুনরায় উৎসব আসিয়া উপস্থিত। এই একবৎসর কাল আমরা তোমার কত করুণা সম্ভোগ করিলাম, কত অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের জীবনে কোন্ কোন্ বিষয়ে তুমি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিয়াছ যখন তাহা দেখি, তখন সেগুলি অতি মহত্তর বলিয়া বুঝিতে পারি। তুমি এবার যে প্রকার আত্মপ্রকাশ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তুমি যে আমাদিগকে এরূপ সৌভাগ্যশালী করিবে, ইহা আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। তুমি অন্তরে তুমি বাহিরে ইহা আমরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, এবং এ বিশ্বাস আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। তোমাতে সমুদায় বিশ্ব, সমুদায় মানব মানবী, সমুদায় ঋষি মহাজন, সমুদায় দেবাত্মা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, ইহা মনে ছিল না, কখন যে প্রত্যক্ষ হইবে এরূপ আশা ছিল না; তোমার কৃপায় এই মহত্তম ব্যাপার সিদ্ধপ্রায় দেখিয়া আমরা তোমার নিকট যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আত্মা যখন এখন তোমার ভিতরে আপনাকে প্রবিষ্ট দেখিতে পায়, তখন সে তোমার ভিতরে সকলকে পাইয়া নিরতিশয় সুখী হয়; বিচ্ছেদ বিয়োগে সে তো আর এখন দুঃখ পায় না; মৃত্যু এখন যে তাহার নিকটে অর্থশূন্য হইয়াছে, এখন মৃত্যু নূতন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। জীবনের এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে প্রবেশ যদি মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যু জীবনের বিচ্ছেদ নহে জীবনের নবতর উদ্যম প্রকাশের আরম্ভমাত্র। হে করুণানিধান, তোমার কৃপায় আমাদের নিকট আত্মার সত্যত্ব, আত্মার স্থায়িত্ব, আত্মার শত শত আত্মার সহিত নিত্য অখণ্ড যোগ প্রকাশ পাইয়া আমাদিগকে বড়ই কৃতার্থ করিয়াছে। তোমার কৃপায় এই কৃতার্থতা আমাদিগের স্থায়ী হইবে এই আশা করিয়া আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি দিন দিন আমাদিগের অন্তশ্চক্ষু উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া দাও যে, আমরা তোমার ও তোমার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃত্য হই। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের এ প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

ধ্যানফল।

আরাধনা বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে প্রধান সহায়; সুতরাং বস্তু প্রত্যক্ষ করা আরাধনার ফল। ধ্যানের ফল কি ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। আমরা গতবারে দেখিয়াছি, ধ্যান বিষয়শূন্য নহে, সর্ব্ববিষয়পূর্ণ। যখন আমরা বিষয়শূন্য ধ্যানে প্রবৃত্ত হই, তখন সে ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, ধ্যানের সোপানমাত্র, ইহাও আমরা সেবার বলিয়াছি। যাহা নিত্যকাল আছে, কেবল আমাদের গ্রহণ করিবার সামর্থ্যের অপ্রস্ফুটাবস্থার জন্য উহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য গভীর চিত্তাভিনিবেশের প্রয়োজন। এই গভীর চিত্তাভিনিবেশই ধ্যাননামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিত্তাভিনিবেশ করিতে গেলেই কোন একটি বিষয়ে চিত্তাভিনিবেশ করিতে হইবে। সে বিষয় মনঃকল্পিত সামগ্রী হইলে অসত্য হইল, উহাতে মনোভিনিবেশ পরিণামে দুঃখেরই কারণ হইবে। ধ্যানের বিষয় সত্যবস্তু হওয়া চাই, ইহা আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যত দিন এই বস্তু প্রত্যক্ষ না হইতেছে, মন বিবিধ প্রকারের মিথ্যা সংস্কারে মিথ্যা কল্পনায় পূর্ণ রহিয়াছে, তত দিন মনকে সে সমুদায় হইতে শূন্য করিবার জন্য বিষয়শূন্য ধ্যানের প্রয়োজন। তাই বিষয়শূন্য ধ্যান বলিতে আমরা কি বুঝি, অগ্রে তাহাই বুঝাইতে যত্ন করিব।

মনঃস্থির করিতে গিয়া নানা বিষয়ের চিন্তা ও কল্পনা আসিয়া মনকে অস্থির করিয়া তুলে। সুতরাং সেই সকল চিন্তা ও কল্পনা হইতে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ সময়ে যদি মনোমত কোন একটি চিন্তনীয় বিষয় স্থির করিয়া তাহাতে মনঃস্থাপনপূর্ব্বক উহার স্থিরতা সাধন করিতে যত্ন করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বসংস্কারসম্ভূত চিন্তা ও কল্পনা তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ মনোমত বিষয়টি সেই সকল চিন্তা ও কল্পনার ক্রীড়ন সামগ্রী হয়, ইহাতে সত্য বস্তু হইতে মন আরও দূরে গিয়া পড়ে। শাক্য এ জন্যই সর্ব্বপ্রকার চিন্তনীয় বিষয় মন হইতে অপসারিত করিয়া নিবৃত্তিযোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। সম্পূর্ণরূপে মনকে নির্ব্বিষয় করিয়া, কিছুই চিন্তা করিবে না, বুদ্ধের অবলম্বিত এই পন্থা 'মনকে আত্মাতে স্থাপন করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না' এ কথার বিপরীত। হিন্দু যোগী আত্মাকে (জ্ঞানসত্তাকে) চিন্তনীয় বিষয় রাখিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেটিও রাখিলেন না, একেবারে মনকে শূন্যায়মান করিলেন। যদি বল শূন্যওতো একটি চিন্তনীয় বিষয়, শূন্যের সঙ্গে শূন্যের অস্তিত্বতো রহিয়াছে? না, অস্তিও নয় নাস্তিও নয় এইরূপ বোধাতীত সর্ব্ববিষয়নিবৃত্তি যোগের মূল। এরূপ কি কখন সম্ভব? সম্ভব হউক না হউক সে পরের কথা, মনকে সমুদায় চিন্তনীয় বিষয় হইতে কল্পনার বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া মনের যে আড়ষ্ট ভাব উপস্থিত হয়, না এ দিক্ না ও দিক্ এই ভাবে যে স্থিতি হয়, তাহাকেই আমরা বিষয়শূন্য ধ্যান বলিতেছি। এ ধ্যানের ফল বিরুদ্ধ চিন্তা ও কল্পনার নিবৃত্তি।

নির্ব্বিষয় ধ্যানের উৎকৃষ্ট ফল নিবৃত্তি লাভ করিয়া সাধক সেখানেই থামিতে পারেন না, কেন না নির্ব্বিষয় নিবৃত্তি কল্পিত সামগ্রী, যে ব্যক্তি নিবৃত্ত হইল, সে উহাতে আপনি নিবৃত্ত হয় নাই, আপনার অস্তিত্ব তাদৃশ নিবৃত্তির সঙ্গে অনুস্যূত রহিয়াছে, সুতরাং 'মনকে আত্মাতে স্থাপন করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না' ইহাই অকাল্পনিক সাধন। আত্মাতে মন স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আত্মা কি বস্তু ইহা জানা প্রয়োজন, সুতরাং এ ধ্যান আর বস্তুশূন্য বা বিষয়শূন্য কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আত্মাতে মন স্থাপন করা যদিও বিষয়শূন্য ধ্যান নহে, কিন্তু এখানেই যদি কোন ব্যক্তি নিবৃত্ত হন, আর অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ইহাও যে প্রকৃত ধ্যান হইল ইহা আমরা বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি আত্মধ্যানে প্রবৃত্ত, তিনি যদি সেই আত্মাকে সকল সীমার অতীত জ্ঞানবস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি

আত্মা অতিক্রম করিয়া পরমাত্মাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি যেখানে স্থির হইয়া থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন সেখানে আর তাঁহার স্থির হইয়া থাকা হইল না। সহস্র যত্ন করিয়াও চিন্তার অখণ্ড নিয়ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং বিবিধ বিষয়ের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইলে আত্মচিন্তা; আত্মচিন্তা হইতে অনন্তের চিন্তা স্বভাবতঃ মনে আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে বিবিধ বিষয় নিয়ত উপস্থিত করিতেছেন, যদি অন্তরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে থাকিতে চাও, প্রকৃতি তোমার নিকটে বিবিধ চিন্তনীয় বিষয় উপস্থিত করিয়া, তোমার মনকে নিযুক্ত রাখিবে, মন বিবিধ বিষয়চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। বাহিরের বিষয়ে চির দিন বদ্ধ হইয়া থাকা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। রোগ শোক বিপদাদিতে আপনি কে, তদ্বিষয়ের চিন্তাতে তাহাকে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এই চিন্তার আরম্ভেই সে সহজে বুঝিতে পারে, আমি যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত এ সকল আমি নহি, আমার জন্য এসকল, সুতরাং বিবিধ বিষয়ের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মচিন্তা তাহার নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই চিন্তা এখন জ্ঞানচক্ষে ভাসমান হইল। এখানেই সে চিন্তা শেষ হয় না; আত্ম-চিন্তার মূলে যে অনন্তের চিন্তা রহিয়াছে, সেই অনন্তের চিন্তাতে মন যখন প্রবৃত্ত হয়, তখনই ধ্যানের পূর্ণতার সময় উপস্থিত।

যে কোন দিক্ দিয়া কেন মানুষ যাউক না, অনন্তের চিন্তা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। এই অনন্ত—অনন্তজ্ঞান, সুতরাং তন্মধ্যে তৎসমজাতীয় জ্ঞানসমূহ ধ্যানে প্রত্যক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। প্রকৃতির বিষয়সমূহ ধ্যানারম্ভে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল, বিবিধ বিষয়ের চিন্তার ছবি একতার প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, এখন উহারা অনন্ত জ্ঞানে অখণ্ড জ্ঞানাকারে বিরুদ্ধ ভাব পরিহার করিয়াছে, দেহাদিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিগৃহীত আত্মা সকল, সেইরূপ জ্ঞানে একতা লাভ করিয়াছে। ধ্যানের ফল এই যে, অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানাকারে সমুদায় প্রত্যক্ষ হয়, সকলের সহিত আত্মা চিরসম্বন্ধে সম্বদ্ধ আপনাকে দেখিতে পায়। ধ্যানেতে সকল নরনারী, সকল ঋষিমহাজন, সকল দেবাত্মার সহিত অনন্ত ঈশ্বরযোগে একতা অনুভব যত দিন না হয়, তত দিন ধ্যান পূর্ণতা লাভ করে না। ধ্যানে এইরূপ একতানুভব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া ধ্যানানন্তর সাধারণ প্রার্থনা হইতে উপাসনার যত-গুলি অঙ্গ আছে সকলগুলি এইরূপ একতায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, ঈশ্বরদর্শন যে প্রকার দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তেমনি ঈশ্বরেতে বিরাজমান নিখিল চিদাত্মা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে দর্শনের বিষয় হন। আত্মা ইহার পর চিন্ময় রাজ্যে চিন্ময় বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনের নবতর উদ্যম যে প্রকাশ করিবে, ধ্যানে তাহা এইরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা যেমন এখান-কার বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করিবার উপযোগী সামর্থ্য লইয়া এখানে আসিয়াছিল, তেমনি উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিবার উপযোগী সামর্থ্য লইয়া যাইবার জন্য কি আয়োজন, ধ্যানফল আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়।

পরলোকচিন্তা।

পরলোক বলিতে এক এক জনের মনে এক এক প্রকারের ভাবের উদয় হয়। যাঁহার চিত্ত যে প্রকার, তিনি তাঁহার সেই চিত্তের অনুরূপ পর-লোক কল্পনা করিয়া থাকেন। এরূপ কল্পনা যুক্ত কি অযুক্ত এ বিচার বৃথা। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মানুষ যাহা যাহা অভিলাষ করে, তাহা ইহ জগতে যখন পূর্ণ হয় না, তখন অন্য জগতে ঠিক অভিলাষানুরূপ সকল হইবে, ইহা কোনরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে যে, এখানে যে ব্যক্তির চিত্তের যেরূপ অবস্থা সে ব্যক্তি সেইরূপ, তাহার কার্য্যও তদনুরূপ, সুতরাং কার্য্যজনিত ফলভোগও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

এমন কি চারিদিকের বস্তুসমূহ সে কি ভাবে দেখিবে ও গ্রহণ করিবে তাহাও তাহার সেই চিত্তের অবস্থার উপরে নির্ভর করে। যদি এরূপই হইল, তাহা হইলে ইহলোকের অবস্থার অন্তে যে অবস্থান্তর উপস্থিত হইবে, সে অবস্থার উপযোগী বস্তুগ্রহণসামর্থ্য চিত্তানুসারে হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? লোকে নিজ নিজ কল্পনায় পরলোকের যে ছবি অঙ্কিত করে তাহার কতকটা যে সত্য, এইরূপে আমরা সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

যখনই আমরা পরলোকবিষয়ে চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, আমরা যদি আমাদের চিত্তানুরূপ চিন্তা করি, তাহাতে কোন দোষ নাই, কেবল এই দেখিতে হইবে যে, সে সকল সত্যসঙ্গত কি না? যাহা সত্য তাহার সত্যত্ব কোন অবস্থা বা কালদেশাদির অধীন নহে। সুতরাং সত্যমূলক কোন চিন্তাই অযুক্ত বা অসম্ভব বলিয়া আমরা সদোষ মনে করিতে পারি না। কেবল সদোষ নহে তাহা নহে, তাহা হইবেই হইবে, ইহাও আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যদি বল তোমার আত্মপ্রিয়তাবশতঃ তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা সত্য মনে করিতেছ, তাহা সত্য নাও হইতে পারে, এরূপ স্থলে তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছ, তাহা পরলোকে তোমার সম্বন্ধে হইবেই হইবে, ইহা তুমি কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিবে? কালের শীঘ্রতা ও অশীঘ্রতা যদি মন হইতে তিরোহিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে সত্যমূলক যাহা কিছু আমি ভাবিতেছি, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে, কেন না আমার জীবনের কোন না কোন অবস্থায় উহা সিদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি বল যাহা চিরস্থায়ী বিষয় নয় পরিবর্ত্তসহ, তৎসম্বন্ধেও তো এই কথা বলা যাইতে পারে। আমরা বলি এস্থলে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে না, কেন না যাহা অস্থায়ী তাহা অবস্থাধীন, যদি সেরূপ অবস্থা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে জীবনে উহার সহিত সাক্ষাৎও হইবে না।

যিনি ধনসম্পৎ ভাল বাসেন তিনি এখানে দানাদি করিয়া আশা করেন যে, তদপেক্ষা শত গুণ ধনসম্পৎ সেখানে লাভ করিবেন। এখানকার ধনসম্পৎ সেখানে লাভ হইবে কি প্রকারে? সেখানে এ সকল কেবল সঙ্গে যায় না তাহা নহে, এ সকলের সেখানে সম্ভাবনা থাকিলে সে দেশের এ দেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব আর কোথায় থাকিল? যদি বল, তবে কি দানাদি বিফল? যদি দানের অনুরূপ বা ততোধিক সেখানে গিয়া দাতা না পান, তাহা হইলে তিনি কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনার ভোগসঙ্কোচপূর্ব্বক কেনই বা পরের সুখবর্দ্ধনার্থ উহা বিতরণ করিবেন? এখানে দান করিলে সেখানে তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়, শাস্ত্রই বা এ কথা বলেন কেন, লোকেই বা এরূপ বিশ্বাস করে কেন? শাস্ত্র বা লোকের বিশ্বাসের মূলে সত্য নাই, এ কথা বলিতে সাহস করিবে কে? দানাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার চিত্ত উন্নত হইয়াছে কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য। যদি চিত্ত উন্নত হইয়া থাকে, তবে সেই উন্নতচিত্ত তদনুরূপ বিষয় চিন্ময় রাজ্যে লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? চিন্ময় রাজ্যের চিন্ময় ঐশ্বর্য্য যে অত্যধিক সম্পৎ ইহা অস্বীকৃত হইবে কি প্রকারে? আত্মা যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনার অনুরূপ বিষয় তাহার ভোগের জন্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কি তাহার অধিক লাভ হইল না? তুমি বলিবে, এখানে যাহা দেখিতেছি, আমরা তদনুরূপ বিষয়ই অন্যত্র কল্পনা করিতে পারি, চিন্ময় রাজ্য চিন্ময় ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়। সেই অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য নাম দিয়া ভুলান চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এ যে চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ নহে, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই পৃথিবীকে আমরা জড়রাজ্য বলিয়া থাকি, এবং তাহারই বিপরীতে দিব্যধামকে আমরা চিন্ময় রাজ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। এ প্রকার প্রভেদ কেবল চিন্তার সাহায্য জন্য করা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ঈদৃশ বিজাতীয় প্রভেদ

কোথাও নাই। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চিন্ময় আত্মা এখানেও চিন্ময় রাজ্য লইয়াই ব্যস্ত, চিন্ময় ঐশ্বর্য্যই তাহার ভোগের বিষয়। মানুষ জড়রাজ্য হইতে জ্ঞান বাহির করিয়া লইতেছে, এবং সেই জ্ঞানযোগে ক্রমান্বয়ে রাজ্য অধিকার করিতেছে। যদি জড়রাজ্যমধ্যে জ্ঞান তাহার প্রাপ্য বিষয় না হইত তাহা হইলে জড়রাজ্য তাহাকে কোন কালে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। মানবজাতির উপরে বিজ্ঞানের এত প্রভাব কেন? এই জন্য যে উহা প্রকৃতির বক্ষ বিদারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে জ্ঞানৈশ্বর্য্য আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিতেছে। নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, এবং এই আকর্ষণেই সংসারবন্ধন এত সুদৃঢ়। এখানেও জ্ঞানেরই সাম্রাজ্য, কেন না দুজন জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি দুজনকে আকর্ষণ করিতেছে, দুইয়ের মধ্যে এক জন মৃত শব হইলে, বা দুইয়ের একটী পুত্তলিকা হইলে কি কখন পরস্পরের চিত্ত হরণ করিতে পারিত। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সর্ব্বত্রই জ্ঞানের সমাদর। সুতরাং বলিতে হইবে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন চিন্ময় রাজ্য হইতে চিন্ময় ঐশ্বর্য্য সকল এখানেও সম্ভোগ করিতেছে। কোথাও যদি অবাধে এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিবে কি না? উচ্চ বলা সমুচিত জন্যই পৃথিবী ও দিব্যধাম এই দুই নামে দুইকে পৃথক্ করা যাইতেছে।

তুমি বলিবে, জড়রাজ্য হইতে চিন্ময় আত্মা চিদৈশ্বর্য্যই নিয়ত সম্ভোগ করিতেছে এ কথা সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই, চিদ্বস্তু অচিদ্ভিন্ন কদাপি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, সর্ব্বস্থান হইতে জ্ঞানও সংগ্রহ করিতে পারে না। একথা শুনিতে বড়ই সত্য বলিয়া মনে হয়, এবং ইহার আর কোন খণ্ডন নাই সহজে মনে এইরূপ ধারণা আইসে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক বাস্তবিক আত্মা পৃথিবীর বিষয়ের জন্য লালায়িত কি না? আত্মা আত্মানুরূপ চিদ্বস্তু সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া লয় ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়। যেখানে অচিৎ লইয়া ব্যাপার, সেখানেও সেই অচিৎ হইতে চিৎ গ্রহণ ভিন্ন আত্মা আর কি গ্রহণ করিয়া থাকে? প্রতিদিনের অন্নপানাদির সহিত পোষণসামগ্রী আদি আছে, এই জ্ঞান থাকাতে লোকদিগকে তদ্রূপে প্রবৃত্ত করে, অন্যথা তাহাতে তাহাদের কদাপি প্রবৃত্তি হইত না। অমুক হইতে অমুক হইবে এই যে মনের প্রতীতি, ইহা জ্ঞান ভিন্ন আর কি বল? অচিদ্বস্তুতে জ্ঞানের সন্নিবেশনিবন্ধন যে চিত্তাকর্ষণ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহাদের একটু চিন্তা করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারাই বলিবেন, জ্ঞানই পরম ঐশ্বর্য্য, এবং আত্মার তাহাই ভোগের বিষয়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময় আত্মা জ্ঞানৈশ্বর্য্য পাইয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উত্থানপূর্ব্বক সুখী হইবে ইহা সত্যমূলক হইতেছে, এবং তাহাই যে পরিশেষে এ অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গিয়াও ঘটিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের জ্ঞান, অন্য কথায় চিত্তানুসারে ঐশ্বর্য্য লাভ এইরূপেই অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞানই থাকিবে, জ্ঞানই জ্ঞানৈশ্বর্য্যসমূহকে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় উপস্থিত করিবে, ইহা বলিতে আর কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি আছে? আমরা নিজে জ্ঞান, আমাদের নিজের চরিতার্থতা জ্ঞানে ইহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া যদি চিন্ময় রাজ্য চিন্ময় ঐশ্বর্য্য আমাদের নিত্য প্রাপ্য বলিয়া আমরা নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলে কি সত্য অতিক্রম করিলাম? আমাদের নিকটে জ্ঞানের তুল্য সত্য আর কিছু নাই, জ্ঞানেরই সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য, জ্ঞানকে বাদ দিলে গ্রহণযোগ্য কোথাও কিছু থাকে না, এই বিশ্বাস আমাদের মনে দিন দিন নিতান্ত সুদৃঢ় হইতেছে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পরলোকসম্বন্ধে মধুময় চিন্তা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গকে সেই চিন্তার সহভাগী করিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধটি লিখিলাম, ভরসা করি যে,

তাঁহারা এই পথে চিন্তা প্রয়োগ করিয়া আপনারা পরলোককে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ইহা লইয়া কত কাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সাকার বস্তুমাত্র পরিবর্ত্তনের অধীন বিনাশশীল, এ যুক্তি অনেকের নিকটে প্রবল বলিয়া মনে হইলেও সে যুক্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কত জ্ঞানী ব্যক্তি সাকার অথচ নির্ব্বিকার ও নিত্য, এই বলিয়া সাকারবাদে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়াছেন। এমন কি কোন মধ্যপথ আছে, যাহা অবলম্বন করিলে এ দুই মতের সামঞ্জস্য হয়?

বিবেক। জানিও যত প্রকারের বিরোধ আছে বস্তুতত্ত্বাবধারণে ভ্রমবশতঃ উহা ঘটিয়াছে। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা সমুদায় বিশেষণবিবর্জ্জিত বুদ্ধি মনের অগোচর এক অচিন্ত্য পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাঁহারা সাকারবাদী তাঁহারা নিখিল বিশেষণবিশিষ্ট চিত্তগ্রাহ্য হৃদয়হারী পদার্থকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইঁহারা এই সকল বিপরীত কথা লইয়া কত বিচার করিয়াছেন, বুদ্ধি, তাহা তোমার সকলই জানা আছে। কেন না সে সকল বিতর্ক তুমিই ইঁহাদের চিত্তে উত্থাপন করিয়াছ। কোন পদার্থ সম্পূর্ণ বিশেষণবিবর্জ্জিত হইতে পারে না, যদি হয় তৎসম্বন্ধে কেবল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে না তাহা নহে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা কখন মনে উঠিতেই পারে না। জগৎ দেখিয়া জগতের কারণের প্রতি দৃষ্টি স্বতঃ ধাবিত হয়, তৎপর সেই কারণসম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া তিনি কিছুরই কারণ নন, যদি কেহ ঈদৃশ সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি বস্তু নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিলেন না, বৃথা বাগ্‌জাল মাত্র বিস্তার করিলেন, ঈদৃশ নিষ্ফল চিন্তায় সময়ক্ষেপ বৃথা। বাস্তবিক কথা এই, এমন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই যিনি কোন না কোন বিশেষণবিশিষ্ট না করিয়া কোন বস্তু চিন্তা করিতে পারেন। এরূপ স্থলে বিশেষণবিবর্জ্জিত বলা একান্ত ভুল ইহাও তুমি বলিতে পার না। কেন না বস্তু ও বিশেষণ এ দুই যদি ভিন্ন হয় তাহা হইলে স্থূল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্ম বিকারী হইলেন। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, বিষয়টি তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'রক্তবর্ণ ঘট' এস্থলে 'রক্তবর্ণ' ঘটের বিশেষণ। ঘটের সঙ্গে রক্তবর্ণ কিছু এক নহে, কেন না উহা নীল ও পীত নানা বর্ণযুক্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ বর্ণ কিছু বস্তুনিষ্ঠ নহে, উহা অন্যত্র হইতে সংক্রামিত। ব্রহ্ম যদি এরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হন তাহা হইলে তিনি বিকারী হইলেন না তো আর কি হইলেন? কিন্তু এরূপ কোন বিশেষণযুক্ত না করিয়া ব্রহ্মকে যদি চিন্ময় বল তাহা হইলে এই বিশেষণটি বস্তু হইতে অভিন্ন একই সামগ্রী। ব্রহ্মও যাহা চিৎও তাহা, এরূপ স্থলে চিন্ময় এ বিশেষণটিতে কোন বিকার ঘটিতেছে না। কেবল বিকার ঘটিতেছে না তাহা নহে, চিৎ আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; চিৎ কি আমরা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কেবল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা নহে, চিৎ আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেও সমর্থ। তবে যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মকে বুদ্ধিমনের অগোচর বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্ত নহে। কে আর কবে সেই অনন্ত জ্ঞানকে নিঃশেষভাবে বুদ্ধি ও মনের বিষয় করিতে পারে?

বুদ্ধি। তুমি যে সকল কথা কহিলে এ আর তো কিছু নূতন নহে; সাকার ও নিরাকারের কথার কি হইল?

বিবেক। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারাই সাকারবাদীদিগকে সাকারবাদে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন, অন্যথা তাঁহারাও নিরাকার বাদী, কদাপি সাকারবাদী নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরে জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি যে সকল স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার একটিও সাকার নহে, সকলই নিরাকার; অথচ যাহার কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সাকার প্রাচীন নিরাকারবাদিগণের এই নির্ব্বন্ধ সাকারবাদে প্রশ্রয় দিয়াছে। নিরাকারবাদিগণ আত্মচৈতন্য অস্বীকার করিতে পারেন না, কারণ ইহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়। আত্মচৈতন্য জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উহা কি সাকার? সকল প্রকারের মিথ্যা সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া বিচার না করিলে এইরূপই ভ্রম ঘটিয়া থাকে। সাকার ও নিরাকারবাদিগণ বস্তুতত্ত্ব নির্দ্ধারণে মিথ্যা সংস্কারবশতঃ যে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন, সেই ভ্রান্তি অপসারিত হউক, দেখিবে উভয়েই একই কথা বলিয়াছেন, অথচ বিবাদ করিতেছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

মহর্ষিদর্শন।

গত মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে আমাদের পারিবারিক উপাসনাতে মাঘোৎসবের প্রারম্ভসূচক ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ হইয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্ণে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহর্ষিকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার যোড়াশাঁকোস্থ ভবনে গমন করেন। ভবনের দ্বারে এক জন ভদ্র লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে তাঁহারা বলেন, "আমরা মহর্ষিকে দর্শন করিবার প্রার্থী, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আগমনসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন।" তিনি বলিলেন "এখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর, ৫টা বাজিবার সময় হইল, দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সময় নির্দ্ধারিত। যাহা হউক তথাপি সংবাদ পাঠাইতেছি।" তখন তিনি সেই বাড়ীর এক জন অনুচরকে বলিলেন, "অমুকে অমুকে আসিয়াছেন, তুমি এই সংবাদ মহর্ষিকে জ্ঞাপন কর।" সেই লোকটি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতল ছাদের উপর উপস্থিত হয়, এবং নিজে অগ্রসর

হইয়া মহর্ষি যে ত্রিতল গৃহে বাস করিতেছেন তাহাতে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায় প্রভৃতির আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে। তিনি সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে নিকটে আসিতে বলেন। তাঁহারা নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র মহর্ষি আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" তাঁহারা প্রণাম করিয়া তাঁহারই আসনের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং উপাধ্যায় গীতা, সমন্বয়ভাষ্যের অবশিষ্টাংশ উপহার দিলেন। তখন তিনি প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে প্রফুল্ল বদনে কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পারস্য দেওয়ান হাফেজের একটী কবিতা উচ্চারণ করেন, উহার মর্ম্ম এই;—"তোমার সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পায়, অতএব চন্দ্রমার সঙ্গে তোমার তুলনা করা যায় না, যেহেতু চন্দ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (ঈশ্বরের সম্বন্ধে হাফেজের এই উক্তি); পরে বলেন গিরিশ বাবুকে দেখিয়া আমার কেবল হাফেজই মনে পড়িতেছে। হাফেজ পড়ার জন্য আমার পারসী শিক্ষা হইয়াছিল।" তৎপর আরও দুইটী হাফেজের কবিতা পড়েন। তাহার একটীর মর্ম্ম এই যে, "আমি দীন ভিক্ষু ভগ্নহৃদয়, তোমার দ্বারে উপস্থিত, তুমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ কর, তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিবার আমার কোন নিদর্শনপত্র নাই।" এই কবিতাটী পড়িয়াই বলিলেন, "আমারই এই অবস্থা ঘটিয়াছে।" উপাধ্যায় প্রভৃতি কে কে একত্র এক বাড়ী স্থিতি করিতেছেন, কখন তাঁহাদের উপাসনাদি হয়, এই সকল কথা মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তর শুনিয়া মহর্ষি বলিলেন, "তোমরা প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ।" ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই ভাবের বচনটিও উচ্চারণ করিলেন। পরে বলিলেন "লোক তোমাদিগকে চিনিল না, এই দুঃখ।" উপাধ্যায় বলিলেন, "আপনাকেই বা চিনিল কোথায়, ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের আগমন, বর্ত্তমানে লোক চিনিতে পারে না।" ভাই কান্তিচন্দ্র বলিলেন, "এই পারিবারিক উপাসনার উৎপত্তি এই গৃহেই হইয়াছে, আমরা এখান হইতে উহা লাভ করিয়াছি।" প্রসঙ্গক্রমে অবতারের কথা হইলে মহর্ষি বলিলেন, "লোকে রামকৃষ্ণকেও অবতার করিয়া তুলিয়াছে।" ভাই কান্তিচন্দ্র বলিলেন, "রামকৃষ্ণ কি, আপনার বিজয়কৃষ্ণকেও অবতার করিয়াছে।" এক্ষণ ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রম, একান্ত বার্দ্ধক্যবশতঃ মহর্ষির শ্রবণশক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না। এক জন পণ্ডিত নিকটে ছিলেন, তিনি চেঁচাইয়া অনেক কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। ভগবৎকথা কহিতে কহিতে মহর্ষির ভাবের উচ্ছ্বাস হইতেছিল, নয়নদ্বয় ও মুখমণ্ডল হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছিল। তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া উপাধ্যায় প্রভৃতি দুই তিন বার বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আগ্রহের সহিত বসাইয়া তাঁহাদিকে রাখিয়াছেন, উঠিয়া যাইতে দেন নাই, এবং বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে, পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ হইতেছে। তোমরা ঠিক আছ। একবার সাতরাগাছিতে উৎসবে কান্তিবাবু ছিলেন, তিনি কিছু পাঠ করিয়াছিলেন।" ৩৮ বৎসরের ব্যাপার মহর্ষির স্মৃতিপটে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। কথোপকথন হইতেছে, "ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া বলিল, খাইবার সময় হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়াই উপাধ্যায় প্রভৃতি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তাহা দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন, "না না যাইও না, যাইও না। আমার আহার তো ভারি, এক প্যালা দুধ মাত্র খাব।" এক প্যালা দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন, "আজকার জন্য এই খাওয়া হইল, আর কাল সকালে এক প্যালা দুধ খাইব। এইরূপ প্রতিদিন চারি বাটী দুগ্ধ পান করিয়া থাকি।" তাঁহারা দেখিলেন চারি বারে তিন পোওয়া বা এক সের দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া তিনি জীবনধারণ করিতেছেন, দুগ্ধ ভিন্ন কখন কখন আঙ্গুর ও বেদানার রস পান করিয়া থাকেন।

গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পারস্য 'তহফতোল' মওহ্‌দিন পুস্তক যখন রচনা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স কত ছিল?" রাজা রামমোহন রায়ের ঠিক কোন্ বয়সে তাহা রচিত হইয়াছিল মহর্ষি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিলেন না, তবে উহা যে রাজার প্রথম বয়সের রচনা তিনি এরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন, এবং বলিলেন, "এই পুস্তক প্রণীত হইয়া প্রচারিত হইলে পর মোসলমানেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য রাজা সঙ্গে পিস্তল রাখিতেন। রাজার যত্ন চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হইলে পর তাঁহার প্রতি হিন্দুদিগের ভয়ানক আক্রমণ হয়, তাঁহাকে নির্যাতন করিবার জন্য রাজা রাধাকান্তদেব প্রভৃতি অনেক সভাসমিতি করিয়াছিলেন, এবং একবার পথ দিয়া যাইতে কেহ তাঁহার মস্তকে কতকগুলি ছাই ফেলিয়া দিয়াছিল। তখন হিন্দুরা মহাগোলযোগ করে। 'সত্যমেব জয়তে' সত্যের জয় হইল।" পরে বলিলেন, "আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাল্যকালে দুর্গোৎসবাদির নিমন্ত্রণ করিতে বাড়ী বাড়ী আমি যাইতাম। একদা রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলাম, তিন দিন আমাদের বাড়ীতে যাইয়া প্রতিমা দর্শন করিবেন। এই কথা শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে কেন আমাকে কেন? রাধা প্রসাদের নিকটে যাও।' তাহাতেই আমি বুঝিলাম দুর্গাপূজা জিনিষটা ভাল নয়। তখন ভাইদিগকে প্রতিমা প্রণাম না করিতে পরামর্শ দান করিলাম। বাড়ীর সকলে যখন সম্মিলিতভাবে প্রতিমা প্রণাম করিতে পূজার গৃহে যাইতেন, না গেলে কর্ত্তা রাগ করিবেন ভাবিয়া আমরাও সঙ্গে যাইতাম। তখন গুরুজনেরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন, আমরা পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিতাম। তাঁহারা মনে করিতেন, আমরাও প্রণাম করিয়াছি। আমি রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যানে যাইয়া গাছে উঠিয়া লিচু ইত্যাদি ফল পাড়িয়া খাইতাম, এক দিন

তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি বাগিচায় উৎপাত করিও না। যত লিচু খাইতে পার আমি দিতেছি, এখানে বসিয়া খাও।' রাজা বিলাতে যাইবার সময় যখন সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন আমি এক স্থানে খেলা করিতেছিলাম। তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়া আমার হাণ্ড-শেক করিলেন। সেই যে তিনি চলিয়া গেলেন, আর তাঁহার দর্শন পাইলাম না। তিনি আমার বুকে আছেন। আমি তাঁহার কার্য্যই রক্ষা করিতেছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় 'ব্রহ্মজ্ঞান' এবংআমাদের ধর্ম্ম-পিতা আপনি,'ব্রহ্মযোগ' বিতরণ করিয়াছেন। আপনার ব্রহ্মযোগে পূর্ব্বতন ঋষিগণ আমাদের মধ্যে জাগ্রৎ হইয়াছেন।' মহর্ষি কিঞ্চিৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমায় ভালবাস বলিয়া এরূপ বলিতেছে।" উপাধ্যায় বলিলেন, "যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহাই বলিতেছি। যদি ইহা সত্য বলিয়া না জানিতাম, এরূপ বলিতাম না ; কেন না এরূপ বলিয়া কিছু লাভ নাই। আপনার ব্রহ্মযোগ প্রীতিমিশ্র, অনুরাগ প্রধান। আপনার মুখে যে জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতেই অন্তরের যোগ বাহিরে ব্যক্ত হইতেছে।" এ কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, "ফানুসের ভিতরে আলোক স্থাপন করিলে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায়। গীতায় বলিয়াছেন 'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজি-তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।' যোগী হওয়া কি সহজ কথা ? এরূপ না হইলে কি আর যোগী হয় ?" উপাধ্যায় উত্তর দিলেন "আপনার এখনতো সেই অবস্থা। আপনি সংসারের সমুদায় ভার পুত্রগণের উপরে দিয়া স্বয়ং স্বাধ্যায়ে রত রহিয়াছেন। এইতো চরমাশ্রম। আপনি এখন সেই আশ্রমে স্থিতি করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্যে 'একাকী যতচিত্তাত্মা' এস্থলে 'একাকী' প্রভৃতি বিশেষণ দেখিয়া বলিয়াছেন গৃহিগণের যোগে অধিকার নাই, তিনিই আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে গৃহস্থের যোগ-যুক্তত্ব স্বভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।" মহর্ষি বলিলেন, "কেন গীতাই তো বলিয়াছেন, 'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাব-বোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।' তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ ?" ইহার উত্তরে উপাধ্যায় বলি-লেন, "'শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ' এ সূত্র রাজা রামমোহন রায় উদ্ধৃত করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। এই নূতন ভাষ্যের আরম্ভেই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণযোগযুক্ত হইয়া গীতা বলিয়াছিলেন, পরে যখন অনুগীতা বলেন, তখন সেই যোগযুক্তাবস্থা ছিল না।" এই প্রসঙ্গে অবতারবাদের কথা উঠিল, তৎসম্বন্ধে যাহা কথোপকথন হয় উপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমন্বয়ভাষ্যে দার্শনিক মত কি প্রণালীতে সমন্বয় করা হইয়াছে, সে কথার উল্লেখ করাতে অতীব প্রীত হইলেন, এবং বলিলেন, "বেশ সামঞ্জস্য হইয়াছে, কিন্তু উহা বুঝিবার লোক অতি বিরল।" অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত প্রায় দেখিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া আমাদিকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হন।

প্রাপ্ত।

মুঙ্গেরে ব্রহ্মোৎসব।

বিহার ব্রহ্মমন্দিরের সাংবৎসরিক উৎসবের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আগামী ধর্মতত্ত্বপত্রিকায় স্থান দান করিলে চিরানুগৃহীত হইব।

২৪শে ডিসেম্বর উক্ত ব্রহ্মমন্দিরের জন্মদিন ও তৎসম্বন্ধীয় উৎসবের দিন। এখানে বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মসংখ্যা অল্প, তাহাতে আর্থিক সম্বন্ধে তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুইটি সবডেপুটি মহাশয়দের আগমনে বিশেষ উপকার হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় দ্বারিকানাথ বাগচী স্থানীয় উপাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদা দয়াময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণ সমীপে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার অশান্ত যত্নে ও চেষ্টায় করুণাময়ী মাতা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে রক্ষা করিয়া-ছেন। উক্ত উৎসবের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্য মহোদয় আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া উৎসবের আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর ভক্তিভাব উদ্দীপক উপাসনা এবং সুললিত জ্ঞানভক্তিপ্রেমপূরিত উপদেশা-বলী শ্রবণে এখানকার ব্রাহ্মদিগের হৃদয় মন প্রাণ শান্তিরসে প্লাবিত হইয়াছে। কোন কোন ভ্রাতাতে নূতন জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। উপদেশাবলীর সার যাহা তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যখন আরাধনা আরম্ভ হইল তখনই আচার্য্যদেব এবং সাধু অঘোরনাথের স্বর্গীয় আত্মার আবির্ভাব হইল এবং তাঁহারা যেন উপাচার্য্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগি-লেন। উৎকৃষ্ট রূপে আরাধনা কার্য্য সম্পাদিত হইবামাত্র পরম মাতার পবিত্র আবির্ভাবে ব্রহ্মমন্দির পরিপূর্ণ হইল। পবিত্রাত্মা আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপদেশের ভাব।

যখন কোন দেশে পাপের প্রাদুর্ভাব বিশেষরূপে হয়, সকলে ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষয়রসে নিমগ্ন হয়, এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন দয়াময় বিধাতা সকল নরনারীকে ধর্ম্ম ধনে ধনী করিবার জন্য ও পরিত্রাণ প্রদান করিবার জন্য নূতন বিধানের আবির্ভাব করেন। তারতে ভয়ানক ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হওয়াতে এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বল্প বা সমধিক অধোগতি হওয়াতে দয়াময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ নববিধান প্রেরণ করিয়া-ছেন। উক্ত ধর্ম্মকে কেবল দেশসংস্কারক সভা বলা পাপ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই নূতন বিধান। কেবল অসবর্ণ বা বিধবা বা যৌবনকালে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করা অথবা জাতি বিচার পরিত্যাগ

করাকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলে না। ঐ সকল কার্য্য যে সৎকার্য্য তাহাতে আর দ্বিরুক্তি নাই; কিন্তু তাহাই নূতন বিধান নহে। ভারতে যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মগণকে নিরাকার ব্রহ্মের যে উপাসনা করা যায়, ধ্যান করা যায় এবং তাঁহার বাণী শ্রবণ করা যায়— জীবন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। ইহা না করিলে নব-বিধানী হওয়া যায় না। সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্য চাহি, জীবনে ব্রাহ্ম হইয়া নূতন বিধান প্রচার করিবে।

সায়ংকালের উপদেশের সার কথা এই যে সাধ্বী সতী যেমন নিজের সদ্গুণে সংপতিকে বশীভূত করেন, তেমনি বিশ্বাস ভক্তি সহকারে সম্পূর্ণরূপে স্নেহময়ী দয়াময়ী মাতার অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে। কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা পাইলেও তাঁহাকে প্রেম ভক্তি প্রদান করিতে হইবে, ও তিনি যে বাস্তবিক মঙ্গলময়ী তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। তিনি ঐ সকল বিষয় নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ও ঐতিহাসিক বাক্য দ্বারা আমাদিগের হৃদ্গত করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল উপদেশশ্রবণে আমাদের পাপ কলুষিত আত্মা ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহী হইয়াছে।

তদনন্তর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভাই হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজ পুত্রের বাসাবাটীতে সমস্ত ব্রাহ্মগণকে ভোজন করান। ২৫ শে ডিসেম্বর আমরকাননে মহর্ষি ঈশার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। উক্ত ভক্তিভাজন বসু মহাশয় উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে উন্নত করিয়াছিলেন। আমাদের সহৃদয় শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য বাবাজী মহাশয় সুমধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা আমাদিগের আধ্যাত্মিক সুখ পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। এক্ষণে হৃদয়ের প্রার্থনা এই যে দয়াময়ের কৃপায় তাহা যেন আমরা জীবনে পরিণত করিয়া পরম সুখে সুখী হইতে পারি।

উৎসবে নিমন্ত্রণ।

উৎসব উপনীত। বন্ধুগণ এ সময়ে উৎসবসম্ভোগনিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। কি আশা দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিব, ইহা সকলেই জানিতে চান। আমরা তো উৎসবে কোন বারেই নিরুৎসাহের বা নিরাশার কথা বলি নাই। মণ্ডলীমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তনই আমাদের আশাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। বন্ধুগণ প্রতিবৎসর আসেন, উৎসব সম্ভোগ করেন, বৎসরের জন্য কিছু কিছু সম্বলও সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান, একটি দুঃখ তাঁহাদের আছে, সে দুঃখ তাঁহাদের দূর হইবে, এখনও আমরা সে কথা তাঁহাদিগকে বলিতে পারিতেছি না। তাঁহারা আসেন, আসিয়া কোন একটি অস্থায়ী স্থানে বসিয়া জগজ্জননীর পূজা করিয়া চলিয়া যান, স্থায়ী স্থান থাকিতেও তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত থাকেন, এ দুঃখ তাঁহাদের আমরা অপনীত করিতে পারিতেছি না। এ বৎসর তাঁহাদের দুঃখ নিবারণের উদ্যোগ হইল, মণ্ডলীর মধ্যে যিনি ধনে মানে সম্ভ্রমে শ্রেষ্ঠ তিনি সেই উদ্যোগে প্রধান সহায় হইলেন, যাঁহারা অনেক দিন হইল এরূপ করিয়া একত্র সম্মিলিত হন নাই, তাঁহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলেন, যেরূপ প্রশান্ত ভাবে কথাবার্ত্তা বলা এক প্রকার তাঁহাদের অভ্যাস নাই, সেই ভাবে তাঁহারা পরস্পরে কথা কহিলেন, অথচ ঈদৃশ উপায় হইয়াও উপায় বিফল হইল, এ সংবাদ যদি আমরা উৎসবোৎসুক বন্ধুগণকে দি, তাহা হইলে কি তাঁহারা আরো দুঃখিত হইবেন? আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা যেন দুঃখিত না হন। আমাদের আচার্য্যের জামাতা কুচবিহারাধিপের প্রযত্নে উডল্যাণ্ডে বিগত বৃহস্পতিবার যে সভা হইয়া গেল, তাহার কল্যাণকর প্রভাব আমরা মনে করি না অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সে দিন কুচবিহারপতি আপনার বিনীত নম্র ব্যবহারে, ধর্ম্মবিষয়ে প্রেরিতবর্গের প্রতি সম্ভ্রমপ্রদর্শনে, ধর্ম্মবিষয়ের মীমাংসা তাঁহারা ব্যতীত আর কাহারও করিতে যাওয়া একান্ত অনধিকার চর্চ্চা ইহা দৃঢ় বাক্যে ঘোষণা করাতে, যে একটি কল্যাণকর প্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে, সে প্রভাব কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে। বিলুপ্ত যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, সে দিনের বিষয়টি মীমাংসিত হইবার পক্ষে বিলক্ষণ অন্তরায় উপস্থিত হইলেও তৎপর দিন হইতে আবার তৎসম্বন্ধে যত্ন চলিতেছে। এ যত্নেও বিঘ্ন উপস্থিত অথচ তাহাতে যত্নশৈথিল্য ঘটে নাই; বরং আশাই সঞ্চারিত হইয়াছে। আমরা জানি এই উদ্যোগে যে একটী মিলনের ভূমি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদি এবার কিছু না হয়, ভবিষ্যতে তদুপরি ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধে মিলন সংঘটিত হইবে।

উৎসবের আরম্ভে যখন শুভসম্মিলনসাধনজন্য অনপেক্ষিত পক্ষ হইতে উদ্যোগ হইল, এবং সে উদ্যোগের প্রভাব যখন এখনও কার্য্য করিতেছে, তখন এবারকার উৎসবের সাফল্য অনিবার্য্য, ইহা আর বলিতে সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ নাই। কোন বারই আমাদের আশাদান যখন নিরাশায় পরিণত হয় নাই, তখন এবারকার উৎসবে বিশেষ সম্ভোগও লাভ হইবে একথা জ্ঞাপন করিতে আমরা কেন আর কুণ্ঠিত হইব? উৎসবজননী যাহা করিবেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচরে আছে ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কি আমরা বলিতে পারিব না যে, যখন উৎসব তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনিই উহার সংফল আপনি উৎপাদন করিবেন। মণ্ডলীসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে বিবিধ ঘটনা সংঘটিত হইতে হইতে বিধানজননীর একটি বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এবং সে অভিপ্রায় যে বিধানের মহিমা ও গৌরববর্দ্ধনের জন্য তাহাতেও আমাদের কোন সংশয় নাই। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের আচরণের জন্য লাঞ্ছিত হইতেছি, এবং আমরা আমাদিগকে এরূপ লাঞ্ছিত হইবার যোগ্যও মনে করি, কিন্তু সকল লাঞ্ছনা যে গৌরবের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকিয়া পড়িবে, ইহা বলিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ হয় না। এবং

উৎসবের প্রারম্ভে যে ঘটনাটী ঘটিল, সে ঘটনা পুঁছিয়া ফেলিবার যোগ্য নহে; ইহা নববিধানসমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনা মিলিত হইয়া যে মহত্তর অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিবে, আমরা তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি, তাই আমরা সাহসের সহিত বন্ধুবর্গকে উৎসবে আগমন করিতে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা উৎসবপ্রবর্ত্তক ভগবানের প্রেরণা অন্তরে অনুভব করিয়া আমাদের ভাবে মিলিত হউন এবং বর্ত্তমান-বর্ষের উৎসবের বিশেষ ফল সম্ভোগ করুন।

আমরা আমাদের বন্ধুগণকে আর কি অধিক বলিতে পারি। তাঁহারা বিশ্বাসভক্তি সহকারে আগমন করুন, তাঁহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জননীর কৃপা সম্ভোগ করিবেন। বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে আসিয়া প্রচুর পরিমাণে স্বর্গের দান সম্ভোগ করিয়াছেন, এবার বরং তাঁহারা অনুকূল অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িবেন, তাহার উপায় স্বয়ং ভগবান্ করিতেছেন। হয়তো তাঁহারা আসিয়া দেখিবেন, যাহা তাঁহারা আশা করেন নাই, তাহাই ঈশ্বরকৃপায় সাধিত হইয়াছে। এবার আমরা বাহ্য সম্মিলনসম্বন্ধেও আশান্বিত। সুতরাং সমগ্র হৃদয়ের সহিত আমরা বন্ধুবর্গকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেছি। তাঁহারা আসুন, আসিয়া বিধানজননীর অপূর্ব্ব লীলা প্রত্যক্ষ করুন। সামান্য বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া তাঁহারা আগমন করিবেন, আর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখিবেন সমধিক আনন্দসম্পদ লইয়া গৃহে গমন করিলেন। ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, ইহা স্মরণে রাখিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, এই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা এই প্রবন্ধটী লিখিয়া যন্ত্রস্থ করিবার পর সায়ংকালে সকলে মিলিত হইয়া উৎসবের জন্য ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। আশা এই যে, দ্বারোদ্ঘাটনমাত্রে এ উদ্যম শেষ বসন্ন হইবে না; সমগ্র উৎসব ব্রহ্মমন্দিরের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সম্পন্ন হইবে। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, সাপ্তাহিক উপাসনাও এই হইতে ব্রহ্মমন্দিরে একত্র মিলিতভাবে হইবে।

সংবাদ।

বিগত সোমবার শ্রীমদাচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে পূর্ব্বাহ্নে ৯টার সময় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, অপরাহ্নে জীবনবেদ ও আচার্য্যের জীবন পুস্তক হইতে এক একটি অধ্যায় পঠিত হইয়াছিল। সায়ংকালে এলবার্টহলে আচার্য্যজীবনবিষয়ে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ মোহিতলাল সেন ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতি হইয়াছিলেন।

এবৎসর যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বাঁকিপুর, মুঙ্গের ও ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। বাঁকিপুরে পূর্ব্বাহ্নে ভাই দীননাথ মজুমদার ও অপরাহ্নে ভ্রাতৃবর প্রকাশচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় এক শত উপাসক ও উপাসিকা তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। জন্মোৎসবের পর দিন শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত হন, সেই দিনও উৎসবের স্রোত চলিয়াছিল। মুঙ্গেরে ভ্রাতৃবর হরিসুন্দর বসু নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত প্রাপ্তস্থলে বিবৃত রহিয়াছে।

বিগত ১০ই পৌষ শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন চন্দননগর নববিধান মন্দিরে এক বক্তৃতাদান এবং উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বোওয়ালিয়া হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দাস মহাশয় তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার সার আমরা এস্থানে গ্রহণ করিলাম;—৮ই পৌষ হইতে ১২ই পৌষ পর্য্যন্ত বোওয়ালিয়ায় চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। ১লা পৌষ হইতে ৭ই পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী উপাসনা হইয়াছিল। ৮ই পৌষ ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ৯ই পৌষ প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে ও সায়ংকালে উপাসনা এবং অপরাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনাদি হইয়াছিল। ১০ই পৌষ প্রাতঃকালে উপাসনা ও উপদেশ, এবং সায়ংকালে বাঙ্গলা বক্তৃতা হইয়াছিল। ধর্ম্মজীবন বক্তৃতার বিষয় ছিল। ১১ই পৌষ প্রাতে ব্রহ্মসমাজের উৎসব হয়। সেই দিন অপরাহ্নে দীনদুঃখী অন্ধ আতুরদিগকে নূতন বস্ত্র কম্বল চাদর ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর উপাসনা হইয়াছিল। ১২ই পৌষ বনসম্মিলন হয়। ভূমিকম্পে বোওয়ালিয়ার ব্রহ্মমন্দির ভগ্ন হইয়াছিল। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাবু বেণীমিশ্র সাহেবের বিশেষ উদ্যোগ ও অর্থসাহায্যে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে।

ঢাকা হইতে গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণদিবসস্মরণার্থে যে যে স্থানে সভা হইয়াছে, তাহার বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে নর্থব্রুক হলে বেলা ৪৷৹ টার সময় সভা হইয়াছিল। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; স্থানীয় সবর্ডিনেট জজ্, মুন্সেফ, প্রফেসার ও উকিল দিগের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রধান বক্তারূপে মনোনীত হইয়াছিলাম; শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্তও কিছু কিছু বলিয়াছিলেন।

ভগবানের বিশেষ কৃপায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারের গোলযোগ মীমাংসা হইতে চলিল। যে প্রকারে উহা মীমাংসা হইতেছে, বারান্তরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার

ইচ্ছা রহিল। অদ্য ১লা মাঘ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে মহা-মাঘোৎসব সমারোহে আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি কলিকাতায় উপস্থিত প্রায় সমস্ত প্রচারক, কুচবেহারের মহারাজা ও মহারাণী রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ, আচার্য্যদেবের পুত্র কন্যাগণ এবং বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পরে আর এরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হয় নাই। ধন্য বিধানজননী, তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। উৎসবের সমস্ত কার্য্যই মিলিতভাবে হইবে এবং ব্রহ্মমন্দিরেও আগামী রবিবার হইতে এই ভাবে উপাসনাদি হইবে, এইরূপ কথা হইয়াছে।

মাঘোৎসবে যোগ দান করিবার জন্য ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি এখানে আসিয়াছেন।

ময়মনসিংহের এক জন বন্ধুর পত্রে জানিতে পারিলাম, তত্রত্য ডিঃ ইঃ জজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন এক দিন ময়মনসিংহের নিকটবর্ত্তী এক পল্লিগ্রামে হরিসভায় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। তত্রত্য প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি উক্ত সভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত গীতাভাষ্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। বাঙ্গলা ভাষা সহ ও যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৬ জুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ইণ্টারপ্রিটার এবং ওয়ার্ল্ড ও নিউ ডিস্পেনসেশন পত্রিকা সম্মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে ইহার সম্মিলিত নাম হইল The Interpreter and The New Dispensation. পূর্ব্বোক্ত উভয় পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ পত্রিকা পরিচালন করিবেন। কার্য্য সম্পাদন ভার প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে রহিল। আমরা আশা করি, সম্মিলিত লেখকতায় ও যত্নে উক্ত পত্রিকা উন্নতরূপে পরিচালিত হইবে। এক্ষণ উহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ৪৲ চারি টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সপ্ততিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে।

৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারী শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

৭ „ ২০ „ শনিবার—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে টাউনহলে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরাজী বক্তৃতা, বিষয়—'প্রতীচ্য ধর্ম্মে প্রাচ্য ভাবের নিয়োগ'।

৮ „ ২১ „ রবিবার—প্রাতে ও সায়ঙ্কালে উপাসনা।

৯ মাঘ ২২ জানুয়ারী সোমবার—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে গোলদীঘীতে প্রান্তরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

১০ „ ২৩ „ মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে আলবার্টহলে উপাধ্যায়কর্ত্তৃক বক্তৃতা, বিষয়—'ঈশার নিকটে কেশবের ঋণ।'

১১ „ ২৪ „ বুধবার—প্রাতে ও সায়ঙ্কালে উপাসনা ও উপদেশ, অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা।

১২ „ ২৫ „ বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। ব্রাহ্মিকা উৎসব।

১৩ „ ২৬ „ শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা, নগরকীর্ত্তন।

১৪ „ ২৭ „ শনিবার—যুবকগণের প্রার্থনা সমাজের উৎসব।

১৫ „ ২৮ „ রবিবার—সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব।

১৬ „ ২৯ „ সোমবার—উদ্যানসম্মিলন।

১৭ „ ৩০ „ মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা, সায়ঙ্কালে শ্রীদরবারের বার্ষিক অধিবেশন।

১৮ „ ৩১ „ বুধবার—প্রাতে উপাসনা, শান্তিবাচন।

আবশ্যকমত এই প্রণালী স্থানাদিসম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। যুবকদিগের এবং কমলকুটীরের কার্য্যপ্রণালী ইহার পর সংযুক্ত হইবে।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

[illegible] মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক এই পত্রখানি মহাশয়ের পত্রিকায় [illegible] কৃতার্থ হইব।

টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রীতিভাজন সভ্য আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীমৎ [illegible] মহাশয় আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া বিগত কার্ত্তিক মাসে [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে [illegible] নববিধান ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও আমরা নিতান্ত [illegible]। শারদীয় পূজার বন্ধের সময় আমরা যে বন্ধুকে [illegible] প্রফুল্ল হৃদয়ে বিদায় দিলাম, তিনি আর গৃহ হইতে [illegible] না, তিনি তাঁহার পার্থিব বাসগৃহ হইতে পরম[illegible] মনোহর গৃহে গমন করিলেন। হায়! মানবদেহ এমনি [illegible] ভ্রাতার বিশেষ কোন পীড়ার লক্ষণ পূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই, বন্ধের সময় পাটুলিগ্রামে নিজালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পূর্ব্বে একদিন মূর্চ্ছা হয় এবং তৎপরে তিনি অল্পদিন মানবলীলা সংবরণ করেন। ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের সত্যপ্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত

আনন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইঁহার প্রয়াণকালে উপস্থিত থাকিয়া যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষাদি করিয়াছেন। দয়াময় শ্রীহরির পবিত্র নাম লইতে লইতে প্রিয় ভ্রাতা অল্পকাল মধ্যেই দেহযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

এই ভ্রাতা আমার একজন হৃদয়বন্ধু ছিলেন। টাঙ্গাইলে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ইঁহার সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলাম। ইনি অতি সরলহৃদয়, পবিত্রচরিত্র ও বিদ্যোৎসাহী ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম সরলতা দেখিয়া টাঙ্গাইল নববিধানব্রাহ্মসমাজের প্রীতিভক্তিভাজন উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় ইঁহাকে "সরল শিশু কৃপানাথ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার মত অমায়িক, ক্রোধশূন্য ও নির্দ্দোষপ্রকৃতির লোক অতি বিরল। বন্ধুকে আমরা কত উপলক্ষে কত তীব্র কথাই বলিয়াছি কিন্তু কখনও ইঁহার হাসি মুখ ভিন্ন অন্যভাব দেখি নাই। ইনি বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চিরদিন ইনি প্রাণীহিংসার বিরোধী ছিলেন। নানা স্থানে পশুবধের প্রতিকূলে তীব্র আলোচনা করিতেন। কৃপানাথ বাবু বেশ সঙ্গীত করিতে পারিতেন, বেহালা ও এস্রাজ বাজাইয়া সমাজে সুমিষ্টস্বরে গান করিয়া সমাজের সেবা করিয়াছেন। কত দিন এদাসের কুটিরে বিনা আহ্বানে আসিয়া শনিবাসরীয় উপাসনায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ইনি অতি ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কখনও কখনও তাঁহার বাসাতেও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও বক্তৃতাদি হইত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূও একজন অতি ভক্তিমতী। তিনি এবং বাড়ীস্থ অন্যান্যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাদের উপাসনা সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন। ইনি নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু ইনি চিরকাল শিক্ষার্থী ছিলেন। স্কুলে পাঠ না করিয়াও নিজের উদ্যোগে বেশ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি বিচারালয়ে ইংরাজীতে বিলক্ষণ বক্তৃতা করিতে পারিতেন। নিজ চেষ্টায় অনেক পরিমাণে সঙ্গীত শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইদানীং আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যেখানে যে সভাসমিতি হইত প্রায় সেখানেই আমাদের বন্ধু যাইতেন এবং কখনও কখনও বক্তৃতাও প্রদান করিতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহার বক্তৃতা বেশ ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইত। ইঁহার হৃদয় দয়াপূর্ণ ছিল। কৃপানাথ বাবুর একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিয়াছেন যে একবার একটি লোক ইঁহার ক্ষেত্রের ধান্য কর্ত্তন করিয়া লয়। ইনি অবগত হইয়া ধান্যকর্ত্তনকারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন সে এরূপ করিল। সে বলিল খাইতে না পাইয়া আমি ধান্য লইয়াছি। ইহা শুনিয়া আমাদের বন্ধু তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, আমার অংশের ধান্য তোমাকে দিলাম, বখরাদারের (অর্দ্ধভাগীর) অংশ তাঁহাকে দিও। এরূপ দয়া কেমন চমৎকার! কৃপানাথ বাবু সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন, বোধ হয় কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না।

টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহিত এই বন্ধু চিরসংযুক্ত থাকিবেন। ১২৯২ সনে নববিধানব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ১২৯৩ সনে প্রথম বার্ষিক উৎসবের পর কোন কোন সভ্য আপত্তি উপস্থিত করিলেন, সমাজের নামের অগ্রে যে নববিধান শব্দ আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং যে, পর্য্যন্ত তাহা না হয়, উৎসবের কার্য্যবিবরণ পত্রিকাস্থ করা স্থগিত থাকুক। এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের একটি মূল মত এই যে, সকল কার্য্যই সর্ব্ববাদি-সম্মত মতে নির্ব্বাহিত হইবে। তৎকালীন সমুদায় সভ্যের মতানুসারে সমাজের নাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজ রাখা হইয়াছে; এক্ষণে কিরূপে সর্ব্বসম্মতি ভিন্ন সে নাম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই বিষয় লইয়া অনেকবার সঙ্গতের অধিবেশন হইল। শেষ একদিন সঙ্গতের অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয় প্রার্থনা করিলেন "মা তোমার নববিধান শব্দ কি কাটা যাইবে? মা বিধানেশ্বরী, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক," এই ভাবের প্রার্থনার পর আলোচনা আরম্ভ হইবে এমন সময়ে ভ্রাতা কৃপানাথের সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আলোচনা স্থগিত হইল, বন্ধুর জন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসক আনা হইল। প্রভাত রাত্রি পর্য্যন্ত কৃপানাথ বাবুর চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং দয়াময় শ্রীহরির কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ঘটনায় উক্ত সঙ্গত সভায় উপস্থিত সভ্যগণ একবাক্যে অবধারণ করিলেন নববিধান-নামপরিবর্ত্তন ভগবানের অভিপ্রায় নহে। তদবধি ঐ নববিধান নাম সমাজদেহে শোভা পাইতে লাগিল। বিচিত্র লীলাময়ী জননী এই সূত্রে নববিধান নাম রক্ষা করিয়া বিশ্বাসীদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। ধন্য মা জগজ্জননি, ধন্য তোমার লীলা।

কৃপানাথ বাবুর বয়স ৪৫। ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। কয়েকটি পুত্র কন্যা ও বিধবা পত্নী রাখিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রয়ে আছেন। মা জগজ্জননী তাঁহার এই পবিত্র সরল সন্তানকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং তাঁহার নিরাশ্রয় পরিবারকে রক্ষা ও প্রতিপালন করুন এবং স্বর্গীয় সান্ত্বনা-বারি বর্ষণ করুন।

টাঙ্গাইল
১৩০৬। ১৩ই অগ্রহায়ণ

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার
নববিধান ব্রাহ্মসমাজ টাঙ্গাইল

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ দ্বারা ২রা মাঘ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা।	১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, সোমবার, ১৮২১ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে করুণানিধান পরমেশ্বর, তোমার গভীর অভিপ্রায়ের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এতটুকু পর্য্যন্ত আমরা জানি যে, তোমার অভিপ্রায় অখণ্ড্য এবং অচ্ছেদ্য; আমাদের সহস্র দুশ্চেষ্টাও তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আমরা যখন সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তখন নিজ নিজ বুদ্ধি বিচারের পথে না গিয়া সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে অটল বিশ্বাস সহকারে দাঁড়াইয়া থাকিব, ইহাই আমাদিগের পক্ষে উচিত। তুমি যে সত্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ, যে নীতি ও বিধিতে আমাদিগকে বাঁধিয়াছ, তাহা হইতে বিচলিত হওয়া আমাদিগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ। আমরা আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, তুমি যাহা বুঝাইয়া দিয়াছ, তদুপরি আমাদের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসস্থাপন আমাদিগের পক্ষে নিরাপদ পন্থা। দেখিও, নাথ, সংসারের লোকদিগের কুপরামর্শে অথবা কোন প্রকারের প্রলোভনের কুহকে পড়িয়া যেন সে পথ হইতে আমরা ভ্রষ্ট না হই। তোমার নামে আমরা যে সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছি, সে সকল অঙ্গীকার আমরা কোন কারণে ভঙ্গ করিতে পারি না। মানুষ যদি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা না করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মজীবন অঙ্গীকারভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, এবং মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বলতার জন্য ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া তৎপক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হয়; দিন দিন তাহাকে পশ্চাদ্‌গমন করিতে হয়। হে প্রভো, সত্য ও ধর্ম্ম, অঙ্গীকার ও তৎপ্রতিপালন আমাদিগকে নিরন্তর সতর্ক করিয়া দিউক। যখনই আমাদিগের মন অসৎপরামর্শে কর্ণপাত করে, বা কোন প্রকারের প্রলোভন আমাদিগের মনকে প্রলুব্ধ করে, অমনি যেন সত্য আসিয়া, ধর্ম্ম আসিয়া, অঙ্গীকার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, আমাদিগকে সাবধান করে এবং সত্য, ধর্ম্ম ও অঙ্গীকারপ্রতিপালনের জন্য তোমার নির্ব্বন্ধ যেন তখনই আমরা হৃদয়ে অনুভব করি। হে দীনজনগতি, এই দুরন্ত সংসারে তোমা বিনা আর কেহ আমাদিগকে সত্যেতে ধর্ম্মেতে অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষে সহায় হইবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। অপরের কথা দূরে আমাদের নিজ বুদ্ধিই আমাদিগকে বিপাকে ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। এবার উৎসবে আমরা তোমার বিশেষ করুণা সম্ভোগ করিলাম, যাহা

অসম্ভব ছিল তাহা তুমি সম্ভব করিয়া দিলে। এখন আমরা যদি সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, অঙ্গীকারনিষ্ঠ না হই, তাহা হইলে তোমার বিশেষ করুণার দান রক্ষা করিতে পারিব,তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। তোমার করুণার পার্শ্বে পরীক্ষা দাঁড়াইয়া আছে, যত অধিক তোমার করুণা, তত অধিক পরীক্ষা, সকল সাধক জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। দেখিতেছি, এবার যেমন তোমার বিশেষ করুণা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইল, সেই করুণা পরীক্ষা অতিক্রম করিবার সামর্থ্যও অর্পণ করিবে, ইহা জানিয়া আমরা তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিতেছি, তোমার অভিপ্রায় আমাদিগের জীবনে পূর্ণ হইবার পক্ষে তুমি যে উপায় বুঝাইয়া দিয়াছ সেই উপায়ের প্রতি যেন আমরা কখন উদাসীন না হই। তোমার কৃপায় আমরা এ বিষয়ে সফলমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া বিনীতভাবে বার বার তোমায় প্রণাম করি।

সপ্ততিতম মাঘোৎসব।

আমাদিগের পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে এবার সকলে ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত হইয়া উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এত বৎসরের পর সকলের একত্র মিলনে কাহার না হৃদয়ে হর্ষ ও আহ্লাদ উপস্থিত হইয়াছে? তবে এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এ কেবল মিলনের প্রারম্ভমাত্র, ইহার পরিণতি বহুবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া সম্পন্ন হইবে। যিনি সকল অসম্ভব সম্ভব করেন তিনিই মিলনের পরিণাম সুখকর করিবেন, এই আশা করিয়া আমরা উৎসবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ মাঘ, ১৪ জানুয়ারী, রবিবার। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হইবার দিন। উৎসবব্যাপার সকলে মিলিত হইয়া সাধিত হউক, এজন্য অভ্য সকলে বিশেষ যত্নবান্ হন। সকল বন্ধুতে মিলিত হইয়া অনেক প্রকারের কথোপকথনের পর এই স্থির হয় যে, মন্দিরে উপাধ্যায় আরতির প্রার্থনা পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল উপাসনার কার্য্য করিবেন; বেনিয়াটোলাস্থ ভবনে যে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা আছে, তাহা অদ্যই ভঙ্গ করা বিহিত নহে, সেখানে যথানিয়ম উপাসনা হওয়ার পর উপাসকবর্গকে ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত ভাবে উৎসব ও উপাসনা হওয়ার বিষয় অবগত করা হইবে। এতদনুসারে অদ্যকার সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সায়ঙ্কালে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার খোলা হয়। মন্দিরের সম্মুখভাগে চূড়ার নিম্নদেশে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া মন্দিরমধ্যে সকলে প্রবেশ করেন। ক্ষণকালমধ্যে সমুদায় মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া যায় এবং আরতির কার্য্যারম্ভ হয়। আরতির প্রার্থনানন্তর প্রমত্ত কীর্ত্তন সমুপস্থিত হইলে এমনি জনতা উপস্থিত হয় যে, সে জনতা ভেদ করিয়া বহির্গমন করা কঠিন হইয়া পড়ে। কীর্ত্তনান্তে ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

২ মাঘ সোমবার উপাসক ও প্রচারকগণের সম্মিলন। অদ্য উপস্থিত সমুদায় প্রচারক ও উপাসকগণ শান্তিকুটীরে সায়ঙ্কালে মিলিত হন। সভাস্থলে সকলে অকুণ্ঠিতভাবে মনোভাব সকল ব্যক্ত করেন। স্বতন্ত্রভাবে আর অন্যস্থলে সাপ্তাহিক উপাসনা হইবে না, এই হইতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য হইবে, তিনসপ্তাহান্তে উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইবে, ইত্যাদি অনেক কথার পর উৎসবের কার্য্য প্রণালীর মধ্যে কি কি নূতন সন্নিবেশ হইবে সেইগুলি লিপিবদ্ধ হয়।

৩ মাঘ, মঙ্গলবার, শ্রীদরবার-পুনর্গঠন *। ব্রহ্ম-

* 'শ্রীদরবার-পুনর্গঠন' এই কথাতে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তবে কি শ্রীদরবারের অস্তিত্ব ছিল না। এরূপ সংশয় মূলশূন্য। যাহা নাই তাহার পুনর্গঠন হইবে কি প্রকারে? পুনর্গঠনে উপাদানের প্রয়োজন। যে স্থলে পুরাতন উপাদান নাই সে স্থলে নূতন উপাদান লইয়া পুরাতন আকারসম্বন্ধে মনে যে

মন্দিরে শ্রীদরবারের নূতন অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের নির্দ্ধারণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

৩ মাঘ (১৬ জানুয়ারী) মঙ্গলবার, ১৮২১শক (১৯০০ ইং)।

উপস্থিত—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল বসু, উমানাথ গুপ্ত, প্যারীমোহন চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কান্তিচন্দ্র মিত্র, প্রসন্নকুমার সেন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, চন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বরদানাথ ঘোষ, মধুসূদন সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রমথলাল সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, অমৃতানন্দ রায়, আশুতোষ রায়, শরচ্চন্দ্র রায়, মহেন্দ্রনাথ নন্দন, ললিতামোহন রায় প্রভৃতি।

১। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীদরবারের সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

২। বর্ত্তমান শুভমিলনে আমরা যে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছি, সেই আবির্ভাব উপলব্ধিবিষয়ে যিনি যিনি চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীদরবার আন্তরিক প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

৩। উৎসবের প্রণালী সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইল।

৪। বিদেশ হইতে যাঁহারা উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আগমন করিবেন তাঁহাদিগের সেবার জন্য বন্দোবস্ত করা হয় এবং এ সম্বন্ধে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, উমানাথ গুপ্ত, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজমোহন বসু এবং ললিতামোহন রায় সাহায্য করিবেন।

৪ মাঘ বুধবার। অদ্য হইতে কমলকুটীরে প্রায় প্রতিদিন নবদেবালয়ে প্রাতে ১০ টার সময়ে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে গোলদীঘীতে প্রান্তরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। ভাই রাজমোহন বসু এবং ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলেন, তাহার সার নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

ভাই আমার নিবাস উড়িষ্যা। জ্যোতিষ বিদ্যা কিছু জানি, গণকের ব্যবসায় করিয়া থাকি। আপনারা কি আমার দ্বারায় কিছু গণনা করাইবেন? সকলের হাত ধরে রেখা দেখে গণনা করা সুবিধা হইবে না, তবে আমি কয়েকটা কথা বলে যাই আপনারা নিজ নিজ হাত মিলাইয়া দেখিবেন। গণনা করিতে গেলে চারিটি বিষয় দেখিতে হয়। আয়ু, বিদ্যা, সৌভাগ্য, পুত্র। আয়ু বলিব ৫০।৬০ কিংবা ৭০।৮০, না হয় ১০০ শত বৎসর, এটা কি আর একটা পরমায়ুর মধ্যে ধরা যায়, না গাছ লতা পাতা কিংবা শৃগাল কুক্কুরের মতন বাঁচাটাকে একটা বাঁচার মধ্যে গণ্য করা যায়? শাস্ত্র বলেন, 'তরু লতা জীবনধারণ করে, মৃগ পক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু যে ব্রহ্মমনন দ্বারা জীবনধারণ করে সেই যথার্থ জীবন ধারণ করে।' তবেই হইল, যে হরিচিন্তায় রত তারই জীবনধারণ সার্থক, তার আবার অনন্ত পরমায়ু। ভাই, আয়ুর কথাটা শুনলে, বল হরি বিনা জীবনে মৃত হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? বিদ্যা—কি বল ভাই, গাড়ী চড়বে, হাকিম হবে, উকিল হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাধিতে ভূষিত হবে, হও ভাই তোমাদের খুব বিদ্যা হউক; কিন্তু, ভাই, বলে রাখি, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, 'ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত প্রভৃতি সকলই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।' ভাই বিদ্যার স্থানটা ভাল করে দেখে নিও, বিদ্যা ভারি দরকার। সৌভাগ্যের স্থানটা একবার দেখি। রাজ্যপাট, তালুক মুলুক, টাকা কড়ি, গাড়ী ঘুড়ী, হাতি ঘোড়া, দাস দাসী, ঐশ্বর্য্যের জাঁক জমক কত বর্ণনা করিব। একটা গল্প বলি শুন। এক দিন এক জন মুসলমান সাধু পথ দিয়ে যেতে যেতে এক ধনীর বাটীর সম্মুখে দাড়িয়ে পড়লেন। সেই বাটীর ভিতর হইতে একজন লোক দ্রুত পদে ঋষি মহাশয়ের কাছে এসে সেলাম করে বল্লে, আসুন আসুন বাটীতে আসুন। সাধু বল্লেন, না পিপাসা পেয়েছে একটু জল লয়ে এস, পান করাও। সে লোকটী বাড়ীতে গিয়া এ কথা বলিবামাত্র, সেই ধনীর অনূঢ়া যুবতী কন্যা এক হস্তে একটা জলপূর্ণ কুঁজা আর অপর হস্তে একটা গ্লাস লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। যুবতী অসামান্যা রূপবতী। যখন জলপাত্র পূর্ণ করিতেছিল, তাপসের নয়ন একবার সেই রূপরাশির উপর পড়িল, আর একেবারে বিমোহিত হইল। তপোধনের আর শক্তি নাই যে চলিয়া যান, সেইখানেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুষ্টলোক হলে মনে মনে সেই রূপ ধ্যান ক'রে কপট ভাবে কাল কাটাইত। এ যে ভক্ত সরলস্বভাব কপটতা জানেন না, রূপে আহত। অল্প ক্ষণ পরেই সেই কন্যার পিতা গৃহে আসিলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেলাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষি, কেন আপনি এখানে দাঁড়াইয়ে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার পিপাসা লেগেছিল। ধনী বলিলেন, কি আপনাকে কেহ জল দেয় নাই? ঋষি বলিলেন, না না আমাকে জল পান করাইয়াছে, কিন্তু যে আমাকে জল পান করাইয়াছিল সে আমার প্রাণ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বাটীতে গিয়া জানিলেন তাঁহার কন্যাই তাঁহাকে জল পান করাইয়াছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে ফকিরকে কন্যাদানের

একটি আদর্শ নিহিত থাকে তদনুসারে পুনর্গঠন হয়। দরবারসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কোথাও বিচ্ছিন্ন ভাবে কোথাও অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুরাতন উপাদান গুলি সবই আছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত উপাদানগুলিকে অবিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা সাধন এখানে 'পুনর্গঠন' শব্দের অর্থ। এই অর্থ দেখিয়াই আমরা 'পুনর্গঠন' শব্দে কোন আপত্তি উত্থাপন করি নাই।

ন্তার আর পুণ্য নাই, এ সংবাদে পিতার আর আনন্দ ধরে না। তখনি তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যশালী মনে ক'রে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ঋষি মহাশয় সম্মতি দিলেন। বিবাহের দিন ধার্য্য হইল, প্রকাণ্ড বিবাহসভামণ্ডপ প্রস্তুত হইল। নহবত, রসুনচৌকি, বাদ্যভাণ্ডের সুমিষ্ট স্বরে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। আত্মীয় কুটম্ব ধনী মানী সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন; আর বর মহাশয় পদব্রজে একটা খির্কা পরে সভায় এলেন। সকলে অভ্যর্থনা করে একটু বসাইয়া স্নান করাইবার জন্য ও বিবাহের সাজসজ্জা করাইবার জন্য তাঁহাকে স্নানাগারে লইয়া গেল। সে খির্কা আর নাই; সুন্দর কিনখাপের পোষাকে শরীর শোভিত,কণ্ঠে মুক্তামালা, নানা সুরাগে রঞ্জিত দেহ, বর মহাশয় সভায় আসিয়া বসিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বিবাহের মন্ত্রপাঠ হইতে যাইতেছে এমন সময়ে শেষ নৈশ নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় সাধু নমাজের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে নমাজের স্থানে পাঠান হইল। ঋষি নমাজে বসেছেন, আর দৈববাণী হইল,—'সাবধান! সাবধান! দেখ কি পরিধান করেছ। সেই বৈরাগ্যের বস্ত্র যাহা আমি কোন পাদসাহকে দিই না তাহা কাড়িয়া লইয়াছি! আর যদি এখন সে কামনা মনে স্থান দেও, আমি সকল সৌভাগ্য হইতে যাহা অমূল্য, সেই নমাজ কাড়িয়া লইব।' ফকিরের চেতনা হইল,আপনার দিকে চাহিয়া বিলম্ব আর সহিল না, সুন্দর পরিচ্ছদ ছিন্ন করিতে করিতে আমার খির্কা আন, আমার খির্কা আন বলে মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কেহ সেই আলখাল্লাটা তাঁহাকে দিয়া আসিল। কোথায় রহিল বিবাহ আর কোথায় রহিল সেই সভা,একেবারে দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ভাই, বুঝিলে কি, সৌভাগ্য কারে বলে? বি এ এমে পাস করে আর কি শ্বশুর মহাশয়ের একমাত্রবাটীবন্ধকের ৪০০০ টাকা লইতে ইচ্ছা করে? হরিধন চেয়ে কি ধন আছে? ধনের স্থানটা বিশেষ করে দেখতে হবে। এই দেখ না, একটা বিচারতো আছে? এই তোমরা আর আমরা হরিনাম কর্‌ছি আর শুনছি, আর ঠিক এই সময়ে কত লোকে মদ খাচ্ছে, মন্দ স্থানে যাচ্ছে, আর কত খারাপ কাজ কর্‌ছে, আমরা ভাগ্যবান্ কি তারা ভাগ্যবান্। পুত্রের স্থানটা দেখি। নরনারীর জন্মের সঙ্গে পরম কৃপালু পরমেশ রাজ্যবিস্তারের তত্ত্বটা রেখেছেন। পুত্রমুখ যে না দেখিল তার জন্ম বৃথা। শাস্ত্র বলে, পুত্রমুখ দেখে মানব নরক হইতে উদ্ধার পায়। জগন্নাথ মিশ্র আর সচীমাতা কেমন ছেলের মুখ দেখেছিল, মেরি আর জোজেফ কি অপূর্ব্ব পুত্রধন লাভ করেছিল, রাজা শুদ্ধোধন কি অলোকসামান্য পুত্রধন পেয়েছিল। হজরত মহম্মদের মত দুর্লভ ছেলে পেতে কে না চায়? এ হেন পুত্র কুল উজ্জ্বল করে, দেশ উজ্জ্বল করে, জগত উজ্জ্বল করে। 'অমৃতং পুত্রপৌত্রঃ।' ভাই টক গাছে টক আম হয়, মিষ্ট গাছে মিষ্ট আম হয়। আমি যদি ভাল না হই, আমার ছেলে কি করে ভাল হবে? আমি যদি মাতাল হই, বেশ্যাসক্ত হই, আর দুরাচার করি, আমার ছেলে আমার আত্মজ,আমার মত হবে, আর আমি যেমন কুল উজ্জ্বল করেছি সেও তেমনি কুল উজ্জ্বল করবে। যে কয় জন আমরা হয়েছি তাহাতেই ধরা টলমল করছে, আর আমাদের বংশ বৃদ্ধি হ'লেই পৃথিবী উলটে যাবে। সন্তানের স্থানটা খুব ভাল করে দেখ, কখন জ্যোতিষ মিথ্যা নয়।

বিবাহের অনেক কথা, তবে বলে রাখি বিবাহ একবার বই দুবার হয় না। আর একটা বিবাহের ছেলে মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া উঠা ভার,তার উপর আর দশটা বিবাহের কথায় কাজ নাই।

বোধ হয় আসল আসল কথা কটা সব বলা হলো। যদি ভাই বিশেষ করে দেখ্‌তে বল, তবে রাশিনামটি কি বল্লে ঠিক গণনা করে দিতে পারি। বাড়ীতে যে নামে ডাকে সে নাম চাই না; ঠিকুজিতে যে নাম আছে তাহাও চাই না। যদি ভগবান্ যিনি তোমাকে তাঁর কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য সৃজন করেছেন, তিনি তোমাকে কোন্ নামে ডাকেন, তাঁর কাছে তুমি কি? বড় গভীর কথা, এটা যদি বুঝতে পার তাহা হইলে নিশ্চিত গণনা হয়। আমি ভাই বিদ্যার কিছুই গোপন রাখিলাম না, সকল বচন বলে দিলাম, ঘরে বসে একটু স্থির হয়ে দেখ, সকল কথা জানিতে পারিবে। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন।

আনন্দোৎসবের মধ্যে সকলের মনে একটি মহান্ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু হঠাৎ কাহাকেও না বলিয়া অদ্য সায়ঙ্কালে পশ্চিমে গমনোদ্দেশে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তিত হন এজন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে তারে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়া শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য মাইমারী গমন করেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া ভগ্নমনে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

৫মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য সায়ঙ্কালে কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ হয়। বরণে বহু মহিলা সমবেত হন এবং নিরতিশয় আনন্দ ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বরণক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। ৬ মাঘ শুক্রবার আলবার্ট কলেজে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব হয়। বালক যুবক পরিণতবয়স্ক প্রায় দুই শত ব্যক্তি উৎসবে উপস্থিত হন। বাবু কালীনাথ ঘোষ সময়োপযোগী একটি সঙ্গীত করিলে বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু প্রমথলাল সেন একটী প্রার্থনা

করেন। প্রার্থনান্তে বাবু রাজমোহন বসু এবং ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। তাঁহাদের বক্তৃতান্তে ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন বালকগণের আনন্দবর্দ্ধক রাসায়নিক দৃশ্য প্রদর্শন করেন। বাবু মোহিতচন্দ্র সেন এবং বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বালকগণকে সম্বোধন করিয়া কিছু কিছু বলার পর ম্যাজিক ল্যান্টারাণে বিবিধ ছবি সকল প্রদর্শিত হয়। এই সকল কার্য্য সমাপনানন্তর কিঞ্চিৎ জলযোগে তৃপ্ত করিয়া সভাভঙ্গ হয়।

৭ মাঘ শনিবার। অদ্য টাউন হলে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "Eastern Ideas applied to Western Religion" এই বিষয় বক্তৃতা দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, লেডি উডবরণ এবং হিন্দু খ্রীষ্টান এবং পারসিকগণের প্রতিনিধি বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা এ বর্ষে শ্রোতৃসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন, পরমাত্মভাবে ব্রহ্মসহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রতিহৃদয়ে তাঁহার অবতরণ, তদ্ভাবাপন্নতা, আত্মত্যাগ, দেবগুণসম্পন্নতা, যোগজনিত আনন্দ, এই সকলেতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের একতা বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হয়। এ দেশে 'খ্রীষ্টের প্রাচ্য মণ্ডলী' সংস্থাপিত হইবে, এই যে অনেক ভক্তিমান্ খ্রীষ্টান বলিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে বক্তা এই কথা বলেন যে, 'প্রাচ্য মণ্ডলী' মতাদিপ্রধান হইবে না, কিন্তু ইহা নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মার মণ্ডলী হইবে, এবং সেই মণ্ডলীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিত হইবে। এই মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের গৌরবাবতরণের ভূমি হইবেন; এবং ঈশ্বরতনয়—মানবতনয় তাঁহাদিগের প্রধান হইবেন।

৮ই মাঘ রবিবার। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

দুই বৎসরের অধিক কাল হইল যখন কতকগুলি ঈশ্বরচিহ্নিত ব্যক্তির সঙ্গে অমিলসত্বেও মিলন করি, তখন বলিয়াছিলাম আজ অজানিতের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম অজানিতের মনস্থ বুঝিয়া কাজ করিলাম, অজানিতের পথে অগ্রসর হইলাম, এখন সেই দুর্জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, সেই জ্ঞানময় যাঁর মূর্ত্তি পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা এত কঠিন তিনিই রক্ষা করুন। আজ, হে বন্ধুগণ, সেই অজানিত আমাদিগকে আবার এই জানিত চিরপরিচিত স্থানে উপস্থিত করিলেন। এখনও তিনি অপরিচিত ও কঠিনরূপে লাভ করিবার বস্তু বটেন, কিন্তু এতটুকু তাঁর পরিচয় পাইয়াছি, তাঁর মনস্থ বুঝিয়াছি যে, তিনি আজ পর্য্যন্ত এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন ও যাঁর সঙ্গমাত্র সার করিয়া আমরা কয়জন বন্ধু একত্র মিলিত হইয়াছিলাম, সেই চিরসঙ্গী কখনও আমাদের বঞ্চিত করিবেন না। ভবিষ্যতের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভবিষ্যতের পথ প্রচ্ছন্ন, একদিনের ভাবে মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, রাত্রি প্রভাত হইলে কি হইবে কে বলিতে পারে, কিন্তু ইহা বুঝিয়াছি যে যদি প্রত্যেক পদে তাঁর মতে চলি, প্রত্যেক কাজ তাঁর কথামত করি, তবে সেই কৃপাময় ভূতভাবন লোকভয় নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ, যিনি এত কাল আমাদিগকে পদে পদে চালাইয়াছেন, তিনিই ভবিষ্যতের ভার গ্রহণ করিবেন। প্রাণপ্রিয় আচার্য্যমুখনিঃসৃত কথা যাহা আজ পাঠ করিলাম, তাহা এই অস্থির ভিতর হইতে বাহির হইল। আমাদের মিলন না বিধিতে, না স্বভাবে, না শাসনে, না সুবিধাতে, আমাদের চিরস্থায়ী একতা না লোকমুখে, না ধনসাহায্যে, না মানুষের কৃপাতে। আমাদের এই মিলন গভীর হইতেও গভীরতম। ইহার মূলে ব্রহ্মসঙ্গ। এই মিলনের ভিত্তি কোথায়? ধর্ম্মেতে, পুণ্যেতে ও একত্র হইয়া তাঁর উপাসনাতে; একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্ জানেন ভবিষ্যতে কি হইবে। আজ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, বিশ্বাস করি কালও তিনি ছিলেন এবং আগামী কল্যও তাঁর প্রসন্ন মাতৃমুখালোক আমাদিগকে ত্যাগ করিবে না। এই যে মিলন—মানুষে মানুষে মিলন—ইহা দুঃসাধ্য; অসাধ্য বলিতে পারি না। অভিসন্ধিসিদ্ধির জন্য মিলন সম্ভব, সামাজিকতার জন্য দশ জন একত্র মিলিতে পারে, ক্রোধ হিংসা শত্রুনিপাতের জন্য অনেকে মিলিয়া সংগ্রাম করে; তোমরাও কি এই মিলন চাও? কখনই না। বরং অরণ্যে গিয়া একাকী পবিত্র তটে দেবতার সঙ্গসাধনে দিন যাপনায় প্রস্তুত আছি, তথাপি যেখানে অধর্ম্ম সেখানে মিলন করিতে চাহি না। অধার্ম্মিকে অধার্ম্মিকে মিলন শীঘ্রই হইবে এবং সেই মিলনের ভীষণতাও শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ধার্ম্মিকে অধার্ম্মিকে মিলন ভয়ানক। ভক্তিতে অভক্তিতে মিলন স্থায়ী হয় না। সরলে কপটে মিলন চলে না; বায়ুতে অগ্নিতে মিলনের ফল কে না জানে? কেবল ধর্ম্মেতে ধর্ম্মেতে শুদ্ধিতে শুদ্ধিতে যে মিলন তাহারই পরিণাম মঙ্গল, তাহাই চিরস্থায়ী এবং তাহাতেই সুফল ফলে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্ম কি? সারল্য কি? ভক্তি কি? বাহিরের যে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বর আছে তাহাই, না আন্তরিক প্রেমের জন্য, প্রাণের ভক্তির জন্য, প্রেমে সকলের সঙ্গে ঐক্যের জন্য? বাহিরের

মিলন তুচ্ছ করি না, কিন্তু যাহাতে অন্তরের প্রেম বাড়ে তাহারই অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠানে রত হইতে চাই। সে কি প্রকারে হয়? পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হও; যোগেশ্বরের সঙ্গে যোগ কর। হে ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে আমার যোগ আজও রহিয়াছে; তোমার সঙ্গে আমার যে যোগ তাহাতেই অপরের সঙ্গেও যোগ দেও; সকলের সঙ্গে মিলিয়া এক হই। যোগ মানে দুটো ভিন্ন প্রকৃতি মিলে এক হওয়া। ঈশ্বরে মানুষে যোগ হয়; মানুষে মানুষেও হয়। যদি কতকগুলি প্রস্তর একসঙ্গে মিলাও তাহা কখনই মিলিবে না, কিন্তু যদি চুণ ও ইষ্টক এক করা যায় তবে এমনি মিলিবে যে দশ দিন পরেও তাহা ভাঙ্গিবে না। এখন কি প্রকারে সেই যোগ হয়, ব্রহ্মের সঙ্গে সেই মিলন কিরূপে হয়, যে মিলনে জীবে জীবে মিলিত হইতে পারি। অতএব, হে প্রেমপ্রার্থিগণ, হে ব্রহ্মপার্থিগণ,মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধে যোগমগ্ন হও,যা হ'লে সকল আত্মীয়-সঙ্গে এক যোগ হইবে। এই দেশ যোগপ্রধান দেশ। এখানে এক জন যোগী হয় শতজন তাহার সহিত মিলিত হয়; এই দেশ ভক্তিপ্রধান দেশ; একজন ভক্ত হয় শতজনের জীবন সেই ভক্তিতে বিগলিত হয়। নানা ধাতু যেমন মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায়, তার পর কোন ধাতু চেনা যায় না, তেমনি প্রেমেতে ভক্তিতে সব এক হইয়া গেলে কে কোন্ ধাতুর লোক চেনা দুঃসাধ্য হয়; সব এক ভক্তিতে ভক্ত হইয়া যায়, এক প্রেমে প্রেমিক হইয়া একাকার হইয়া যায়। অতএব ভক্তির স্রোত খুলিয়া দাও; ঈশ্বর প্রেমের দ্বার উন্মুক্ত কর; তাঁর সঙ্গে এক হইয়া যাও; ইহাকেই বলে যথার্থ মিলন। মতে মতে মিলন হয় জানি; বিশুদ্ধ মতে বিশুদ্ধ মতে মিলন হয় জানি; ভাবে ভাবেও মিলন হয় তাহাও জানি; যখন ভাবের উচ্ছ্বাস হয় সেই রসে সকলের প্রাণ গলে তাও জানি—আমাদের সঙ্গীতগুলি তাহারই সাক্ষী—কিন্তু সে ভাব মধুর হইলেও অস্থায়ী। যদি চরিত্রে অমিল হইল তবে মিলন কোথায়? সে মিলন কি এক দণ্ড স্থায়ী হইতে পারে, না সেই মিলনে প্রাণের শান্তি হয়? যদি বিবেকে বিবেকে, বিশ্বাসে বিশ্বাসে, চরিত্রে চরিত্রে মুক্তির জন্য সাধুতার জন্য ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সকলে মিলিয়া এক হই তবে শত হস্ত এক হয়, শত প্রাণ এক হয়, শত অগ্নি একেবারে জ্বলিয়া উঠে এবং সকলের স্বভাব মিলিয়া এক নদী হয়, যাহার মধ্যে যাহার জীবন পড়িবে তার জীবন যথাস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। অধিক আর কি বলিব। সকলেরই অধিকার আছে এই প্রেমে, এই যোগে; কিন্তু নানা কারণবশতঃ জীবনের অধিকার সমাজের উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হয় নাই। আমি কোন একদিনের কথায় একটা ভয়ানক অঙ্গীকার করিতে পারি না; আগেই বলিয়াছি অজানিতের অনুজ্ঞাতে আসিয়াছি পরে যাহা হয় তিনিই জানেন। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিই; অদ্যকার দিনে উৎসাহ সহজেই জ্বলিয়া উঠে; চরিত্রশুদ্ধির জন্য ব্রত কে না লইবে? যদি সেই মিলনের আরম্ভ আজ হয়; যদি যোগে একাকার হইয়া থাক, ভক্তিতে এক হইয়া থাক, চরিত্রের শুদ্ধির জন্য মহাপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া থাক তবে এই শুভদিনে শুভ আলোক প্রকাশিত হইবেই হইবে; সকল সাধুগণ আশীর্ব্বাদ করিবেন; আচার্য্য কেশবচন্দ্র যাঁহার আসন এ পৃথিবীতে নাই, ঈশ্বরের অন্তঃকরণই যাঁহার একমাত্র উপযুক্ত স্থান, সর্ব্বশক্তিমান যোগেশ্বরের মধ্যেই যাঁহার আসন, ঈশ্বরের সহিত তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

জ্যোতির্ম্ময়, মনে বড় সাধ আছে। বৃথা গৃহনির্ম্মাণ, যদি নির্ম্মাতা হইয়া আমাদিগের মস্তকের উপর অধিষ্ঠিত না হও; বৃথা প্রহরিত্ব, যদি প্রহরীর প্রহরী হইয়া এই শুভ প্রারম্ভকে সিদ্ধি বিধান না কর। বৃথা আমাদের চলা ফেরা, যদি চালক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে না লও। আমাদের অনেকের মনে আছে এই মন্দির যখন আরম্ভ হয়, এই মন্দিরের ইষ্টকে যখন চুণের লেপ পড়ে নাই, তখন আমাদের মনে ভক্তির লেপ আসিয়াছিল; আমরা ইহার অনাবৃত ছাদের তলে বসিয়া এমন করিয়া যুক্ত হইয়াছিলাম যে তোমার যোগে আমাদের সকলের মিলন হইল। তোমার প্রতি ভক্তি উচ্ছ্বাসে পরস্পরের এমনি প্রেম ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব হইল যদ্দ্বারা এই মন্দির ও মণ্ডলী গঠিত হইল। আজ তুমি উপস্থিত; কেশবের আত্মা তোমাতে বর্ত্তমান; আমরা—বৃদ্ধ হই, ভগ্ন হই, নির্ধন হই—আমরাও বর্ত্তমান। এখনও প্রেমের পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে; তোমার নাম করিলে এখনও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়। অতএব অদ্যকার এই মিলিত উপাসনার দ্বারা আমাদিগকে অখণ্ড কর, চরিত্রের দ্বারা অভেদাত্মা কর, ভক্তির দ্বারা ভক্ত কর এবং বিশেষরূপে মন্দিরের উপর এবং মণ্ডলীর উপর তোমার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অপরাহ্ণে পাঠ ও সমালোচনার পর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনানন্তর উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। নিম্নলিখিত আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠানন্তর তিনি যে উপদেশ দেন, তাহার সার নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

দলমধ্যবর্ত্তী।

হে দীনদয়াল, হে সরলতার পুরস্কর্ত্তা, তোমার কাছে নিজের জন্য এবং পরের জন্য সরলতা ভিক্ষা করি। হে পিতা, বিশ্বাস সরল হওয়া উচিত। বিশ্বাসসম্বন্ধে কোন মানুষ যেন অপরাধী না হয়। দয়াময়, অবিশ্বাসের নরক হইতে বিধানশিষ্যদিগকে তুমি ত্বরায় উদ্ধার কর। আমরা কি তোমার বিধি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি? একবার গুরু পরীক্ষা কর, কার কত বিশ্বাস আছে, কার কত নাই, প্রেমের ঈশ্বর, বিশ্বাসই সর্ব্বাগ্রে চাই। এ না হইলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। বিশ্বাস না হইলে পরিত্রাণ নাই। আমরা একখানি বিধান বিশ্বাস করিব, বিরোধ থাকিবে না। যার নিকট হইতে তোমার বিধানের কথা আসিবে, তাকে বিশ্বাস করিব।

গতিনাথ, বন্ধুবান্ধব স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ যেন অবিশ্বাস না করে। ও নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। আমরা বিশ্বাস করিব, তুমি আমি আর মধ্যবর্ত্তী দল। এই দল না মানিলে কে তোমার কাছে যেতে পারে? কারুর ভিতর দিয়া জ্ঞান আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া দেশানুরাগ, কারুর ভিতর দিয়া বৈরাগ্য আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া বিশ্বাস আস্‌ছে। দলের একজনকেও আমি ছেঁটে ফেল্‌তে পারি না। একটা দল চাই, এক বিধান চাই, একটা মধ্যবর্ত্তী কৃপা চাই। রথ বিনা কেউ তো যেতে পারিবে না। দয়াময়, এরা আপনার আপনার ধর্ম্ম চালাচ্চে। মনে কচ্চে আপনি আপনি স্বর্গে যাবে তোমার হাত ধ'রে। তুমি বল্‌ছ আমার হাত ধ'রে যেতে পার্‌বি না; দলের সাহায্য নিয়ে যেতে হবে। এবার তো গুরু নাই, বই নাই, এবার দল। তাই বলি, হরি, বিশ্বাস দাও। সকলে ছেড়ে পালাচ্চে। দলপতির আদর নাই, দলেরও আদর নাই। দলপতি প্রবঞ্চক হবে, দলও ভয়ানক হয়ে উঠবে। তাইতে, হরি, মধ্যবর্ত্তীর পথটা বন্ধ হয়ে যাচ্চে। ভাল ভাল লোকেরা স্বর্গের দরজায় গিয়া ফিরে আস্‌ছে। দ্বারী বল্‌ছে দল কৈ? হরি, অবিশ্বাসই আমাদের সর্ব্বনাশ করছে। তোমার বিধানের যে পথ আছে সব মান্‌তে হবে। দলের সকলকে মান্‌তে হবে। কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার দত্ত দলের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া স্বর্গে যেতে পারি। প্রেমময়, তুমি এই অনুগ্রহ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপদেশের সার।

আমাদের এই সকল লোকের মধ্যে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বিধানের গুণে সকলের চরিত্রের মধ্যে গুণও অনেক আছে। সেই গুণের প্রাধান্য কে না স্বীকার করে? এই সকল লোক দ্বারা যে দল হয় তাহাকে সম্ভ্রম করিতে হইবে; কেন না দল আমাদের মধ্যবর্ত্তী ইহা স্বীকার করি; আর দল ব্যতীত একাকী কোন কার্য্যই হয় না। যখন আমরা মিলিত হইয়া দল বাঁধিয়া কার্য্য করি তখন আমাদের দলে অগ্নি জ্বলে। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। কেন না ধর্ম্ম বল, সৎ কার্য্য বল,সবই এই দলের মধ্যেই নিহিত। এই দলের ভিতরেই মঙ্গল, প্রেম, পুণ্য, ভক্তি সবই আছে। আমরা কাহারও অবমাননা করিতে পারি না। ভগবান্ আমাদের বলিতেছেন, "একজনকেও ত্যাগ করিও না; প্রত্যেকের দ্বারাই আমি বিচিত্র কার্য্য সম্পাদন করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে এক এক জনকে পাঠাইয়াছি বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য, কিন্তু এবার যাঁহাকে পাঠাইলাম তিনি আমাকে সর্ব্বাগ্রে লইয়া আমার সঙ্গে অন্যান্য সন্তানগণকে গ্রহণ করিলেন। সকলের হৃদয় আমাকে সমর্পণ না করিলে ত্রাণ নাই। সেই দিন জানিব আমাকে গ্রহণ করিয়াছ যে দিন কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না।" এই যে আচার্য্য দেবের দারর্জ্জিলিঙের প্রার্থনা পড়িলাম,তাহাতে তিনি বলিলেন কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারিবে না। যদি কাহাকেও ত্যাগ কর তাহা হইলে পরিত্রাণের পথ অবরুদ্ধ হইবে। একথা তিনি কেন বলিলেন? জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন না? একাকী কার্য্য করিলে কি হইবে? স্বর্গের দ্বার আমাদের জন্য অবরুদ্ধ থাকিবে। আমরা একাকী থাকিয়া লোকের নিকট খ্যাতি লাভ করিতে পারি কিন্তু বিধানের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে। যিনি মনে করেন, এই দল সঙ্কীর্ণ ভূমির উপরে অবস্থিত তিনি ভ্রান্ত। যখন দলমধ্যে কে কি ভাবে আছেন জানি না, তখন বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, যে তাঁর নাম গান করে কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সকলেই আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত; কার দ্বারা ভগবান্ কোন্ কথা বলিবেন কি করিবেন, কে বলিতে পারে? যাঁহারা যে ভাব লইয়া ভগবানের রাজ্যে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারিব না। সকলকে লইয়া এক অখণ্ড রাজ্য হইবে। বিধানের এই মহৎ উদ্দেশ্যের আমরা অবমাননা করিতে পারি না। যখন সকলে মিলিয়া হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করেন,তখন বালক বৃদ্ধ সকলের হৃদয়েই চৈতন্যোদয় হয়, সকলের অন্তরে জ্ঞান প্রেম পুণ্যসঞ্চারিত হয়। ভগবান্ সকলকেই ডাকিয়াছেন। যখন তাঁর জ্ঞান প্রেম পুণ্য সকলেতেই প্রকাশ পাইতেছে, তখন কাহাকে ত্যাগ করিব? সকলেই যখন ব্রহ্মেতে বাস করিতেছেন, ব্রহ্ম যখন সকল হৃদয়ে প্রকাশিত, তখন কাহার অবমাননা করিব? নববিধান এই কথা বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান সেই বিশ্বাস আনিয়াছেন, যাহাতে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল ভ্রাতার ভিতর দিয়া ঈশ্বর কথা কন। অতএব আবার বলি কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বিধান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন একজনকেও অগ্রাহ্য করিও না। বেদবেদান্ত সমস্তই নষ্ট হইবে; কেন না বেদবেদান্তের প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক ছত্র এই মহাসত্য প্রকাশ করিতেছে। যদি কাহারও অবমাননা করি আমাদের জন্য বিধানের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে একথা বলিতেছেন। তিনি সকল হৃদয়েই প্রকাশিত। একাকী নির্জ্জনে তিনি আমাকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন; কিন্তু সে জ্ঞান পূর্ণ নয়। যখন সকলে মিলিত হই, তখন তিনি যে জ্ঞান শিক্ষা দেন তাহাই পূর্ণ এবং তাহাতেই বিধান প্রকাশিত হয়। সকল প্রকারের মনের মালিন্য দূর করিয়া যেন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিতে পারি এই চেষ্টা করি। সকলের চিত্তে ভগবান্ প্রকাশিত, ইহা যেন দেখিতে পারি; সকলে ঈশ্বরকে লইয়া নৃত্য করুন, সকলেই ঈশ্বরে শান্তি লাভ করুন। বিধানের রাজ্য খুলিয়া যা'ক্, মহাশাস্ত্র প্রকাশিত হউক। কৃপাময় পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এক মহারাজ্য খুলিবে এই বিশ্বাস করিয়া কাহারও যেন অবমাননা না করি। তিনি বৃথা কাহাকেও প্রেরণ করেন নাই। সকলেই এক একখানি বেদবেদান্ত; সকলে মিলিয়া এক হউন, তাঁর মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, কৃপানিধান এই আশীর্ব্বাদ করুন।

হে কৃপানিধান, বহু দিন হইতে বুঝিতেছি কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। দলের মাহাত্ম্য গৌরব বুঝিয়াছি। সকলে মিলিয়া যাহা বলেন তাহাই বেদবেদান্ত; কাহাকে অগ্রাহ্য করিব? এ পাপে যেন প্রাণ কলঙ্কিত না হয়। সকলে তোমার নামে পবিত্র হইবে। তোমার বিধানের উদ্দেশ্য যেন বিফল না হয়। আমাদের দশ জনের মিলনের উপরেই পরিত্রাণ নির্ভর করে। ভাইয়ের অবমাননা করিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়, প্রাচীন কাল হইতে এই কথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের প্রত্যেকের মিলিত জীবনে বিধান পূর্ণরূপে দেখাও। তোমার পূর্ব্বপ্রেরিতগণ সকলেই এক হইয়া যেন আমাদের অন্তরে থাকেন। তাঁদের ত্যাগ করিয়া কখনই তোমার রাজ্যের প্রজা হইতে পারিব না। এই ক্ষুদ্রদল মহাদলে পরিণত হউক; সেই মহাদলে তোমার লীলা প্রচার হউক। তোমার বেদবেদান্ত শ্রবণ করিয়া একহৃদয় হইয়া আত্মায় আত্মায় মিলিয়া যেন তোমার মহারাজ্য, প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে পারি, তোমার বিধানের উদ্দেশ্য জীবনে সাধন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা সকলে মিলিত হইয়া প্রেম ও ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

উপাসনা শেষ হইতে না হইতে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু হঠাৎ উপাসনা স্থলে উপস্থিত হইয়া ভাবোদ্দীপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রত্যাগমনের হেতু বর্ণন করিয়া প্রার্থনা করেন। ইহাতে সকল উপাসকের হৃদয় বিগলিত এবং প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত হয়। এই প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন কমলকুটীরে আসিয়া শেষ হইলে সকলে তথায় পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন সমাপন করেন।

৯ই মাঘ সোমবার। অদ্য কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজ। এতদুপলক্ষে বহু আর্য্যনারী সমবেত হন, মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনা অতীব মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। ১০ই মাঘ, মঙ্গলবার, নগরসঙ্কীর্ত্তন। প্রাতঃকালে কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কমলকুটীর হইতে কলুটোলাস্থ আচার্য্যের প্রাচীন গৃহে উপাসকগণ গমন করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। অপরাহ্নে গৃহের প্রাঙ্গণ সমবেত ব্যক্তিগণে পূর্ণ হইলে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু ভাবোদ্দীপ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করেন, এবং সঙ্কীর্ত্তনের দল তথা হইতে নির্গত হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শুকিয়া ষ্ট্রীট, ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট প্রভৃতি হইয়া কমলকুটিরে আগমনের পর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন অন্তর নিবৃত্ত হন। সঙ্কীর্ত্তন শেষে সায়ং ভোজন হয়।

১১ই মাঘ বুধবার। অদ্য প্রাতে বিশেষ উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার কর্তৃক সম্পন্ন হয়। উপাচার্য্যের উপদেশের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কিছু নিবেদন করেন, তাঁহার নিবেদনের মর্ম্ম এই;—

হে শ্রদ্ধেয় ভাই ভগিনীগণ, এই সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই মহাদিনে মনের দুই একটী কথা উদয় হইতেছে। কালমাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্যে তাহা প্রকাশ করি। সে আওয়াজ নাই, সে অবকাশ নাই, সে মহোল্লাসও নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল, কিন্তু ভাব ভক্তির বিরাম নাই, বিশ্বাসের অবসাদ নাই, উৎসাহের হ্রাস নাই, এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ ব্রহ্ম আলোকে পরিপূর্ণ। আমার শ্রোতাদিগের মধ্যে সে সময় অনেকে হয়ত জন্মেন নাই, এবং তৎকালে ব্রাহ্মসমাজ নারীশূন্য ছিল। তার পর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথমে যখন আমরা প্রধান আচার্য্যের গৃহে গমন করিলাম, তখন সেই দোষে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলাম, তিনি বহুদিনের জন্যে আমরা অল্পকালের জন্যে। আজ ব্রাহ্মসমাজে কত উপাসিকার সমাগম, এই সমস্ত যখন ভাবিয়া দেখি তখন এ মণ্ডলীর প্রতি সর্ব্বশক্তিমানের আশাতীত আশীর্ব্বাদ উপলব্ধি করি। আমরা তখনকার যুবক, এখনকার প্রাচীন, কিন্তু যুবক প্রাচীন কাহার প্রতি আজ পরমেশ্বরের অপার করুণা না দেখিতেছি? এই সত্তর বৎসরের ইতিহাসে সময়ে সময়ে যে বিরোধ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, বিরোধ বিচ্ছেদ এত পরিমাণে মিটিয়া যায় এই আশ্চর্য্য। অদ্যকার শুভদিনে এস পরস্পরের নিকট সরল চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (এই বলিয়া মাটীর উপরে জানুপাত করা।) জানিয়া না জানিয়া, ভাল ভাবিয়া কি বুঝিতে না পারিয়া, শত্রু কি মিত্রের উপরে যে কোন অসন্তোষকর ব্যবহার করিয়াছি কি পাইয়াছি তাহার জন্য সকলের ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং সকলকে ক্ষমা করি। এই ক্ষমার জলে ধৌত হইয়া যেন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিচারে ক্ষমার যোগ্য হই। (পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া) হে প্রিয়গণ, আমরা আদরের সহিত অদ্য স্বর্গীয় পবিত্রাত্মাদিগকে বরণ করিতেছি, এস সেই আদর যত্নের সহিত জীবিতদিগকেও বরণ করি ও শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করি। জরা বার্দ্ধক্য পীড়ীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে, আর মণ্ডলীর ক্ষুদ্রতম কনিষ্ঠতম ভ্রাতা পর্য্যন্ত, এ মন্দিরের এবং অন্য মন্দিরের সমস্ত

উপাসকগণকে, এই সমাজের এবং অন্য সমাজের সমুদায় একেশ্বরবাদী প্রার্থী ও প্রার্থিনীদিগকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা সদ্ভাব উপহার দি। আমরা যদি মৃতদিগকে স্বীকার করি, আর জীবিতদিগকে অস্বীকার করি, তাহা হইলে মৃত ও জীবিত উভয়ের জীবন্ত ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে অস্বীকার করা হইল, অদ্য যেন সে অপরাধ কাহারো প্রতি না অর্শে। আমাদের জীবনে বন্ধু ও সহযোগীদিগের দ্বারা এই ধর্ম্মের কত প্রচার, বিস্তার ও ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করিলাম। সিন্ধুদেশ, পঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মান্দ্রাজ, সিংহল চট্টগ্রাম, হিমালয় এই আধ্যাত্ম ধর্ম্ম কোথায় না প্রচারিত হইল। সিংহনাদে আমাদের প্রিয় আচার্য্য ইংলণ্ডরাজ্যে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বিস্তৃত করিলেন; তাঁর পরবর্ত্তী আর একজন লোক তৎপরে ইউরোপ আমেরিকা, জাপান, চীন পৃথিবীর নানা ভূভাগে এই ধর্ম্মনিশান হস্তে লইয়া ভ্রমণ করিল। কেহ বা হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিয়া, কেহ বা মুসলমান ধর্ম্মের, কেহ বা জগদ্ব্যাপী খ্রীষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া যুগধর্ম্মবিধানের সার্ব্বভৌমিক মর্য্যাদা সংস্থাপন করিলেন। কেহ কেহ বা বিদ্যার আলোচনায় আপনাদিগকে অসমর্থ বোধ করিয়া দীনতা ও প্রেমের সহিত এই প্রকারে মণ্ডলীর সেবা করিলেন যে আমরা তাহা ভুলিতে পারিব না। কেহ বা পুস্তক ও পত্রিকা লিখিলেন, কেহ বা পর্য্যটন ও সমাজ স্থাপন করিলেন, কেহ বা বক্তৃতা উপাসনা ও অনুষ্ঠান করিলেন, নানা ব্যক্তি নানা প্রকারে এই সত্তর বৎসরের মধ্যে ব্রত পালন করিয়া আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তাঁহাদের সকলের মস্তকে আজ স্বর্গ হইতে পুষ্প চন্দন, বর্ষিত হউক। এ তো গেল অতীত কালের কথা, এখন ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস কি? অদ্যকার মিলন কি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উত্তেজনার ভিতরে টিঁকিবে? অদ্যকার ধর্ম্মভাব কি সংবৎসর কালের পরীক্ষার ভিতরে উন্নতি লাভ করিবে? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না, যদি ভবিষ্যতে সেই সমস্ত ধর্ম্মসাধন অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করি অতীত জীবনে যাহা অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কথা আধ্যাত্ম জীবন। যদি যোগ ভক্তির, প্রেম বৈরাগ্যের, ধ্যান প্রার্থনার প্রতি অনুরক্ত থাকে, যদি ভাবময় জ্ঞানময় শক্তিময় পরব্রহ্মের সহিত দৈনিক সন্দর্শন ও সম্ভাষণ সমান থাকে, আমাদের মঙ্গল নিশ্চিত। কিন্তু যদি ধর্ম্মভাবের অপেক্ষা ধর্ম্মাড়ম্বর অধিক হয় যার চিহ্ন এখন দেখা যাইতেছে, যদি উপাসনা কেবল বিধি ব্যবস্থার বিষয় হয় ও মৌখিক আকার ধারণ করে, উৎকট বিচারে নিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ঘোর অমঙ্গল। দ্বিতীয় কথা—অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। আমরা এই পবিত্র নববিধান ধর্ম্মে বিশ্বাস করি বলিয়া, যাহারা আমাদের সকল মতে সায় না দেয়, সকল কথা স্বীকার না করে, কিন্তু অথচ যাহারা একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তাহাদিগকে কি ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিতে পারি? আমাদের অবলম্বিত ধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাস রাখিব, তত্রাপি সকল জাতীয় ব্রাহ্মদিগের প্রতি এবং সকল জাতীয় ঈশ্বরভক্তদিগের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখিতে হইবে, ইহাতে ত্রুটি হইলে বিধানধর্ম্মকে ত্রুটিগ্রস্ত করা হইল।

তৃতীয় কথা—অত্যন্ত গুরুতর কথা। নীতি চরিত্রের উপরে যেন ধর্ম্মজীবন সংস্থাপিত থাকে, নতুবা সকলই বৃথা। ন্যায়, সততা, যাথার্থ্য, শরীরের শুচি, অন্তরের নির্ম্মলতা, পরস্পরের সম্বন্ধবিষয়ে পবিত্রতা, সাবধান ইহাতে যেন কখনও কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। আমাদের উপাসকগণ, প্রচারকগণ, সাধকগণ, ও সেবকগণ সকলেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন নহেন, ও সমানগুণসম্পন্নও নহেন। কিন্তু নীতি, সদাচার, সত্যকথন, ধর্ম্মবিধি অনুসারে ব্যবহার সকলেরই পক্ষে সমানভাবে অবলম্বনীয়। নীতি অনীতিতে, সত্য অসত্যে, পুণ্য ও অপবিত্রতায় কখনই মিলন সম্ভব ও স্থায়ী হইতে পারে না। এই প্রকার ধর্ম্মজীবনের জন্য নূতন কোন আদর্শের প্রয়োজন, আমি বলি সে আদর্শ ঈশ্বর সন্তান ঈশা। অসংকোচে সকলকে এই জীবনালেখ্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দি। এখন অবশেষে মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা সকলকে আধ্যাত্ম জীবন দান করুন, উদার ও সরল হৃদয় করুন, নীতিমান ও শুদ্ধ চরিত্র করুন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় আলবার্টহলে উপাধ্যায় 'ঈশার নিকট কেশবের ঋণ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হে অনন্ত সত্যের প্রস্রবণ, তোমার শরণাপন্ন না হইলে প্রাণের অন্ধকার দূর হয় না। আমাদের সংশয় অন্ধকারতো তুমি জান। তুমি যদি আলোক হইয়া আমাদিগকে পরিচালিত না কর, তবে সে সংশয় দূর হইবে কি প্রকারে? তোমারই কৃপায় অনেক বার অসত্য অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাই সাহস আছে যে তুমি এবারও সমুদায় সংশয় দূর করিবে। রসনাকে তোমার ভাবে উদ্দীপ্ত কর, হৃদয়ের বিরুদ্ধ সংস্কার অবরুদ্ধ কর। যাহা সত্য রসনা তাহাই বলুক, মন তাহাই চিন্তা করুক। হে ঈশ্বর, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আলোক দান কর, সত্য প্রকাশ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

অদ্য যদিও শরীর অসুস্থ তথাপি পূর্ব্বে যখন বলা হইয়াছে যে "ঈশার নিকটে কেশবের ঋণ" এই বিষয়ে কিছু বলিব, তখন আর তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে, কেশব যাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্ভ্রম করিতেন তাঁহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল কেন? এবং সেই বিচ্ছেদ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল কি না? কেশব যাঁহাকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, যাঁহার সহিত তাঁহার এত প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন ছিল, যাঁহাকে তিনি ধর্ম্মপিতা বলিয়া চিরদিন হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কেশবের বিচ্ছেদের মূল কারণ কি? সকলেই

জানেন আদিসমাজ খ্রীষ্টের অনুকূল নহেন। এমন কি কেশব যখন বিচ্ছেদের পর খ্রীষ্টের বিষয়ে বক্তৃতা দেন তত্ত্ববোধিনী তখন বলিয়াছিলেন, ঈশা মূর্খ ছিলেন; শঙ্করাচার্য্য আদি পণ্ডিতদের কাছে তিনি দাঁড়াইতেই পারেন না; এমন কি আমাদের সমাজের প্রচারক কেশবচন্দ্রও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ ঈশার প্রতি কেশবের এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, যে সমাজে ঈশার এত অনাদর সে সমাজে তিনি থাকিতে পারিলেন না। ঈশার প্রতি এই অনুরাগনিবন্ধন আদিসমাজের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। কেশবের যদি খ্রীষ্টের প্রতি এতই আদর তবে তিনি খ্রীষ্টসমাজে না গিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন কেন? কেবল ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইবেন যদি তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, তবেই বা কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন? যদি আসিলেনই তবে কেন তিনি তাঁহার পরম ধর্ম্মবন্ধু ধর্ম্মপিতাকে ত্যাগ করিলেন? অনেকে মনে করেন তিনি প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; খ্রীষ্টেতেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন ছিল। তিনি খ্রীষ্টের জন্য অনেক করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কি তাঁহার অত্যধিক যত্ন প্রকাশ পায় নাই? ধর্ম্মপিতা বলেন, "রাজা রামমোহন রায় যাহা করিয়াছেন আমিও তাহাই করিতেছি;" ইহার অর্থ—রাজার ধর্ম্ম বেদান্তমূলক ধর্ম্ম ছিল। রাজার ধর্ম্মবেদান্তমূলক তাহা আর কে না জানে, কিন্তু তাঁহার খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগই বা অল্প কিসে? রাজা খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিত্ব উদ্ধার কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি মত পোষণ করিতেন, খ্রীষ্টের শোণিতে উদ্ধার হওয়া যায় যদিও ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি তিনি যাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি উপযুক্ত বলি হইলেন, জীবিতসময়ে শিক্ষা দিয়া মৃত্যু দ্বারা অপরের পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবার অধিকারী হইলেন, অপরে তদনুসরণে অনুতাপ, প্রার্থনা এবং বাধ্যতার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে রাজার দ্বৈধমত ছিল না। তিনি খ্রীষ্টের সম্বন্ধে যে সকল মীমাংসা করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Martineau প্রভৃতি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব রাজা খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তাহার প্রমাণ অনেক আছে। ফলতঃ রাজার খ্রীষ্টসম্পর্কীয় মতগুলির আলোচনা করিলে মনে হয় না যে, কেশব সর্ব্বথা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ে অনুসরণ করা যাউক। কেশব প্রার্থনাতে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; ক্রমে ক্রমে অনুতাপ, পাপবোধ ইত্যাদি যখন তীক্ষ্ণ হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য জীবনের মূল উপাদান হইল। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল উপাদান। হিন্দুধর্ম্মে যে বিবেক শব্দ আছে, উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেক সহ এক নহে; অথচ আমরা হিন্দুধর্ম্মের বিবেকশব্দ গ্রহণ করিয়া তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবেকের সঙ্গে এক করিয়া লইয়াছি। এরূপ করিবার মূলে কেশবচন্দ্র রহিয়াছেন। বিশ্বাস ও বিবেক খ্রীষ্টধর্ম্মের হইলেও বৈরাগ্য খ্রীষ্ট ও হিন্দু উভয়ধর্ম্মসাধারণ। কেশবের জীবনে বৈরাগ্য যদিও হিন্দু ধর্ম্মের সহিত যোগ দেখাইয়া দেয়, তথাপি প্রথম জীবনে যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় যোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। 'Am I an inspired prophet' বক্তৃতায় তিনি জন খ্রীষ্ট এবং পলের সহিত আপনার জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের প্রথম অভ্যুদয়ে প্রথমবয়সে তিন জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিন জন সমধিক পরিমাণে তাঁহার জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন 'অনুতাপ কর' সেই কথা শুনিয়া তিনি অনুতপ্ত হইলেন, তাঁহার জীবনে পাপবোধ প্রবুদ্ধ হইল। জনের কার্য্য শেষ হইলে খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। খ্রীষ্টের পর বৈবাহিক জীবনের প্রারম্ভে পল বলিলেন, "যাহার পত্নী আছে সে যেন এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করে যে পত্নী নাই।" তাই আবার বলিতেছি, খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগে যদি আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, তবে তিনি প্রথমে কেন ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে স্থাপন করিলেন এই কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস। তিনি মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে খ্রীষ্টকে বসান নাই, পবিত্রাত্মাকে বসাইয়াছেন। মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে পবিত্রাত্মাকে বসাইয়া তিনি কি খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেন? কখনই নহে। ঈশা আপনি বলিয়াছেন, আমি সব কথা বলিতে পারিলাম না, পবিত্রাত্মা আসিয়া সব বলিবেন। খ্রীষ্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আর কাহাকেও করেন নাই, পবিত্রাত্মাকেই করিয়াছেন। পবিত্রাত্মাই তাঁহার মণ্ডলীর নেতা হইলেন পথপ্রদর্শক হইলেন, সহায় হইলেন শীর্ষস্থান হইলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র পবিত্রাত্মাকে আপনার জীবনের নেতা ও মণ্ডলীর শীর্ষস্থান করিয়া খৃষ্টেরই প্রকৃত ভাবের অনুসরণ করিলেন।* বর্ত্তমান

* "......' I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.' Who then was to reveal to an anxious and sinful world these ' many things?' The Holy Ghost, said Christ. Let us reverently bow, and say, Amen. The Living Spirit, coming down from the Father Himself, and speaking in His name, was to guide the disciples and the world ' into all truths.' To no earthly teacher, to no written record, are we referred for a fuller message of salvation No apostle, however pure, no disciple, however wise, was named by Christ as his successor. In clear and unmistakable language he named the Holy Spirit as the future minister of his Church......" "......Let no Christian think it unchristian to believe that the Holy Spirit of God is the true and living head of Christ's Church the source of all inspiration now and for ever, and thus from Him a fuller revelation of saving truth is yet to come than what has been vouchsafed to the world through Christ and recorded by the Evangelists."—"Our Faith and Experiences."

খ্রীষ্টসমাজ তাহা করে নাই, সুতরাং সে সমাজ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। পবিত্রাত্মার অনুসরণের অর্থ ঈশ্বরের মতে ঈশ্বরের আজ্ঞার কাজ করা, সুতরাং তাহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি তাঁহার আপনার জীবনের মূলমন্ত্র নিহিত দেখিলেন, তখন তাহাতে যোগ দিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি? কেশব ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিলেন বলিয়া তাঁহার খ্রীষ্টের সহিত বিচ্ছেদ হইল না। কেন না খ্রীষ্টের প্রকৃত মণ্ডলীর মূল পবিত্রাত্মা, ব্রাহ্মসমাজের মূলও পবিত্রাত্মা, বা পরমাত্মা। সেই পবিত্রাত্মাই আমাদের ও প্রকৃত খ্রীষ্টশিষ্যগণের নেতা, পরিচালক এবং গুরু। কেশবের জীবনের ভিত্তিও যা; ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিও তাই। ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কাজ করাই কেশবের জীবনের মূল মন্ত্র; ঈশারও জীবনের মূল মন্ত্র 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব কেশব যে ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইবেন, আবার বলি, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যতই তিনি ব্রাহ্মসমাজে মিশিলেন ততই তিনি খ্রীষ্টের নৈকট্য অনুভব করিতে লাগিলেন; কাজেই আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

আদিসমাজ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন পরেই তিনি Jesus Christ: Europe and Asia বক্তৃতা দিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, বিদেশে ছিলাম। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল "তাইতো কেশব বাবু এত দিনে খ্রীষ্টান হইতে চলিলেন।" অনেকে জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন, "কেশব বাবু কবে বাপ্‌তাইজ হইবেন?" এ সময়ে আমি যেখানে ছিলাম, সাধু অঘোরনাথ সেখানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? জনসাধারণের মতামতও তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন "লোকে কত কি বলে বলুক। আর কেশব বাবু যদি খ্রীষ্টানই হন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে কি?" কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টকে একা দেখিতেন না, তাঁহার সঙ্গে সকল মহাজনকে গ্রথিত দেখিতেন। তাই খ্রীষ্টের বিষয়ে বক্তৃতার পরই Great Menএর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি তখন ঈশার সঙ্গে আরও অনেক মহাজনকে আনিয়া ফেলিলেন এবং ঈশার সঙ্গে তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাও বুঝাইয়া দিলেন; মহাজনগণের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় তাহাও তিনি স্পষ্ট বলিলেন। মহাজনগণের কথা বলিতে গিয়া তিনি পবিত্রাত্মার কথা বলিতে ভুলেন নাই। মহাজনগণের সঙ্গে যে আমাদের গৌণ সম্বন্ধ, আর পবিত্রাত্মার সঙ্গে আমাদের মুখ্য সম্বন্ধ, ইহা তিনি সেখানে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পর সময়ে তিনি যে পবিত্রাত্মাকে মণ্ডলীর শীর্ষস্থান দিয়াছিলেন তাহার মূল এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশাকে তিনি মধ্যবিন্দু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন নাই।

এখন দেখিতে হইতেছে, কোন্ বিষয়ে ঈশার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। 'নববিধানের প্রেরিতদলের প্রতি নিবেদনে' তিনি বলিয়াছেন "মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের একজন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। ... তাঁহারা আমাদের পিতা পিতামহ। তাঁহাদের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। ... আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" আমাদের নিয়োগপত্রের ভিতরে যখন এই সকল কথা লিখিত আছে; তখন আমরা সাধুমহাজনগণের অবমাননা করিতে পারি না। প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নববিধানের বিচ্ছেদ ঈশ্বরকে লইয়া নহে, সাধু মহাজনগণকে লইয়া। অল্পে অল্পে সকল সাধুমহাজন আসিয়া যখন কেশবের হৃদয়কে অধিকার করিলেন, তখন নববিধানের উদয় হইল। কিন্তু এ কথা মানিতে হইবে, কেশবের জীবন ঈশাতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের পূর্ব্বে জন দি বাপ্তিষ্টের সঙ্গে তাঁহার যোগ হয়, তাঁহার পাপবোধ তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। এই পাপবোধের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' ঈশার এই উপদেশ সংযুক্ত হইল, তখন তাঁহাতে বৈরাগ্য বিশেষ আকার ধারণ করিল। এসকল হইল কিরূপে? বাইবেল পাঠে। তিনি যেরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন অন্য কেহ সেরূপ ভাবে উহা পাঠ করেন না। বাইবেল তাঁহার নিকটে মৃত গ্রন্থ ছিল না, তিনি উহাতে কেবল জীবন্ত বাক্য সকল পাঠ করিতেন না; যাঁহাদের মুখের সেই সকল বাক্য পাঠকালে তিনি তাঁহাদিগের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন। যিনি এরূপ ভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন তাঁহার জীবনে জন, ঈশা ও পল প্রভাব বিস্তার করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ঈশার নিকট তাঁর ঋণ কি Asia's message to Europe নামক বক্তৃতায় স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন "নূতন আত্মা, নূতন দেহ, খ্রীষ্টোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার সকল দেহে, আমার সকল অন্তরে আমি ঈশাকে দর্শন করি। আমার নিকটে তিনি আর মত নহেন, আমি পলের সঙ্গে বলি, 'আমার পক্ষে ঈশাও যা জীবনধারণও তা।" এই বক্তৃতার পর আমি এ কথার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি আর কিছু না বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এ হাত আমার নহে ঈশার হাত। ফলতঃ তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইয়াছিলেন। যখন তিনি ঈশার সহিত একাত্মা হইলেন তখন তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

ঈশার কথায় কেশবের কত দূর বিশ্বাস, একটী কথায় সকলে বুঝিবেন। পিটরকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,

"তোমার হাতে স্বর্গের চাবি ; আমরা খ্রীষ্টাননামধারী নয় বলিয়া কি তুমি আমাদের দুয়ার খুলিয়া দিবে না ?" তিনি জানিতেন ঈশার সঙ্গে দেখা না হইলে বিধানে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা হইবে না। কেন না ঈশাকে না মানিলে সমুদায় লোককে এক করা কঠিন হইবে। সকল সাধু মহাজন সকল নরনারীকে এক করিতে হইলে ঈশা যে অবতারবাদ মানিতেন তাই মানা আবশ্যক, কেশব ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।* তিনি হিন্দুগণের অবতারবাদের স্থলে ঈশার অবতারবাদ, ঈশ্বর ও মানবে, মানব ও মানবে যোগসাধনের জন্য, গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর অবতারবাদে স্বয়ং ঈশ্বর অবতরণ করেন মানুষ আর মানুষ থাকে না। ঈশার অবতারবাদে ঈশ্বর ও মানুষে একত্ব হয়, ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন, মানুষ মানুষ থাকে। মানুষ মানুষ থাকিয়া একত্ব হয় কিরূপে ? পুত্রত্বে। ঈশ্বর পিতা, মানুষ ঈশ্বরের পুত্র, মানুষ যখন পবিত্রাত্মার প্রভাবে সকল বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হয়, তখন সে পুত্র হইয়া পিতা ঈশ্বরের সহিত এক হয়। বাইবেলে পবিত্রাত্মা হইতে ঈশার জন্ম কেন লিখিত হইল ? পবিত্রাত্মার প্রভাবে আজন্ম ঈশাতে ঈশ্বরের বিরোধী ভাব ছিল না, তিনি জন্ম হইতে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন ইহাই দেখাইবার জন্য। জলাভিষেকের পর ঈশা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অরণ্যানীতে নীত হইলেন, সেখানে পবিত্রাত্মার প্রভাবে পাপাসুরকে পরাভব করিলেন, ইহা আর কে না জানে ? সেই পবিত্রাত্মার প্রভাবে তিনি জীবনে বিচিত্র অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন, ইহা তিনি আপনার মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন য়িহুদিগণ তাঁহাকে বলিল, তিনি ভূত দিয়া ভূত ছাড়াইতেছেন তখন তিনি কি বলিলেন ? পুত্রের বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা নাই। তিনি পবিত্রাত্মার প্রভাবে যে সকল কার্য্য করিতেছেন তাহাতে পবিত্রাত্মার প্রভাব না দেখিয়া ভূতের ক্রিয়া বিশ্বাস করাতে য়িহুদিগণের পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করা হইয়াছে।

ঈশা পবিত্রাত্মা ও পিতাতে কোন ভেদ করিতেন না। আপনার ভিতরে পবিত্রাত্মার কার্য্যকে পিতারই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজও, পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। 'যে সকল লোক পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় তাহারা ঈশ্বরের পুত্র' এ কথার অর্থ কি ব্রাহ্মসমাজ তখন বুঝিতে সমর্থ হইলেন। কেবল বুঝিতে পারিলেন তাহা নহে, পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত সকল মানবজাতির সহিত যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

এখন দেখিতে হইতেছে, কেশব এই পুত্রত্বে যোগ কোথায় দেখিতে পাইলেন ? তিনি ঈশাতে পুত্রত্ব দেখিলেন। ঈশার পূর্ব্বে এবং পরে অনেক সাধু মহাজন আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ আপনাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া জনসন্নিধানে উপস্থিত করেন নাই। হিন্দুগণেরতো কথাই নাই, য়িহুদিগণের মধ্যেও 'আমি এবং পিতা এক' ঈশা ভিন্ন অপর আর কেহ এ কথা বলেন নাই, যদি বলিতেন য়িহুদিগণ কখন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইত না। 'আমি এবং পিতা এক' এ কথার অর্থ 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' য়িহুদিগণকে তিনি বুঝাইলেন, অথচ তাহাদের চৈতন্য হইল না। তিনি ক্রুশে জীবন নিহত হইতে দিয়া তাঁহার পুত্রত্ব ও পিতার সহিত একত্ব সপ্রমাণ করিলেন। ক্রুশে শোণিতদানের অর্থ নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়া। এই অধীনতাতেই পুত্রত্ব। যখন কেশব ঈশাকে মধ্যবিন্দু (Certral figure) বলিলেন, তখন তিনি পুত্রত্বে সকলের মিলন, ইহাই ঘোষণা করিলেন। তিনি এই বিষয়টি নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ঈশা সকলের সংযোগ স্থল। আমি যে পথে যাই না কেন, অন্তে যখন আমার নিজের ইচ্ছা কিছুই থাকিবে না সমুদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মিলিত হইবে, তখন আমার ঈশ্বরের সঙ্গে তনয়ত্বে মিলন হইবে, এ যোগ আর হিন্দুযোগ, এক নহে। পাপী তাপী সাধু অসাধু, আপামরসাধারণ সকলের সঙ্গে ব্রহ্মেতে যোগ হিন্দুযোগ ; ঈশার যোগ পিতা ও পুত্রেতে যোগ। পাপ বাসনা ছাড়িয়া যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে প্রস্তুত, তাহারই কেবল এ যোগে অধিকারী। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা, কে আমার ভগিনী ? যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতে কাজ করে তাহারাই আমার মাতা ভ্রাতা ভগিনী।' কেবল ঈশাকে প্রভু প্রভু বলিলেও হইবে না ; ঈশ্বরের ইচ্ছামত কাজ করিতে হইবে। সাধুতে ও অসাধুতে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে, কিন্তু সাধুতে অসাধুতে মিলন হয় কি ? অধর্ম্ম অনীতিতে মানুষ মিলিতে পারে না। ঈশা জানিতেন, মানুষ এক হতে পারে না, যদি পুণ্যভূমিতে মিলন না হয়। সমস্ত নরনারীর একাত্মা হওয়া পুণ্যভূমি ছাড়া হইতে পারে না। সমুদয় মনুষ্যের জন্য ঈশা প্রাণ দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ লোক হইতে পারিতেন ; দল বল লইয়া পৃথিবীর রাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পুত্র হইয়া পিতার ইচ্ছা

* "......হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্ত পালন এবং দুষ্ট দমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন ; খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ খণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। ... মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান ; কেন না মনুষ্যের স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।......পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান্ বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না, কিন্তু জীবাত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান্ ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ভগবান্ ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অবতারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।"
—সে, নি, অবতারবাদ ; ১৭ই আষাঢ় ১৮০৩ শক।

পালন করা। পুত্র হইয়া পিতার সঙ্গে যোগ তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই যোগ সকলের প্রাপ্য; কিন্তু কেমন করিয়া হয়? ঈশা আমার ভিতরে বাস করিতেছেন ইহা যদি না বুঝিতে পারি, তবে কখনও উহা লাভ করিতে পারি না, একত্বও সাধন হয় না। ঈশা মধ্যবর্ত্তী ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেন না পুত্রত্ব বিনা ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না, পিতার ইচ্ছাপালনার্থ জীবনবিসর্জ্জনরূপ ঈশার শোণিত যদি আমার ভিতরে প্রবেশ করে, পরিত্রাণ পাইবই পাইব, ইহা নিশ্চয়। ঈশার সে শোণিত বিনা পাপধৌত হইবে কি প্রকারে, পুত্রের সঙ্গ এক হইয়া পিতার সঙ্গে এক হইব কি প্রকারে? তাই বলি পুত্রকে মধ্যবর্ত্তী বলাতে কোন ক্ষতি হয় না। জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক যোগী সকলেরই যোগসিদ্ধি পুত্রত্বে। পুত্রত্ব বিনা আর কিছুতেই ঈশ্বর সহ একত্বের সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী তিনি অজ্ঞানতাগুলিকে পরিহার করিয়া সত্য বস্তু ধারণ করেন, সেই সত্যের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, অবিদ্যাঘটিত বিষয়গুলিকে বলিদান করেন। এ সকল করিয়া কি হইল? ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা হইল। যাই জ্ঞানীর এইরূপে নিজ ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনতা উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার পুত্রত্ব সিদ্ধ হইল, সুতরাং ঈশার সঙ্গে এক হইয়া তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইলেন। সিদ্ধ, সাধক, ভক্ত, যোগী, সকলেই এইরূপে একত্ব লাভ করেন। দূর হইতে ব্রহ্মদর্শন, অথবা ব্রহ্মের মহত্ব দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃতি, ইহা কিছু অভিন্ন যোগ নহে। অভিন্ন ব্রহ্মযোগ কেবল পুত্রের সঙ্গে একাত্মা হইলে হয়, পুত্র হইলে হয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মোপদেষ্টা যতগুলি অবতার আছেন, তাঁহাদিগকে পুত্র বলিতে পারি, কেন না তাঁহারা আপন ইচ্ছা হারাইয়া তবে ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের একত্ব পুত্রত্বের ভূমিতে, সুতরাং ঈশা মধ্যবিন্দু (Central figure) হইলেন এবং কেশব তাহাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই পুত্রত্বে সকলেরই একত্ব। নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ছিলেন, সুতরাং ঈশ্বরের সহিত পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের পুত্রত্বে একত্ব ছিল, ইহা কে আর অস্বীকার করিবে? ফলতঃ ইহাতেই সকলের মিলন। ঈশাকে ছাড়িলে—পুত্রকে ছাড়িলে কাহারও সহিত যোগ হয় না। ঈশাই সকল মহাজনদিগের প্রধান মিলনের ভূমি। কেশব মহাজনগণের মধ্যে ঈশাকে প্রধান স্থান এই জন্যই দিয়াছেন।

যখন ঈশার সঙ্গে কেশবের যোগ হইল, তখন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহাজনগণও আসিলেন। চৈতন্য আসিলেন কোন্ সময়ে? বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া কেশবচন্দ্র প্রথমে জীবন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে যখন ভক্তির উদয় হইল, তখন খোল আনিলেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, চৈতন্যের সমাগম হইল; ভক্তির স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল। তিনি বিশ্বাস এবং বিবেক লইয়া জীবনারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু যাই দেখিলেন ক্রমে ক্রমে হৃদয় কঠোর হইয়া যাইতেছে, অমনি ভক্তির দিকে তাঁহার মনের টান পড়িল। যখন ভক্তি আসিল তখন আর তিনি কঠিনহৃদয় থাকিতে পারিলেন না, ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কোমল হইতে লাগিল। এই জন্য কেশব বলিয়াছিলেন "আমার জীবন খুব আশাপ্রদ, কারণ শুষ্কতায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে সরস হইয়া গেল।" এই ভক্তি আবার যোগ না হইলে স্থায়ী হইতে পারে না; সুতরাং যোগে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল। যখন যোগে তিনি সিদ্ধকাম হইলেন, তখন তাঁহার এই দুঃখ হইল যে, ভক্তি যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, যোগ তেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল না। যোগ ও ভক্তি তাঁহাতে কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল; যে অল্প প্রেমের ভাব জীবনে ছিল, তাহাই প্রগল্‌ভা ভক্তির আকার ধারণ করিল।" ভক্তি ও যোগ যখন তাঁহাতে উপস্থিত হইল তখন তাঁহার কি অবস্থা হইল তৎসম্বন্ধে আপনি তিনি বলিয়াছেন, "আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, ক্রমে যোগের পাহাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না, আমার জীবনে যোগ অধিক কি কর্ম্ম অধিক, বিবেকের প্রভাব অধিক না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ অধিক।" এই যোগ ও ভক্তি কলুটোলার গৃহে অবস্থান কালে তাঁহাতে উপস্থিত হয়। যখন তিনি যোগ ও ভক্তির উপদেশ দিতে আদেশ পান, তখন তাঁহার প্রাণ কম্পিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর এ বিষয়ে তাঁহার সহায় হইবেন, এই আশাবচন শুনিয়া তিনি যোগভক্তির উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। তখন কলুটোলার গৃহে কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। রন্ধনের সময় ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ স্বয়ং পাঠ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে যোগভক্তিবিষয়ক উপদেশ দিতেন। সেই সময়ে যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সকলকেইত আনিলেন, কৃষ্ণকে আনিলেন না কেন? তিনি বলিলেন "কৃষ্ণকে সকলে চেনে না; তাঁহাকে যেরূপ চরিত্রের লোক লোকে মনে করে, তিনি সেরূপ নহেন। এসময়ে কৃষ্ণকে আনিলে ব্রাহ্মসমাজ ডুবিবে।" * আমি আগে

* "... চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের একজন প্রধান সংস্কারক। তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব ও ব্যবহার সকল বৈষ্ণবসমাজে প্রকাশিত হইল, সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করিলেন। "—সে, নি, এক আধারে নরনারীর প্রকৃতি, ১৮ই আশ্বিন ১৮০২ শক।

Chaitanya upreared his system of reformed Vaishnavism upon the already existing basis laid by Krishna many centuries back. Yet there is some difference

কোন মহাজনকে চিনিতাম না। আমার মধ্যে মহাজন চেনা কেশবের দ্বারাই হইয়াছিল। আমি প্রথমে ঈশার বিদ্বেষী ছিলাম। তাঁহাকে কুৎসিত চরিত্রের লোক বলিয়াই জানিতাম। True Faith পাঠ করিয়া আমার পরিবর্ত্তন হইল। True Faith পড়িয়াই ঈশাকে বুঝিলাম, বাইবেল বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং আমার ঈশাকে চেনা কেশবের মধ্য দিয়া। ঈশা দূরের কথা, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি যাঁহারা ঘরের লোক তাঁহাদের প্রতিও আমার তত ভক্তি ছিল না। যদিও আমি ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত পড়িয়াছিলাম, বাল্যকালে গীতা অধ্যয়নে যদিও আমার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণরাধার প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, কৃষ্ণের বিশুদ্ধ চরিত্রতার উপরে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণের কথা বলার পরে, তবে ভাগবত দ্বিতীয় বার পড়িয়া আমি তাঁহার চরিত্রের শুদ্ধতা বুঝিয়াছি। সুতরাং এখানেও কেশবের সহায়তা কার্য্য করিয়াছে। জীবনবেদে তিনি বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে, কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।" তিনি যে বলিয়াছেন, "প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানের সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন। কে জানিত ঈশাকে মানা উচিত? যখন দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর না করিলে আমার চলিতেছে না, তখনই নবদ্বীপে গেলাম; নবদ্বীপ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিয়া হৃদয়ে বসাইলাম। বুদ্ধের আবশ্যক হইল, অমনই বৃক্ষতল হইতে বুদ্ধকে প্রাণের মধ্যে আনিলাম। কে জানিত তিনজনকে একত্র আনিতে হইবে? কে জানিত, ভগবান্ এইরূপে এক এক করিয়া আনিয়া ভক্তমণ্ডলী রচনা করিবেন?" এস্থলেও ঈশার সহিত তাঁহার বিরোধ নাই, তাঁহারই ভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি পূর্ণতার দিকে গমন করিয়াছেন, কেন না তিনি আপনি বলিয়াছেন, "স্বদেশে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না।"

সকলে বলিবেন, কেশব যদি সকলের সঙ্গে একত্বলাভের ভূমি ঈশাকে বলিয়া থাকেন, তবে ঈশাকেই তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা করিলেন; অন্যান্য সাধুগণকে তিনি নিম্ন স্থান দিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বাস্তবিক কি মনে করিতেন, প্রেরিতবর্গের জন্য তিনি যে চারিটি ব্রতের ব্যবস্থা করেন, তন্মধ্যে 'উদারতাব্রত' তাহা প্রদর্শন করিবে:—"......ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা, মুষা, শাক্য, গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর; উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশ্যে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্ম রাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইল। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বড়ীতে সমস্ত দেবদেবীর আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।" এই ব্রতটি যখন প্রথম প্রচার হয়, তখনই স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস "গৌতম ও গৌরাঙ্গ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, তিনি আপনার জীবনের মূলে গৌতম ও গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সহিত একতা সাধন করিয়া অন্য সাধু মহাজনগণের সঙ্গে ঈশ্বরেতে এক হইবেন। ফলতঃ কেশব যেমন ঈশাকে আপনার জীবনের মূলে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের ভিতরে সকলেই নিজ নিজ জীবনের মূলে যাঁহার যে মহাজনের সহিত ভাবের একতা আছে, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুত্রত্বে ঈশ্বর ও অন্যান্য সাধুজন সহ একত্ব লাভ করিবেন, উদারতা ব্রতের ইহাই উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্ম্ম অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম; কোথাও আবদ্ধ হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে মৃত্যু। কেশব এজন্যই এক ঈশাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ঈশার পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজনগণকে বাঁধিলেন। এরূপে বাঁধিয়া তিনি কি সেই সেই সাধু মহাজনগণের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলিকে বিলোপ করিয়া ফেলিলেন? না। সে সকল ভাব পুত্রোচিত বলিয়া পুত্রত্বমধ্যে সেগুলির সন্নিবেশ করিয়া লইলেন। উদারতার ব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুসারে—চিত্তের গতি অনুসারে জীবন আরম্ভ করিবেন, কিন্তু তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। সেই সকল ভাবমধ্যে পুত্রত্ব আছে দেখিয়া পুত্রত্বে ঈশ্বরের সহিত এক হইবেন। পুত্রত্বে এক হইলেই ঈশার সহিতও এক হওয়া হইল। কেশব আপনার জীবনে ঈশাতে অর্থাৎ পুত্রত্বে সকল সাধু মহাজনগণকে এবং তাঁহাদের অনুগামিগণকে এক করিয়াছিলেন, সুতরাং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় এক অদ্বিতীয় মানব তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক এক জন সাধুর ভাবে ভাবান্বিত তাঁহার বন্ধুগণ যখন অপর সকল সাধুকে আত্মস্থ করিবেন, তখন কেশবের সহিত এক হইবেন, এই ভাবে কেশব

between the two systems which is noteworthy. Krishna figured as a lover in the sphere of religion and was often in the midst of female devotees who were fond of him. Chaitanya on the contrary, kept himself and his disciples clear of female company and influence. Krishna preached the religion of the world, of the politician and warrior; while Chaitanya inculcated and practised asceticism and went about as a missionary Vairagi.—"The Indian Mirror, January 28, 1877."

আপনাকে মধ্যবিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই,* কেন না এ ভাব তাঁহারই বিশেষ ভাব। 'আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ। এক এক প্রেরিত দ্বারা এক একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত।'—এ কথায় কেশব নিরহঙ্কার ও ব্যক্তিত্বের অভিমানের বিলোপই স্থাপন করিয়াছেন, কেন না এক দেহের অঙ্গ হইলে আর স্বাতন্ত্র্যের অভিমান থাকিতে পারে না, স্বাতন্ত্র্যে আপনার মৃত্যুই প্রত্যক্ষ হয়। কেশব আপনাকে এবং বন্ধুবর্গকে সাধু মহাজনগণের প্রতিনিধি করিয়া কি তাঁহাদিগের অবমাননা করিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন না? এটি যোগের অদ্বৈত ভাব, ইহাতে তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল না, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য স্থাপন করা হইল। হউক, এখানে তো কেশবের বিশেষ ভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল; ঈশাতে সকলের মিলন রহিল কোথায়? কেশবচন্দ্র তবে ঈশাকে দূর করিয়া দিয়া সেখানে আপনাকে বসাইলেন? না, তিনি ঈশাকে বিদায় করিয়া দেন নাই, এক পিতা এক ভাই তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হাঁ, খ্রীষ্ট এরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ হইল, হিন্দুযোগের বিলোপ হইল। না, তাহাও হয় নাই। সাধুতে যেমন অসাধুতে তেমনি ব্রহ্মদর্শন হিন্দুযোগ, খ্রীষ্টধর্ম্মে কেবল সাধুতে ব্রহ্মদর্শন। কেশব হিন্দু ও খ্রীষ্ট যোগের বিরোধ এক পুত্রত্বেই বিলোপ করিয়াছেন। কেশব বলিলেন, সাধু অসাধু সকলেতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা যেমন সত্য, তেমনি সাধু অসাধুতে পুত্র আছেন, ইহাও সত্য। সাধুতে পুত্র প্রকাশিত, অসাধুতে পুত্র প্রচ্ছন্ন। সাধু অসাধু উভয়েই ঈশ্বরের তনয়, সুতরাং আমরা বলিতে পারি প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত পুত্রত্বে তিনি হিন্দু ও খ্রীষ্ট উভয় যোগকে এক করিলেন। এখন সকলে দেখুন কেশব কেমন খ্রীষ্টের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। খ্রীষ্টের নিকটে এখন কেবল কেশবের নহে, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের ঋণ। আমরা যদি এ ঋণ স্বীকার না করি তবে কেশবের প্রতি অত্যাচার করা হয়, ধর্ম্মের প্রতিও অন্যায়াচরণ করা হয়। আমরাও ঈশার কাছে ঋণী। আমি নিজের কথা বলি, আমি হয়ত ঈশাকে না পাইলে কঠোরহৃদয় হইয়া থাকিতাম। শুধু ব্রহ্মব্রহ্ম বলিতাম যদি কেশব আমার সহায় না হইতেন। 'আমি পিতাতে পিতা আমাতে, তোমরা আমাতে আমি তোমাদিগেতে' খ্রীষ্টের এই যোগমন্ত্রের সঙ্গে যখন 'আমরা সকলে ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর আমাদিগের সকলেতে' 'সকলে আমাতে,আমি সকলেতে' এই মন্ত্র সংযুক্ত হইল, তখন খ্রীষ্ট ও হিন্দু যোগের একত্বে নববিধানের নবযোগ পূর্ণাকার ধারণ করিল।† এই যোগমন্ত্রে যে আমি শব্দ আছে উহা পুত্রের অর্থে, সুতরাং জীবের পুত্রত্বের হিন্দু খ্রীষ্ট যোগে একত্ব সাধিত হইল। তিনি এজন্য বারংবার বলিয়াছেন পুত্রত্বের ভূমিতে না মিলিলে আমরা মিলিতে পারিব না। তাঁহার সে অনুরোধ আমাদের রক্ষা করা উচিত। যদি আমরা ঈশ্বরের কৃপায় এবার মিলিত হইয়াছি, তবে সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এক করিয়া এক এক জীবনে যেন সকলের ভাব দেখাইতে পারিব। যদি এ কার্য্যে আমরা উদাসীন থাকি,আলস্য প্রকাশ করি, আমাদের ঘোর কলঙ্ক হইবে, আমাদের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে। অতএব যখন সকলে মিলিয়াছি, তখন যাঁহাতে যে ভাব আছে সেই ভাবের পরিণতিতে সমস্ত সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরে স্থিতি করিয়া আমরা যেন জীবন সার্থক করি, জীবনের পূর্ণতা সাধন করি।

বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু এবং উমানাথ গুপ্ত কিছু কিছু বলেন। বক্তৃতা এবং ইঁহাদের বলাতে অধিক সময় অতিবাহিত হয়, অথচ শ্রোতৃবর্গ স্থিরভাবে সকল কথা শ্রবণ করেন, ইহা নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব। উপাসনা স্থলে বহু মহিলা সমবেত হন। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাতৃগণ, কন্যাগণ, তোমাদের আজ এই বলিবার আছে নিঃশব্দ হইতে শিক্ষা কর। নীরব হও, মৌন হও, ধর্ম্মমন্দিরের এই প্রকাণ্ড উপদেশ। জলে বড় কোলাহল। নদীও প্রবলবেগে কূলে করাঘাত করে। সমুদ্র উত্তেজিত হইয়া আস্ফালন করে। কোন্ জল স্থির জান? সমুদ্রের কোন্ অংশ নিঃশব্দ জান? যে স্থান অতিশয় গভীর, গভীর স্থানে সমুদ্র নিঃশব্দ। মৌমাছি ক্রমাগত ভোঁ ভোঁ করে, সে শব্দের বিরাম নাই। কখন মৌমাছি নিঃশব্দ জান? যখন প্রস্ফুটিত শত দলের গভীর মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া মধু পান করে তখন শান্ত, নিঃশব্দ, তখন কেবল সুধা পান করে। সহরে গোলমালের আর সীমা নাই। যে রাস্তায় যাই চিৎকার, আর আমাদের এ রাস্তায় তাহার সঙ্গে জঞ্জালের গাড়ীর ভিড়। এ গোলমাল কখন যায়, আমাদের রাস্তা পর্য্যন্ত নীরব কখন? নিশীথ কালে যখন নগরবাসী সুষুপ্ত তখন সব শান্ত, কেহ নাই যে চিৎকার করে। হে কন্যাগণ, যখন ব্রহ্মরূপ গভীর জলধিতে তোমাদের ভাব চিন্তা ডুবিয়া গভীর হয় তখন প্রবৃত্তির কোলাহল কোথায়? কোলাহল মিটিয়া যায়, গভীর সিন্ধুর ন্যায়

* 'তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে' 'সকলে আমাতে আমি সকলেতে' খ্রীষ্ট ও হিন্দুযোগের এখানে মিলন সাধকমাত্রে প্রত্যক্ষ করিবেন।

† প্রতিদিনের উপাসনা মধ্যে এ সম্বন্ধের সাধন আছে, আমরা ইহা অন্যত্র দেখাইয়াছি। আরাধনা ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনা মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দুযোগ, স্তোত্র, প্রবচনপাঠ ও বিশেষ প্রার্থনা মধ্যে খ্রীষ্টযোগ সহ হিন্দুযোগের মিলন সাধিত হয়।

তোমরাও মৌন হও। যখন তোমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিয়া না পাও তখন তোমাদের কত শব্দ, কতই গোল যোগ; আর যাই সুপ্রসন্ন, সুপ্রস্ফুটিত ব্রহ্মরূপ দর্শন হয়, যখন তোমাদের মন মধুমক্ষিকা তাঁহার প্রকাশশতদলে প্রকৃত সুধা পান করে, তখন আর কথা থাকে না; সব নিঃশব্দ। শংখের রোলে গান শুনাই অসম্ভব, কিন্তু গভীর যোগের সময় কোথায় শংখধ্বনি, কোথায় সঙ্গীত। গভীর রাত্রি যেমন নিস্তব্ধ, গভীর যোগ ভক্তিতে মগ্ন উপাসক তেমনই নিঃশব্দ। কিন্তু এই মৌনব্রত যেমন শক্ত এমন আর আমি কিছুই দেখি না। যখন ঘুমাইয়া পড় তখন যেমন শান্ত হও, যার মন তেমনই শান্ত মৌনী, পরমেশ্বর তাহাকেই নিজ বক্ষে স্থান দেন। এসব কথা যে বলিতেছি তাহার তাৎপর্য্য কি? আত্মসংবরণ, কথার সংযম, চিন্তার সংযম, শরীরের সংযম, এই সকল সংযম করিতে বলিতেছি। এই সংযমবিষয়ে সকল মহাত্মগণ, সকল দেশের ঈশ্বরপরায়ণা নারীগণ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। অগস্তিনের মাতা মণিকা—খ্রীষ্টজগতে এবং ব্রাহ্মজগতে যাঁর গুণ গান করে, তিনি সকল দুঃখে কেবল ঈশ্বরের নিকট রোদন করিতেন ও প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার সন্তান অগস্তিন যে সময়ে কুচরিত্র হইয়া কালযাপন করিতেন, সে সময়ে তিনি পুত্রকে তাড়না না করিয়া কেবল তাঁর জন্য মঙ্গলময়ের নিকটে যে আকুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অগস্তিন ঈশ্বরপরায়ণ হইলেন। ঈশ্বরের নিকটে নীরবে রোদন করিতে শিক্ষা কর, ঈশ্বরের নিকটে চেঁচাও কেন? আমি জানি পুরুষ মানুষেরা খুব ঝগড়া করে, কিন্তু যদি স্ত্রীমণ্ডলীতে ঝগড়ার আগুন লাগে সে আগুন নিবিলেও কতকাল তাহার উত্তাপ থাকে। সকল পল্লী, ব্রাহ্মপল্লীও একথার সাক্ষ্য দিতেছে, এই চিৎকারে ক্লান্ত হইয়া ঈশা অলিবেট পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন, ব্রহ্মচারিগণ হিমালয়ে লুক্কায়িত হন, এই জন্য নদীয়াজিলার শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রস্থান করিলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না। আমাদের ধর্ম্মে বলে সংসারকে বনে পরিণত কর। বেশ উপদেশ! এ ধর্ম্ম সাধন করিতে কেবল তোমরাই বন্ধু, আর মনে করিলে তোমরাই বিঘ্ন। তপস্বীকে তপস্যা করিতে দেওয়া যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তোমাদের নিজের পক্ষে যদি শান্তির প্রয়োজন হয়, যদি ব্রহ্মতীর্থে যাইতে ব্রতী হইয়া থাক, সকলে প্রাতঃসন্ধ্যা কিছুদিন নীরব হও, কথা রহিত কর। শান্তচিত্ত, গভীরাত্মা, সংযতচিত্ত হও। গঙ্গাসাগরে যাইবার জন্য লোকের কত উৎসাহ। যেখানে মা গঙ্গা সাগরে আপনার সত্বা সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করিলেন, সেখানে স্নান করিয়া যাত্রিগণ সকল কষ্ট সার্থক করে। কন্যাগণ, আমাদের গঙ্গাসাগর তীর্থ না হউক, কিন্তু একরূপ সঙ্গমতীর্থ আছে, এ তীর্থে সংসারতাপে তপ্ত মস্তক অপার ব্রহ্মশান্তিসাগরে আপনি শীতল হয় ও অপরকে শীতলতা দেয়। সেই ব্রহ্মস্থিতিতে, অপার শান্তি সরোবরে, সেই পুণ্যপ্রেমের সরোবরে, ব্রহ্মকন্যা, আজ যদি স্নান করিতে পার, যদি একবার অবগাহন করিয়া উঠ, দেখিবে চুম্বকস্পর্শে লোহা যেমন চুম্বক হয়, নর্ম্মদা সলিলে কাষ্ঠ যেমন শ্বেত প্রস্তর হয়, তোমরা ব্রহ্মস্পর্শে তেমনি ভাবান্তর জন্মান্তর প্রাপ্ত হইবে, এবং তোমাদের কলহকুশল জিহ্বা নীরব হইবে এবং মেরী, মণিকা, অহল্যাবাই, মীরাবাই যেমন ব্রত সাধন করিয়া মিতভাষিণী হইয়াছিলেন, তোমরা বৃদ্ধা হও, বালিকা হও শান্ত হইবে, অল্পভাষিণী হইবে, এবং পবিত্র ব্রতপালনে যে গৌরবের মুকুট পাওয়া যায় তাহা পরিবে। আর অধিক বলিব না।

সকল শক্তিকে সঙ্গে লইয়া, হে পূর্ণ সত্তা, তুমি যেমন কোলাহলহীন, শান্ত, সেইরূপ তোমার কন্যাগণকে অকিঞ্চন ও কোলাহলশূন্য কর। তুমি যেমন সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তুমি যেমন শান্ত, সলজ্জ, নিস্তব্ধ ও নীরব, তোমার পুত্র কন্যাগণকে সেইরূপ নীরব শান্তি বিধান কর। কোলাহলে কত অশান্তি তাহা ভুগিয়াছি, মৌনব্রতে যে শান্তি তাই ভিক্ষা করি। এখন অস্থিমাত্র অবশেষ রহিয়াছে, আত্মসংযম, আত্মসংবরণ, ভাবপ্রবৃত্তি-সংযমের গভীর তৃপ্তি এখন প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের পরস্পরের সম্পর্ককে ভাষা অপেক্ষা গভীর কর। প্রকাশের অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে অধিকতর কর। প্রভু, কোলাহল যেন ভাবকে লইয়া পলায়ন না করে, তোমার উৎসবে কোলাহল করিয়া যেন ভাবশূন্য হইয়া না যাই। প্রতিজনের অন্তর তোমার শান্তিতে পূর্ণ হউক। হে অপার মঙ্গলময়, মধুর প্রকৃতি তোমার। এরূপ যেন না হয় যে তোমার এই মধুর প্রকৃতি পাইয়া তোমার কন্যাগণ অন্তরে কোনরূপ তিক্ততা পোষণ করে। এই কোমল স্ত্রীপ্রকৃতিকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহা সকল তিক্ততাকে মিষ্ট করে, কোলাহলকে নিবারণ করে, মণ্ডলীকে আনন্দে পূর্ণ করে ও সংসারকে স্বর্গ করে, তব চরণে এই একান্ত প্রার্থনা।

সেই প্রশান্ত রূপ, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, মাতৃপ্রেমানন কার অন্তরে আজ নাই? সভা ভরিয়া, প্রতিজনের সীমন্তের সিন্দূর হইয়া, ভক্তির অশ্রু হইয়া, মা আনন্দময়ী কন্যাদের সঙ্গে লীলা করিলেন। ইহাকে স্বপ্ন মনে করিও না, সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। নামরসে কুটীর ভরিয়াছে। আজ তোমাদের সার্থক উপাসনা ধ্যান ধারণা। আমাদের পরিশুষ্ক জীবনে এখনও যে তাঁহাকে জানিতে পাই, এখনও যে তাঁর আগমন হয়, এখনও যে প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাই আশীর্ব্বাদ। তোমাদের মস্তকে বিধান অবতীর্ণ হইতেছে।

শেষে বলি, যেন অদ্যকার শান্তি আমাদের অন্তরে স্থায়ী হয়, যেন অদ্যকার এই পুণ্যতীর্থস্নানে প্রকৃতি, হৃদয়, দেহ, মন এমন শুদ্ধ হয় নিষ্পাপ, সলজ্জ ও স্বর্গীয় হয় যে অন্ততঃ একবৎসর কাল ইঁহাদিগকে তব পাদপদ্মে রক্ষা করে। সকল দেশের তোমার কন্যাগণ কত সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। আমাদের অভাগিনী বঙ্গকন্যাগণ তোমার প্রাপ্তিতে শান্তি, মিষ্টতা, সংযম, পবিত্রতা লাভ করুন যাহা নারীর পরম ভূষণ। সকলের চক্ষের জল তোমার মাতৃ অঞ্চল মোচন করুক, সকলের অপরাধ ক্ষমা করুক।

জগজ্জননী, তোমারই নামে শান্তি, তোমারই নামে পরিত্রাণ। আমরা অতি অকিঞ্চন। অতি নিষ্ঠার সহিত ভক্তিভাবে তোমার পাদপদ্মে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই উৎসবে একজন ব্রাহ্মিকা মহিলা এই প্রার্থনা করেন।

মা! শোকার্ত্ত ও জরা জীর্ণ শরীরে তোমারি ডাকে আজ এখানে এসেছি। গরীব কন্যা ১৬ বৎসর পরে মাতৃ-উৎসবে এসেছে। যে কন্যা গরীব হয় তাহার মায়ের কাছে দাওয়া অনেক। অনেক লইব, অনেক পাইব এই আশা। জননী! স্বর্গের কত রত্ন লইয়া আসিয়াছ। বাহিরের কোন বস্তু চাহি না। হৃদয় খালি, প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। মায়ে মারিলে ছেলে মা বলিয়া কাঁদে। তুমি যে বুকে অস্ত্র আঘাত করিয়াছ তাহার জ্বালা একেবারে যাইতেছে না। মা! তোমায় ছেড়ে আর কার কাছে যাই। তুমি এসে সেই ক্ষত স্থানে বস, স্বর্গের শান্তি এনে দাও; কোলাহল আর ভাল লাগে না। মা, এসো এই দগ্ধ প্রাণে বস। জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, তুমি এসো আমার হৃদয়ে বস। তুমি আমার গলার হার, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, রোগের ঔষধ এবং শোকের সান্ত্বনা। অনেক তো দিয়েছ, আরো কিছু দিতে হবে। আমি দুর্ব্বলা, অপরাধিনী, তুমি তো তা জান, আমার অপরাধ অপেক্ষা তোমার প্রেম বেশী। যদি এসেছ তবে তোমার চরণচ্ছায়ায় আমাকে চিরদাসী করে রাখ। তোমার ঐ শান্তিপ্রদ চরণে আমার এই দগ্ধ মস্তক রক্ষা করি।

অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা কার্য্য হয়। উপাসনা কার্য্য শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সম্পন্ন করেন। "দীনগণ ধন্য" এই বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন। উপদেশে সকলেরই হৃদয় সমধিক ভাবে আকৃষ্ট ও আর্দ্র হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ শুক্রবার। অদ্য কমলকুটীরে মহিলাগণের জন্য আনন্দবাজার। আনন্দবাজারে মহিলাগণের সংখ্যা নিরতিশয় অধিক হইয়াছিল। বর্ষে বর্ষে আনন্দবাজার বহু মহিলাকে একত্রিত করিতেছে। আনন্দবাজারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহাই আমাদিগের হৃদগত কামনা। প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দীতে উপাসনা হয়। ভাই বলদেব নারায়ণ উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেন ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন বক্তৃতার বিষয়—"Divine and Universal Humanity।" একথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে বক্তৃতার বিষয়টি অতি নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

১৪ই মাঘ রবিবার। মহিলাগণের জন্য আনন্দবাজার। ৯২ নং হ্যারিসন রোডে যুবকগণের উপাসনাসমাজের উৎসব। প্রাতে শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন এবং সায়ঙ্কালে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন উপাসনার কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হয়। এই দিন সায়ঙ্কালে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকারের গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু ও প্রচারকবর্গ নিমন্ত্রিত হন। তথায় কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদির পর ভূরি ভোজন হয়।

১৫ই মাঘ রবিবার। পুরুষদিগের জন্য আনন্দবাজার। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত ও সায়ঙ্কালে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে অনাথাশ্রমে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনা করেন।

১৬ই মাঘ সোমবার উদ্যানসম্মিলন না হওয়ায় প্রাতে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে এবং যাত্রিনিবাসে উপাসনা হইয়াছিল।

১৭ই মাঘ মঙ্গলবার। মঙ্গলবাড়ির উৎসব হয়। নবদেবালয়ে উপাসনার পর সমস্ত উপাসকমণ্ডলী সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গলপাড়ায় গমন করেন; তথায় শ্রীযুক্তভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রার্থনা করেন। পল্লিস্থ মহিলারা রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করান।

১৮ই মাঘ বুধবার। উপাসকগণ কমলকুটীরস্থ কমলসরোবরের তটে এবং আচার্য্যের সমাধিস্থানে বসিয়া সন্ধ্যার সময় ধ্যানস্থ হন। রাত্রি ৮টার সময় প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন অন্তে উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয়।

আনন্দসূচক পত্রাবলী।

এবারকার সম্মিলনব্যাপারে আনন্দিত হইয়া নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ যেসকল পত্র লিখিয়াছেন

তাহার কতক গুলি এস্থলে প্রকাশিত করা গেল ;—

শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন ;—

* * "যে শুভসংবাদ পাইলাম তাহাতে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। যার ইচ্ছাতে অসম্ভব সম্ভব হয়। আপনার মধুর আহ্বান প্রাণকে স্পর্শ করিল। অন্যত্র যাইতে প্রতিশ্রুত হওয়ার দরুন এবং আগামী রবিবারই সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হওয়া স্থির হইয়াছে বলিয়া আপনার মধুর আহ্বানানুসারে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছি। * * আমার প্রাণ আপনাদের সঙ্গে মহোৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গয়া হইতে লালা রেওয়ালাল গিন্দিভায়ায় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ ;—

"আমি আপনার পত্র অনেক প্রতীক্ষার পর পাইয়াছি। ১৬ বৎসরের বিচ্ছেদ ও ভিন্নতার পর সম্মিলন দেখিয়া আমি আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। আনন্দে ভাসিয়া ভাই ভিকারীলালকে আপনার পত্র পড়িয়া শুনাইয়াছি। আপনার পত্রে ঈশ্বরের কৃপার উপর আরও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি অন্তরের গভীর স্থান হইতে পরমাত্মাকে ধন্যবাদ করিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছি, হে জগৎপিতা জগদ্রাজাধিরাজ পরমেশ্বর, তোমার আশ্চর্য্য লীলা ও কৌশল; বিচ্ছেদের পর মিলন করিয়াছ, এই সম্মিলনকে তুমি নিজ করুণা ও শক্তি দ্বারা স্থায়ী ও অমর কর। যেহেতু এই দরবারস্থ লোকেরা আমাদের ন্যায় পাপীদিগের জন্য এক সূত্র বিশেষ, ইহারা যত স্থূলদেহ হইবেন আমাদের তত আশা বাড়িতে থাকিবে। ইহাদের চরণ ধারণ করিয়া আমরা স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। সূত্র দৃঢ় না হইলে, সূত্রধারীদিগের জীবনে আশা কি? সম্মিলনের অবস্থা শুনিয়া আমার প্রাণ গদগদ হইয়াছে। বাস্তবিক এই শোভা দর্শনযোগ্য ছিল। আপনি যে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা ভাগ করিয়া লইব।

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার লিখিয়াছেন ;—

ভক্তিভাজন শ্রীদরবারের সম্পাদক, মহাশয়গণের নিকট নিবেদন,—ধর্ম্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি কিশোরগঞ্জে আসিয়াছি, এবং এখানকার নববিধানবিশ্বাসী ভ্রাতৃমণ্ডলী কিশোরগঞ্জে মাঘোৎসব করিবেন বলিয়া পত্র দিয়াছিলেন, তাই এখানে আসিয়াছিলাম, এবং ইহাও মনে ছিল কলিকাতায় যে প্রকার গোলমাল, কোন বারেই শান্তিতে উৎসব ভোগ করিয়া ফিরিতে পারি নাই, ভগবান্ যে এত শীঘ্র পুনরায় শুভদিন উপস্থিত করিবেন ইহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। গত কল্য ধর্ম্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম। এবার সকলে একত্র হইয়া ধর্ম্মতত্ত্বে মন্দিরসম্বন্ধে যে মীমাংসা পত্র লিখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া সকলেই কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবান্‌কে ধন্যবাদ করিলাম। মনে হইল গত ১৬ বৎসরে যে যন্ত্রণা পাইয়াছি প্রভু কৃপা করিয়া তাহা দূর করিলেন এই সম্মিলনে। আমরা পৃথিবীতে স্বর্গলাভ মনে করি। এখানকার সকলের অনুমতি অনুসারে শ্রীদরবারে আমাদের আনন্দ এবং আহ্লাদ জানাইতেছি। অধিক সময় থাকিলে কেউ কেউ মহামহোৎসবে উপস্থিত হইতেন। শ্রীদরবারের নিকট আমরা এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, যাহাতে এখানে থাকিয়াই মহোৎসবের প্রসাদ সম্ভোগ করি। এখানকার যে কয়েকজন সমবিশ্বাসী বন্ধু একত্র প্রতিদিন ভগবানের অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মহানগরীর সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া এ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সর্ব্বদাই ইহা অনুভব করি। সে জন্যই মহাসম্মিলনে সকলের আনন্দ এবং আহ্লাদ। এই পত্রখানা সেই স্বর্গীয় দরবারে পঠিত হয়, ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা সর্ব্বত্র পূর্ণ হউক, এই ভিক্ষা করিয়া তাঁহার চরণে বার বার প্রণত হই। ইতি—

শিকারপুর (সিন্ধুদেশ) হইতে শ্রীযুক্ত টহলরাম ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ—

আপনাদের সম্মিলিত উৎসবকে অভিবাদন করি। এই সম্মিলনের সংবাদ আমাদের সকলকে অতিশয় আহ্লাদিত করিয়াছে, আশা করি এই সম্মিলন চিরস্থায়ী হইবে।

বরিশাল হইতে মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ;—

আজ এতদিন পরে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় ব্রহ্মমন্দিরে সমুদায় প্রচারকমণ্ডলীর সমবেত উৎসব হইতেছে। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর এমন দৃশ্য আর হয় নাই। ইচ্ছা এই দণ্ডে দৌড়াইয়া গিয়া উৎসবে যোগ দিই। কিন্তু তাঁহার নিয়োগে দূরদেশে আছি। মা বোধ হয় আর পুত্রগণকে নিজক্রোড় হইতে অপসৃত করিবেন না। আমি নিজে এই শুভ মুহূর্ত্তে শুভ দৃশ্য ও উৎসবের শুভ দান হইতে বঞ্চিত রহিলাম। নিবেদন এই, শুভ উৎসবে আমার ও আমার পরিবারস্থ সকলের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবেন।

আরা হইতে ডিপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত যে পত্র লিখিয়াছেন উহা হারাইয়া যাওয়াতে উহার মর্ম্ম এস্থলে লিখিত হইল,—

এবার উৎসবে সকল প্রেরিত প্রচারক সম্মিলিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া যে কত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া উঠিতে পারি না। এই সম্মিলন স্থায়ী হউক, বিচ্ছেদ বিবাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হউক। আজ অতি আনন্দের ব্যাপার। নববিধান সমাজ ও সাধারণ সমাজ মিলিত হইলে কত আনন্দ হয়!

লাহিরিয়া সরাই হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

মিলিত উৎসবের সংবাদ যার পর নাই আনন্দজনক। আমি এই সময়ে যাইতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইতাম। কিন্তু এ সময় কাজ বড় বেশী, ছুটী পাইবার যো নাই। এবার বোধ হয় অনেকেই কলিকাতায় যাইবেন। কারণ অনেক দিন পরে একটি মহা আনন্দের ব্যাপার হইয়াছে।"

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার লিখিয়াছেন ;—

উৎসবে সম্মিলনের সংবাদ শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। বিধানজননী আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আপনাদিগের সকলকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত করিলেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের সমাচার আর কি হইতে পারে? এক একটি প্রেরিত জীবন সত্যের মহাপ্রস্রবণ স্বরূপ, যখন সম্মিলিত হইবেন তখন বিধানক্ষেত্রে না জানি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সজ্ঘটিত হইবে। মাকে ধন্যবাদ দেই, তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আমার শরীর সুস্থ নাই, পুনঃ পুনঃ হাঁপানির আক্রমণে বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে। তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিলাম না।

ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারিকান্ত চন্দ লিখিয়াছেন ;—

"আপনাদের সম্মিলনের সংবাদেই আমাদের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিধানবিশ্বাসিমাত্রেরই মুখে হাসি এবং অন্তরে যেন এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি উপস্থিত হইয়াছে। এই ঘটনায় বহু নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। উৎসবের পরে মফস্বলে বাহির হইলেই বিধানবিশ্বাসীদের আন্তরিক অবস্থা দেখিয়া সুখী হইতে পারিবেন। • • • আমার ও বৈদ্যনাথ বাবুর কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। নানারূপ প্রতিবন্ধক থাকাতে যাইতে পারিলাম না। এখানে ১০ই ১১ই ও ১২ই উৎসব হইবে। ১১ই রাত্রিতে সেন সাহেব উপাসনা করিবেন।

মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন ;—

মা জগজ্জননীর কৃপাতে এবার যে প্রচারকগণের মিলন হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে অতি উৎসাহে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া সত্য সত্য অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ সম্মিলিত হইয়া যদি আবার উৎসাহে কার্য্য করেন, তাহা হইলে জগতের অনেক আশা বৃদ্ধি পায়। যাঁহার কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান ভারতে উঠিয়াছিল যে ধর্ম্মবিধি নূতন বিধান বলিয়া এখন সকলেই গ্রহণ করিতেছে, সেই ধর্ম্ম বিধানের পরিচারক প্রচারকগণ এতদিন সামান্য সামান্য কারণ লইয়া যে নানা বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবিধাতা তাহা এখন মিলাইয়া দিয়া সেই ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। গৃহবিবাদে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, যাঁহাদিগের ভিতর দিয়া আমরা কত সত্যরত্ন লাভ করিয়াছি সেই সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দূরে ফেলিয়া আমরা দলগত ধর্ম্মের সাধনা করিতে গিয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ভারতে ব্রাহ্মমণ্ডলী একটি বৃহৎ দল, সেই দল মতভেদ, মনোবাদ লইয়া বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ভগবানের বিশেষ কৃপাতে আশা হইতেছে তাহা মিটিয়া যাইবে. এবং মনে করি কৃপাময় আরো কৃপাবর্ষণ করুন যে, প্রচারকগণ এখন দলনির্ব্বিশেষে এই বিধানধর্ম্মের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হউন।

দক্ষিণ হস্তের নিকট সমধর্ম্মবিশ্বাসী ও এক পথাবলম্বী যে একটি বৃহৎ দল, তাঁহাদের অনেকই এখন বিধানবিশ্বাসী, সামান্য কারণে যে পৃথক হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে মিত্র দল জানিয়া আশা করি প্রচারকগণ তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিবেন না। যে যে বিষয়ে মতভেদ থাকিবে বা আছে তাহা ক্রমে চলিয়া যাইবে ; কেন না যাহা বিধানসম্মত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্রীদরবার আশা করি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন।

সংবাদ।

এবার মাঘোৎসবে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন ;—বাঁকিপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, রামপুরহাট, বর্দ্ধমান, হুগলি, চন্দননগর, অমরাগড়ি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, বাখিল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শান্তিপুর, কটক, বালেশ্বর, রসা, বাঁটরা, মোরসিদাবাদ, গড়ভবানীপুর।

এবার ১১ই মাঘের সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব ৮ই রবিবার হওয়াতে এবং উপযুক্ত সময়ে সংবাদ ও কর্ম্মপ্রণালী না পাওয়াতে অনেক বন্ধু ইচ্ছা সত্ত্বেও আসিতে পারেন নাই।

ভাগলপুরের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছেন।

গত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল তৎপূর্ব্ব রবিবার শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্কচন্দ্র রায় ব্যতীত বিদেশস্থ সমুদায় প্রচারক আসিয়া এবার উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র অতিশয় দীর্ঘ, এবার স্থানাভাব।

৩রা ফাল্গুন হইতে ১১ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত অমরাগড়ী নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল উৎসবোপলক্ষে তথায় গমন করিবেন।

বিগত ১৯শে মাঘ রামপুর হাটনিবাসী শ্রীমান্ মুনীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজাত দ্বিতীয় কুমারীর শুভ জাতকর্ম্ম কুমারীর

মাতামহ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীপুরস্থ আবাসে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের দিন তাঁহার মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণাদি আলোচনার জন্য ফরিদপুরস্থ মেলাহলে এক মহাসভা হইয়াছিল। তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন উকিল আচার্য্যচরিত্র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কয়েক জন হিন্দু উকিল ও কোন কোন ব্রাহ্ম আচার্য্যচরিত্র বিষয়ে ক্রমশঃ বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা হইল। সভাপতি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সভাভঙ্গ করিয়াছিলেন।

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ, ভাগলপুরনিবাসী ব্রাহ্ম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থ এবং জনসমাজের সেবার্থ, নিম্নলিখিত দানসমূহ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতা।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৭৲। সাধারণ ব্রা ৭৲। অনাথাশ্রম ২৲। LITTLE SISTER OF THE POOR ২৲। মূক ও বধির বিদ্যালয় ২৲। চতুষ্পাঠী ২৲। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ২। মুসলমান এসাইলম ২৲।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ ২৲। অমরাগড়ী ব্রা ২৲। রামপুর হাট ব্রা মন্দির সংস্কার) ৫৲। ঢাকা নববিধান ব্রা ২৲। ময়মনসিংহ ব্রা ২৲। বাঁকীপুর প্রচারাশ্রম ৪৲। বাঁকীপুর স্ত্রীসমিতি ২৲। একটি দুঃখী ব্রাহ্মপরিবার ২৲। বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ২৲। মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারার্থে একটী আলো ৫৲। ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরের ব্যবহারার্থে দুইটী ফুলদান ৫৲। ভক্ত সাধকের জন্য ছত্র ১টী, খড়ম ১ জোড়া, বিনামা ১ জোড়া, ধুতি ১ জোড়া, সতরঞ্চ ১ খান, মশারী ১টী। ভাগলপুর হাঁসপাতালের রোগীদিগের ফল ও মিষ্টান্ন দান ৫৲। শীত বস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র গরীবদিগের জন্য ২২ খান। দুঃখীদিগের জন্য জলপাত্র ৫টি ও ভোজ্য অন্ন ইত্যাদি।

প্রেরিত।

গয়ায় মাঘোৎসব।

এবার গয়ায় খুব মাঘোৎসব হইয়া গেল। কলিকাতার উৎসবের আয়োজন শুনিয়া সেই দিকেই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু টাকা কড়ির অনাটনপ্রযুক্ত উদ্দীপ্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল. বিধাতা অলক্ষিত ভাবে কখন কিরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা কে বুঝিবে? এবার উৎসব সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত না করাই তাঁহার ইচ্ছা। গয়ায় যে মাঘোৎসব হইবে তাহার কোন কথা ছিল না। লীলাময়ের লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে? আমাদের পুরাতন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের ব্রহ্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনায়বাসিনী দেবীর অনুরোধে আমরা সপরিবারে ২২শে জানুয়ারি সোমবার দশটার ট্রেণে বাঁকিপুর হইতে গয়া গমন করি। বাঁকিপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবা মাত্র খুব শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। গয়ায় উপস্থিত হইয়াই দেখি যে, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় প্রকাশ বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিধানচন্দ্র ষ্টেসনে প্লাটফরমে দণ্ডায়মান। বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি যে, বাঁকিপুর হইতে আমাদের বিধানাশ্রমবাসী সঙ্গীতনিপুণ শ্রদ্ধেয় পুরাতন বন্ধু গণেশপ্রসাদ বিধান ছাত্রাবাসের দুইটি ছাত্রসহ আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। রামশিলার পাদদেশে প্রকাশ বাবুর বাসায় আমাদের উঠিবার কথা, কিন্তু তথায় দুইটী মেয়ের পানিবসন্ত হওয়ায় আমাদিগকে শ্রদ্ধেয় চন্দ্র বাবুর বাসায় চা ও জলযোগ করিয়া পুরাতন বিহারী ব্রাহ্মবন্ধু ভাই রেবালালের দ্বিতল আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম যে, গয়ায় মাঘোৎসবের আয়োজন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে ভাই রেবালালের বাটীতে উপাসনা। আমাদের সঙ্গে আমাদের মহিলা ও ভাই রেবালালের বাটীর মহিলাগণ উপাসনাস্থানে সম্মিলিত হইলেন। শ্রদ্ধেয় চন্দ্র বাবু উপাসনা ও গণেশ বাবু সঙ্গীত করেন। উপাসনা ও গান তিনদিনতেই হইয়াছিল। ভাই রাবালালও উৎসাহের সহিত গান করেন। উৎসবান্তে ভাই রেবালাল আমাদিগকে তাঁহার গৃহজাত মিঠাই, লাড়ু ও চিড়াভাজা খাওয়াইয়া সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা চন্দ্র বাবুর বাটীতে উপাসনা। ভক্তবন্ধু প্রকাশ বাবু উপাসনা ও চন্দ্র বাবু ও গণেশ বাবু সঙ্গীত করেন। এ দিবসও আমাদের মহিলাগণ সমবেত হয়েন। উপাসনান্তে চন্দ্র বাবুর বাটীতে বেশ ভালরূপ জলযোগ হইল। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে প্রকাশ বাবুর ভবনে উপাসনা। সকলের অনুরোধে তিনিই উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনান্তে তাঁহারই ভবনে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাদিগের একটি রীতিমত ভোজ হইয়া গেল। এই দিন উপাসনান্তে আমরা ব্রাহ্মবন্ধু গোপাল বাবু ও কল্যাণীয় বিধান চন্দ্রের সমভিব্যাহারে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন করিতে গমন করিলাম। বিষ্ণুপাদের মন্দিরে প্রবেশ পথে একটী সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম যে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস, কিন্তু পুষ্করিণীর জল মলিন ও অপরিষ্কার দেখিয়া আমি বলিলাম যে ইহাতে সূর্য্যলোক প্রাপ্তির ব্যবস্থা না হইয়া পরলোকপ্রাপ্তির ব্যবস্থাটি শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পশ্চাৎ হইতে একটি বাঙ্গালী হিন্দু এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন "ইংরাজী পড়িয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" বিষ্ণুপাদমন্দিরে গিয়া আমরা চারিদিকে দীপালোকে আলোকিত বিষ্ণুপাদ চিহ্ন দর্শন করিলাম, ভিতরে বিষ্ণুপাদের পূজা ও বাহিরে পিণ্ডদানার্থী হিন্দুগণ সর্ব্বগ্রাসী পুরোহিতদিগের চিরচর্ব্বিত মন্ত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। আমাদিগকেত গ্রাস করিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অভাব হয় নাই। আমরা যত শীঘ্র পারিলাম সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অন্তঃসলীলা ফল্গুনদীর অদ্ভুত জলস্রোত দর্শন করিয়া চলিয়া আসিলাম। (ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ দ্বারা ৩রা ফাল্গুন মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ৪ সংখ্যা।	১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৮২১ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২||০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেবাদিদেব, সত্যের অনুসরণে আমাদিগকে দৃঢ়নিষ্ঠ কর। তুমি সত্য, ইহা জানিয়া আমরা যেন কখন সত্য হইতে তিলমাত্র বিচলিত না হই। কথায়, আচরণে, ব্যবহারে কখন অসত্যসংস্রব যেন আমাদের জীবনে না হয়। গতানুগতিকরূপে যে সকল অসত্য ব্যবহারের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, ব্যবহারের অনুরোধে যেন সে সকল অসত্যের দাস হইয়া না চলি। ধর্ম্মের নামে যে সকল অসত্য ধার্ম্মিক সমাজে প্রচলিত, অসত্য বলিয়া যাহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া অতি সুকঠিন, তোমার আলোকে সে সকল অসত্য যাই হৃদয়ঙ্গম করিব, অমনি যেন তাহা হইতে বিরত হইতে হৃদয় কুণ্ঠিত না হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত অসত্য হইতে অপসৃত হওয়া পরীক্ষাজনক, কেন না ইহাতে পৃথিবীর নিকট অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে হয়, অনেক সময়ে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া একাকী জীবন যাপন করিতে হয়। অন্যান্য স্থলে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যায়, এস্থলে তাহার বিপরীত ঘটে, সুতরাং ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত অসত্যকে অসত্য বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে মন কুণ্ঠিত হয়, এবং যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া সেই অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে উহা ব্যগ্র হয়। যুক্তিরাজ্য এমনই কূটজালে আবৃত যে, যে কোন বিষয় যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতিপাদন করিয়া মনকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। হে পরম সত্য, বৃথা যুক্তিজালে যাহাতে আমাদের চক্ষু আবৃত না হয়, অপরের এবং নিজের কূট যুক্তিতে সত্য অন্তশ্চক্ষু হইতে আচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে, তুমি তদ্বিষয়ে আমাদের সহায় হও। শ্রবণ, অধ্যয়ন, আলোচনা সকল সময়ে, হে দেব, তুমি আমাদের অন্তরে আলোক হইয়া বিদ্যমান থাক। আমাদিগের অন্তরকে সত্যগ্রহণে এমনই সজীব করিয়া রাখ যে, অতিসূক্ষ্ম অসত্য অন্তরের তারে আঘাত করিবামাত্র অমনি যেন উহা তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া উঠে, আর আমরা সাবধান হই। হে নাথ, আমরা যে দিন হইতে আমরা তোমার নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। বল, আমরা কি কোন প্রকার অসত্যের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া চলিতে পারি। পৃথিবীতে এমন কি অনুরোধ আছে, যাহার জন্য অসত্যকে সত্যের সাজে সজ্জিত করিয়া আমরা তাহার পুষ্টি-

সাধন করিতে পারি। আমাদের জীবনে কখন এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে না যে সময়ে আমরা অসত্যবিরুদ্ধে সংগ্রামবিমুখ হইয়া শান্তিসম্ভোগে ব্যস্ত হইতে পারি। যে জীবন সংগ্রামে আরম্ভ হইয়াছে, সে জীবন সংগ্রামে শেষ হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? সংসারে বিশ্রামসুখসম্ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কি হইবে, যদি তাহাতে অনন্ত জীবন হারাইতে হয়। হে অনন্ত সত্যের প্রস্রবণ, তাই তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সত্যনিষ্ঠ কর, সত্যের জন্য সংগ্রামে নিয়ত নির্ভীক রাখ। তোমার কৃপায় আমরা সত্যরক্ষায় সফলমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া তব চরণে বার বার প্রণাম করি।

অবতারবাদ।

স্বয়ং ঈশ্বর সময়ে সময়ে সংসারে বিশেষকার্য্যসাধনের জন্য অবতীর্ণ হন, অন্য সময়ে তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করেন, এরূপ কথায় যদি অবতারবাদ কোন ধর্ম্মসমাজের নিকটে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে ইহার প্রতিবাদ করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। গীতার এ উক্তিতে কে না সায় দিবেন?

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

৭অ, ২৪ শ্লোক।

"আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে, আমি অব্যয় ও অনুত্তম, আমার এই পরম ভাব না জানাতেই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে।" যিনি অব্যক্ত—'প্রপঞ্চের অতীত চক্ষুরাদির অগোচর, যিনি অব্যয়—সর্ব্ববিধপরিবর্ত্তনরহিত, তাঁহাকে ব্যক্ত ভাবাপন্ন—মনুষ্যাদিভাবাপন্ন মনে করা অজ্ঞানী ভিন্ন আর কাহার পক্ষে সম্ভব? অথচ এরূপ অজ্ঞানতা অনেক লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

লীলাবতারানুরতো দেবতীর্য্যঙ্নরাদিষু।

ভাঃ, স্ক, ৎঅ, ৩৪ শ্লোক।

"এই লোকপালক দেব তির্য্যক্ নরাদিতে লীলা করিতে অনুরক্ত," অবতারবাদসম্বন্ধে এ কথা বলিলে কোন দোষ হয় না, কেন না সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বয়ং অখণ্ড থাকিয়া সকলেতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। যাঁহাতে ভগবানের আবির্ভাব অনুভূত হয়, তাঁহাকে ভগবানের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়া ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা সহজ পন্থা, যে দিন হইতে লোকের এই ধারণা হইয়াছে, সেই দিন হইতে অবতারবাদে যে দোষ ঘটিয়াছে, সেই দোষে জনসমাজ আজও আপ্লুত রহিয়াছে। ঈশ্বরেতে দেহ ও দেহী এরূপ ভেদ নাই এ কথা সত্য, কেন না তিনি স্বয়ং জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, তাঁহাতে দেহদেহিভেদ কি প্রকারে থাকিবে? কিন্তু এই সত্যের উপরে ভর দিয়া যে কোন দেহে তাঁহার প্রকাশ অনুভূত হয়, সেই দেহ তাঁহার দেহ, তৎসহ তাঁহার কোন ভেদ নাই, এত দূর বলিয়া ঈশ্বরকে কালাদিতে বদ্ধ, এবং তাঁহার অখণ্ডত্ব খণ্ডিত করা অপেক্ষা অসত্য আর কি হইতে পারে?

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

গীতা ৯ অ, ১১ শ্লোক।

"আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম ভাব জানিতে না পাইয়া মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া মূঢ়েরা আমার অবজ্ঞা করে।" এ পরমভাব কি, "আমি অব্যক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমায় ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে" উপরে উদ্ধৃত এই শ্লোকে, তাহা উক্ত হইয়াছে। যখন পরমাত্মা কোন অসাধারণ মনুষ্যে প্রকাশিত, তখনও তিনি অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত চক্ষুরাদির অগোচর, এবং অব্যয়—সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনরহিত; সেই নর দেহ এবং তিনি কখন এক নহেন; আমাদের দেশীয় আচার্য্যগণ এত দূর বলিয়া নিস্তব্ধ। যে অসাধারণ ব্যক্তিতে ভগবদাবির্ভাব অনুভূত হইল, তিনি কে? ইহার উত্তর সাধারণভাবে এ দেশের শাস্ত্রেও পাওয়া যায়;

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥
গীতা ১৪ অ, ৪ শ্লোক।

এতদনুসারে দেহে প্রকাশমান জীবমাত্রের পরমাত্মা পিতা। অসাধারণ মানবে ভগবানের আবির্ভাব হইল,হিন্দু মানবকে উড়াইয়া দিয়া ভগবান্‌কে গ্রহণ করিলেন, মানব যে কি তাহার কোন অনুসন্ধান লইলেন না। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সেই মানবকে পুত্র বলিলেন। হিন্দুধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের ইহাতে বিরোধ ঘটিল না, কেন না উভয়তে পরমাত্মা জীবমাত্রের পিতা। অসাধারণ মানব যখন অন্য মানব হইতে বিশেষ, তখন তিনি বিশেষ ভাবে পুত্র, এ কথা বলাতে কোন ক্ষতি নাই।

হিন্দুধর্ম্ম যে স্থলে মৌন, সে স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনা ন্যায়সঙ্গত। বিশেষতঃ একথা যখন হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে, তখন কোন হিন্দু এ কথার প্রতি কুটিলদৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। হিন্দু ও খ্রীষ্ট এ দুই ধর্ম্মের মিলনে অবতারবাদ পূর্ণাকার ধারণ করিতেছে। পরমাত্মা অজ, তিনি কোন কালে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কোন কালে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, পুত্রই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, পুত্রে পিতা প্রকাশ পান, অবতারবাদের ইহাই গূঢ় মর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, পরমাত্মা জীবমাত্রের পিতা; খ্রীষ্টশাস্ত্র বলেন, তাঁহারা পরমাত্মার তনয় যাঁহারা তাঁহার নিদেশানুবর্ত্তী। এখানে উভয়শাস্ত্রর বিরোধ কথামাত্রে ভাবে নহে। পিতাকে যাহারা চেনে না, পিতার নিদেশ পালন করে না, তাহারা পুত্র হইয়াও পুত্র নহে, খ্রীষ্টশাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন, অন্যথা যাহারা অবাধ্য ছিল, তাহারা যে দিন বাধ্য হইল সেই দিন হইতে পুত্র বলিয়া গণ্য হইল কিরূপে? সকল মানবের ভিতরে পুত্রত্ব আছে, ইহা দেখিয়া হিন্দুশাস্ত্র সাধারণ ভাবে সকলকে পুত্র বলিলেন, প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন পুত্রত্বের কোন ভেদ করিলেন না, খ্রীষ্টধর্ম্ম আসিয়া সেই অপ্রস্ফুট ভাবকে প্রস্ফুট করিয়া দিয়া বলিলেন, যে মানবে আজও পরমাত্মযোগে পুত্রত্ব প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহাকে পুত্র বলিব না, পুত্র তাঁহাকেই বলিব যাঁহাতে পুত্রত্ব প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের এ সিদ্ধান্তের নিকটে আমরা মস্তক অবনত করিতেছি, অথচ যে সকল মানবে পুত্রত্ব লুক্কায়িত আছে, প্রস্ফুটাকার ধারণ করে নাই ভবিষ্যতে প্রস্ফুটাকার ধারণ করিবে, তাহাদিগকে সে জন্য হিন্দুভাবানুগামী হইয়া পুত্র বলিয়া প্রীতির আস্পদ করিয়া লইতেছি। শত বা সহস্র বর্ষ পরে যাহা হইবে যোগী যোগনয়নে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করেন, এবং তদনুসারে আপনার ব্যবহার নিয়মিত করেন। মহর্ষি ঈশা এজন্যই পরে যে সকল ব্যক্তিতে পুত্রত্ব প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাদিগের জন্য শেষ দিনে পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করেন, ঈশা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা ভগিনী বলিলেন, ঈশ্বরের পুত্রত্বের অধিকারী করিলেন, অন্যকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলেন এ কথা বলিয়া মানবজাতির সহিত ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না যাহারা অবাধ্য পথভ্রষ্ট পিতা তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করেন নাই, বরং যূথভ্রষ্ট মেষশাবকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত মেষপালকের ন্যায় তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অতীব স্নেহসহকারে বিদ্যমান, তাহাদের একটু চেতনা হইবামাত্র অমনি তাহাদিগকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন এবং তাহারা যে তাঁহার পুত্র তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত, তাঁহাদিগের সঙ্গে পুত্রত্বে পিতার সহিত যোগ সুস্পষ্ট। যোগনয়নে তাঁহাদিগেতে ঈশ্বরাবির্ভাবদর্শন প্রয়াসসাধ্য নহে। যেখানে পুত্র সেখানে পিতা, অবতারবাদের ইহাই মূল। পুত্রত্বে সমুদায় মানবকে এক করিয়া তৎসহ যোগসাধন অধ্যাত্মযোগ, সেই পুত্রে পিতা পরমাত্মাকে দর্শন পরমাত্মযোগ। যুগপৎ এই উভয় যোগে সম্পন্ন হওয়া প্রতিসাধকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রের সমুচিত ব্যবহার।

ধর্ম্মমত এক দিনে উদ্ভূত হয় না। যাহা নিতান্ত অস্ফুটাকারে প্রথমে প্রকাশ পায়, তাহাই কালে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পরিস্ফুট মতে পরিণত হয়। সহস্র সহস্র লোকের চিন্তা-প্রণালীর ভিতর দিয়া না গিয়া একটি মত পরিস্ফুট আকার ধারণ করে না, সুতরাং যত দিন পর্য্যন্ত সেই মতটি পরিস্ফুট না হইতেছে, তত দিন এক এক জনের চিন্তায় উহা এমন বিবিধ বিসদৃশ আকার ধারণ করে যে, কোন কালে সেই ভিন্ন আকারগুলি যে পরিস্ফুট মতটির সমজাতীয় ছিল, ইহা নির্দ্ধারণ করা অতীব কঠিন। যাঁহারা যত্ন সহকারে পর পর বিকাশগুলি ক্রমিক পাঠ করিয়া একটির পর আর একটির সমজাতিত্বনির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরিস্ফুট মতটির সহিত সকলগুলির সমজাতিত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হন। যাঁহাদিগের চিন্তার ভিতর দিয়া গিয়া সেই মত বর্ত্তমানে বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তামধ্যে যদি আমরা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অসত্যের অনুসরণ করিয়াছেন, এরূপ বলিতে পারি না, কেন না সমগ্র মতটি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবে তখন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং আংশিক দর্শনে যে ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহা ভ্রমই; জ্ঞানপূর্ব্বক অসত্যানুসরণ নহে।

যে সকল শাস্ত্রীয় মত প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, সে সকল অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা উহা হইতে নিষ্পন্ন করিতে পারি না। কিন্তু এ নিয়মও শাস্ত্রানুশীলনকারি-গণ সকল সময়ে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। মানুষের মন নিত্য নূতন চায়, পুরাতন শাস্ত্রপ্রবচনগুলি নূতনের সমাবেশের অনুপযোগী হইলেও বলপূর্ব্বক তাহাদিগের হইতে সেই নূতন ভাবটিকে বাহির করিতে প্রয়াস পায়, সুতরাং কুটিল পথ অবলম্বন করিতে লোকে বাধ্য হয়। এ দেশের পণ্ডিতগণের নিকটে এই কুটিল পথ অনেক দিন হইল পরিচিত, তাঁহারা স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে এই পথ আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইতে যত্নবান্। শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ খণ্ডশঃ গ্রহণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা যে সময়ে প্রচলিত ছিল, সে সময়ে সেই খণ্ডগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র সমগ্র শ্রুতি ও শাস্ত্রীয় প্রবচনের সমগ্র ভাগ শ্রোতার মনে উদিত হইত। এখনকার লোকে সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিয়া সেই খণ্ডশঃ গৃহীত শ্রুতি ও প্রবচনগুলির ব্যবহার করেন, ইহাতে তন্মধ্যে নূতন ভাবের সমাবেশ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রয়াস পাইতে হয় না, অনায়াসে বিচ্ছিন্ন শ্রুতি ও প্রবচন-খণ্ড হইতে তাঁহারা স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করেন, কিন্তু তাঁহারা একথা মনে রাখেন না যে, যদি কেহ সমগ্র শ্রুতি ও প্রবচন সহ মিলাইয়া তাঁহাদিগের বাক্যের সারবত্তা বুঝিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা ও সত্যের প্রতি অনাদর অনায়াসে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক, আমরা সত্যানুরাগী, আমাদিগের ব্যবহৃত শ্রুতি ও প্রবচনাংশ হইতে যদি প্রকাশ পায় যে, আমরা স্বমতানুরোধে সত্যের প্রতি অনাদর করিয়াছি, তাহা হইলে কেবল লজ্জা নহে, আমাদের ধর্ম্মপর্য্যন্ত বিলোপ হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রীতি এই যে, তাঁহারা কোন মূল গ্রন্থ আপনি না দেখিয়া সেই গ্রন্থ হইতে অপরের উদ্ধৃত বচনকে প্রমাণরূপে স্বগ্রন্থে, স্বপ্রবন্ধে বা বক্তৃতাদিতে গ্রহণ করেন না। যাঁহারা কোন একটি মত স্থাপনের জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা তৎপ্রমাণার্থ প্রবচনসংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক সময়ে ভ্রমে নিপতিত হন। কোন গ্রন্থের একাংশে যদি তাঁহাদের মতের পরিপোষক কোন কথা পান, তাহা হইলে আর পূর্ব্বাপরের সহিত সে কথার সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থান্তর ও ভাবান্তর হইতে পারে কি না তাহা আলোচনা করিবার তাঁহাদের ধৈর্য্য থাকে না। সুতরাং তাঁহাদিগের

উদ্ধৃত প্রমাণ যত ক্ষণ না মূলগ্রন্থের পূর্ব্বাপরের সঙ্গে মিলাইয়া স্বয়ং পর্য্যালোচনা করা যায়, তত ক্ষণ উহাকে মতবিশেষের পোষক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রমাণসংগ্রহবিষয়ে কোন সহজ পন্থা নাই। এখানে অপরের প্রদর্শিত পথে চলিয়া কেহ যে সিদ্ধমনোরথ হইবেন তাহার সম্ভাবনা কোথায়? স্বয়ং পরিশ্রম না করিয়া অপরের পরিশ্রমের ফলভোগ করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। তুমি আমি স্বাধীন ভাবে যে কোন একটি মত পোষণ করিতে পারি, কিন্তু সেই মতটিকে প্রমাণান্তরসংগ্রহ দ্বারা দৃঢ় করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে নিজের নিপুণ পরিশ্রমের প্রয়োজন। অপরের সংগৃহীত প্রমাণের সাহায্য আমরা লইতে পারি, কিন্তু সেই প্রমাণগুলিকে এক বার যে সকল গ্রন্থ হইতে উহারা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগের ভিতরে উহারা কি ভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাদ্বারা তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের এসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজেও পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রুতিগুলি এমন ভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে যে, তাহা হইতে সংগ্রহকারগণের অভিপ্রেত মত নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু মূলগ্রন্থের মত সহ উহা একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রহকারগণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া সেই সকল শ্রুতির অংশ সেই ভাবে ব্যবহার করেন তাঁহারা, আপনারা ইচ্ছা না করিয়াও, অসত্য ও ভ্রমে পতিত হন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শ্রুত্যংশগুলি সংগ্রহ করিয়া একটী অখণ্ড শ্রুতির মত ঐসকলের আকার দেওয়া, ইহাও ব্রাহ্মসমাজে বিরল নহে। ইহা যে শাস্ত্রসম্বন্ধে নিরতিশয় অনুচিত ব্যবহার, কে আর না ইহা স্বীকার করিবেন।

আমরা এই সকল অনুচিত ব্যবহার দর্শন করিয়া প্রমাণসংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া অপরের প্রতি নির্ভর করিতে বলি। নিজের পোষিত মতের প্রতি সর্ব্বথা ব্যগ্রতা পরিহার করিয়া অপরের মত অবিকারী চিত্তে অধ্যয়ন করা অল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের সমুচিত ব্যবহার করিতে যাঁহাদিগের অভিলাষ, তাঁহারা স্ব স্ব চিত্ত হইতে যদি পূর্ব্বসংস্কার বিদূরিত করিয়া দিয়া সংস্কারশূন্যহৃদয় হন, তাহা হইলেই তাহাতে তাঁহারা সফলমনোরথ হইতে পারেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানে যেরূপ, ধর্ম্মবিজ্ঞানঘটিত সত্যানুসন্ধানেও সেইরূপ অবিকারী চিত্তের প্রয়োজন, ইহা যত দিন সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণের মনে ধ্রুব বিশ্বাস না হইবে, তত দিন এ সম্বন্ধে এমনি একটী বিশ্বাসযোগ্য ভূমি স্থাপিত হইতে পারিবে না যাহার উপরে আমরা নিঃসঙ্কোচ ভাবে বিচরণ করিতে পারি। নববিধানের নবভাবে যাঁহাদিগের হৃদয় বিশোধিত হইয়াছে, তাঁহারা যে এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাতে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই। সমুদয় শাস্ত্রের প্রতি সমান সমাদর, তাঁহারা বিনা আর কে করিতে পারেন? তাঁহাদের নয়ন সত্যদর্শী, যেখানে যে সত্য যে ভাবে ন্যস্ত, সেখানে সে সত্যকে তাঁহারা সেই ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। পৃথিবী আশা করিয়া আছে যে, তাঁহারা ধর্ম্মবিজ্ঞানের মূল সর্ব্বপ্রকার অসত্য অন্ধকার হইতে প্রমুক্ত করিয়া দৃঢ়রূপে উহার বক্ষে স্থাপন করিবেন। পৃথিবীর এ আশা তাঁহারা পূর্ণ করিবেন, ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। সংসারে প্রতিনিয়ত এমন সকল ঘটনা ঘটিতেছে, যাহাতে আপনাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পরা যায় না, অধীরতা অসহিষ্ণুতা সহজে আসিয়া পড়ে। এরূপ স্থলে তুমি যখন সর্ব্বাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করিতে বল, অধীর হইলে অবিশ্বাসী বলিয়া ভর্ৎসনা কর, তখন তুমি কি জীবদিগকে কাষ্ঠ প্রস্তরের মত অচেতন হইতে বল না? স্বভাববিরোধী তোমার এ উপদেশ কি শ্রদ্ধেয়?

বিবেক। মানুষ দুর্ব্বল। অবস্থার বিপাকে পড়িলে সে চঞ্চল হইবে অস্থির হইবে, ইহা কি আর আমি জানি না? দুর্ব্বল মানুষের প্রতি যদি আমার সকরুণ দৃষ্টি না থাকিত, তাহা

হইলে আমি তাহাদিগকে কিছু বলিতাম না। আমি চাই মানুষ দুর্ব্বলতাপরিহার করিয়া সবল হয়। তৎসম্বন্ধে আমি যদি তাহাদিগকে পথ না দেখাই, তাহা হইলে কি আমার নিষ্ঠুরাচরণ হয় না? রোগ দেখিয়া চিকিৎসক যদি উপেক্ষা করেন, রোগীর রোগবিমুক্তির উপায় করিয়া না দেন, তাহা হইলে তিনি কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নহেন?

বুদ্ধি। মানুষ দুর্ব্বল, ইহাতো নূতন কথা নয়? দুর্ব্বল হইলেই রোগী হইবে ইহা কে বলিল? মানুষ যদি জন্ম হইতে দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে উহা তো তাহার স্বভাব হইল। তাহার স্বভাববিরোধী তোমার উপদেশে কি ফল হয়, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বিবেক। মানুষ জন্ম হইতে দুর্ব্বল, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেই আমার আর তাহাকে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ থাকে না, এ কথা বলায় তোমার বুদ্ধির প্রকাশ পাইল না। দুর্ব্বলের সবল হইবার সামর্থ্য আছে, না সে চির দুর্ব্বলই থাকিবে, ইহাই দেখিবার বিষয়। মানুষের কথা দূরে, দুর্ব্বল জীবকে প্রবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় দিয়া তবে তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইয়াছে। মানুষ দুর্ব্বল হইয়া জন্মে বটে, কিন্তু তাহার সবল হইবার ক্ষমতাও অপরিমেয়। সেতো কেবল শরীর নয়, সে যে আত্মা। তাহার স্থিতি দুদিনের জন্য নয়, নিত্য কালের জন্য। এই সংগ্রামক্ষেত্র পৃথিবীতে তাহাকে এই জন্য পাঠান হইয়াছে যে, বিবিধ পরীক্ষার ভিতরে আমার অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষা হইতে সে উত্তীর্ণ হইবে, এবং বল লাভ করিবে। যে সকল ঘটনা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে সেই ঘটনাগুলি পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার মধ্যে স্থিরতা আমার কথার উপরে আশ্বস্ততা না থাকিলে কখন হয় না। সংগ্রামক্ষেত্রে যিনি নেতা তাঁহার কথার উপরে আস্থা না থাকিলে সৈন্যগণ শত্রুপরাজয় করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? দুর্ব্বল বলী হয়, ভীরু সাহসী হয় যদি নেতার উপরে আস্থা থাকে। আমার কথায় যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে না, অধীর হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে যে আমি অবিশ্বাসী বলিয়া ভৎর্সনা করি, তাহা তাহাদিগের কল্যাণেরই জন্য। আমার ভৎর্সনায় তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়, আর তাহারা অকল্যাণের পথে ধাবিত হইতে পারে না। চৈতন্যান্তে যতই আমার অনুসরণ করে, ততই তাহাদের বল লাভ হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

দল মধ্যবর্ত্তী।

১৭ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৮ শক।

দলমধ্যবর্ত্তী, দল ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া যায় না, আপাততঃ শুনিতে এমত কি ভয়ানক মনে হয়! একজন মধ্যবর্ত্তী মানিলে যদি অনিষ্ট হয়, দশ জন মধ্যবর্ত্তী মানিলে দশগুণ অনিষ্ট হইবে, ইহা আর কে না বুঝে? এ আবার দশ জনও নয় পঞ্চাশ জন মধ্যবর্ত্তী হইতে পারে। কি ভয়ানক মত! শুনিতে ভয়ানক বটে, কিন্তু প্রকৃতিতে জনসমাজের এইরূপই ব্যবস্থা। দল ছাড়িয়া কেহ নাই, দল ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। যে মনে করে, দল ছাড়িয়া থাকিতে পারে সে নিতান্ত ভ্রান্ত, নিতান্ত মূর্খ বা নিতান্ত মিথ্যাবাদী। যখন মানুষ পৃথিবীতে জন্মে, তখন সে জন্মিলে মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হয়, সে কি কোন কালে বাঁচিত যদি এই দলের ভিতর না আসিত? তাহার জন্ম ও জীবন ধারণ দলের জন্য। মানুষ অতি আদিম কাল হইতে দল ছাড়িয়া কোন দিন থাকিতে পারে নাই। যদি মানিয়া লইতে হয়, সর্ব্বপ্রথমে কেবল এক জন নর ও এক জন নারী সৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেখানেও দুজনে দল মানিতে হইবে, দুজনে মিলিয়া কার্য্য না করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য করিলে কি তাঁহাদের নিজের বা ভবিষ্যদ্বংশের কোন কল্যাণ হইত? দল না বান্ধিয়া যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন দল না মানিয়া লাভ কি? দলে না থাকিলে জীবনধারণ হয় না, জ্ঞানাদি দিন দিন বৃদ্ধি পায় না, উন্নতির পর উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অবশ্য পশুরাও দল বান্ধিয়া থাকে, অনেক পশুর দল বিনা জীবন রক্ষা পায় না; পশুতে মানুষেতে আপাততঃ দেখিতে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। পশুরা দল হইতে বিবিধ প্রকারের উপকার লাভ করে, তাহাদের মধ্যেও দল বান্ধিয়া থাকে বলিয়া স্নেহ মমতা অনুরাগ জন্মায়, কিন্তু তথাপি ইহা মানুষের মত নহে। পশুদের ইহাতে কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম বা নীতি অনীতি নাই মানুষের তাহা আছে, এ প্রভেদ কিন্তু সামান্য প্রভেদ নয়।

মানুষের দলের প্রধান লক্ষণ কি? কি কি না থাকিলে মানবোচিত দল হইতে পারে না? বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য এই তিনটি মানুষের দলের মূলে আছে। ইহারা আমার আপনার, ইহাদিগকে ছাড়িলে আমার চলে না, এ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে দল হইতে পারে না। মনুষ্যের মধ্যে সকলের আগে পরিবারবন্ধন। পরিবারবন্ধনের মূল পতি ও পত্নী। ঈশ্বরের নিয়োগানুসারে ইনি আমার পত্নী ইনি আমার পতি, আমাদের দুজনের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, এ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে দাম্পত্যসম্বন্ধ মূলশূন্য, পরিবারবন্ধন নিতান্ত শিথিল। মনুষ্যসমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যসম্বন্ধ নিতান্ত দৃঢ়মূল হইতেছে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিত্যকালের সম্বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এই বিশ্বাসের সঙ্গে বিবেকের যোগ আছে। দাম্পত্যসম্বন্ধ যে পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত, ইহা নরনারী উভয়েই জানেন। এজন্য দাম্পত্যসম্বন্ধবিরোধী কোন কুচিন্তা কুকামনা হৃদয়ে উদিত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে বিবেকের তীব্র ভৎর্সনা শুনিতে হয়, এবং সেই কুচিন্তা কুকামনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিতে হয়। বিশ্বাস না থাকিলে যেমন দাম্পত্যসম্বন্ধ মূলশূন্য, বিবেক না থাকিলে তেমনি উহা অস্থায়ী ও পাপোৎপাদক।

বৈরাগ্য এ সম্বন্ধের প্রাণ। পতি বা পত্নীর আপনার সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে যেখানে কেবলই দৃষ্টি, এক জন আর একজনের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণা বহনে অপ্রস্তুত, সেখানে দাম্পত্য-সম্বন্ধ শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে প্রেম দাম্পত্যসম্বন্ধের সুমিষ্ট ফল, সে প্রেম বৈরাগ্য বিনা কখনই উৎপন্ন হয় না। আপনার সুখাদির প্রতি বিরাগ না জন্মিলে অপরের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে কি প্রকারে?

যেখানে দুজন একত্র হইবেন, সেখানেই বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্যের প্রয়োজন। পতি পত্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভাই ভগিনী, যাঁহারা কেন মিলিত হইয়া থাকুন না, তাঁহাদের সঙ্গে এ তিনের বাস না হইলে কিছুতেই কল্যাণ নাই। বিস্তৃত জনসমাজে গেলেও সেখানে বিবিধ প্রকার দলবন্ধন আছে, এবং সে দলবন্ধনও এ তিনের প্রবেশ ভিন্ন পাপ ও অনিষ্টের উৎপাদক। মানুষ নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, সে দলের প্রাধান্য অস্বীকার করে। সে যখন শিশু ছিল তখন তাহার কোন অভিমান ছিল না। যাই বড় হইল, উপার্জ্জনক্ষম হইল, মনে করিল, আমার আর এখন কাহার অপেক্ষা? আমি একাই একজন। সে পরিবার ও সমাজের শত শত লোকের সাহায্যে এত বড় হইয়াছে, আজও তাহার জীবন-ধারণ শত শত লোকের সাহায্যে। জ্ঞানাদি যাহা কিছু সে উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাতে কত লোকের সাহায্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এখনও শত শত লোকের সাহায্য বিনা সে সকলের দিন দিন পরিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের নিকটে যে সে ঋণী তাহা নহে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগের হইতে তাহার কত ঋণ লওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ হয় না। মানুষ একাই সকল, আর কাহার সঙ্গে তাহার সংস্রব না রাখিলেও চলে; সে যদি একাকী গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া যোগ ধ্যান তপস্যা করে তাহা হইলে তাহার কি আর জ্ঞানাদিতে উন্নতি হয় না? এখানে কে আর তাহাকে সাহায্য করিবে? কাহার নিকটে সে ঋণী? এক ঈশ্বরই তাহার পক্ষে প্রচুর, আর কোন লোকে তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে কি জানে না, যে দেহ লইয়া সে নির্জ্জনাশ্রয় করিয়াছে, সে দেহ তাহার সহস্র সহস্র লোকের ঋণে আবদ্ধ, যে মন লইয়া সে জনসমাজ হইতে প্রস্থান করিয়াছে সে মন যদি সরল হয়, তবে কি আর শত সহস্রের নিকটে তাহার কত ঋণ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? যোগসাধনার্থ যে পথ সে অবলম্বন করিয়াছে, সে পথ কি সে পূর্ব্বতন ঋষিসম্প্রদায় হইতে পায় নাই? যত অগ্রসর হইবে তত কি সে আপনাকে প্রাচীন যোগিগণের নিকটে ঋণী অনুভব করিবে না? আমিই এক জন, আমার আর কাহারও মুখাপেক্ষা নাই, ইহা মিথ্যা কথা, অহঙ্কারের কথা, ইহাতে কেবল মূঢ়তা অসরলতাই প্রকাশ পায়।

জনসমাজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত, এ সমুদায় দল মিলিত হইয়া এক পূর্ণ দল। নববিধান এমন এক দল সংসৃষ্ট করিয়াছেন, যে দলের মধ্যে সকল দল অন্তর্ভূত। এক জন অপেক্ষা দলের প্রাধান্য কেন? উহা নিয়মাধীন করিবার মূল। অতি ঘৃণিত নিন্দনীয় দস্যুদলের মধ্যেও ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। চোর ও দস্যু এ দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। চোর কোন নিয়মের অধীন নয়, দস্যুদল নেতার অধীন, পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্যে বাধ্য, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করিতে পারে না, বিপদ্ আপদে পরস্পরের ও পরিবারের সাহায্যে তাহারা রত। একথা বলিয়া দস্যুবৃত্তির প্রশংসা করিতেছি না, দলের প্রভাব সর্ব্বত্র কি প্রকার তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। নববিধানের দল আপনার মধ্যে সকল দলকে অন্তর্ভূত করিলেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এ দলের "কারুর ভিতর দিয়া জ্ঞান আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া দেশানুরাগ আস্‌ছে, কারুর ভিতর দিয়া বৈরাগ্য আস্‌ছে।" জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস বৈরাগ্য এ সমুদায় সর্ব্বত্র হইতে আত্মস্থ করিয়া পুনরায় সকলকে বিতরণ করিবার জন্য ইহার ভিতরে এক এক ব্যক্তি আছেন। যিনি জ্ঞানী সমুদায় জ্ঞানিজগতের সহিত তাঁহার যোগ। তিনি সকল জ্ঞানী হইতে জ্ঞান আত্মস্থ করিয়া, পরিপাক করিয়া, সমঞ্জস করিয়া উহা আবার সকলকে বিতরণ করেন, যাঁহাদের জ্ঞান নাই, তাঁহারা তাঁহার জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়েন, এবং সমুদায় পৃথিবী সেই পরিপক্ক সমঞ্জসীভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়। পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ জ্ঞানী কি নূতন তত্ত্ব লাভ করিলেন, তিনি তাহা লাভ করিয়া গোপন রাখিতে পারিলেন না, তখনই ভেরীরবে উহা ঘোষণা করিলেন, জ্ঞানীর হৃদয়ের তারে আসিয়া সেই শব্দ বাজিল। তিনি পূর্ব্ব জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞান একীভূত করিয়া লইলেন, তাঁহাতে আসিয়া উহা অবিরোধী ভাব ধারণ করিল, সমুদায় পৃথিবীর উহা গ্রহণের উপযুক্ত হইল। এইরূপে যিনি আমাদের মধ্যে দেশানুরাগী, তাঁহার দেশব্যাপী উদার প্রেমের ভিতরে সমুদায় দেশানুরাগিগণের অনুরাগ আসিল, উহা মহৎ উদার প্রেম হইয়া পরিশেষে জাতিনির্ব্বিশেষে সকল লোকের উপরে বিস্তৃত হইল। সহস্র অসম্মিলনের কারণ সত্ত্বে কি প্রকারে সকলকে ভাল-বাসিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত হইয়া তিনি উদারপ্রীতি সকলকে শিক্ষা দিলেন; তাঁহা হইতে প্রেম বাহির হইয়া সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, সকল ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল, তাঁহার দৃষ্টান্তে সাধকগণ সকল পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইলেন। বিশ্বাস ও বৈরাগ্য সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। সকল প্রকারের বিষয়ের প্রতি যিনি নির্লোভ তিনি বৈরাগী, পৃথিবীর যত প্রকারের ভোগবিলাসের বিষয় আছে কিছুতেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না। ইনি সকল কালের সকল সময়ের বৈরাগিগণের সহিত এক হইয়া দলকে বৈরাগ্যপুষ্ট করেন, এবং সমুদায় পৃথিবীকে বৈরাগ্যের পথে আনয়ন করেন। যিনি বিশ্বাসী তিনি সত্যকে এমনই দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহা হইতে কখন তিনি বিচলিত হন না। সত্য জানিলেই তৎপ্রতি তাঁহার বিশ্বাস অটল হয়। যেখানে যত বিশ্বাসী আছেন ইনি তাঁহাদিগের প্রতিনিধি। আমাদের নব-

বিধানদলস্থ দেশানুরাগী, বৈরাগী, বিশ্বাসী, ইঁহাদের কাহাকেও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না. ইঁহাদিগকে ছাড়িলে আমাদিগের জীবন চলে না।

এই নববিধানদলের আরম্ভ বিশ্বাস বিবেক ও বৈরাগ্যে। যেখানে এ সকল নাই, সেখানে নববিধানের দল আছে,ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, বিশ্বাস বিবেক বৈরাগ্য বিনা কোন দুজনের সম্বন্ধই হইতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বত্র এ সকলের বীজ অবশ্য আছে। যে পরিমাণে ইহারা প্রস্ফুটাকার ধারণ করে, সেই পরিমাণে সম্বন্ধের স্থায়িতা হয় সত্য, কিন্তু নববিধানদ্দলের সৃষ্টি এ তিনের প্রস্ফুটাকার বিনা হয় না। প্রস্ফুট বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্যের উপরে নববিধানের দল স্থাপিত: যাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস না করেন, —এ নিত্য সম্বন্ধের আবার কেবল এখান হইতে আরম্ভ হইল তাহা নহে নিত্যকালই আছে—তাঁহারা নববিধানের দলের লোক কখনই নহেন। যেমন বিশ্বাস তেমনি এখানে বিবেকের প্রাধান্য চাই। এ দল যদি বিবেকী না হন, দলের শাসন. দলেতে থাকিয়া পুণ্যলাভ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? বৈরাগ্যের তো কথাই নাই। যেখানে লোভ ও স্বার্থপরতা দ্বারা চিত্ত দূষিত হইয়াছে সেখানে না থাকিতে পারে বিশ্বাস, না থাকিতে পারে বিবেকের বাণীশ্রবণে সামর্থ্য। বিষয়লোভে যাহার চিত্ত আক্রান্ত, নিজের মান সম্ভ্রম যশ ইত্যাদির প্রতি যাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সে কি কখন অপরের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিতে পারে? বিশ্বাস না থাকিলে যেমন কাহার সঙ্গে চিরকাল মিলিত হইয়া থাকিবার অভিলাষ থাকে না, একত্র না থাকিলে পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে মনে হয় না; বিবেক না থাকিলে যেমন পাপের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অপরে পাপ দেখাইয়া দিলে আপনাকে নিষ্পাপ মনে করিয়া তৎপ্রতি সহজে বিরাগ ও তাঁহার সঙ্গত্যাগে প্রবল অভিলাষ উপস্থিত হয়; বৈরাগ্য না থাকিলেও তেমনি জীবনে পাপ প্রবেশ করিয়া শীঘ্র সে ব্যক্তিকে দলে থাকিবার পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে। বিশ্বাস,বিবেক ও বৈরাগ্য দলস্থ হইবার, দলস্থ থাকিবার যে প্রকার প্রধান কারণ, তেমনি আবার এ তিন পর পর জীবনের উন্নতির পক্ষে পরম সহায়।

বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য লইয়া দলের আরম্ভ, কিন্তু এই দলে কি উপার্জ্জন করিবার বিষয় নাই? ভক্তি বা প্রেম, যোগ বা একত্ব ইহাতে উপার্জ্জনের বিষয়। যেখানে বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য নাই, সেখানে ভক্তি ও যোগের স্থান হইতে পারে না। বৈরাগ্য বিনা অনুরাগ কি সম্ভব? বিবেক দ্বারা হৃদয় পুণ্যভূমি না হইলে সেখানে সুকোমলা ভক্তির জীবিত থাকিবার কি সম্ভাবনা আছে? ভক্তি কখন পাপের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। পাপের উত্তাপে ভক্তি শীঘ্রই ম্লান হইয়া যায়, ম্লান হইয়া পরিশেষে বিলুপ্ত হয়। সত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইবে? সুতরাং বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য এ তিন যেখানে আছে, সেখানে ভক্তির সমাগম অনিবার্য্য। ভক্তির সঙ্গে যেমন ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ, ইহাদের বিনা ভক্তি যেমন উদিতই হইতে পারে না, যোগ বা একত্ব সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, প্রবৃত্তিবাসনার উত্তেজনা, মনের অস্থৈর্য্য এ সকল যোগের পক্ষে মহান্ অন্তরায়। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য এই সকলকে নিবৃত্ত করে। এ তিন বিনা ঈশ্বরের সহিত যোগ, মানবমণ্ডলীর সহিত যোগ কিছুতেই হইতে পারে না। যেখানে লোভ আছে, স্বার্থ আছে অবিশ্বাস ও সংশয় আছে, বিবিধপ্রকার পাপে প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ঈশ্বর ও মানবের সহিত একত্বের কথা উঠিতেই পারে না। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য হইতে যখন ভক্তি ও যোগের উদয় হয়, তখন দলের বিশেষ উচ্চতা লাভ হয়। ভক্তি স্থায়ী প্রেমে এবং যোগ স্থায়ী একত্বে পরিণত হইয়া সকল প্রকার বিচ্ছেদ বিরোধ ও বিনাশের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য সকলকে একত্র বান্ধিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু প্রেম ও একত্ব বিনা ঈশ্বরের পরিবার পৃথিবীতে কখন স্থাপিত হইতে পারে না। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্যে অন্তর ও বাহিরের সংগ্রামের নিবৃত্তি হয় না। যখন প্রেম ও একত্ব দলের ভিতরে উপস্থিত হন, তখন দলের ভিতর হইতে সংগ্রাম তিরোহিত হয়।

আমাদের নববিধানের দল মানুষের বুদ্ধি যত্ন বা স্বার্থপ্রণোদিত নহে। দলস্থ সকলেই ভগবানের প্রেরণায় একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, যাঁহারা অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাবে ভগবানের বক্ষে ছিলেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে এখন ব্যক্তভাবে নববিধানের দলের লোক হইয়াছেন। ইঁহারা নিত্যকালের জন্য একত্রিত, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া ধর্ম্মজীবন ধারণ করিতে পারেন না। এখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিবার অভিলাষ মৃত্যুর হেতু। এ সকল কথা এখন লোকের নিকটে উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে; কেন না কে আর না দেখিতেছে যে, নববিধানের দল ভঙ্গ হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারাও বা একত্র আছেন, তাঁহারা কাহার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিতেছেন না। যদি তাঁহারা বলেন,'যাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ নিত্য. পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, চিরদিন থাকিবে, তাঁহাদের কেহ ছাড়িয়া গেলেই যে হৃদয় হইতে ছাড়িয়া যাইতে পারেন তাহা নহে, ইনি দূরেই থাকুন বা বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকুন, ইঁহার যাহা দেবার তাহা হইতে ইনি ইঁহার নিত্যকালের বন্ধুগণকে কখন বঞ্চিত করিতে পারেন না, ইনি বাহ্যভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াও যাঁহাদের নিত্য যোগে বিশ্বাস আছে তাঁহাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই, গূঢ়ভাবে চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন', একথাতে লোকে কোন আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। সহস্র বার বলিলেও, সহস্র প্রকারে বুঝাইতে গেলেও, বাহিরে যখন বিচ্ছিন্ন, তখন বিচ্ছিন্ন হইয়াও অবিচ্ছিন্ন ইহা কাহারও চিত্তে স্থান পায় না। মণ্ডলীর লোকদিগের এরূপ ভাব মঙ্গলেরই জন্য। এরূপ ভাব না থাকিলে বাহিরে মিলিত হইবার জন্য যত্ন কখনই থাকিতে

পারে না। অধ্যাত্ম যোগ আছে বলিয়া মন সন্তুষ্ট থাকিলে বাহিরেও যে অখণ্ড প্রেমপরিবার স্থাপন করিতে হইবে, সে দিকে দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব নববিধানমণ্ডলীর লোক সকল যদি আমাদের প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, তদ্বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। এ অসন্তুষ্টি হইতে ভবিষ্যতে মণ্ডলীর বিশেষ মঙ্গল উৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। তবে এখন কথা এই, যত দিন বিচ্ছিন্ন অঙ্গসকল একত্র সংশ্লিষ্ট না হইতেছে, তত দিন দলসম্বন্ধে কি তাঁহারা উদাসীন থাকিবেন? অন্য কিছু নয়, পরিত্রাণ লইয়া কথা। এরূপ স্থলে এক দিনও দলের আশ্রয় বিনা জীবন ধারণ করা কখনই উচিত নয়। দল হইতে সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য উপাদান পাইয়া আত্মা সুখী, উন্নত ও পুষ্ট হইবে, না পাইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এমতাবস্থায় দলসম্বন্ধে উদাসীন থাকা কখনই শ্রেয়স্কর নয়। আমার যাহা চাই, স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে তাহার সকলই দিবেন, একথা বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি জ্ঞানীকে জ্ঞান দিলেন, প্রেমিককে প্রেম দিলেন, এইরূপে যাহাকে যাহা দেওয়ার তাহা দিলেন। যাহার যাহা প্রাপ্য নয় তাহাকে তিনি তাহা দেন না, এমন কি একবার যাহা দিয়াছেন পুনরায় তিনি তাহা দিতে আসেন না, তাঁহার দান নিত্য নূতন। যাঁহারা যাহা পান আদানপ্রদান দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অভাব পূরণ করিবেন, সকলে একাত্মা একহৃদয় একশরীর হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে প্রাণশক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াও যেমন সমুদায়ের তাহাতে উন্নতি, পুষ্টি ও পরিতোষ সাধিত হয় তেমনি হইবে, ইহা আমাদের দলের যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁহার অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায় যখন দলে না থাকিলে সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন দল ছাড়া হইয়া থাকা কাহারও পক্ষে ঈশ্বরের আদেশ নয়। ঈশ্বর করুন, নববিধানবাদিমাত্রেই যেন বিধাতা কর্ত্তৃক স্থাপিত দলে চিরসংযুক্ত থাকিয়া আপনাদের জীবনের অভিপ্রায় পূর্ণ করেন।

ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।

এবার ভারতের বিস্তীর্ণ স্থানে দুর্ভিক্ষানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত। রাজপুতনায় অন্তর্গত অনেক গুলি রাজ্যে, গুজরাট প্রদেশে ও বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অন্য অনেক স্থানে এবং পাঞ্জাবের মধ্যভারতবর্ষের কোন কোন অংশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব। অন্নাভাবে অগণ্য নর নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অনেক স্থানে জলাভাব এত দূর হইয়াছে যে, এক কলস জল ছয় আনা আট আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। তৃণ ও জলের অভাবে গবাদি পশু এক প্রকার নির্ম্মূল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও রাজন্যবর্গ অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য নানা উপায় বিধান করিতেছেন। এদেশের এই দুর্ভিক্ষনিপীড়িত হতভাগা লোকদিগের সাহায্যের জন্য ইংলণ্ডে এ পর্য্যন্ত ১৫ লক্ষ টাকা দান সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া দেবী স্বয়ং ১৫ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। কিয়দ্দিন হইল মহারাণার প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন মহোদয় অন্নকষ্ট নিবারণার্থ দানসংগ্রহের জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা দান স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গত বারের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৮ লক্ষ টাকা সঞ্চিত ছিল তাহাও প্রদত্ত হইতেছে।

বিলাসভোগ খর্ব্ব ও অন্ন নানা উপায়ে সকলেই এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রশমনে সাহায্য করিতে পারেন। ভূতপূর্ব্ব মহামতি রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের রাজত্বকালে এ দেশে এক বার ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শুনিলাম, উক্ত মহোদয় সে জন্য এক বৎসর শিমলা শৈলবাস রহিত করেন, তাহাতে যে অর্থ বাঁচিয়াছিল, তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ দান করিয়াছিলেন।

মধ্য ভারবতবর্ষের বিগত দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে নববিধান সমাজ হইতে একজন প্রচারক ভ্রাতা ৩। ৪ জন সমবিশ্বাসী বন্ধুকে সহকারিরূপে সঙ্গে করিয়া দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে যাইয়া কয়েক মাস প্রাণপণে মুমূর্ষু নরনারীদিগের সেবা করিয়াছিলেন। এখান হইতে যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রাদি তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময় অনেক সদয়হৃদয়া মহিলাও মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। এবারকার দুর্ভিক্ষ তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর ও বহুদূরব্যাপী। সেবার যে প্রচারক ভ্রাতার উৎসাহ ও প্রাণপণ যত্নে শত সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, সেই মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার জন্য এবারও তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি শূন্য হস্তে কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া কি করিবেন, পরদুঃখকাতর সদয় হৃদয় ব্যক্তিগণ দয়া করিয়া এই প্রাণদানরূপ মহাকার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে মণ্ডলী হইতে তিনি বা অপর কেহ কেহ যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। মণ্ডলীর অন্য কোন দয়াবান্ উৎসাহী লোক অর্থসংগ্রহের ভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সাহায্যদাতৃগণ প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট অর্থ প্রেরণ করিলে তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। মণ্ডলীর কোন লোক কার্য্যক্ষেত্রে গমনে অক্ষম হইলেও যথাস্থানে অর্থ প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। যিনি একটী পয়সা দান করিবেন তাহাও উপেক্ষিত হইবে না। মহর্ষি যিশু বলিয়াছেন, "দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দয়া পাইবেন।"

প্রাপ্ত।

(ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হইতে প্রাপ্ত।)

একটি সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গত পৌষ মাসে আমায় পাবনা জিলার সবডিবিজন্ সিরাজগঞ্জ যাইতে হইয়াছিল। এরূপ ভ্রমণের সংবাদ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মঙ্গলময় আমার ব্যক্তিগত কার্য্যে সাময়িক ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাঁহার বিশ্বজনীন পরিত্রাণপ্রদ ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন, সে কথা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া তাঁহার

লীলা মহিমান্বিত করিতে আমি বাধ্য। আশা করি, আপনও ইহাকে একটু স্থান দিবেন।

সমবিশ্বাসগণ সহ বাঁকিপুরে খৃষ্টোৎসব সম্ভোগ করিব আশা করিয়া পৌষমাসের প্রথম হইতেই বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ করা হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে লম্বা ছুটী অনেকেরই আছে। বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দিবেন আশা পাইয়া মন কত উৎসাহিত হইতেছিল। যিনি আমার বন্ধুগণের জন্ত যোড়শোপচারে উৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন, তিনিই আমার জন্ত অন্তরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ১১ই পৌষ হইতে উৎসব আরম্ভ হইবে, ৭ই পৌষ সকাল বেলার ডাকগাড়ীতে আমি সিরাজগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গৃহস্থ ব্যক্তি যত দিন পত্নী, কন্তা ও পুত্রগণ লইয়া একত্র বাস করেন, তত দিন তাঁহার পরিবার কি পরিমাণে তাঁহার উপর নির্ভর করেন ও কি পরিমাণে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যখন পরিবারকে ঈশ্বরহস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহস্থ বিদেশস্থ হন, তখন তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস কত দূর দৃঢ় হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই পরীক্ষার অবস্থায় পরিবারবর্গকে ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমায় যাইতে হইল। ৮ই পৌষ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, আমার কার্য্য যাঁহার সাহায্যে সম্পন্ন হইবে তিনি পীড়িত হইয়াছেন, অতএব কার্য্য হইবার আশা প্রায় নাই। যাহা হউক, স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার বন্ধু বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাসায় যাইয়া আশ্রয় লওয়া গেল। শ্রীশবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী, পরদিন প্রাতে তাঁহার নূতন বাসাঘরে ব্রহ্মোপাসনা করা গেল।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কাহারও বিদ্বেষ নাই, সহানুভূতি-কারী ও অপর কয়েকটি বন্ধু উপাসনা ও উপদেশ শ্রবণ করিলেন। পরে ইহারা সকলেই বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রগণকে উপদেশ দেওয়া হইল। বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচারী হওয়া প্রয়োজন, পূর্ব্বকালের বিদ্যার্থিগণ ব্রহ্মচারী ব্রত পালন করিতেন, এখনও যাঁহারা কালোচিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাঁহারাই কেবল বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হন, এই বিষয় যুক্তি ও আখ্যায়িকাদি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেল; এবং বালক ও যুবকগণের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন এ কথাও বলা হইল। শতাধিক বালক ও যুবক এবং শিক্ষকগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আমার কার্য্য হইতে পারিল না, কাজেই সিরাজগঞ্জ পরিত্যাগ করিলাম। যমুনা নদীর পূর্ব্ব পারে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত পিংনা নামক ক্ষুদ্র স্থানে গমন করিলাম। এখানে একটি মুনসেফী চৌকী আছে। এই উপলক্ষে কতকগুলি শিক্ষিত লোক আছেন এবং তাঁহাদের যত্নে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি লোণ আফিস আছে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখানে বহু দিন ওকালতী করিতেন, ক্রমে জীবন্ত ও জাগ্রৎ পুণ্যময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার ব্যবসায় ও উপাসনা এক জীবনে নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিতে পারে না। এই দুইকে মিলাইতে চেষ্টাও অনেক করিয়াছিলেন, শেষে গত্যন্তর না দেখিয়া ওকালতি ব্যবসায়টিকে ত্যাগ করিয়া নিঃস্বভাবে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ চেষ্টায় জীবনপথে ক্লান্ত হইয়া ত্যাগের রাজ্যে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় দয়াময় অগ্রসর হইয়া একটি কঠিন রোগ দিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর অনেক বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছেন। বহুদিবস পরে আমার অগ্রজদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকের সহোদরগণকে পর্যন্ত ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সহোদরগণসহ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এরূপ উদাহরণও ব্রাহ্মসমাজে বিরল নহে। আমি তত সৌভাগ্যবান্ হই বা না হই, আমি এ বিষয়ে আমাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি ও আমার দাদা বিশ্বাসরাজ্যে একান্নভুক্ত আছি। ৯ই পৌষ পিংনায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইল। প্রত্যেক বালক ও যুবকের মনে বিশেষ উচ্চ ভাব আছে, সকল প্রকার নীচ ভাব, জড়তা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া সেই ভাবের উন্নতি সাধন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব স্থানে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ন্যূনাধিক দেড় শত ছাত্র এবং শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ রায় উকীল মহাশয়ের গৃহে একটী সভা আহ্বান করা হয়। ১৪। ১৫ টি শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মনুষ্যজীবনে দ্বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছে; মানুষ ইচ্ছা করে সংসারে একটা সুখের স্থান রচনা করিয়া তাহাতে নিরাপদে বাস করে, আর অপর একটি বৃত্তি মানুষের মনে আছে সে তাহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় যাইতে ব্যাকুল করে; স্থিতিশীল ভাব যাহাকে সুখের আবাস বলে, গতিশীল ভাব তাহাকে দুঃখাবাস কারাগার বলিয়া ত্যাগ করিতে বলে, সমস্ত মনুষ্যজীবনে এই উভয় শক্তির কার্য্য হইতেছে; পরিণামে ধর্ম্ম জীবন গ্রহণ করিয়া ইহাদিগের শাসন হইতে মনুষ্য উদ্ধার পায় তাহা ভিন্ন আর সত্য সুখের স্থান নাই,—এই বিষয়টি এক ঘণ্টা কাল বলা হয়। পরদিন পিংনা হইতে সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণে ভরুয়া নামক গ্রামে বাবু গিরিশচন্দ্র দে বি, এ, র আগ্রহে গমন করা হয় এবং তাঁহার আহ্বানে গ্রামের বহুসংখ্যক ভদ্র মণ্ডলী ও ৭০। ৮০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত হন। পৃথিবীর সুখসৌভাগ্যের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া বলা হইল যে, ইহারা চির দিন যদিও থাকিবে না, তথাপি ইহাদিগেতে আমাদের প্রয়োজন আছে, কারণ ইহারা আমাদিগের নিকট স্বর্গের সিড়ির ন্যায় হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর এই সকল বস্তু, ঘটনা ও সম্বন্ধ ঈশ্বরের প্রেমের পরিচয় দিতেছে; ইহাদিগকে পাইয়া যদি আমরা ঈশ্বরের প্রেমে বিশ্বাসী হই ও ঈশ্বরকে প্রেম করিতে শিক্ষা করি, তবেই আমরা স্বর্গে

আরোহণ করিতে পারিলাম। গম্য উচ্চ স্থানে চড়িলে যেমন সীড়ির আর প্রয়োজন থাকে না, তেমনই সংসারের সাহায্যে ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিলেই উদ্দেশ্যসাধন হয়। এই মর্ম্মে এক ঘণ্টা কাল বলা হয়। এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি বালক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা বলিয়া দান্ত ও নিষ্ঠাবান্ হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। পর দিন পিংনায় ফিরিয়া আসিয়া স্থানীয় কএকটি সহানুভূতিকারী বন্ধু লইয়া খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করিলাম। অপরাহ্নে পাঁচ মাইল দূরে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওএর জগন্নাথগঞ্জ ষ্টেশনে যাইয়া রেলযোগে রাত্রিতে ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হই। এখানে আমার প্রাণপ্রিয় কএকটি ধর্ম্মবন্ধুকে বহু দিন পরে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। ১২ই পৌষ প্রাতঃকালে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বাসাবাটীতে উপাসনা হইল; কএকটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে থানার ঘাটে মুক্ত বায়ুতে কিছু বলা হইল, শতাধিক লোক আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার সার এইরূপে বলা যাইতে পারে 'সুগৃহস্থগণ সকল প্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, কেবল উপযুক্তরূপ কৃতজ্ঞ হইতেছেন না। পিতা, মাতা, শিক্ষক ভৃত্য, ধোপা, মেথর, চাষা ইত্যাদিও ইহাদিগের সকলের পূর্ব্বপুরুষ; এ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হউন, কারণ এসকলের নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। তাহার পর পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বোপরি ঋণী, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। সকলেই বলিতে পারেন, নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য উত্তম কার্য্য, কিন্তু তাহা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পরমোকারী পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার কোন অভাব পূর্ণ করিতে হয় না, প্রাণে তাঁহাকে ভালবাসা ও অপর সকলের সকল অভাব মোচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা ইহাই সকল কৃতজ্ঞ ঈশ্বরবিশ্বাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।' এই বক্তৃতার পর কবিরাজ বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করা হইল। এই গৃহে প্রতিদিন সায়ংকালে কতকগুলি যুবক নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম, তৎপর ভাই দীননাথ কর্ম্মকার একটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিলেন এবং কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহে নামকীর্ত্তনবিষয়ে কিছু উপদেশ দেওয়া গেল। নাম ও নামী এক করিয়া কীর্ত্তন করিতে হয়, অন্যথা নামকীর্ত্তন অর্থশূন্য। কাজেই নাম করিতে নামাকে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন—তাঁহাকে জানা একান্ত অর্থশূন্য। যদি তাঁহাকে জানা হয় ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়, এজন্য নাম করিতে হইলে নামীর সহিত ভাবে ও প্রেমে মিলিত হইয়া নাম করা প্রয়োজন, ইহাই নামগানের সাধনের নিয়ম। অবশেষে পণ্ডিত কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই উপদেশ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। পরদিন ১৩ই পৌষ ভ্রাতা বৈদ্যনাথ কর্ম্মকারের গৃহে উপাসনা হইল। ৭।৮টি ব্রাহ্মবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক বিশ্বাসীর এরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত যে, তাঁহার জীবন দেখিয়া প্রতিবাসিগণ তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন—এই বিষয়ে উপদেশ হইল। মধ্যাহ্নে একটি শোকার্ত্ত আত্মায়ের গৃহে পরলোকের সত্যতা ও শোকদুঃখের উপকারিতার বিষয় আলোচনা করা হয়। এই গৃহে প্রসঙ্গক্রমে শিশুর আত্মার পরলোকের অবস্থার বিষয় এইরূপ বলা হয়, পরলোকগত শিশু আত্মা সকল কেবল পৃথিবীর প্রেমের ব্যবহার পাইয়া চলিয়া যায়। বিশ্বাস হয় যে, এই প্রেম হইতে ক্রমে অন্য সকল আত্মিক স্বরূপের বিকাশ হয় ও আত্মা উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ ও নিত্য সুখ পাইতে থাকে। সায়ংকালে সমবিশ্বাসী বাবু বিহারীকান্ত চন্দের গৃহে উপাসনা হইল। পরিবারে নববিধান স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন, এবিষয়ে নবসংহিতা আমাদিগের বিশেষ সহায়, আমাদিগের জীবন দেখিয়া সন্তানগণ যদি নববিধান গ্রহণ না করে তবে বুঝিতে হইবে আমাদিগেরও উপযুক্তরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই। এই বিষয় উপদেশ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আগামী কল্য ১৭ই ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠনের জন্য সভা আহূত হইয়াছে। উপাসকগণ যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া উপাসকমণ্ডলী গঠন সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভাগলপুরের তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যাইয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উৎসবের উপাসনাদি তিনি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আমরা তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। আশা করি অবিলম্বে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইতেছেন।

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, যশোহরের অন্তর্গত যোলখাদানিবাসী আমাদের সমবিশ্বাসী প্রাচীন বন্ধু শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় বিগত ২৬শে মাঘ নিজালয়ে ঐহিকলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ বিবরণ আমরা আগামীতে প্রকাশ করিব, এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।

সম্প্রতি কোন খ্রীষ্টবাদীর পত্রিকায় এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লক্ষ্ণৌ নগরে মোসলমানদিগের সভায় উর্দ্দু ভাষায় যে "একত্ববাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোরাণের আয়ত সকলের কল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া আত্মমত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সম্মিলনবিষয়ে কোরাণের যে সকল আয়ত উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ ব্যক্ত-

করিয়াছিলেন উহার একটি শব্দও তাঁহার নিজের নয়। তিনি কোরাণের উর্দ্দু অনুবাদক মহামান্য শাহ রাফিয়োদ্দিন সাহেবের লিখিত উর্দ্দু অনুবাদই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিয়া ছিলেন। সভাপতি বলপূর্ব্বক অনুরূপ বলিলে কি করা যায়?

প্রেরিত।

গয়ায় মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এই দিন অপরাহ্নে আমাদের রামশিলা পাহাড়ের উচ্চতম প্রদেশে উঠিবার ব্যবস্থা। প্রকাশ বাবুর বাসা হইতে তাঁহার এক ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া সপরিবারে বন্ধু গণেশ বাবু ও তাঁহার ছাত্রাবাসের ছাত্রদ্বয় ও অঘোরনাথিভয় সরোজিনী ও প্রেমলতা নাম্নী দুইটী মেয়ে ও আরও কয়েকটী বালিকা লইয়া আমরা সদর্পে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আমি পাহাড়ে উঠিবার কষ্ট জানিতাম, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেকের নূতন আরোহণ। সকলেই খানিক করিয়া উঠিয়া আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার উঠিতে থাকেন। একটী মেয়ে খানিক উঠিয়া আর উঠিতে পারিলেন না, নামিয়া গেলেন। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া খুব দেখিতে লাগিলাম, নিম্নভূমিতে এক একটা মানুষ এক একটা শিশু, এক একটা গরু এক এক একটা ভেড়ার মত দেখাইতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম। পর দিন প্রাতে আমাদের ১১ই মাঘের আয়োজন। অতি প্রত্যুষে আমরা আমাদের নিকটবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিনেই ভক্তিভাজন চন্দ্রবাবু ও কল্যাণীয় বিধানচন্দ্রের যত্নে মন্দিরগৃহ পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সেখানে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইল। প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় প্রকাশ বাবুর উপাসনা, মধ্যাহ্নে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রীতিভোজন, অপরাহ্নে আলোচনা ও সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধেয় চন্দ্র বাবুর উপাসনা। সঙ্গীতনিপুণ গণেশ বাবুর ও মহিলাদিগের সমবেত সংগীত ও উপাসকদিগের উপাসনায় সমস্তদিন মন্দিরে বিশেষ জমাট হইয়াছিল। ভাই রেবালাল ও আরও একটী বিহারী বন্ধু বিশেষ উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। পরদিন আমাদের বুদ্ধগয়ায় যাইবার ব্যবস্থা। উপস্থিত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মমহিলাগণ বুদ্ধগয়া যাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত।

গয়া হইতে বুদ্ধ গয়া সাত মাইল পথ। আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য পাঁচখানা অশ্বশকটের বন্দোবস্ত হইল। বুদ্ধগয়া যাইতে যাইতে প্রায় অর্দ্ধপথে একখানি শকটের চক্র ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং চারি খানি শকটেই সকলের স্থান করিয়া লইতে হইল। বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে অপূর্ব্ব বৌদ্ধমন্দির। আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে বুদ্ধের প্রস্তর ও পিত্তলনির্ম্মিত সুন্দর শান্তভাববিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে বিস্তীর্ণ শাখাবিশিষ্ট সুশীতল ছায়াযুক্ত বোধিদ্রুমতলে উপাসনার উপবিষ্ট হইলাম। যেখানে এক দিন মহোচ্চ নির্ব্বাণধর্ম্মের পূর্ণ সাধনা হইয়া গিয়াছে—যেখান হইতে নির্ব্বাণধর্ম্মের নির্ম্মল বাতাস চীন, জাপান, তিব্বত, প্রভৃতি দেশে ছুটিয়া গিয়াছে, সেই সুশীতল বোধিদ্রুমতলে বসিয়া উপাসনা করিয়া আমাদেরও প্রাণ শীতল হইল। উপাসনান্তে বৌদ্ধমন্দিরের মহন্ত মহাশয় আমাদের জন্য নানা প্রকার সুন্দর সুমিষ্ট খাদ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিভাজন প্রকাশবাবুই উপাসনা করেন। ব্যক্তিগত ছোট ছোট প্রার্থনাও অনেকে করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ও বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত জাপান হইতে নবাগত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। ইনি সিংহলবাসী। ইঁহার নাম মঙ্গল। আমরা শুনিলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভাই ব্রজগোপাল গয়ায় থাকিতে ইঁহার নিকট আসিয়া মধ্যে মধ্যে পালিভাষা শিক্ষা করিতেন। এই দিন এখানে একটি তিব্বতদেশীয় লামা, একজন ব্রহ্মদেশীয় ও কয়েকজন ভুটানদেশীয় তীর্থযাত্রী উপস্থিত ছিলেন। লামাজি বোধিকল্পদ্রুমতলে বসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। ভুটানীয়েরাও তরুতলে দাঁড়াইয়া ভক্তিসহকারে তরুপত্র চুম্বন করিতেছিলেন। একটী ভুটানী স্ত্রীলোকও ইঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। টীকারী ষ্টেট হইতে কয়েকটী ইংরাজমহিলাও এখানে উপস্থিত। এক জন ইংরাজমহিলা ঐ ভুটানীয় স্ত্রীলোকটীর ছবি তুলিবার জন্য ব্যস্ত। ভুটানীয়া স্ত্রীলোকটী তাহাতে ভয় পাইয়া বুদ্ধ মন্দিরের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ঐ ইংরাজমহিলাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া তাহার ও লামাজিরও ছবি তুলিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমরা গয়ায় ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় প্রকাশবাবুর বাসায় উপাসনা হইল। প্রকাশ বাবুই উপাসনা করিলেন। ঐদিনও উপাসনাস্থলে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় গণেশবাবু সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যাকালে আমরা বাঁকিপুর ফিরিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক এবার গয়ায় মাঘোৎসবের আনন্দটা আমরা খুব সম্ভোগ করিয়াছি। ভক্তিভাজন প্রকাশবাবু ও চন্দ্রবাবুর গভীর উপাসনায় ও গণেশবাবুর সুমধুর সঙ্গীতে আমরা যারপর নাই উপকৃত হইয়াছি। গয়াস্থ বন্ধুদিগের আতিথ্যসৎকার ও আমাদের অশেষভক্তিভাজন ভগিনী শ্রীমতী সুসারবাসিনীর সেবানুষ্ঠানে আমরা সকলেই যার পর নাই প্রীত ও লজ্জিতও হইয়াছি। উৎসবের সমগ্র আয়োজনের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর পদধূলি আমরা মস্তকে বহন করি। বাঁকিপুরেও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন এম এ, বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু ও বাবু জীবনকৃষ্ণ পাল মহাশয়দিগের খুব উৎসাহের সহিত মাঘোৎসব হইয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু ও শ্রীশবাবু উপাসনা করিয়াছিলেন।

বিধানাশ্রম বাঁকিপুর। ৩০। ১। ০০ } চির অনুগত দাস শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
৫ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে সুখস্বরূপ, তুমি আমাদের নিকটে যে সুখের পথ প্রকাশিত করিয়াছ, পৃথিবীর সকল লোকে এক দিন না একদিন সে পথের আদর করিবেই করিবে। তাহারা প্রকৃত পথে না চলিয়া পদে পদে বিভ্রান্ত হইতেছে, নানা প্রকার দুঃখে বিপদে, ক্লেশে পাপে পতিত হইতেছে, এ অবস্থায় তাহারা আর কতদিন থাকিতে পারিবে? সেই তাহাদিগকে ফিরিয়াই আসিতে হইবে, তবে কেন তাহারা আজও বিপথে ভ্রমণ করিতেছে? সুখের ভ্রমে তাহারা নিয়ত দুঃখকে আলিঙ্গন করিতেছে, ইহা দেখিয়াও কেন তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না? বুঝি অনেক ক্লেশ দুঃখ পাইয়া জ্ঞান না জন্মিলে এ পথের তাহারা সমাদর করিতে পারিবে না, এই জন্য তোমার এ ব্যবস্থা। তোমার ব্যবস্থার উপরে কথা বলে কাহার সাধ্য, কিন্তু আমরা দেখিতে চাই, নরনারীগণ দুঃখের পথ ছাড়িয়া এক একটি করিয়া এই পথে আসিয়া সুখী হইতেছে। হে দেব, আমরা এই সুখের পথের কথা লোকদিগকে বলিয়া এপথে আনিব, ইহা আমাদের সাধ্যাতীত। যত দিন তাহাদের মনের ভ্রান্তি না যাইতেছে, তাহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে কেন? একের সুখ অপরে বুঝিবে ইহাও তো সম্ভবে না। আমরা বলিয়া যাই, কেহ গ্রহণ করুক বা না করুক, তজ্জন্য আমরা দায়ী নই, সময়ে তাহারা বুঝিবে এবং বুঝিয়া গ্রহণ করিবে, এ ভিন্ন আর কোন উপায় আমরা দেখিতে পাই না। তোমার নামে যে সকল কথা বলা যায়, তাহা কোন দিন নিষ্ফল হইবার নহে, এই বিশ্বাসে আমরা এই সুখের পন্থা কথায়, লেখায়, ভাবে ও জীবনে প্রকাশ করিয়া যাইব ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। গতিনাথ, তুমি নরনারীকে বুঝাইয়া দাও যে, তাহারা তোমায় ছাড়িয়া যে সংসারপথ ধরিয়াছে, ইহাতে তাহাদের কল্যাণও নাই, সুখও নাই। আমরা জানি, তোমার বুঝাইয়া দেওয়ার প্রণালী, আমাদের প্রণালীর মত নহে। তাহারা যে পথ ধরিয়াছে, বলপূর্ব্বক তুমি তাহাদিগকে সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে না। অনেক বিপদ পরীক্ষায় পড়িয়া তবে তাহারা বুঝিবে, তাহারা যে পথে চলিয়াছে সে পথে তাহাদের কিছুতেই কল্যাণ নাই, সুখ নাই। তুমি যে রীতিতে কার্য্য কর, সে রীতিতে তো কার্য্য করিবেই, তবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, মানবমানবী তোমার প্রেরিত পরীক্ষা সকলের

অভিপ্রায় বুঝিয়া শীঘ্র বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করুক, আর আমরা যত দিন পৃথিবীতে আছি তোমার প্রদর্শিত সুখের পথে নিরবচ্ছিন্ন চলি, আর এপথের মাহাত্ম্য চিরদিন কীর্ত্তন করি। হে প্রভো, তোমার করুণায় আমরা এ সম্বন্ধে সিদ্ধমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

আমাদের উপাসনাপ্রণালী।

উপাসনার প্রত্যেক অঙ্গমধ্যে সাধক বিশেষ বিশেষ ভাবের সাধন করিয়া সাধনের পূর্ণতা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে একই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবস্তুকে চক্ষুর্গোচর করিবার পক্ষে আরাধনা আমাদিগের কি প্রকার সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা আমরা দেখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। আমরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথা বলা শেষ হইয়াছে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। সাধকগণ সে সকল লেখাতে যে ইঙ্গিত পাইবেন, সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া সাধন করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে তাঁহারা নূতন নূতন সাধনের বিষয় উদ্ভাবন করিবেন, এই উদ্দেশে আমাদের সে সকল লেখা। আমরা মনে করি না, আমাদের উপাসনাপ্রণালী নিত্য নূতন আবিষ্কারের সহায়ক না হইয়া বাহ্য প্রণালীমাত্র থাকিয়া যাইবে। কোন একটী স্থিরতর প্রণালীর অনুসরণ না করিলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্কার যেমন হইতে পারে না, তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কারের সাহায্য জন্য যে প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,তাহা কাল সহকারে উন্নত হইতে উন্নত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানে আত্মা ও ঈশ্বর এ উভয়ের তত্ত্বাবিষ্কার অনুসর্ত্তব্য বিষয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎ ঈশ্বরতত্ত্বের বিষয় বলিতে গিয়া—ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয় আছেন, তিনিই এক নিশ্চয়াত্মক মূল সত্য, তাঁহার ধ্রুব অস্তিত্ব কোন উপায়ে অস্বীকার করিবার উপায় নাই,—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হন, তাঁহার স্বরূপ ও তৎসহ সম্বন্ধ যে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায়, ইহা তিনি অস্বীকার করেন। নিজ নিজ অনুসর্ত্তব্য বিজ্ঞানের প্রতি অত্যাদরবশতঃ তাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি; কিন্তু এই অত্যাদর যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদিগকে অন্ধ করে, ইহাই নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অতিমাত্র আদর আছে, এজন্য যদি আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অধঃকরণ করিবার জন্য যুক্তি উদ্ভাবন করি, তাহা হইলে প্রকৃতিমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছার ক্রিয়াপ্রণালী দর্শন করিয়া আমরা যে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিব এবং মানবজাতির দেহজ দুঃখভার লঘু করিব, তাহার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে সাহায্য দান করে, সে সাহায্যনিরপেক্ষ আমরা কোন কালে হইতে পারি না। অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, এবং স্বাধীন প্রমুক্ত ভাবে উহার নব নব আবিষ্কার চলিতে পারে, এজন্য প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্গণের হস্তে উহার ভার ন্যস্ত রাখে। প্রাচীনকালের অধ্যাত্মবিজ্ঞানানুযায়িগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুযায়িগণের উপরে বহু অত্যাচার করিয়াছেন, এখন অত্যাচারের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব অত্যাচার স্মরণ করিয়া যদি এখনকার প্রাকৃতিকবিজ্ঞানবিদ্গণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ধীরতা সহকারে উহা বহন করা এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মাননা রক্ষা করা আমাদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের উপাসনাপ্রণালী অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের পক্ষে সহায় কিরূপে, ইহাই প্রদর্শন করা প্রয়োজন। কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ না করিলে তৎসম্বন্ধে আবিষ্কার সম্ভবপর নহে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বহিশ্চক্ষুকে বস্তু আবিষ্কারে প্রধান বলিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেখানেও যে পদে পদে অন্তশ্চক্ষুর সাহায্য প্রয়োজন, ইহা

প্রত্যেক বিজ্ঞানবিৎ স্বীকার করিবেন। উচ্চতম গণিত বহিশ্চক্ষুর অগোচর, এই উচ্চতম গণিত ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মূলহীন হইয়া পড়িবে, সাধারণ লোকদিগের যেরূপ বস্তুজ্ঞান সেই জ্ঞানে উহা পরিণত হইবে। গতিবিজ্ঞান গণিতের সাহায্য বিনা তিষ্ঠিতে পারে না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোথায় না এই গতিবিজ্ঞানের প্রবেশ আছে? অধ্যাত্মবিজ্ঞানে অন্তশ্চক্ষুর প্রাধান্য, অন্তশ্চক্ষুর আবিষ্কৃত সত্যসমূহের ক্রিয়া বহির্জগতে দেখাইবার জন্য বহিশ্চক্ষু উহার সাহায্য করে। এ সাহায্যকে আমরা সামান্য মনে করি না, কেন না এরূপ সাহায্য না পাইলে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের প্রতি আমাদের অতিমাত্র দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন হইত না। উপাসনাতে অন্তশ্চক্ষুর প্রাধান্য তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু বহিশ্চক্ষুর সাহায্যে যে সমুদায় জ্ঞান দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে সে সমুদায় উপাসনাতে নিরন্তর প্রবিষ্ট থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান উভয়েতেই অন্তশ্চক্ষু ও বহিশ্চক্ষুর ক্রিয়া আছে মানিতে হইবে। উপাসনাতে প্রথমতঃ আমরা চক্ষু মুদ্রিত করি। চক্ষু মুদ্রিত করিবার অর্থ এই যে, চিন্তনীয় বিষয় এই উপায়ে বিনা বাধায় আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর হইবে। পদার্থ সকল সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক তাহাদিগের দ্বারা যখন আমাদের নিজ সামর্থ্যের অবরোধ উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা আমাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয়। যদি বহির্জগতের সহিত নিয়ত সংঘর্ষণ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে জগৎ হইতে আমাদিগকে ভিন্ন বলিয়া আমরা কখন বুঝিতে পারিতাম না। এই দেহ যদি আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া প্রতিপদে অবরুদ্ধ না করিত, তাহা হইলে দেহ হইতে আমরা যে স্বতন্ত্র ইহা কদাপি বুঝিতে সমর্থ হইতাম না। ঈশ্বরতত্ত্বসম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভ নিয়ত এই প্রকারেই হইতেছে। আমাদের ইচ্ছা প্রতিনিয়ত এক মহতী ইচ্ছা দ্বারা পদে পদে অবরুদ্ধ হয়, এজন্য আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, আমাদের ইচ্ছা ছাড়াও আর একটী মহতী ইচ্ছা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। উপাসনা কেন? এই মহতী ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার বিরোধ ঘুচাইয়া লইয়া উভয়েচ্ছার একত্বসম্পাদন। এইরূপে উভয় ইচ্ছার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে গিয়া আমাদের সঙ্গে সেই মহতী ইচ্ছার যথাযথ সম্বন্ধ বোঝা প্রয়োজন হয়। এই যথাযথ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলেই উপাসনার পথ আশ্রয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বিষয়ানুরাগবশতঃ আমরা এই মহতী ইচ্ছাকে ভুলিয়া থাকি। যেন আমাদের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রী অন্য কোন ইচ্ছা নাই, এই ভাবে আমরা জীবন কাটাই। যদি এরূপ বিস্মৃতি প্রতিনিয়ত না ঘটিত, উদ্বোধনের কোন প্রয়োজন ছিল না। উদ্বোধন দ্বারা যখন সেই মহতী ইচ্ছার দিকে মন উন্মুখ হইল, তখন সেই মহতী ইচ্ছার স্বরূপ ও আমাদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ কি, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে আমরা বিরোধ ঘুচাইয়া তৎসহ আমাদের মিলন সাধন করিব কি প্রকারে? সুতরাং স্বরূপ ও সম্বন্ধ এই দুই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা আরাধনার আশ্রয় গ্রহণ করি। আরাধনা কি? ঈশ্বরবস্তুপর্য্যবেক্ষণ। ঈশ্বরবস্তু নিয়ত অন্তশ্চক্ষুর সন্নিধানে না আনিলে তাঁহার স্বরূপ ও সম্বন্ধ আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না, এবং স্বরূপ ও সম্বন্ধের গভীরতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, সুতরাং ঈশ্বরবস্তুপর্য্যবেক্ষণরূপ আরাধনা আমাদিগের জীবনব্যাপী কার্য্য। অনেকে মনে করেন, স্বরূপ ও সম্বন্ধ তো আমাদের জানা আছে, সেই গুলির প্রতিদিন পুনরাবৃত্তিই আরাধনা, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসিদ্ধ আরাধনা কি তাহা অবগত নহেন। একএকটি স্বরূপ অনন্তখনি, যতই তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া যায়, ততই ইহার ঔজ্জ্বল্য ও গৌরব দ্বারা আমাদের চিত্ত আচ্ছন্ন হয়। দিন দিন স্বরূপের ঔজ্জ্বল্য ও গৌরব যদি আমাদের নিকট অধিক হইতে অধিকতর প্রকাশ না পাইল, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানাদির ঔজ্জ্বল্য ও আত্মগৌরব

বর্দ্ধিত হইবে কি প্রকারে? কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, এক একটি স্বরূপের সহিত আমাদের শত সহস্র প্রকার সম্বন্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ একদিনে প্রকাশ পায় না, আমরা সত্যে ও ভাবে সতই আরাধনা বা ঈশ্বরবস্তুপর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, ততই সম্বন্ধসকল আমাদিগের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পায়।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতেই উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ সকলের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধকগণ অবধারণ করিতে পারিবেন। এখন কেহ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, উপাসনাকে আধ্যাত্মিক প্রণালী বলা হইল কেন? আত্মা ও পরমাত্মা এ উভয়ের বাচক আত্মা, সাধারণ শব্দ সেই আত্মা শব্দ লইয়া আমরা অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামকরণ করিয়াছি, অন্যথা আমরা উপাসনাকে কখন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রণালী বলিতাম না। আত্মা যখন কেবল বাহিরের প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ থাকে, তখন সে আপনি কি তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার মহত্ত্ব ও গৌরব সকলই তাহার নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে। সে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানালোচনা করিয়া আপনাকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে, কিন্তু সে যে দুদিনের নহে নিত্যকালের জীব তখনও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যত দিন না পরমাত্মতত্ত্ব তাহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তত দিন সে আপনাকে চিনিতে পারে না, এবং আপনাতে অনন্তের প্রবেশ অনুভব করিয়া আপনার অনন্তকাল-স্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আত্মার অমরত্ব তত দিন জীব বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করে না, যত দিন না সে আপনার স্থিতি পরমাত্মাতে অবলোকন করে। আপনার ভিতরে অনন্ত জীবনের উৎস রহিয়াছে ইহা অন্তশ্চক্ষুরগোচর না করিলে কে আর তৎপ্রতি প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারে? অনন্ত তাহার প্রাপ্য বিষয় ইহা যখন সে হৃদয়ঙ্গম করে, তখন সে আর কি মনে করিতে পারে যে, তাহার জীবন কখন ফুরাইবে? ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ যত উজ্জ্বলরূপে তাহার নিকটে প্রকাশ পায়, তত সে দেখে সেই স্বরূপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে উন্নত হইতে উন্নত করিতেছে, ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর, মধুর হইতে মধুরতর হইতেছে। তখন সে বুঝিতে পারে, সে আপনি কে, কি তাহার মহতী নিয়তি, এত দিন সে পশু হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ ছিল, এখন সে দেবগণের স্বগণ বলিয়া আপনাকে জানিতে পারিয়াছে। এ সকল হইল কিসে? উপাসনায়। উপাসনা আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ ও সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতেই ঈদৃশ বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত।

জনসমাজে সকল লোকেরই বিজ্ঞানবিৎ হওয়া সমুচিত, আমরা যদি একথা বলি, তাহা হইলে কে আর তাহার প্রতিবাদ করিবেন না? কিন্তু অল্প বিস্তর সকলকেই বিজ্ঞানবিৎ না হইলে জীবন চলে না, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? প্রত্যেক বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান প্রতিব্যক্তির থাকিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না, কিন্তু নিজ জীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন নির্ব্বাহ করিতে গেলে, বিজ্ঞানসিদ্ধ যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন, তাহা যে সকলেরই জানিতে হয়; ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিজ্ঞানে অপরে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, সাধারণ লোকে সেই পরিশ্রমের ফল সহজে লাভ করিয়া ভোগ করিতেছে, ইহা বলিলে সাধারণ লোকের প্রতি নিন্দাবাদঘোষণা হয় না, কেন না এ সংসারে এইরূপেই পরস্পরের পরিশ্রমের ফল পরস্পরে ভোগ করা নিয়ম, এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে এক জনের পরিশ্রমের ফল আর এক জনে ভোগ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যেককেই গোড়া হইতে পরিশ্রম করিয়া উহার ফলভোগ করিতে হইবে, কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করেন। এস্থলে অন্য বিজ্ঞানের সহিত এ বিজ্ঞানের তাঁহারা যে পার্থক্য কল্পনা করেন, সে পার্থক্য অতি যৎসামান্য একটু বিবেচনা করিলেই সকলে

বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্বর ও আত্মার যে সকল স্বরূপ ও সম্বন্ধ পূর্ব্বতন অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্গণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে সে সকল আমরা সহজে লাভ করিতেছি। তবে ঐ গুলি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদের পরিশ্রম করিতে হয়, এরূপ পরিশ্রম অন্যান্য বিজ্ঞানসম্বন্ধেও কিছু না কিছু আছে। নিজ নিজ জীবনের উপযোগী অন্যান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব জীবনে পরীক্ষিত না হইলে সে সকল কি আমাদের আয়ত্তাধীন হয়? সে যাহা হউক, অধ্যাত্মবিজ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব যখন দুদিনের প্রয়োজন সাধন করে না, নিত্য কালের জীবনের উপযোগী, তখন তৎসম্বন্ধে যদি প্রতিব্যক্তিকে পরিশ্রম ও সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে ঐ বিজ্ঞানের উচ্চতাই প্রতিপন্ন হয়। যে উপাসনাপ্রণালীতে এই বিজ্ঞানের তত্ত্ব সকল আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, সে প্রণালী অপর সকল প্রণালী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহাও ঐ বিজ্ঞানের উচ্চতাবশতঃ।

ব্রহ্মস্তোত্র।

ঈশ্বরের নাম নিরর্থক উচ্চারণ নিষিদ্ধ। ব্রহ্মস্তোত্রে একশত নাম রহিয়াছে, ইহার এক একটি নাম বিশেষ ভাব, স্বরূপ ও সম্বন্ধ প্রকাশ করে। এক সঙ্গে এত গুলি নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া ভাব রক্ষা করা বড়ই সুকঠিন। এজন্য সাধকমাত্রের স্তোত্রের প্রতিনামের সঙ্গে অর্থানুসারে ভাব যোগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপে নামের সঙ্গে ভাবযোগ করিয়া লওয়া হইবে, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আজ আমরা গুটিকয়েক নামের উল্লেখ করিতেছি।

অকিঞ্চননাথ—এই নামে স্তোত্রের আরম্ভ দেখাইয়া দিতেছে, কি ভাবে সাধকমাত্রের ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা যখনই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইব, তখনই অকিঞ্চন ভাবে তাঁহার নিকটে যাইব। অকিঞ্চনতাই জীবের যথার্থ ভাব। তাহার আপনার বলিবার কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু আছে, সে সকল তাহার আপনার নয়, সকলই ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত। সে পাইয়াছে, অতএব তাহার আপনার হইয়া গিয়াছে, ইহাও নহে, কেন না প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা ও বৃদ্ধিও ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে গেলে সত্যভাবের আশ্রয় প্রয়োজন। স্তোত্রের প্রথম নামোচ্চারণে সেই ভাব তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। ঈশ্বর 'অকিঞ্চননাথ' এই ভাব যদি সে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে, তবে ঈশ্বরের পবিত্র মধুর নামসকলের উচ্চারণে তাহার কৃতার্থতা অবশ্যম্ভাবী।

অমৃত—'আমি কিছুই নই' এ জ্ঞান জাগ্রৎ হইলে দেখিতে পাই আমরা মৃত্যুমুখে নিয়ত স্থিতি করিতেছি, চারিদিকে যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত, সে সকলও সেই মৃত্যুর গ্রাসে নিয়ত কবলিত হইতেছে। এই মৃত্যুর রাজ্যে আত্মা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে সে আপনি মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে, এবং মৃত্যুর রাজ্য নহে কিন্তু এক অখণ্ড অমররাজ্য প্রকাশ পাইবে। যিনি স্বয়ং অমৃত, চির দিন আছেন, চির দিন থাকিবেন, যাঁহার সংস্পর্শে মৃত্যু দূরে পলায়ন করে, অনিত্য সকলই নিত্য হইয়া যায়, চঞ্চল সংসার নিত্যধামে পরিণত হয়, জীব তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক অমররাজ্যের প্রজা হয়। অতএব সাধক অকিঞ্চন হইয়া অকিঞ্চননাথের যাই শরণাপন্ন হইলেন, অমনি অমৃতের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

অভয়—মৃত্যুভয় অতিক্রমের সঙ্গে সকল ভয়ের নিবৃত্তি হইল। অস্থির অস্থায়ী বিষয়সমূহ লইয়া যে ব্যাপৃত, সে নিয়ত ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করে, কিন্তু যাই সে সকলের মধ্যে নিত্যবস্তু দেখিতে পাইল, অমনি নিত্য বস্তুর সংস্পর্শে অনিত্য সম্বন্ধগুলি নিত্যসম্বন্ধে পরিণত হইল, এখন আর সে ইহা বা হারাই, ইহা হইতে বা আমার ক্লেশ দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হয় ইত্যাদি ভয়ব্যাকুল নয়। সে অভয় ঈশ্বরের আশ্রয়ে কৃতার্থ হইল।

অন্তর্যামী—সাধক অকিঞ্চন হইয়া অকিঞ্চন-

নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু ও সর্ব্ববিধ ভয় অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হইয়াছেন। এখন তিনি নিয়ত তাঁহার সঙ্গে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী। সাধক স্বয়ং আপনি এবং আর সকলে সমুদায় জগতের শাস্তা ও প্রভুর শাসনাধীন, এ জ্ঞান না জন্মিলে সমুদায় জীব ও জগতের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিবেন কি প্রকারে? আর এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম না হইলে নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যেখানে যাই, যেখানে থাকি, যাহার সঙ্গে কেন সম্বন্ধ হউক না, যে কোন বিভীষিকা বা সুখের ব্যাপার আসুক না, সে সমুদায় এক জনের দ্বারা নিয়মিত, এ জ্ঞান হৃদয়ে নিয়ত জাগ্রৎ থাকিলে সর্ব্বত্র সাধক নিরাপদ ভয়শূন্য। অন্তর্যামীর সহিত অবিচ্ছেদ সম্বন্ধে এই ভাব উপস্থিত হয়, এবং সে নাম তাঁহার নিকটে মধুর, সুমিষ্ট ও মহিমান্বিত হয়।

অন্তরাত্মা—যিনি আমাকে এবং সকলকে শাসন করিতেছেন, তিনি অন্তরাত্মা হইয়া আত্মার আত্মা হইয়া বিরাজমান। তাঁহার সহিত আমার দূর সম্বন্ধ নহে, বা তিনি অপরিচিত নহেন, তিনি অন্তরে আত্মা হইয়া জীবাত্মার সখা হইয়া নিয়ত আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি আত্মার আত্মা, অতএব আত্মা হইতে আর আর সকল হইতে তিনি অতীব প্রিয়। তিনি শাসন করিতেছেন এজন্য তাঁহাকে ভয় করিব, অথচ তাঁহার তুল্য আমার প্রিয় আর কে হইতে পারে, এজন্য তাঁহাকে হৃদয়ের সমগ্র অনুরাগ অর্পণ করিব। যিনি শাসন করেন, তিনি সময়ে সময়ে বজ্রনির্ঘোষে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি আমার অন্তরাত্মা তাঁহার সঙ্গে যে আমার ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদ নাই, আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে আছি, তিনি আমার সঙ্গে আছেন, সুতরাং বিপদ্ মৃত্যু কিছুতেই আর ভীত নহি। প্রসন্ননয়ন অন্তরাত্মা যখন আমার নিকটে, তখন আমি অপ্রসন্ন বিষণ্ণমুখ হইব কেন?

অনন্ত—আমার অন্তরাত্মা ক্ষুদ্র নহেন, তিনি অনন্ত। সমুদায় জীব ও জগৎকে তিনি আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজমান। তাঁহার অনন্ত প্রশস্ত ক্রোড়ে সমুদায় জগৎ ও জীব সহকারে আমি বিদ্যমান। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সম্পৎ অপার ও অসীম। এই সমুদায় ঐশ্বর্য্য ও সম্পৎ আমারই জন্য। অনন্ত হইতে আমার জীবনপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে জীবন আমার কোন দিন শেষ হইবার নহে। আমার সুখেরও পর্য্যবসন নাই, ভোগেরও পর্য্যবসান নাই, কারণ সে সমুদায় অনন্ত হইতে প্রসূত। আমি ক্ষুদ্রচেতা হইতে পারি না, আমি নীচবিষয়ের প্রসঙ্গে নীচ হইয়া যাইতে পারি না, কেন না অনন্ত আমাকে নিয়ত উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় উত্থান করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। অনন্তের উপাসক আমি, অনন্ত উন্নতি আমার নিয়তি, আমি কি প্রকারে পৃথিবীর ধূলিতে অবলুণ্ঠিত থাকিব। আমার পক্ষে উন্নতির দ্বার অবরোধ আর মৃত্যু দুইই সমান, কেন না সেরূপ হইলে আমার অনন্ত সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে। আমি চলিতেছি, ক্রমান্বয়ে চলিব, আমার গতি কোন কালে স্থগিত হইবে না, কেন না অনন্তের দিকে আমার গতি।

অক্ষয়—অনন্তের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে তিনি যে অক্ষয় ইহা স্বতই হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। যিনি অনন্ত তিনি কোন কালে ক্ষয় পাইবেন না। কেবল তিনি ক্ষয় পাইবেন না তাহা নহে, তাঁহার সহিত যাহারা সম্বদ্ধ তাহাদেরও ক্ষয় নাই, অপায় নাই। জগতে কত বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, কিন্তু তাহারা ক্ষয় বা অপায়ের অধীন নহে। এক স্থানে তিরোভাব অন্য স্থানে আবির্ভাব, সুতরাং আবির্ভাবই বস্তুস্বভাব, তিরোভাব নবভাবে আবির্ভাবজন্য। সাধক যখন অনন্তের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষয় ও অপায় নাই অবগত হন, তখন তিনি সম্পন্ন হন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আমি দৃশ্যরাজ্য লইয়া আছি, তুমি অদৃশ্যরাজ্য লইয়া ব্যাপৃত। দৃশ্য জগৎ ও দৃশ্য মানবমানবী লইয়া পৃথিবীর লোক সকলের সর্ব্বদা কার্য্য। এরূপ স্থলে তাহারা তোমায় অনাদর করিয়া আমায় আদর করিবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক, কেন না প্রাত্যহিকের জীবননির্ব্বাহ করিতে দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয়। আমি যত চিন্তা করি, তত দেখিতে পাই তুমি বড়ই স্বভাবের বিরোধী।

বিবেক। তুমি অনেকবারতো আমায় স্বভাববিরোধী বলিলে, অথচ একবারও তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে না। এবারও কি মনে কর যে, আমি অদৃশ্যরাজ্যের সংবাদ দি বলিয়া আমায় তুমি স্বভাববিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? দৃশ্য ও অদৃশ্য এ দুইয়ের বিচ্ছেদ স্থূলদর্শীর নিকটে, সূক্ষ্মদর্শিগণ দৃশ্যে অদৃশ্যকেই দর্শন করিয়া থাকেন। দৃশ্য যদি অদৃশ্যের রঙ্গভূমি না হইত, তাহা হইলে উহা এক দিনও আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। দেহ যদি প্রাণহীন হয়, জগৎ যদি শক্তির ক্রিয়াবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে, বল, উহার দুটি পরমাণু একত্র সংযুক্ত থাকিতে পারে কি? পরমাণুই বা বলি কেন? পরমাণুর অস্তিত্বও শক্তি বিনা ভ্রান্তি। যাহারা অদৃশ্যরাজ্যের সংবাদ অনবগত, আমি যদি তাহাদিগকে সে রাজ্যের সংবাদ দি, তাহা হইলে অসত্য ও মিথ্যার কুহকজাল ছিন্ন করিয়া তাহারা যাহা সত্য নিত্যকাল স্থায়ী, তাহাকে নিত্য প্রত্যক্ষ করে এবং যথার্থ জ্ঞানালোক লাভ করিয়া ভ্রান্তিসম্ভূত ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়, বল ইহাতে আমি সে সকল ব্যক্তির আদরের পাত্র না অনাদরের পাত্র হইতে পারি। তাহারা আমায় আদর না করিলে আমার তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাদের ক্ষতি যথেষ্ট। তাহারা অন্ধ হইয়া দৃশ্যে বদ্ধ হয়, আর আপনাদের দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা আপনারা ডাকিয়া আনে। দৃশ্যে সুখশান্তি নাই, অদৃশ্যে সুখশান্তি, একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারে।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বিচারে পটু। এমন করিয়া কথা রচনা করিতে পার যে, তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় তুমিই সব ঠিক বলিতেছ, আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহার সারবত্তা কিছুই নাই। স্ত্রী পুত্র ধন জন এসকলই দৃশ্য, ইহাদিগেতে কি লোকের সুখ হয় না? এসকল ছাড়া লোকে সুখতো ভাবিতেই পারে না।

বিবেক। তোমার স্থূলদৃষ্টি দেখিয়া আমি অবাক্। কত বার তোমায় বুঝাইলাম তুমি কিছুতেই অতি সহজ কথা বুঝিতে চাও না। স্ত্রী পুত্র ধন জন এসকলের প্রতি কেহ অনুরক্ত নয়, অনুরক্ত উহাদিগের অদৃশ্যাংশের উপরে। প্রেম অদৃশ্য সামগ্রী, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত যদি প্রেমবিনিময় না থাকিত, তাহা হইলে কি তাহারা অনুরাগের বিষয় হইত? ধনের দ্বারা অদৃশ্য অবস্থাসমূহের আনুকূল্য হইবে, এজন্য ধনের আদর। যদি দৃশ্য ধনের প্রতি অনুরাগ হইত, হস্তগত ধনাপেক্ষা যে ধন হস্তগত হয় নাই; তৎপ্রতি তৃষ্ণা কখন লোকের হইত না। যাহা হইতেছে, তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, যাহা এখনও হয় নাই, তাহারই জন্য নরনারীর প্রাণের আবেগ, ইহা তুমি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছ। ইহা হইতে কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় না যে, দৃশ্যে তাহাদের মন পরিতোষ লাভ করে না, যাহা অদৃশ্য আছে তাহারই জন্য তাহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারগুলি এত প্রত্যক্ষ যে, বুদ্ধি তোমার এসকল বিষয়ে ভ্রান্তি হয়, ইহাই আশ্চর্য্য। তুমি লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তাই তাহারা মনে করে দৃশ্যে তাহাদের সুখ, কিন্তু একবার অন্ধতা চলিয়া যাউক, তাহারা সহজে দেখিতে পাইবে, তাহাদের সুখ দৃশ্যে নয় অদৃশ্যে। সমুদায় অদৃশ্যের যিনি মূল, তাঁহাতে চিত্ত স্থাপন করিলে অদৃশ্য ও দৃশ্যের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, সেই মহান্ অদৃশ্যের রঙ্গভূমি এই জগৎ, এ জগৎ তাঁহারই মহিমার প্রভা, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। আমি সকল নরনারীকে সুখের রাজ্যে শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে চাই, দেখিতেছি তুমিই তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আমাদের গণ্ডী।

২৪ শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৮ শক।

সময়ে সময়ে আমাদের নিজ দোষ প্রকাশ্যে কীর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই যে আচার্য্যের প্রার্থনা পঠিত হইল, ইহার মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে যে দোষের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যে নিতান্ত সত্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল হইল একত্র উপাসনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের একত্র উপাসনায় একত্র বাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে নাই, ইহা নিতান্ত লজ্জার কথা। এত দিনে যে দোষ ঘুচিল না, সে দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহার সম্বন্ধে আলস্য, জড়তা, ঔদাসীন্য, উপেক্ষা ও বিরাগ দূর করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই তের বৎসরের কার্য্য যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগের ভিতর এমন সমুদায় দোষ দেখিয়াছেন, যাহা নিন্দনীয় ও লজ্জাকর। পরস্পরে একত্র বাস করিবার অনিচ্ছা, বিদেশে গিয়া লোকের প্রশংসা ও আদরভাজন হইবার জন্য অভিলাষ, এ স্থানকে নিতান্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণার কারণ বলিয়া মনে করা, একত্র উপাসনার প্রতি বীতস্পৃহা, এ সকল যে আমাদের মধ্যে আছে, ইহা আর কে না দেখিতেছেন? এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সে আক্ষেপের কারণ এখন তিরোহিত হইয়াছে, এত বৎসরে আমরা সে কথা বলিতে পারিতেছি না। যাহা এত দিনে হইল না, তাহা কি আর হইবে, না হইবার সম্ভব, এই কথাই সকলের মনে হয়। আমরা যে

একটি বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত এ কথা আমরা যেন ভুলিয়া গিয়াছি। এই বিধানের বিধি, ব্যবস্থা, নিয়ম, প্রণালী রক্ষা করিলে যে আমাদের পরিত্রাণ, ইহাতে আমাদের যে কাহারও বিশ্বাস আছে, ব্যবহারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, মৃত্যুরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কত ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিল, কত ধর্ম্মসম্প্রদায় বিলীন হইয়া গেল। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় পৃথিবীতে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিল, দুদিনের মধ্যে তাহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। এখন যে সকল বড় বড় ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান, তাহার আরম্ভেই কি পতনের মূল দৃষ্ট হয় নাই? শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ে তাঁহার বিদ্যমান সময়েই তাঁহার ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ নীচু করিয়া লোকদিগকে তন্মধ্যে সংগ্রহ করিবার যত্ন হইয়াছিল। খ্রীষ্টের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার প্রেরিতবর্গের মধ্যে অচিরে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এমন কি সভা করিয়া তাহার মীমাংসা করিবার জন্য যত্ন হইয়াছে। মহামতি শাক্য জীবিত থাকিতেই তাঁহার দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া উহা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এদেশে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অপ্রতুলতা নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধও বিলক্ষণ। যে সম্প্রদায় প্রথমে স্থাপিত হয়, তাহার কঠোর নিয়ম বিধি ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবল ব্যক্তিগণ কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া একটি একটি নূতন দল সংসৃষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই উচ্চ আদর্শকে লঘু করিবার প্রবৃত্তি হইতেই এ প্রকার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নবধর্ম্মের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার ভাব উদ্যম উৎসাহ চির দিন রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মতবিরোধ উপস্থিত হয়, ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। মানুষ রক্তমাংসের পিণ্ড লইয়া বাস করে, তাহার মধ্যে পশু আছে, কত প্রকারের প্রবৃত্তি বাসনা আছে, সে সকলকে জয় করিয়া ধর্ম্মের আগুন চির দিন প্রজ্বলিত করিয়া রাখা কি বড় সহজ কথা? যাহা ইতিহাসে ঘটিয়াছে, আমাদের সম্বন্ধে তাহাই ঘটিবে, এ আর বিচিত্র কি?

ইতিহাস পাঠ করিলে মানবজাতির সাধারণ গতি বুঝা যায়, এই সাধারণ গতির ভিতরে আশার কথা অতি অল্পই আছে। কত জাতি উঠিল, কত জাতি পড়িল, এখানে কিছুরই স্থিরতা নাই। এমন কি ধর্ম্ম—যিনি সকল চঞ্চলতা অস্থিরতা নিবারণ করিয়া স্থিরতর রাজ্যস্থাপনের জন্য আগমন করেন তিনিও মানবজাতির অধোগতি মধ্যে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন না। তবে আমাদের সম্বন্ধে আশা কি? আমাদের দিন দিন অধোগতি কি নিবারণ হইবার নহে? বাহিরে সম্প্রদায় সকলের উত্থান পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহাতে অসম্পন্ন রহিয়াছে? তাঁহার অভিপ্রায় অপরাজেয়। উহা গূঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া মানবজাতিকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় আনিতেছে। আমরা এই অপরাজেয় অভিপ্রায়ের নিকটে পরাজয় স্বীকার না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিব না। এই অভিপ্রায়ের বিরোধে যত আমরা চলিব, ততই আমাদের দুর্ব্বলতা, ক্ষীণতা, নীচতা, হীনতা, পাপ, কলঙ্ক বাড়িতে থাকিবে। এ অবস্থায় আমরা কত দিন সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিব? জীবনান্ত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি লোককে এ অভিপ্রায়ের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে? স্বয়ং ঈশ্বর যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি অসম্পন্ন থাকিতে পারে? চির দিন মানুষ তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরোধী হইয়া সংগ্রাম করিয়াছে, আর এই সংগ্রাম হইতেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইয়া জনসমাজকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আনন্দের সহিত আপনাদিগকে এই অভিপ্রায়ের অধীন করিয়াছেন।

আমাদিগের বিধানে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে নূতনভাবসম্পন্ন হইবার জন্য আমরা সকলে কি একত্রিত হই নাই? সকল বিধানেই নূতন বিধি নূতন শাস্ত্র অবতরণ করে, এ বিধান কি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত? ঈশ্বর আমাদের শাস্ত্র, তিনি যাহা বলেন, তাহাই আমাদের বিধি, আমাদের আবার নূতন শাস্ত্র ও বিধি কি, একথা বলিলে কি এই কথা বলা হয় না, আজ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইল ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে কত প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনি কোন শাস্ত্র বা বিধি আমাদের কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ করেন নাই। যে মণ্ডলী আশা করে, এক দিন সমুদায় পৃথিবীকে আপনার অন্তর্ভূত করিবে, সে মণ্ডলীসম্বন্ধে ঈশ্বর এমন কোন নূতন শাস্ত্র বা বিধি প্রকাশ করে নাই, যে শাস্ত্র ও বিধির দিকে দৃষ্টি করিয়া আমরা বলিতে পারিব, এ শাস্ত্র ও বিধি এক দিন সমুদায় পৃথিবী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবেই হইবে। সত্যের জয় হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে, আমরা একথা কত উৎসাহের সহিত বলি। যাহাদের নিকট কোন সত্য অবতরণ করেন নাই, কোন ধর্ম্ম আসে নাই, তাহাদের এরূপ বলিবার অধিকার কি? সত্যই আমাদের শাস্ত্র, ধর্ম্মই আমাদের বিধি ইহা যদি সত্য হয়, তবে এমন কোন ধর্ম্ম কি আমাদের মধ্যে ভগবান্ প্রেরণ করেন নাই, যাহার জন্য আমরা অনায়াসে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি? কোন নূতন শাস্ত্র কোন নূতন বিধি আমরা পাই নাই, একথা বলিলে যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়, ইহা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকেন। আমরা যে শাস্ত্র যে বিধি পাইয়াছি, তাহা আমরা অন্য লোকের উপরে চাপাইব না, স্বয়ং ঈশ্বর আলোক হইয়া সে শাস্ত্র ও বিধির সত্যত্ব তাহাদের নিকটে প্রমাণিত করিবেন, এবং তাহারা সে সকল গ্রহণ করিবে, একথা এক কথা, আর আমাদের কোন শাস্ত্র বা বিধি নাই ইহা বলা অন্য কথা। আমরা ঈশ্বরের নিকটে যে শাস্ত্র ও যে বিধি পাইয়াছি তাহা না মানিলে যে আমাদের পরিত্রাণ নাই, ইহা আমাদের সকলকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এই বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমাদের মণ্ডলীর ভয়ানক দুর্দ্দশা উপস্থিত।

ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে যত বিধি প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে,

উপাসনাবিধি সর্ব্বাপেক্ষা জীবনপ্রদ। এ বিধি রক্ষা না করিয়া কেহ যে অধ্যাত্মজীবন রক্ষা করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি যে মনে করিবেন একা একা উপাসনা করিলেই হইল, দল বান্ধিয়া উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি, ইহাতে তিনি আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিবেন। ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার বিপরীত আচরণ করিলে আমাদের কি কখন কল্যাণ হইবে, না পরিত্রাণ হইবে? ঈশ্বর আমাদের যত জনকে একত্র তাঁহাকে ডাকিতে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই অভিপ্রায়ে একটি অখণ্ড দলে বদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সে সকল লোককে ছাড়িয়া সে দলের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইব এরূপ মনে করি কেন? তিনি যাহা অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে লাভ করিব এ আশা কেবল দুরাশা নয়, অপরাধজনক। ঈশ্বর আমাদিগকে ডাকিয়াছেন কি না, ঈশ্বর আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন কি না, এত দিনে কি আমরা এ বিষয়ে সন্দেহ করিব? যদি তিনি ডাকিয়া থাকেন, তিনি একত্র করিয়া থাকেন, তবে ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাই কোথায়? ইহাদিগকে ছাড়িয়া কি আমি পরিত্রাণের আশা করিতে পারি? আমাদের পরিত্রাণ কোথায় অন্যত্র নহে, এই দলে। ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, ঈশ্বরকে পূজা করা, ঈশ্বরের আদেশ সমুদায় পালন করা, এই সকলেতেই আমাদের পরিত্রাণ। এই সকলই আমাদের নববৃন্দাবন। এ নববৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় গিয়া আমরা নববৃন্দাবনের অধীশ্বরকে পাইব? তিনি যেখানে আপনাকে দেখাইতেছেন, সেখানে তাঁহাকে না দেখিয়া যদি অন্যত্র আমরা তাঁহাকে খুঁজিতে যাই, নিশ্চয় নিরাশ হইব। যদি এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখা সহজ হইবে।

আমরা একটী গণ্ডীর মধ্যে বাস করিতেছি, এই গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরে গেলেই আমাদের বিপৎ। আখ্যায়িকায় বলে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া তাহার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, বাহিরে গেলেই বিপদ্ হইবে ইহা বলিয়াও তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুকবেশধারী রাবণের প্রতি দয়াবশতঃ তিনি সেই গণ্ডীর বাহিরে গিয়া তাহার অধিকারভুক্ত এবং তাহার গৃহে কারারুদ্ধ হইলেন। ঈশ্বর আমাদিগকে যে গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়াছেন, তাহার অবমাননা করিয়া যদি আমরা বাহিরে যাই, তাহা হইলে কি আমাদের সেইরূপ বিপদ্ হইবে না? বাহিরে গেলে আমরা সহজে পাপরিপুর কবলস্থ হইয়া পড়িব। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন, যাঁহারা এ কথাকে নিতান্ত স্ববিরোধী বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা সমুদায় পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, সকল নরনারীর সঙ্গে জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র দলের ভিতরে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে, এই আমাদের নববৃন্দাবন বলিয়া বদ্ধ হইয়া রহিতেছেন, ইহার তুল্য আর স্ববিরোধিতা কি আছে? যাঁহারা নিত্য নূতন কথা শুনিয়া চলিতেন তাঁহারা একবার যে শাস্ত্র ও বিধি পাইয়াছেন, তাহার দ্বারা আপনাদের হাত পা বান্ধিয়া রাখিতে চান, ইহার তুল্য নিজের অকল্যাণসাধন আর কি হইতে পারে? ইহাদের এ কথায় এই বুঝায় যে, ঈশ্বর এত দিন যাহা বলিয়াছেন যাহা দিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, সে সকলের আর জীবনের পক্ষে কোন উপযোগিতা নাই, তাঁহার সত্য সমুদায় পুরাতন হইয়াছে, তাঁহার বিধান সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; তিনি যাহা কিছু দেন তাহা সকলই অনিত্য ও অস্থায়ী নিত্য কালের সহিত তাহার কোন যোগ নাই। ইহাদের মতে, যে নূতন সত্য ও বিধি আজও সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করে নাই, আর যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, আরও গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত রহিয়াছেন, এ দুইয়ের মধ্যে ফলে কোন পার্থক্য নাই! যাঁহারা আলোক লাভ করিয়া পরে বিতরণ করিবেন, তাঁহারা সেই আলোক লাভের জন্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া পূজা বন্দনা সেবা প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিবেন, ইহা যেন নিতান্ত দূষণীয়! গণ্ডী বা দল আলোক অবতরণের জন্য, জীবন গঠনের জন্য, ইহা সঙ্কুচিত হৃদয়তাসাধক বলিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া একাকী হওয়া, ইহাই কি প্রকৃত উদারতা? যেখান হইতে সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্যের অবতরণ হয়, সে স্থানের প্রতি অনাদর কি ঈশ্বরের প্রতি অনাদর নয়? তিনি এই সকল অবতারণের জন্য যে যন্ত্র আপনি গঠন করিয়াছেন, তৎপ্রতি অনাদর ও উপেক্ষা তাঁহার প্রতি কি অনাদর ও উপেক্ষা নহে?

ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে দলের ভিতরে বাস করিলে শাসিত হইতে হয়, সকল প্রকারের স্বার্থ অভিমান পরিত্যাগ করিতে হয়, অকিঞ্চন দীন হইয়া থাকিতে হয়, এজন্য ইহাকে অনাদর করিয়া যেখানে গেলে দশজনের সম্ভ্রম ও মান বাড়ে সেখানে যাইতেই অনেকের প্রবৃত্তি। ধর্ম্মবন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলে প্রধান প্রধান লোকের নিকটে সম্ভ্রম পাওয়া যায়, আর গণ্ডীর ভিতরে থাকিলে কেবলই লাঞ্ছনা, এজন্য কাহার না এস্থান ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে প্রবৃত্তি হয়? আমরা কি তবে যশ মান খ্যাতি উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছি? পরিত্রাণলাভের আশায় আসি নাই? ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে থাকিলে যদি পাপ ছাড়িতে হয়, বিশুদ্ধ হইতে হয়, তাহা হইলে ইহা লাভ না অলাভ? সকলে মিলিত হইয়া একত্র পূজা অর্চ্চনা করিলে যদি পাপক্ষয় হয়, নূতন নূতন আলোকে জীবন ভূষিত হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি উপেক্ষা পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে কি শোভা পায়? আমাদের গণ্ডী দল ও পরিবার। প্রেরিত প্রচারকগণ যেখানে একত্রিত হইয়া পূজা করেন সাধন করেন, সেখানে নববৃন্দাবনের যেমন উদয়, প্রতি পরিবারে পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয়গণে মিলিত হইয়া যে অর্চ্চনা বন্দনা করেন তাহাতেও সেই বৃন্দাবনের প্রকাশ। ইহারাও যেমন উপাসনাযোগে শুদ্ধ ও আলোকসম্পন্ন হন, তাঁহারাও তাহাই হইয়া থাকেন। পরিবারমধ্যে বাস করিতে গেলে একটি পঞ্চম-

বর্ষীয় শিশুর দ্বারাও শাসিত হইতে হয়, ইহা কে না জানে? যেখানে শাসন নাই, সেখানে পুণ্যসঞ্চয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা সাধকমণ্ডলীকে বা পরিবারবর্গকে কারাগার মনে করিয়া যদি দূরে পলায়ন করি, আমরা মৃত্যুর পন্থা আশ্রয় করিব। যে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিল, সে মৃত ও শুষ্ক হইবার পথে দাঁড়াইল। কৃপানিধান পরমেশ্বর আমাদিগকে ভয়ের পথ হইতে রক্ষা করুন। আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার অনুগত দাস হইয়া তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাতে নিত্য জীবন লাভ করিব, তিনি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন। আমাদের এ সম্বন্ধে যে বিশ্বাসের গোল আছে, মনে সংশয় আছে, তিনি সে সকল অপনয়ন করুন। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া নিত্যবৃন্দাবনবাসী হইয়া থাকিব, এ অভিলাষ আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হউক। একবার তাঁহাকে এবং তাঁহার সকলকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এক হইয়া যাই, তৎপর তাঁহার আদেশে যেখানে যাইব তিনি ও সকলে সঙ্গে থাকিবেন। তাঁহার কৃপায় এই মহত্তর ব্যাপার আমাদিগের জীবনে সিদ্ধ হইবে, ইহাই আমাদের আশা।

প্রাপ্ত।

(ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হইতে।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১৩ই পৌষ প্রাতঃকালে বাবু সত্যকুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে উপাসনা হইল। চিরকুমার ব্যক্তির ধর্ম্ম সাধন করা কেবল শিশুগণের প্রতি প্রেম ও সদ্‌গৃহস্থের প্রতি মান্য শ্রদ্ধা ও গভীর চিন্তা ও যোগসাধনে সম্ভব, এই বিষয়ে উপদেশ হইল। অপরাহ্নে স্থানীয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে যুগধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা হইল; ১৫। ২০ জন মাত্র শ্রোতা ছিলেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথচন্দ্রের গৃহে উপাসনা ও আলোচনা হইল। ১৫ই পৌষ পিংনাতে ফিরিয়া আসি। ১৭ই পৌষ রবিবার পিংনাট্রেডিং কোম্পানীর গৃহে একটী সভা আহূত হয়। যে বক্তৃতা হইল তাহার সার—জীবজগতের প্রথমদিকে, মৎস্য কীটাদিতে কেবল আত্মনিষ্ঠ প্রেম বা স্বার্থপরতাই দেখিতে পাওয়ায়। তৎপর ক্রমে দেখা যায় অত্যন্ত স্বার্থপর হিংস্রজন্তু পর্য্যন্ত অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পরার্থপর হয়—যথা সদ্যোজাত শিশুকে রক্ষা করিতে হিংস্রজীবও প্রাণপণে যত্ন করে। সর্ব্বোচ্চ মনুষ্যজাতিতে অত্যন্ত পরার্থপরতা দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা স্বার্থশূন্য হইয়া পরপ্রেমে বা দেশ ও জাতির প্রেমে প্রাণ দেন। ধর্ম্মরাজ্যেও প্রথমদিকে সকলেই স্বার্থপর হইয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করে, পরে আত্মীয় পরিবারের কুশল মানস করে। কিন্তু যাঁহারা উচ্চ ধর্ম্মে দীক্ষিত তাঁহারা সমস্ত নরজাতির নিত্য সুখ শান্তির জন্য তনু, মন, ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সকলেরই চেষ্টা আছে, এই ব্রতে কে কত দূর অগ্রসর হইতেছেন তাহা অবগত হইতে নিজের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি করিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। যিনি যে ধর্ম্ম সাধন করুন না কেন সম্পূর্ণরূপ পরার্থপর হইয়া জগতের সেবা করিলেই উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেন। স্বয়ং পরমেশ্বর এই পরার্থপর ব্রতে ব্রতী, তাঁহার সহিত এক কার্য্যে চির নিযুক্ত থাকিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, ইহাই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ সফলতা ও পুরস্কার। ইহাতেই পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবে।

সন্ধ্যারপর শশী বাবুর বৈঠকখানায় সামাজিক ভাবে উপাসনা করিলাম। কএকটি বন্ধু যোগ দিয়াছিলেন। পরদিন, ১৮ই পৌষ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়ের গৃহে কএকটি ভদ্র লোক ও ভদ্র মহিলা সমবেত হন। নিম্নলিখিত ভাবে কিছু বলা হইয়াছিল,—গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম্মসাধনের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে। গৃহপরিবারশূন্য লোকেরা গার্হস্থ্য আশ্রমকে সুখের স্থান মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা সপরিবার গৃহে বাস করিতেছেন তাঁহাদিগের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিলে কেবল হিংসা, দ্বেষ, দারিদ্র্য, দুঃখ, পীড়া, অশান্তি, বিবাদ, কলহ ইত্যাদি দেখা যায়। সংসার দুঃখালয় হইবার কারণ এই যে, কি অভিপ্রায়ে সংসারে আসা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এসংসারে আসিবার এ কমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, আমরা পরিবার ও প্রতিবেশিগণের সাহায্যে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ও হীনতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা করিব এবং সকল প্রিয় জন সহ প্রিয়তম পরমেশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার কৃপায় স্বর্গসুখ ভোগ করিব। ঈশ্বরের সৃষ্টির ইহাই অভিপ্রায়। পরিবারে যেরূপ সকলে আছেন সেইরূপই থাকিবেন, কেবল মধ্যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দাস দাসী হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। ইহাই সুখশান্তির পথ। পক্ষান্তরে ঈশ্বরবিহীন গৃহ শ্মশান সমান ভয়ানক। গৃহিণীগণ যেমন স্বামীর উপার্জ্জিত ধনদ্বারা আহারীয় ক্রয় করাইয়া সুখভোজ্য সামগ্রী রন্ধন করিয়া স্বামিগণকে সুখী করেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের অর্জ্জিত জ্ঞান, প্রেম পুণ্য গ্রহণ করিয়া পরিবারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলে স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া তাঁহারা পরম সুখে বাস করিতে পারেন।

২২শে পৌষ শুক্রবার পিংনা হইতে ৪মাইল পূর্ব্বে পুঁটিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারীর কাছারী ঝাওয়াইল যাই। একটি ভদ্রলোক পীড়িত ছিলেন, তাঁহাকে দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পীড়িত ব্যক্তি একটু ভাল ছিলেন। দেখিয়া এই বৃহৎ কাছারীর নায়েব মহাশয়ের গৃহে একটী সভা করা হইল। আমলাগণ ও অপর অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। 'পূজা উপাসনা দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব এবং সেই উন্নতি সাধনের জন্য একাগ্রচিত্ত ও একান্ত সংযত হওয়া প্রয়োজন' এই বিষয় বলা হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্থানীয় মাইনর স্কুলে আধ্যাত্মিকা দ্বারা বিনীত ও পরিশ্রমী হইতে ছাত্রগণকে উপদেশ দেওয়া গেল। পর দিন হস্তিপৃষ্ঠে পিংনা ফিরিয়া আসিলাম। আমি ডাক্তার বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আসিতেছিলাম। তিনি প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার পরলোগতা মাতৃদেবীর যেরূপ পরসেবা, শত্রুসেবা, স্বার্থত্যাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বিবৃত করিলেন, তাহাতে অত্যন্ত উপকৃত

হইলাম। বন্ধু পূর্ণ বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম যে এমন দেবীচরিত্র যেন বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া না যায়। আমরা কোন একটি সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেই ইংরেজ বা অন্য কোন বিদেশীয় লোকের জীবনের কথা বলি,ইহাতে অনেক লোকে বিরক্ত হন। অপর দিকে অনেক লোকের জ্ঞান যে যাহা কিছু অসাধারণ মহত্ত্বের ব্যাপার তাহা যেন আমাদের দেশের পূর্ব্বকালেই শেষ হইয়াছে, এবং হয়ত বা এখন যাঁহারা সভ্যতা ও ক্ষমতাতে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু আমাদের কত পল্লীগ্রামে কত গরিব মিস্‌নাইটিঙ্গেল্, কত অজ্ঞাত হাউয়ার্ড, কত অপ্রকাশিত মণিকা আছে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না জানিলেও অন্যকে জানাই না, তাহাতে সমগ্র জাতি আরও হীন হইয়া যাইতেছে।

২৪শে পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে শশী বাবুর বৈঠকখানাতে স্থানীয় অনেকটি ছাত্র বালক ও যুবককে লইয়া একটা নীতিশিক্ষা সভা করা হইয়াছিল। গল্পদ্বারা ভ্রাতৃপ্রেম,সত্যনিষ্ঠা,বাধ্যতা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানে একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থাও হইতেছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত লোক ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর না হওয়াতে এরূপ একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে নাই। অপরাহ্ণে স্থানীয় প্রায় সকল ভদ্রলোককে লইয়া একটী সভা হইল। এ সভা বিরাট্‌সভা নহে। সর্ব্বশুদ্ধ প'চিশ জনের অধিক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন না। স্থানীয় মুনসেফ বাবুও আসিয়াছিলেন। নববিধান কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। যতদিনের মনুষ্য-জীবনের বিষয় জানা যায় তাহাতে এই সত্য দেখা যায় যে, যে সময়ে যতটুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছিল পরমেশ্বর সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়া আপনাকে মানুষের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা স্বর্গের দিকে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। পৃথিবীতে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অনেক বিধান আগমন করিয়াছে। পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের নিকট সত্যস্বরূপ, বুদ্ধের নিকট জ্ঞানস্বরূপ, ঈশা ও চৈতন্যের নিকট প্রেমস্বরূপ (দুই পৃথক্ ভাবে), মোহম্মদের নিকট অদ্বিতীয়স্বরূপ, ও ঈশার নিকট পুণ্যস্বরূপ প্রকাশ হইয়াছিল। এখন এদেশে সকল ভাবের সমাবেশ হইয়া মহাসমন্বয়বিধান আসিয়াছে। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরকে চাহিয়াছিলেন, ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া স্বীয় অনন্তস্বরূপমধ্যে লীন সাধুমহাজনগণকে দেখাইলেন, তজ্জন্যই ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের অনুরোধে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে বিশ্বাস করিলেন এবং সকল মহাজনগণকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই নববিধান। বক্তৃতার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত নববিধানের পার্থক্য কি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলাম। কারণ আমার ধর্ম্মরাজ্যে জন্মই নববিধানে, আমি নববিধানই জানি ও যত দূর সাধ্য কিছু বলিলাম, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে গেলে কৃতকার্য্য হইব মনে করি না।

সায়ংকালে সামাজিক ভাবে উপাসনা হইল। উপদেশের সার এইরূপে বলা যাইতে পারে—সদ্‌ভাবাপন্ন সহজ মানুষ সংসারে চলিতে চলিতে জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে ব্রহ্মপ্রকাশ অনুভব করিয়া চমকিত হয়। তৎপর উপাসনা ও সাধুসঙ্গদ্বারা সেই ক্ষণিক প্রকাশিত ঈশ্বরকে ক্রমে অধিকতর স্থানে ও সময়ে দেখিতে পায়। এইরূপে অগ্রসর হইয়া পরে সে দেখিতে পায় যে, সূতিকাগার হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই জ্ঞান প্রেম পুণ্যময়ের ভাবরাজ্যে সে বাস করিতেছে। এই ভাব যত স্থায়ী হয় ততই সে স্বর্গসুখ পায়, ইহাই স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস। ইহা প্রত্যেকের সাধ্যায়ত্ত ও সাধনের বস্তু।

পরদিন ২৫শে পৌষ ৮ই জানুয়ারি, শ্রীমদাচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণের দিন। কার্য্যানুরোধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাশয়ের সঙ্গে আমাকে সিরাজগঞ্জ যাইতে হইল। মঙ্গলময় সকলই মঙ্গলের জন্য সংঘটনা করেন, ইহাও মঙ্গলের জন্যই হইল। ইহার পর ১৫ দিন আমাকে সিরাজগঞ্জে থাকিতে হইয়াছিল। এস্থানটি একটি বাণিজ্য স্থান। ইংরেজ,মাড়োয়াড়ী,হিন্দু ও বাঙ্গালী বহু লোক এখানে পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আমাদের উপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসবাটী ইহার নিকট। প্রথম জীবনে উপাধ্যায় মহাশয় এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন এবং বহুলোকের সহানুভূতিও লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ সমাজের আন্দোলন উপস্থিত হইলে এখানকার সহানুভূতিকারী ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেই সহানুভূতি করেন। ইহাদিগের মধ্যে ডাক্তার অমৃতবাবু অত্যন্ত উদ্যমশীল লোক ছিলেন; তাঁহার যত্নে ব্রাহ্মসমাজের একটি পাকা ঘর হয়। এখন অমৃত বাবু পরলোকে এবং ব্রহ্মমন্দিরটি ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। টাঙ্গাইলস্থ নববিধানী ব্রাহ্ম বাবু শশিভূষণ তালুকদারের নিবাসও এই অঞ্চলে। তিনি এখানে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া নিজব্যয়ে একটা টিনের আটচালা ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা সহানুভূতি করিতেন তাঁহাদিগের কএক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে উপাসনার স্থান হইলেই পুনরায় সাপ্তাহিক উপাসনা নিয়মমত চলিবে। ইহারা কোন সমাজের বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। শুদ্ধচরিত্র লোক, হিন্দুসমাজে থাকিয়া নিরাকার ব্রাহ্মোপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন। নববিধানের প্রতি ও উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি ইহাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইতি পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জের পশ্চিম ভাগে বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় এম, এ, হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা হইবার বিষয় বলিয়াছি। শশী বাবু প্রতিষ্ঠিত এই উপাসনাগৃহ পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হইল। আশা হয় অচিরে নববিধান এস্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সংবাদ।

গত ২৯এ মাঘ ও ৯ই ফাল্গুন আমাদের গৃহস্থপ্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বি, এ, কৃষ্ণনগর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সমাজের আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে প্রকাণ্ড ব্রহ্মমন্দির আছে, কিন্তু দুই তিনটির অধিক লোক নাই।

সম্প্রতি ঢাকা নববিধানসমাজের সভ্য শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগরে প্রচারার্থ গমন করিয়া দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন; ঐ দুই বক্তৃতাসভায় শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বি, এ, সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বক্তৃতায় ছাত্রেরা সন্তোষ লাভ করিয়াছে। মহেশ বাবু এক দিন সামাজিক বিষয়ে অপর এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥টার সময় আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিয়োগীর পুত্র শ্রীমান্ অমর প্রসাদ নিয়োগী ক্ষয়রোগে মাতা পিতা ও ভ্রাতাদিগকে শোকে মগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমান্ অমর প্রসাদ আমাদের ঢাকাস্থ প্রচারক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী সুখদার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমতী সুখদাও কয়েক দিন হইতে জ্বররোগে আক্রান্ত

ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থা ঠিক ছিল না, সুতরাং তৎকালে কোন শোকের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। শব লইয়া যাইবার সময় যখন উপাসনা হয়, সেই উপাসনায় যোগ দিতে গিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়। এই সময় হইতেই তিনি আপনার পিতাকে বলিতে থাকেন, আর আমার জীবনে লাভ কি, এ জীবন শেষ করাই ভাল। মনের সান্ত্বনার জন্য সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গীত মনে আইসে না, সঙ্গীত পুস্তক লইয়া সঙ্গীত করিতে গিয়া চক্ষে দেখিতে পান না, এই অবস্থায় তাঁহার উদরভঙ্গ হয়, এবং কিছুক্ষণ পরে একটী রক্তবহা নাড়ী বিদীর্ণ হইয়া যায়। শোণিতস্রাবে তিনি একান্ত বিকল হইয়া পড়েন এবং পরদিন (২৪শে ফাল্গুন) প্রাতে ৮টার সময়ে বিরহজনিত সকল শোক সন্তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পতির অনুগামিনী হয়েন। শব শ্মশানে নীত হয়। আশ্চর্য্য এই যে, যে চিতায় অমরের দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, সেই চিতা তখনও অনির্ব্বাপিত অবস্থায় ছিল। সেই চিতোপরি সজ্জিত ইন্ধনরাশির অনলে সুখদার সুকোমল দেহ দগ্ধ হইল। অমর ও সুখদা হাসিতে হাসিতে একই সময়ে অমরধামে গমন করিলেন, এখন কেবল পৃথিবীতে উভয়ের পিতা ও মাতা হা হতোস্মি করিতে রহিলেন। যিনি সকলের সান্ত্বনা, তিনিই এখন ইঁহাদের সান্ত্বনা; তাঁহাতে ইঁহাদের মন মগ্ন হইয়া শান্তিলাভ করুক, ইহাই আমাদের হৃদগত প্রার্থনা।

বিগত দুই রবিবার হইতে শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। যতদিন শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতায় প্রত্যাগমন না করিতেছেন, তত দিন তিনি উপাসনার কার্য্য করিবেন। দুই রবিবারেই 'দল' বিষয়ে তিনি উপদেশ দান করেন। দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন কখন কল্যাণকর নয়, দলে সংযুক্ত থাকা অধ্যাত্মজীবন লাভের উপায়, দলে স্থিতি করিয়া চরিত্র গঠিত হয়, ধনবিদ্যাদি সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রই শ্রেষ্ঠ, চরিত্র বিনা সকলই বিফল, চরিত্রে যদি ব্রহ্মাবির্ভাব প্রকাশ না পাইল তাহা হইলে মানবজীবন ধারণ বৃথা, চরিত্রের শুদ্ধতা ও পবিত্রতাতে ব্রহ্মাবির্ভাব হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে উপদেশদ্বয়ে বিবৃত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই সময়োপযোগী উপদেশে উপাসকমাত্রেই নিজ নিজ গুরুতর কর্ত্তব্যহৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের বন্ধু স্বর্গগত শ্যামাচরণ ধর মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ শরৎকুমার ধর মজুমদার বাগবাজারে স্বর্গগত কালীনাথ বসুর গৃহে বিগত রবিবার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই উমানাথ গুপ্ত এবং মণ্ডলীস্থ অনেকে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত অধ্যেতার কার্য্যে সহায় হন। শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দান হয়।

কলিকাতা নববিধান প্রচারবিভাগ ১৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ১৲, ব্রহ্মমন্দির ১৲, বাঁকিপুর বিধানাশ্রম ১৲, অনাথ আশ্রম ১৲, আতুর আশ্রম ১৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ১৲, ঢাকা পতিতোদ্ধারাশ্রম ১৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ১৲, LITTLE SISTERS OF THE POOR ১৲, দরিদ্রগণকে বিতরণার্থ পয়সা ১৲, জোড়া ২টী, ভক্ত সাধকগণের জন্য ধুতি ১ জোড়া, গৈরিক উত্তরীয় ২ খান, ছত্র ১ টী, বিনামা ১ জোড়া, সতরঞ্চ ১ খান, আসন ১ খান, থালা ১ খান, গেলাস ১ টী, বাটি ১ টী, পাখা ৫ খানা, কুঁজা ২ টী, দরিদ্রদিগকে বিতরণার্থ চাউল।

বিগত ২৪ ফাল্গুন বুধবার চট্টগ্রামে স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন দাসের সঙ্গে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যময়ীর শুভ পরিণয়ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৩ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কল্যাণময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এ সম্বন্ধে ও স্মৃতিমন্দিরপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে বিশেষ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাববশতঃ এবার আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ফেব্রুয়ারী মাসের ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয়।

আয়।

এককালীন দান।

মহারাজা, কুচবিহার	...	১৫০৲
রাজকুমারী সুকৃতি সুন্দরী দেবী	...	১০৲
		১৬০৲

মাসিক দান।

মহারাণী, কুচবিহার	...	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেন	...	৫৲
" " বরদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২৲
" " নলিনবিহারী সরকার	...	২৲
" " করুণাচন্দ্র সেন	...	১৲
" " সুরেশচন্দ্র বসু	...	॥০
" " সরলচন্দ্র সেন	...	॥০
" " সীতানাথ রায়	...	॥০
" " সুনন্দচন্দ্র সেন	...	।০
" " গুণেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	।০
" " হৃদয়ভূষণ ঘোষ	...	।০
" " হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	।০
" " মতিলাল মজুমদার	...	।০
" " ললিতামোহন রায়	...	।০
" " গোষ্ঠবিহারী মল্লিক	...	।০
		২৩।০
	সর্ব্বশুদ্ধ	১৮৩।০

ব্যয়।

বেহারার বেতন জানুয়ারি		৸০
বাতি	...	⁄১৫
পাখা নামানের কুলি		১।০
গাড়িভাড়া ভাই প্রসন্নকুমার সেন ও ভাই অমৃতলাল বসু		৫⁄৫
পাথের ভাই অমৃতলাল বসু	...	৫৲
গ্যাসের বিল ডিসেম্বর	...	৫।০
গ্যাসের পাইপ মেরামত,গৌরমোহন ধরের পুরাতন বিলের মধ্যে		২৲
মন্দির মেরামত ৩৭৩ টাকার মধ্যে		১৫০
		১৭৫।০
অবশিষ্ট		৮৲
		১৮৩।০

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
৬ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্, তুমি অন্ধের চক্ষু বধিরের কর্ণ, আমরা সকলেই অন্ধ সকলেই বধির। আমরা যদি তোমায় আমাদের চক্ষু না করি, আমাদের কর্ণ না করি, তাহা হইলে এ সংসারে আমাদের পদে পদে ঘোর বিপদ্। তোমার ভাল ভাল ছেলেরা আপনাদিগকে অন্ধ জানিতেন তাই তাঁহারা অন্ধের ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তন করিতেন, আপনাদিগকে বধির জানিতেন তাই তাঁহারা তোমাকে তাঁহাদের কর্ণ করিয়া সেই কর্ণযোগে স্বর্গের শুভসংবাদ নিত্য শ্রবণ করিতেন। আমাদের বাহিরের চক্ষু আত্মার চক্ষু নহে, আমাদের বাহিরের কর্ণ আত্মার কর্ণ নহে। তুমি আমাদের অন্তশ্চক্ষুঃ তুমি আমাদের অন্তঃকর্ণ। যখন তুমি আমাদের চক্ষু ও কর্ণ হও, তখন বাহিরের চক্ষু অভদ্র দর্শন করিতে পারে না, কেবলই সর্ব্বত্র স্বর্গ দেখে, বাহিরের কর্ণ অভদ্র শ্রবণ করিতে পারে না, সকল শব্দের মধ্যে স্বর্গীয় সুমধুর পবিত্র বাণী শ্রবণ করে। হে দেব, এত দিনের সাধনের পরও আমরা আমাদিগকে অন্ধ ও বধির বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাই অন্ধ হইয়া চক্ষুষ্মানের ন্যায়, বধির হইয়া শ্রুতিশীলের ন্যায় ব্যবহার করিতে সাহস করি, আর পদে পদে ধর্ম্মজীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলি। বাহিরের চক্ষু যাহা দেখে, বাহিরের কর্ণ যাহা শ্রবণ করে, তৎপ্রতি অনুচিত আস্থাবশতঃ অন্তরের চক্ষু অন্তরের কর্ণের প্রতি আমাদের দৃক্‌পাত থাকে না, একটু স্থির শান্ত হইয়া অন্তঃশ্চক্ষুতে দেখিবার জন্য অন্তঃকর্ণেতে শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের যত্ন পর্য্যন্ত হয় না। কোথায় আমাদের চিত্তের নিয়ত অন্তর্মুখীন গতি হইবে তাহা না হইয়া কেবলই উহা বাহিরের দিকে ধাবিত। বাহিরের চক্ষু দেখুক, বাহিরের কর্ণ শ্রবণ করুক, কিন্তু তাহারা অন্তশ্চক্ষু অন্তঃকর্ণের নিরপেক্ষ হইয়া যেন আমাদিগকে নরকানলে নিক্ষেপ না করে। হে অন্তর্যামিন্, তোমার শাসন তো নিয়তই বিদ্যমান। এই শাসনের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে অন্তরের চক্ষু ও অন্তরের কর্ণের প্রতি কোন কালে অনবধান ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের তব চরণে এই প্রার্থনা যে, বাহিরের কোন কারণে যেন আমাদের মন তোমার শাসনের প্রতি উপেক্ষাশীল না হয়; কোন প্রকার সাংসারিক সুখাভিলাষ বা লোকভয় যেন আমাদিগকে তোমার শাসন অতিক্রম করিতে সাহসী

না করে; লোকভয়ের অপেক্ষা, সাংসারিক সুখ-লোভের অপেক্ষা তোমার শাসনকে যেন আমরা অধিক ভয় করি, অধিক লোভের সামগ্রী বলিয়া মনে করি; তোমার শাসনানুসরণে আমাদের কল্যাণ, তোমার শাসনানুসরণে আমাদিগের সুখ-শান্তি ইহা জানিয়া আমরা যেন উহার অনুসরণে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকি। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া আমরা বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

অধিদেব ও অধ্যাত্ম।

দেবতা বলিলেই তাঁহা হইতে আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিগোচর হয়। যিনি সমুদায় অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন তিনি অধিদেব। সমুদায় জীব ও জগৎ হইতে যে সকল সত্য, জ্ঞান ও বিধি আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা সেই দেবতা হইতে আমাদিগের নিকটে আসিয়া থাকে। সুতরাং সে সকলের প্রতি অসমাদর সেই দেবতার প্রতি অসমাদর। স্বয়ং পরব্রহ্ম সমুদায় জগৎ ও জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকেও দেবতা বলিয়া মানি না। সকলের অধীশ্বর সেই দেবতার প্রতি আমাদিগের যতই ভক্তি, প্রীতি ও সম্ভ্রম বাড়ে, ততই সেই সকল সত্য, জ্ঞান ও বিধির প্রতি আমাদিগের আনুগত্য দিন দিন বাড়িতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজ অধিদেবের অনুগত না হইয়া কেবল আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মের অনুবর্ত্তন করিবেন বলিয়া বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে কেবল তাহারই পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং এইরূপ পর্য্যবেক্ষণে তাঁহাদিগের ক্ষীণ দৃষ্টির নিকটে যাহা প্রতিভাত হয়, কেবল তাহারই অনুসরণ করেন। অধিদেব ও অধ্যাত্ম এ উভয়ের যুগপৎ অনুসরণ না করিলে যে দোষ উপস্থিত হয় ব্রাহ্মগণের সেই দোষ ঘটিয়াছে। সে দোষ কি আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে যত্ন করিব।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মজীবনের একটি দোষ এই যে, তাঁহাদের জীবন আর অগ্রসর হইতেছে না। এত বৎসর ধরিয়া যিনি যাহা হইয়াছেন, তিনি তাহাই আছেন, আর যে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে, তিনিও প্রায় মনে করেন না, অপরেও বিশ্বাস করেন না। অনন্ত উন্নতি ব্রাহ্মগণের মত বটে, কিন্তু জীবনপথে কতক দূর অগ্রসর হইয়া স্থগিতগতি হওয়াই নিয়ম। এরূপ হয় কেন, ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া দেখা প্রতি ব্রাহ্মেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম তাঁহাদের ক্রমে উন্নতিই বা কেন হইল, এখনই বা কেন সে উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে, ইহার কারণ অবধারণ করিতে না পারিলে অক্ষুণ্ণ গতিতে আমাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধজনিত প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। যে সময় জগৎ ও জীবে অধিষ্ঠিত পরব্রহ্মের শাসন অনুসরণ করিবার সময়, সেই সময়ে ব্রাহ্মগণ পশ্চাৎ-পদ হইলেন ইহাতেই উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে, ইহা একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

জীবনের প্রথমে আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলে জীবে ও জগতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ কখন নিবদ্ধ হইতে পারে না। যে ব্যক্তির চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই, কর্ণ বিকাশ পায় নাই, সে বিস্তৃত ভূমিতে যে সকল বিষয় আছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে কি প্রকারে। প্রথম জীবনে আত্মাতে পরব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, কর্ণ বিকাশ পায়। অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে কর্ণ বিকাশ পাইলে সেই চক্ষু সেই কর্ণেতে সমুদায় জগতের দৃশ্য, সমুদায় জীবের ব্যবহার দর্শন ও শ্রবণ করিলে তবে জীবন অক্ষুণ্ণগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যদি নিরন্তর অন্তশ্চক্ষুর অন্তঃকর্ণের এইরূপ ব্যবহার না চলে তাহা

হইলে বিষয়বাসনার অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অন্তশ্চক্ষুর ক্রিয়া অবরুদ্ধ করিয়া দেয়, বিষয়সমূহ মধ্যে আসিয়া দূরতর ব্যবধান ঘটাইয়া দেয় বলিয়া কর্ণ নব নব বাণীশ্রবণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে নাতো আর কি হইবে?

যত দিন পর্য্যন্ত কেবল আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মের সম্বন্ধ চলিতে থাকে, তত দিন বাহিরের বিষয় ও ব্যবহারের প্রতি তাঁহার কেবল দৃক্‌পাত থাকে না তাহা নহে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তৎ-প্রতিকূলাচরণে তিনি প্রবৃত্ত হন। এরূপ বাহিরের বিষয় ও ব্যবহারের প্রতি দৃক্‌পাত না করা বা তৎপ্রতিকূলাচারণ করা চির দিন চলে না। বাহিরের বিষয় ও ব্যবহারনিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্ম যত দিন চলিয়াছেন, তত দিন তাঁহাতে যে সকল সত্য, জ্ঞান ও নূতন বিধি অবতরণ করিয়াছে, এখন সে গুলির সহিত বাহিরের বিষয় ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া জগজ্জীবাধিষ্ঠিত পরব্রহ্ম এবং আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম যে একই—ভিন্ন নহেন, বাহির ও অন্তরে পরব্রহ্মের ক্রিয়া যে পরস্পর বিরোধী নহে, ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণিত হইবার এই সময়। এখানে আসিয়া অনেক ব্রাহ্ম পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, এজন্য তাঁহাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আত্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম ও জগজ্জীবাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম, এ দুই যে দুই নয় এক অভিন্ন ইহা জীবন দ্বারা সপ্রমাণ না হইলে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা সিদ্ধ হইল না, যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মগণ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হইয়া জগৎ ও জীবসমূহ সহ ব্যক্তিগত বিরোধ মিটাইয়া ফেলা যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা বুঝিতে পারেন না। প্রকৃতির সহিত বিরোধও যাহা জগতের সহিত বিরোধও তাহা, জীবসমষ্টির সহিত বিরোধও যাহা জনসমাজের সহিত বিরোধও তাহা। তোমার আমার জীবনে যে সত্য, জ্ঞান ও বিধি প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকলের অনুসরণ তুমি কদাপি করিতে পারিবে না, যদি প্রকৃতিতে ও জনসমাজের ইতিহাসে প্রকাশমান সত্য, জ্ঞান ও বিধির সহিত তুমি উহাদের একতা সম্পাদন করিতে না পার? তুমি কি জান না, যে ঈশ্বর তোমাতে সত্য, জ্ঞান ও বিধি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই জনসমাজের ইতিহাসে সত্য, জ্ঞান ও বিধি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নূতন দ্বারা পুরাতন খণ্ডিত হয় না, পূর্ণতা লাভ করে, একথার কি কোন অর্থ নাই? তুমি যে সত্য ও জ্ঞান, বিধি লাভ করিয়াছ, তাহা যদি পুরাতন সত্য, জ্ঞান ও বিধির বিরোধী থাকে, প্রাচীন সত্য, জ্ঞান ও বিধির খণ্ডভাব পরিহার করাইয়া অখণ্ড পূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে তোমার জীবনও অপূর্ণ রহিল, উন্নতিও পূর্ণতা লাভ করিল, না।

যদি বল যখন নূতন পাইয়াছি, তখন পুরাতনে প্রয়োজন কি? তোমার এ কথায় বিরোধ ঘুচিতেছে না, তোমার জীবনে বিরোধ আরও ঘনীভূত হইতেছে। তুমি কি মনে কর, এই বিরোধ রাখিয়া তোমার জীবনে তুমি উন্নত হইতে পারিবে? তুমি যে উন্নত না হইয়া দিন দিন হীন হইতেছ, তাহা তোমার প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তুমি প্রতিদিন উপাসনা কর প্রার্থনা কর, অথচ তোমার অস্থির ভিতরে যে বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তুমি কিছুতেই সেখান হইতে তাহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেছ না। তোমার উপাসনা ও প্রার্থনা সে স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছায় না, সুতরাং তদ্দ্বারা তোমার প্রবৃত্তিজয় হইবে কি প্রকারে? যদি তোমার বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তি পরাজিত না হইল তাহা হইলে তোমার সাধন ভজন নিষ্ফল। এত সাধনভজনেও যখন তুমি প্রবৃত্তির অধীনতাবশতঃ সত্য, জ্ঞান ও বিধির অনুসরণ করিতে পারিতেছ না, তখন তুমি কি মনে কর যে, লোকে তোমার জীবন দেখিয়া নূতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিবে? বরং তাহারা এই বলিবে,

ইহাদের সকলই কেবল ভাণমাত্র, লোকের নিকটে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য যত্ন। তোমার জীবন যদি তোমার ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ না করিল, তাহা হইলে তোমার জীবন ধারণ কি নিষ্ফল নহে?

ব্রহ্মস্তোত্র।

আমরা ব্রহ্মস্তোত্রের অষ্টোত্তর শতনামমধ্যে গুটি কয়েক নামের ভাব ও অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সে বার যত্ন করিয়াছি। এই ব্যাখ্যানটি সময়ে সময়ে পত্রস্থ করা সমুচিত মনে করিয়া আজ আবার কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা করিতেছি।

অগতির গতি—যিনি অকিঞ্চননাথ তিনিই অগতির গতি। তিনি কখন অগতির গতি হইতে পারেন না যদি তিনি আপনি অমৃত না হয়েন, অভয় না হয়েন, অক্ষয় ও অনন্ত না হয়েন। তিনি আপনি অমৃত, অভয়, অক্ষয় ও অনন্ত হইলেও যদি অন্তর্য্যামী না হয়েন, তাহা হইলে জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইল না। যিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া পথ প্রদর্শন না করেন তিনি অগতির গতিদানে কি প্রকারে সমর্থ হইবেন। সুতরাং অগতির গতি এই নামের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী সকলগুলি নামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অকিঞ্চন হইয়া যে প্রকার ঈশ্বরকে আপনার প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তেমনি অগতি হইয়া তাঁহার নিকটে গতি ভিক্ষা করিতেছি। তিনি ভিন্ন আমার আর কোন গতি নাই। ধন জন ঐশ্বর্য্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহই আমার গতি হইতে পারে না, আশ্রয় হইতে পারে না, আমায় পরিত্রাণ দিতে পারে না। এক ঈশ্বরই গতিহীন আমার গতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আমার কিছুই নাই এই ভাবে আমি প্রথমে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, এখন আমাকে গতিহীন জানিয়া আশ্রয়ান্তরবিরহিত জানিয়া, আমার পরিত্রাণের একমাত্র হেতু তাঁহাকে জানিয়া আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তিনিই আমার পরিত্রাণ বলিয়া আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।

অখিলকারণ—যিনি অগতির গতি তিনিই অখিলকারণ। যাঁহা হইতে সমুদায়উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে সমুদায় স্থিতি করিতেছে, যাঁহার দিকে সকলের গতি হইতেছে তিনিই অখিলকারণ। কে অগতির গতি? যিনি নিখিলকারণ তিনিই অগতির গতি। যিনি সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ নহেন, তিনি কি কখন গতি দিতে পারেন? জগৎ ও জীবের উৎপত্তি স্থিতি আদি সকলই যাঁহা হইতে নিষ্পন্ন হয়, যাঁহার সঙ্গে কার্য্যরূপী আমাদের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, তিনি যে আমাদের গতি, আমাদের আশ্রয় ইহা কি আর বলিতে হয়? অখিলবিশ্বপতি সকলের কারণ পরমদেবতাকে যদি না পাই, তাহা হইলে সমুদায় জগতে সমুদায় জীবে তাঁহাকে কর্ত্তৃরূপে কিরূপে দর্শন করিব? তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র দর্শন না করিলেই বা ভূতবিদ্বেষ কি প্রকারে তিরোহিত হইবে, প্রকৃতির সহিত মিলন সম্ভবিবে? অতএব সর্ব্বভূতে সমুদায় প্রকৃতিতে কারণরূপে, সকল ক্রিয়ার প্রবর্ত্তকরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া এক অখিল কারণের সঙ্গে একত্বের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জীব ও জগতের সহিত সর্ব্বপ্রকারের বিরোধ ঘুচাইতে পারি। এই বিরোধ না ঘুচিলে কখন গতি হইতে পারে না, অগতির অগতিত্ব তিরোহিত হইতে পারে না। অগতির গতি ও অখিল কারণ এ দুই এজন্যই সাধকের স্মৃতিপথে যুগপৎ উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

অরূপ—যিনি অখিলকারণ তিনি অরূপ, আমাদের মত রূপবিশিষ্ট নহেন। তিনি আমাদের গতি দেন, তিনি আমাদের জন্য সকলই করেন, তাঁহা হইতেই সমুদায় হয়, অথচ তিনি আমাদের মত রূপবিশিষ্ট নহেন, আমরা যে তাঁহাকে মানুষের মত ভাবিব, তাহা নহে। মানুষে মানুষের জন্য যাহা করে, তদপেক্ষা তিনি অনন্ত কোটীগুণে সকলই করেন, অথচ তাঁহাকে সে সকল করিতে মানুষের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাহায্যনিরপেক্ষ। তাঁহার

চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার কর্ণ নাই অথচ তিনি শুনিতেছেন, তাঁহার হস্ত নাই অথচ তিনি গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যখন অখিল-কারণ, তখন তিনি কার্য্যের রূপে রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন না। কার্য্যের রূপে রূপবিশিষ্ট হইলে তিনি কখন তাহার মূল কারণ হইতে পারেন না, তিনি কার্য্যের মধ্যে অন্যতর কার্য্য হইয়া যান। তবে তিনি কি? সকল নাম ও রূপের তিনি কারণ, অর্থাৎ সেই সেই রূপে তাহাদিগের প্রকাশের তিনি হেতু। রূপবত্তা লাভ করিতে গিয়া যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিতে হয়, সে সকল পরিবর্ত্তনের তিনি মূল। মূলের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মূল চক্ষুরাদির অগোচর। চক্ষু-রাদির অগোচর হইয়াও কারণরূপে শক্তিরূপে সকলের যিনি মূল, তিনি অন্তশ্চক্ষুর সাক্ষাৎ উপ-লব্ধির বিষয়। যখন তাঁহাকে অখিলকারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তখনই তাঁহাকে অরূপ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ। বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তিনি অবস্তু নহেন, তাঁহাকে বিনা কোন বস্তুরই বস্তুত্ব থাকে না, সকল বস্তুর সার তিনি। তাঁহার তুল-নায় আর সকলই পরোক্ষ, তিনিই কেবল একা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়। কেন না সর্ব্বকারণ আত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়, তদতিরিক্ত আর যাহা কিছু সকলই অসাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া জ্ঞানের বিষয়।

অনাথবন্ধু—রূপবানে আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হয়; যাঁহার রূপ নাই, তিনি আমাদিগকে মুগ্ধ করিবেন কি প্রকারে? রূপ মুগ্ধ করে, না গুণ মুগ্ধ করে? গুণ মুগ্ধ করে, না সম্বন্ধ মুগ্ধ করে? গুণহীন রূপ আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না, সম্বন্ধহীন গুণ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে এবং বন্ধুতাসূত্রে গুণবান্ ব্যক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে বান্ধিতে পারে না। এরূপ স্থলে যিনি অনাথ জনের প্রতি স্থির সৌহৃদ্য প্রকাশ করেন, তৎপ্রতি আমাদের মুগ্ধ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। অনাথের সুহৃৎ হওয়া কিছু সাধারণ গুণ নহে। যিনি মহতোমহীয়ান্ অনন্ত, তিনি ক্ষুদ্রের প্রতি অনাথের প্রতি নিয়ত বন্ধুতার ব্যবহার করেন, বন্ধুতাসূত্রে তৎসহ আপনাকে বান্ধেন, এ ভাব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; এ সম্বন্ধের মধুরতা ভুলিতে পারা যায় না।

অধমতারণ—কেবল যে তিনি অনাথের বন্ধু তাহা নহে, তিনি অধমতারণ। অনাথের প্রতি দয়াবশতঃ তৎপ্রতি বন্ধুতা মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রকাশ করে, তাহাতে আর সংশয় কি? তবে কিনা ঈশ্ব-রের অনুবর্ত্তন করিয়া সাধুগণও অনাথগণের প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন করেন। এমন কি, যাহারা তাঁহা-দিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাহাদিগের প্রতি তাঁহাদের অত্যাচার করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সুহৃৎ হইয়া তাহাদিগের জন্য তাঁহারা নিয়ত প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারেন না, পরিত্রাণদান কেবল একমাত্র ঈশ্বরের হস্তে। যে ব্যক্তি পাপে অধম হইয়াছে, কে তাহাকে পরিত্রাণ দিবে? সেই অধম-তারণই কেবল তাহাকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ। আমরা অনাথবন্ধুর শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য অধমতারণের আশ্রয় গ্রহণ করি-তেছি, তিনি আমাদিগকে পাপবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তুমি সে দিন বলিলে মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। যদি সে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হয়, তবে তাহার সে দুর্ব্বলতা কোন কালে যাইবার নহে। কেহ কি কোন কালে স্বভাবের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিয়াছে? তুমিই তো বল স্বভাবের অনুবর্ত্তনই ধর্ম্ম। দুর্ব্বলতা যদি স্বভাব হয় তাহা হইলে তাহার অনুবর্ত্তন ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য যত্ন স্বভাববিরোধে যত্ন, অতএব অধর্ম্ম। এ যত্নে কৃতার্থতা উপস্থিত না হইয়া বরং দিন দিন ক্লেশ দুঃখে রোগে নিপতিত হইবারই সম্ভাবনা। অনেক লোকে স্বভাবের বিরোধে কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হইয়াছে, ধর্ম্ম করিতে গিয়া কি অধর্ম্মেই না ডুবিয়াছে!

বিবেক। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, একথা দেখিতেছি তুমি বিপরীত অর্থে গ্রহণ করিয়াছ। দুর্ব্বলশব্দের অর্থ বলের অল্পতা, একেবারে বলনাই, ইহা কখন উহা বুঝায় না। একেবারে বল থাকে না তখন যখন মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল অর্থাৎ তাহার বল অল্প। অন্যত্র হইতে বলসঞ্চার না হইলে বলের অল্পতানিবন্ধন তাহাকে প্রবৃত্তিবাসনার অধীন হইয়া পাপে নিপতিত হইতে হয়। মানুষ অল্পশক্তি অল্পজ্ঞান ইহা যখন নিত্য প্রত্যক্ষ, তখন তাহাকে দুর্ব্বল ও অল্পজ্ঞান বলা কিছু দোষের কথা নহে। যদি সে জন্ম হইতে অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞান না হইত তাহা হইলে সে জীব হইত না, ঈশ্বরের সমকক্ষ হইত, তাহার আর শক্তিতে ও জ্ঞানেতে নিত্য কাল উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। আত্মা অল্পবল হইলেও সে আর এক দিকে সবল, কেন না যতটুকু বলাধিষ্ঠান থাকিলে প্রবৃত্তিবাসনার বিরোধে দণ্ডায়মান হওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বল যখন তাহার আছে তখন সে সবল মধ্যে গণ্য। এই দেহ এক দিকে দুর্ব্বল আর এক দিকে সবল। দেহকে নিষ্পেষণ করিবার জন্য প্রকৃতি মধ্যে কত আয়োজন। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে দেহ যে দুর্ব্বল অর্থাৎ উহার বল অল্প, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু দেহে যত দিন এতটুকু বল থাকে যে, চতুর্দ্দিকের বিনাশকর সামগ্রীর প্রভাব তদ্দ্বারা উহা অতিক্রম করিতে পারে, তত দিন উহা দুর্ব্বল হইয়াও সবল। সবল দুর্ব্বল কোন্ অর্থে আমি ব্যবহার করি, যদি তুমি বুঝিতে, তোমার আমার কথায় সংশয় জন্মিত না।

বুদ্ধি। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক মানুষ জন্মপাপী বলিয়া থাকে। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে দোষ পড়ে বলিয়া এ মত এখনকার অনেকে মানেন না, তোমার কথার মধ্যে সেই মতের গন্ধ পাওয়া যায় এজন্য আমি তোমায় আজ প্রশ্ন করিলাম। 'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।' এ কথাটার সম্বন্ধে তুমি কি বল ?

বিবেক। 'পাপোঽহং' আমি পাপ—একথা বলাতে কিছু ক্ষতি নাই, কেন না পাপ করিতে করিতে মানুস যখন পাপের সঙ্গে এক হইয়া যায়, তখন সে পাপের সঙ্গে অভিন্ন জন্য আপনাকে 'পাপ' বলিতে পারে। 'পাপকর্ম্মাহং' আমি পাপকর্ম্মা, একথা বলাতেও কোন দোষ নাই, কেন না যে ব্যক্তি পাপের দাস হইয়া গিয়াছে, সে নিয়ত পাপকর্ম্মে রত। 'পাপাত্মা' পাপস্বভাব, এরূপ তখনই এক জন বলিতে পারে, যখন পাপেতে তাহার স্বভাব পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। 'পাপসম্ভবঃ' এইটি বলিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হইতে পারে, কেন না মানুষ এ কথা বলিতে পারে না যে, তাহার পাপ হইতে জন্ম হইয়াছে। তবে নিরতিশয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় আত্মার জন্ম হয় না, জন্ম হয় দেহের। দেহমধ্যে পাপ না থাকিলেও পাপের সম্ভাবনা আছে, এই সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া কেহ আপনাকে 'পাপসম্ভব' যদি বলে তাহাতে তত দোষ পড়ে না। তবে এখানে যতগুলি বিশেষণ আছে সবগুলির 'আমিকে' লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে আমি বা আত্মার জন্ম পাপ হইতে এই কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া এ বিশেষণটি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ নহে। পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ দেহের সহিত আত্মাকে অভিন্ন করিয়া এরূপ প্রয়োগ করিতেন, কেন না আত্মা অজ, ইহাতে তাঁহাদের মতদ্বৈধ ছিল না। জন্ম এ কথা থাকিলেই আত্মা নয় দেহ, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতেন। শ্লোকটিতে সেই অর্থেই 'পাপসম্ভব' বলা হইয়াছে।

স্বর্গগত শ্যামাচরণ ধর মজুমদার।

যশোহরের অন্তর্গত ষোলখাদা গ্রামনিবাসী আমাদের সমবিশ্বাসী বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয়ের পরলোকগমন-সংবাদ ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি। তিনি আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কয়েকবৎসর হইল বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি অনেক সময় কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে একত্র বাস ও প্রাত্যহিক উপাসনা-দিতে ভক্তি ও উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। সময়ে সময়ে বহরমপুর ও রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সামাজিক উপাসনা ও উৎসবকার্য্য সম্পাদন এবং প্রতিবৎসর প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া শারদীয় উৎসব করিয়াছেন। স্বর্গগত মজুমদার মহাশয় যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসবের সময়ে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন। গত মাঘোৎসবের সময় তিনি নিজালয় হইতে কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং আমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময়ে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। হাঁপানি কাসিতে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত ও কনিষ্ঠ পুত্রের হিন্দুসমাজে বিবাহ হওয়া ইত্যাদি কারণে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার উপর জ্বর হওয়ায় মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। তাঁহার বিধানাশ্রিত মধ্যম পুত্র বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে কালীঘাটে ছিলেন, তিনি পীড়ার সংবাদও প্রাপ্ত হন নাই। মৃত্যুর ৩।৪ দিন পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানা পোষ্ট-কার্ডে এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বন্ধুবর শ্যামাচরণ ধর মজুমদারের বয়ক্রম ৬৭ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ শরৎকুমার ধর মজুমদার শোকার্ত্তহৃদয়ে যে পত্র আমাদিগকে লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

"গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিবেদন করিতেছি যে, গত ২৬শে মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় আমাদিগের ষোলখাদাস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

"ভক্তিভাজন পিতৃদেব বহুকাল হইতে পবিত্র নববিধানের

আলোক লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যশোহর জিলার অন্তর্গত ক্ষুদ্রপল্লী খোলখাদার অধিকাংশ অশিক্ষিত গ্রাম্য ভাবাপন্ন হিন্দুর বাস। সেই প্রকার স্থানে একাকী ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসের জলন্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, নয় বৎসর গত হইতে চলিল চারিদিকে অশিক্ষিত হিন্দুগণের ভিতরে থাকিয়াও আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের নানাপ্রকার কূটজাল উপেক্ষা করিয়া কেবল ব্রহ্মকৃপা ও নিজের বিশ্বাসের তেজ মাত্র সম্বল করিয়া আমাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পরিণীত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি নানাপ্রকার পীড়ায় ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিতেছিলেন। অবসর বুঝিয়া অগ্রজ শ্রীযুক্ত হীরালাল ধর মজুমদার মহাশয়, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীকে ও কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ সুধীর কুমার ধর মজুমদারকে প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দুসমাজ ভুক্ত করিবার সম্মতি গ্রহণ করেন, এবং শ্রীমানের হিন্দুমতানুসারে বিবাহ হওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু মানুষের ব্যবস্থার উপর ভগবানের মঙ্গলশাসনের ব্যবস্থা জয় লাভ করিবেই করিবে। আমি বিষয়কার্য্যোপলক্ষে অনেকদিন হইতে বিদেশে আছি। পিতৃদেব একাকী জীর্ণদেহ লইয়া চারিদিকের হিন্দুপ্রাধান্তের চাপে পড়িয়াও এবং পুত্রদ্বয় ও পত্নীর প্ররোচনা উপেক্ষা করিয়া এই বিশ্বাসবিরোধী প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহব্যাপার হইতে আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রায়শ্চিত্তের পর হইতে পিতৃদেবের পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং একদিকে যেমন জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠকে লইয়া গৃহ হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরে বিবাহমণ্ডপে আসীন, অপর দিকে আত্মীয়গণ পরিত্যক্ত, গৃহবহিষ্কৃত বৃদ্ধ পিতা অনন্ত শান্তিদায়িনী জননীর ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন।

"আমি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ কালীঘাটে স্থিতি করিতেছি, পিতৃদেবের পীড়ার সংবাদও কেহ বাড়ী হইতে আমাকে জ্ঞাপন করেন নাই। মৃত্যুর ৩।৪ দিবস পরে একখানা পোষ্টকার্ড যোগে অগ্রজ মহাশয় এই নিদারুণ সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করেন। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, বিধানমতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই। শুনিলাম, অগ্রজ মহাশয় পিতৃদেবের পরলোকগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অনুজের উদ্বাহক্ষেত্র হইতে আগমনপূর্ব্বক ২৪ ঘণ্টা পরে কতিপয় বেহারা দ্বারা পিতৃদেবের শব শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। যথাসময়ে আমি সংবাদ পাইলে এরূপ কখন হইত না। বৃদ্ধা জননী কি কোন দিনও হৃদয়ের ক্ষোভ মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন।"

প্রাপ্ত।

বন্ধু হইতে।

চট্টগ্রামে ব্রাহ্ম বিবাহোৎসব।

বিগত ২৪শে ফাল্গুন বুধবার চট্টগ্রাম নগরে স্বর্গগত সমবিশ্বাসী বন্ধু ডিপুটী কলেক্টর রায় কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জাম্পুরহাটের সবরেজিষ্টার শ্রীমান্ মনোরঞ্জন দাসের সঙ্গে ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্য ময়ীর শুভ পরিণয় অতি সমারোহে নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৩ বৎসর, পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। কারণবশতঃ প্রচলিত নিয়মানুসারে পাত্রীর পিতৃভবনে বিবাহ না হইয়া পাত্রের ভবনে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য, শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আচার্য্য ও পৌরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীর আত্মাকে পুণ্য ও প্রেমেতে সমুন্নত করুন।

এই শুভক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা ও ঢাকা নগর হইতে বহু ব্রাহ্মবন্ধু ও কয়েকজন মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া বরকন্যাযাত্রিকরূপে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহের যাত্রিকরূপে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ ও শ্রীমান্ সত্যভূষণ গুপ্ত গিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুইজনেই বিবাহে সঙ্গীতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্বর্গগত রায়বাহাদুরের বহিঃপ্রাঙ্গণে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে উদ্বাহসভা হয়। সভাস্থল সুরুচিসহকারে সুসজ্জিত ও আলোকমালায় মণ্ডিত করা হইয়াছিল। বিবাহের প্রাক্কালে ইংরাজি ও দেশীয় বাদ্যোদ্যম নানা সাজসজ্জা সহ প্রায় ক্রোশাধিক পথ পর্য্যন্ত বরের চলন (প্রসেশন) হয়। সেই সময়ে অনেক আতশবাজিও পোড়ান হইয়াছিল। বিবাহের সময় নগরের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক সভাস্থ হইয়াছিলেন। ৭।৮ শত লোক শান্তভাবে উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্বাহোৎসব উপলক্ষে পরদিন যাত্রাগানাদি হইয়াছিল।

স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা।

উক্ত ২৫শে ফাল্গুন প্রাতঃকালে স্বর্গগত রায়বাহাদুরের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই মন্দির রায়বাহাদুরের বাসভবনের অদূরে তাঁহার শ্মশানোপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ মন্দিরের পার্শ্বে চন্দ্রাতপের নিম্নে উপবিষ্ট হইলে পর শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। স্তোত্র পাঠের পর শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুগণসহ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

"অদ্য ১৮২১ শক ২৫শে ফাল্গুন বুধবার ঈশ্বরের পবিত্র নামে আমাদের পিতৃদেবের শ্মশানোপরি নির্ম্মিত পঞ্চবেদীসমন্বিত এই স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। এই মন্দিরে কখনও কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে না, কোন কল্পিত দেবদেবীর পূজাদিও হইবে না। এই সমাধিমন্দিরের অভ্যন্তরে এবং প্রাচীরসীমান্তর্গত ভূভাগে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা ধ্যান ধারণাদি হইতে পারিবে। প্রভু পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এই স্মৃতিমন্দির স্বর্গলোকে পিতৃদেবের আনন্দবর্দ্ধন করুক, ইহলোকে তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করুক।"

"হে বিশ্বপিতা, আমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ বৃদ্ধ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং সমস্ত পূর্ব্বপুরুষগণ ধন্য হউন; পরলোকস্থ আমার প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ধন্য হউন; এদেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ধন্য হউন; দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন ও ধর্ম্মনেতৃগণ ধন্য হউন। আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত শত্রু মিত্র সাধু অসাধুগণের যেসকল অশরীরী আত্মা অধ্যাত্ম লোকে বিভিন্নপ্রকার অবস্থায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য হউন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

এই প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠের পর স্বর্গগত রায়বাহাদুরের পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত অত্রত্য সবডিপুটী কলেক্টর শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সিংহ বি,এ একটী হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করেন, তদনন্তর অত্রত্য নর্ম্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্থানীয় নববিধানসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ মনোরঞ্জন স্বীয় পিতৃবিয়োগের পর সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এইরূপে পিতার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন পূর্ব্বক উদ্বাহব্রতে ব্রতী হন; বাসভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে সরোবরতীরে উদ্যানমধ্যে স্বর্গগত বন্ধুর দেহভস্ম স্থাপিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ অচিরেই তদুপরি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে।

শিলচর ও বর্ণারপুরের প্রচার ও উৎসব বৃত্তান্ত।

শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্রমিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ চট্টগ্রাম হইতে শীলচরে গমন করেন। সেখানে এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র দাসের গৃহে তাঁহারা চারি দিন ছিলেন। ক্রমে শ্রীমান্ আশুতোষ রায় প্রভৃতি আরো চারি জন ব্রাহ্মবন্ধু কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হন। ২৮শে ফাল্গুন রবিবার সকালবেলা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপাসনা কুটিরে উপাসনা হইল। সায়ংকালে জগৎ বাবুর বাসায় উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন দুইবেলাই উপাসনার কার্য্য করেন। ২৯শে সোমবার সকাল বেলা ভারত বাবুর গৃহে উপাসনা হইল, শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনা করিলেন। সায়ংকালে জগৎ বাবুর বাসায় সংগীত ও প্রার্থনা হইল। ৩০শে মঙ্গলবার প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন এবং ভারত বাবুর গৃহে উপাসনা ও বৈকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইল, তৎপর শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সংক্ষেপে মুসলমানধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইল। ১লা চৈত্র বুধবার প্রত্যূষে ঊষাকীর্ত্তন, তৎপর ভারত বাবুর গৃহে উপাসনা এবং অপরাহ্নে জগৎ বাবুর বাসায় মহিলাদের জন্য উপদেশ, প্রার্থনা ও সংগীত হইল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথন অবলম্বনে উপদেশ দান করিলেন। পাড়ার কয়েকটী ভদ্রমহিলা পরদার অন্তরালে বসিয়া উপদেশাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপর সায়ংকালে হৃদয় বাবুর গৃহে উপাসনা হইল। ২রা চৈত্র প্রাতে আমরা শীলচর পরিত্যাগ করি।

শীলচরের দশ মাইল অনন্তর আসাম বেঙ্গল রেলের শালচাপড়া নামক ষ্টেশনে অবতরণ করা হয়। সেখানে বর্ণারপুরের চা বাগিচার ম্যানেজার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত নৌকাসহ যাত্রিগণের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সহ পূর্ব্বদিন সায়ংকালে তথায় আসিয়াছিলেন। শিলচর জিলা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, সকলে নৌকায় আরোহণ করিলে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনা করিলেন। নানা প্রসঙ্গে সে দিন নৌকাতেই অতিবাহিত হইল। নদীতে জলের অপ্রাচুর্য্য হেতু মাঝে মাঝে নৌকা ঠেকিয়া ঠেকিয়া চলিল। পথে হাইলাকান্দির কয়েকটী উৎসবযাত্রী বন্ধু আসিয়া নৌকাতে উঠিলেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইল। পরদিন ৩রা চৈত্র সকাল বেলা শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করিলেন। অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটার সময় যাত্রিগণ বর্ণারপুরে পৌঁছিলেন। বাগানের কয়েকটি যুবকবন্ধু পতাকা ও খোল করতালযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। যাত্রিদলও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ম্যানেজার বাবুর বাঙ্গলাতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কীর্ত্তন হইল, মহিলারা হুলুধ্বনি করিয়া যাত্রিদলকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাত্রিতে ম্যানেজার বাবুর অন্তঃপুরে সংক্ষেপে উপাসনা ও উপদেশ হইল। অগ্রগামী জ্যেষ্ঠদের অনুরোধে বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ উপাসনা করিলেন। ৪ঠা চৈত্র সমস্তদিন উৎসব। সকালবেলা সকলে স্নানাদি করিয়া উপাসনা স্থানে উপনীত হইলেন। মধুর সংগীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে উপদেশ হইল। শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করিলেন। বৈকালে কিয়ৎক্ষণ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাধারণের উপযোগী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্ররায় কিছু বলেন। পরে সায়ংকালীন উপাসনা ও উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিলেন। পরদিন ৫ই চৈত্র রবিবার সকালবেলা উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় উপাসনা করিলেন। সেই দিন ও পূর্ব্ব দিন মধ্যাহ্ন উপাসনার সময় পণ্ডিত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আহারান্তে সকলে বর্ণারপুর পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীর মেয়েরা অতি যত্নসহকারে কয়েকদিন যাত্রিদলের সেবা করিয়াছিলেন। ম্যানেজার বাবুর যাত্রিকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও যত্নের কিছুমাত্র অভাব হয় নাই। এই উৎসবাপলক্ষে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি শালচাপড়া পর্য্যন্ত যাত্রিদলের সঙ্গী হইলেন। এবার নৌকাতে উৎসব আরম্ভ

হইয়াছিল এবং নৌকাতেই শেষ হইল। জগন্মাতার করুণা সম্ভোগ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইলেন। ফিরিবার সময়ে দুই রাত্রি বিলক্ষণ ঝড়বৃষ্টি হইল। ট্রেণে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে এমন মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, ষ্টেশনে যাওয়াই অসম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় বৃষ্টির নিবৃত্তি হইল। সকলে কর্দ্দমপূর্ণ পথে প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ৮ই চৈত্র বুধবার রাত্রিতে কলিকাতা আশা হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মশব্দাবতরণ।

১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

এ দেশের পূর্ব্বাচার্য্যগণ "শব্দপ্রমাণাবরং" এই বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক প্রমাণকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাঁহারা প্রমানমধ্যে গণ্য করেন। অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রধান, প্রত্যক্ষের মধ্যেও আবার শব্দ প্রধান। মনের বিকার থাকিলে প্রত্যক্ষ বস্তুও বিকৃত ভাবে লোকে দর্শন করিয়া থাকে। যোগাবলম্বনে সেই মানসবিকার দূর না করিলে যথাযথ বস্তু দর্শন হয় না। পরমাত্মার সহিত অন্তরাত্মার যোগবশতঃ বস্তুর অন্তস্তত্ত্ব যোগীর যোগচক্ষে প্রতিভাত হয়; পরমাত্মা গুরু হইয়া অন্তরাত্মাকে তত্ত্বশিক্ষা দেন। এই তত্ত্ব শব্দাকারে আত্মার নিকটে প্রকাশ পায়। এজন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ শব্দকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ উপনিষৎ প্রভৃতিকে তাঁহারা অবতীর্ণ শব্দজ্ঞানে সেই সমুদায়কে মূল করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। * এ দেশেই কেবল এ প্রকার পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা নহে। আজ পর্য্যন্ত সকল দেশেই এই পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে। হিন্দুগণের বেদ উপনিষদাদি, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বাইবেল, মুসলমানগণের কোরাণ, এইরূপ সকল সম্প্রদায়েরই বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানপ্রধান উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত অবতীর্ণ শব্দের অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদের ভয় এই, যদি এই প্রমাণকে তাঁহারা ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে ধর্ম্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, জনসমাজে নাস্তিকতা প্রবেশ করিবে। শব্দপ্রমাণ ভিন্ন যখন ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার অন্য কোন উপায় নাই এই তাঁহাদিগের মত, তখন শব্দ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস কেনই বা হইবে না? এ বিশ্বাসের যুক্তাযুক্ত নির্ণীত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব প্রথমতঃ সাধারণ ভূমি আশ্রয় করিয়া উহার যুক্তাযুক্ততা নির্ণয় করিতে যত্ন করা যাউক।

আমরা ঈশ্বরের সহিত যোগানুভব করিবার জন্য কি করি? বাহিরের বস্তু সমুদায় ঈশ্বরদর্শনে অন্তরায় হয় বলিয়া আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাহিরের সমুদায় বস্তু হইতে আমাদের সম্বন্ধ বিযুক্ত করি। যখন বাহ্য বস্তুর সহিত সকল সম্বন্ধ বিযুক্ত করিয়া অন্তরে প্রবেশ করি তখন ঘোর অন্ধকার আমাদের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পায়। এই অন্ধকার কি, যখন অনুসন্ধান করি, তখন এই অন্ধকার সত্তামাত্র আমাদের জ্ঞান হয়। এই সত্তা অনন্ত পরমাত্ম-সত্তা, জীবাত্মা তন্মধ্যে অন্তর্লীনাবস্থায় অবস্থিত। কেবল এই সত্তামাত্র দর্শন করিয়া যোগী কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার পূর্ণ কৃতার্থতা হয় নাই। নির্ব্বিকার অনন্ত সত্তা তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু এই সত্তা জীবন্ত জাগ্রৎ জ্ঞানসত্তা ইহা প্রত্যক্ষ না করিলে কেবল সত্তায় যোগী পরিতৃপ্ত হইবেন কি প্রকারে? তিনি দেখিতেছেন জানিতেছেন, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমুদায় নিয়মিত করিতেছেন, এই জ্ঞানসত্তা যদি এই মাত্র বিশ্বাস উৎপাদন করে তাহাতেও সাধকের আশা পূর্ণ হইল না। সাধক চান যে, সেই সাধকসম্বন্ধে সেই অনন্ত জ্ঞানের কি অভিপ্রায় তাহা তিনি স্বয়ং তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। একবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেও তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, যখন যে বিষয় সাধকের জানিবার প্রয়োজন হইবে, সে বিষয় তাঁহার নিকট হইতে তিনি জানিবেন। সহজ কথায় সাধকের সঙ্গে পরব্রহ্মের কথাবার্ত্তা না চলিলে তাঁহার জীবনধারণ ভারবহ। যে ঈশ্বর কথা কন না, কেবল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা থাকেন, তাঁহাতে সাধকের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল সত্তামাত্র—কেবল এই আছেন দেখা, আর প্রস্তরের অচল মূর্ত্তি দর্শন করা উভয়ই সাধকের নিকটে সমান বলিয়া মনে হয়। বেকন বলিয়াছেন, তোমার পৃথিবীতে যদি কেহ বন্ধু না থাকে, একটী প্রস্তরের মূর্ত্তির নিকটেও আপনার মনের কথা জ্ঞাপন করিও, মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মনের বলক্ষয় করিও না, মনকে দগ্ধ হইতে দিও না। তিনি এ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যে প্রতিমূর্ত্তি কথার কোন উত্তর দেয় না, কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার নিকটে কয় দিন মানুষ মনের কথা জ্ঞাপন করিয়া সন্তুষ্টচিত্ত থাকিতে পারে? দু দিন পরে বিরক্ত হইয়া আর সে তাহার নিকটে কথা বলিবে না। সত্তামাত্র দর্শন করিলাম, এই সত্তামাত্রে কয় জন লোক কত দিন সন্তুষ্ট থাকিবে? সাধকে ও পরব্রহ্মে যদি ভাববিনিময় না হয়, তাহা হইলে এরূপ সম্বন্ধে মন অনেক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে

* বেদ উপনিষদাদি অবলম্বন করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে গেলেও পরমাত্মার দ্বারা অন্তরাত্মার জ্ঞানস্ফূর্ত্তির প্রয়োজন। পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে একথা জানিতেন না তাহা বলা যাইতে পারে না। যখন তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণে বিবেকজ জ্ঞানকে বেদাদিসমুদ্ভূত জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এমন কি ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ লাভ করিলে বেদাদি অতিক্রম করিয়াও উন্নত জ্ঞানপ্রসূত হয়, ইহাও তাঁহারা স্থির করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহারা যে নিত্যবহমান শব্দাবতরণ স্বীকার করিতেন, ইহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। তবে তাঁহারা লৌকিক ধর্ম্মের বা বিপৎ উপস্থিত হয় এই ভয়ে লোকমধ্যে অবস্থানকালে উচ্চ জ্ঞান গোপন করিতেন, অন্যথা জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস ব্রত আশ্রয় করিতেন।

না। দর্শনে আনন্দ হয়, তাহাতেই ভাববিনিময় না হইলেও সাধকের মুগ্ধ হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে একথা মানিলাম, কিন্তু আনন্দোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লীলামাধুর্য্য প্রকাশ না পাইলে, অন্তরের অন্তরে আনন্দঘন পরমপুরুষের স্পর্শ অনুভব না করিলে, সেই আনন্দই বা স্থায়ী হইবে কেন? যে সাধক চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের মধুর বাণী শ্রবণ তাঁহার সম্বন্ধে চাইই চাই *।

আমাদের নিকটে আর এ সকল মতের কথা নহে। আমাদের মধ্যে যিনি যখন ঈশ্বরের নিকটে গিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর পাইয়াছেন। ঈশ্বরের নিকটে যিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা তিনি দৃঢ়রূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, লোকের কথায় কখন তিনি কর্ণপাত করেন নাই। নির্জ্জনে একা একা গমন করিয়া মনের সংশয় তাঁহার নিকটে জ্ঞাপন কর, দেখিবে তিনি সংশয় দূর করেন কি না? আমরা যত বার তাঁহার নিকটে সংশয় ভঞ্জন করিবার জন্য গিয়াছি, তত বারই তিনি আমাদের সংশয় ভঞ্জন করিয়াছেন। আমাদের জীবনে এমন কোন অবস্থা ঘটে নাই যে অবস্থার উপযোগী কথা আমরা তাঁহার নিকটে শুনি নাই। রোগের সময়ে দুঃখের সময়ে তিনি সান্ত্বনা দেন, সংশয়ের সময়ে তিনি সংশয় ছেদন করেন, বিপদের সময়ে তিনি বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় বলিয়া দেন, কোন্ সময়ে বল আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাই না? তিনি গোপনে আমাদিগের আত্মাতে যে বিবিধ কথা বলেন, তাহাই শব্দ! এই শব্দের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মশব্দে আমাদিগের আত্মার কর্ণ পূর্ণ, একবার মন দিয়া শুনিলেই হইল। প্রতিসাধক নির্জ্জনে যাহা তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রবণ করেন, তাহা তাঁহার নিজ জীবনের উপযোগী, সেখানে অন্য দশ জনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর সাধকের প্রয়োজন জানেন, এবং সেই প্রয়োজনানুসারে তাহার নিকটে ব্রহ্মশব্দ প্রকাশ পায়। সে আপনি বুদ্ধি খাটাইয়া বহু যত্ন করিয়া বা অপরের পরামর্শ লইয়া যাহা করিতে পারে না, ব্রহ্মশব্দশ্রবণে তাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। যাঁহারা ব্রহ্মশব্দ শুনিতে ব্যাকুল, তাঁহারা ব্রহ্মশব্দ না শুনিয়া কোন কার্য্য করেন না। ব্রহ্ম নিয়ত বলিতেছেন, এটি কর, ওটি করিও না, তাঁহারা তাহা শুনিতেছেন, আর তাহার অনুসরণ করিতেছেন।

নির্জ্জনে ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এবং দশ জনের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, এ দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। নির্জ্জনে আমার যাহা প্রয়োজন আমি তাহা শুনি, কিন্তু দশ জনের শত জনের সহস্র জনের যাহা প্রয়োজন তাহা কখন সেখানে শুনিতে পাই না। যে ব্যক্তি বহু ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া ভগবানের নিকট গমন করে না, সে সকলের যাহাতে প্রয়োজন তাহা জানিবে কি প্রকারে? বহু জনের সুখ দুঃখ কল্যাণ অকল্যাণের সঙ্গে যে ব্যক্তি আপনাকে সংযুক্ত করিয়াছে, সে সকলের উপযোগী ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তির যত প্রশস্ত সম্পর্ক হইবে, শব্দশ্রবণও তত প্রশস্ত হইবে। মুষা সমগ্র ইস্রাইলের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন, সমুদায় ইস্রায়েল বংশের সে সময় যাহা প্রয়োজন ছিল, তিনি ভগবানের নিকট হইতে তৎসমুদায় শ্রবণ করিলেন। তাঁহার জীবন ধারণ একার জন্য ছিল না, সুতরাং বহুজনের যাহাতে প্রয়োজন তাহাই তাঁহার নিকট ঈশ্বর হইতে সমাগত হইয়াছিল। মুষার নিকটে যদি সেই নীতির প্রথম বিধি অবতরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক ইস্রায়েল বংশ কেন সমুদায় নরজাতির জন্য তাঁহার নিকটে নীতির বিধান অবতরণ করিয়াছে। যাহা এক জাতির জন্য এক সময়ে অবতরণ করে, তাহা সমুদায় মানবজাতির উপযোগী, ইহা ঈশ্বরের বিধানসমূহ বিশেষ প্রমাণ দিয়াছে। যাহা বহুব্যক্তির জন্য অবতরণ করিল ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, তাহা চিরদিনই সমুদায় মানবজাতির নিমিত্ত অবতীর্ণ। যাহা সেই জাতির তৎকালের অবস্থাঘটিত, তাহা সেই জাতি ও সেই কালের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া তিরোহিত হইবে, কিন্তু যে ব্রহ্মশব্দ কাল, দেশ ও জাতিনিরপেক্ষ হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা সমুদায় নরজাতিকে সময়ে অধিকার করে।

এখন যাহা বলিলাম তাহাতে সাধারণ ভূমি হইতে বিশেষ ভূমিতে অবতরণ করা হইল, কিন্তু ইহা হইতে আরও বিশেষ ভূমিতে অবতরণ করিতে হইতেছে। একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরসন্নিধানে গিয়া আপনার উপযোগী কথা শোনা, ইহা সাধারণ শব্দশ্রবণের ভূমি। বহুলোকের কল্যাণার্থী হইয়া তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকটে গমন ইহা বিশেষ ভূমি। ইহা অপেক্ষা বিশেষ ভূমি সেই ভূমি, যেখানে বহুজনের কল্যাণার্থী হইয়া একা একজন ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এক হইয়া, অন্য কথায় বহুজন একজন হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেছেন। এই ভূমি নববিধানের ভূমি। আজ বহুবর্ষ হইল এই ভূমিতে অবস্থান করিয়া আমরা ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করিয়াছি। একা এক জন শ্রবণ করিয়া অপর সকলকে সেই শব্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন নববিধানে তাহা হয় নাই, ইহাতে বহুজন একজন হইয়া শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন। নববিধানবিশ্বাসিগণের নিকটে উপাসনার ঘর অতি আদরের ঘর। সমুদায় মানবজাতির জন্য নব নব সত্য নব নব জ্ঞানের অবতরণব্যাপার এই উপাসনাগৃহ হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। দশ জন পঞ্চাশ জন শত জন সাধক যখন উপাসনাকালে এক জন হইয়া গিয়াছেন, তখন অদৃশ্য ব্রহ্মশব্দ অবতরণ করিয়াছে। এই শব্দ অবতরণ করিয়া উহা এক ব্যক্তির সম্পদ্ হয় নাই, সকল ব্যক্তির, এমন কি সকল পৃথিবীর সম্পদ্ হইয়াছে। এই যে সকলের জন্য শব্দ অবতরণ করিয়াছে, ইহা বিধান। শব্দ অবতরণ করিয়াছে

* ভারতের ঋষিগণের জীবন দর্শনপ্রধান, শ্রবণপ্রধান নহে, তথাপি আমরা বাণীশ্রবণের কথা ভাগবতে বর্ণিত দেখিতে পাই। এবাণী কিন্তু সাকারে বর্ণিত হয় নাই, নিরাকার, বাক্যের অগোচর, মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বর হইতে বাণীশ্রবণ বর্ণিত হইয়াছে।

কোথায় ? মানুষের হৃদয়ে মানুষের রক্তমাংসের মধ্যে। যোহন বলিয়াছেন "আদিতে শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, শব্দই ঈশ্বর ছিল" "শব্দ রক্তমাংসে প্রকাশ পাইয়াছিল।" যে শব্দ সকলের নিকটে প্রকাশ পাইল, সে শব্দ ব্রহ্মশব্দ; ব্রহ্ম এবং তাঁহার শব্দে কোন ভেদ নাই। কিন্তু এই শব্দ যখন মানবে প্রকাশ পাইল তখন রক্তমাংসে প্রকাশ পাইল। এই জন্যই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "শব্দ অর্থে বিধান, শব্দ অর্থে মানুষ।"

আমরা কেশবচন্দ্রের নাম করি, তাঁহার প্রার্থনা পড়ি ইহাতে লোকের সংস্কার হইয়াছে যে, এসকল ব্যক্তি ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করে না, কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই ইহাদিগের নিকটে শেষ কথা। এসকল কথায় প্রতিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই, কেন না যত বার কেন প্রতিবাদ করা হউক না, যাহারা অপবাদ দিবে তাহারা চিরদিনই অপবাদ দিবে। কেশবচন্দ্র ইহাদিগের ভবিষ্যবক্তা (prophet) মধ্যবর্ত্তী, সংহিতা ইহাদের কোরাণ, ইহারা ব্রাহ্ম নহে মুসলমান, এ কথা বিরোধিগণ কোন কালে বলিতে ছাড়িবেন না, কিন্তু তাঁহারা বলুন, আমাদের যাহা বলিবার তাহা প্রকাশ্যে বলিয়া যাওয়া উচিত। এই যে প্রার্থনা পঠিত হইল, ইহাতে কেশবচন্দ্র কি বলিয়াছেন, তিনি একা শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, না দলযন্ত্রে শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন ? যে শব্দ অবতরণ করিয়াছে, তাহা তাঁহার একার নিকটে অবতরণ করিয়াছে, না যখন দলের সকলের সঙ্গে এক হইয়া এক জন হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিয়াছেন, তখন শব্দ অবতরণ করিয়াছে ? তিনি উপাসনার ঘরকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন কেন ? এই ঘরে সকলের সঙ্গে বসিয়া সকলের সঙ্গে এক জন হইয়া ভগবানের নিকটে তিনি গমন করিয়াছেন, আর নব নব শব্দ অবতরণ করিয়াছে। যে শব্দ যে দিন অবতরণ করিয়াছে, তাহা তাঁহার সকল বন্ধুগণই শুনিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মশব্দ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিয়াছেন। এই জন্য এ সকল এক কেশবচন্দ্রের সম্পত্তি নহে, তাঁহার সকল বন্ধুগণের সম্পত্তি, এবং তিনি নিজে এই শব্দকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন, একবিন্দু উহার বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ মনে করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণও ঠিক তাহাই মনে করেন। একবার যে শব্দ সকলের সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মমুখে শুনিয়াছি সে শব্দে কি আর চির জীবন আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি ? কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা বা অন্য কিছু পড়া এজন্য নয় যে, উহা কেশবচন্দ্রের কথা বলিয়া শাস্ত্র হইয়াছে, কিন্তু উহা আমাদিগের সকলেরই নিকট অবতীর্ণ শব্দ এই জন্য। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার আদর করিব না তো কি করিব ?

লোকে বলিবে, এ সকল পাঠের অন্য অর্থ আছে, কেশবচন্দ্রের সময়ে সত্য জ্ঞানাদি শব্দাকারে আসিয়াছে, আর আসে না, তাই পুরাতন প্রার্থনাদির পাঠ হয়। ইহা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহার নববিধান কি তাহা জানেন না। নববিধান নূতন পঞ্জিকার মত নহে, ইহা নিত্য নব। যদি নিত্য নূতন নূতন সত্য জ্ঞানাদি না আসিল, তবে আর নববিধানের নবত্ব রহিল কোথায় ? নববিধানে এক বার যে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, উহা আর কোন দিন বন্ধ হইবে না, যদি বন্ধ হয়, তবে আর নববিধান থাকিল না। যে সত্যাদি পাইয়াছি, সেই সত্যাদির নব নব বিকাশ, নব নব উন্মেষ হইবে, এজন্য পূর্ব্বের অবতীর্ণ শব্দ পাঠ করা হয়, অন্য কারণে নহে। পূর্ব্বাবতীর্ণ শব্দের যথোচিত আদর না করিলে নূতন শব্দের অবতরণ কোথাও ঘটে নাই, কোথাও ঘটিতে পারে না। ক্রমোন্মেষের নিয়ম অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে কোন কার্য্য হয় না। ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্মের প্রকাশ অনন্ত, ব্রহ্মশব্দ অনন্ত। কোরাণ শেষ গ্রন্থ মুসলমানদিগের বিশ্বাস, সেই কোরাণেই লিখিত আছে, সমুদ্র যদি মসী হয়, আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বৃক্ষ লেখনী হয়, তথাপি ঈশ্বরের প্রবচন লিখিয়া শেষ করা যায় না। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অথবা তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে যদি ঈশ্বরের শব্দ অবতরণ বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে নব বিধানের নিত্য নূতনত্ব রহিল কোথায় ? বংশপরম্পরাক্রমে যদি শব্দের পর শব্দ অবতরণ না করে, তাহা হইলে নববিধান মিথ্যা হইল। আমরা যে শব্দ শুনিয়াছি, আমাদের সন্তানগণ তাহা ছাড়া আরও শব্দ শুনিবেন, এই বিশ্বাসেই আমাদের আহ্লাদ। দশ সহস্র বৎসর পরে ভাবী বংশ যে শব্দ শ্রবণ করিবে, আমাদের এখন তাহা স্বপ্নের অগোচর। এমন অনেক বিষয়ে তাহারা আমাদের ন্যূনতা দেখিবে, যাহা দেখিয়া তাহারা বলিবে, এমন সহজ বিষয় কেন তাঁহাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল। ফলতঃ আমাদের নিকটে ব্রহ্মশব্দ প্রমাণ, ব্রহ্মশব্দ আমাদের জীবনের নিয়ামক, ব্রহ্মশব্দে আমাদের শান্তি আরাম পরিত্রাণ, ব্রহ্মশব্দ আমাদের ভাবী আশা সকলই। আমাদের মধ্যে ব্রহ্মশব্দের সমাদর বর্দ্ধিত হউক, নিত্য ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই, ব্রহ্মশব্দ আমাদের জীবনের নিয়ামক হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সংবাদ।

বিগত ২০শে ফাল্গুন কলিকাতা নগরে রসাস্থিত কেনাল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুরমাসুন্দরীর সঙ্গে ত্রিবেণীনিবাসী শ্রীযুক্ত রামদয়াল গুপ্তের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র গুপ্তের শুভ পরিণয় নব সংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৭ বৎসর। শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের জন্মভূমি নিরোলগ্রাম ও অন্য অন্য স্থান হইতে বহু আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই বিবাহে উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছেন, এবং বিবাহের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। মঙ্গলময়ী বিধানজননী নবদম্পতীকে তাঁহার পদাশ্রিত রাখিয়া পুণ্য ও প্রেমে সুখী ও সমুন্নত করুন।

বিগত ১১ই চৈত্র কলিকাতা নগরে কালনানিবাসী শ্রীযুক্ত

অঘোরনাথ চট্টোপধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরগোপাল সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুলতার শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর, তিনি এম্ এ বিএল উপাধি প্রাপ্ত, সম্বলপুর নগরে ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত; পাত্রীর বয়স ২২ বৎসর, তিনি বেথুন কলেজে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য এবং উপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। প্রজাপতি পরমেশ্বর নবদম্পতীকে তাঁহার পদাশ্রিত রাখিয়া চিরসুখী ও সমুন্নত করুন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গাজিপুরের ব্রহ্মোৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়া কয়েক দিন হইল কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি ভাগলপুরের উৎসবের শেষাঙ্গ সম্পাদনপূর্ব্বক সপরিবারে আরা নগরে তিন দিন স্থিতি করিয়া গাজিপুরে গিয়াছিলেন। আমেরিকায় যাইয়া বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য তিনি তত্রত্য একেশ্বরবাদিগণ কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ সপ্তাহান্তেই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই আমেরিকায় যাত্রা করিবেন। মঙ্গলময়ী বিধানজননী মঙ্গল করুন।

কাশীপুর হাস্পাতালের ডাক্তার আমাদের সমবিশ্বাসী পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় পেলামোর সিবিল মেডিকাল আফিসরের পদে উন্নমিত হইয়া তথায় যাত্রা করিয়াছেন। আট বৎসরকাল আমরা ও আমাদের আত্মীয় বন্ধু পরিবার তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সুচিকিৎসায় বিশেষরূপে সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে যে আমাদের কেবল উপকার ও উপকৃত সম্বন্ধ তাহা নহে, ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠযোগ। প্রতি সপ্তাহ আমাদের কোন ভাই কাশীপুরে যাইয়া তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনা করিয়া আসিতেন। কাশীপুরস্থ সমুদায় লোক তাঁহার সদগুণে নিতান্ত বাধ্য ও মুগ্ধ, তাঁহারা অশ্রুপাত সহকারে তাঁহাকে বিদায় দান করিয়াছেন। অনেক বন্ধু যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে সপরিবারে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন, নানাস্থান হইতে রাশি রাশি ফল ও মিষ্টান্নাদি তাঁহার জন্য উপহার আসিয়াছে। এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ দয়ালু সুচিকিৎসকের বিদায় কাশীপুরস্থ সকলের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছে। হাস্পাতালের রোগী ও কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে। তাঁহাদ্বারা কাশীপুর হাস্পাতালের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। এরূপ সদ্গুণালঙ্কৃত উপযুক্ত ডাক্তার লাভ পেলামোর পক্ষে সৌভাগ্য মনে করিতে হয়।

অমরাগড়ীর উৎসববৃত্তান্ত এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভের প্রশ্নের উত্তর পাঠকদিগের নিকট পাইবার আশা করিয়াছেন। আমি একজন ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক। উক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ নিম্ন প্রবন্ধটী পাঠাইলাম আশা করি আমার ভ্রম থাকিলে তাহার সংশোধন করিবেন।

ভগবান্ সকল কার্য্যের কর্ত্তা।

মানুষের কর্ত্তৃত্ব আছে, সংসারে সকল কার্য্য মানুষ করে। সকল কার্য্যের কর্ত্তা ঈশ্বর কেমন করিয়া? মানুষ যে সকল কার্য্যের কর্ত্তা তাহা অমঙ্গলপ্রদ; ঈশ্বরও সেই সকল কার্য্যেরই কর্ত্তা, কিন্তু তাহা মঙ্গলপ্রদ। এক কার্য্যের দুই কর্ত্তা, এ কেমন কথা? আবার সেই কার্য্য একজনের হাতে মঙ্গলপ্রদ, আর একজনের হাতে নহে, ইহাও এক প্রহেলিকা। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাজা দশরথ হস্তিশাবক বিবেচনা করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সে হস্তিশাবক নহে অন্ধমুনির পুত্র, বাণবিদ্ধ হইয়া সে মরিল। এই কার্য্যের কর্ত্তা রাজা এবং ভগবান্ উভয়েই। উভয়ের অভিপ্রায় ভিন্ন জন্য রাজার অভিপ্রায়মত কার্য্য না হইয়া ভগবানের অভিপ্রায়মত কার্য্য হইল। দেখুন এক কার্য্যের দুই কর্ত্তা কি না? রাম কর্ত্তৃক দরিদ্র শ্যামকে একটী টাকা প্রদত্ত হইল। এই কার্য্যের কর্ত্তা রাম এবং ভগবান্ উভয়েই। তবে রাম তাহার মঙ্গলাভিপ্রায় থাকিলেও আমি করি এই অহংভাব দ্বারা দান করিয়া পাপবিদ্ধ হইল, আর ঈশ্বর সেই কার্য্য করিয়া পাপবিদ্ধ হইলেন না। রাম জানেন উক্ত দানকার্য্যের কর্ত্তা রাম, ভগবানের যে উহাতে কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা রামের বিশ্বাস নাই। রামের এ দান করিবার ইচ্ছা না হইলেও ভগবান্ রামের দ্বারা উক্ত কার্য্য করাইয়া লইবেন, সুতরাং রামের এ কার্য্য করাতে দোষ কি, তুমি একথা বলিতে পার না। কারণ ভগবান কার্য্য করুন বা না করুন রাম তাহা না জানিয়া কার্য্য করে। এক জন গণক জানে রাম ১২ই মাঘ তারিখে দরিদ্রকে টাকা দিবে। সেই ১২ই মাঘের দান যেমন গণক জানে বলিয়া রাম করে না, গণক জানুক না জানুক তাতে রামের কি? রাম ইচ্ছামত দান করে। সেইরূপ ঈশ্বর করুন বা না করুন তাতে রামের কি, রাম নিজ ইচ্ছামত স্বাধীনতা দ্বারা কার্য্য করে। সুতরাং এক কার্য্যের দ্বারা রাম পাপবিদ্ধ এবং ভগবান্ অপাপবিদ্ধ সাব্যস্ত হইল।

এখন এক কার্য্যের দুই কর্ত্তা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় দেখা যাউক। তুমি বলিবে দুই জন এক সময় এক স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না; যেমন রাম যে স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই সময়ে সেই স্থান শ্যাম কি করিয়া অধিকার করিবে? জিজ্ঞাসা করি, তুমি যেস্থান অধিকার করিয়া আছ, ঈশ্বরও সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন কিনা? নিশ্চয়ই আছেন বলিতে হইবে। তবেই দেখ তুমিও যেস্থানে আছ, ভগবান্ও সেইস্থানে আছেন, তুমি টের পাও না। তুমি টের পাওনা সত্ত্বেও যদি তুমি আর ভগবান্ এক স্থানে থাকা সত্য হয়, তবে তুমি টের পাও না বলিয়া তুমি যে কার্য্য কর ঈশ্বরও সেই কার্য্য করেন কেন সত্য হইবে না?

(ক্রমশঃ)

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
৭ সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে দেব, তুমি আমাদের চিরসঙ্গী, তোমার সঙ্গে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের বিচ্ছেদ নাই; সঙ্গে সঙ্গে আছ, ইহা অপেক্ষা তুমি আর আমাদিগকে অন্য কি সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ করিবে? রোগ আসিয়া শরীরকে দিন দিন ক্ষীণ করিতেছে, সংসারের ভোগ্য বিষয়ের প্রতি বীতরাগ করিয়া তুলিতেছে, পৃথিবীর সঙ্গে আর বহুদিনের সম্বন্ধ থাকিবার নহে ইহা বুঝাইয়া দিতেছে, এ সময়ে তুমি যখন নিকটে তখন আর আমাদের ভয় ও অবসাদের কারণ কি আছে? পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ পর্য্যন্তই যদি সকল সম্বন্ধের শেষ হইত, তোমার সঙ্গে নিত্যকাল বাস করিয়া নিত্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করা যদি আমাদের নিয়তি না হইত, তাহা হইলে রোগে ক্ষীণতনু দিন দিন ভোগবিতৃষ্ণ হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমাদের খেদ করা শোভা পাইত। দৈহিক যন্ত্রণা দৈহিক দুঃখ যদি অনন্ত সুখে পর্য্যবসন্ন হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্ত্তনাদ করিবার তো কোন কারণ নাই। যদি এই যন্ত্রণা ও দুঃখের ভিতরে সে সুখের প্রারম্ভ আমরা না দেখিতে পাই, তাহা হইলে অনন্ত সুখ পরে আসিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া আমাদের কি লাভ? এ দুঃখযন্ত্রণা অনন্ত সুখে পর্য্যবসন্ন হইবে, এ মত লইয়াই বা আমরা কি করিব? মত কি আমাদের দুঃখযন্ত্রণাদি নিবৃত্ত করিতে পারে? যে পরিমাণ দুঃখযন্ত্রণা ততোধিক যদি তোমাতে সুখানুভব না হইল, তাহা হইলে দুঃখযন্ত্রণার অবসানে সুখের রাজ্যে প্রবেশ, ইহা বল কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? শরীর যখন আমাদের বিবিধ রোগের আধার হইতে চলিল, তখনতো এখন রোগের যোগ প্রত্যক্ষ করিবার সময় উপস্থিত। যোগের মাত্রা না বাড়িলে রোগের উপরে জয়লাভ কি প্রকারে সম্ভবে? হে প্রভো, তুমি শক্তি হইয়া বল হইয়া আইস, তোমার অভয়প্রদ মুখ প্রকাশিত কর, সর্ব্বোপরি তোমার সচ্চিদানন্দরূপ প্রাণের গভীরতম স্থানে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদুঃখযন্ত্রণা হরণ কর। সংসারের সেবা, শুশ্রূষা, শুভাকাঙ্ক্ষা, প্রীতিসম্ভাষণ, এ সকল গভীর যাতনার সময়ে অকর্ম্মণ্য, সে দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিবার অবসর থাকে না, এ সময়ে মন সহজে আপনাতে আপনি থাকিতে চায়, ভিতরের দিকে যাইতে প্রবৃত্ত হয়। এই স্বাভাবিক মনের গতি যোগের অনুকূল, তাই বাসনা এই, এখন হইতেই মন অন্তরের দিকে যাউক, বাহিরের যতগুলি সম্বন্ধ আছে সে গুলিকে অন্তরের নিত্য সম্বন্ধের সহিত এক করিয়া লউক,

তুমি সকল সম্বন্ধের মূলে প্রচ্ছন্ন ছিলে, এখন সে প্রচ্ছন্নভাব গিয়া তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সম্মুখে নিয়ত বিরাজমান থাক। তোমার সঙ্গে আলাপ, তোমার নিকটে সকল কথা বলা, সকল কথা শোনা অবশিষ্ট জীবনের এই কার্য্য হউক। যত দিন আমরা সংসারে শরীরধারী হইয়া আছি, বিবিধ কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সে সকল নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমাদিগের বিবিধ উপায় অবলম্বনও করিতে হইবে, কিন্তু সে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন ও উপায়াবলম্বন আমরা কেবল তোমার মুখের পানে তাকাইয়া করিব তাহা নহে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তোমার কথা শুনিয়া তোমার প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়া করিব। হে প্রভো, তুমি আমা-দিগের নিকট নিরন্তর প্রকটভাবে বিরাজমান থাক, আমাদের শেষ জীবন তোমায় দেখিতে দেখিতে তোমার কথা শুনিতে শুনিতে অতিবাহিত হউক,এই প্রার্থনা করিয়া বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে প্রণামকরি।

স্বাধীনতা বিক্রয়।

আমাদিগের আচার্য্য বলিয়াছেন, "তিন স্থানে আমার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আমার দেশের নিকটে, তদনন্তর আমার মণ্ডলীর নিকটে আমার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হইয়াছে, এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সে অবশিষ্ট স্বাধীনতাও ঈশ্বরের সর্ব্ববিজয়ী সর্ব্বগ্রাসী অনুগ্রহ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে আমি চিরদিনের জন্য বিক্রীত হইয়াছি। নিজে চালাইবার জন্য আমার নিজের কোন জীবন নাই, নিজে শিখাইবার জন্য আমার নিজের কোন মত নাই, অন্যান্য স্বাধীনচিত্তেরা যেরূপ উপলব্ধি করেন, চিন্তা করেন,বা কার্য্য করেন, আমার সেরূপ করিবার কোন অধিকার নাই।" তিনি যাহা আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহা অপরের সম্বন্ধে ঠিক কি না, অপরেরও এরূপ হওয়া উচিত কি না, স্বাধীনতা বিক্রয় না করিলে ঠিক ধর্ম্মজীবন দাঁড়ায় কি না, আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

'স্বাধীনতাবিক্রয়', একথা শুনিলেই প্রাণ চমকিয়া উঠে। কি, সেই স্বাধীনতা বিক্রয় করিব, যাহার জন্য মনুষ্যজীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব! বিক্রয়শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। যাহা যত মূল্যবান্, তাহার বিক্রয়ে ততোধিক মূল্য লাভ করা যায়, উচিত মূল্য না পাইলে কে আর আপনার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে? আচার্য্য তিন স্থানে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া সমধিক লাভবান্ হইয়া-ছিলেন, অথবা তাঁহার জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল? যাঁহার নিজের জীবন নাই, তাঁহার তো মূলেই ক্ষতি। না, মূলে ক্ষতি কোথায়? ভগবজ্জীবন যাঁহার জীবনের স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং সেই জীবনে যিনি জীবনবান্ তিনি 'আমার নিজের কোন জীবন নাই' ইহা না বলিয়া আর কি বলিবেন? তখনই আমাদের জীবনকে নিজের জীবন বলিতে পারি, যখন নিজের ইচ্ছামত উহা চালাইতে পারি। যিনি দেশের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, ঈশ্বরের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি আর আপনার ইচ্ছামত জীবন চালাইবেন কি প্রকারে? নিজের বুদ্ধি ও বিচারের অনুসরণ করিয়া জীবন চালান সমধিক লাভকর, না ঈশ্বরের জ্ঞান ও আলো-কানুসারে জীবন চালান সমধিক লাভকর। যে ব্যক্তি আপনার জীবন আপনার হাতে রাখিয়া আপনি চালায়, তাহার জীবন উন্নত হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না তাহার নিজের বুদ্ধি ও বিচারের পরিমাণ অতি যৎসামান্য। যদি কোথাও অসীম অনন্ত জ্ঞান থাকে, এবং সেই অসীম অনন্ত-জ্ঞানের হস্তে জীবন স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পরিচালিত জীবন যে অনন্তজীবনে পরিণত হইবে, নিত্য নূতন উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আমাদের আচার্য্য নিজের আপনার বলিবার জীবন না রাখিয়া যে ভালই করিয়াছিলেন, অলাভের নয় লাভের বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের নিকটে স্বাধীনতাবিক্রয়ে লাভ, ইহা

মানিতে পারা যাইতে পারে, দেশের নিকটে মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা। আর দেশ, মণ্ডলী ও ঈশ্বর এ তিনের নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে কাহারও নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় হয় না। এ তিন কি এক, যে তিনের নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয়ে একের নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় হয়? দুই প্রভুর সেবা করা অসম্ভব, তিন প্রভুর সেবা করা কি আরও অসম্ভব নয়? দেশের নিকটে মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যাহা অবশেষ ছিল তাহা ঈশ্বরের নিকটে আচার্য্য বিক্রয় করিলেন, ইহাই বা কি প্রকারের কথা? দেশ ও মণ্ডলী কি তবে ঈশ্বর হইতেও প্রধান? দেশ ও মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় না করিলে ঈশ্বর কি তবে বিক্রয়াবশেষ গ্রহণ করেন না? ঈশ্বরের নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে গেলে কি তবে অগ্রে আর কোথাও স্বাধীনতার কতক অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন? এ সকল অতি গভীর প্রশ্ন; এ সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে স্বাধীনতাবিক্রয় অসার কল্পনায় পরিণত হইতে পারে, অতএব আমরা এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে যত্ন করিব।

আমাদের জীবন অপরের সেবার্থ নিয়োগ না করিলে ঈশ্বর আমাদের জীবনের পরিচালক হন না, এ কথায় বোধ হয় কাহারও সংশয় নাই। যাহার সেবার ভূমি যত দূর প্রশস্ত, তাহার জীবন তত ঈশ্বরাধীন, এ কথাও বোধ হয় কাহারও নিকটে অসঙ্গত মনে হইবে না। এখন এরূপ হয় কেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য। ঈশ্বর জনসমাজের সেবার্থ আপনাকে নিয়ত নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহার নিজের জন্য কিছুই নয়, পরের জন্য সকলই। যে ব্যক্তি তাঁহার অধীন হইতে চায়, সে ব্যক্তিকে তিনি যাহা, প্রথমতঃ তাহাই হইতে হইবে, অন্যথা তিনি তাহার জীবনের ভার লইবেন কেন? আমাদের আচার্য্য দেশের ও মণ্ডলীর সেবার্থ সেবক হইলেন, দেশ ও মণ্ডলীর সেবার্থ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেন, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অবশেষ রহিল কি? অবশেষ রহিল সেবকের জীবন। যে জীবন দ্বারা দেশ ও মণ্ডলীর সেবা হইবে সে জীবন কি তিনি নিজ বুদ্ধি ও বিচারে সেবাকার্য্যে চালাইতে পারেন? সুতরাং উহা ঈশ্বরের চরণে বিক্রীত হইল। "আমি ঈশ্বরের চরণে বাঁধা পড়িলাম, আমার হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। আমার মত, আমার মণ্ডলী, আমার বাড়ী অপহৃত হইল, আমার 'আমিত্ব' বিনষ্ট হইল। আমি ঈশ্বরের সিংহাসনতলে ক্রীতদাস হইলাম, বন্দী হইলাম।" দেশের ও মণ্ডলীর সেবার্থ ঈশ্বর যদি দেহের শোণিত পর্য্যন্ত দিতে বলেন, তাহাতেও আর তাঁহার পশ্চাৎপদ হইবার উপায় থাকিল না, এতদপেক্ষা দেশের জন্য মণ্ডলীর জন্য আত্মবিক্রয় আর কি হইতে পারে?

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে স্বাধীনতা-বিক্রয় ঈশ্বরের নিকটেই হইল, দেশ ও মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতাবিক্রয় হইল কৈ? প্রথমে যখন দেশের জন্য মণ্ডলীর জন্য আপনার সমুদায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন দেশ ও মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতাবিক্রয় হইয়াছে। এরূপে স্বাধীনতাবিক্রয় না হইলে যখন ভগবান্ সে ব্যক্তির জীবন আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত নন, তখন তিন স্থানে স্বাধীনতা-বিক্রয়ই ঠিক কথা। আমরা যদি দেশের কল্যাণ ও মণ্ডলীর কল্যাণকে জীবনের নিয়ামক না করি, আমাদের নিজের কোন প্রকারের স্বার্থ যদি আমাদের জীবনের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে আর আমরা দেশ ও মণ্ডলীর জন্য সকল জলাঞ্জলি দিলাম কোথায়? আমার বলিয়া কিছু রাখিলে, আমিত্বের বলিদান হইল না। যেখানে আমিত্ব নাই, আমিকে অপরে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেখানে কি স্বাধীন প্রবৃত্তির অবকাশ আছে? কিসে দেশের কল্যাণ হয়, কিসে মণ্ডলীর সেবা হয়, এজন্য সর্ব্বদা চিন্তা ও যত্ন থাকাতে ঈশ্বর নিরন্তর সে বিষয়ে সেই আমিত্ব-বিহীন ব্যক্তিকে—কি করিলে কল্যাণ হইবে, কি করিলে সেবা হইবে—বলিয়া দেন, এবং আপনি তৎসাধনে সামর্থ্য দান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। সে সেখানে আপনার কর্তৃত্ব কিছুই দেখিতে

পায় না, সে কেবল অধীনেরই জীবন অতিবাহিত করে।

স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে কেবল সেবা করিতে হয় তাহা নহে, আদেশ শিরোধারণ করিয়া চলিতে হয়। দেশ আদেশ করিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না সমগ্র দেশ শাস্তা হইয়া কখন দলবদ্ধ হয় না *। মণ্ডলীসম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, কেন না মণ্ডলীর হস্তে শাসনের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মণ্ডলীর শাসন মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে তাহার নিকটে স্বাধীনতাবিক্রয় হইল কোথায়? আমাদের আচার্য্য মণ্ডলীর শাসনগ্রহণকে ধৰ্ম্ম বলিয়া জানিতেন, এবং মণ্ডলীর শাসনকে মণ্ডলীর নহে ঈশ্বরেরই শাসন বলিতেন। অনেকে বলিবেন, যে মণ্ডলী তিনি আপনি গঠন করিয়াছেন সে মণ্ডলীর নিকটে তিনি প্রণত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? তিনি আপনাকে মণ্ডলীর গঠনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, মণ্ডলী ঈশ্বরকর্ত্তৃক গঠিত এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সুতরাং তিনি মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যে মণ্ডলীমধ্যে তিনি সৰ্ব্বদা বাস করিতেন, সে মণ্ডলীর শাসনকে কেবল গ্রাহ্য করিতেন তাহা নহে, তাহাতে নিজের চরিত্ররক্ষা পর্য্যন্ত হয় ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। কেবল চরিত্ররক্ষা বলিলেও হয় না, মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই, ইহা তাঁহার স্থিরতর বিশ্বাস ছিল। যিনি এরূপ বিশ্বাস করিতেন, তিনি যে সেই মণ্ডলীর নিকটে স্বাধীনতা বিক্রয় করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর মণ্ডলীমধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা কেন? তাহার উত্তর এই যে, আচার্য্যের বন্ধুগণ স্বাধীনতা-বিক্রয় ধৰ্ম্ম মনে করেন না, নিজ নিজস্বাধীনতাকে প্রবল রাখাই ধৰ্ম্ম মনে করেন, ইহাই সমুদায় বিশৃঙ্খলার মূল। কেশবচন্দ্র যাহা ইংরাজীতে * লিখিয়াছেন, তাহার কতকটার অনুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি, এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার বন্ধুবর্গ কি ঠিক এইরূপ বিশ্বাস করেন?

"ঈশ্বরের দাস এবং প্রেরিত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক দৃশ্যমান ব্রাহ্মসমাজমণ্ডলী যে সময়ে সংস্থাপিত হইল, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিধাতার অধীনে যে প্রত্যেক ঘটনা ঘটিয়াছে,—তন্মধ্যে বিবোধের সমগ্র ইতিহাসও গণনীয়—আমাদিগের নিকটে তাহা পরিত্রাণপ্রদ শুভসংবাদ। শোচনীয় তাহার অবস্থা যে এই অলিখিত গ্রন্থের একটি বাক্যে বা তদংশে অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে। এই তিপ্পান্ন বৎসর আমাদিগের সকলের সঙ্গে বিধাতা যে লীলা করিতেছেন, উহা আমাদিগের সমগ্র সম্মতি ও সমগ্র হৃদয়ের বশ্যতা চায়। এ বিষয়ে স্বাভিলাষ বা স্বাধীনতা নাই। আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের নিকট কারারুদ্ধ, আমরা যথার্থ মতের দাস, এবং যেখানে ঈশ্বর মণ্ডলীর মধ্য দিয়া কথা কহেন, সেখানে আমাদিগের কোন বিচার চলে না। আমরা কি স্বাধীন নই? হাঁ, তত দূর যত দূর আমরা স্বাধীনভাবে বন্ধন স্বীকার করি, স্বাধীনভাবে সত্যের শৃঙ্খল আপনি গ্রহণ ও চুম্বন করি, স্বাধীনভাবে প্রভু এবং তাঁহার মণ্ডলীর নিকটে আত্মবিক্রয় করি। স্বাধীনভাবে নববিধানের সত্য আমরা মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এখন আমরা ইহার দাস, এখন সমগ্র বিধানের নিকটে প্রণত থাকা এবং প্রভুর প্রত্যেক বিধির অক্ষর ও প্রত্যেক দাসকে গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আংশিক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক অধ্যয়নশালার লোকেরা যে সময়ে বলে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের, আমরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, আমরা বঙ্গের, আমরা মান্দ্রাসের, সেই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণবিশ্বাসিমণ্ডলী বলে, আমরা ঈশ্বরের এবং আমরা সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ করি। এখন আমাদের মধ্যে বিংশতি জনের অধিক প্রেরিত এবং প্রচারক আছেন, প্রধান ও জ্যেষ্ঠ আছেন, ইহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং রাজভক্তি সমর্পণ করিতে আমরা আহূত। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় পিতৃস্থানীয় রামমোহন রায় অথবা বিশ্বাসিমণ্ডলীর এই প্রেরিত সকলের এক জন সামান্য ব্যক্তিকেও অস্বীকার করে, সে আপনার সম্প্রদায় বা দলের নিকটে যত মহৎ কেন হউক না, সে ভ্রষ্ট এবং পতিত। প্রবঞ্চকগণ হইতে সাবধান হও। শত শত ব্যক্তি আছে যাহারা আপনাদিগকে এই উদারমণ্ডলীর বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ মত তুচ্ছ করে, বিশেষ বিশেষ ঘটনা অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে, বিশেষ বিশেষ প্রমাণ

* সমুদায় সমাজকে শাসন করিবার জন্য রাজা, রাজপ্রতিনিধি ও রাজবিধি আছে এবং এই সমুদায়কেই সমগ্র দেশের শাসনার্থ দলবদ্ধ হওয়া বলা যাইতে পারে। এ শাসন এবং ধৰ্ম্মরাজ্যের শাসনে যে স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া উপরে বলা হইয়াছে, 'সমগ্র দেশ শাস্তা হইয়া কখন দলবদ্ধ হয় না।'

* The Orthodox Church—*The New Dispensation, 15th July, 1883.*

অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালীকে ঘৃণা করে। এই সকল লোক মুখে যাহা বলুক নববিধানের প্রতি রাজভক্ত নয়, তাহারা আমাদিগের পবিত্র পূর্ণ বিশ্বাসিমণ্ডলীর নহে। পূর্ণ বিশ্বাসিগণ অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিবাদিগণের অভিমান, শুষ্কজ্ঞানজনিত অবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাজনিত উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিকতার সুবিধার বন্ধন, দুর্ব্বলতাজনিত ভীরুতা, এবং সংশয়ীর হৃদয়শূন্য বন্ধুভাবকে লজ্জিত করুক।"

ব্রহ্মস্তোত্র।

কাতরশরণ—যিনি অনাথবন্ধু অধমতারণ তিনিই কাতরশরণ। সংসারের পাপতাপে কাতর হইয়া জীব কাহার আশ্রয় গ্রহণ করে? যিনি সেই পাপ-তাপ হরণ করিতে সমর্থ। কেবল সমর্থ হইলেই যে কেহ কাহারও দুঃখ তাপ হরণ করে, তাহা নহে। দুঃখীর প্রতি দয়া না থাকিলে, অনাথগণের হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র না হইলে, আত্মসামর্থ্য আপনাতেই বদ্ধ থাকিয়া যায়, পরের দুঃখবিমোচনে উহা নিয়োজিত হয় না, বরং আপনার গৌরব ও প্রতাপপ্রদর্শনের জন্য পরপীড়নে প্রবৃত্তি হয়। ঈশ্বরেতে এরূপ কখন সম্ভবে না, একথা এখন আমরা বলিতেছি, কিন্তু প্রাচীন ধৰ্ম্মগ্রন্থ-সকল পাঠ করিলে ঈদৃশ ভীষণ মানবোচিত ভাব আমরা বর্ণিত দেখিতে পাই। ঝটিকা, অশনিপাত, মহামারী প্রভৃতি যখন তখন উপস্থিত হইয়া কত দেশ ও নগর বিনষ্ট করিতেছে, ইহা দেখিয়া মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের রোষ ঘটিয়াছে প্রাচীনগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন, আজও অনেকের মন হইতে তাদৃশ অযুক্ত সংস্কার তিরোহিত হয় নাই। ভক্তগণ ভক্তিতে যখন ভগবানের মর্ম্মজ্ঞ হন, তখন তাঁহারা স্বস্বজীবন দ্বারা এই অযুক্ত মতের প্রতিবাদ করেন, এবং অনাথবন্ধু, অধমতারণ, কাতরশরণ প্রভৃতি নামে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন প্রেমস্নেহের মহিমা ঘোষণা করেন। লোকে যখন জানিল ঈশ্বর অনাথের বন্ধু, এবং অধমজনের পরিত্রাতা, তখন তাহারা দুঃখেই নিপীড়িত হউক আর পাপেই কাতর হউক, দুঃখ হইতে পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দুঃখ-পাপ-বিনাশের জন্য কাতরশরণের শরণাপন্ন হয় এবং যত এই শরণাপন্নতায় দুঃখপাপ বিদূরিত হয়, তত আরও তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাতে আবদ্ধচিত্ত হয়।

কৃপোদধি—ঈশ্বর কৃপার সাগর, তাঁহার কৃপার অন্ত নাই। কাতর হইয়া জীব যতই তাঁহার শরণাপন্ন হয়, ততই তাঁহার কৃপা দিন দিন তাহার নিকটে প্রকাশ পাইতে থাকে। জীবের প্রতি ঈশ্বরের স্বভাবতঃ অনন্ত কৃপা, কখন তাঁহার সে কৃপার বিরতি হয় না। জীবের গ্রহণ ও ধারণের সামর্থ্য অতি অল্প। কৃপা অনন্ত হইলে কি হইবে? সে কি একেবারে সমুদায় গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে? ঈশ্বরের শরণাপন্নতা হইতে তাহার গ্রহণ-ও ধারণ-সামর্থ্য বাড়িতে থাকে, আর সে কৃপার পর কৃপা দেখিয়া সে কৃপার যে অন্ত নাই, ইহা বুঝিয়া কৃতার্থ এবং ধন্য হয়।

করুণানিধি—ঈশ্বর করুণার আধার। করুণা ভিন্ন তাঁহাতে অকরুণার লেশমাত্র নাই। আমাদের চিত্ত যখন পাপে মলিন হয়, তখন ঈশ্বর যে করুণার আধার, ইহা আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। তিনি আমাদিগের পাপের জন্য অবশ্য তাড়না করিবেন, সে তাড়নায় তাঁহার করুণা প্রকাশ না পাইয়া নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইবে, এই আমাদের অযুক্ত সংস্কার। সন্তানকে শাস্তি দিতে গিয়া পৃথিবীর মাতার ক্রোধ প্রকাশ পায়, স্বাভাবিক স্নেহ তিনি ক্ষণ কালের জন্য বিস্মৃত হন, ইহা দেখিয়া আমাদের মনে ঈদৃশ অযথাসংস্কার উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরেতে করুণা ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনি স্বয়ং করুণা ইহা জানিলে আর এ সংস্কার হৃদয়ে ক্ষণ-কালের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না। পৃথিবীর মাতার স্নেহের পার্শ্বে ক্রোধ আছে, পরমমাতাতে কেবলই স্নেহ, সেখানে ক্রোধ কোথায়? তাঁহার শাসন দৃশ্যতঃ ভীষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা করুণাসম্ভূত। দৃশ্যতঃ ভীষণ, ভিতরে করুণাপূর্ণ ঈদৃশ শাসন ভক্ত ভিন্ন

আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারিক বাসনা যত দিন থাকে, তত দিন ঈশ্বরকে করুণানিধি বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। ঈশা যে বলিয়াছেন "কেহ দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না" তাহা এই জন্যই।

কল্পতরু—ঈশ্বর কাতরশরণ করুণানিধি ইহা যখন সাধকের দৃঢ়তররূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তিনি যে কল্পতরু—সর্ব্বাভীষ্টদাতা, এ সম্বন্ধে আর তাঁহার সংশয় রহিল না। ঈশ্বরের করুণা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া সাধকের হৃদয় নিরতিশয় সুকোমল হইয়াছে। এখন ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিদিনের দান গুলিও সাধকের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারস উথলিত করিয়া তুলে। আর তাঁহার চাহিবার অবসর নাই। "দাতা দিতেছেন, গ্রহীতারা পরিশ্রান্ত হইতেছে," সাধুজনের এ কথার মর্ম্ম তিনি এখন বুঝিয়াছেন। ভগবান্ কল্পতরু, তাঁহাতে অনন্ত কোটি ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। এই ঐশ্বর্য্য তিনি অজস্র বিতরণ করিতেছেন, আর জীব সকল "যুগ যুগান্তর ভোগ করিতেছে।" তাহারা কত ভোগ করিবে? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের শেষ নাই, ভোগেরও অবসান নাই। "না চাহিতে দিয়াছ সকল," এই বলিয়া সাধক কল্পতরুর গুণকীর্ত্তনে আপনার জীবনকে ধন্য করেন।

কলুষনাশন—ঈশ্বরের করুণা স্নেহ স্মরণ করিতে করিতে পাপের দিকে দৃষ্টি বিলুপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মের দুর্দ্দশা কিছু অস্বাভাবিক নহে। আমাদের পাপের সহিত অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের যে বৈরভাব, ইহা সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে রাখা সমুচিত। পাপ কি? কলুষ কি? প্রিয়তম ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করা। যিনি সর্ব্বাভীষ্টদাতা, তিনি কি কখন অনভীষ্ট বিষয় দিতে পারেন? পাপ কখন অভীষ্ট নহে, ইহা হইতে অনভীষ্ট ফলই উৎপন্ন হয়। যিনি কল্পতরু তিনি সকলই দেন, কিন্তু যাহা হইতে আমাদের অকল্যাণ হইবে, অমঙ্গল হইবে, আমরা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইব, তিনি কখন তাহা দিতে পারেন না; যদি দেন তাহা হইলে যে তাঁহার অভীষ্টফলদাতৃত্বই থাকে না। অভীষ্টফলদাতা যদি কলুষনাশন না হন, তাহা হইলে তাঁহার কল্পতরুত্বই থাকে না। যিনি কল্পতরু তিনিই কলুষনাশন, ইহা সর্ব্বদা সাধকের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক তোমার বিরুদ্ধে আমার একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। সে অভিযোগের তুমি কি উত্তর দিবে, আমি জানি না। তুমি জান, প্রেম শৃঙ্খল সহ্য করিতে পারে না; প্রেম চির উদ্দাম। তুমি প্রেমের পায় শৃঙ্খল পরাইয়া উহার অবাধগতি অবরুদ্ধ কর, ইহাতে প্রেমিকগণের তোমার প্রতি বিরাগ হওয় কি স্বাভাবিক নহে?

বিবেক। প্রেম উচ্ছৃঙ্খল, এ কথাটা বলা তোমার ভাল হইল না, প্রেম যে নিজেই শৃঙ্খল। প্রেম দিতে যায় যে, সে ইচ্ছা করিয়া হাতে পায়ে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। প্রিয়পাত্রকে ছাড়িয়া প্রেমিকের এদিক ওদিক মন দেওয়ায় সামর্থ্য নাই, যদি দেয় তবে প্রেম আর থাকে না। আমার সঙ্গে তুমি প্রেমের বিরোধকল্পনা করিতেছ কেন? আমি আর প্রেম কি স্বতন্ত্র সামগ্রী। যেখানে শুদ্ধতা নাই সেখানে প্রেম আছে, তুমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিলে? প্রেম বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য, ইহাতে একটি কলঙ্কের রেখা নাই। প্রেমে যদি কলঙ্কের দাগ পড়ে, জানিও তাহার পূর্ব্বে প্রেম অন্তর্হিত হইয়াছে, প্রেমের ভাণমাত্র রহিয়া গিয়াছে। কোন প্রকার প্রবৃত্তিবাসনার প্ররোচনায় যে বাহিরে প্রীতি দেখায় প্রীতি তাহার ব্যবহারের প্রবর্ত্তক নয়, সেই প্রবৃত্তি ও বাসনা তাহার প্রবর্ত্তক। এখানে যে প্রেম নাই, অত্যল্পদিনের মধ্যে প্রীতির আস্পদের নিকট উহা প্রকাশ পাইবে. সহস্রপ্রকার বুদ্ধির জাল বিস্তার করিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই। বাহিরের আলাপ মিষ্টভাষণাদি দ্বারা অন্তরের অপ্রীতি ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা, কেন না প্রেম আছে কি প্রেম নাই, প্রেমপ্রবণহৃদয়ের নিকটে উহা অল্প কারণে প্রকাশ পায়। প্রেমের জন্য প্রথমে আকৃষ্ট হইয়া প্রেম না পাইয়া যে সামান্য বিষয়ের কুহকে ভুলিয়া মিথ্যা প্রেম দেখায়, সে অতি নীচ প্রকৃতি, কিন্তু জানিও প্রেম না পাইয়া তাহার হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছে, অথচ স্বার্থের অনুরোধে প্রীতিতে মুগ্ধের ন্যায় দেখাইতেছে, কি ভয়ানক পতনের অবস্থা! প্রেম প্রেম মুখে বলে অথচ আমার আদর করে না. জানিও সেখানে প্রেম নাই।

বুদ্ধি। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া আমায় বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। তুমি শক্ত কথা শুনাইলেও আমার আর শক্ত কথা শুনাইবার উপায় থাকে না, কেন না তুমি যে কথাগুলি বল তার উত্তর নাই। যাহা হউক, তোমার নিকটে নিরুত্তর হইয়া আমি সুখী বই দুঃখী নই।

স্বর্গগত বিহারীলাল নাথ।

বিগত ১০ই চৈত্র আমাদের ভ্রাতা মুদিয়ালীনিবাসী বিহারীলাল নাথ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ইঁহার জীবন সাধকের জীবন ছিল। ইনি দ্বাদশবর্ষবয়সের সময়ে নিজের জ্যেষ্ঠতাত নিমাইচরণ ভাট্টাচার্য্যের নিকটে দীক্ষিত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত কর্ত্তাভজা ছিলেন, তিনি ঘোষপাড়ার রামশরণ পালের পত্নী ও দুলালচাঁদের মাতা সতীর জ্যোতিঃপূর্ণ দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই ইঁহাকে সাধন করিতে অনুরোধ করিতেন, এবং বলিতেন, সাধন কর, মার পাদপদ্ম লাভ করিবে। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে ষোল বা সতের বৎসর পর্যন্ত কর্ত্তাভজাদিগের প্রণালীতে সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধনে সবিশেষ মনোনিবেশ না হওয়াতে সতীমার দর্শন লাভ করেন না। যিনি জন্মসাধক তিনি আর কত দিন সাধনে শিথিলযত্ন থাকিতে পারেন। জাহ্নবীর অপর পারে কাসুন্দিয়া গ্রামে তাপস নেহালুদ্দিন আসিয়া বাস করেন। ইনি তাঁহার নিকটে 'দরবেশি' নামক মুসলমানগণের যোগপ্রণালী শিক্ষা করেন। এ সময়ে তিনি প্রতিদিন উনিশ কুড়ী ঘণ্টা কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ ইনি বরজোখ্ (আবরণ) সাধন করিয়া নিজরূপ চিন্তা, সূর্য্যমণ্ডলে গুরুদর্শন, ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদর্শন, এই চারিটি প্রত্যক্ষ করেন। জ্যোতি দর্শন করিয়া অনেকে সেই জ্যোতিকেই ব্রহ্ম ভাবিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, আমাদের ভ্রাতা সেরূপ আবদ্ধ থাকিবার ব্যক্তি ছিলেন না। সুন্দর চিত্তমুগ্ধকর আলোকরাশি তিনি কেবল শ্বাসাবরোধ করিয়া দেখিলেন তাহা নহে, সিদ্ধাবস্থায় পথে যাইতে যাইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড প্রকাশ পাইয়া তাঁহার সম্মুখস্থান জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত, আর তাঁহার পথে চলা দায় হইত। "দরবেশগণের যোগরহস্য" নামে তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে (১৮১৬ শক, ১ মাঘ) যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি আপনি লিখিয়াছেন "কিছুদিন পরে দরবেশি গ্রহণ করিয়া অনুমান তিন চারি বৎসর কঠোর সাধনাদি করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। কেন না আমি হিন্দুধর্ম্মসাধনের সময় বহুদিন সূর্য্যমণ্ডলে নারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলাম। পরে গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলাম যে, আমি কল্পনাপ্রসূত দেবদর্শন করিয়া আদৌ সুখী হইতে পারিতেছি না; আপনি আমাকে যথার্থ মোহম্মদি ধর্ম্ম দিন। আমার কথাশ্রবণে তিনি ক্ষণকাল সান্ত্বনার জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আমার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতেছে না, তখন নিরুপায় হইয়া ঈশ্বরের সত্ত্বাচিন্তা শিক্ষা দিয়া বলিলেন, আমরা অজ্ঞ-সাধককে বশীভূত করিবার জন্য ঐরূপ বরজোখ শিক্ষা দিয়া থাকি। কারণ গুরুবাক্যে শিষ্যের অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাস না জন্মিলে বৈরাগ্যাদির দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে পলায়ন করে।" আমাদের ভ্রাতার দীক্ষাগুরু তাপস নেহালুদ্দিন সা কোন কালে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, অথচ হৃদয়ে হৃদয়ে এমন একটা যোগ ছিল যে, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন আমি মুসলমান যদি না হইতাম তাহা হইলে তাঁহাকে 'পেগাম্বর' বলিয়া স্বীকার করিতাম। আমাদের ভ্রাতা যখন কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হন, তখন তাপস নেহালুদ্দিনের শিষ্যগণ গুরুর নিকটে আমাদের ভ্রাতাকে গুরুত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে তিনি বলেন, সে অতি উত্তম স্থানে আশ্রয় লইয়াছে, আমি তাহাতে সুখী বই দুঃখী নই। আমি কি অর্থের জন্য শিষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত যে, সে ভাল স্থানে গিয়াছে বলিয়া আমি রুষ্ট হইব? ভ্রাতার জ্যেষ্ঠতাত এবং তাপসবয়ের ভাব কত পৃথক্। তিনি সর্ব্বদা ভয় করিতেন পাছে বা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে, এজন্য তিনি প্রায়ই বলিতেন "ব্রহ্মজ্ঞানীরা কিছু পায় না, কিছু পেলে না কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধোঁয়া বা অন্ধকার দেখে; উঁহাদের মাথামুণ্ড মত; কথায় বলে 'অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি'।" আমাদের ভ্রাতার পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠের মত ছিলেন না। যখন তাঁহার সত্তর বৎসরের অধিক বয়স, তখন এক দিন মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের উপাসনায় যোগ দিতে যান। সেই প্রথম দিনে কেশবচন্দ্রের উপদেশ শুনিয়া তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বাড়ীতে আসিয়াই নিজ পুত্রকে বলেন, "বিহারী, এ শালগ্রামাদিতে আর কি প্রয়োজন? যদি এগুলিকে বনে ফেলিয়া দি, লোকের মনে কষ্ট হইবে, তুমি এগুলিকে লইয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া আইস।" অতি বৃদ্ধ পিতার সহিত পুত্র এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? আমাদের ভ্রাতা শেষপর্য্যন্ত দরবেশী ফকিরদের সঙ্গে যোগ রাখিতেন; তাহাদের ভ্রম কুসংস্কার যায়, এজন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। কোন কোন স্থলে এ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এই সকল দরবেশ কি প্রকার ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, আমাদের ভ্রাতার লেখা হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার একটি বিবরণ আমরা তুলিয়া দিতেছি।

"কলিকাতা শিয়ালদহনামক স্থানে হাজিমোহম্মদ সাহ নামক এক জন দরবেশ বাস করেন। তাঁহার জনৈক শিষ্য সাধন ভজন করিবার সময় কখন রোদন, কখন বক্ষে করাঘাত, কখন ভূতলে অবলুণ্ঠন, ও কোন কোন সময়ে অট্টহাস্য করেন। সে ব্যক্তির অবস্থা দর্শনে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয় এবং তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি যে, তুমি কি দেখিয়া থাক তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহা দেখিয়া থাক তাহা তোমার মনঃকল্পিত দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাতে তিনি বলেন, যখন আমি সাধন করিতে বসি, তখন আমার প্রিয় (দীক্ষাগুরু) আমার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই কথা বলিয়া উক্ত সাধক রোদন করিতে থাকেন। পরে তাঁহাকে নিরাকার ঈশ্বরদর্শন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, আমার কিছুই হয় নাই; আমি হিন্দুদের ন্যায় পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছি মাত্র।"

আমাদের ভ্রাতা কর্ত্তাভজাদের দোষ বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার আত্মীয়েরা কর্ত্তাভজা। বর্ষে বর্ষে তাঁহারা ঘোষপাড়ায় যাইতেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের ভ্রাতার মন ফিরাইবার জন্য কত সকল অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়ার সংবাদ দিতেন। মিথ্যা কথায় গুরুর মান বাড়ান এবং নূতন নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়া তাঁহারা ধর্ম্ম মনে করেন, সুতরাং বর্ষে বর্ষে কাণা খোঁড়া সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের আরোগ্য হইল লোককে দেখান তাঁহাদের একটা কার্য্য ছিল। ভ্রাতা বিহারী ইহা জানিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে একবার অনুরোধ করেন, অমুক কাণা ও অমুক খোঁড়াকে লইয়া গিয়া যদি আপনারা ভাল করিয়া আনিতে পারেন তাহা হইলে কর্ত্তাকে বিশ্বাস করিব। এ কথায় সুতরাং তাঁহারা নিরস্ত হইয়া যান, আর তাঁহাকে স্বদলে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন না। ভ্রাতা বিহারীর নবীন গুরু কিরূপ ইহা দেখিবার জন্য ফকীরগণ ব্যস্ত হন। একবার একজন ফকীর মুদিয়ালীর উৎসবোপলক্ষে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে যান। উপাসনান্তে জলযোগের দ্রব্য সকলের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। কেশবচন্দ্রের আহারের কি প্রকার ব্যবহার তাহা পর্য্যন্ত সেই ফকীরটি পর্য্যবেক্ষণ করেন। উপাসনাসময়ে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখ, আর আহারের সময়ে সন্দেশ মিঠাই পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে মুষ্টিমাত্র মুড়ী গ্রহণ, ইহা দেখিয়া ফকীর বিহারীকে বলেন, 'ভাই তোর মুরশিদকে উপাসনার সময় যখন দেখিলাম তখন দেখিলাম খোদা একেবারে তাঁকে পূর্ণ করিয়া (ঠেঁসে) রহিয়াছে। আহারের সময়ে সকলেই যেন শকুনের মত টানাটানি করিতে লাগিল, আর তোর মুরশিদ কি শান্ত কি নির্লোভী।' আমরা আমাদের স্বর্গগত ভ্রাতার নিকটে এই একটি বিষয়ে ঋণী যে, আমরা যে সকল যোগের বিকার কেবল ঘৃণা করি বলিয়া স্পর্শ করি নাই, সে সকল তিনি নিজে সাধন করিয়া তাহার অসারতা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি "দরবেশগণের যোগরহস্য" প্রবন্ধের এইরূপ মুখবন্ধ করিয়াছেন, "এই বর্ত্তমান যুগে গুরুবাদের এমনই প্রভাব বাড়িয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক অস্বাভাবিক উপায়ে মনঃকল্পিত দেবতার দর্শনকামনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক ও মার্জ্জিত জ্ঞানের জলন্ত দৃষ্টান্ত সত্ত্বে অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এই সকল বিস্ময়কর ব্যাপারদর্শনে বিস্ময়সাগরে একেবারে মগ্ন হইয়াছি। কেন না আমি বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন নিতান্ত অর্ব্বাচীন হইয়াও যখন দরবেশ দিগের কল্পিত যোগাদি সাধন ও কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাহা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত নিজ বিশ্বাস উজ্জ্বল রাখিয়াছি, তখন উঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বে কিরূপে নরপূজা, গুরুপূজা ও ভূতপূজা করিতে সম্মত হইলেন তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর।" আমাদের ভ্রাতা অস্বাভাবিক পথে দীর্ঘকাল সাধন করিবার দুর্ভোগ চিরজীবন ভোগ করিয়াছেন। এই সাধনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল এবং এক প্রকার ঘুসঘুসে জ্বর প্রায় সর্ব্বদা তাঁহাতে লাগিয়া থাকিত। এই জ্বররোগের চরম বৃদ্ধিতে তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার অল্পবয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধানচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ পিতার ধর্ম্মানুসরণে সম্পন্ন করিয়াছেন। পিতা স্বর্গস্থ হইলেন, এখন তিনি তাঁহার পথের অনুবর্ত্তন করুন, মাতা ও কনিষ্ঠ ভাইসকলের সান্ত্বনার স্থল হউন, পিতা স্বর্গে তাঁহার সাধনের ফল সম্ভোগ করিতেছেন ইহা বিশ্বাস-নয়নে দেখিয়া কৃতার্থ হউন।

প্রাপ্ত।

গাজিপুরের ব্রহ্মোৎসব।

গত ২৯, ৩০, ৩১শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র গাজীপুরের সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাগলপুর হইতে গাজীপুরে উৎসব করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং বাঁকিপুর হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী তথায় গমন করিয়াছিলেন। ২৮শে চৈত্র রবিবার সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন। স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোক অতি মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২৯শে চৈত্র সোমবার সন্ধ্যার সময় নারীসমাজের উৎসব হয়। ৩০। ৩৫ জন হিন্দুমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিত্যগোপাল বাবুর সুন্দর উপাসনাগৃহ অতি সুন্দররূপে পুষ্প পত্র পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং স্থানীয় ব্রহ্মোপাসক কএকজন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মাতৃস্তোত্র পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় গার্হস্থ্য ধর্ম্মবিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করেন। ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার সায়ংকালে পরনহিল্ ঘাটনামক গঙ্গার প্রশস্ত ঘাটে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হন। শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্ত একটি সঙ্গীত করিবার পর শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় ঈশ্বরদর্শনের সাক্ষ্য দান করিয়া অতি উৎসাহপূর্ণ ভাষাতে হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। তৎপর ঘাট হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল বাবুর গৃহ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়া যাওয়া হয়। গৃহের দ্বারে উপস্থিত শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া ব্রজগোপাল বাবু নামগানের উপকারিতাবিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১লা চৈত্র স্থানীয় ভিক্টোরিয়া স্কুলে স্কুলের ছাত্র ও কয়েকটি ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন। তৎপর

বাবু নিত্যগোপাল রায় বালকদিগের সুনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন এবং হোলীনামক পর্ব্বে যে জঘন্য ব্যবহার হয় তাহা নিবারণ করা প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করেন। তৎপর বাঁকিপুরের বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ মনুষ্যসমাজ পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি-রাজ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ও পুণ্যের ক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় মনুষ্য আত্মার অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব দেখাইয়া সকলের মন আশা, উৎসাহ ও সৎসাহসে পূর্ণ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

২রা চৈত্র বৃহস্পতিবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় উপাসনা করিলেন। গাজীপুরের প্রসিদ্ধ বস্‌রা গোলাপ পুষ্প দ্বারা মন্দির সুসজ্জিত ও সুগন্ধপূর্ণ হইয়াছিল। অপরাহ্নে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। উপদেশ ও প্রসঙ্গের ভাব এইরূপ ছিল যে প্রত্যেক সৎকার্য্য, মহৎকার্য্য ঈশ্বর ও মনুষ্য দুইজনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু মনুষ্য যদি তাহার কর্ত্তব্য অর্দ্ধাংশ না করে তবে তাহার জীবনে ধর্ম্মলাভ হয় না। সায়ংকালে কীর্ত্তন হয়। তৎপর ব্রজগোপাল বাবু উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের এইরূপ ভাব ছিল,—ধর্ম্মজীবনের অতি প্রথমেই মানুষ কোনরূপ বাহ্য সুখ বা ভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণ লয়, ক্রমে সংসারের নানারূপ আকর্ষণের বস্তু অধিকতররূপে প্রকাশ হইতে থাকে এবং উচ্চতর ঈশ্বর দর্শন দ্বারা সে সকল প্রলোভনকে জয় করা হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ স্বীকারে উন্নত হওয়াই ধর্ম্মজীবনে উন্নত হওয়া এবং পরিণামে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে পৃথিবীর ধন জন দেহ মন সমর্পণ করা ও প্রাণ ভরিয়া পূর্ণব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

অমরাগড়ীর উৎসব।

(শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় হইতে প্রাপ্ত)

দেব!

আমরা শোকে তাপে অভিভূত হইয়াও মা বিধানজননীর কৃপায় অতি আশ্চর্য্যভাবে এবার উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। বিগত ৩রা ফাল্গুন বুধবার হইতে অমরাগড়ী নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। সে দিন কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসু মহাশয় এবং ব্যাটরানিবাসী প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দাস উৎসবের যাত্রিরূপে ও স্থানীয় সমাজের দলমণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আশুতোষ রায় মহাশয় আগমন করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের প্রিয়তম জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু হাজারিলাল উপস্থিত ছিলেন। সায়ং ৭টার সময় সকলে শ্রীমন্দিরে সমবেত হইলে প্রথম সঙ্গীত হয়। তৎপরেই উৎসবের আরম্ভসূচক প্রার্থনা আমাকেই করিতে হয়, পরে সঙ্কীর্ত্তনান্তে কার্য্য শেষ হয়। ৪ঠা অতি প্রত্যূষে শ্রদ্ধেয় আশুবাবু গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে উষাসঙ্কীর্ত্তন করেন এবং প্রাতে উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রি প্রায় ৭টার সময় রবিবাসরীয় বিদ্যালয় পুনঃ স্থাপন হয়, এবং অনেকগুলি বালক ও দুইটী বালিকা স্কুলের ছাত্র ছাত্রী হয়। সন্ধ্যার পর নারীসমাজের উৎসবে শ্রদ্ধেয় আশুবাবু উপাসনা করেন। ঐসময়ে ক্রমে ক্রমে ৪।৫ টী মহিলা অতি কাতরে প্রার্থনা করেন। "আমরা যদি কাঙ্গালদাসের ন্যায় কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা, প্রেম, বিশ্বাস এবং অকিঞ্চনতা সাধন করিতে পারি তাহা হইলে এই পশ্চিম বঙ্গে শ্রীনববিধানকে গৌরবান্বিত করিতে পারিব," উপদেশের এই বিষয় ছিল। রাত্রি প্রায় ৯।।০ টার সময় ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় এবং ব্যাটরানিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু হরকালিদাস মহাশয় ও স্থানীয় বন্ধু বাবু কেদারনাথ রায়, বাবু নটবর দাস কলিকাতা হইতে আগমন করেন। এস্থলে প্রিয় ভ্রাতা নটবরের প্রতি মার বিশেষ লীলার কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না, সুতরাং লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের প্রায় অধিকাংশ বন্ধু জানেন যে ভ্রাতা নটবর একটি গরিব বিধানবিশ্বাসী গৃহস্থ। তাঁহার একটী ক্ষুদ্র রকমের স্বর্ণকারের দোকান আছে, তাহাতে এবং কলিকাতার কোন কোন স্থানের উপাসনাতে খোল বাজাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। উৎসবে আসিবার সময় তিনি কিছু রূপার গহনা (যাহার মূল্য প্রায় ৪০৲ টাকা) নগদ ৫৲ টাকা এবং নূতন বস্ত্রাদি একটী পুট্‌লীর মধ্যে লইয়া "হাওড়া আমতা লাইট্ রেলওয়েতে" ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় ইত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ রেলের বেঞ্চের তলায় ঐ পুট্‌লীটী এবং আরও অন্যান্য দ্রব্য রাখিয়াছিলেন। রেল কোম্পানির অবিবেচনাবশতঃ ঐ সকল বেঞ্চের তলা এরূপ ভাবে খোলা আছে, যাহাতে অপর পার্শ্বের গাড়ীর যাত্রীরা নীচের দ্রব্যাদি অনায়াসে লইতে পারে। এই অবস্থাতে যখন সকলে আমতাতে নামিলেন, এবং দ্রব্যাদি নামাইলেন তখন বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ গহনার পুট্‌লীটী নাই। তখনই ষ্টেশনমাষ্টার এবং পুলিষকে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। নটবর সহাস্য বদনে গৃহে আসিলেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন না দেখিয়া বিধাতাকে ধন্যবাদই দিলাম। ৬ই ফাল্গুন এই পশ্চিম বঙ্গের একটী বিশেষ দিন, যে দিনে এদেশে মা বিধান জননী স্থানীয় মণ্ডলী এবং শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এ প্রদেশের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আজ শ্রীমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্ব রাত্রিতে এবং অদ্য প্রাতে উৎসাহী বন্ধু ভ্রাতা হরলাল রায় ও নটবর দাস এবং সমাগত বন্ধু বাবু বসন্তকুমার দাস বালকগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্দিরটি পুষ্পের দ্বারায় সুসজ্জিত করেন। বেলা প্রায়

৯টার সময় সঙ্গীত আরম্ভ হয়, কিছুক্ষণ পরে ভক্তিভাজন ত্রৈলোক্য বাবু মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করেন। লীলাময় শ্রীহরির লীলা-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বেদী গ্রহণান্তর উদ্বোধন আরম্ভ করিয়া অতীব গম্ভীর এবং ভক্তিভাবে উপাসনার কার্য্য সমাধা করেন। "আমরা অনন্তের গর্ভে জন্মিয়াছি, এবং অনন্তের দিকেই আমাদিগের গতি" উপদেশের বিষয় ছিল। একেতো মধুর উপাসনা এবং উপদেশ তাহার উপর তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি শোকদগ্ধ আত্মাসকলকে সশরীরে স্বর্গভোগের অধিকারী করিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু মহাশয় মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুমধুর উপাসনা এবং উপদেশ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন; "লক্ষণের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সীতা রাবণের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও যদি স্বর্গগত ফকিরদাসের অকিঞ্চনতারূপ গণ্ডী অতিক্রম করি তাহা হইলে আমরা পাপ রাবণের হস্তে পতিত হইব", ইহাই উপদেশের বিষয় ছিল। তৎপর পাঠ, আলোচনা, প্রার্থনা এবং গান হয়। সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কাঙ্গালদাস ফকিরদাসের চরিত্রে গঠিত অমরাগড়ীর দীনমণ্ডলীর সভ্যগণ ও সমাগত বন্ধুগণ, ব্রহ্মানন্দদলের সঙ্গে মিলিয়া আজ সশরীরে প্রেমদাসকে পাইয়া অতীব প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন করেন। ঐ দৃশ্য অতীব আনন্দজনক হইয়াছিল। যেন কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগের প্রিয়তম কাঙ্গালদাসের অভাব পূরণ হইয়াছিল। তৎপর ভক্তিভাজন ত্রৈলোক্য বাবু উপাসনা করেন। "অমরাগড়ীতে বিধানবিধাতার অপূর্ব্ব লীলা" উপদেশের বিষয় ছিল। রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ টার সময় কার্য্য শেষ হয়। অদ্য স্থানীয় সমাজের সভ্য তাজপুরনিবাসী বাবু তিনকড়ী রায় আসিয়াছিলেন।

৭ই ফাল্গুন নগরকীর্ত্তনের দিন। প্রাতঃকালীন উপাসনা বেলা প্রায় ১০টায় আরম্ভ হয়। ভক্তিভাজন ত্রৈলোক্যবাবু উপাসনা করেন। কল্য উৎসব গিয়াছে, আজ আর উপাসক উপাসিকাগণের প্রার্থনার বিরাম নাই। প্রায় ছয় জন নরনারী ক্রমে ক্রমে প্রার্থনা করেন। তাহার উপর দুইটি নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। ভক্তিভাজন মহাশয়ই উঁহাদিগের নাম দান করেন। আমাদিগের স্বর্গগতা ভগিনী শ্রীমতী শরৎকুমারীর কন্যার নাম সুমিত্রা সুন্দরী এবং শ্রীযুক্ত হরলাল বাবুর পুত্রের নাম নিত্যানন্দ রাখা হয়। শ্রীমতী শরৎকুমারীর স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু হাজারীলাল ভাবপূর্ণান্তরে হিন্দিতে প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা অতীব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরলাল বাবুর প্রার্থনাও খুব জীবন্ত হয়। তৎপরে হরলাল বাবুর বাটীতে সকলের ভোজন হয়। অপরাহ্নে অমরাগড়ী হইতে একমাইল দূরে জয়পুরনামক গ্রামে কীর্ত্তন করিতে যাওয়া হয়। তথায় কীর্ত্তনান্তে একটি প্রকাশ্য স্থানে কিছু কিছু বলা হইবে এইরূপ স্থির হওয়ায় গ্রামবাসিগণ উৎসাহের সহিত বক্তৃতার আয়োজন করেন। কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাই উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়া গিয়াছে, অমনি ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়া একদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; অপর দিকে একটী আটচালাতে উঠিয়া প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। যখন বৃষ্টি শেষ হইল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, পাড়াগ্রামের পথে জল পড়িয়া অত্যন্ত পিচ্ছল হইয়াছে, কীর্ত্তন করিয়া পথে আসিতে আসিতে ভক্তিভাজন প্রেমদাসের সুদীর্ঘ তনুখানি পতিত হইয়া বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হইল। সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনান্তে আর বক্তৃতা হইল না, কেবল তথাকার বন্ধুগণের মিষ্টান্ন ভোজন সার হইল। ঐ দিবস রবিবার সুতরাং রাত্রিতে আসিয়া আমাকেই সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিতে হয়। "আমরা সাধু ভক্তদিগের অকিঞ্চন ভৃত্য হয়ে ভগবানের জয়ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হইব" উপদেশের ইহাই বিষয় ছিল।

৮ই ফাল্গুন অদ্য কয়েকটি বন্ধু এবং ভক্তিভাজন ত্রৈলোক্যবাবু কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। অপরাহ্নে "জয়পুর ফকিরদাস ইনষ্টিটিউশনের" ছাত্রদিগকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীতানন্তর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার এবং হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রদ্ধাস্পদ আশুবাবু কিছু কিছু বলেন, পরে আমাকেও কিছু বলিতে হয়, পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে কিছু বলিয়া সভাভঙ্গ করেন। ৯ই ফাল্গুন অপরাহ্নে জয়পুর গ্রামে প্রচারে গমন হয়। তথাকার জয়চণ্ডীতলানামক প্রকাশ্য স্থানে প্রচার কার্য্য হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে প্রায় ৩০০ তিন শত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবকৃপাতে সঙ্কীর্ত্তন অতীব মধুর হইয়াছিল। তৎপরে শ্রদ্ধাস্পদ রাজমোহন বাবু কিছু বলেন, আমি কিছু বলি এবং আশুবাবু কিছু বলেন। পরিশেষে খুব জমাট রকমের কীর্ত্তন হয়। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া যখন কীর্ত্তন হইতে লাগিল তখন স্থানীয় হিন্দু বন্ধুগণ খুব ভক্তির সহিত যোগদান করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে শান্তিবাচনান্তে তাঁহারা কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। রাত্রিতে আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধু বাবু শরচ্চন্দ্র রায়ের ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন হাজরা মহাশয়ের বাটীতে অতি সুন্দররূপে আতিথ্য গ্রহণ করা হয়। যে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু আমাদিগের সঙ্গে আছেন (রাজমোহনবাবু) তাঁহার— "প্রচারে বাহির হইলেই একবেলা ভাত একবেলা লুচি"—এই যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা এস্থলে রাত্রি ১১টার সময় কার্য্যে পূর্ণ হইল।

১০ই ফাল্গুন অমরাগড়ীতে প্রত্যাগমন করা হয় এবং ঐ দিবসে স্থানীয় প্রতিবাসিগণের একান্ত অনুরোধে অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন আরম্ভ করা যায়। কথা ছিল যে সঙ্কীর্ত্তনান্তে স্বর্গীয় উপাচার্য্যের পিতৃভবনের আটচালাতে বক্তৃতাদি হইবে। কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া কিছু দূর যাওয়া হইয়াছে, এমন সময় লীলাময় দেবতা বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, সুতরাং ঐ অবস্থাতে সকলেই ফিরিয়া আসিয়া উপাচার্য্য মহাশয়ের বিধান-কুটীরে কীর্ত্তন করিতে

লাগিলেন। সঙ্গীতাদি হইবার পর, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

১১ই ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ধ্যান করিয়া সঙ্গীতান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিধানকুটীরে আসা হয় এবং উৎসবসমাপ্তি-সূচক শান্তিবাচন হয়। ঐ কার্য্য আমাকেই করিতে হয়। পরিশেষে ভক্তচরিত্রসংযুক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মোহনভোগ ভোজন করিয়া পরস্পরে প্রেম বিনিময় করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। পরদিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজমোহন বাবু এবং শ্রীযুক্ত হরকালী বাবু কলিকাতা গমন করেন। এবারে আমরা পরিত্রাত্মার অবতরণ এবং লীলা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ইতি—

সংবাদ।

আমেরিকাস্থ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের বিশেষ আহ্বানানুসারে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিগত ২২শে চৈত্র বুধবার সন্ধ্যাকালে বম্বে মেলে তথায় যাত্রা করিয়াছেন। বম্বে হইতে ইজিপ্ট নামক অর্ণবপোতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে পঁহুছিতে হইবে, তথা হইতে তিনি অন্যতর পোতে আমেরিকায় উপনীত হইবেন। আগামী ২৫শে মে (১২ জ্যৈষ্ঠ) আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন-নগরে তত্রত্য একেশ্বরবাদীদিগের সভার সাংবৎসরিক উপলক্ষে মহাধিবেশন হইবে, তাহাতে যোগদান করিবার জন্যই তিনি নিমন্ত্রিত। আমেরিকার নানা স্থানে বিধানতত্ত্ব প্রচার করিয়া সম্ভবতঃ তিনি আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন: এই আমেরিকায় যাত্রা উপলক্ষে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত ২০শে চৈত্র শান্তিকুটীরে উপাসকমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সঙ্ক্ষিপ্ত উদ্বোধন ও প্রার্থনান্তে তথায় তিনি কোন্ কোন্ বিষয় প্রচার করিবেন একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ২২শে চৈত্র প্রত্যূষে তাঁহার যাত্রা উপলক্ষে শান্তি-কুটীরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, তিনি স্তোত্রপাঠ ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আরাধনা ও শান্তিবাচন হইয়াছিল। অনেক উপাসক তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাকে বিদায় দান করিবার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে প্রচারকগণ, এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তর আর্ এল্ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক সকল এবং অনেক যুবক ব্রাহ্ম উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। ইংলণ্ড পর্য্যন্ত কুচবিহারের মহারাজ ও কতিপয় ব্রাহ্ম তাঁহার সহযাত্রিক আছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সেই সাগরপারে সুবিস্তীর্ণ সুদূর শ্রীহরাজ্যে শুভকার্য্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার সহায় হউন।

কলিকাতা মহানগরীতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে হিন্দু ও মোসলমানগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া মহাঘটা করিয়া পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। বিগত ১৮ই চৈত্র রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত ৪০। ৫০ দল কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনের ধ্বনিতে মির্জাপুর ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তা কোলাহলময় ছিল। রাস্তা গলি নবপল্লব তোরণ পতাকা ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। গত শনিবারও মহাসঙ্কীর্ত্তনের ঘটা হইয়াছিল, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির জন্য সমুদায় পণ্ড হইয়াছে। বর্ত্তমান মহামারীতে বিপন্ন লোকদিগের বিশেষ বিশেষ সেবাকার্য্যে ব্রাহ্মগণ নিযুক্ত হন এবিষয়ে বিগত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ হইয়াছিল।

হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং শ্রীমান্ আশুতোষ রায় তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী চট্টগ্রামে স্থিতি করিতেছেন।

বিগত ১৭ই চৈত্র হুগলীনিবাসী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী হাজারিবাগের পুলিশ ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসুমহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাদের প্রচার কার্য্যালয়ে স্বর্গগত বৃদ্ধ পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পাদন করিয়া-ছেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২০শে চৈত্র প্রচারকার্য্যালয়ে ধোপাপাড়ানিবাসী স্বর্গগত বিহারিলাল নাথের শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বিধানচন্দ্র নাথ নবসংহিতানুসারে সম্পাদন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু রামকৃষ্ণপুর গুরুপ, অমরাগড়ি, জয়পুর প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লীগ্রাম ভ্রমণ করিয়া উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতাদিযোগে নববিধান প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

গত কল্য ব্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা ও শ্রীমান্ মনোমতধন দে সঙ্গীতের কার্য্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। তত্রত্য নববিধানবাদী বন্ধু শ্রীযুক্ত হরকালী দাস মহাশয়ের ভবনে উৎসব হইয়াছিল।

গত কল্য আলীপুরের স্পেশল সবরেজিষ্টার আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয়ের রসা রোডস্থ ভবনে পারিবারিক সমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব সমস্তদিনব্যাপী হইয়াছে। প্রাতে ও রাত্রিতে উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে পাঠ, আলোচনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনাদি হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ব্রাহ্ম সেই উৎসবে যাইয়া যোগ দিয়াছেন। অদ্য প্রাতে শ্রীমান্ প্রমথনাথ সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

অদ্য প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনাকার্য্য করিয়াছিলেন।

অদ্য প্রাতে নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মিহিরলাল

রক্ষিতের পণ্যশালায় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই দিনে কলিকাতায় নূতন পণ্যশালা খোলা হইল।

বাঁকিপুর আশ্রমবৃত্তান্ত এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের পুত্রবধূ শ্রীমতী সরস্বতী রায় নবসংহিতা পুস্তক উৎকলে তাহার অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং উহা উৎকলবাসীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। পবিত্র বিধানপ্রচারে নববধূর এই প্রথম উদ্যম ও বিশেষ কার্য্য দেখিয়া বিধানমণ্ডলীস্থ সকলেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই।

মার্চ্চমাসের ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় হিসাব।

আয়।

শুভ কর্ম্মের দান।

বাবু যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের কন্যার বিবাহের ২৲, বাবু হরগোপাল সরকারের কন্যার বিবাহের ১৲, বাবু বামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহের ৫৲; আনুষ্ঠানিক দান—শরৎকুমার মজুমদারের পিতৃশ্রাদ্ধের ১৲ সতীশচন্দ্র দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধের ২৲। মোট ১১৲ এক কালীন দান, ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু ৵০।

মাসিক দান।

মহারাণী কুচবিহার ১০৲, শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১০৲, রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ৬৲, শ্রীযুক্ত বাবু নলিনবিহারি সরকার২৲, বরদাপ্রসাদ ঘোষ২৲, বিপিনবিহারী সরকার ২৲,করুণাচন্দ্র সেন ১৲ সরলচন্দ্র সেন ॥০, গুণেন্দ্র গুপ্ত ।০, সুনন্দচন্দ্র সেন ॥০, স্বপ্রকাশ দাস ॥০, তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ।০, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ ।০, অমৃতানন্দ রায় ।০, শরৎ কুমার দত্ত ।০, ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৲, মহেন্দ্রনাথ নন্দন ॥০, সত্যশরণ গুপ্ত ১৲, মধুসূদন সেন ॥০, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১৲, সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১৲, রাজেন্দ্রনাথ সেন ॥০, সাধুচরণ দে ॥০ রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর ১৲,ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় ২৲, সুরেশ চন্দ্র বসু ॥০, হরগোপাল সরকার ॥০, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥০, বিনোদবিহারী বসু ॥০, পুলিন বিহারী সরকার ।০,কুমুদ বিহারী সেন ॥০, ললিতামোহন রায় ।০, বিধুভূষণ বসু ।০, কানাই লাল সেন ১৲, শরৎচন্দ্র দাস ॥০, তেজশ্চন্দ্র বসু ১৲, রামদয়াল গুপ্ত ॥০, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ১৲, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, অনুকূল চন্দ্র রায় ১৲, দ্বারকানাথ রায় ॥০, দুটবিহারী দাস ।০, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৲, মনোমতধন দে ॥০, প্রেমানন্দ গুপ্ত ॥০, রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥০, প্রমথনাথ মিত্র ।০, গোবিনচাঁদ ধর ॥০। মোট ৫৬।০

ব্যয়।

বেহারার বেতন ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চের আংশিক ১০॥০, গ্যাস কোং Jan ১০৷৮০, প্রচারভাণ্ডার ১০৲, বাদক ৩॥০, পাথাটানাই ১।৵০, গাড়ীভাড়া ২৸৵৫, platform মেরামত ২৲, খুচরা ৪।৵১০, Lamp ১৸৵০। মোট ৪৭৷৵১৫।

আয়।

পূর্ব্ব মাসের স্থিত ৮৲, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানিক ও এককালীন দান, ১১।৵০, মাসিক দান ৫৬।০। মোট ৭৫।৵০।

ব্যয় ৪৭৷৵১৫। হস্তে স্থিতি ২৮৵৫।

প্রেরিত।

প্রশ্নের উত্তর।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

সংসারে মানুষ দুই রকমের কার্য্য করে তাহার নাম ভাল এবং মন্দ। ঈশ্বরও সেই দুরকমের কার্য্যই করেন তাহার নাম প্রকট ও অপ্রকট। ভগবানের এ উভয় কার্য্যই ভাল এবং মঙ্গলপ্রদ। মানুষ কর্ত্তার কার্য্য ভালও আছে, মন্দও আছে কিন্তু উভয়ই অমঙ্গলপ্রদ। দান অর্থাৎ ভাল কার্য্য করিয়া যে মানুষ দোষ গ্রস্ত হয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সুতরাং তাহা আর দেখান আবশ্যক করে না। ভগবানের অপ্রকট অর্থাৎ যুদ্ধাদি কার্য্যে যে মঙ্গল হয় তাহা দেখান যাউক। সুসভ্য রাজা যুদ্ধাদি করিয়া অসভ্য দেশ দখল করিয়া পাপগ্রস্ত হন। এদিকে ভগবান্ উক্ত সভ্য রাজা দ্বারা যুদ্ধ করাইয়া অসভ্য বর্ব্বরদিগের দেশ সুসভ্য রাজার হস্তে দিয়া সুশাসন সুশিক্ষা দ্বারা অসভ্যদিগের মঙ্গল করেন। মহাপুরুষ ঈশার হত্যাকাণ্ডের কর্ত্তা হত্যাকারিগণ এবং ভগবান্। হত্যাকারিগণের অভিপ্রায় ছিল ঈশার নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয়। সে পাপ অভিপ্রায় মত কার্য্য না হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় মত কার্য্য হইল অর্থাৎ ঈশার নাম পৃথিবীব্যাপ্ত হইল। এখানে একই কার্য্যের দ্বারা মানুষ পাপী এবং ঈশ্বর পাপশূন্য কে না বলিবেন?

এখন কথা এই সাধুজীবনে যুদ্ধ বিগ্রহ অর্থাৎ মন্দ কার্য্য দেখা যায় না কেন? তাহার কারণ আছে। অহংভাব, স্বার্থপরতা এবং নিস্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ কার্য্য করে। যে মানুষে অহংভাব এবং নিস্বার্থপরতা দ্বারা কার্য্য হয়, সেখানে ভাল কার্য্য আর যে মানুষে অহংভাব এবং স্বার্থপরতা দ্বারা কার্য্য হয়, সেখানে মন্দ কার্য্য দেখা যায়। সুতরাং যে মানবে স্বার্থপরতা নাই সে জীবনে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই। মানবজীবনের উদ্দেশ্যে অহংভাব এবং স্বার্থপরতা নাশ করিয়া ভগবানের অধীন হওয়া। স্বার্থপরতা গেলে তবে নিস্বার্থপরতার রাজত্ব। তখন নিস্বার্থপরতা দ্বারা মানুষ সৎ কার্য্য করে। এ পর্য্যন্ত মানবের অহংভাব যায় না। যখন অহংভাব যায় তখন মানব দেখে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই। ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই তাহার জীবনে ঘটে। ঈশ্বরে যোগযুক্ত মানবে অহংভাব নাই সুতরাং কর্তৃত্ব নাই। তবে যে ভালকার্য্য কর্তৃত্বশূন্য সাধুজীবনে দেখা যায়, তাহার কর্ত্তা সাধু নহেন, ঈশ্বর। কর্তৃত্বশূন্য জীবনে অহংভাব নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অহংভাব এবং নিস্বার্থপরতা হইতে ভাল কার্য্যের উৎপত্তি। তবে যে জীবনে অহংভাব নাই, সে জীবনে ভাল কার্য্য দেখা যায় কেন? নিস্বার্থপরতার ভাব আছে জন্য। অহংভাব গেলেও নিস্বার্থপরতার ভাব যায় না। কর্তৃত্বশূন্য সাধু ভাল কার্য্যও করেন না, মন্দ কার্য্যত স্বার্থপরতাত্যাগের সঙ্গেই গিয়াছে। তবে যে সে জীবনে ভাল কার্য্য দেখা যায় তাহা ঈশ্বর ঘটান বলিয়া। সাধু নাচেন না, ঈশ্বর নাচান, তাই আমরা সাধুকে নাচিতে দেখি। সাধু কোন কার্য্য করেন না, ঈশ্বর সাধুর জীবনে কার্য্য করেন। তাই আমরা সাধুকে কার্য্য করিতে দেখি। ইতি

সেরাজগঞ্জ
৮।১১।৯৯

প্রণত
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সেন গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
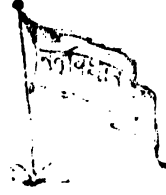
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৮২২ শক।

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার সঙ্গে সকল বিষয়ে মিল আছে, কোন বিষয়ে কখন অমিল হয় না, এরূপ জীবন লাভ করিতে আমাদের স্বতই বাসনা হয়। আমরা মায়া মোহের অধীন, এখনও আমাদিগের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বথা অন্তর্হিত হয় নাই, এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে সকল সময়ে সকল বিষয়ে মিল থাকিবে, ইহা আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি? আমাদের শরীর আছে, শরীরের বিবিধ প্রয়োজন আছে, সংসারে বিবিধ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া বাসনার উদ্রেকের কারণ আছে, এ সকল যুক্তিতে যে আমরা বলিব তোমার সঙ্গে সকল বিষয়ে মিল থাকিবার পক্ষে যখন এতগুলি অন্তরায় আছে, তখন দেহ থাকিতে তোমার সঙ্গে সর্ব্বথা মিল কি সম্ভবপর, ইহা আমরা বলিতে পারি না। দেহ তুমি দিয়াছ, দেহের প্রয়োজন সকল তোমারই ব্যবস্থাপিত, সংসারে যে সকল সম্বন্ধে আমরা সম্বদ্ধ সেগুলি তোমারই নিয়োজিত। তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তন করিলে দেহ রক্ষা পায় না, বিবিধ সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হয় না, এ কথা আমরা বলিব কি প্রকারে? দেহে থাকিয়া তুমি দেহের বাস্তবিক প্রয়োজন কি আপনি বলিয়া দিতেছ, কখন কোন্ অবস্থায় দেহসম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থায় চলিতে হইবে তাহা বলাইয়া দিতেছ, আমরা যদি তোমার সে সকল নির্দ্দেশ না মানি তাহা হইলে তোমার সঙ্গে কেবল আমাদের অমিল হইল তাহা নহে, আমরা আমাদের নিজ দুঃখের কারণ নিজেই হই। সংসারে যে সকল সম্বন্ধে তুমি আপনি আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছ, সে সকল সম্বন্ধ কি প্রকারে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, তাহাও তো তুমি প্রতিনিয়ত বলিয়া দিতেছ। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কথা শুনিয়া চলা যায় তাহা হইলে তোমার সঙ্গে মিল রক্ষা করা তো নিতান্ত সহজ হয়। শরীর ও আত্মা এবং তজ্জনিত বিবিধ সম্বন্ধ, ইহারা কেহই তো তোমার বিরোধী নয়, কেবল আমরাই ইহাদিগকে তোমার কথা না শুনিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, এবং এখন সেই যথেচ্ছ ব্যবহারের দুর্ভোগ ভুগিতেছি। দীনবন্ধো, আমরা তোমার বিরুদ্ধে এইরূপ যথেচ্ছাচরণ করিয়া এখন যে বিপাকে পড়িয়াছি, তুমি বিনা কে আর আমাদিগকে সে বিপাক হইতে রক্ষা করিবে। দেখিতেছি, আমাদিগের বর্ত্তমান দুঃখ যন্ত্রণা ক্লেশ পরাধীনতা, এ

সকলই এই যথেচ্ছাচারের ফল। তাই তোমার নিকটে আমরা বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের হৃদয়ে পুণ্যবল হইয়া অবতরণ কর যে, আমরা পূর্ব্বাভ্যাসের দোষ সকল অবহেলায় অতিক্রম করিয়া শরীর, মন, আত্মা ও তজ্জনিত বিবিধ সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছার অবিরোধী ভাব রক্ষা করিতে পারি। তোমার কৃপায় আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

আমাদের মণ্ডলী।

আমাদের মণ্ডলী জনকয়েক লোকের মধ্যে বদ্ধ নহে। ইহা অতি বিস্তৃত। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান কেহই এ মণ্ডলীর বহির্ভূত নহেন। এ মণ্ডলীর যাহা বিশেষ লক্ষণ তাহা যেখানে আছে সেখানেই এ মণ্ডলীর লোক বিদ্যমান। যদি মণ্ডলী এরূপ বিস্তৃত হয়, তবে জনকয়েক লইয়া মণ্ডলীবন্ধনের যত্ন কেন? মণ্ডলী বিস্তৃত হউক, তথাপি সাধকবর্গের মণ্ডলীবন্ধনে প্রয়োজন আছে। সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের মণ্ডলীর লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু মণ্ডলীর ক্রিয়া বিস্তৃত জনসমাজের উপরে, প্রতিজনের উপরে কখন কার্য্যকর হইতে পারে না, যদি এক স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি মিলিত হইয়া মণ্ডলীর ক্রিয়া ঘনীভূত করিয়া না তুলেন। বিস্তৃত এবং ঘনীভূত এ দ্বিবিধ মণ্ডলীরই প্রয়োজন আছে।

আমরা অল্প কথায় যাহা বলিলাম, তাহাতে কেশবচন্দ্রের অনুমোদন আছে কি না, ইহা দেখা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের হস্তে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের সমুদায় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান; সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে সম্পন্ন করেন। যাহা কিছু ধর্ম্মসঙ্গত তৎসমুদায় ঈশ্বরের কার্য্য। এই বিশ্বাসীদিগের যে সমাজ তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এবং এই ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন বিভাগ কিংবা সম্প্রদায় হইতে পারে না।" এই কথা গুলির সারাকর্ষণ করিয়া এক কথায় সেই সার লিপিবদ্ধ করিতে গেলে বলিতে হয়, 'ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধই' এই মণ্ডলীর প্রধান লক্ষণ। যেখানে এ লক্ষণ নাই, সেখানে সেই সকল ব্যক্তিকে এ মণ্ডলীর বহির্ভূত দেশে দণ্ডায়মান জানিতে হইবে। যাই তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিবদ্ধ হইলেন, অমনি বাহ্যভাবে যে কোন সম্প্রদায়ে কেন থাকুন না তাঁহারা এই মণ্ডলীর অন্তর্গত। কেশবচন্দ্র তাই বলিয়াছেন "প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত এবং কর্ম্মী তাঁহারা সকলেই নববিধানভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি? কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমানসমাজ, যিনি শুদ্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোগী, তিনি এই নববিধানরাজ্যে একজন প্রধান লোক।" 'কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি' এরূপ কেশবচন্দ্র বলিলেন কেন? বলিলেন এইজন্য যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ একটি ধর্ম্ম বুঝায়, তাহাই নিবারণের জন্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ একটি ধর্ম্ম না বুঝায় এই উদ্দেশে তিনি বলিয়াছেন, "সৌভাগ্যক্রমে এত দিনের পরে ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত হইল। এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সত্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। নববিধানের অভ্যুদয়ে অবিভক্ত সত্যের জয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখা একীভূত হইল।.........তিন শাখাতে যে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল সেই সমাজ আপনার ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপন করিল। ব্রাহ্মসমাজের নাম আর ব্রাহ্মসমাজের রহিল না, ব্রাহ্মের নাম আর ব্রাহ্ম রহিল না। দেশাচারের জন্য এ দুই নামের বাহ্যিক অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম রহিল এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানভুক্ত লোকেরা রহিলেন। স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল

না, যত ধর্ম্ম ছিল সে সমুদায় ধর্ম্মের ঐক্যস্থাপিত হইল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিল না। সকল দেশ সকল জাতি একীভূত হইল। এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্য প্রকৃতি, এক সত্য। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আপন আপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সমাজে পরিণত হইল। হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টীয়সমাজ, মুসলমান সমাজ ইত্যাদি সমুদায় সমাজ এক ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হইল।……এক ঈশ্বর, এক পরিবার, এক ধর্ম্ম, যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই একপরিবারভুক্ত।”

‘যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই একপরিবারভুক্ত’ একথা বলাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপ বিশেষ লক্ষণ অস্বীকৃত হইল তাহা নহে। কেন না তৎপরেই কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন ;—“যদি বল যেমন অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ স্বতন্ত্র সমাজ, তাহা হইলে তোমরা বিধানবিরোধী। কোন মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ বলিও না। যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্মস্থাপন করিতেছেন, সেই স্থানে যথার্থ বিধানভূমি। এই বিধানভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত ; ঈশ্বরের নিশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান্ যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগের ক্রিয়া। এই বিধানভূমির বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ আছেন।”

‘এই বিধানের বহির্ভাগে যে সকল মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু’ এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয় যিনি এ সকল কথা বলিয়াছেন তিনি নিরতিশয় অনুদারচরিত্র। উদার কি অনুদার একথা পরে বিচার্য্য, কথাগুলি সত্য কি না ইহাই প্রথমে বিচারের বিষয়। ‘তাহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞানধর্ম্মের বিরোধী’ জ্ঞানভক্তির বিরোধী’ ‘অবিদ্যা, কুবুদ্ধি, এবং পাপপ্রবৃত্তির অধীন’ ‘ইহারা আপনাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মপথের নেতা করিয়াছে’ ‘স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যভিচার ইহাদিগের ধর্ম্ম’ এই সকল কথা দেখাইয়া দিতেছে, যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত এবং যাহারা তাঁহার আজ্ঞাপালনের বিরোধী, এই দুই লইয়া কেশবচন্দ্র শ্রেণীবন্ধন করিয়াছেন। বিধানভূমির মধ্যে তাঁহারা অবস্থিত যাঁহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলেন, তাহারা বহির্ভূমিতে অবস্থিত যাহারা ‘যদি শুনিতে পায় কেহ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন অথবা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কোন কার্য্য করেন, তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইবে।’ যাহারা ‘কোন মতেই মনে করিতে পারে না যে, স্বর্গের ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসিয়া সামান্য মনুষ্যদিগের অভাবসকল মোচন করিতেছেন।’ বিধানভূমির বহির্ভাগে অবস্থিত এই সকল লোক চিরদিন বাহিরে থাকিবেন তাহা নহে, ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব চলিয়া গেলেই তাঁহারা বিধানভূমির ভিতরে আসিবেন। সত্য অতিক্রম করিয়া উদারতা হইতে পারে না, উহা উদারতা না হইয়া উচ্ছৃঙ্খলাচার হয়, সুতরাং সে বিষয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন।

যাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মের বিরোধী তাহারা আমাদের মণ্ডলীর বহির্ভূত, একথা বলিলে যাঁহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মের অনুগত তাঁহারা আমাদের মণ্ডলীর অন্তর্ভূত ইহাই বলা হয়। আমরা প্রবন্ধের আরম্ভে এই কথাই বলিয়াছি। আমাদের নিজের মধ্যে যে পরিমাণে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের বিরোধী ভাব আছে সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের শত্রু ও মণ্ডলীর বহির্ভূত, একথা বলিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। মণ্ডলীর ভিতরে থাকিয়াও আমাদের দ্বারা মণ্ডলীর অপকার হয় কেন ? এই শত্রুতারই জন্য। মণ্ডলীর ভিতরে যত প্রকার বিরোধ অসদ্ভাব সমুপস্থিত হয়, তাহার মূলে এই শত্রুতাই অবস্থান করিতেছে। মণ্ডলীর প্রভাব ঘনীভূত হইয়া জনসমাজ, পরিবার ও প্রতিজনের উপরে কার্য্য করিতে পারে এজন্য কতকগুলি ব্যক্তির দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, ইহা আমরা আরম্ভে বলিয়াছি। এখন এই কথা বলি-

তেছি যে, এরূপে দলবদ্ধ হওয়ার আরও বিশেষ ফল এই যে, সমষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের মন্দপ্রভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়া সৎপ্রভাব জনসমাজের উপরে কার্য্য করে; এবং সমষ্টির প্রভাবে পরিবার ও প্রতিব্যক্তি সংশোধিত হইয়া যায়। মণ্ডলীর ব্যক্তি বলিয়া মণ্ডলীর প্রতিব্যক্তির সঙ্গে কোথায় মিলিত হইতে হইবে, কোথায় মণ্ডলীর বহির্ভূত বলিয়া দূরে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাও আমরা যাহা বলিলাম তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে। অধর্ম্ম, অনীতি, ঈশ্বরবিরোধী ভাব কাহারও জীবনের কোন বিভাগে প্রকাশ পাইলে তৎসহ আমাদের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সেই জীবনে যে বিভাগে ঈশ্বরানুগত্য, ধর্ম্মানুকূল্য অবস্থান করিতেছে তৎসহ চির যোগস্থাপন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া মণ্ডলীর অন্তর্ভূতত্ব সকলের সম্বন্ধে নিয়োগ করা যাইতে পারে। এরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের মণ্ডলী অতি বিস্তীর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশার সহিত আমাদের মণ্ডলীর সম্বন্ধ।

যদি আমাদের মধ্যে কেহ বলেন, আমাদের এ মণ্ডলী যে ঈশার মণ্ডলী ইহাই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে কথায় আমরা কত দূর সায় দিতে পারি। এ কথায় সায় দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, যিনি এ কথা বলিলেন, তিনি কি এ কথার এই অর্থ নিস্পন্ন করিতে চান যে, আমাদের এ মণ্ডলীর মধ্যে আর কোন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের স্থান নাই, কেবল ঈশারই স্থান আছে? এরূপ হইলে তিনি তো সুস্পষ্ট আমাদের মণ্ডলীর মতবিরোধী কথা বলিতেছেন, ইহাতে মণ্ডলীর এক জনও তাঁহার কথায় সায় দিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। যদি তিনি ঈশার ভিতরে সকল প্রেরিত পুরুষকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া 'আমাদের মণ্ডলী ঈশার মণ্ডলী' বলেন, তাহাতে প্রথম আপত্তি এই যে, তিনি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করিতেছেন যে, যাহার অর্থ সাধারণ লোকে তো সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থই নয়, বর্ত্তমান খ্রীষ্টজগৎ এরূপ অর্থে এ শব্দ গ্রহণ করিতে নিরতিশয় কুণ্ঠিত। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যে শব্দের যে অর্থপ্রকাশে শক্তি নাই, তাহাকে সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে সে অর্থ কোন দিন জগতে দাঁড়ায় না, তিনি যে বিশেষ অর্থে শব্দ ব্যবহার করিলেন সে বিশেষ অর্থ কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না বলিয়া শেষে সেই শব্দের যে পরিমিত শক্তি ছিল তাহাই পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া যায়, এবং সেই শব্দযোগে ধর্ম্মের যে উন্নতভাব স্থাপন করিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকসকলের সেই এক শব্দের কুহকেই অবনত অবস্থায় গিয়া পড়িতে হয়। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে অতি সুস্পষ্ট বাক্যে বলিতে হয়, আমাদের মধ্যে কেহ যদি বলেন, 'আমাদের এ মণ্ডলী যে ঈশার মণ্ডলী ইহাই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে' তাহা হইলে সে কথায় আমাদের কোন সায় নাই।

ঈশার সহিত আমাদের মণ্ডলীর সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়, ইহা আমরা কদাপি অস্বীকার করিতে পারি না। ঈশার পুত্রত্ব সমুদায় মহাজনগণের একত্বসাধনের মহামন্ত্র ইহা আর আমাদের মধ্যে কে অস্বীকার করিবেন? তবে পুত্রত্বে মহাজনগণের একত্বসাধন এ এক কথা, আর পুত্রের আগমনে আর কোন মহাজনে প্রয়োজন রহিল না, তাঁহারা কেবল পুত্রের আগমনের পূর্ব্বায়োজনমাত্র, এ কথা বলা অন্য কথা। একা ঈশা রাজ্য করিবেন, অথবা তিনি সকল মহাজনগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য করিবেন, এবং সে মিলনের মধ্যে প্রত্যেক মহাজনের বিশেষ বিশেষ কার্য্য অবিলুপ্ত থাকিবে, ইহা জানিবার বিষয়। ঈশার জীবনীতে তিনি যেরূপ চিত্রিত আছেন, সে চিত্র একেবারে পুঁছিয়া ফেলিয়া আমাদের মনের মত কোন চিত্রকে ঈশা বলিব, অথবা সেই জীবনীস্থ চিত্রের অসংলগ্ন বর্ণগুলিমাত্র বাদ দিয়া ঠিক চিত্রখানি গ্রহণ করিব? আমাদের

মনের ছবিকে দুই সহস্র বর্ষের পূর্ব্বের ঈশা বলিতে আপত্তি এই যে, অন্যান্য মহাজনগণের রূপ বর্ণাদি আরোপ করিয়া যে একটি পুত্রের ছবি হইয়াছে, সে ছবি পূর্ব্ব ছবির সঙ্গে এক নয়। এ ছবিকে ঈশার ছবি না বলিয়া 'নব দুর্গার নব সন্তানের' ছবি ইহাই আমরা বলিতে পারি। এ নবসন্তানের অঙ্গীভূত হইয়া 'ঈশা যে কাঁশর বাজান তাও আমাদের কাণে আসে, গৌরাঙ্গ যে ঘণ্টা বাজান তাও আমরা শুনি।' সকল মহাজন পুত্রত্বে এক হইয়া যে একখানি নব ছবি হইয়াছে, সে ছবিকে কেবল ঈশার ছবি বলিলে ভ্রম হয়, এবং সে ভ্রম আমাদের মণ্ডলীর এবং সমুদায় পৃথিবীর সম্বন্ধে অতীব অমঙ্গলকর। এই অমঙ্গলনিবারণের জন্য আমরা কখন একথা বলিব না, আমাদের এ মণ্ডলী এক ঈশার মণ্ডলী, কিন্তু আমরা এই কথা বলিব যে, ঈশাতে মিলিত সকল মহাজনগণের এই মণ্ডলী। মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশাতে মিলিত সকল মহাজনের সঙ্গে এক হইবেন, এই উঁহার নিয়তি।

ঈশার মধ্যে কি সকল মহাজনের ভাব নাই? তিনিএকাই কি সকল মহাজনের প্রতিনিধি নহেন? তাঁহার আগমনে অপর সকল মহাজনগণের কার্য্য কি শেষ হইয়া যায় নাই? এই সকল প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর দিতে গেলে ঈশার জীবনের ইতিহাস বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। সে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই প্রতীত হইবে, যে যোগে তিনি সকল মহাজনের সহিত এক হইবেন, সে যোগ তাঁহার জীবিতকালে দেশ ও কালে আবদ্ধ ছিল, দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সে সময়ে সকলকে আলিঙ্গন করে নাই। আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে হিন্দুগণের সার্ব্বভৌমিক যোগের সহিত তাঁহার যোগ মিলিত হইয়া পূর্ণাকার ধারণ করিয়াছে। "খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে, কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে" কেশবচন্দ্র এটা একটা কথার কথা বলেন নাই। ভারতার্য্যগণের নির্ব্বিশেষ ভাবের সঙ্গে খ্রীষ্টের সবিশেষ ভাবের যোগ না হইলে যে ঈশ্বরতনয় কালদেশের সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন,সে ঈশ্বরতনয় কিছুতেই সিদ্ধ হন না। ক্ষুদ্র খ্রীষ্ট (Smaller Christ) এবং মহান্ খ্রীষ্ট (Greater Christ) এরূপ নামকরণের উদ্দেশ্যই এই। ক্ষুদ্র ও মহান্ এ প্রভেদ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া খ্রীষ্টের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে যে আমাদের মণ্ডলীর ঘোর অনিষ্ট হইবে, ইহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। দেখ, বিবেক, যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিতে যায়, তাহাদের আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত তাহাদের বিরোধী হয়। অন্য লোকে কুৎসা করে করুক, নিজের আত্মীয়েরাও তাহার নিন্দা করিতে ছাড়ে না। তাহাদের লইয়া লোকে কত গোলই করে। যে সকল ব্যক্তি গতানুগতিক ভাবে চলিতে থাকে, তাহাদের জীবনে কোন গোলই হয় না। এরূপ স্থলে কি বলিতে হইবে না, যে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায় তাহার গতানুগতিক ভাবে চলাই ভাল।

বিবেক। তুমি যে কোন সিদ্ধান্ত কর, তাহা একটি বিষয়ের উপর উপর দেখিয়া কর, ইহাতেই তোমার ভ্রম হয়। কখন কোন একটি বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া যত ক্ষণ না তাহার ভিতরের দিক্‌টা ভাল করিয়া দেখিতে পাও, তত ক্ষণ কোন একটা সিদ্ধান্ত করিও না, কেন না এ সিদ্ধান্ত পরে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিতে যান, পৃথিবী তাঁহাদিগের নিন্দা করে বা তাঁহাদিগকে লইয়া গণ্ডগোল করে, ইহা দেখিয়া কি মনে করিতেছ যে, ইহাদের জীবন দুঃখের, আর সাধারণ লোকদের জীবন সুখের। সাধারণ লোকের দুঃখের কথা একবার যদি ভাবিয়া দেখ, তোমার শোকের পরিসীমা থাকিবে না। সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ লইয়া তাহাদের জীবনের সুখসচ্ছন্দতা, এই ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের মুহুর্মুহু অপচয় হইতেছে, আর তাহারা অধীর হইতেছে। কখন ক্রোধ, কখন দ্বেষ, কখন হিংসা, কখন নিরাশা, কখন বাসনানলের জ্বালা, এরূপ ক্লেশের কারণ প্রতিদিন তাহাদের জীবনে প্রকাশ পাইতেছে। এ সকল কি না সকল লোকেরই ঘটে, তাই কেহ তাহার সংবাদ লয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণকারী ব্যক্তিগণ এ সকল ক্লেশের অতীত ভূমিতে সর্ব্বদা স্থিতি করেন, তাঁহারা প্রশান্তভাবে জীবনযাপন করেন। সাধারণ লোকের জীবন হইতে তাঁহাদের জীবনের পার্থক্য ঈর্ষানল উদ্দীপিত করে। তাহারা যেমন সর্ব্বদা অস্থিরান্তঃকরণ সেইরূপ অস্থিরান্তঃকরণ করিয়া তুলিবার জন্য

তাঁহাদিগের উপরে তাহারা বিবিধ পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করে। আত্মীয় স্বজনেরা ধনাদির আসক্তি দ্বারা পরিচালিত, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তনকারিগণের কিছুতেই একচিত্ততা হয় না, সুতরাং তাঁহারা ভাল বুঝিয়াও যাহা কিছু ইহাদের সম্বন্ধে করিতে যান, তাহাতেও ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অন্তরে শান্তি ও আরাম অনুভব করেন, এ সকল নিন্দা ও আন্দোলনে তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হয় না, অধিকন্তু ঈশ্বরেচ্ছানুবর্ত্তন জন্য পরিণামে তাঁহাদেরই জয় হয়। দেখ তুমি যাহা ভাবিয়াছিলে তাহা ভুল কি না।

বুদ্ধি। আমার ভুল হইল তাহাতে দুঃখ নাই, প্রকৃত সত্য বোধগম্য হইলেই যথেষ্ট লাভ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

দিবা রজনী ঈশ্বরসহবাস।

৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

আমরা কিসের ভিখারী? আমরা কি চাই? আমরা কি পাইলে সুখী হই? আমরা সুখের ভিখারী, আমরা সুখ চাই, নিয়ত সুখ থাকিলেই আমরা সুখী। আমরা মনে করি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সুখের দ্বার, ইহারা চারি দিক্ হইতে সুখ আনিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করিবে। এই জন্য আমাদের অভিলাষ হয়, এই সকল ইন্দ্রিয় আমাদের চির দিন অধীন থাকুক। আমাদের যত প্রকারের যত্ন এই দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য। দেহ যদি ভোগক্ষম থাকে, আমাদের সুখের বিরতি হইবে না, এই মনে করিয়া লোকসকল কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পার্থিব সুখ চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে, কিন্তু মানবের এ স্বপ্ন প্রতিদিন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। দেহের আরম্ভ আছে ক্ষয় আছে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ক্লান্তি আছে, কালে বলক্ষয় ও বিনাশ আছে। যে চক্ষু আজ অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে, সেই চক্ষু এক দিন ক্ষীণ হইবে, সুন্দর বস্তু সম্মুখে থাকিলেও আর দেখিবার সামর্থ্য থাকিবে থাকিবে না। কর্ণ সুমধুর কলকণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া আজ পরিতৃপ্ত, কিন্তু কালে বৃহৎ ঢক্কার রবও তাহার চেতনা সাধন করিতে পারিবে না। এমন কি কোন ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, যাহা চির দিন বিষয়সুখ সম্ভোগে মানবের সহায় হইবে? অতএব যদি আমরা নিয়ত সুখ চাই, তবে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে তাহা লাভ করিব, এ আশা যেন কখন হৃদয়ে পোষণ না করি।

যদি দেহ ও ইন্দ্রিয় আমাদের সুখের আশা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিল, তাহা হইলে যোগধ্যান পূজা বন্দনা নিত্যকাল আমাদের সুখের কারণ হইবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় জীবন অতিপাত করিতেন। সংসারের ক্লেশ যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মচিন্তনে নিমগ্ন থাকিতেন; ব্রহ্মসংস্পর্শসুখে তাঁহারা সুখী হইতেন। এ সুখ হইতে তাঁহারা আর কোন সময়ে বঞ্চিত হইতেন না। তাঁহাদের জীবনে অবিশ্রান্ত ব্রহ্মানন্দানুভব হইত, কেন না অন্য চিন্তা অন্য কার্য্যে আর তাঁহাদের জীবনে অবকাশ ছিল না। আমরা ঋষিগণসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদই শুনিতে পাই বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে যোগধ্যানাদি বিনা তাঁহাদের জীবনে আর কিছু বিষয় ছিল কি না? যোগ করিতে হইলে, যথোপযুক্ত আহার, যথোপযুক্ত নিদ্রা, যথোপযুক্ত বিহার, যথোপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, এ সকল প্রয়োজন। যোগানুষ্ঠান, ও ব্রহ্মপ্রতিপাদ্যশাস্ত্রানুশীলন, এ উভয় তো একান্ত অপরিহার্য্য। ঋষিগণ অধ্যয়ন অধ্যাপন দুই কার্য্যই করিতেন, অগণ্য শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, স্ত্রী পুত্র পরিবারেও পরিবেষ্টিত থাকিতেন। দুএক জন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তপস্বীর গৃহধর্ম্ম ছিল না, তদ্ব্যতীত আর সকলেই সদার ঋষিধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। অতএব তাঁহারা কেবল যোগধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিতেন ইহা ঠিক নয়। তবে একথা সত্য যে যোগধ্যানের প্রতিকূল বিষয়সমূহের সেবা হইতে তাঁহারা বিরত থাকিতেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে সেই সংসারত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসিগণের জীবন আমরা গ্রহণ করিব ইহা আর সম্ভবপর নয়। কিন্তু যদিও সেরূপ জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে, তথাপি ইহা মানিতে হইবে যে, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এখন আমরা পূর্ব্বকালের কঠোর তপশ্চরণ না করিয়াও তপস্যা ফলের অধিকারী হইতে পারি।

বিজ্ঞান আমাদিগকে অনন্ত শক্তির অব্যবহিত সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যে কোন বস্তু যে কোন পদার্থ এখন আমরা দেখি ও স্পর্শ করি, অনন্তশক্তির সহিত তাহা সাক্ষাৎ সংস্পৃষ্ট, ইহা আর এখন আমরা না মানিয়া থাকিতে পারি না। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এমন পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে যে, আমাদিগের ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই পৃথিবী, এই জগৎ, এই আমরা সকলে, কোথায় আছি? অনন্তেতে। ঊর্দ্ধ, অধঃ, দক্ষিণ, বাম, সম্মুখ, পশ্চাৎ এই অনন্তেতে পরিবেষ্টিত। এই অনন্ত অনন্তশক্তি। প্রত্যেক শক্তির প্রকাশ এই অনন্ত শক্তিকে অবলম্বন করিয়া। যে কোন ব্যক্তি এই জ্ঞান নিয়ত প্রত্যক্ষ করে, কখন বিস্মৃত হয় না, সে ব্যক্তি ধন্য। এই জ্ঞানের সঙ্গে যদি নববিধানের মাতৃভাব সংযুক্ত হয়, তবে সোণায় সোহাগা। আমি এই নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছি, বায়ু অন্তরস্থ করিতেছি, এ ব্যাপার কি? মাতৃস্তন্যপান। আহার করিতেছি, শরীর পুষ্ট হইতেছে, ইহার অর্থ কি? সেই মাতৃস্তন্য অন্য আকারে দেহস্থ হইয়া দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে। নিশ্বাসবায়ু, অন্নপান আমাদের দেহসম্বন্ধে যেমন মাতৃস্তন্য, তেমনি জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি আমাদের আত্মার সম্বন্ধে মাতৃস্তন্য। নিশ্বাস ও

অন্নপানের মধ্যে যে ধারণ, শোধন ও পোষণ শক্তি অবস্থান করিতেছে তাহা সেই অনন্তশক্তিবিনিঃসৃত দুগ্ধ। তদ্রূপস্বরূপ জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতি আমাদের আত্মার পরিপুষ্টিসাধনের জন্য কখন অপরের মধ্যে দিয়া কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমমাতা হইতে আমাদিগের আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। আমরা প্রতিবার নিশ্বাস টানিতেছি, তাহার সহিত যদি স্তন্যপান করিতেছি এ জ্ঞান উজ্জ্বল রাখিতে পারি, তাহা হইলে কি আর আমাদের পরমমাতার সহিত কোন মুহূর্ত্তে আমাদের বিচ্ছেদ সম্ভব থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাদের নিকটে যে সকল বিষয় আনিয়া উপস্থিত করিতেছে সেই বিষয় হইতে আমাদের যে জ্ঞান জন্মিতেছে, সে জ্ঞান সেই পরমমাতার মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে স্থিত পরম জ্ঞান, উহা আমাদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানস্তন্যে আমাদিগকে জ্ঞানসম্পন্ন করিতেছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব হইতে যে প্রেম উত্থিত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছে, সে প্রেমও সেইরূপ সেই পরমমাতারই। আমাদের মনের গ্রহণশক্তি যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন দেখিতে পাই পরম জননী আত্মাকে ক্রোড়ে লইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-স্তন্য পান করাইয়া তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন। এ সময়ে আমাদের ভিতরে জ্ঞান প্রেম পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া উহা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া জগতের জ্ঞান প্রেম পুণ্য বর্দ্ধিত করে। অন্নপানভোজনে দেহ পরিপুষ্ট ও শক্তিমান্ হইলে, সে শক্তির ক্রিয়ার শক্তি যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, জ্ঞান প্রেম পুণ্যে হৃদয় মন সেই সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তাহার ক্রিয়া বাহিরে প্রকাশ করে।

সাধক যদি এই প্রকারে তাঁহার ইষ্টদেবতার সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগ অনুভব করেন, তাহা হইলে উপাসনাতিরিক্ত সময়ে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আর থাকে না। উপাসনার সময়ে বিশেষরূপে ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেছি, উপাসনার অন্য সময়ে লিখিতেছি, বলিতেছি, কর্ম্ম করিতেছি, তাহাতে ঈশ্বরেরই মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, এবং তন্মধ্যে তাঁহাকে বিবিধ ভাবে ক্রমাম্বয়ে সম্ভোগ করিতেছি। যেখানে সম্ভোগ সেখানেই সুখ, যেখানে সম্ভোগের বিরতি আছে, সেখানে সুখেরও বিরতি আছে। আচ্ছা, অবিরত ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ এ সংসারে কি কেহ করিতে পারে? কাহার জীবনে এত পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে যে, কখন সে ব্রহ্মদর্শন হইতে বঞ্চিত হয় না? 'পবিত্রহৃদয়' ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের দর্শন পায় না এ কথা যদি সত্য হয়; বলিতে পার, পৃথিবীতে পবিত্রহৃদয় কে আছে? ঈশ্বরে নিরন্তর স্থিতির সুখসম্ভোগ যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে এমন ব্যক্তিই বা কে আছে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাদৃশ সুখসম্ভোগ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিত? বিজ্ঞান তাঁহাকে নিকটে দেখাইয়া দিতেছে কিন্তু পাপে যাহার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর নিকটে থাকিলেও সে তাঁহাকে দেখিবে কি প্রকারে? ভিতরের যে চক্ষু দিয়া মানুষ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবে, সে চক্ষুই যখন পাপতিমিরাবৃত, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান কর্ম্মণ্য হইবে কিরূপে? পাপী তাঁহাকে দেখিতে পায় না, পুণ্যাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পান, এই এক কথাতেই আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের সকল আশা বিলুপ্ত হইতেছে। না, আশা বিলুপ্ত হইতেছে না। দর্শনশক্তির অল্পতা ও আধিক্য আছে। স্বভাবতঃ যে দৃষ্টিশক্তি আছে, পুণ্যাঞ্জনে তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়, এবং সেই উজ্জ্বলতানুসারে দর্শনশক্তিও বর্দ্ধিত হয়। কোন ব্যক্তি একেবারে দর্শনে বঞ্চিত হইতে পারে না, কেবল সেই ব্যক্তি দর্শনে বঞ্চিত হয় যে ব্যক্তি অন্য দিকে চিত্ত নিয়ত ফিরাইয়া রাখিয়াছে।

বিজ্ঞান যদি ঈশ্বরকে আমাদের নিকটে আনিয়া থাকে, আমাদের যে দর্শনশক্তি আছে তদ্দ্বারা আমরা দেখিতে আরম্ভ করিব, দেখিতে দেখিতে যত পুণ্য সঞ্চারিত হইবে, তত আমাদের দর্শনশক্তি উজ্জ্বল হইবে, এবং সেই উজ্জ্বলতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনও উজ্জ্বল হইবে। বর্ত্তমানে চক্ষু যে অবস্থায় আছে তাহাতে কিছু হইবে না, এই ভাবিয়া নিরাশ হইলে যে টুকু দর্শনশক্তি আছে তাহাও হারাইয়া আমরা সর্ব্বপ্রকার নিত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইব। স্বয়ং ঈশ্বর যখন পাপীকে দর্শন দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আমরা নিরাশ হইব কেন? আমরা তাঁহাকে আমাদের সামর্থ্য অনুসারে দেখিব, এবং তিনি নিয়ত যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা গ্রহণ করিব। ঈশ্বরের শিক্ষা কখন চিত্রযোগে কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ পাইতেছে। ছোট ছেলেকে পিতামাতা চিত্রযোগে শিক্ষা দেন; যাহাদের এখনও অন্তরের বৃত্তি তেমন ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহাকে ঈশ্বর অধিকাংশ সময়ে চিত্রযোগেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সৃষ্টি একটী প্রকাণ্ড চিত্রশালা। ইহার ভিতরে ভগবান্ কত প্রকারের চিত্রই রাখিয়াছেন। যখন যে সন্তানকে যে চিত্র প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় সেই চিত্রযোগে তিনি তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা মানবমানবী সকলই এক একখানি ছবি। এই ছবিগুলি শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহার চিত্ত যত দূর শিক্ষাগ্রহণে উপযুক্ত হইয়াছে সে এই সকল হইতে সেই পরিমাণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা বিবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যায় না, ইহারা নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের অধীন; সুতরাং ইহাদের হইতে শিক্ষা পরিমিত। মানবমানবী কত প্রকারের অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া কত প্রকারের বেশ ধারণ করিতেছে, সুতরাং এখানে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহার কোন পরিমাণ নাই।

নরনারীর মধ্যে কেহ সাধু কেহ অসাধু, কেহ ধার্ম্মিক কেহ অধার্ম্মিক, কেহ শান্ত শিষ্ট, কেহ মদ্যপায়ী দুরন্ত। এ সকল অবস্থাই আমাদিগের নিকট শিক্ষাপ্রদ। যে ব্যক্তি মাতাল হইয়া অশিষ্টাচরণ করিতেছে, তাহাকে দেখাইয়া জননী আমাদিগকে সেরূপ আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। যখন ক্রোধী হিংসকের বিবিধ দুর্দ্দশা আমরা দর্শন করি, তখন আমরা বুঝিতে

পারি, ক্রোধ ও হিংসার কি ভয়ানক অসৎ ফল। এ সমুদায় চিত্র আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করিবার জন্ত প্রদর্শিত হইতেছে। এখন এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। পাপীরা যদি শিক্ষাদানের জন্ত চিত্ররূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায়ের ভিতরে পাপীর পাপও প্রবেশ করিতেছে। এরূপ কথা আমরা কখন বলিতে পারি না। পাপী আপনাকে ক্রোধাদির বশীভূত করিয়াছে বলিয়া যে ভীষণ চিত্র উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই অপরের শিক্ষার জন্ত প্রদর্শিত হইতেছে, প্রদর্শিত করিবার জন্ত তাহাদিগের তাদৃশ অবস্থা উৎপস্থিত হইয়াছে, তাহা নহে। এক সময়ে পৃথবী শান্ত শিষ্ট সাধু সাধ্বী নরনারীতে পূর্ণ হইবে, তখন তো আর এ সকল চিত্র থাকিবে না, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। কেন না তখনত আর ক্রোধাদি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত শিক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না। ঈশাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়া জুডাস ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করিল। জুডাসের পাপাচরণে ঈশার প্রাণ গেল, এবং তাঁহার প্রাণ গেল বলিয়া বিধান পূর্ণ হইল, জগতের কল্যাণ হইল। ইহা বলিয়া কি বলিতে হইবে, জুডাস দ্বারা ঈশ্বরই সে কাজ করাইয়া লইয়াছেন। জুডাস যদি লোভী না হইত, ধনাপহরণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অভ্যাস না থাকিত, তাহা হইলে সে কার্য্যে সে কখন প্রবৃত্ত হইত না। ঈশা এজন্তই বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে বিধান পূর্ণ হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহার গলায় পাথর বান্ধিয়া সমুদ্রজলে ডোবা উচিত ছিল। পাপীর ভীষণ ছবি দেখাইয়া ঈশ্বর যেমন পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, তেমনি সাধুগণের সুন্দর মনোহর চিত্র দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন, স্বর্গের দিকে টানিতেছেন।

ঈশ্বর আমাদিগকে চিত্রযোগে বিবিধ শিক্ষা দিতেছেন কেন, আমাদের তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এ সমুদায় শিক্ষা কেবল তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করিবার জন্ত উপায়। এ সমুদায় শিক্ষার ভিতরে যখন তাঁহার সুন্দর হস্ত দেখি, তখন আর আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। মাতা হইয়া তিনি আমাদের দেহ ও মন উভয়কে স্তন্য দান করিতেছেন, গুরু হইয়া শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দান করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার এই দুই ভাব নিরন্তর চক্ষুর সমুখে রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে আমরা সহজে নিত্য যোগ অনুভব করিতে পারি। তাঁহার নিত্য সহবাস সম্ভোগের জন্য ঈদৃশ স্বভাবসিদ্ধ উপায় আমাদিগের নিকটে বিদ্যমান থাকিতেও যদি আমরা তৎপ্রতি উদাসীন হই, তাহা হইলে আর আমাদের ন্যায় আত্মঘাতী ব্যক্তি কে আছে? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন সহজসিদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য সহবাসসুখসম্ভোগ করি এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার পাপ তাপ হইতে প্রমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সুসন্তানগণের মধ্যে গণ্য হই।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজে কি শিক্ষালাভ করিলাম।

(উৎসবোপলক্ষে একটী কন্যা কর্ত্তৃক নিবদ্ধ।)

শ্রদ্ধেয় গুরুজনের ইচ্ছাক্রমে আজ বৎসরকার দিনে একবার আমাদের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা সম্বন্ধে সামান্য একটী প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিলাম। বিষয়টি আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয়; কারণ নিজ জীবনে সে সকল মহৎ শিক্ষার সার্থকতা হয় নাই; শিক্ষালাভ করিয়াছিমাত্র, কিন্তু তাহার চরিতার্থতা হয় নাই। মনে হয় আজিকার দিনে, বিশেষ উন্নত জীবনের ধর্ম্মকাহিনী শুনিলে পরম লাভ হইত; কিন্তু আশা হয় আমাদের ধর্ম্মজীবনের হীনাবস্থার জন্ত প্রাচীন সাধক ও ভক্তিভাজন গুরুজনের বিশেষ প্রার্থনায়, আজকার দিনে বিশেষ দান মিলিতে পারে।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে অনেক মহৎ শিক্ষা পাইয়াছি। সপ্ততিতম বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রাজা রামমোহন রায় গভীর অন্ধকারমধ্যে এই পবিত্র ধর্ম্মের আলোক প্রথম বিকীর্ণ করেন, তখনকার তুলনায় আমরা এখন বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে এক্ষণে অনেকেই মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় জন্মাবধি পালিত হইয়া আসিয়াছি, পতিত সত্যবিহীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হীনাবস্থায় থাকিলে যে কি শোচনীয় দশা হইত, তাহা এক্ষণে কিছু কিছু বুঝিতে পারি; কিন্তু তথাপি এই সত্যধর্ম্মকে জীবনে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অন্য সম্প্রদায় হইতে আসিয়া এই সুন্দর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বিধাতার বিশেষ আহ্বান শুনিয়াই আসিয়াছেন; তাঁহারা যে এই ধর্ম্ম হইতে কত সারবস্তু গ্রহণ করিতেছেন তাহা বর্ণনা আমার পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরাও সেই বিধাতাগুরুর আহ্বান শুনিতে পাই না? তিনি কি আমাদের জন্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত নহেন?

ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে, পিতামাতা ও পূজনীয় গুরুজনের পবিত্র সন্নিধানে, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় অনেক গভীর তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। জীবনে তাহার সার্থকতা না হইলেও, তাহা আজ বলিবার কথা। আমি যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ শিক্ষা দান করিতেছেন।

১। জাতিভেদ প্রথা অনুচিত।

ঈশ্বর আমাদের পিতা; আমরা সকল মানবজাতি মিলিয়া এক বৃহৎ পরিবারে সম্বদ্ধ। একই পিতার সন্তান হইয়া একে অপরকে ঘৃণা বা হেয়জ্ঞান করিব না। তাঁহার সৃজিত সকল পদার্থই আমাদের মনোরম্য; তবে একজন অন্তকে কেন ঘৃণা করিবে? সকলেই তাঁহার সমান আদরের বস্তু।

২। আমাদের দেশাচার বদ্ধ জাতিগত কুসংস্কার গুলির উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার

করিয়া দিয়াছেন; এমন কি নারীদিগেরও জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার দিয়াছেন; এক্ষণে সেই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার ও তজ্জনিত কুসংস্কার সকল বিনষ্ট করিতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা সামাজিক কুৎসিত আচার সকল সংস্কার করা কর্ত্তব্য, নতুবা চিরকাল ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে কখনই জ্ঞান ভালরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মানবাত্মাকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

৩। পৌত্তলিকতা পরিহার করিতে হইবে।

যে ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি; মহাশূন্য হইতে কেবলমাত্র যাঁহারই ইচ্ছায় এই জীব জগৎ সৃজিত হইল; যাঁহার শক্তি অপরিমেয়, সেই ভূমা মহান্ ঈশ্বর পরিমিত মনুষ্যপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র মৃণ্ময় প্রতিমায় আবদ্ধ নহেন। তিনি নিরাকার ও দেশ কালের অতীত। ভক্ত সাধকগণ, সেই মহানকে হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিতে না পারিয়া, সেই অনন্ত নিরাকারের স্বীয় স্বীয় অভিরুচি অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গড়িয়া তাহারই পূজা, অর্চনা করিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাইতেন। কালে হৃদয়ের সেই গভীর ভাব হারাইয়া মানব প্রতিমার পূজা আরম্ভ করে। ব্রাহ্মসমাজ তাই বলিতেছেন, তাহাতে মানবাত্মার পরিতৃপ্তি হয় না; মনুষ্যকল্পিত আকারে পরিমিত করিয়া সেই দেশকালাতীত অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার মহত্ত্বের লাঘব করা অন্যায়।

৪। সংসারে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। শারীরিক কঠোর তপস্যা না করিয়া সংযতচিত্ত বৈরাগী হইয়া যোগ সাধন করিতে হইবে। প্রাচীনকালে বিষয়কর্ম্ম ও পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনে যোগসাধনের বিধি ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধান বলেন, বিধাতার ইচ্ছায় পরিবার প্রতিপালন ও তাহাদের সেবা করিতে হইবে, কিন্তু সকলই তাঁহার ইচ্ছা পালন ও আদেশ রক্ষার জন্য করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অন্য কামনা বা ইচ্ছা থাকিবে না। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া যে কার্য্যসম্পন্ন হইবে তাহাই ধর্ম্মানুমোদিত হইবে। সংসারে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাই ধর্ম্মসাধন হইল।

৫। সাধুভক্তি করিতে হইবে।

যুগে যুগে এক একটি সাধু, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এক একটি বিশেষ বিধানের প্রবর্ত্তক হইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম সমন্বয় করিতেছেন; সকল প্রেরিত সাধুগণের প্রবর্ত্তিত পথ অবলম্বন না করিলে ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বপ্রদান ও ভক্তি প্রদর্শন না করিলে এই ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সাধন করা হয় না। ভক্তকে সম্মান না করিলে ভক্ত বৎসলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

৬। ব্রাহ্মসমাজের দেবতা "সত্যং শিবং সুন্দরম্।"

জ্ঞান দ্বারা সেই সত্যস্বরূপকে জানিতে হইবে, প্রীতি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ভাব অনুভব করিয়া ভক্তিযোগে তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাতে চিরনিমগ্ন থাকিতে পারিলেই এই মন্ত্রের সাধন হয়।

৭। ঈশ্বর সত্য ও এক অদ্বিতীয়। তাঁহাকে নিত্য ব্যাকুল-অন্তরে উপাসনাযোগে দর্শন করিতে হইবে। সকল কার্য্যে, শক্তিতে ও পদার্থে, তাঁহারই অস্তিত্ব বিদ্যমান; তিনি আছেন বলিয়াই সকল আছে। তিনি স্বয়ম্ভূ, সকল বস্তুই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তিনি আত্মার অবলম্বন ও প্রাণীর প্রাণাধার। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিলে হৃদয়ে শান্তি হয় না। তিনি এক অদ্বিতীয়;—তাঁহাকেই পাইলে সকল অভাব পূরণ হয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার আর আবশ্যক হয় না। একাধারেই সব বিদ্যমান। তাঁহার কাছে আসিয়া যেমন সকল অভাব পূরণ হয়; সংসারে এমন করিয়া আর কেহ অভাব মোচন করিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন, এই এক সত্য দেবতার আরাধনা করিলে সংসারে আর কিছু ভাবনা থাকে না। আমরা সকলেই সেই এক সত্যস্বরূপের জীবন্ত সত্তায় চিরনিমগ্ন আছি; ইহা মানিলেই প্রাণ আশ্বস্ত হয়, এবং এই ধর্ম্মবিধানেই তাহা আমরা জানিতে পারি।

৮। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রোল্লিখিত পুনর্জন্ম কথার যথার্থ অর্থ এইখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম। পুনর্জন্ম কথা শরীর-সম্বন্ধে নহে তাহা আত্মার বিষয়ে। ধর্ম্মজীবনে ভ্রমণ করিতে করিতে মানবাত্মার কত বার পদস্খলন হয় ও ঈশ্বরকৃপায় কত বার তাহার উন্নতি লাভ হয়—ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ—এইরূপে অনেকবার অনেকবার পতন ও উন্নতির পর আত্মার চরম উন্নতি লাভ হয়—ইহারই উল্লেখ শাস্ত্রে আছে; তাহা এক্ষণে শরীরের জন্মসম্বন্ধে লোকের সংস্কার হইয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে ভ্রান্তি দূর করিয়া দিতেছেন ও পরলোকের কিছু নূতন তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছেন। পরলোকে সকলেই সেই পরম পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহারই চির আজ্ঞানুযায়ী হইয়া স্বীয় স্বীয় আত্মার অনন্ত উন্নতি সাধন করেন। তথায় বিচ্ছেদ নাই, নিত্য আনন্দ ও নিত্য উৎসব হইতেছে—মৃত্যু ভয়ের নহে—সেই পবিত্রধামে লইয়া যাইবার পরম সহায়। মানুষ এই স্থানে থাকিয়া যদি এত সুখসংবাদ, পায় তবে তাহার আর জগতে বিপদের আশঙ্কা থাকে না—ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই সকল সুখসমাচার প্রদান করিতেছেন।

৯। এবারকার বিধানের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর। অন্যান্য ধর্ম্ম-বিধানে ঈশ্বরসন্নিধানে যাইতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিত্ব আবশ্যক হয়, এ ধর্ম্মবিধানে তাহার আবশ্যক নাই—এবার তিনি স্বয়ং এই সত্যধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছেন। প্রতিজনের হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহার সকল সন্দেহের মীমাংসা করেন। বিশ্বাস করিলেই তাঁহাকে জানা যায়। ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সকল কথার উত্তর দেন। অন্নজলে যেমন ক্ষুধার শান্তি করিতে হইবে; তেমনি আত্মাতে প্রতিদিন তাঁহার

সাক্ষাৎকার ও তাঁহার বাণীশ্রবণে আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করিতে হইবে। তিনি এবার স্বয়ং আত্মার অন্নজল হইয়া আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে যে সকল মহৎ শিক্ষা ও তত্ত্ব জানিয়াছি, বলিতে সঙ্কোচ হয়; তাহা এ পর্য্যন্ত নিজ জীবনে সাধিত হয় নাই। যদি কৃপানিধান কৃপা করিয়া এবার স্বয়ং আসিয়াছেন; তবে অদ্যকার দিনে তাঁহার কাছে আবার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, তিনি যে কাহাকেও নিরাশ করেন না, সেই সাহসে অদ্য আবার ভিক্ষা করিতেছি; তিনি আমাদিগকে ব্যাকুল চিত্ত করিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া লউন; হৃদয় মনকে পবিত্র করিয়া আজ হইতে নবজীবন দান করুন। আমরা যেন প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু হই এবং তাঁহার আনীত সত্য ধর্ম্মের সার্থকতা করিয়া আত্মার চিরকল্যাণ সাধন করিতে পারে।

১১ই মাঘ ৭০ ব্রাহ্মাব্দ, ভাগলপুর।

সংবাদ।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজ একণে আর নববিধানের বিরোধী কোন সমাজের অন্তর্ভূত নহে। গত চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বি, এ, ইহার আচার্য্যপদে মনোনীত হইয়াছেন। বর্ষশেষ উপলক্ষে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। নববর্ষের প্রথম দিনে তথায় যে উপাসনা হয়, ঐ দিন গুডফ্রাইডে ছিল বলিয়া তদুপলক্ষে ক্রুশোপরি খ্রীষ্টের উক্তি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। ৩রা বৈশাখ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা ও "পুনরুত্থান" বিষয়ে উপদেশ হয়। ৫০ জনের অধিক পুরুষ ও মহিলা মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন। নববর্ষের দিনেও অনেকগুলি লোক উপাসনাক্ষেত্রের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদী সমাজ ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ১২ হাজারেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে প্রায় ৭ হাজার টাকা এখানে ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই অর্থ এবং এস্থানে ব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, শ্রীমান্ হরলাল রায় এবং অপর তিন জন ব্রাহ্মযুবা দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত খাণ্ডোওয়া নামক স্থানে গিয়াছেন।

বিগত ২রা বৈশাখ শান্তিকুটীরে শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুনীত দেবীর সঙ্গে স্বর্গগত লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের শুভপরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ২৪ বৎসর, পাত্রের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। উপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই নবদম্পতীকে প্রেম ও পুণ্যেতে সমুন্নত করুন।

বরাহনগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নরনারায়ণ চৌধুরী ৮ই বৈশাখ শুক্রবার প্লীহা ও উদরাময় রোগে প্রায় দুইমাস কাল কষ্ট পাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই যুবার আত্মাতে শান্তি বিধান করুন, এবং ইহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়দিগের মনে সান্ত্বনা দিন।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা কুমারী সান্ত্বনা ৩ বৎসর চারি মাস বয়সে ২৮ দিন উৎকট জ্বররোগে কষ্ট পাইয়া ১৪ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে কুচবিহার মহারাজের আলিপুরস্থ উডল্যাণ্ড ভবনে শান্তিদায়িনী জননীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন। এই ঘটনায় আচার্য্যপরিবারস্থ সকলেই বিশেষ শোকে দারুণ কষ্ট পাইতেছেন। লীলাকারী ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারিবে? তিনি কেন মার কোলে সুন্দর শিশু সন্তানকে বসাইয়া মাকে এবং আত্মীয়স্বজনকে হাসান, আবার কেনই বা সেই সন্তানকে কাড়িয়া লইয়া গিয়া জননী এবং আত্মীয়গণকে দারুণ শোকে নিমগ্ন করেন, এ রহস্য কে বুঝিতে পারিবে? তবে এই দেখিতে পাই, দয়াময়ী মার স্নেহ কখনই কোন সন্তানকে পরিত্যাগ করে না। তিনিই কেবল সন্তানের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। পৃথিবীতে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

আমাদের সমবিশ্বাসী ভগ্নী শ্রীমতী মাখন বসু প্রায় ১ মাস হইল তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ বসুকে ইহ পৃথিবীতে হারাইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ডাক্তারী শিক্ষা করিতেছিলেন। কোন বিষাক্ত রোগীর অস্ত্র চিকিৎসা করিতে গিয়া তাঁহার শরীরে সেই বিষ কিরূপে প্রবেশ করত তাঁহার সমস্ত রক্তকে দূষিত করিয়াছিল। উপযুক্ত ডাক্তারগণ বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রোগের প্রতীকার হইল না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারিবে? দুঃখিনী জননী গুণবান্ সৎপুত্রকে হারাইয়া বিষম কষ্টে পড়িয়াছেন। এখন যিনি প্রহার করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কে তাঁহার জ্বলন্ত আত্মার জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারে? আমরা যেন এই সকল ঘটনার মধ্যে মঙ্গলময়ের অভিপ্রায় ভাল করিয়া বুঝিয়া জীবনের পথে সাবধান হইয়া চলিতে শিক্ষা করি। আমরা যে ধূলাসম এ কথায় যেন আমাদের আস্থা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়।

ভাই ব্রজগোপাল হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সেবার জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিবার উদ্দেশে দুঃস্থ ভাই ভগ্নীদের নিকট গমন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার এবং তাঁহার অসহায় পরিবারের সহায় হউন। হাজারীবাগের উৎসববিবরণ আমরা পশ্চাতে ছাপাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

যে প্লেগ এতদিন বাহিরে ছিল সেই প্লেগ আমাদের ব্রাহ্মপরিবারের ভিতর প্রবেশ করিয়া গত মঙ্গলবার রাত্রি ৩টার সময় ৪৩ঘণ্টার মধ্যে শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের পূজনীয়া জননী

প্লেগকে ভবপারে লইয়া গিয়াছে। আগে যখন দেখি নাই তখন প্লেগকে একটু ভয়ানক বোধ হইত, এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় ভয় হইল না। সাধ্বী সতী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে পরলোকে যাইবার জন্ম বড়ই ব্যাকুল ছিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়াই যেন ভগবান্ তাঁহাকে সত্বর গ্রহণ করিবার জন্ম এই প্লেগরূপ দূত পাঠাইয়াছিলেন। সোমবার প্রাতে কোন অসুখ নাই কেবল দক্ষিণ পায়ের উরুদেশে সামান্য বেদনা অনুভব করেন, তাহা লইয়া নিত্য কার্য্য সমাপন ও স্নান করিয়া সন্তানগণের জন্ম বিবিধ ব্যঞ্জন প্রতিদিনের ন্যায় রন্ধন করেন। রন্ধন সমাপন করিয়া উঠিতে যান আর উঠিতে পারেন না, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয়, জামাতা, কন্যা ও পুত্রবধূ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া উপর ঘরে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দেন। পরক্ষণে ডাক্তার আসিয়া দেখেন অল্প জ্বর হইয়াছে। সেই জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি হয়, পায়ের বেদনাও খুব বোধ করেন, আর বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। অপরাহ্নে সন্তানগণকে লইয়া প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল অনেক ভাল কথা বলেন, তাহার মধ্যে একটি এই, "আমি কি সাধে এত কাজ কর্ম্ম করি ও রন্ধন করি। আমি সর্ব্বদা এই সময়ে যোগযুক্ত হইয়া দেখিতে পাই, ঠিক আমার কাছে কাছে আমার উপাস্য দেবতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এতে আমি বড় সুখ পাই।" বাস্তবিক তাঁহার জীবনে আমরাও এই সত্যের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনালেখ্য ছাপান হইলে বিস্তারিতরূপে সে সব প্রকাশিত হইবে। ঐদিন রাত্রিতেই পীড়াবৃদ্ধি হইয়া মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হয়। অজ্ঞানের অবস্থাতেও তিনি ভগবানের নাম করিয়াছেন, ভাল কথাই বলিয়াছেন, ডাকিলে শেষ পর্য্যন্ত উত্তর দিয়াছেন, ঔষধ পথ্য সেবন করিয়াছেন। রোগের কষ্টের মধ্যে কেবল অস্থিরতাই বেশি দেখা গিয়াছিল। সংগীত করিলে স্থির হইয়া শুনিয়াছেন। পরে মঙ্গলবার রাত্রি ৩॥০টার সময় ৪২ ঘণ্টা মাত্র রোগ ভোগ করিয়া তিনি ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তধামে আনন্দময়ী জননীর কোলে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসরমাত্র। তাঁহার দুইটি পুত্র ও ১টী কন্যা, ১টী দৌহিত্র দুইটী দৌহিত্রী। মোহিতচন্দ্র সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র। "যে জন বিশ্বাসী হয় তার কি মরণে ভয়, মরণ সোপান তার যেতে শান্তি নিকেতনে।"

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উত্তরবঙ্গে হলদীবাড়ী, ফুলবাড়ী ও বগুড়ায় ১৪ দিন নববিধান প্রচার করিয়া গত কল্য এখানে পৌঁছিয়াছেন।

হরিসেনাদলের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে শ্রীমান্ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত বসন্তোৎসব, ধূলিখেলা ও উপাসনা নামক প্রবন্ধগুলি অনেক দিন হইল আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা এগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। ইহাতে ভাব ও লিপিচাতুর্য্য উভয়ই আছে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত গঙ্গাস্তোত্রের সংগ্রহ ও অনুবাদ যে ভাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক গঙ্গাস্তোত্র সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রচার করাতে সংগ্রহকর্ত্তার স্তোত্রাকার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আদর প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুগণ বিরাট্ পুরুষের নাড়ীরূপে নদনদীসকলকে দর্শন করিতেন। যে কালে স্থূল ধারণার রীতি প্রচলিত ছিল, সে কালে এ সকলের আদর ছিল, এবং বিরাট্ পুরুষের প্রত্যেক অঙ্গ চিন্তার অনুকূল এই সকলকে মনে করা হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা এখনকার কালের উপযোগী, ইহাতেও সেই ভূমা মহান্ পরম পুরুষের ঐশ্বর্য্যমধ্যে গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া গঙ্গার প্রতি যথোচিত সম্ভ্রম রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বা নবীন স্তোত্র এ ভাবে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া এখন কেবল ইহাকে সাহিত্যাকারে গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। গ্রন্থকারের ভূমিকা পাঠ করিলে ইহা যে তিনি সেই ভাবেই প্রচার করিয়াছেন, ইহাই প্রতীত হয়।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়—

বিগত ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার আমাদিগের অত্রত্য বিধান আশ্রমের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ এবং অনেক হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্র মহোদয়গণ উৎসবে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহ এবং উপাসনান্তে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বলদেব নারায়ণ উর্দ্দু ভাষায় একটি সুললিত উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় বলদেব বাবু উর্দ্দুভাষায় আশ্রমের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন। আশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাবে ৪১৲ টাকা ঋণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপায় তন্মুহূর্ত্তেই সহৃদয় দাতাদিগের সাময়িক সাহায্যে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল।

আশ্রমের আয় হইতে এই দিন উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদিগকে একটি ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। এক স্থানে প্রায় ৭০।৮০ জন বিহারী, পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও মুসলমান ভ্রাতাদিগকে ভগবানের নামে ভোজন করিতে দেখিয়া আমাদের প্রাণে ভগবানের কৃপা বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক। ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশার্থ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বাৎসরিক রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ প্রেরণ করিতেছি। অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্থান প্রদান করিবেন।

বাৎসরিক-রিপোর্ট।

বিহার এবং অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজননী ধর্ম্ম-

প্রচারার্থ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, বলদেবনারায়ণ এবং ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়দিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা ১৮৯৯ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে এই বিধানাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের বন্ধু বান্ধব এবং সহানুভূতিকারকদিগের সহযোগিতা ও সহায়তা সাদরে গৃহীত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে আশ্রমের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইয়াছে। এই আশ্রমের সহিত সম্পূর্ণ যোগে আরও কতকগুলি উপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগের নৈতিক চরিত্র সংগঠন ও তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মোপদেশপ্রদানসঙ্কল্পে একটি ছাত্রাবাস এবং অল্পবয়স্ক সুকুমার মতি বালকদিগকে প্রতি রবিবারে নীতিশিক্ষা প্রদান জন্য "Sunday School" নামে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এবং যুবকদিগের ধর্ম্মালোচনা, ঈশ্বর এবং আত্মার প্রকৃতি এবং উভয়ের সম্বন্ধ প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান জন্য "Theological Seminary" নামে একটি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদিগের আর্থিক সাহায্য সঙ্কল্পে, পীড়িতের সেবা এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সাংসারিক বিষয়েও আশ্রম যথাযোগ্য সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ, আলোচনা, ভজন এবং গজলস্ প্রভৃতি দ্বারা দেশ বিদেশে প্রচারকার্য্যনির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু গণেশপ্রসাদ (যিনি প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য অনেক দিন হইতে আমাদের সহিত অবস্থান করিতেছেন) অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাত্রাবাস পরিচালন এবং ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঈশ্বরোপাসনার উচ্চ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ছাত্রাবাস পরিচালনকার্য্যের সঙ্গে প্রচার এবং হিন্দী ও বাঙ্গালায় ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাকার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় বি, এন্, কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ও পবিত্র ধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রকাশ্যে অনেকগুলি ইংরাজি বক্তৃতা প্রদান ও ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তা প্রভৃতি কার্য্যও অক্লান্ত ভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগের শিক্ষোন্নতিপর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সহযোগী ভ্রাতার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

স্থানীয় মহামান্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত আম্‌জদআলি খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার রামচন্দ্র গুপ্ত এবং আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়দিগের নিকট আশ্রম চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহারা আশ্রমবাসী প্রচারকগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধু ও তাঁহাদের পরিবার ও বালক বালিকাগণকে পীড়িতাবস্থায় নিস্বার্থভাবে দেখিয়া থাকেন।

প্রচারভাণ্ডারে যাঁহারা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটও আশ্রম চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগের নাম ও অর্থ সাহায্যের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আশ্রম অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন যে, বিহারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারার্থ অর্থের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত বিহারবাসীদিগের পাঠোপযোগী একখানি হিন্দীপত্র বাহির করিতে আশ্রম অসমর্থ; যদিও আশ্রম ইতিপূর্ব্বে এতদুদ্দেশে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশের অবস্থা আমাদের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। বিশেষ সংস্থান ব্যতীত একখানি সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ও তাহার জীবনরক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ সম্বন্ধে যত দূর আলোচনা করা গিয়াছে তাহাতে মাসিক ৪০৲ টাকা ব্যয় ব্যতীত একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অবতারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সাধু সজ্জনদিগের পদানুসারী শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণের সাহানুভূতি আমাদিগের সহিত সংমিলিত হউক।

সাহায্যদাতাদের নাম, ধাম, দানাঙ্ক।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেবনারায়ণ, ডেঃ কলেক্টর, বাঁকিপুর, ২৭৲; লছমীনারায়ণ, কলেক্টর, ছাপরা, ৪৲; মুনসী রেওয়ালাল, মোক্তার, গয়া, ২৭৲; হুকুমচাঁদ লাল, মোক্তার, গয়া, ১২৲; ভিখারীলাল, মোক্তার, গয়া, ২৲; বাবু বেচুনারায়ণ লাল, পুলিস ইন্‌সপেক্টর, পাটনা ৪৲; শ্রীরঙ্গবিহারী লাল এম. এ, জমাদার, মজঃফরপুর ৫৲; হাজারিলাল, একাউণ্টাণ্ট কলেক্টরেট, পূর্ণিয়া ২৷০; গিরিজাপ্রসাদ, উকীল, গোরক্ষপুর, ১৲; মুনসী দর্শনলাল, মোক্তার, মজঃফরপুর, ৸০; বাবু বলদেব দুবে, নাজের নাজার কলেক্টরেট, ভাগলপুর, তিনমণ চাউল; বৃন্দবংশী সহায়, ডেঃ কলেক্টর, ছাপরা ২৲; বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মোকামা ৫৯৲; ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর ২৲; নৃত্যগোপাল মিত্র, আরা, ১৲; পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুর, ২০৲; শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার, ভাগলপুর, ২৲; জয়কৃষ্ণ সরকার, ভাগলপুর, ২৲; প্রফেসর দেবেন্দ্রনাথ সেন, বাঁকিপুর, ২৲; মিঃ আর ঘোষ বারিষ্টার, ছাপরা, ১০৲; মিঃ ডি, এন, মুখার্জি, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, আরঙ্গাবাদ ৭৲; মিঃ বি, এন, দাস, প্রোফেসর, পাটনা কলেজ, বাঁকিপুর, ২৲; শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, উকীল, বাঁকিপুর ৫৲; যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর, ৪৲; হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর, ৪৲; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ছাত্র, বাঁকিপুর, ২৲; শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বাঁকিপুর, ১০।০; প্রোফেসর বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, কলিকাতা, ২৲; মোট ২২০৸০ এবং ২মণ চাউল।

ব্যয়ের হিসাব।

আহারীয় ও ভৃত্যাদির বেতন, ১৭১৸০। গরম ও শীতবস্ত্র, ২০৲। ঔষধের মূল্য ২৲। ডাকমাসুল, কলম কাগজ ইত্যাদি ২০৲। বাসাভাড়া ৪১৲। অন্যান্য বিবিধ ব্যয় ৭৲। মোট ২৬১৸০। আয় ২২০৸০। ব্যয় ২৬১৸০। ঋণ ৪১৲।

বিধানাশ্রম
বাঁকিপুর ৩১।৩।০০

সেবক
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
৯ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে করুণানিলয় পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগকে যে ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছ, তাহাতে সংসারের পথে চলা আমাদের পক্ষে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সংসারী লোক সকল যে নিয়মে চলে আমরা কখন সে নিয়মে চলিতে পারি না। আমাদের মধ্যে যদি সাংসারিক ভাব প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমরা যে ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, আমাদের যে আর দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না। হে প্রভো, আমরা পরিত্রাণার্থী হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, সাংসারিক ক্ষতিবৃদ্ধিগণনায় যদি আমরা পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে যে উভয়ভ্রষ্ট হইলাম, না হইল আমাদের পরিত্রাণ, না হইল আমাদের সংসার। বিশেষব্রতে ব্রতী হইয়া আমরা স্বর্গের যে আস্বাদ পাইয়াছি, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া সংসারী হওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব ? সম্ভব নয় বলিয়াই আমরা দুদিক্ রক্ষা করিতে চাই, দুদিক্ রক্ষা পায় না বলিয়া আমরা লোকের নিকটে উপহাসাস্পদ, সাধুগণের নিকটে লাঞ্ছিত, এবং তোমার নিকটে অপরাধী হই। ঈদৃশ উচ্চ ব্রতে ব্রতী হইয়া, ঈদৃশ উচ্চ স্থানে আসিয়া আমাদিগের সংসারের দিকে কেন গতি হইল ? আমরা বুঝি সংসারের ভোগে অতৃপ্ত হইয়া এ ব্রত গ্রহণ করি নাই ? তোমার মহাভক্ত শ্রীচৈতন্য সংসার ভোগ করিয়া তাহার ক্লেশ সকল বুঝিয়া পরিশেষে বৈরাগ্যাশ্রয় করিতে শিষ্যদিগকে অনুমতি দিতেন, আমাদের প্রতি সে প্রকার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া কি আমাদের সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে ? তুমি আমাদিগকে 'সংসারে থাকিয়া উচ্চ ব্রত পালন করিতে হইবে,' এই কথা বলিয়াছ, তাহাই কি আমাদের মরণের কারণ হইবে ? তোমার আদেশে কোন দোষ থাকিতে পারে না, আমরাই ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন পথ ধরিয়াছি, যাহাতে ব্রত ভঙ্গ হইয়া আমরা সংসার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছি। হে অগতির গতি, এই ভয়ানক পাপের অবস্থা হইতে তুমি যদি আমাদিগকে উদ্ধার না কর, কে আর আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ? যদি তোমার দাসদিগকে সংসার আপনার দাস করিতে পারে, তাহা হইলে যে সংসারের উদ্ধারের পথ বন্ধ হইয়া গেল। এ পথে যে আর কেহ আসিবে না। বলিবে, এই তো এতগুলি লোক সংসারের পথ ছাড়িয়া স্বর্গের পথ ধরিয়াছিল, কৈ তাহারা তো সে পথে চলিতে পারিল না, আবার তাহাদিগকে ফিরিয়া সংসারের পথ ধরিতে হইল।

প্রভো, যুগে যুগে তোমার সন্তানগণ স্বর্গের পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা একবার যে পথ ধরিয়াছেন, সে পথে প্রাণপর্য্যন্ত দিয়াছেন তথাপি সে পথ ছাড়েন নাই। আমরা যদি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী না হইতে পারিলাম তাহা হইলে ব্রতধারী হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমার নবধর্ম্ম প্রচার করিব, প্রতিষ্ঠিত করিব, এজন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিলে। আমরা আমাদের জীবনের সে কার্য্য করিব, এই তোমার আদেশ ছিল। কোথায় আমরা বৈরাগ্য প্রেম, পুণ্য, উদারতায় চিত্তের সকল মালিন্য ক্ষালন করিয়া সংসারে অতীত হইব, তাহা না হইয়া ব্রতভঙ্গ করিয়া অধঃপতিত হইলাম। এখন পৃথিবী-তেও লাঞ্ছনা স্বর্গেও লাঞ্ছনা। তোমার দাসদিগের চৈতন্য হউক, আপনাদের অবস্থা তাঁহারা বুঝুন, বুঝিয়া তোমার শরণাপন্ন হউন। হে দেব, তুমি আমাদিগকে সচেতন করিবে, আমরা আমাদের দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধন করিতে বদ্ধপরিকর হইব, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

আমাদের সহব্যবস্থান।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, জগৎ ও জীব অপ্রকাশিত ছিল। ব্রহ্মেতে কোন তরঙ্গ, নাই, তিনি প্রশান্ত, সুগম্ভীর। যখন জীব ও জগৎ প্রকাশ পাইল, তখন ব্রহ্ম যেরূপ সেইরূপই রহিলেন, কিন্তু সৃষ্টির রঙ্গভূমিতে ঘোর তরঙ্গ, আন্দোলন, প্রবলঝটিকা, অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইল। সৃষ্টি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই এসকল প্রশান্তবেগ হইয়া আসিল। সৃষ্টির মধ্যে উহারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, কিন্তু নববিধসংযোগার্থ একটু অবরোধ অন্তরিত হইলেই পূর্ব্বতন উৎপাত দেখা দেয়। ব্রহ্ম সহ জগৎ ও জীবের অভিন্নভাবে স্থিতিকালে যে শান্ত ও অবিরোধী ভাব ছিল, তাহাতে প্রত্যাগমন করাই জগৎ ও জীবের স্বভাব; তরঙ্গ, আন্দোলন, বিপ্লবসাধন, এগুলি সৃজ্যশক্তি সমূহের সংমিশ্রণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘাত ও প্রতিঘাত-মাত্র। সংমিশ্রণ হইলেই ঘাতপ্রতিঘাত নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আবার নূতন সংমিশ্রণের কারণ উপস্থিত হইলেই ঘাতপ্রতিঘাত অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

জনসমাজ সংসৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে পুরুষের অধীন নারী, এবং তদ্গর্ভজ সন্তানসন্ততিগণ। নারী ও সন্ততিবর্গ পুরুষসহ অভিন্নভাবে স্থিত; কোন তরঙ্গ নাই, বিরোধ নাই বসতিগহ্বর শান্তির নিলয়। একের ব্যক্তিত্বে অপর সকলের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হই-য়াছে, অথবা তাহাদিগের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশই পায় নাই। সন্ততিগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তাহারা সন্তানসন্ততির পিতা মাতা হইল, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামহের অধীনতা সকলের সম্বন্ধে সমান রহিল। পিতামহ অন্তরিত হইলেন, পরিবারমধ্যে যিনি বর্ষীয়ান্ তিনি তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামহ যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি সেই পথ ধরিয়া সকলের নিয়ন্তা হইলেন, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বৃদ্ধ পিতামহের পথে কোন কথা না কহিয়া চলিতে লাগিলেন। এখানে একের অধীন সকলে, সুতরাং তরঙ্গ নাই, কলহ নাই, পারিবারিক বিপ্লব নাই। কালে এক পরিবার ভাঙ্গিয়া দশ পরিবার হইল, ক্রমে সেই দশ পরিবার প্রকাণ্ড জাতি হইল, কিন্তু বহু জনকে এক করিয়া রাখিবার পক্ষে বৃদ্ধ পিতামহের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল। কালিদাস দিলীপের রাজ্যসম্বন্ধ যে বলিয়াছেন,—

রেখামাত্রমপিক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।

"রথের নেমিযেমন খোদা পথ অতিক্রম করে না, তেমনি নেমি স্বভাববিশিষ্ট সেই নিয়ন্তার প্রজা-গণ মনু হইতে যে পথ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা রেখামাত্র অতিক্রম করিয়া যায় না।"—উহা সেই বৃদ্ধ পিতামহের অক্ষুণ্ণ সাম্রাজ্যই প্রদর্শন করে। পরিবার রাজ্যে পরিণত হইল, তদুপরি একজন প্রভু হইলেন, কিন্তু তিনি নামে প্রভু, প্রভু রহিলেন সেই বৃদ্ধ পিতামহ।

নরনারীর ব্যক্তিত্ব কত দিন অস্ফুট থাকিতে পারে? ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, এখন ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে সংঘর্ষণ উপস্থিত। এই সংঘর্ষণে অনল উদগীর্ণ হইল, যুদ্ধ বিগ্রহ শোণিতপাতে মানবের বসতিস্থান অশান্তির নিলয় হইল। নারী গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পদার্পণ করিলেন না, ঘরে বসিয়া স্বজাতি বিদ্বেষে গৃহকে কলহ বিবাদ ও অন্তর্জ্বালায় পূর্ণ করিলেন। এ কলহ বিবাদ ছদ্মবেশে জনসমাজে প্রবেশ করিল, নারীর নামে নয় পুরুষের নামে কত রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত করিল। এ সকলের মূল কি? ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব যদি এতই অনর্থের মূল, তাহা হইলে এক জনের ব্যক্তিত্বে যে সময়ে সকল নরনারী, সকল বংশ, সকল জাতির, এমন কি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য বিলীন হইয়া ছিল, সেই অবস্থাইতো ভাল। ভাল বল আর মন্দ বল, সে অবস্থায় আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। একের রাজ্য চলিয়া গিয়াছে, এখন বহু জনের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; ইহার অনিবার্য্য ফল ভোগ করিতেই হইবে। দেখ, গ্রীসরাজ্য একের প্রভুত্ব অতিক্রম করিয়া বহুজনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলে সেই প্রভুত্বের বিষময় ফল জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসের প্রাণ হরণ করিল। একজন দুই জনের সমবেত সভায় নহে, পাঁচশত ব্যক্তির সমবেত সভায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। পাঁচশত ব্যক্তিমধ্যে ত্রিশজনমাত্র সপক্ষ হইলে সভা সমানে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িত এবং পণ্ডিতবরের জীবন রক্ষা পাইত। তাহা না হইয়া ত্রিশজনের পৃষ্ঠবলে প্রতিপক্ষ জয়ী হইল বলিয়া পণ্ডিতবর সক্রেটিসকে বিষপান করিতে হইল। এই অত্যল্পসংখ্যকের পৃষ্ঠবল ধর্ম্মের পক্ষে না অধর্ম্মের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ পাইল। আথেন্‌সবাসিগণ এই দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেন, যাহারা পণ্ডিতবরের প্রাণবিনাশের হেতু হইল, তাহারা কেহ কেহ আত্মহত্যা করিল, কেহ কেহ দেশবহিষ্কৃত হইল, নানা দণ্ডে দণ্ডিত হইল। যেখানে অল্পসংখ্যকের পৃষ্ঠবলে বহুসংখ্যক হারিয়া গেলেন, সেখানেই এরূপ হইল তাহা নহে, যেখানে বহুসংখ্যক কেবল সংখ্যার গুণে অল্পসংখ্যককে হারাইয়া দিলেন, সেখানেও ইতিহাসে এইরূপ ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম আজ শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িত না, যদি বহুসংখ্যকের অত্যাচারে অল্পসংখ্যক তাড়িত ও বহিষ্কৃত না হইতেন।

এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তুমি বলিবে, সেই বৃদ্ধ পিতামহের রাজ্যই তো ভাল ছিল। যাহা ভাল ছিল, তাহা চলিয়া গেল কেন? সূক্ষ্মশক্তিসমূহের সংমিশ্রণ হইতে গিয়া ঘাতপ্রতিঘাত উপস্থিত হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক পরিবার হইতে যে এক জাতি হইয়াছে তাহারই উপরে সেই বৃদ্ধ পিতামহের প্রভুত্ব, ভিন্ন দেশের ভিন্ন পরিবার হইতে সংসৃষ্ট ভিন্ন জাতির বৃদ্ধ পিতামহ যে আর এক জন। এই দুই জাতির সংমিশ্রণ কালে বৃদ্ধপিতামহে বৃদ্ধ পিতামহে যখন ঘাতপ্রতিঘাত হয়, সে সময়ে কলহ বিবাদ সংগ্রাম রাজ্যবিপ্লব বারণ করে কে? এক চিরকাল এক থাকিতে পারে না, একের বহু হইতেই হয়, বহু হইতে গেলেই সংঘর্ষণ অনিবার্য্য। সংঘর্ষণ দেখিয়া ভয় করিলে চলে না, উপস্থিত সংঘর্ষণ যাহাতে উচ্চ অবস্থায় তুলিয়া দিয়া আপনি নিবৃত্ত হয়, তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করা ভাল। জনসমাজে এই হইয়াছে যে, একের প্রভুত্ব অসহমান হওয়াতে বহুর প্রভুত্ব উহা স্বীকার করিয়াছে, এবং সেই বহুর প্রভুত্ব কোন কালে শান্তিস্থাপন করিতে পারে না এজন্য বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিতে যত্ন করিয়াছে। বহুত্বকে একত্বে পরিণত করা অসম্ভব দেখিয়া তন্মধ্যে অল্পসংখ্যককে বাদ দিয়া বহুসংখ্যকের একত্বকে উহা সিংহাসনে বসাইয়াছে। বহুসংখ্যকের একত্বকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার অধীনতাস্বীকারে শান্তি প্রত্যানীত হইবার কোন কালে সম্ভাবনা নাই, কেন না সেই পরাজিত অল্পসংখ্যক বহুসংখ্যক হইবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিবেই থাকিবে।

ব্যক্তিত্ব যখন প্রথম প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার অদম্য ভাব কিছুতেই বারণ করা যায় না। শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রথমোদ্ভেদসময়ে সে পিতামহকে অশ্ব

করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে। সে যে আবদার ধরে, সে আবদার ছাড়ান বৃদ্ধের সামর্থ্যের অতীত। জাতিসম্বন্ধে সেই একই কথা। জাতি-মধ্যে ব্যক্তিত্বের যখন প্রথম অভ্যুদয় হইল, তখন সামান্য বিরোধে হত্যাকাণ্ড হইতে লাগিল। বৃদ্ধ-পিতামহের রাজ্য গিয়াছে, এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহার কথা সহিতে পারে না, নিয়ত বিরোধ বিসংবাদ। বহুদর্শনে ব্যক্তিত্ব কোমলভাব ধারণ করিল, একজন অপরজনের ভাবের সম্মান করিতে শিখিল, অসভ্য অর্থাৎ সভাবন্ধনের অনুপ-যুক্ত সমাজ সভ্য অর্থাৎ সভাবন্ধনের উপযুক্ত সমাজে পরিণত হইল, সভাসমিতির ধুম পড়িয়া গেল। প্রথমাবস্থায় যে ব্যক্তিত্ব বিরোধের কারণ ছিল, সেই ব্যক্তিত্বই এখন একত্বের কারণ হইয়া উঠিল। ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত না হইলে স্বাধীন চিন্তা উৎপন্ন হয় না, স্বাধীন চিন্তা উৎপন্ন না হইলে নিজের একটা কোন মত থাকে না। পাঁচ জনের স্বাধীন চিন্তা যখন একই পথে ধাবিত হয়, তখন সেই পাঁচ জন এক জন হইয়া যায়। বহুকে এক করিবার প্রয়াস পূর্ব্বে অসম্ভব মনে হইয়াছিল, এখন আর সে অসম্ভাবনা থাকিল না। শিশুর ব্যক্তিত্ব স্বাধীনচিন্তাবিহীন, তাই উহা সমতোলহীন ঘুড়ীর মত ঘূর্ণ্যমান, সেই ঘুড়ীতে যখন স্বাধীনচিন্তারূপ 'কান্নি' সংযুক্ত হয়, তখন উহা ঠিক সোজা হইয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। স্বাধীনচিন্তা জনসমাজে যত বাড়িতেছে তত বহু এক হইয়া আসিতেছে।

স্বাধীনচিন্তা একত্বের মূল, একথার প্রতিবাদ কে আর না করিবেন? সকলেই বলিবেন, যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেখানেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। দুজন স্বাধীনচেতা যদি এক হন তবে আর স্বাধীনচিন্তা রহিল কোথায়? আমরা এ কথার বিপরীত বলি। যেখানে স্বাধীনচিন্তা নাই, সেখানে একতা অসম্ভব। আমরা এরূপ বলি কেন, তাহার কারণ আমাদিগকে দেখাইতে হইতেছে। সাধারণ লোকে কোন একটি রুচি সংস্কার বা স্বার্থাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া চিন্তা করে, তাহাদের চিন্তার মূলে ঐ সকলের কোন না কোন একটি থাকিবেই থাকিবে। এ চিন্তা স্বাধীন চিন্তা নহে, অধীনত্বের চিন্তা। যে বিষয়ে আমি চিন্তা নিয়োগ করিতেছি, রুচি সংস্কার বা স্বার্থের অধীন হইয়া তাহার চিন্তা করিলে আমি সে বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে পারি না। আমি আপনি নির্ব্বিকার থাকিয়া কোন প্রকার পূর্ব্ব-সংস্কারের অধীন না হইয়া তবে কোন একটি বিষ-য়ের তত্ত্ব যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এইরূপ নির্ব্বিকার থাকিয়া কোন প্রকার সংস্কারের অধীন না হইয়া যে চিন্তা হয়, উহাই স্বাধীন চিন্তা। কোন একটি বিষয়ে যত জন এই প্রকার স্বাধীন চিন্তা নিয়োগ করিবেন, তাঁহারা একই সময়ে একই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তাঁহাদিগের তৎসম্বন্ধে একমত হইবে। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে স্বাধীন চিন্তাই একতার মূল।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল সামাজিক সহব্যবস্থান্ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে অধিকাংশের মতের একতায় কোন একটি বিষয় নির্দ্ধারিত হয়। সামাজিক বিষয়ে রুচি প্রবৃত্তি স্বার্থাদির ভিন্নতাবশতঃ স্বাধীন চিন্তা অবরুদ্ধ হয়, এজন্য এরূপ ব্যবস্থা করিতে লোকে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশের মতের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়া যে জনসমাজে সর্ব্বসম্মতিতে কোন বিষয়ই নির্দ্ধারণ হয় না, ইহা নহে। কোন সভার বিচারে যদি এমন কোন একটি বিষয় আইসে, যাহাতে এক জন সভ্যেরও রুচি প্রবৃত্ত্যাদির বাধকতা নাই তাহা হইলে সে বিষয়টি সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। এরূপ একবার দুইবার নয় অনেক সময়ে অনেকগুলি বিষয় সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, চিত্ত স্বচ্ছ থাকিলে, অন্য কিছুর দ্বারা বিকারগ্রস্ত না হইলে, অন্য কথায় স্বাধীন হইলে ঐকমত্য উপস্থিত হইবেই হইবে। সাংসারিক বিষয়ে স্বার্থাদির প্ররোচনায় চিত্তের স্বচ্ছতা অধি-কাংশ সময়ে থাকে না, এজন্য সংসারঘটিত বিষয়ে অধিকাংশের মতে কোন বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে

সংসারিগণ বাধ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মার্থ জীবন অর্পণ করিয়াছেন, স্বার্থ অভিমানাদি দূরে পরিহার করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রাহী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসম্মতি ভিন্ন কিছু নির্দ্ধারণ হওয়া উচিত নহে। যদি তাঁহারা দেখেন কোন বিষয়ে সর্ব্ব-সম্মতি হইতেছে না, তখনই তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে, অভিমান বা অন্য কোন পাপ আসিয়া তাঁহাদের চিত্ত কলুষিত করিয়াছে। কোন একটি নির্দ্ধারণ করিতে পারা অপেক্ষা অভিমানাদির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যখন তাঁহাদিগের জীব-নের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন এই সকলের উচ্ছেদ সাধনার্থ তাঁহাদিগের সমগ্র যত্ন নিয়োগ করা সমু-চিত। কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকিলে অপরে সে অভাব প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা অপনয়ন করিতে পারেন, কিন্তু জীবনের মূলে যদি পাপ প্রবেশ করে, অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার উচ্ছেদসাধন করেন। সর্ব্বসম্মতি আমাদের সহব্যবস্থান, এ ব্যব-স্থান পরিত্যাগ করা আর আমাদের জীবনের উচ্চ-ব্রত পরিত্যাগ করা এ দুই একই কথা। সর্ব্বসম্মতি রক্ষা করিতে গেলে যে জীবন চাই আমাদের মধ্যে সে জীবনের অভাব হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিই শিক্ষিতগণের চক্ষে দিন দিন নিন্দিত হইয়া পড়ি-তেছে। বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য, উদারতা, এ চারিটি ব্রতগ্রহণে বিরাগ যে দিন হইতে আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, সেই দিন হইতে সর্ব্বসম্মতির মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। আমাদের পাপে সর্ব্বসম্মতি-মূলক সহব্যবস্থান অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিল, ইহা দেখিয়া আমরা উহা ছাড়িয়া সংসারপ্রচলিত বহু-সংখ্যকের মতের অনুসরণ করিব, না পরিত্রাণার্থী হইয়া সকল দোষসংশোধনপূর্ব্বক যাহাতে সর্ব্ব-সম্মতির পন্থা ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিব? সমগ্র জীবন সংগ্রামে বিফল-প্রয়াস হইয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া জীবন শেষ করিয়া যাওয়াও ভাল তথাপি ধর্ম্মজীবনের অনুপ-যোগী পথে আমাদের পদার্পণ করা কদাপি শ্রেয়-স্কর নহে।

সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাসনা হইতে বিমুক্ত হইলে স্বাধীন চিন্তা সম্ভবপর হয়, আমরা ইহা বলিয়াছি। এই স্বাধীন চিন্তার অন্যনাম আপ-নাতে আপনি স্থিতি। যে আপনাতে আপনি থাকিতে পারে না, বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বস্থান-চ্যুত হয়, বিবেকী পুরুষগণের সহিত মিলিত হওয়া তাহার পক্ষে কখন সম্ভবপর নহে। স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে, সেখানে বিবেকের সাম্রাজ্য, যেখানে বিবেকের সাম্রাজ্য সেখানে পরমাত্মার সহিত যোগ। সুতরাং স্বাধীন চিন্তায় যেমন স্বরূপে স্থিতি হয়, তেমনি পরমাত্মার সহিত একতা উপস্থিত হয়। আমরা বলিয়াছি সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, প্রকৃতি ও জীব তাঁহাতে বিলীন ভাবে ছিল, সৃষ্টিতে উভয়ে প্রকাশ পাইল, বিবিধ সংগ্রাম উপস্থিত হইল, সে সংগ্রামের নিবৃত্তি পরব্রহ্মের সহিত পুনরায় একতায়। এখানেও তাহাই হই-তেছে। যত দিন পর্য্যন্ত মন প্রবৃত্তিবাসনার অধীন, তত দিন ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চলিবে। সংগ্রাম থামিবে সেই সময়ে, যে সময়ে স্বাধীন চিন্তার অভ্যু-দয়ে বিবেকের সাম্রাজ্য স্থাপিত, এবং পরব্রহ্মের সহিত আত্মার একতায় শান্তি ও কুশলের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। আমাদের সহব্যবস্থানের সঙ্গে যখন ঈদৃশ মহত্তম সিদ্ধির ব্যাপার সংযুক্ত আছে, তখন ঈশ্বরো-পাসনাকে যে কারণে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না, সর্ব্বসম্মতিসহব্যবস্থানকেও সেই কারণে পুনঃ পুনঃ অকৃতকৃত্য হইয়াও পরিত্যাগ করিতে পারি না।

ব্রহ্মস্তোত্র।

গুণনিধান—যিনি আমাদের সমুদায় কলুষ বিনাশ করেন, তিনি অশেষ গুণের আধার। বিবিধ গুণের আধার না হইলে বিবিধভাবাপন্ন মানবের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কখনই হইতে পারে না। যদিও তাঁহার গুণ একই, তথাপি উহা বিবিধ দিক্-দিয়া অবলোকিত হইয়া বিবিধরূপে প্রকাশ পায়, ভক্তগণ বিবিধ ভাবের পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বরকে

গুণনিধান বলিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্মে পরিতুষ্ট থাকেন, চিতের সহিত জীবের বিবিধ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করেন না, তাঁহারা কোন কালে ভাবরসে মগ্ন হন না। জ্ঞানময় ঈশ্বর জীবের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতেছেন ইহা যাঁহারা নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা তাঁহার বিবিধ গুণের পরিচয় লাভ করিয়া তৎসহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাঁহার গুণদর্শনে চিত্ত মুগ্ধ, তাঁহাকে ছাড়িয়া উহা আর কোথাও আবদ্ধ হইতে চায় না। আর কোথাও চিত্ত আবদ্ধ না হইলেই উহার পাপপ্রবণতা ক্ষীণ হইয়া আইসে, গুণনিধানের স্মরণবন্দনে অন্তরে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কলুষ বিনষ্ট হয়। তখন সাধক গুণনিধানই যে কলুষনাশন ইহা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হন।

গতিনাথ—প্রার্থিগণকে যিনি গতি দেন তিনি গতিনাথ। মানুষ সদ্গতির প্রার্থী হইয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হয়। বিবিধ সাধনেও সে আত্মজয় করিতে পারে না, পদে পদে বিঘ্ন অনুভব করে। মধ্যে মধ্যে তাহার মন গতিবিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়ে। পরিশেষে সে বুঝিতে পারে, তাহার গতি তাহার নিজায়ত্ত নহে। যখন নিরাশপ্রায় তখন সে দেখিতে পায় কোন এক অলক্ষিত হস্ত তাহার হৃদয়-মন-প্রাণকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার আর অসৎপথে পদার্পণ করিবার সামর্থ্য নাই। যিনি গুণনিধান এ কার্য্য তাঁহারই। অতএব তিনিই গতিনাথ, তিনিই গতিদান করিতে সমর্থ আর কেহ নহে, ইহা বুঝিয়া সে কৃতার্থ হয়।

চিন্ময়—যাঁহার এত গুণ ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করেন তিনি কে? তিনি চিন্ময়! তাঁহাতে বিরোধী শত সহস্র বা অনন্ত কোটী গুণ থাকিতে পারে না। এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, গুণের দ্বারা আমরা তাহাদিগের ভিন্নতা অনুভব করি। ঈশ্বরেতে বিবিধ গুণ অনুভব করিতে গিয়া দেখি এক জ্ঞানই আমাদের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গুণ বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি জ্ঞান, জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহেন। তিনি আমাদিগকে জানেন, আমাদের অভাব সমুদায় পূরণ করেন। তাঁহারই জ্ঞান সর্ব্বত্র প্রকাশিত, সেই জ্ঞানেতেই সমুদায় জগৎ ও জীব প্রকাশিত। সেই জ্ঞানের আমরা বিন্দুমাত্র, সেই জ্ঞানই আমাদের সর্ব্বস্ব। সেই জ্ঞানই আমাদের জীবনের আলোক, সেই জ্ঞানই আমাদের পথ-প্রদর্শক। সেই জ্ঞানই আমাদের নিকট প্রেম পুণ্যাদি বিবিধ স্বরূপে প্রকাশিত।

চিন্তামণি—যত চিন্তনীয় বিষয় আছে তন্মধ্যে সেই চিন্ময় পরমদেবতাই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিন্তনীয়। তাঁহার চিন্তাতেই আমাদের কৃতার্থতা, তাঁহার চিন্তাতেই জীবনে পাপ প্রবেশ করিতে অবকাশ পায় না। এক সেই চিন্তামণির চিন্তাই জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য।

চিদানন্দ—ঈশ্বর জ্ঞান ঈশ্বর আনন্দ। চিৎ ও আনন্দ কখন স্বতন্ত্র নহে। যেখানে জ্ঞান পূর্ণ, জ্ঞানের ক্রিয়া অপ্রতিহত, সেখানে আনন্দ অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধক তাঁহার চিন্তনে আনন্দ লাভ করেন। চিদানন্দ ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে যত তিনি জ্ঞানস্বরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তত তিনি আপনি জ্ঞানে পূর্ণ এবং অজ্ঞানতাবরণবিমুক্ত হওয়াতে আনন্দভাজন হন। যখন তিনি এইরূপে সম্পন্ন হন, তখন চিদানন্দরসে মগ্ন হইয়া তিনি আপনার ইষ্টদেবতাকে চিদানন্দ নামে অভিহিত করেন।

চিরসখা *—সাধক যখন চিদানন্দরসে মগ্ন হন, তখন ঈশ্বরের মত আর কেহ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন না। প্রাণ নিয়ত তাঁহাতে মগ্ন থাকাতে তিনি তাঁহাকেই প্রাণের পরম সুহৃদ্রূপে দেখিতে পান। ইতঃপূর্ব্বে তিনি তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু চিত্ত অন্যত্র মগ্ন থাকাতে তাঁহার সৌহৃদ্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা করিয়া-

---

* সমাসে "চিরসখ" এইরূপ পদ হয়। সমাসান্ত নিত্য নহে ঐচ্ছিক; এই নিয়মানুসারে "চিরসখা" এই পদ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছেন, তাহার তিনি সে কালে মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; এমন কি সময়ে সময়ে মনে করিয়াছেন, তাঁহার পাপের জন্য তিনি তৎপ্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন। এখন সাধকের সে পূর্ব্ব মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি যে এক দিনও তৎপ্রতি বিমুখ ছিলেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে যখন তিনি দেখিলেন আর তাঁহাকে একদিন দুদিনের জন্য সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তিনি নিত্য কালের সখা, তখন তাঁহাকে চির সখা বলিয়া হৃদয়ে বরণ করিলেন। সখার সহিত নিত্য একত্র বাস সাধকে সিদ্ধ হইল, ইহ-কাল পরকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল, এখন তাঁহার নিয়ত ব্রহ্মধামে বাস।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। এ অতি আশ্চর্য্য, যিনি অনন্তশক্তি তিনি স্বভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে এত গতিক্রিয়া করেন যে, মনে হয় যেন তাঁহার ভালবাসার অল্পতা নয় শক্তির অল্পতা। বিবেক, তুমি ভগবানের এ গতিক্রিয়াসম্বন্ধে কি সদুত্তর দিতে পার, বলিলে সুখী হইতাম।

বিবেক। ভক্তের মনোবাঞ্ছা সাধারণ লোকের মনোবাঞ্ছার মতন নহে। তিনি এমন কোন বিষয়ে বাঞ্ছা করেন না, যাহা নিত্যকালস্থায়ী নহে। যাহার ফল অল্পকালস্থায়ী তাহার সিদ্ধি অল্পদিনের মধ্যে হয়। দেখ সকল লোকেই অন্নপান কামনা করে, তাহারা প্রতিদিনই অন্নপান পাইতেছে। অন্নভোজনমাত্রে তৃপ্তি, কয়েকঘণ্টা মধ্যে তদ্দ্বারা দেহপুষ্টি। এ সম্বন্ধের অভিলাষপূরণে ঈশ্বর কখন গতিক্রিয়া করেন না, সর্ব্বত্রই ইহার তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার দেহের পোষণ-সামগ্রী যেন পাইতে পারে, এজন্য ভ্রূণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে তাহার আহারের আয়োজন তিনি করেন। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, যে জীবের জীবন যত অল্পকালস্থায়ী সে জীবের দেহাদির পূর্ণতা তত অল্পকালমধ্যে হয়। মানুষের জীবন নিত্যকালস্থায়ী, এজন্য তাহার জীবনের গতি অতি আস্তে আস্তে হইয়া থাকে। এখানে যে মনে করিতেছ, ঈশ্বরের গতিক্রিয়াতে এরূপ হইতেছে, তাহা বলিতে পার না। যদি তাঁহাতে গতিক্রিয়াই থাকিবে তাহা হইলে স্থলবিশেষে অতি সত্বরতা কখনই দেখিতে পাইতে না। সাধারণ লোকের মনোবাঞ্ছা অতি সত্বর সম্পন্ন হয়, কেন না তাহাদের মনোবাঞ্ছা অস্থায়ী পার্থিব। ভক্তগণ অস্থায়ী বিষয় চাহেন না, তাঁহারা স্বর্গের নিত্যকালস্থায়ী বিষয় সকল চাহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে তল্লাভের উপযুক্ত করিয়া লইতে অধিক সময় যায়।

বুদ্ধি। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির সহিত সম্বন্ধ কিছু নিত্যসম্বন্ধ নহে। ঈশ্বরের ভক্তগণও তো ঈদৃশ সম্বন্ধে সংসারে আবদ্ধ। দেখিতে পাওয়া যায় পরিজনবর্গে আবেষ্টিত হইয়া তাঁহারা বিবিধ প্রকারে ক্লেশ পান। অনেক স্থলে এমন হয় যে, ঈশ্বরের ভক্তগণ বাহিরের লোকের দ্বারা তত নিপীড়িত নন, যেমন স্বজনবর্গের দ্বারা। ঈশ্বরের এ কি প্রকারের ব্যবস্থা বলিতে পার?

বিবেক। ভক্ত এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই যদি ঈশ্বরানুরক্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বর্গধামের সুখ অবতরণ করে। বাহিরের দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা আবেষ্টিত হইলেও ভক্ত সপরিবারে চিরসুখী। যিনি ভক্ত তিনি ভক্তিলাভের পূর্ব্বে গতানুগতিক প্রণালীতে সংসারে যে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, সে সকল সম্বন্ধ হইতে বিবিধ প্রকারের ক্লেশ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব। কেন না এ সকল ব্যক্তি এখনও সাধারণশ্রেণীভুক্ত রহিয়াছে। ভক্ত হইয়া তিনি যে সকল নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল সম্বন্ধ বহু প্রার্থনার ফল। স্থায়ী সম্বন্ধ বাঁধিতে গেলে যে সকল পরীক্ষা দ্বারা উহার মূল দৃঢ় হয়, সেগুলি সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য এক একটি সম্বন্ধের জন্য বহু দিন অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে হয়। পার্থিব অস্থায়ী সম্বন্ধের জন্য এরূপ অশ্রুজলের কোন প্রয়োজন নাই, কেন না উহা যখন দুদিনের জন্য, তখন অন্নপানের ন্যায় সহজসাধ্য। তুমি বলিবে, এখানেও তো ভগবানের ভক্তের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ প্রকাশ পাইতেছে? না, নিষ্ঠুরাচরণ প্রকাশ পাইতেছে না, নিরতিশয় করুণাই প্রকাশ পাইতেছে। যে সম্বন্ধ নিত্যকাল থাকিবে, সে সম্বন্ধের উপযুক্ত হইবার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যদি উপযুক্ত না হইয়া কোন সম্বন্ধে নিবদ্ধ হওয়া যায়, তাহা অল্পদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিলে, ভগবানের ভক্তের প্রতি কোন নিষ্ঠুরতা নাই, নিত্যকালের বিষয়ের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্যই তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহার।

প্রাপ্ত।

ভ্রমণ ও প্রচারবৃত্তান্ত।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

উত্তরবঙ্গ।

হলদিবাড়ী, ফুলবাড়ী ও বগুড়া।

হলদিবাড়ীস্থ মোসলমান ব্রাহ্ম বন্ধু এনায়েতউল্লা প্রধানের বিশেষ আহ্বানানুসারে বিগত ৪ঠা বৈশাখ সোমবার অপরাহ্নে দার্জিলিং মেলে আমি তথায় যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। টিকিট করিয়া ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র

শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায় শেয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ষ্টেশনের অদূরে এক জন মুটে আসিয়া আমাদের পোর্টমেণ্ট ইত্যাদি তথায় গাড়ী হইতে নামাইয়া বলে, "পোর্টমেণ্টটি ওজনে ২৫ সের হইবে আমাকে কিছু বক্‌শিশ দিলেই আমি ওজন না করাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিব, ইহার আর কোন ভাড়া লাগিবে না। আমরা এরূপ করিয়া থাকি।" আমরা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই না। ওজন করিতেই হইবে দৃঢ়তার সহিত বলি। পোর্টমেণ্টের ওজন গোপন করিয়া অন্যায়রূপে তাহা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পুরস্কার লইবার জন্য মুটে আমাদিগকে অনেক পীড়াপীড়ী করিল, কিন্তু কিছুতেই সে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারিল না। মোট ট্রেণে উঠাইয়া দিতে মুটে ৴১০ পাইয়া থাকে, সে ৵০ আনার প্রার্থী হইল। তদ্ভিন্ন সে মোট উঠাইবে না। সে উক্ত মোট অধিকার করিয়াছে, বলিয়া অন্য মুটেও নিকটে আসিতেছিল না। অনেক পীড়াপীড়ীর পর দুর পয়সা দানে আমরা সম্মত হইলে পোর্টমেণ্ট ও বিছানা ষ্টেশন ঘরে লইয়া চলিল। পোর্টমেণ্টটি ওজনে ২৩ সের হইল। আমার ইণ্টারক্লাসের টিকিট ছিল, ২০ সের ফ্রি পাইবার নিয়ম। হলদিবাড়ী পর্য্যন্ত অতিরিক্ত তিন সেরের ভাড়া ॥০ আনা নির্দ্ধারিত হইল। এখানেও তাদৃশ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া ভাড়া স্বরূপ ॥০ দান করিয়া রসিদ লইলাম। মুটে ইঞ্জিনের নিকটে লোকজনশূন্য একটি ইণ্টারক্লাসে আমাকে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া দিয়া বক্‌শিশের প্রার্থী হইল। তাহাতে সে একটী পয়সা বক্‌শিশ পাইল। আমি গাড়ীর যে কামরায় ছিলাম, দামোগদিয়া পর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ ভিড় ছিল না। ষ্টীমারে পদ্মা পার হইয়া উত্তরবঙ্গের দার্জ্জিলিং মেলে আরোহণ করিতে যাইয়া দেখি ইণ্টরক্লাসে স্থানাভাব। এক খানা গাড়ীতে রিজার্ভ টিকিট দুয়ারে সংলগ্ন ছিল, অথচ তাহার ভিতরে একটিও লোক ছিল না, সেই গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম। রঙ্গপুরের বারিষ্টার আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রীমান্ অতুল প্রসাদ সেন আসাম মেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে রঙ্গপুরে যাইতেছিলেন, তিনি আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে স্থানের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। যাঁহাদের জন্য গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল তাঁহারা তখনও উপস্থিত হন নাই, এবং উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাঁহার অনুরোধে ষ্টেশন মাষ্টার রিজার্ভ টিকিট খানা তুলিয়া লইয়া গেলেন। প্রথমতঃ একা আমি কয়েক মিনিট সেই গাড়ীতে রাজত্ব করিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ৪।৫ জন ভদ্রলোক আসিয়া উহা অধিকার করিলেন। তাহাতে বিশেষ কিছুই অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার সময় দার্জ্জিলিংএর যাত্রী এক জন বড় সাহেবের কয়েকজন প্যায়াদা পুঞ্জপরিমাণ মালসহ বলপূর্ব্বক উক্ত গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। সেখানে তাহাদেরই বসিবার স্থান নাই, মালের ত কথাই নাই। কিন্তু বড় সাহেবের চাপরাশি বলিয়া তাহারা টেড়া মেজাজের লোক ছিল না, তাহারা আমার শয়নের জন্য একটু স্থান করিয়া দিল, নিজেরা ক্লেশে মালের উপর বসিয়া রহিল। একজন চাপরাশি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "বাবু আপনি শয়ন করুন।" আমার রাত্রিকালীন আহার হয় নাই। আবাস হইতে খাওয়ার সামগ্রী কিছুই সঙ্গে আনয়ন করি নাই। পথে কোন ষ্টেশনে ভাল লুচি কচুরি পাই নাই, এবং নিতান্ত কদর্য্য খাবার জিনিষ সকল অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছিল, নৈশিক ভোজনের জন্য তাহার কিছুই ক্রয় করি নাই। রাত্রি ১০ টার পর নাটোরে যাইয়া ভাল খাওয়ার পাইব, তাহা খাইয়া শয়ন করিব, এই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কিন্তু নাটোরে গিয়া সন্দেশ কাঁচাগোল্লা ব্যতীত লুচি কচুরী পাওয়া গেল না। সুতরাং উপযুক্ত আহার হইল না। কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম। একটু নিদ্রা হইয়াছে; রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সান্তাহার ষ্টেশনে ট্রেণ যাই পঁহুছিল, ষ্টেশনমাষ্টার ও গার্ড আমাদিগকে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে জিনিষপত্র সহ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়, গাড়ীতে আগুন ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সকলে সভয়ে নিজের নিজের জিনিষপত্র সহ নামিয়া পড়িল। সেই সময় মুটে পাওয়া গেল না, ঘুমের ঘোরে নিজে টানাটানি করিয়া পোর্টমেণ্ট ইত্যাদি নামাইলাম। ষ্টেশনমাষ্টার আমাদের সেই গাড়ীখানা কাটিয়া রাখিলেন। তৎপরিবর্ত্তে আর অন্য গাড়ী দেওয়া হইল না। সেই গাড়ীর অন্য যাত্রিকগণ নিজের শরীরের বলে ও গার্ডের সাহায্যে কোনরূপে অপর গাড়ীতে যাইয়া উঠিল। আমি গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টারকে পুনঃ পুনঃ বলিলাম, আমার হলদিবাড়ীর টিকিট, সেস্থানে অদ্য না গেলে নয়, আমাকে একটা গাড়ীতে বসিবার স্থান করিয়া দিন। তাঁহারা আমার মিনতি শুনিলেন না। বলিলেন, "পরে ট্রেণ আসিবে তাহাতে যাইতে পারিবে।" আমি নিজে কোন গাড়ীতে জোর করিয়া উঠিতে এবং যাত্রীদিগের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিতে সাহসী হই নাই। বিশেষতঃ আমি উঠিলে কাহার বা বিশেষ কষ্ট হয় এই ভাবিয়া আমি লোকাকীর্ণ গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করি নাই। গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম এমন সময় একটি ইণ্টারক্লাসের গাড়ী হইতে একজন ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি শীঘ্র আমাদের গাড়ীতে উঠুন।" আমি বলিলাম, আপনারা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে কষ্টে বসিয়া আছেন, আমি উঠিলে আপনাদের আরও কষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, "আপনি তাহা ভাবিবেন না, গাড়ী ছাড়ে শীঘ্র উঠুন," তিনি টানাটানি করিয়া আমার পোর্টমেণ্ট ও বিছানা তুলিয়া ফেলিলেন, এবং আমাকেও হাত ধরিয়া তুলিলেন। তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সেই ভদ্রলোকটির নাম পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। তিন ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে আমাকে একবার রাজশাহীর অন্তর্গত নওগাঁ সবডিবিজনে দেখিয়াছিলেন। আমার পরিচয় বিশেষ জানেন, আমাকে হঠাৎ দেখিয়া চিনিয়াছিলেন। তিনি একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ,

টোলে ও বেনারস কলেজে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যাদি উত্তম-রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং পুনায় সংস্কৃত কলেজেও পরীক্ষা দিয়াছিলেন। সম্প্রতি দার্জ্জিলিংএ একটি স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন, তিনি নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গাড়ীতে আমাকে সুখে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবানের বিশেষ প্রেমের লীলা, তাঁহার বিশেষ কৃপাই স্পষ্ট অনুভব করিলাম। রাত্রিতে কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবার সাধ্য হয় না। প্রত্যূষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। হলদিবাড়ী ষ্টেশন হইতে এয়ানত উল্লার বাসস্থান প্রধানপাড়া পল্লী প্রায় ৩ মাইল দূরে। ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই তাঁহার প্রেরিত লোক ও গোশকট দেখিতে পাইব, আমি এরূপ আশা করিয়াছিলাম। উহার কোন চিহ্নই দেখিলাম না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া প্রধান পাড়ার লোকের জন্য কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম। পরে নিরাশ হইয়া একজন কুলি লইয়া পদব্রজে যাইব এরূপ ভাবিলাম, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া পথে বৃষ্টি হইবে ভাবিয়া বন্দরে গরুর গাড়ীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। তথা হইতে এক খানা গাড়ীতে গরু যোতাইয়া ষ্টেশনে লইয়া আসিলাম। জিনিষ পত্র তাহার উপর চড়াইয়া কিয়দ্দূর পথ গিয়াছি এমন সময় দেখি এক খানা গোশকট সহ দুইজন যুবা উপস্থিত। একজন এয়ানত উল্লার জামতা, অন্য জন তাঁহার ভাগিনেয়। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন, গরু দুইটি দুর্ব্বল, দ্রুতগতি চলিতে পারে নাই বলিয়া বিলম্ব হইয়াছিল। বন্দরের গাড়ওয়ানকে ৷৹ দিব বলিয়াছিলাম, তাহাকে ।৹ আনা দানে বিদায় দিয়া এয়ানত উল্লার প্রেরিত শকটযোগেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও বিশ্রামান্তে আমার নিকটে অনেকগুলি মোসলমান বন্ধু উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী। তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রথমতঃ সৎপ্রসঙ্গ হয়, তাঁহাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল। কাশীনিবাসী একজন পণ্ডিতও উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতা ও রামায়ণাদি উল্লেখ হইলে পণ্ডিতজি এই সকল গ্রন্থের পূর্ণতা ও অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এয়ানতউল্লা প্রধান সেই সমস্ত গ্রন্থ ও কোরাণাদি অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ যে পূর্ণ ও অভ্রান্ত হইতে পারে না, সুযুক্তি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া পাণ্ডতজীকে নিরুত্তর করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল উক্ত মোসলমান ব্রাহ্মবন্ধুর দার্শনিক বুদ্ধি ও গীতা ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রে পরিষ্কার জ্ঞান আছে। সন্ধ্যার সময় একেশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে ক্ষুদ্র বক্তৃতা হয়, পরে সংক্ষেপে উপাসনা হইয়াছিল। এয়ানতউল্লা প্রধান ধর্ম্মপিপাসু উৎসাহী বিনীত লোক। নানা দেশহিতকর সৎকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ। তিনিও তাঁহার সমবিশ্বাসী বন্ধুগণ কুচবিহারমহারাজের প্রজা ও জোতদার। হলদিবাড়ী কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এই মোসলমান ব্রাহ্মগণ খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তনাদি করেন। ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ভাবে বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে জীবন্ত ব্রহ্মোপাসনা ইঁহাদের জীবনের অন্নপান হইলে অনেক সুফল হইতে পারে। এয়ানতউল্লা স্বীয় জীবনের অনেক অভাব বোধ করিয়া উৎকণ্ঠিত আছেন, নিজেদের মধ্যে একজন উন্নতজীবন পরিচালকের আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন। উচ্চধর্ম্ম কেবল জ্ঞান ও মতে থাকিলে কোন ফল হয় না।

৬ই বৈশাখ প্রত্যূষে গোশকটযোগে আমি ষ্টেশনে যাইয়া ফুলবাড়ীর টিকিট ক্রয় করিয়া তথায় যাত্রা করি। বেলা ১০টার সময় ফুলবাড়ীতে উপনীত হই। ফুলবাড়ী দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত, অত্রত্য তিন জন উকিল নববিধানসমাজভুক্ত। এখানে একটি ব্রহ্মমন্দির আছে, বিগত ভীষণ ভূকম্পে উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট আছে, মন্দিরে উপাসনাদি হইতে পারিতেছে না। এখানকার সমবিশ্বাসী উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ চৌধুরীর গৃহে আমি আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুই দিবস স্থিতি করি। সেই দিন দিবাভাগে এখানকার বন্ধুদিগের সঙ্গে বড় দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহারা কার্য্যালয়ে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যার পর ২।৩টি বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনমাত্র হইয়াছিল। ৭ই প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ চৌধুরীর গৃহে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, অপর দুইজন উকিল বন্ধু তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সমবিশ্বাসী অন্যতর উকিল বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আলয়ে কতিপয় মহিলা সমবেত হন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করা যায়। মহিলাদিগের মধ্যে ২।১টিকে ধর্ম্মপিপাসু দৃষ্ট হইল। রাত্রিতে সমবিশ্বাসী অপর উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বসুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। ৮ই শুক্রবার আমি বন্ধুবর আনন্দনাথ চৌধুরীর গৃহে উপাসনা ও ভোজনান্তে বেলা ১০টার গাড়ীতে বগুড়ায় যাত্রা করি।

৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫টার সময় আমি বগুড়া নগরে উপনীত হই। ইতিপূর্ব্বে সোল্‌তানপুর ষ্টেশন হইতে গোশকটযোগে বা অন্য উপায়ে ২৬।২৭ মাইল পথ কষ্টে অতিক্রম করিয়া বগুড়ায় যাইতে হইত, এক্ষণ তথা হইতে বাষ্পীয় শকটেই সুখে যাওয়া যায়। এক বৎসরের অধিক কাল হইল বগুড়ায় রেল চলিতেছে। এক্ষণ সোল্‌তানপুর ষ্টেশনের নাম সান্তাহার হইয়াছে। রেলপথে সান্তাহার হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত ২৩ মাইল। ক্ষুদ্র করতোয়া নদীর উপর বগুড়া নগর। বিগত ভীষণ ভূকম্পে নগরের সমুদায় ইষ্টকালয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণ প্রায় সমুদায় পাকা ঘরই পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরটি আয়তনে ক্ষুদ্র, ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে নগরের যেরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণ তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। আমি বগুড়ার তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর প্রিয়দর্শন পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের

গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সপ্তাহকাল যাপন করিয়াছিলাম। উক্ত শ্রীমান্ আমার ঘনিষ্ঠ স্বগণ, একবংশীয় এমন কি প্রায় এক পরিবারভুক্ত, বিশেষতঃ তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাগিনের এক-সাইস কমিশনর শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। পরম স্নেহভাজন নাত্‌নীও স্বামী সহ বগুড়ায় স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার বিশেষ ভালবাসা ও আদর যত্নের কথা আমি লিখিয়া উঠিতে পারি না। আমাকে পাইয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হয়। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার জন্য স্বহস্তে কুটন কুটিয়া রন্ধন করিতেন, পরে আমাকে খাওয়াইতে বসিতেন। কেবল ইহা খাও, উহা খাও, তোমায় যে কিছুই খাওয়া হইল না বলিতেন। আমি তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করিয়াও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাঁহার আক্ষেপ দূর করিতে পারি নাই, তিনি বলিতেন, "তুমি লাজে খাইতেছ না, ও ঠাকুরদাদা, আমার কাছে তোমার লাজ কি? এখানে এরূপ শাকশবজি কিছুই পাওয়া যায় না, আমি যে তোমার জন্য কিছুই প্রস্তুত করিতে পারি নাই।" আমি যে প্রিয়তমা নাতনীর অনুরোধে কত অধিক ভোজন করিতাম, বলিলে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নবগৃহিণীর আদর ও ভালবাসায় আমি অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি সুগৃহিণী হইয়াছেন।

উক্ত শ্রীমানের আবাসে ৯ই শনিবার রাত্রিতে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। ১০ই বৈশাখ রবিবার প্রত্যূষে শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র নগরের ৭ মাইল অন্তর মহাস্থান নামক স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল প্রদর্শন করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তথায় যাইবার জন্য নগরের অনতিদূরস্থ এক জন জমীদার তাঁহার ফিটন গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমানের আদেশে পূর্ব্বেই দুইজন কনেষ্টাবল দুই জন পথপ্রদর্শক সহ সেখানে উপস্থিত ছিল। মহাস্থান একটি দুর্গবিশেষ, তাহার চারি দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এক এক দিকের প্রাচীরের দীর্ঘতা প্রায় এক মাইল হইবে, প্রাচীরের উপরে বট তেঁতুল ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষ জন্মিয়া আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। প্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে করতোয়া নদী অন্য অন্য দিকে পরিখা বা ঝিল। সমতল ভূমি হইতে সেই স্থান অনেক উচ্চ। আমরা কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ প্রাচীন চিহ্নসকল দর্শন করিবার জন্য পথপ্রদর্শককে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ কালীমন্দির ও মস্‌জেদ এবং গৌরীপীঠ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া গেল, পরে স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইষ্টক, কোন স্থানে স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, কোন স্থানে প্রাচীন কূপ দৃষ্টিগোচর হইল। ইতস্ততঃ অনেকগুলি পাকা রাস্তা যে ছিল ভিতরে প্রবেশের জন্য উক্ত প্রাচীরে যে বৃহৎ তোরণ সকল ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। কালের করাল দশনের নিষ্পেশনে সমুদায় চূর্ণীকৃত হইয়াছে। এই মহাস্থানের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। এরূপ কিংবদন্তী যে এখানে শেষ হিন্দু রাজা পরশুরাম ছিলেন, তাঁহা হইতে শাহসোলতাননামক একজন মোসলমান সাধু এই দুর্গ বা নগর অধিকার করিয়াছিলেন। লোকে কোন ২ বিশেষ স্থানে লক্ষীন্দর ও পদ্মা অর্থাৎ মনসা দেবীর বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই পুরাতন পতিত দুর্গ বা নগরের ভিতরে এক্ষণ কৃষিকর্ম্মাদি হয়, ইতস্তত চাসাগ্রাম সকল আছে। কোন গ্রাম কাশী, কোন গ্রাম গোকুল, কোন গ্রাম বৃন্দাবন ইত্যাদি নামে পরিচিত। একটি বড় বিলের নাম কালীদহ, প্রাচীরের অদূরে করতোয়ার কোন স্থানে পাথর বাঁধা ঘাট আছে, কোন ঘাটকে শিলাদেবীর ঘাট বলে। এক স্থানে একটি বিলে সহস্র সহস্র প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল পদ্ম চতুর্দ্দিক আলো করিয়া রহিয়াছে, দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ১৫। ২০টি ফুটন্ত পদ্ম আমরা উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলাম। আমরা ইতস্ততঃ প্রায় তিন মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করি। সঙ্গে নানা প্রকার ফল মিষ্টান্নাদি ছিল, গাড়ীতে বসিয়া তদ্দ্বারা জলযোগ করা যায়। এই স্থানের প্রাচীন নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এই মহাস্থানবিষয়ে অনেক অদ্ভুত অসম্ভব জনশ্রুতি সকল আছে। উহা উল্লেখযোগ্য নহে। কনিংহাম সাহেব তাঁহার ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে এই মহাস্থানের বিবরণ কিছু কিছু বিবৃত করিয়াছেন, তিনিও ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই স্থানে ছয় প্রকার মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম মুদ্রায় "মহেন্দ্রসিংহ পরাক্রম" এই কয়েকটি কথা অঙ্কিত; দ্বিতীয় মুদ্রায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; তৃতীয় মুদ্রায় কুমার গুপ্ত; চতুর্থ মুদ্রায় প্রথম মামুদ; পঞ্চম ইলিয়স শাহ; ষষ্ঠ আলালোদ্দিন মোহম্মদ। একটি মুদ্রা ৮৪৬ সালে, আর একটি ৮৪৮ সালে প্রস্তুত। মোগল সম্রাট্ আকবর বাদশার নামের পূর্ব্বাংশ আলালোদ্দিন মোহম্মদ। বোধ হয় একটী মুদ্রা তাঁহার রাজত্বকালে নির্ম্মিত, কিন্তু হেজরি দশম সালে তিনি ভারতের সম্রাট্ ছিলেন। এই মহাস্থান তাঁহার অধিকারে ছিল, এরূপ বোধ হয়। বীরাটের বৈঠকখানা, কীচকের বাড়ী, ভীমের জাঙ্গাল ইত্যাদি এখানে ছিল, উহার কিছু কিছু চিহ্ন আছে, এরূপ কিংবদন্তী। চিনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হোয়াংসেংও এই স্থান দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা মহাস্থান হইতে বেলা ১১টার সময় গৃহে প্রত্যাগত হই। মহাস্থানের দ্বার হইতে যাত্রা করিবার সময় মাজিষ্ট্রেট তথায় উপস্থিত কতিপয় দুঃখী কাঙ্গালীকে এবং পথপ্রদর্শককে কিছু কিছু দান করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রতি ১০ বা ১২ বৎসরান্তে বিশেষ তিথিযোগে করতোয়া নদীতে স্নানে মহাপুণ্য। তখন মহাস্থানের পার্শ্বস্থ করতোয়া কূলে স্নানোপলক্ষে মহামেলা হয়, সেই সময় ভারতের নানা বিভাগ হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

বগুড়ায় একটি ব্রাহ্মসমাজ ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য উপাসনা গৃহ আছে। সেই দিন সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে উপাসনা হয়।

স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট এবং কতিপয় ভদ্রলোক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। "জীবনের আদর্শ বিষয়ে" উপদেশ হইয়াছিল। ১১ই সোমবার অপরাহ্নে তত্রত্য টম্‌সন হল নামক টাউন হলে একেশ্বরবাদ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। দেড় ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা হইয়াছিল। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটগণ এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও নগরের অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। টম্‌সন হল প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময় ঝড় বৃষ্টির ঘটা হওয়াতে লোকের উপস্থিতির কিছু ব্যাঘাত হইয়াছিল। ১২ই মঙ্গল বার সায়ংকালে উক্ত ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়, ২০। ২৫ জন ভদ্রলোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। "সংসারে উচ্চ ধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ১৩ই বুধবার রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ব্রহ্মসন্তানের আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়। স্মৃতি শাস্ত্র অর্থাৎ ভগবানের কৃপা স্মরণ বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। বাহিরের দুইটি বন্ধুমাত্র তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। ১৪ই বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে প্রীতিভাজন মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের আবাসে উপাসনা হয়। তাঁহার আহ্বানানুসারে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ উপস্থিত হইয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। "উপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল আমি এই দিনই রাত্রি ৯টার ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি। সান্তাহারে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পঁহুছিয়া ডাউন রেলের প্রতীক্ষায় ৩। ৪ ঘণ্টা বিলম্ব আবশ্যক হইয়া থাকে। ষ্টেশন ঘরের বাহিরে কাঠের বেড়া দেওয়া একটি সামান্য ঘরে বদ্ধ হইয়া তৃতীয় শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে সেই সময় টুকু কষ্টে কাল যাপন করিতে হয়। ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছান পর্য্যন্ত কাহারও বাহির হইবার সাধ্য নাই, দ্বারে কুলুপ দেওয়া থাকে। উহা যেন ঠিক গরু বাছুরে খোঁয়াড়ের মত। আমার মধ্যম শ্রেণীর টিকিট ছিল। বগুড়ার ষ্টেশন মাষ্টর ব্রাহ্ম ও অতি ভদ্র লোক, তাঁহার সঙ্গ ষ্টেশনেই সেই দিন আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। আমার যাহাতে সান্তাহারে কষ্ট না হয়, তিনি গার্ডকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। সান্তাহার পঁহুছিবা মাত্র গার্ড ওয়েটিংরুমের দ্বার খুলিয়া তথায় আলো জ্বালাইয়াআমাকে স্থান দান করেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে ষ্টেশনমাষ্টার উপস্থিত হইয়া আমি ওয়েটিংরুমে কেন আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করেন ও আমার টিকিট দর্শন করেন। গার্ড আমাকে এখানে আনিয়া স্থান দিয়াছেন এরূপ বলাতে আমাকে খোঁয়াড়ের ভিতরে যাইবার অনুমতি না করিয়া তিনি এই মাত্র বলেন, এখানে মেয়েরা থাকিবেন, আপনি বারাণ্ডায় এক খানা চেয়ারে যাইয়া বসুন। ষ্টেশনমাষ্টার বাবুর কৃপায় সেখানে বসিয়া হাওয়া খাইয়া প্রাণে বাঁচিলাম। পরদিন বেলা ১১টার সময় দার্জ্জিলিং মেলে কুশল মঙ্গে কলিকাতায় উপনীত হই।

সংবাদ।

বিগত ২০শে বৈশাখ বুধবার বালীগঞ্জে ষ্টোররোডে আব্‌কারীর কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের স্বর্গগতা জননীর স্বর্গগমন দিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস হাবড়ার সন্নিহিত বাঁ্যাটরা পল্লীস্থ ডাক্তার শ্রীমান্ শরৎকুমার দাসের নূতন ঔষধালয়ের কার্য্যারম্ভোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২৪শে বৈশাখ রবিবার ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয়ের আবাসে তাঁহার বিমাতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রপাঠে সহকারিতা করিয়াছিলেন।

গত ২৫শে বৈশাখ সোমবার শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী সহ মিলিত হইয়া স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মবন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন অধ্যেতার কার্য্যে উপাধ্যায়ের সহকারী হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ ও শ্রীমান্ মনোমতধন দে সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

বিগত ২৮শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত ডাক্তার বরদাপ্রসাদ দাস মহাশয়ের তালতলা পল্লীস্থ আবাসে তাঁহার স্বর্গগত পুত্র সুরেশচন্দ্র দাসের স্বর্গগমনের দিনস্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। তালতলার হরিসেনা দলের অন্তর্গত অনেকগুলি যুবক বন্ধু আসিয়া তাহাতে যোগদানপূর্ব্বক কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন প্রধানতঃ শ্রীমান্ আশুতোষ রায় সঙ্গীতের কার্য্য করিয়াছেন।

রামপুর হাট ব্রহ্মমন্দিরের অন্যতর ট্রষ্টী অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নববিধান বিশ্বাসী শ্রীমান্ মনীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ নববিধানমণ্ডলীস্থ প্রচারব্রতে ব্রতী শ্রীমান্ রাইচরণ দাস এক বৎসর যাবৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুকাল ঢাকা মিড্‌ফোর্ড হাঁসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে রোগের শান্তি না হওয়াতে ভাগলপুরে যাইয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তর শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহা দ্বারা চিকিৎসিত হন। তথায়ও আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া প্রায় চারি মাস যাবৎ কলিকাতায় আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসাধীনে আছেন। রোগের কখন একটু উপশম কখন আবার বৃদ্ধি হয়। এক্ষণ বৃদ্ধির অবস্থা, উদরাময় তাঁহার প্রধান রোগ, তিনি কিছুই জীর্ণ করিতে পারেন না। যকৃৎ প্লীহা বর্দ্ধিত আকারে আছে। শরীর একান্ত দুর্ব্বল, উভয় পদে শোথ হইয়াছে। সদয় হৃদয় বন্ধুবান্ধবদিগের দয়াতে এপর্য্যন্ত তাঁহার ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়

নির্ব্বাহ হইয়াছে। ৩০নং শুঁড়াবাগান লেনে একটি বন্ধুর আশ্রয়ে ছিলেন। এক্ষণ নিজের গর্ভধারিণীকে সঙ্গে না রাখিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সেই বন্ধুর আলয়ে জননী সহ অবস্থিতি করা সুবিধা না হওয়াতে একটি স্বতন্ত্র বাড়ীভাড়া করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন চিকিৎসকই বর্ষার কয়েক মাস কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র গমনের পরামর্শ দান করিতেছেন না। এক্ষণ অন্যত্র গমনের অবস্থাও নয়। জননীসহ অন্য বাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে ন্যূনকল্পে প্রতিমাসে ২৫।৩০ টাকার প্রয়োজন। তাঁহার নিজের একটা পয়সারও সম্বল নাই। কেবল ভগবানের কৃপা ও দয়াবান্ বন্ধুদিগের দয়ার উপর নির্ভর। যাঁহারা এই উপায়হীন অসহায় রোগীর প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার ঔষধ পথ্যাদির জন্য কিছু দান করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিলে তিনি যথাসময়ে রোগীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

মহামুনি বুদ্ধদেব ২৪৪৪ বৎসর হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার শুভ জন্ম হইয়াছিল। অদ্য সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক সিংহলনিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অদ্য এলবার্টহলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তা বুদ্ধচরিত্র বিষয়ে অনেক উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এবং অপর একটি ভদ্রলোক তাঁহার সেই কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের এপ্রেল মাসের আয় ব্যয়।

শুভকর্ম্মের দান।

বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দাসের পুত্রের জাতকর্ম্ম	১৲
বাবু বিনোদবিহারি বসু নূতন খাতার	১৲
বাবু মিহিরলাল রক্ষিত ঐ	১৲
ভাই উমানাথ গুপ্তের কন্যার বিবাহ	২৲
	৫৲

এককালীন দান।

স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর পত্নী	১৲
দানাধারে	১৸৶০
	২৸৶০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ফেব্রুয়ারি হইতে নবেম্বর।	১০৲
„ প্রফুল্লচন্দ্র বসু	৸০
„ স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস	।০
„ রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	১৲
„ নলিনবিহারী সরকার	২৲
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র বসু	৷৷০
„ ললিতামোহন রায়	।০
„ সত্যশরণ গুপ্ত	১৲
„ নির্ম্মলচন্দ্র সেন	১০৲
„ সরলচন্দ্র সেন	১৲
„ হরগোপাল সরকার	।০
„ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার	।০
শ্রীমতী কুচবিহার মহারাণী	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	।০
„ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন	৷৷০
„ সত্যেন্দ্রনাথ সেন	৷৷০
„ রাজেন্দ্রনাথ সেন	।০
„ ধীরেন্দ্রনাথ কাস্তগিরি	৩৲
„ মাণিকলাল বড়াল	২৴
„ সাধুচরণ দে	৷৷০
„ দ্বারিকানাথ রায়	।০
„ অনুকূলচন্দ্র রায়	৷৷০
„ সীতানাথ রায়	১৲
ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত	১৲
বাবু কানাইলাল সেন	৷৷০
ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র	৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়	।০
„ বরদাপ্রসাদ ঘোষ	২৲
„ শ্রীনাথ দত্ত	৷৷০
„ করুণাচন্দ্র সেন	১৲
„ গুণেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৷৷০
„ সুনন্দচন্দ্র সেন	৷৷০
„ পুলিনবিহারি সরকার	১৲
„ রমাকান্ত দাস	১৲
„ তেজচন্দ্র বসু	১৲
„ মিহিরলাল রক্ষিত	৸০
„ অমৃতলাল ঘোষ	৸০
„ মাধবলাল রক্ষিত	৸০
„ রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	।০
„ তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	।০
„ অমৃতানন্দ রায়	।০
„ শরৎকুমার দত্ত	।০
„ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	৷৷০
„ প্রমথনাথ মিত্র	।০
„ বিনোদবিহারি বসু	।০
	৩৪৲
মোট	৭১৸৶০
গতমাসের স্থিতি	২৮।০
	১০০৶০

ব্যয়।

প্রচার বিভাগ	৩০৲
গ্যাস কোং	১১৸০
গৌরমোহন ধর	৩৲
বেহারার বেতন	৪৷৵০
বাদক	৪৸০
পাখাটানা	২৷৷১০
গাড়ীভাড়া	১১৲
খুচরা	৩৷৴১৫
	৭৪৲৫
স্থিতি	২৬৶১৫

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ওয়া মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১০ সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৮২২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফঃস্বলে ঐ ৩৷৹

প্রার্থনা।

হে দেবাদিদেব, তোমার প্রত্যেক সন্তান কোন প্রকার বাধা অনুভব না করিয়া তোমার পথে বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে, এইরূপ তোমার ব্যবস্থা। অপরের সহিত ব্যবহারকালে আমরা যদি তোমার এই ব্যবস্থা অনুসরণ না করি, তাহা হইলে আমরা কি নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারি? তুমি যেমন তোমার সকল সন্তানকে—কেহ যেন তাহার উপরে বাধা দিবার নাই, এই ভাবে চলিতে দাও, আমরাও কি সেই প্রকার প্রতি ব্যক্তিকে অবাধে তাহাদিগের মতে চলিতে দেব-না? তাহারা বিনাশের পথে যাইতেছে দেখিয়াও কি আমরা তাহাদিগকে সাবধান করিব না? তুমি যখন আপনি তাহাদিগকে সাবধান কর, তখন আমরাও সাবধান করিতে পারি, কিন্তু বলপূর্ব্বক তুমিও বাধা দেও না আমরাও বাধা দিব না। তবে তুমি যখন ইচ্ছা কর যে আমরা দুর্ব্বলের সহায় হই, যেখানে দুর্ব্বলের উপরে অন্যায় নিপীড়ন সেখানে দুর্ব্বলকে আমরা সাহায্য দি, অত্যাচারীকে অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করি; তখন সেরূপ স্থল ভিন্ন অন্যত্র বাধা না দিয়া প্রতিব্যক্তিকে তাহার পথে চলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, কেন না সে পথে চলিতে চলিতে তাহার যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, সেই দুর্দ্দশাই পরিশেষে তাহাকে স্বপথে আনয়ন করিবে। প্রভো, দেখিতেছি কাহাকেও সাবধান করিলেও সে সে কথায় কর্ণপাত করে না। যত দিন না তাহার সে কার্য্যের জন্য পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হয়, তত দিন সকল উপদেশ বৃথা। এই জন্য আমরা বুঝিয়াছি, কাহারও উপরে বলপ্রকাশ করিতে পারি না, বাধা দিতে পারি না, ছলে কৌশলে স্বমতে আনয়ন করিতে পারি না। সকল মানুষ আপনার আপনার রুচি ও অভিমত মতে কাজ করিয়া যাউক, আমরা আমাদের যাহা বলিবার তাহা সাধারণ ভাবে বলিয়া যাই, পরিশেষে তাহারা আপনার কার্য্যের ফলে আপনারাই সুপথে আসিবে, যখন সুপথে আসিবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব, আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, একেবারে তাহা বিনষ্ট হয় নাই, যথাসময়ে তাহারা সে সকল কথায় মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছে। অপরের সঙ্গে ব্যবহারে তোমারই ব্যবহার অনুসরণ করাতো দেখিতেছি আমাদের পক্ষেও কর্ত্তব্য। যদি তাহাই হইল তবে কেন আমরা স্বেচ্ছামত যাহারা কার্য্য করিতে চায়, তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হই। প্রত্যেক ব্যক্তি

নিজ নিজ কার্য্যের জন্য তোমার নিকটে দায়ী, সেই সকল কার্য্য হইতে যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহাও তুমিই দিয়া থাক, আমরা যদি বলপূর্ব্বক সমুদায় কার্য্যের ভূমি অধিকার করিয়া থাকি এবং অপরকে কার্য্য করিতে না দি, তুমি তজ্জন্য আমাদিগকে কখন নিরপরাধী মনে করিবে না। অতএব হে বিধানপতি, তোমার বিধানে যে সকল লোক আগমন করিয়াছেন,তাঁহাদের যিনি যে কার্য্য করিতে চান, অগ্রসর হইয়া তিনি সেই কার্য্য গ্রহণ করুন। যদি আমরা তাঁহাদিগের কার্য্যগ্রহণে প্রতিবন্ধক হই, তুমি আমাদিগকে ধমক্ দাও, দণ্ড দাও, এবং বলিয়া দাও যে,আমরা কোন কারণে অপরের কার্য্য করিবার পথের প্রতিবন্ধক হইতে পারি না। আমরা যে কারণে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে দিতে অসম্মত, সে কারণ যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন কোন্ ধর্ম্মসঙ্গত হেতুতে আমরা তাঁহাদিগের কার্য্যের পথ অবরুদ্ধ করি? বিচারপতি, তুমি আমাদিগকে বিচারে আনয়ন কর, বিচার করিয়া স্বপথে স্থাপন কর যে, আমরা সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। তব করুণায় আমাদের এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

আমাদের সহব্যবস্থান কি স্বভাবসঙ্গত নহে?

দেখিতেছি আমাদের সহব্যবস্থান লইয়া মণ্ডলীতে আন্দোলন চলিতেছে। অন্যে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ দুইখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোন একটি বিষয় লইয়া যখন বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন তাহার মীমাংসার্থ যিনি যাহা বলিতে চান, তাঁহাকে তাহা বলিতে দেওয়া ভাল, কেন না এরূপে বহুজন এক বিষয়ে চিন্তা নিয়োগ না করিলে তাহার সকল দিক্ কিছুতেই প্রকাশ পায় না। এসম্বন্ধে যাঁহারা যাহা লিখিবেন লিখুন, আমাদের পক্ষ হইতে এই একটী কথার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে, আমরা যে সহব্যবস্থান মানিয়া চলি তাহা স্বভাবসঙ্গত কি না? যদি স্বভাবসঙ্গত না হয়, উহার অনুসরণে নিশ্চয় অনিষ্ট ফল প্রসূত হইবে।

আমাদের উপাসনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত যোগ। তাঁহার সহিত সকল প্রকারের বিরোধ ঘুচিয়া গিয়া জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছাতে মিলন হয়, ইহাই আমরা চাই। ঈশ্বর মহান্ আমরা ক্ষুদ্র; কোন বিষয়ে আমাদের তাঁহার সহিত তুলনা হয় না। তুলনা হয় না, অথচ আমাদের ঈশ্বরসহ যোগাকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছাতে এক হইবার অভিলাষ, ইহা কি যাহা হইতে পারে না, যাহা স্বভাবসঙ্গত নহে, তাহা অভিলাষ করা নহে? যাহা হইতে পারে না, যাহা স্বভাবসঙ্গত নহে, এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব সম্পন্ন হইবার উপযোগিতা আমাদের মধ্যে আছে কি না, ইহা প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য। উপযোগিতা আছে ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'হইতে পারে না' 'স্বভাবসঙ্গত নহে' এ কথাই উঠিতে পারে না। আমাদের নিজের দুরাত্মতাবশতঃ যাহা হইতেছে না, তাহাকে 'হইতে পারে না' 'স্বভাবসঙ্গত নহে' বলা কখন সমুচিত নয়। আমাদের প্রতিজনের সেইরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য যাহাতে সেই দুরাত্মতা বিদূরিত হয়। লোকে উপাসনাও করে, অথচ তাহাদের যোগও হয় না, ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছাতে একতাও হয় না। তাহাদিগের উদ্দেশ্য যোগ ও একতা নহে, যে দুরাত্মতায় তাহারা বাস করিতেছে, সেই দুরাত্মতাতেই তাহারা চিরকাল স্থিতি করিতে চায়, তাই তাহাদিগের উপাসনা নিষ্ফল হয়। যদি তাহারা পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইত, এরূপ দুর্দ্দশা কখন তাহাদিগের জীবনে লক্ষিত হইত না। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রের উপাসনাসম্বন্ধে যে ইহাদিগের সম্পূর্ণ বিপরীতভাব হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের উপাসনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত যোগ,তাঁহার সহিত জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছাতে মিলন;

আমাদের সহব্যবস্থানের উদ্দেশ্য পরিত্রাণার্থী ব্যক্তি-মাত্রের সহিত যোগ এবং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাতে মিলন। মহান্ ঈশ্বর ও ক্ষুদ্র মনুষ্য এ দুই মধ্যে মহাপার্থক্য সত্ত্বেও যেমন যোগ ও মিলনের কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না, তেমনি এক জন পরিত্রাণার্থীর সহিত আর এক জন পরিত্রাণার্থীর যদি পার্থক্যও থাকে—পার্থক্য তো থাকিবারই কথা—তাহা হইলে সে পার্থক্য যোগ ও মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। এখানে স্বাভাবিক কোন প্রতিবন্ধক নাই, প্রতিবন্ধক দুরাত্মতা। যে সকল ব্যক্তি বাস্তবিক পরিত্রাণার্থী তাঁহারা কখন দুরাত্মতা পোষণ করিতে পারেন না। দুরাত্মতাপরিহারবিষয়ে তাঁহারা নিয়ত যত্নশীল, এজন্য ঈশ্বর ও মানব উভয়ের সঙ্গে যোগ ও মিলন তাঁহাদিগেতে সম্ভবপর হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ও মিলন হইল, অথচ ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সঙ্গে যোগ ও মিলন হইল না, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে।

আমাদের সহব্যবস্থানের নাম 'সর্ব্বসম্মতি' অর্পিত হইয়াছে। সম্মতি—সম্—তুল্য, মতি—মনন, বুদ্ধি, ভাব; তুল্য চিন্তা, তুল্য বুদ্ধি, তুল্য ভাব—সম্মতি। যেখানে সকলের এক প্রকারের চিন্তা, বুদ্ধি ও ভাব সেখানে সর্ব্বসম্মতি ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বসম্মতির ইংরাজী প্রতিশব্দের (unanimityর) অর্থ একভাবাপন্নতা। ভাবে, জ্ঞানে ও ইচ্ছাতে এক হইলে তবে যথার্থ সম্মতি উপস্থিত হয়। যাহা সত্য, যাহা ন্যায্য, যাহা ভগবদিচ্ছাসঙ্গত তাহাতে সম্মতি চিত্তের অবিকৃতাবস্থাতে অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা ও সঙ্গাদির প্রভাবে এ সম্বন্ধে যে বুদ্ধিভেদ ঘটে, সেই বুদ্ধিভেদ অপনয়নজন্য সাধন প্রয়োজন। ঈদৃশ সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ যেখানে একত্র মিলিত হন, সেখানে অল্পদিনের মধ্যে বুদ্ধিবৈষম্য বিদূরিত হয়, কেন না যোগ ও মিলন যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁহারা অধিক দিন বৈষম্যের অবস্থায় স্থিতি করিতে পারেন না। বৈষম্যমধ্যে সাম্য উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে, এবং সে ব্যক্তিত্ব ভিন্নতা লইয়া সংঘটিত। তোমার যে সকল বিষয়ে সামর্থ্য আছে, আমার সে সকল বিষয়ে সামর্থ্য নাই, কিন্তু আমার যে সকল বিষয়ে সামর্থ্য আছে, সে সকল বিষয়ে তোমার সামর্থ্য নাই। এরূপ বিচিত্রতা হইবার অর্থ এই যে, একা আমি ও তুমি অকর্ম্মণ্য, তুমি ও আমি এ উভয়ের সামর্থ্য মিলিত হইয়া, যোগে এক হইয়া কার্য্য করিলে তবে আমাদের পূর্ণতা হয়। অপরের সামর্থ্যের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিতে না দেখিয়া লোকে ঈর্ষার নয়নে দেখে তাই বিরোধ বিবাদ উপস্থিত হয়, উভয়ের সম্মতি হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ চিত্তের ভাব বিকারের অবস্থা, স্বভাবসঙ্গত নয়, সুতরাং ইহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না, বিকার ঘুচিয়া গেলেই পরস্পরের সম্মতি অবশ্যম্ভাবী।

এক জন যত দূর অগ্রসর, আর এক জন তত দূর অগ্রসর নন, এ উভয়ের সম্মতি কি কখন সম্ভবপর? আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে সে প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অগ্রসর বা অনগ্রসরতা সম্মতির কারণ নহে, সত্যাদির প্রতি চিত্তের প্রমুক্তভাব সম্মতির কারণ। চিত্তের অসদ্ভাব বা দুরাত্মতা না থাকিলে সত্যাদির প্রতি চিত্ত স্বভাবতঃ প্রমুক্ত থাকে। সম্মতি দুজনের সমতা প্রদর্শন করে, কিন্তু এক জন সাধু ও একজন পাপী ইহাদের মধ্যে সমতা কোথায়? এখানেও সমতা আছে। যে ব্যক্তি পাপী সে যদি পরিত্রাণার্থী হইয়া থাকে, তবে সে সাধুতার পথে আরোহণ করিয়াছে, যিনি সাধু তিনি আপনার ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ দর্শন করিয়া সাধুত্ববিষয়ে নিরভিমান। যিনি সাধুত্বের অভিমানী, আর যে ব্যক্তি পাপে স্থিতি করিবার জন্য অভিলাষী, এ দুই ব্যক্তিই বিকারের অধীন, সুতরাং এখানে উভয়ের সম্মতি কি প্রকারে হইবে? এরূপ দৃষ্টান্ত লইয়া সম্মতির প্রতি কটাক্ষপাত, কেবল সংস্কারদূষিতচিত্ততাই প্রকাশ করে। মানবপ্রকৃতির প্রতি আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, এ জন্যই যেখানে কোন অসৎ কার্য্যে কতকগুলি লোকের সর্ব্বসম্মতি হইয়াছিল এ কথা আমরা শুনিতে পাই, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অনু-

সন্ধান উপস্থিত হয়, অবশ্য সে সর্ব্বসম্মতির বিরোধে কোন কোন ব্যক্তি ছিল, তাহারা সামান্য লোক বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, তাহাদিগকে গণনায় আনা হয় নাই, তাই কতকগুলি লোকের সম্মতিকে সর্ব্বসম্মতি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিহাসে যেখানে সর্ব্বসম্মতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানেই তৎপার্শ্বে কতকগুলি ব্যক্তির অসম্মতি ছিল, ইহাও আমরা পাঠ করিয়া থাকি। মানুষ নিজের সম্বন্ধে অন্ধ হউক, অপরের সম্বন্ধে তাহার বিবেক সুতীক্ষ্ণ, সুতরাং অন্যায়, অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয় সকল বিনা প্রতিবাদে চলিয়া যাইবে, ইহা কোন কালেই সম্ভবপর নহে।

মণ্ডলীসম্বন্ধে প্রতিব্যক্তির কর্ত্তব্য।

মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে অগ্রসর মনে করেন, তাঁহাদিগের দায়িত্ব অতি গুরুতর। তাঁহারা যদি আপনাদিগকে পিতৃস্থানীয় মনে করেন, তবে যাঁহারা সন্তানস্থানীয় তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যমণ্ডলীর নিকটে দায়ী। তাঁহারা বিবিধ কারণে যদি নিয়ত বিরোধে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই বিরোধপ্রযুক্ত যাঁহারা সন্তানস্থানীয় তাঁহাদের উন্নতির তাঁহারা ব্যাঘাত করিতে পারেন কি না? যত দিন তাঁহাদের মধ্যে সংগ্রাম নিবৃত্ত না হয়, তত দিন ইঁহাদের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে; এমন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না, যাহাতে ইঁহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, ইহা কোন কালে ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কি জানি বা ইঁহাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে বিরোধে প্রবৃত্ত পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইঁহাদিগের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হন, এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হওয়াও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কেন না ঈশ্বরের রাজ্যে কোন ব্যক্তির উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া থাকিবার কাহারও অধিকার নাই। সকলে প্রযুক্ত ভাবে উন্নতির পথে চলিতে থাকুন, সাধনাদি দ্বারা যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা আমাদের ঈর্ষা নহে শুভেচ্ছাভাজন হইবেন। মণ্ডলী অগ্রসর হউন, আরও অগ্রসর হউন, ইহাই তো আমাদিগের হৃদ্গত কামনা।

উন্নতির উপায় কি? বিধানের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখা। যিনি আপনাকে বিধানের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেন না, তিনি দিন দিন উৎসাহাদিবিহীন হইয়া আধ্যাত্ম মৃত্যুর পথে অগ্রসর হন। কত ব্যক্তি প্রথমতঃ নিরতিশয় উৎসাহী থাকিয়া পরিশেষে ঘোর সংসারী হইয়া গেলেন। এরূপ হইবার কারণ কি? মণ্ডলীর সেবাবিষয়ে তাঁহারা আপনাদের শরীর ও বল নিযুক্ত করিলেন না, উহা কেবল সংসারের সেবায় ব্যয়িত হইল। কালে সংসার তাঁহাদিগের সমগ্র জীবন অধিকার করিয়া বসিল, তাঁহাদের আর নবধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই প্রকারে আমাদিগের সম্মুখে কত লোক অধ্যাত্ম মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, ইহা আমরা গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। এই সকল মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী কি না? আমরা বলিব, তাঁহারা নিজ নিজ চিত্তের দৌর্ব্বল্যজন্য সংসারের দাস হইয়া গেলেন, আমরা কি করিব? যদি তাঁহারা মণ্ডলীর সেবার জন্য সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অবশিষ্ট সময় দিতেন, তাহা হইলে কি আমরা তাহাতে বাধা দিতাম? মণ্ডলীর মঙ্গলার্থ কার্য্য করিলে কে কাহাকে বাধা দিতে পারে এ কথা সত্য, কিন্তু সকল লোকেতো আপনি কার্য্য উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারে না। মণ্ডলীর যাঁহারা অগ্রসর ব্যক্তি তাঁহাদের এমন কতকগুলি কার্য্য উদ্ভাবন করিয়া প্রবর্ত্তিত রাখা উচিত, যাহাতে মণ্ডলীর ব্যক্তিমাত্রেই যোগ দিয়া মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে পারেন। আমাদের মধ্যে যে সময়ে বিবিধ প্রকার সামাজিক মঙ্গলকর কার্য্য প্রবর্ত্তিত ছিল, তখন মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির কত উৎসাহ ও জীবন্তভাব ছিল। তাদৃশ উৎসাহ ও জীবন্ত ভাব ছিল বলিয়াই উপাসনাদিতেও অগ্ন্যুদ্গিরণ হইত। কর্ম্মযোগ কিছু সামান্য নহে।

বালকগণের উন্নতি, মহিলাগণের উন্নতি, সাধা-

রণ লোকসকলের উন্নতি, মদ্যপান নিবারণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কার্য্যাধিক্য এখন আমাদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশ বা মণ্ডলীর হিতের জন্য পাঁচ ব্যক্তি একত্র মিলিত হইবেন, তাহার স্থানের অত্যন্তাভাব হইয়াছে। এক প্রচারকবর্গের মিলিত হইবার স্থান শ্রীদরবার, সেখানে মণ্ডলীর সকল লোকের মিলিত হইবার কথা নহে। প্রয়োজনমত মণ্ডলীর অগ্রসর ব্যক্তিগণ সেখানে মিলিত হইতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা মিলিত হইবার পক্ষে কারণ নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে শ্রীদরবারে মণ্ডলীর অন্য লোক আসিতেন না, সেখানে প্রচারকবর্গই নিয়মপূর্ব্বক মিলিত হইতেন। উহার অন্তর্গত যে কার্য্যসভা ছিল, সেই কার্য্যসভাতে মণ্ডলীর অন্যান্য ব্যক্তি প্রচারকবর্গের সহিত মিলিয়া কার্য্যবিষয়ে ব্যবস্থা করিতেন। এখন সে কার্য্যসভা নাই, এবং সেই কার্য্যসভার অন্তর্দ্ধান হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছে, 'বিধানের কার্য্য করিলে বিধানের লোক' 'কাজের যোগ গেলে বিধানবাদিত্ব ঘুচিল।'

বর্ত্তমানে সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি উপাসক ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার্থ সমবেত হন। তাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করিয়া যান, কিন্তু মণ্ডলীর কার্য্য করিবার পক্ষে তাঁহাদের কোন প্রয়াস বা যত্ন নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া তাঁহারা অধিক কাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে সময়ে অন্য দশ জনের ন্যায় সরিয়া পড়িতে হইবে। যাঁহারা উপাসনার্থ আইসেন তাঁহারা কি কার্য্যক্ষম নহেন? তাঁহারা কি মণ্ডলীর হিতকল্পে কোন কার্য্য করিতে পারেন না? সপ্তাহে সপ্তাহে যেমন তাঁহারা উপাসনা করিয়া যান, তেমনি সপ্তাহে অন্য এক দিন মিলিত হইয়া মণ্ডলীর হিতবিষয়ে কি তাঁহারা চিন্তা বা তদর্থ কার্য্যোদ্ভাবন করিতে পারেন না? আমাদিগের মণ্ডলীমধ্যে নানা কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন। যাঁহার যে বিষয়ে উপযুক্ততা তিনি সেই উপযুক্ততা মণ্ডলীর কল্যাণার্থ নিয়োগ করিতে পারেন, যদি নিয়োগ না করেন, সে উপযুক্ততা তিনি হারাইয়া ফেলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, মণ্ডলীর যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী, যাঁহারা আপনাদিগকে পিতৃস্থানীয় মনে করেন, তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন বলিয়া তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা আমাদের এ সম্বন্ধে দোষ ক্ষালন করিতে চাহি না, কিন্তু আমরা এই বলি, আমাদের দোষে তাঁহারা কেন পশ্চাদ্বর্ত্তী হন, তাঁহারা অগ্রসর হউন, আমরা আমাদের দোষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।

যাঁহারা উপাসক তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া মণ্ডলীর কার্য্যে চিন্তা নিয়োগ করুন, নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সেবার আয়োজন করুন, দেখিবেন সমস্ত মণ্ডলী জাগিয়া উঠে কি না? আমরা কি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণ এখনও কি আপনাদিগকে উপায়হীন শিশু মনে করেন, না তাঁহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে? তাঁহারা যদি কার্য্যে অগ্রসর হন, তাঁহারা কি মনে করেন, অপরে তাঁহাদিগকে বাধা দিবে? বাধা দিলে যদি তাঁহারা উদ্যমভগ্ন হন, তাহা হইলে এখনও তাঁহারা শিশু আছেন, ইহাই মানিতে হয়। আমরা তাঁহাদিগকে শিশু মনে করি না, কিন্তু যৌবনসুলভ কার্য্য না করিলে যে একটা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাই তাঁহাদিগেতে উপস্থিত। শিশুত্ব ভাল, কেন না নির্ভরে উন্নতির পথ খোলা থাকে, জড়ত্ব সমুদায় উন্নতির দ্বার অবরোধ করিয়া দেয়। মণ্ডলীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে গেলে, প্রতিব্যক্তিতে যে জড়তা আছে তাহা অপসারিত করিয়া দেওয়া সমুচিত। যদি মনে হইয়া থাকে, কেহ কেহ তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, সে অবরোধ যাহাতে না থাকে, তাঁহাদের উৎসাহ ও কার্য্যোদ্যমের সম্মুখে উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ করা তাঁহাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য। যেখানে জীবন ও মরণের কথা সেখানে অবরোধ দেখিয়া ভয় পাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন?

যাঁহারা উপাসক তাঁহারা বলিবেন, আজ পর্য্যন্ত আমরা বিধিমত মণ্ডলীর কার্য্য করিবার অধিকার

পাইলাম না, আমরা মণ্ডলীর কল্যাণকর কার্য্যার্থ সমবেত হইব কি প্রকারে? যদি আমরা বলি, কে কাহাকে অধিকার দেয়, প্রতিজনকে আপনার অধিকার আপনি অধিকার করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে আমরা বিধানরাজ্যের বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমরা ইহা বলিতে পারি না। যাঁহারা অধিকার দান করিতে অধিকারপ্রাপ্ত, তাঁহারা যাঁহারা অধিকার পাইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে অধিকার দিতে বাধ্য। এখন যদি এই কথা উঠে, যাঁহারা অধিকার লইবেন, তাঁহারা এখনও বিশ্বাসাদিতে অধিকার পাইবার যোগ্য হন নাই; যখন যোগ্য হন নাই, তখন যোগ্য হইবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে, আরও একত্র সাধন উপাসনা করিতে হইবে, এ কথার উত্তর কি, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। এত বৎসর চলিয়া গেল, এখনও মণ্ডলী অধিকারগ্রহণে উপযুক্ত হইল না, ইহা শুনিলে কে না চমৎকৃত হইবেন? মণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বে যাঁহারা উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ আছেন, নবীনগণের মধ্যেও অনেককে লোকে উপযুক্ত জানেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত বলা সাহসিকতা। কিন্তু যখন কথা উঠিয়াছে, এবং কথার মূলে কিছু সত্যও আছে, তখন মণ্ডলীর কার্য্যে অগ্রসর হইয়া উপযুক্ততা আছে কি না, তাহা উপাসকগণের প্রমাণিত করা উচিত। আমরা কি এজন্য উপাসকগণকে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতে পারি না?

এ সম্বন্ধে যদি আমাদিগের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা এই বলি, জলে নামিও না, ডুবিয়া মরিবে, এই বলিয়া নিরুৎসাহ করা সন্তরণশিক্ষাদেওয়ার উপায় নহে। বলপূর্ব্বক কেহ আপনার অধিকার করিয়া লন, ইহাতে আমাদের অনুমোদন নাই। যাঁহারা অধিকারদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, মণ্ডলীর ব্যক্তিগণের জন্য কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তাহাতে তাঁহারা কার্য্য করিতে অধিকার দেন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা পরীক্ষার ব্যাপার হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। যদি এমনই হয় যে, পূর্ব্বে একবার তাঁহাদের অনুপযুক্ততা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে অনুপযুক্ততানিবন্ধন মণ্ডলীর বিশিষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে, অতএব এবার উপযুক্ততার প্রমাণ অগ্রে না দিলে অধিকার দেওয়া হইবে না, এ কথার উত্তর যাঁহারা যাহা দিতে চান দিন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই কথা বলি, অধিকার দিয়া অধিকারের উপযুক্ত করিয়া লওয়া প্রকৃষ্ট উপায়। অধিকার না পাইলে দায়িত্ববোধ থাকে না, দায়িত্ববোধ না থাকিলে উপযুক্ততা জন্মায় না। আমরা সকলে যখন ভার পাইয়া ভারের উপযুক্ততা লাভ করিয়াছি, তখন অপরের সম্বন্ধে সে নিয়ম কেন খাটিবে না, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তোমার লোকেরা লোকের প্রিয় হইতে পারে না, দেখ আমার লোকেরা কেমন সকলের প্রিয়। সংসারে বাস করিয়া সকলের প্রিয় না হইতে পারিলে জীবনধারণ কি বৃথা নয়?

বিবেক। তোমার লোকেরা সকলের প্রিয় এ কথাটা তুমি কোন্ সাহসে বলিলে? বরং আমি তোমায় প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, তুমি যাহা বলিলে ঠিক তার বিপরীত। তোমার লোকদিগের সকলের প্রিয় হইবার জন্য যত্ন আছে, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে অল্পই কৃতকার্য্য হয়। প্রিয় হইতে গেলেই সকলের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। লোকের মন যোগাইতে গেলেই সত্যের অনুসরণ করা কঠিন, কেন না সত্যের তেজ সাধারণ লোকের পক্ষে অসহ্য। মিথ্যার আবরণে তাহার তীব্র তাপ আচ্ছাদন না করিলে তাহাদিগের নিকট প্রিয় হওয়া সুকঠিন। এই জন্য যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকল লোকের প্রিয় হইতে যায়, তাহাদিগকে সত্যকে অসত্যাবরণে আবৃত করিতে হয়। লোকে যদিও সত্যের তেজ সহ্য করিতে পারে না, তথাপি তাহাদের অসত্যবাদীর প্রতি ঘৃণা এবং সত্যবাদীর প্রতি সম্ভ্রম আছে। প্রিয়ভাষী অসত্যবাদীর সহিত তাহারা প্রিয়ালাপ করিতে পারে, কিন্তু যখন বিশ্বাস করা প্রয়োজন হয়, তখন তৎপ্রতি বিশ্বাস না করিয়া যিনি সত্যবাদী তাঁহার প্রতি তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, এই সকল ব্যক্তির যে প্রিয়ত্ব, উহা বাহ্যিক, ভদ্রতাবরণে আবৃত, উহার ভিতরে সারবত্তা কিছুই নাই। বস্তুতঃ যিনি সকল সময়ে বিশ্বাসের পাত্র, তিনিই লোকদিগের প্রিয়। ইহার

প্রতি লোকদিগের প্রীতি সম্ভ্রমপ্রীতি, তাই ব্যবহারকালে তাহারা অসঙ্কোচ ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি যুগপৎ একত্র স্থিতি করে। তুমি কোন বিষয় ভাল করিয়া তলাইয়া দেখ না, এই তোমার মহাদোষ। আমি চিরদিন বলিয়া আসিয়াছি, কোন একটি বিষয়ের উপরে উপরে না দেখিয়া তাহার নিম্নে কি আছে দেখিও, তাহা হইলে তোমার এ সকল বিষয়ে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। দৃশ্যতঃ যাহা দেখা যায়, তাহা অনেক সময়ে ঠিক নয়, যাহা অদৃশ্য তাহা সকল সময়ে ঠিক।

বুদ্ধি। যদি যথার্থ প্রিয়ত্ব তোমার লোকেরই হইল অথচ বাহিরে ঠিক যেন কাহারও তিনি প্রিয় নন এইরূপ দেখায়, তাহা হইলে এরূপ স্থলে এমন কি কোন ব্যবহার নাই, যে ব্যবহারে বাহিরেও তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন।

বিবেক। আমার লোকেরা লোকের প্রিয় হইবেন, এ আকাঙ্ক্ষা মনে রাখেন না। তাঁহারা নিয়ত এরূপ ব্যবহার করিতে যত্নশীল, যাহাতে তাঁহারা ঈশ্বর ও দেবতাগণের প্রিয় হইতে পারেন। তাঁহারা জানেন, যদি তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে লোকের প্রিয় হইতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইতে পারেন না, কেন না এ সকল লোক আচরণে ঈশ্বর ও দেবতাগণের বিরোধী। তবে তাঁহারা ইহা জানেন, ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইতে পারিলে তাঁহারা সকল লোকেরই প্রিয় হইবেন, কেন না লোকেরা যত কেন মন্দ হউক না, তাহারা দেবপ্রকৃতির প্রতি একেবারে অন্ধ হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের আত্মা দেবপ্রকৃতিতে গঠিত। আমার লোকদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধে যত্ন ঈশ্বর ও দেবগণের প্রিয় হইবার জন্য, সকল লোকের প্রিয় হওয়া তাঁহাদিগের মুখ্য যত্নের বিষয় নহে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া।

১২ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

ঈশ্বরের সঙ্গে কি প্রকারে আমাদের নিয়ত সহবাস ঘটিতে পারে তাহা পূর্ব্ববার আলোচিত হইয়াছে। এ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর ভিন্ন কোথাও আমাদের মাথা রাখিবার স্থান নাই। যেখানে যাই সেখানে তিনি, অন্তরে বাহিরে তিনি। তাঁহার সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া আমরা নিত্যকাল আছি, সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁহার সংস্পর্শবর্জ্জিত হইয়া বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরের সহিত যদি আমাদের এ প্রকার চির অবিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইল, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, ইহা দেখা প্রয়োজন। আর এই সম্বন্ধ যখন আমরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন হইতে বা তাহার পূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে আছে, ইহাও দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ সম্বন্ধানুভব না করিলে, কালের দুইদিকের এক দিকে অন্ততঃ তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ না থাকাতে ঈশ্বরের সহিত সে দিকে অনিত্য সম্বন্ধ ঘটিতেছে। ঈশ্বরের বক্ষে কোন কালে আমরা ছিলাম না, জ্ঞান এ কথায় কিছুতেই সায় দেয় না। এখন যেরূপ দেহবান্ হইয়া আছি, এরূপ ছিলাম ইহা আর কে বলিবে, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে যে আমাদিগের স্থিতি ছিল, ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক অখণ্ড তনয় ব্রহ্মের জ্ঞানে নিত্যকাল হইতে আছেন, সেই তনয়ের বিবিধ ভাবে কালে প্রকাশ ঘটিয়েছে, এ কথায় তো সকলেই সায় দিবেন, কিন্তু সেই তনয়ের বিবিধ প্রকাশসম্বন্ধে ঈশ্বরের জ্ঞান ছিল কি না, এবং তাদৃশ জ্ঞানথাকাবশতঃ প্রতিতনয় ও তনয়া তাঁহার জ্ঞানে ছিলেন, যথা সময়ে তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে কালদেশে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সকল কঠিন বিচারের বিষয় বেদী হইতে অবতারণ করিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কেন না বেদী দার্শনিক চিন্তার যুক্তাযুক্তত্ব বিচার করিবার স্থল নহে, উহা লব্ধ সত্য আমাদের জীবনে কি প্রকারে নিয়োগ করিতে হইবে তাহাই দেখিবার স্থল। তবে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধের নিতাত্ব না বুঝিলে সম্বন্ধের প্রগাঢ়তা উপস্থিত হয় না; এই জন্য যতটুকু জানা প্রয়োজন তাহারই জন্য এটুকুর আলোচনা করা হইল। সৃষ্টির সহিত নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে স্রষ্টৃসম্বন্ধ কখন ঘটিতে পারে না, অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির যেমন বিরাম নাই, সৃষ্টিবস্তুর রূপান্তরতা ও ভাবান্তরতার ও বিরাম নাই। সৃষ্ট পদার্থসমূহের সহিত ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধ। জীবগণের সহিত স্রষ্টৃত্বাতীত আরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সর্ব্বপ্রথমে তিনি আমাদের রাজা ও পিতা মাতা, তৎপর সখা গুরু ও পরমাত্মায়। এ সকল সম্বন্ধে আমরা নিত্য কাল তাঁহার সহিত সংযুক্ত, এ সকল সম্বন্ধের অপলাপ কোন কালে করিতে পারা যায় না।

ঈশ্বর যদি পিতা মাতা হইলেন তাহা হইলে সকল মানব মানবী তাঁহার তনয় ও তনয়া হইলেন। যিনি পিতা মাতা তিনিই আবার রাজা। অতএব এই সকল ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া রাজতনয় রাজতনয়া। এ সম্বন্ধস্থলে শত্রু মিত্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ভেদ কখন থাকিতে পারে না। যাঁহারা রাজতনয় রাজতনয়া তাঁহারা চির দিন রাজতনয় ও রাজতনয়া। তাঁহাদিগকে অন্য দৃষ্টিতে আমরা কোন দিন দেখিতে পারি না। এক জন পথের ভিখারী, ছিন্নবস্ত্রপরিধায়ী, দীন দুঃখী, আর এক জন অট্টালিকাবাসী দাসদাসীপরিজনবর্গপরিবৃত মহাধনী, এ দুইয়ের মধ্যে রাজতনয়ত্বে কোন ভেদদর্শন ঘটিতে পারে না। সাধু সজ্জন ঈশ্বরভক্ত, লোকের বহু সমাদরের পাত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আর লোকবিদ্বিষ্ট পাপাচারী অধার্ম্মিক, এ দুইকে রাজতনয়ত্বসম্বন্ধে পৃথক্ করা কখন যথার্থ জ্ঞানের অনুমোদিত হইতে পারে না। তুমি বলিবে পাপী রাজতনয়ত্বের অধিকার হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, সে পতিত, তাহাকে রাজতনয় বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ

জন্ম যাইবে, এরূপ বিচার বৃথা। তুমি আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছি তাহাই ঠিক, না ঈশ্বর তাহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন তাহাই ঠিক। "তিনি কি ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয়ের মস্তকে বারিবর্ষণ করেন না?" কোন্ সন্তানের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহারের বৈষম্য তুমি আমি দেখিয়াছি যে, এক জনকে তাঁহার তনয় বলিয়া আর এক জন তাঁহার তনয় নন, এ প্রকার নির্দ্ধারণ করিব? তিনি যদি সকলকে সমান আদর করিলেন, যাহার যাহা প্রয়োজন সকলই দিলেন, তাঁহার করুণা ও প্রেম হইতে যদি কেহই বঞ্চিত না হইল, তাহা হইলে তোমার আমার কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করিবার কি অধিকার? ঈশ্বর কেবল পিতামাতা নহেন ঈশ্বরেতে সকলের বাস,ঈশ্বরের অনন্তবক্ষ সকলের জন্য প্রসারিত। যখনই ঈশ্বরের নিকটে যাই,তখনই তাঁহার ভিতরে সকলকে দেখিতে পাই। এস্থলে সেই সকলকে ঘৃণা করিয়া আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইব, এ দুরাশা কেন হৃদয়ে পোষণ করি? কাহারও প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া ঈশ্বরের পূজায় প্রতিদিন কৃতার্থ হইতেছি, এরূপ মনে করা কল্পনা, সে পূজা যথার্থ পূজা কি না তৎপক্ষে বিষম সন্দেহ। এক জন বিজ্ঞানবিৎ একটী কথা বলিয়াছেন, সে কথা অনেক দিন হইল মনে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'ধর্ম্মাভিমানীরা মনে করেন তাঁহারা সৃষ্টিকে যত অবজ্ঞা করিতে পারেন, তত তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন। ইহা কি তাঁহারা জানেন না যে, শিল্পের অনাদর করা হইলে শিল্পীর অনাদর করা হয়।' সৃষ্টির প্রতি সমাদর স্রষ্টার প্রতি সমাদর, পুত্রকন্যার প্রতি সমাদর, পিতামাতার প্রতি সমাদর। ব্রহ্মতনয়ের প্রতি ঘৃণা ব্রহ্মতনয়ার প্রতি কুদৃষ্টি পোষণ করিয়া কেহ রাজাধিরাজ পরব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত হইবেন, ইহা কি সম্ভব? যদি আজ আমাদের মধ্যে কেহ এমন সৌভাগ্যশালী হন যে ভারতের মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকার করেন, তাহা হইলে জানু পাতিয়া মহারাজ্ঞীকে তিনি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন আর তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পুত্রকন্যাদিগের কোন সংবাদ লইলেন না, অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, ইহা কি মহারাজ্ঞী উপেক্ষা করিবেন, না তাঁহার সম্ভ্রমপ্রদর্শনকে তিনি সম্ভ্রমপ্রদর্শন বলিয়া স্বীকার করিবেন? পৃথিবীর মহারাজ্ঞীসম্বন্ধে যদি এই প্রকার হইল, তাহা হইলে রাজরাজেশ্বরী জননীসম্বন্ধে কি তাঁহার তনয়তনয়ার অবমাননা করিয়া তাঁহাকে ভক্তি প্রদর্শন করা তাঁহার অবমাননা নহে?

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, সমুদায় নরনারী যদি রাজাধিরাজের তনয় ও তনয়া হইলেন, তবে তাঁহাদের সহিত আমরা সংসারে বিবিধসম্বন্ধানুসারে যে ব্যবহার করিতেছি তাহা কি প্রকারে ধর্ম্মসঙ্গত হইবে? পিতা পুত্রকে, মাতা কন্যাকে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করেন তাহা তো ব্রহ্মতনয় ও ব্রহ্মতনয়ার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা সমুচিত সেরূপ নয়। সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাই তাহারা অনুপযুক্ত ব্যবহার করে। বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায় নাই, এজন্য সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠিক ব্যবহার করিতে পারে না, কিন্তু নববিধানের যথার্থ তত্ত্ব যখন প্রকাশ পাইয়াছে, এবং বিধানবাহক নারীমাত্রকে ব্রহ্মতনয়ার দৃষ্টিতে দর্শন, এবং দাসদাসী প্রভৃতির মধ্যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাবতরণাবলোকনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তখন নববিধানবাদিগণ লৌকিকব্যবহারের অনুসরণ করিয়া চলিলে অবশ্য নিরপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন না। পিতা আমাদের উপাস্য, তিনি আমাদের একমাত্র পূজার পাত্র, তাঁহার তনয়তনয়াগণ কিছু তৎসদৃশ নহেন মানিলাম, কিন্তু তাঁহার পুত্রকন্যাগণের প্রাপ্য যে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মাননা তাহা আমরা কোন পার্থিব সম্বন্ধ বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ ও প্রদর্শন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। পুত্রকন্যার অসমাদরে যখন পিতার অসমাদর, তখন তাঁহাদিগের প্রতি অসম্ভ্রম ভাব পোষণ করিয়া আমরা কোন প্রকারে নববিধানের পরম দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারি না। যাঁহারা আমাদের পুত্র বা কনিষ্ঠস্থানীয় তাঁহাদিগের প্রতি ব্রহ্মতনয়োচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া যদি আমরা পূজা অর্চ্চনার আড়ম্বর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের সে পূজা অর্চ্চনা কিছুই নহে কল্পনার ক্রীড়ামাত্র, ইহা আমরা কি প্রকারে অস্বীকার করিব? ব্রহ্মতনয়াগণ আমাদের নিকট কন্যাস্থানীয়া হইলেও তাঁহাদিগকে যদি নমস্যা বলিয়া গ্রহণ না করি, বরং নিয়ত তাঁহাদিগের নমস্কারবন্দনা গ্রহণ করি, মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করি, তাহা হইলে কি আমরা সাপরাধ হই না? পৃথিবীতে পুত্র পিতার পদবন্দনা করিয়া থাকে, পিতা কখন পুত্রের সম্ভ্রম করেন না, এরূপ কি কখন উচ্চতম ধর্ম্মের অনুমোদিত ব্যবহার হইতে পারে? পুত্র যেন পিতাকে ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মের প্রতিনিধি বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেন, পাদবন্দনা করিলেন, পিতার আবার কি পুত্রের প্রতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তত্তুল্য ব্যবহার অবশ্যকর্ত্তব্য নয়? লোকে যাহা বলিয়া আসিয়াছে, উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিয়া অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ কি আমাদের কর্ত্তব্য? ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিলে বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া নিতান্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া কি ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার হইতে আমাদিগের নিবৃত্ত থাকা উচিত? চিরকালই উন্নতি পূর্ব্বব্যবহার ভঙ্গ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এখন তাহা করিতে ভয় কি?

ব্রহ্মতনয়ব্রহ্মতনয়াগণের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার সমুচিত, কি প্রকার ব্যবহার করিলে তাঁহাদের সম্বন্ধোচিত ব্যবহার হয়, এ প্রশ্ন মনে উদিত হইয়া যে মীমাংসা আমার অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। নরনারী রাজাধিরাজের পুত্রকন্যা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এবং তাঁহারা যে তদুচিত সম্মান ও বন্দনা পাইবার যোগ্য তাহাতেও দ্বিরুক্তি হইতে পারে না; অথচ লৌকিক ব্যবহারের মূলে যে সত্য নাই, এরূপ ব্যবহার যে ধর্ম্মের বিরোধী ভাব হইতে সমুদিত হইয়াছে, ইহাও আমরা বলিতে পারি না। পূর্ব্বতন অদ্বৈতবাদিগণ

লৌকিক ও পারমার্থিক এই দুই প্রকারে ব্যবহার ভিন্ন করিয়াছেন। লৌকিক ব্যবহার অজ্ঞানতামূলক, অতএব উহা মিথ্যা ও পরিহার্য্য, পারমার্থিক ব্যবহারই তত্ত্বদর্শিগণের অনুসরণীয়, ইহাই তাঁহাদের মত। তত্ত্বদর্শী হইলে কোন প্রকার লৌকিক ব্যবহারের আর তাঁহারা অনুসরণ করিবেন না, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা। এ পথ ভক্তিপথাবলম্বিগণের অনুসর্ত্তব্য পথের একান্ত বিরোধী। পূজ্য পূজক ভেদ না থাকিলে, অন্য কথায় লৌকিক ব্যবহার বজায় না থাকিলে ভক্তি তিষ্ঠিতে পারে না, এই তাঁহাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস। নববিধান এ দুইয়ের সামঞ্জস্য করিতে আসিয়াছেন, তিনি উহার কোন একটির অনুমোদন করিয়া অপরটিকে ভ্রান্তি বলিয়া দূরে পরিহার করিতে পারেন না। লৌকিক ব্যবহারকে পারমার্থিকের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া না লইলে যোগ ও ভক্তি এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কোন প্রকারে ঘটিতে পারে না। এ দুইয়ের সামঞ্জস্যে যে ব্যবহার দাঁড়াইবে তাহারই অনুসরণ ধর্ম্মসঙ্গত, কেন না উহাতে ভগবান্ আজ পর্য্যন্ত জনসমাজের মধ্যে আপনার যে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত অবিরোধী ভাব সমুপস্থিত হয়। এতকাল জনসমাজ ঈশ্বরবিবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে, ভগবানের অভিপ্রায় তন্মধ্যে কিছুই প্রকাশ পায় নাই, এরূপ অসৎ মত আমরা কিরূপে পোষণ করিব? অতএব ব্রহ্মতনয় ও ব্রহ্মতনয়াগণের প্রতি আমাদের এরূপ ব্যবহার হওয়া সমুচিত যাহাতে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা পায়, অথচ পারমার্থিক সম্বন্ধের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত না হয়। লৌকিক ও পারমার্থিক এ দুইয়ের সামঞ্জস্য সেব্যসেবকসম্বন্ধ বিনা কিছুতেই নিষ্পন্ন হয় না। এই সেব্যসেবকসম্বন্ধের অন্যতর নাম ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সম্বন্ধ। ব্রহ্মের তনয় ও তনয়া ব্রহ্মসম্ভূত ব্রাহ্মণ। শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণসেবা। প্রত্যেক মানব মানবী আপনাতে শূদ্রদৃষ্টি করিয়া যদি অপর সকলকে ব্রাহ্মণদৃষ্টিতে দেখেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার হয়, এবং ইহাতে লৌকিক ও পারমার্থিক এ দুইয়ের সামঞ্জস্যও ঘটে।

দৃষ্টান্ত স্বীকার করিলে লৌকিক ও পারমার্থিক এ দুইয়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইল একটি দৃষ্টান্ত লইলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। রাজগৃহে রাজতনয় ও রাজতনয়ার সেবার্থ রাজা বহু দাসদাসীকে নিযুক্ত করেন। এই দাসদাসীগণের মধ্যে শিক্ষক হইতে পাকসংস্কারক পর্য্যন্ত আছেন। ইহারা রাজাজ্ঞায় স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং সেই সেই কার্য্যের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। যিনি শিক্ষক তিনি রাজতনয়তনয়াকে শাসন করিতেছেন, দণ্ড দিতেছেন, কখন বা ভৎর্সনা কখন মধুর বচনে সুপথে স্থাপন করিতেছেন। রাজতনয় ও রাজতনয়াগণের তাঁহার প্রতি ব্যবহার বিনম্র, বিনীত, প্রশ্রয়াবনত; কেন না সেরূপ ব্যবহার না করিলে তাঁহারা পিতার শাসনভঙ্গ জন্য অপরাধগ্রস্ত ও দণ্ডার্হ। যিনি শিক্ষক হইয়া রাজতনয় ও রাজতনয়াগণের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তিনি জানেন যে, তিনি যেমন রাজার নিয়োজিত ভৃত্য, তেমনই রাজতনয় রাজতনয়াগণেরও ভৃত্য, তবে তিনি নিয়োগের গুণে তাঁহাদের শাস্তা ও বিনেতা হইয়াছেন। আজ যদি নিয়োগ চলিয়া যায়, তবে আর তাঁহার শাসন করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। যে শিক্ষক রাজতনয় রাজতনয়াগণের সদ্বৃত্তি সাধনের জন্য তাঁহার পদোচিত ব্যবহার করেন না, তাঁহাদিগকে অবিনীত ও অশিক্ষিত অবস্থায় কালযাপন করিবার পক্ষে সহায়তা করেন, তিনি রাজশাসন অতিক্রম করাতে পদচ্যুত হইবার যোগ্য এবং দণ্ডার্হ। এই দৃষ্টান্ত যদি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণসম্বন্ধে আমরা নিয়োগ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই লৌকিক ব্যবহার সকল সত্যমূলক, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়োগমূলক। পিতা পুত্রের সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়া যদি আপনার নিয়োগানুসারে পুত্রের সহিত ব্যবহার না করেন তাহা হইলে তিনি পরমপিতা রাজাধিরাজের শাসন ও নিয়োগ অমান্য করিয়া অপরাধী হন। অপিচ এই পিতা যদি আপনার নিয়োগ স্মরণে না রাখিয়া আপনি স্বাধীন প্রভু হইয়া পুত্রগণের প্রতি অন্যায় কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন, অথবা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে পুত্রের ব্রহ্মতনয়ত্ব বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহাদিগকে হীন দৃষ্টিতে দেখেন তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেন। পৃথিবীতে দুঃখী, ধনী, জ্ঞানী, মূর্খ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, যত প্রকারের অবস্থাপন্ন নরনারী আছেন, সকলের সঙ্গেই সেব্য-সেবকসম্বন্ধ। ঈশ্বর যাহার সঙ্গে যেপ্রকার ব্যবহার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে সেই প্রকার ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য। এইরূপ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা যাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছি তাঁহারা কে, আমাদের সর্ব্বদা মনে জাগ্রৎ থাকে, তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহার পারমার্থিককে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতে পারে না। অন্তরে পারমার্থিক, বাহিরে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তনে লৌকিক ব্যবহার যদি আমাদিগের জীবনে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এ উভয়ের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মতনয় ও ব্রহ্মতনয়াসম্বন্ধে এই সামঞ্জস্য আমাদিগের জীবনে প্রকাশ পাইবে, ইহাই আমাদিগের চিরপ্রার্থিতব্য বিষয়। ঈশ্বরের কৃপায় প্রতিনববিধানবাদীর জীবনে এই সামঞ্জস্য দিন দিন স্ফুট হইতে স্ফুটতর হউক।

স্বর্গগত ভ্রাতা কালীকুমার বসু।

আমরা অতি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের প্রাচীন চিরবিশ্বস্ত বন্ধু ভ্রাতা কালীকুমার বসু তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্তধামে বিশ্বমাতার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চিরবিশ্বস্তা ধর্ম্মপত্নী, এবং পুত্রকন্যাগণের সঙ্গে শোকে মিলিত হইতেছি, এবং তাঁহাদের সকলের জন্য ভগবানের শ্রীচরণে সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতেছি। ভ্রাতা কালীকুমার বসুর শোকসন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস

বসু তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। আমাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া আমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু আমাদের বলিবার অপেক্ষা তাঁহার সমবিশ্বাসী জ্যেষ্ঠের কথার অধিক আমরা সমাদর করি তাই অদ্য তাঁহারই কথা আমরা পত্রস্থ

"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীকুমার বসু বাড়ীর উৎসব ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসুর পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥ টার সময় সপরিবারে ফরিদপুর হইতে রেলযোগে বাড়ীতে আসিতেছিলেন। রাত্রি ৯টার সময় যখন রাজবাড়ী ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশপ্রায় হইয়াছে বলিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণকে বলিলেন, বাজার হইতে লুচি ও চিড়া ইত্যাদি আনিয়া সকলকে খাইতে দাও। বিনয়ভূষণ বাজার হইতে আসিয়া তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থ দেখিয়া দৌড়িয়া হাঁসপাতালের ডাক্তার কিশোরী বাবু ও অন্য তিন জন ডাক্তারকে আনয়ন করিলেন। ডাক্তার বাবুগণ প্রাণপণে চিকিৎসা ও ষ্টেশন মাষ্টার বাবু নানারূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। বহুলোক সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফরিদপুরের বন্ধু রাজকুমার বাবু প্রভৃতি সাত জন সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হইলেন। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবুর আদেশানুসারে অতি সাবধানে খাটুলিসহ তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে হাঁসপাতালে আনা হইল। সমস্ত রাত্রি ডাক্তার বাবুগণ চিকিৎসা করিয়াছিলেন। চারিবার ব্যাটারি লাগাইলেন এবং শরীর পাঁচিয়া ঔষধ প্রবেশ করাইলেন কিছুই ফল হইল না। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ নিশি অবশানে পৌনে পাঁচটার সময় তিনি সংসারের মায়া মোহ ও রোগ শোক হইতে মুক্ত হইয়া ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। দাহনক্রিয়া যথাবিধি হওয়ার পর ভস্ম বাড়ীতে আনা হইয়াছে। শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের টেলিগ্রাম পাইয়া আমরা গভীর শোকে নিমগ্ন হইলাম। ৬ই জ্যৈষ্ঠ বিনয় সপরিবারে বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। ৭ই জ্যৈষ্ঠের উৎসব শোকে পরিণত হইল। কয়েক জন বন্ধু লইয়া শোকে অধীর পরিবারবর্গ মার চরণে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

"কালীকুমারের গুণের কথা কি বলিব, তিনি আমার বড় বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। তিনি কখন আমার কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না, সর্ব্বদা সকল কার্য্যে সম্মতি দান করিতেন। তিনি বড় উৎসাহী ছিলেন। তিনি যখন ময়মনসিংহ কালেক্টরিতে হেডক্লার্ক ও সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কত বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের নিকট কত বড় প্রিয় ও কর্ম্মঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সার্টিফিকেট সকল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। কেহ লিখিয়াছেন, কালীকুমার নির্ভীক এবং স্বাধীন। ফলে তিনি সত্যের পথে বিবেকের আদেশে চলিতেন; কাহাকে কোন বিষয়ে ভয় করিতেন না। তিনি কাহার অনুরোধে বিবেকের অন্যথা কাজ করিতেন না। আপন পদোপলক্ষে বহুলোকের তিনি হিতসাধন করিতেন, বহুলোককে আশ্রয় দান করিতেন। অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার লোভ এককালে ছিল না। সর্ব্বদা নিঃস্বার্থভাবে তিনি লোকের হিতসাধন করিতেন। উৎকোচ গ্রহণ তিনি মহাপাপ মনে করিতেন। কাজ করা তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। ময়মনসিংহে তিনি একটি এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ কাজে তিনি সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্যে উৎসাহ উদ্যম ভিন্ন থাকিতে পারিতেন না। যেরূপ বল তেমনি সাহস। তিনি যাহা ধরিতেন তাহা ছাড়িতেন না, অনেকপ্রকার কঠিন কাজকে তিনি জলের মত সহজ করিয়া তুলিতেন।

"ময়মনসিংহে যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। উদ্যম ও সৎসাহস বশতঃ তিনি তৎকালের হিন্দু সভার উৎপীড়নে একটুও ভীত হইতেন না। তাঁহার সাহসে বহুলোক ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মবন্ধুগণকে লইয়া মন্দিরে খুব জমাটভাবে উপাসনা করিতেন। সে সময়কার তাঁহার কার্য্যের বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হয়। তিনি ঢাকা কলিকাতা হইতে প্রচারক এবং অনেক স্থানের ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিতেন। তখন তাঁহার নিকট ব্রাহ্মবন্ধুদিগের যাতায়াত কত আনন্দজনক ছিল। তখনকার ইতিবৃত্ত এখন শুনিলে ও মনে হইলে কত আনন্দ ও কৌতূহল জন্মে।

"তিনি খুব বিশ্বাসী এবং ভক্ত ছিলেন। তিনি উপাসনা, কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও নগরকীর্ত্তন করিয়া ময়মনসিংহের লোকদিগের প্রিয়পাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পূজার ১২দিনের বন্ধে যখন বাড়ীতে আসিতেন, তখন উপাসনা, কীর্ত্তন ও পুত্রগণসহ উষাকীর্ত্তন ও প্রেমিক লোক লইয়া নগরকীর্ত্তন ও বৃহৎ দল লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মত্ততার সহিত নৃত্যগীত করিতেন। তিনি খুব ভাল গাইতে ও নাচিতে পারিতেন। তিনি আপন রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত একখানা বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর অতি গম্ভীর ছিল; কিন্তু সাধন দ্বারা মিষ্ট করিয়াছিলেন।

"আমি ময়মনসিংহে একবার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি অনেকগুলিন ধর্ম্মতত্ত্ব ও কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ আমাকে দিয়াছিলেন; তাহা পাঠ করিয়া আমার পৌত্তলিক ভাব দূর হয়। ফলতঃ তাঁহারই সহায়তায় আমার মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শাস্ত্রে কথিত আছে, বংশের মধ্যে একজন ব্রাহ্ম হইলে তাহার ঊর্দ্ধে সাত পুরুষ এবং নিম্নে সাত পুরুষ এই চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়। তাঁহার জীবনে তাহাই হইয়াছে। এই পরিবারটি তাঁহার অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অনেক খাটিয়াছেন। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হয় তজ্জন্য তাঁহার উৎসাহের ত্রুটি ছিল না। বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ব্রহ্মমন্দির প্রস্তুত করিতে তিনিই সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহা ধরিতেন শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না।

"কুচবিহারের বিবাহে যখন মহাগোলযোগ ও ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন এবং মন্দির আপন অধিকারে রাখিয়াছিলেন, সেই মন্দিরে তিনি নববিধান প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ময়মনসিংহের কাজ শেষ হইলে তিনি বরিশালে বদলি হইলেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে; বড় বড় জমিদার সমাজের মেম্বর, তাঁহারা সকলেই নববিধান ও আচার্য্যদেবের বিরোধী। তখন তিনি পুত্র দুইটিকে লইয়া নগরে এবং গ্রামে গ্রামে নববিধানের নবভক্তি বিস্তার করিলেন। লোকে তাঁহাকে ভয় দেখাইত যে, গ্রামের ভদ্রলোকেরা মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি বলিলেন, মাথা না ভাঙ্গিলে হরিভক্তি প্রচার হয় না। নিত্যানন্দের মাথা ভাঙ্গা গেলেইত জগাই মাধাই ধরা পড়িল এবং হরিভক্তি প্রচার হইল; মাথা ভাঙ্গাতে ক্ষতি কি? একজনভদ্রলোক তাঁহার উপাসনার সময় তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ উপাসনা শুনিতে শুনিতে ভদ্রলোকটি এক কালে মোহিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। উপাসনান্তে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং অনুতাপ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হন। এইরূপে ক্রমে তাঁহার দল বৃদ্ধি হইল, তিনি সেখানে একটি নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি বরিশালের ভক্তমণ্ডলীর বড় প্রশংসা করিতেন।

"বরিশাল হইতে তিনি ফরিদপুর আসিলেন। সেখানেও নববিধান ও আচার্য্যের বিরোধী সমাজ দেখিতে পাইয়া তিনি নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফরিদপুরের সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার পি এম গুপ্ত সাহেব তাঁহার বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক উপাসনা তিনি কালীকুমার দ্বারা করাইতেন।

"কালীকুমার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং প্রেরিত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার খুব আদর করিতেন এবং বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়, প্রেরিত শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন ও মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং বন্ধুভাবে বড় আদর করিতেন এবং সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সম্পদে বিপদে কত সহানুভূতি করিতেন। কালীকুমার একবার সপরিবারে ভাগলপুর গিয়াছিলেন; সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজ বাটিতে আশ্রয় দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। যখন ভাগলপুর তাঁহার প্রথম হৃদরোগ জন্মে তখন ডাক্তার নকুড়বাবু তাঁহার চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেখানে ডাক্তার প্রাণধন বসু ও ডাক্তার আর এল দত্ত সাহেবের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দত্ত সাহেব ডাক্তার নকুড় বাবুর ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। এইরূপ স্থানে স্থানে কালীকুমারের কত বন্ধু আছেন।

"দারুণ পুত্রশোকের আঘাতে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহার হৃদরোগের সৃষ্টি হওয়াতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তখন হইতে বলিতেন রক্ত নাই, বল নাই, কখন জানি চলিয়া যাই। ইদানীং কীর্ত্তনাদি বেশী করিতেন না, আমরাও করিতে দিতাম না। তিনি ক্রমে বাড়ীর পারিবারিক উপাসনার ভার আমার প্রতি ও কীর্ত্তন ও সঙ্গীতের ভার তাঁহার পুত্রগণের উপর দিয়াছিলেন। তিনি পারিবারিক উপাসনা পূর্ব্বে আমার সহিত পালামত করিতেন। ইদানীং উপাসনা ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আমা দ্বারা বেশী করাইতেন, তিনি সময় সময় করিতেন। তাহাতেই বুঝা গেল তাঁহার পরলোকযাত্রার সময় নিকট হইতেছে। আনন্দময়ী মার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। আমরা যেন দুঃখ বিপদ সহ্য করিতে পারি। মা আনন্দময়ী কালীকুমারের অমর আত্মাকে ক্রোড়ে স্থান দিন, এই প্রার্থনা।"

বাখিল সন ১৩০৭ সাল।	প্রণত
১০ই জ্যৈষ্ঠ—	শ্রীদুর্গাদাস বসু।

প্রাপ্ত।

গৃহস্থাশ্রম পারিবারিক সাধন।

পবিত্র প্রেমপরিবার সাধনের প্রধান উপায় পারিবারিক উপাসনা; কিন্তু এই উপাসনা বিশেষ ভাবে সাধন করিতে হয়। এ সাধনে বহুশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন। উপাসনা প্রকৃত ও মিষ্ট হইবে, এবং প্রার্থনায় নূতনত্ব থাকিবে। দৈনিক উপাসনা ও প্রার্থনায় একটি লক্ষ্য বা সঙ্কল্প থাকিবে, এবং ইহার সঙ্গে জীবনের প্রধান লক্ষ্যের যোগ থাকিবে। একটি সঙ্কল্পিত বিষয় যতদিন না কিছু পরিমাণে সাধিত হয়, ততদিন উপাসনা প্রার্থনা সেই দিকেই চলিবে। কতকগুলি উপাসক আছেন, যাঁহারা কেবল ভাবেক ভাবুক, ভাব পাইলেই সন্তুষ্ট; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত সাধক নন। তাঁহারা প্রজাপতি এবং অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় বসন্তকালপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মধু পান করিয়া এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া বেড়ান, শীতকালে আর তাঁহাদের দেখা যায় না। তাঁহাদের ভাবুকতা বিপৎ পরীক্ষার সময় তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত সাধনশীল উপাসক মধু মক্ষিকার ন্যায়। তাঁহারা নিত্য জীবনোপযোগী মধু পান করেন, এবং মধু সঞ্চয়ও করেন। আমাদের এই জাতীয় সাধক হইতে হইবে। যে যে কারণে উপাসনার ব্যাঘাত হয় তাহার কতকগুলি কারণ নিম্নে বলা গেল।

১। পারিবারিক উপাসনা প্রায় গৃহস্বামী করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্যের সঙ্গে অন্য সকলের সাধারণ ভাবে যোগ থাকা চাই।

২। উপাসনা করিতে বসিবার পূর্ব্বে রাগ বা অন্য কারণে মন উত্তপ্ত থাকিলে উপাসনার ব্যাঘাত হয়।

৩। উপাসনার কাল উপযুক্ত না হইলে উপাসনার ব্যাঘাত

হয়। স্নানাদি করিয়া এবং সংসারের নিতান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য শেষ করিয়া প্রাতে উপাসনা করিতে বসিলে ভাল হয়।

৪। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। চঞ্চলতা সাংঘাতিক দোষ। ইহা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। তাহা পরে বলা যাইবে।

প্রার্থনা।

শ্রীহরি আজ কৃপা করিয়া যাহা শিক্ষা দিলে তাহা পালন করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পুনর্ব্বার বগুড়ায় গিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর প্রীতিভাজন শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের নবকুমার ও নবকুমারীর শুভ নামকরণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কুমারের নাম রণজিৎ এবং কুমারীর নাম কমলা রাখা গিয়াছে। এই শুভ অনুষ্ঠানোপলক্ষে শিশুদিগের মাতামহ এক্সাইস কমিসনর শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং মাতামহী প্রভৃতি কলিকাতা হইতে বগুড়ায় আসিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কোন কোন বিশেষ কারণে যথাসময়ে শিশুদ্বয়ের নামকরণ হইতে পারে নাই। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবকুমার ও নবকুমারীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন। পরদিন শনিবার মাজিষ্ট্রেটের প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যাসম্মিলন হইয়াছিল। নগরের সমুদায় হাকিম ও সম্ভ্রান্ত আমলা উকিল প্রভৃতি এবং কোন কোন জমীদার তাহাতে যোগদান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিলেন। গান বাদ্যাদি হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অভ্যাগতদিগের জন্য বাঙ্গালি ও ইংরাজি প্রণালীর জলখাওয়ার প্রস্তুত ছিল।

"সেই দিন সন্ধ্যার পর বগুড়ার লেডী ডাক্তারের আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্ম ও কয়েকটী মহিলা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। লেডী ডাক্তার অতিশয় শোকার্ত্তা, তিনি এক বৎসরের মধ্যে স্বামী ও চারিটী সন্তান পৃথিবীতে হারাইয়াছেন। "ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরেতেই সান্ত্বনা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল।

"৭ই রবিবার অপরাহ্ণে সমাজগৃহে "উপাসনাতত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। জিলার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর ও ব্রাহ্মগণ এবং অন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার অরঙ্গাবাদে তত্রত্য সব-ডিভিজনাল অফিসার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, এম, আর, এস, এ, কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। তথায় দুই রবিবার হিন্দি ও বাঙ্গলায় তিনি উপাসনা কার্য্য করিয়াছেন। উপাসনায় অনেকে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পুত্রের নাম সুধাময় রাখা হইয়াছে। উপাসনান্তে ৭০।৮০ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজন করেন। অনুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই পরিবারে বর্দ্ধিত হউক। স্থানীয় স্কুল গৃহে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবার কথা আছে।

শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র পিত্তপ্রধান জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দিনকতক কাতর হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি জ্বরমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্য এখনও যায় নাই। সবলশরীরে কার্য্য করিতে এখনও আর কিছু দিন প্রয়োজন হইবে।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন স্বীয় নিবসতি পাঁচলোনা হইতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু মাড়ীব্রণে আক্রান্ত হইয়া স্বগৃহে শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। মাসাধিক কাল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম লইলে তবে তাঁহার শরীর সুস্থ হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জন্মদিবসে, শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবিশ, কালীনাথ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন বজবজের সন্নিকটস্থ কালীকাপুর গ্রামে নববিধানসহানুভূতিকারী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ননীলাল মণ্ডলের বাটীতে গিয়াছিলেন। তথায় কালীকাপুর ও চিত্রগঞ্জস্থ নববিধান সহানুভূতিকারী হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ এবং অপরাপরে সমষ্টিতে প্রায় ৩০।৩৫ জন হিন্দু ও মুসলমান সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবীশ আদিকাল হইতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন বিধানের একেশ্বরবাদ হইতে নববিধানের ঈশ্বরের বিশেষত্ব আলোচনাচ্ছলে অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ব্যাখ্যান্তে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। উপাসনান্তে সমবেত হিন্দু ভদ্রমহিলাগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ ঘোষ মহাশয় সঙ্গীত করেন। তাঁহার মধুর ভাবযুক্ত সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তত্রস্থ ভ্রাতাদিগের উৎসাহ, যত্ন ও সরল ব্যবহারে ইঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইয়া আসিয়াছেন। আশা করি দুর্ব্বল দরিদ্র ভ্রাতৃগণ দুর্ব্বলের বল শ্রীহরির আশীর্ব্বাদে দিন দিন প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসে উন্নতিলাভ করিবেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কালীকচ্ছের শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দস্বামী) ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ১৪ই জ্যৈষ্ঠ স্বর্গগত হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের জীবন পরসেবায় অতিবাহিত হইয়াছে। শান্তিদাতা পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত মত দান হইয়াছে :—

কূপখননোদ্দেশ্যে হুগলী Disttrict Board অথবা Municipality	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথঘোষের সঙ্গীতপুস্তক ছাপান উদ্দেশ্যে	
Youny men's Prayer Meeting	৫০৲
Indian Famine Fund	৩০৲
Brahmo Mission Fund	২৫৲
চারি জন বিধবা	২০৲
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির	১০৲
দুই জন ব্রাহ্ম সাধক	১০৲
বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম	৫৲
কলিকাতা অনাথাশ্রম	৫৲
Little Sisters of the Poor	৫৲
Mahomedan Orphanage	৫৲
Deaf and Dumb Institution	৫৲
Institution for the Blind	৫৲

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৬ই মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
১১সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
মফঃস্বলে ঐ ৩৷৹

প্রার্থনা।

হে শরণাগতবৎসল, আজ পর্য্যন্তও আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের হীনতা কি হইতে পারে? তুমি কি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র নও যে, আমরা আমাদের সমগ্র বিশ্বাস তোমার উপরে স্থাপন করিতে পারিতেছি না? তুমি আমাদের মত নও, আমরা যাহা অভিলাষ করি, তাহাই তুমি অবিচারে আমাদিগকে দিবে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না, সুতরাং অভিলাষ-রজ্জুতে বদ্ধ মন তোমার হইতে চায় না, সে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা অভিলাষের দাস হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে পারিতেছি না, ইহা যখন মনে হয়, তখন নিতান্ত ধিক্কার উপস্থিত হয়। আজও যদি তোমার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা না হইল তাহা হইলে এত দিন হইল ধর্ম্মার্থজীবনসমর্পণে কি প্রয়োজন সাধিত হইল? প্রভো, তুমি জান মনে ভয় এই, কি জানি বা বাসনাবশতঃ এমন কোন বিষয়ে অভিলাষ করিয়াছি, যাহা তোমার ইচ্ছাসঙ্গত নহে। যদি জীবনে এমন কিছু ঘটিয়া থাকে, শীঘ্র তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া দাও যে, তজ্জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হই। যখনই মনে হয়, কি জানি বা অমুক অভিলাষ তোমার ইচ্ছার বিরোধী, অমনই মন অবসন্ন হয়, প্রবল ভয় আসিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনেক প্রযত্ন করিয়াও যখন জানিতে পাইলাম না যে, অমুক অভিলাষটি তোমার বিরোধী কি না, তখন দশটা পরীক্ষার ভিতরে এও একটা পরীক্ষা ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং সময়ে তুমি আপনি প্রকাশ করিয়া দিবে উহা তোমার ইচ্ছার বিরোধী বা অবিরোধী, এই ভরসায় বসিয়া রহিয়াছি। যদি সময়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উহা তোমার ইচ্ছার বিরোধী তাহা হইলে তখন ঘোর পরিতাপ উপস্থিত হইবে, ইহা ভাবিয়া মন অস্থির হয়। তোমার ইচ্ছার বিরোধী ভাব মনে পোষণ করিব, অথচ তজ্জন্য সন্তাপ সমুপস্থিত হইবে না, এরূপ কোন কালে সম্ভবপর নহে। সন্তাপ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এ পরিতাপ রাখিবার স্থান নাই যে, আজও এতটুকু মন প্রস্তুত হইল না যে, তোমার ইচ্ছার বিরোধে এখনও আমরা অভিলাষ করিতে পারি। নাথ, ভবিষ্যতে যাহা প্রমাণ হইবার হউক, এখন তোমার চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, তোমার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে নিত্যাবতীর্ণ হইয়া অবস্থান

করুক, কোন চিন্তা কোন ভাব কোন অভিলাষ যেন আর তোমার ইচ্ছার বিরোধী কখন হইতে না পারে। আমাদের সকল কার্য্য সকল ভাব তোমার ইচ্ছাসঙ্গত ইহা দেখিতে পাইলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকিবে না। এই আনন্দের ভিখারী হইয়া তোমার পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করিতেছি, তোমার কৃপায় আমাদের এ আশা পূর্ণ হউক, এই তব সন্নিধানে প্রণত প্রার্থনা।

আশ্রম ধর্ম্ম।

প্রাচীনকালে এদেশে আশ্রমধর্ম্মের নিরতিশয় আদর ছিল। কোন ব্যক্তি আশ্রমহীন হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য জীবন ধারণ করিবে না, শাস্ত্রের এই শাসন। সে কালের আশ্রমধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্ভবপর নহে, কিন্তু আশ্রমবন্ধনের মূলে যে সত্য আছে, তাহা অনপহার্য্য। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, কোন না কোন আকারে সকলকে আশ্রমধর্ম্মে স্থিতি করিতে হয়। বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অধ্যয়নকাল। এই অধ্যয়নকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে সেকালে অভিহিত হইত, একালে সে নাম না দিলেও প্রাচীন আশ্রমোচিত প্রধান প্রধান আচরণগুলি যে অধ্যয়নকালের উপযোগী, ইহাতে কেহই সংশয় করিতে পারেন না। মন্বাদিশাস্ত্রের শাসন না মানিলেও বিজ্ঞানের শাসন মানিতে গেলেই ব্রহ্মচর্য্যোচিত ব্যবহার যে অধ্যয়নার্থিগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, ইহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যয়নার্থিগণ এখনও গৃহস্থ হন নাই, সুতরাং গৃহে বাস করিয়াও তাঁহারা গৃহী নহেন। প্রাচীন ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহারা ব্রহ্মচারী অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনব্রতধারী।

একালে প্রতিব্যক্তি গৃহে অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম হইতে সকল আশ্রম পুষ্টিলাভ করে, এ প্রাচীন কথা বর্ত্তমানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সকল আশ্রমের সম্বন্ধে সত্য। পূর্ব্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা অরণ্যাদি আশ্রয় করিতেন, তাঁহারা অরণ্যজাত ফলমূলাদিতে জীবননির্ব্বাহ করিতেন, গৃহিগণ কেবল তাঁহাদিগের তপোবিঘ্ননিবারণে যত্নবান্ ছিলেন, এখন নবীন সমাজে কেহ আর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না, গৃহে থাকিয়াই ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য সকল নির্ব্বাহ করেন। অধ্যয়নার্থিগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী এ কথা বলিলে বিজ্ঞানবিরোধী কথা বলা হয় না, কিন্তু যদি বলা যায়, গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসাশ্রমী সম্ভব, জনসমাজে সন্ন্যাসাশ্রমিগণের প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞানবিদ্গণই এ কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহারা প্রতিবাদ করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু একথা সত্য যে গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভূত হইয়া দুইটি আশ্রম অবস্থান করিতেছে—ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাশ্রম।

আমরা যাহা বলিলাম, কিরূপে তাহা সিদ্ধ হয় দেখা প্রয়োজন। এখনকার বিদ্যার্থিগণের বিদ্যার্জ্জনে অর্থের প্রয়োজন, এমন কি প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিয়া এখন বিদ্যালাভ অসম্ভব। সে কালে আচার্য্যগণ অর্থ গ্রহণ করিতেন না, গ্রন্থাদি ক্রেয়দ্রব্য ছিল না। আচার্য্যগণের মুখে শ্রুত শাস্ত্র সকল শিষ্যগণ কণ্ঠস্থ করিতেন। যে সময়ে লিপিকার্য্য প্রচলিত হইয়াছিল,সে সময়ে স্বহস্তে গ্রন্থ সকল শিষ্যগণ লিখিয়া লইতেন। লিখিবার আয়োজনগুলিও মূল্য দিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের পত্র বা বল্কল সহজে তাঁহাদিগের অভাব পূরণ করিত। এখন আর সে কাল নাই, বিদ্যার্জ্জনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অর্থ বিনা কিছুই হয় না, এরূপাবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন কিছুতেই আর হইতে পারে না। গৃহাশ্রমে থাকিয়া সে কালে ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভূত কি প্রকারে? সন্ন্যাস বলিতে যখন সমুদায় ত্যাগ বুঝায়, তখন যে আশ্রমে ত্যাগের ব্যাপার নাই গ্রহণের ব্যাপার, সে আশ্রমের আশ্রয়ে সন্ন্যাসাশ্রম নিত্য স্থিতি করিবে

ইহা কি কখন সম্ভব? প্রাচীন সংস্কারানুসারে গৃহস্থাশ্রমের বিষয় আলোচিত হয় এজন্য সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রমকে এত পৃথক্ বলিয়া সকলের মনে হয়, কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে সাম্য যখন আমরা দেখিতে পাই, তখন সন্ন্যাসকে গৃহস্থাশ্রম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। গৃহস্থাশ্রমে ত্যাগের ব্যাপার নাই গ্রহণের ব্যাপার আছে, বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু এ কথা কি সত্য নয় যে, এখানে গ্রহণ কেবল ত্যাগের জন্য। গৃহস্থগণের পুত্রকন্যারা আর এখন সকলসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যায় না, তাহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনের জন্য গৃহস্থকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। কেবল পুত্রকন্যাগণ কেন, সামাজিক আরও অন্যান্য বিবিধ বিষয় আছে, যাহার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে হয়। এরূপ স্থলে বলিতে হইবে গৃহস্থের অর্থগ্রহণ ত্যাগ অর্থাৎ অকাতরে উহার বিতরণেরই জন্য। যে গৃহস্থ তত্ত্বদর্শী তিনি ত্যাগের ব্যাপারকে আপনার চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত রক্ষা করিয়া ত্যাগী গৃহস্থ হন। এইরূপ ত্যাগী গৃহস্থই সন্ন্যাসী, একালে অন্যপ্রকার সন্ন্যাস অতি বিরল।

বর্ত্তমান জনসমাজে অর্থচিন্তাত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি অল্প বলিয়াই আমরা উপরে বলিয়াছি অন্য প্রকার সংন্যাস অতি বিরল। আমাদের মণ্ডলীতে অর্থচিন্তাত্যাগী সংন্যাসীর শ্রেণী অতি প্রথম হইতে সংসৃষ্ট হইয়াছে এবং সে শ্রেণী এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তবে এই শ্রেণীর মধ্যে অর্থসম্বন্ধে এখন এমন শিথিল ব্যবহার উপস্থিত হইয়াছে যে, অনতিদূরে এ শ্রেণীর বিলোপ, ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এ শ্রেণীর বিলোপ আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে কিছুতেই কল্যাণকর নহে। যাঁহারা ধনর্জ্জনাদির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাণ মন,হৃদয়, দৈহিক মানসিক সকল প্রকারের বল ও উদ্যম জনসমাজের অধ্যাত্ম কল্যাণার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, আপনাদের বলিবার কিছুই রাখেন নাই, এরূপ ব্যক্তিসকলের প্রয়োজন চিরদিনই আছে, চির দিনই থাকিবে। যাঁহারা অর্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একবার ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, তাঁহারা পুনরায় যদি অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এই প্রমাণিত হয় যে, জনসমাজে অর্থই সর্ব্বপ্রধান, অর্থ বিনা কিছু হয় না, সংন্যাসীই হউন, ব্রতধারীই হউন আর যিনিই হউন, অর্থের মায়া কেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহারা অর্থ-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া এই কথাই সপ্রমাণ করেন যে, 'অয়্ন দেখে কে লোভ নেহি জেস্‌কা মন্‌মে।'

আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, উচ্চ-তম আশ্রম হইতে যদি কেহ ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তন্নিম্নের আশ্রম হইতেও অতি নিম্নে গিয়া পড়েন। একথা যে নিতান্ত সত্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একবার অর্থাদির চিন্তা পরিত্যাগ করিতে যে তীব্র বিশ্বাসের প্রয়োজন হইয়াছিল, সে বিশ্বাস শিথিল হইতে গেলে মনের অবস্থা নিরতিশয় হীন হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা উচ্চতম আশ্রমে অরোহণ করেন নাই, তাঁহারা আপনাদের আশ্রমোচিত বিশ্বাস সহকারে সে আশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব বিশ্বাসাদিতে দৃঢ়নিষ্ঠ আছেন, আর যিনি উচ্চতম আশ্রমে আরোহণ করিয়া বিশ্বাসাদিতে শিথিল হইলেন, তাঁহার তন্নিম্নবর্ত্তী আশ্রমোচিত বিশ্বাসাদিপর্য্যন্ত তৎসহকারে বিলুপ্ত হইল। ঈদৃশ আশ্রমভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে জনসমাজ যে সংশয়ের চক্ষে দেখে, ইহা কখন অযুক্ত নহে, কেন না সেই সকল ব্যক্তি বিশ্বাসাদিতে কত দূর হীন হইয়াছেন, কেহ তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। লোকে মনে করে, যাঁহারা এত বড় ব্রত গ্রহণ করিয়া, দীর্ঘকাল জীবনে উহা পালন করিয়া পরিশেষে উহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, অবশ্য তাঁহাদের মনে অর্থ ও ভোগবাসনা অতিমাত্রায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা কখন কি করিবেন কে জানে? উচ্চব্রতধারিগণের ঈদৃশ সংশয়াস্পদ হওয়া অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে?

জনসমাজের এই সংশয় আমরা অনুমোদন করি এবং এই সংশয় হইতে যে সকল ব্যবহার উপস্থিত হয় তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সেই ব্যক্তির প্রতি সংশয় তত্তদ্ব্যক্তির প্রতি সংশয়ে শেষ হয় না, উচ্চতম ব্রতের প্রতি পর্য্যন্ত সংশয় উপস্থিত হয়; কেহ যে আর এই ব্রত জীবনে স্বীকার করিবেন তৎসম্বন্ধে উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এই উৎসাহনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলী নিম্নভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়। সেখান হইতে আর যে তাহার উর্দ্ধভূমিতে আরোহণ হইবে তাহার সম্ভাবনা চলিয়া যায়। ঈশ্বরের কৃপার সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যক্তি সর্ব্বস্ব না দিলে কখনও কোন মণ্ডলী জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে উন্নত হইতে পারে না। উচ্চতম আশ্রমের প্রতি সংশয়বশতঃ ঈশ্বরার্থ সমগ্র জীবনার্পণ যদি চলিয়া যায়, তবে আর মণ্ডলীর সারতম অবস্থা রহিল কোথায়? আমাদের ভয় হয়, আমাদের ব্রতশৈথিল্যে আমাদের মণ্ডলীর ভীষণ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এ অনিষ্টের জন্য আমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট দায়ী। এখন যদি আমরা আমাদের আশ্রমধর্ম্ম দৃঢ়তাসহকারে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত না থাকি, আমরা ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব। অতএব আমাদের বিনীত অভিলাষ এই যে, আমাদের ব্রত আবার আমরা পালন করিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বর আমাদের এ বিষয়ে সহায় হউন।

ব্রহ্মস্তোত্র।

জগদাধার—সাধকের যিনি নিত্যকালের সখা তিনি সখ্যবন্ধনে কেবল তাঁহাতে বদ্ধ নহেন। সখা বলিতে বলিতে তিনি যে সমস্ত জগতের আধার, সমস্ত জগৎ যে তাঁহাতে অবস্থিত, সমস্ত জগতেরই যে তিনি সখা, কাহারও প্রতি যে তিনি বিমুখ নন, সকলকেই কল্যাণ, মঙ্গল, সুখ, শান্তি, নিত্যৈশ্বর্য্য তিনি বিতরণ করিতেছেন, সাধক ইহা ভুলিয়া যাইতে পারেন; অপিচ সমুদায় জগতের সহিত সাধকের নিজের কি সম্বন্ধ তাহা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ছাড়া আর সকলকে তিনি পর ভাবিতে পারেন, এই দোষ নিবারণের জন্য সখার সহিত সখ্যবন্ধনে চিরবদ্ধ হইতে গেলে, তিনি যে প্রকার সমুদায় জগতের সহিত সম্বন্ধে সম্বন্ধবান্ সেই প্রকার সাধককেও হইতে হইবে, জগদাধার এই নামটি তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। জগতের আধার একথা বলিলে জগৎ তাঁহার অন্তর্ভূত হইয়া অবস্থিত এই মাত্র বুঝাইতেছে, তাঁহার সহিত জগতের আর কোন বিশেষ সম্বন্ধতো হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, এরূপ স্থলে সাধকের জগতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হইবে কি কিরূপে? জগৎ সম্যক্ প্রকারে ইঁহাতে বিধৃত হইয়া আছে, একথা বলিলে জগৎকে তিনি আপনাতে ধারণ করিয়া আছেন একথা বুঝায় না তাহা নহে। সুতরাং ঈশ্বরকে যখন জগদাধার বলা হয়, তখন সামান্য আধারের ন্যায় তিনি আধার ইহা প্রতীত হয় না। সুতরাং জগৎ সহ সাধক আপনি তাঁহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া জগৎ সহ একত্র বাসজনিত বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব করেন, জগৎকে আত্মীয় ভিন্ন পর মনে করিতে পারেন না। প্রতিবাসীর প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক, জগৎ তাঁহার প্রতিবাসী, সুতরাং জগতের সকলে তাঁহার প্রীতিভাজন।

জীবগণের জীবন—তিনি কেবল জগতের আধার নহেন, আপনাতে উহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা নহে, তিনি জীবগণের জীবন। জীব দেহ নহে দেহী আত্মা। ঈশ্বর আত্মার জীবন। আত্মা তাঁহাকে ভিন্ন জীবনশূন্য। আত্মার স্থিতি, গতি ও উন্নতি সকলই ঈশ্বরের জন্য। তাহার প্রকৃত জীবন স্বয়ং ঈশ্বর। যে পরিমাণে ঈশ্বর তাহাতে প্রকাশ পান সেই পরিমাণে তাহার জীবনবত্তা। জীবে ক্রমিক ঈশ্বরভাবের অভিব্যক্তি তাহার যথার্থ জীবন। সংসারের ধন মান যশ আদি তাহার জীবন নহে, জ্ঞানপূর্ব্বক ঈশ্বরেতে স্থিতি করিয়া নিত্যোন্নতি তাহার প্রকৃত জীবন।

ঈশ্বর স্বয়ং অনন্ত, সুতরাং তিনি যখন জীবের জীবন, তখন তাহার জীবনের অন্ত নাই। অনন্তকাল জীবের জীবন প্রবাহিত হইবে, কোন কালে তাহা নিঃশেষ হইবার নহে। কারণ যে উৎস হইতে জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত, তাহা কোন কালে শুকাইবে না।

জ্যোতির্ম্ময়—তিনি কেবল জীবন নহে, তিনি জ্যোতি, তিনি আলোক, তিনি জ্ঞান। তাঁহাতে স্থিতি করিয়া, তাঁহাতে জীবিত থাকিয়া জীব দিন দিন জ্ঞানসম্পন্ন হইতে থাকে। সে যদি সেই আলোকরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিত, অন্তরে ও বাহিরে সেই আলোকের প্রকাশে সমুদায় প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে তাহার অনন্ত জীবনধারণ বিফল হইত। অনন্ত জীবনে অনন্তজ্ঞানের প্রবেশ বিনা সমগ্র ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের সম্ভাবনা কোথায়? যিনি জগতের আধার, জীবগণের জীবন, তিনিই জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং তাঁহাতে স্থিতি করিয়া, তজ্জীবনে জীবনমুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হও জ্ঞানপ্রতিভাসম্পন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

জগন্নাথ—তিনি জগতের আধার, জীবগণের জীবন ও জ্ঞানদাতা এই মাত্র তাঁহার সহিত জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ হইলেই কৃতার্থতা লাভ হয় না। তিনি জগতের নাথ। যাঁহা হইতে সকল ঐশ্বর্য্য সকল প্রার্থিতব্য বিষয় লাভ করা যায় তিনি নাথ। জগতের নাথ ভিন্ন সে নাথ আর কে হইতে পারে? সাধক যদি তাঁহা হইতে ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার অনন্তজীবন লাভ করিয়াই বা কি ফল, জ্ঞান লাভ করিয়াই বা কি কৃতার্থতা? অনন্ত জীবনোপযোগী ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় লাভ করিলে সাধকের জ্ঞান ও নিত্যজীবন সফল হয় সার্থক হয়, ইহা জানিয়া তিনি জগন্নাথের শরণাপন্ন।

জগৎপালন—তিনি সকলকে ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, যাহারা যাহা পাইল তাহার রক্ষণ ও বৰ্দ্ধন তাঁহা হইতেই হয়। তিনি জনভঙ্গনিবারণহেতু সেতুস্বরূপ কেবল এ কথা বলিলে হৃদয় কৃতার্থ হয় না। তিনি অপ্রাপ্ত বিষয় দেন, এবং প্রদত্ত বিষয় রক্ষা করেন, ইহা যখন সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন, তখন তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয়শূন্য হন। কেন না প্রাপ্ত বিষয় যত মূল্যবান্ হয়, তত তাঁহার রক্ষণার্থ যত্ন ও আশঙ্কা বাড়িয়া থাকে। মানুষ নিজে যত্ন করিয়াও প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে ইহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং সর্ব্বদা সশঙ্কিত চিত্তে থাকিতে হয়। সশঙ্কিত চিত্তে শান্তি কোথায়? সুতরাং সাধক যখন জানিলেন ঈশ্বর জগন্নাথ হইয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় দান করেন, এবং তিনিই আবার দানের বিষয়গুলি জগৎপালন হইয়া রক্ষা করেন, তখন আর তাঁহার শঙ্কিত হইবার কোন কারণ থাকে না। ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় পাইয়া তিনি দিন দিন কৃতার্থ ও সম্পন্ন হন।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তোমার লোকেরা কাহারও প্রিয় হইবার জন্য প্রয়াস পান না, কেবল ঈশ্বরের প্রিয় হইবার জন্য যত্ন করেন, ইহা ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতিবন্ধনে তাঁহারা নিবদ্ধ রহিয়াছেন, কোন প্রকার আচরণে যদি তাঁহাদিগের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ প্রকারে কষ্ট দেওয়া কি স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য নহে? যাহা স্বভাববিরুদ্ধ তাহা তোমার মতে ধর্ম্মসঙ্গত নয়, ইহা তুমি অনেক বার বলিয়াছ। বল এস্থলে ধর্ম্ম রক্ষা পায় কি প্রকারে?

বিবেক। নরনারী সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং এক জন আর এক জনের প্রতি নিতান্ত প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইলেও সকল বিষয়ে পরস্পরকে চিনিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে না। পরস্পরকে সকল বিষয়ে না চিনিতে পারার জন্য সময়ে সময়ে যে কষ্ট উপস্থিত হইবে, সে কষ্টে অপরিচিত বিষয়ের পরিচয় হয়। এরূপ পরিচয়ে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, প্রীতিপাত্রের চরিত্রের ভিতরে যাহা লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশ পাইল, তখন পূর্ব্বের কষ্ট চলিয়া গিয়া তদপেক্ষা সমধিক সুখোদয় হয়। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' এ কথার অর্থ কি, তুমি কি বুঝিয়াছ? যেখানে প্রীতি নাই, অথচ প্রীতির আভাসমাত্র আছে, সেখানে কোন বিষয়ে অমিল উপস্থিত হইলে, সে অমিলের কষ্ট দীর্ঘকাল উভয়ে বহন করিতে পারে না, সুতরাং দীর্ঘকাল কষ্ট বহন করিলে চরিত্রের যে নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রকাশ পায় এবং ক্রমে চরিত্রপরিচয়ে নিরতিশয় সুখ

সমুপস্থিত হয়, তাহা তাহাদিগের সম্বন্ধে কখন সম্ভবে না। প্রীতি স্থাপন করিলে সঙ্গে সঙ্গে কষ্টবহন স্বীকার করিয়া লইতে হয়, ইহার অর্থ কি, এখন কি বুঝিতে পারিলে? প্রীতিজনিত আনন্দে গভীর চিন্তা উদ্রেক করে না, জীবন অবাধে সুখের স্রোতে ভাসিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বাধা প্রাপ্ত না হইলে বাধা ও কষ্টের কারণান্বেষণে চিত্তের প্রবৃত্তি হয় না। পরস্পরের চরিত্রের ভিতরে এমন কিছু নিগূঢ় বিষয় আছে যাহার জন্য সময়ে সময়ে বাধা ও কষ্ট উপস্থিত হয়। এই নিগূঢ় বিষয় পূর্ব্বে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এমনও অনেক সময়ে হয় যে, জীবনের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ভিতরে নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ হয়। তাহাতে পূর্ব্বে যে সর্ব্ববিষয়ে মিলন ছিল,সে মিলনের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রীতিপাত্রদ্বয়ের মধ্যে নবীন অমিলনের কারণ কষ্ট সমুপস্থিত করে। এই কষ্ট সেই কারণের প্রতি নিপুণভাবে দৃষ্টি স্থাপনের জন্য নিয়োগ করে। প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়াছে, কেন না উহা প্রাণ, মন ও হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অমিলকে মিলে পরিণত করিতে হইবে, সুতরাং যত ক্ষণ না অমিলের কারণ বাহির করিয়া তাহার সহিত প্রীতিপাত্রদ্বয় সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে, ততক্ষণ প্রার্থনা চিন্তা অনুধ্যান হইতে তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত থাকিতে পারে না। ক্রমিক প্রার্থনা, চিন্তা ও অনুধ্যানে অমিলের নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির হয়, এবং তন্মধ্যে চরিত্রের উচ্চতম ভাবের যে ক্রিয়া আছে, জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' যে প্রীতির মধ্যে এ ভাব নাই, জানিও সে প্রীতি স্বর্গীয় প্রীতি নহে পার্থিব। এ প্রীতি পরীক্ষার আঘাত কখন বহন করিতে পারে না। যে প্রীতি কোন কারণে ভঙ্গ হয় না, কষ্টে বিপদে পরাক্রমে কেবলই বর্দ্ধিত হয়, সে প্রীতি কেবল ইহকালস্থায়ী তাহা নহে, পরকালেও তাহার গতি অপ্রতিহত। যাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় প্রীতি আছে, তাঁহারা সত্য জ্ঞান পুণ্যের অনুসরণে কোন কারণে নিবৃত্ত হন না, এরূপ অনুসরণে মধ্যে মধ্যে পরস্পরমধ্যে না বোঝার জন্য যে ক্লেশ উপস্থিত হয়, সে ক্লেশ চরমে প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, ইহা তাঁহারা জানেন বলিয়াই উদার ও সরল ব্যবহারে কখন তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' ইহা তাঁহারা স্বজীবনে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ভীত হইবেন কেন? প্রীতিনিবন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তিগণ কষ্টকে ভয় করেন না, অনীতি ও অধর্ম্মকে ভয় করেন, ইহা যদি তুমি জানিতে, তাহা হইলে তুমি ও প্রকার প্রশ্ন আমায় কখন করিতে না।

দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য।

শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী স্বীয় সহকারিগণ সহ মটাক্কা নামক স্থানে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগের সেবা করিতেছেন। এই স্থান হোল্কার রাজ্যের সীমার বাহিরে ব্রীটিশ অধিকারের মধ্যে নর্ম্মদা নদীর তীরে। ইন্দোর রেলপথে তথায় যাইতে হয়, খাণ্ডোওয়া ষ্টেশন হইতে সেই স্থান ৩২ মাইল দূরে। হোল্কার রাজ্যের অন্তর্গত সহস্র সহস্র নরনারী ভাই ব্রজগোপাল হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য মটাক্কায় উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি প্রতিদিন ১৫০০ পনের শত লোককে অন্ন বিতরণ করেন, চারিশত লোককে নগদ পয়সা দিয়া থাকেন, চারিশত লোকের বাড়ী বাড়ী খাদ্য পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডের ইয়ুনিটেরিয়ন সম্প্রদায় প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রধানতঃ সেই অর্থেই উপরি উক্তরূপ সাহায্যদান হইতেছে। বস্ত্রাভাবে শত সহস্র দুঃখী নরনারী অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহারা লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। যে সকল দয়ালুলোক জীর্ণ বস্ত্র ও অর্থাদি দ্বারা সেই সকল হতভাগ্য লোকের দুঃখ দূর করিতে চাহেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকমিটীর সম্পাদক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের নিকটে সে সকল পাঠাইয়া দিলে তিনি উহা যথাস্থানে প্রেরণ করিতে পারিবেন। সম্প্রতি চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার নাথ ভাই ব্রজগোপালের সহকারিরূপে কার্য্য করিবার জন্য মটক্কায় গিয়াছেন। এইমাত্র ভাই ব্রজগোপালের ১০ই জুনের লিখিত পত্র পাওয়া গেল—তিনি লিখিয়াছেন, "এক্ষণ ৮। ৯ শত অতি দুর্ব্বল লোক খিচুড়ী পাইতেছে, পাঁচশতেরও অধিক লোক বাড়ীতে সাহায্য পাইতেছে, খাণ্ডোওয়াতেও তিন শত লোক বাড়ীতে সাহায্য পায়। অক্ষয়বাবু পূর্ব্বেই আসিয়াছেন, আজ সকালে কাশীবাবু আসিয়াছেন, এখন কাজের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সেদেশে সুবৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণ ক্রমশঃ লোকের ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে। সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার দুঃখী সন্তানদিগের সহায় ও আশ্রয়।"

স্বর্গগতা দেবী নিস্তারিণী *।

(তাঁহার স্নেহের পুত্রবধূ কর্ত্তৃক লিখিত।)

বিধাতা সংসারে সুখের সহিত যেমন দুঃখকে সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি জীবনগ্রন্থির সহিত মরণকে গ্রথিত করিয়াছেন। সংসারে যত পরীক্ষা বিপদ আছে তার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর ন্যায় নিদারুণ মর্ম্মান্তিক পরীক্ষা আর কি আছে? শূন্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবারের ভিতর পবিত্র স্নেহ ভালবাসার শত ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন পড়িয়া থাকে, কত আদরের, কত সুমিষ্ট কথার শেষধ্বনি মর্ম্মাহত জীবনে সান্ত্বনাময় প্রতিধ্বনির মত বাজিতে থাকে। আর সেই আজীবনের স্নেহ আদর ভালবাসা লইয়া, জানি না কোন্ অজানিত

---

* ইনি স্বর্গগত জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের জননী।

আনন্দোজ্জল চিরবসন্তময় লোকে মানব হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়! সে মুমূর্ষুনেত্র, জানি না কোন্ অপূর্ব্ব-লোক দেখিতে পায়, এত আসক্তিবন্ধনের তীব্র বেদনাও যে নেত্রে এক বিন্দু জল আনিতে পারে না।

চিরদিন সুখের ভিতর থাকিলে মানবের জীবন যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না তেমনি জীবনের কোলাহলের ভিতর মাঝে মাঝে গম্ভীর প্রশান্তে মরণের ছায়া না পড়িলে মানবের শিক্ষা হয় না। আত্মীয় জনকে জীবিতাবস্থায় আমরা যে শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ দিতে, বা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হই, মরণান্তে আমাদের সে জড়তা কাটিয়া যায়, তখন সেই স্বর্গগত প্রেমাস্পদের মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে সমুজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠে এবং জীবনের সমস্ত পরিচ্ছদের সহিত তাহা বিজড়িত হইয়া যায়!

যাঁর জীবনের দুচারিটী কথা আজ বলিতে চেষ্টা করিতেছি সে সুন্দর পবিত্র জীবন বিশেষভাবে তাঁর সন্তান সন্ততিগণের নিকটই প্রিয় এবং কৃপণের ধনের ন্যায় সযত্নে রক্ষণীয়। কারণ সে জীবন পত্রাচ্ছাদিত সুন্দর পুষ্পের ন্যায় একটি অম্লান স্নিগ্ধ সুগন্ধে আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারকেই শুধু ভরিয়া রাখিয়াছিল, বাহিরের কোলাহলময় জগতে সে শোভা সে সুগন্ধ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। চরিত্রের সেই স্নিগ্ধতার ভিতর, সেই শুভ্র শোভার ভিতর এমন একটা কিছু ছিল যাহা পাইয়া আজ আমরা ধন্য হইয়াছি, আমাদের চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াছি। আজ বাহিরে যাহাতে তাহার দুই একটি কিরণ অপরের জীবনকে আমাদের মত ধন্য করিতে পারে তাহাই প্রার্থনীয়।

তাঁহার স্বাভাবিক যে সকল গুণ ছিল, মৃত্যুসময়ে সে গুলি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ অল্প-ভাষিণী ও লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁহার জীবনের ভিতর যে কত মহান্ উচ্চ ভাব লুক্কায়িত ছিল তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহলোক হইতে বিদায় লইবার সময় তিনি তাঁহার জীবনের পরিচয় যথেষ্ট দিয়া গিয়াছেন। ২২ শে এপ্রিল রবিবার, তাঁহার শরীর সম্পূর্ণরূপে নীরোগ এবং সুস্থ ছিল। সে দিন কে জানিত, আর একটী দিন পরে আমরা মাকে হারাইব। সোমবার প্রতিদিনের মত অতি প্রত্যূষেই গৃহ কার্য্যের জন্য নিচে নামিয়া গিয়াছিলেন। একটু পরেই তিনি পায়ে সামান্য বেদনা অনুভব করেন। আমরা রাঁধিতে বারণ করিলেও তিনি সামান্য বেদনা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত রন্ধন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই তাঁহার শেষ রন্ধন, তাই তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের জন্য যার যে ব্যঞ্জনটী প্রিয় তাহাই রন্ধন করিয়াছিলেন! সমস্ত রন্ধনাদি শেষ হইলে প্রায় ৮৷৷৹ সময় তিনি পায়ে এত অধিক বেদনা অনুভব করেন যে, নীচে হইতে তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। হায়! তখন জানিতাম না, কি কালব্যাধি সে শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল! অল্পক্ষণ পরেই জর ফুটিতে লাগিল তার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সে সময় তাঁর সন্তানদের নিকট এত কথা বলিয়াছিলেন, তাঁর জীবনে অত কথা বোধ হয় কখনও বলেন নাই। তাঁহার স্বামী যে সকল জিনিষ খাইতে ভাল বাসিতেন, তাহার অধিকাংশ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং আহারাদিসম্বন্ধে তাঁহার নিয়ম অত্যন্ত কঠোর ছিল। আমরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য জেদ করিতাম বলিয়া সে দিন তিনি বলিলেন "তোরা কেন আমাকে খেতে বলিস্? আমার বড় কষ্ট হয়। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে আমি সর্ব্বদা ভেতরে একটা আদেশ পাই—তিনি আমাকে বলে দেন কোন্টা আমার খাওয়া উচিত কোন্টা আমার খাওয়া উচিত নয়। আমরা বলিলাম "মা, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আর অত বিচার করে কি হবে? সব জিনিষই অসার, শুধু শরীরটা রাখ্‌তে হবে বলে খেলেই তো হয়?" মা বলিলেন, "সব অসার বটে, কিন্তু সর্ব্বদা আমার ভয় হয় যদি কোন জিনিষ খেতে খেতে আমার লোভ হয়, যদি তাতে আমার আসক্তি জন্মায়,—ধর্ম্মের পথে চলা যে কত কঠিন তাকি তোমরা জান না? কত সাধন দরকার, কত সংযম দরকার।" তার পর জীবনের একটী গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি কয়েক বৎসর হইল রিপুসংহার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—কতদিনে যে সে ব্রত উদ্‌যাপন হইবে জানেন না। এমনি তাঁহার সরলতা ছিল যে নিজের লোভ রিপুর প্রধান দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিলেন যে তিনি দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার পরিধানের জন্য দুইটি সেমিজ নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে সাধারণতঃ যে প্রকার কাপড়ে বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, বাছিয়া বাছিয়া সেই কাপড়েই তিনি সেমিজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলিলেন "তোমাদের জ্ঞান আছে, কিন্তু যোগের বিষয় তোমরা কিছু বোঝ না—নাবার সময়, খাবার সময়, শোবার সময়, সব সময় তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাকি তোমরা জান?" স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলিলেন "আমার মত সুখী কে? আমি সব সময়ে তাঁর কাছে কাছে আছি। রাঁধিতে আমার এত মিষ্ট লাগে কেন জান? আমার মনে হয় তিনি বেঁচে থাক্‌তে যেমন একটি একটি তরকারি রেঁধে দিতাম, তিনি নিতেন—এখনও আমি তাই করি, তিনি কাছে বসে থেকে গ্রহণ করেন। যে যাকে এত ভালবাসে সে কি কখন ছেড়ে থাক্‌তে পারে? তোরা মিছে আমাকে বাঁচয়ে রাখিবার চেষ্টা করছিস্। তোরা জানিস্ নে তিনি যখন যান আমি তাঁকে বলে দিয়াছিলাম তুমি যে বয়সে গেলে সেই বয়সের ভেতরেই আমাকে ডেকে নিও—সে কথা কি মিথ্যা হবে?" পতিব্রতা সতীর কথা সত্য হইল। তাঁহার স্বামী ৪৬ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি ৪৩ বৎসর বয়সে, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর ৭বৎসরের মধ্যেই, ভবের সকল মায়া কাটাইয়া স্বামীর কাছে চিরদিনের জন্য থাকিতে গেলেন। বেলা দুইটার পর হইতে আর তিনি বেশী কথা বলিলেন না—কেবল মাঝে মাঝে "প্রাণ

পিঞ্জরের পাখী গাওনা রে" "দয়াময় নাম বল বদনে" প্রভৃতি গাণের পদগুলি আবেগের সহিত গাহিয়া উঠিতেছিলেন। সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রি এক প্রকার ঘুমন্ত অবস্থাতে কাটিয়া ছিল। মঙ্গলবার দিন তিনি একবার গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। গানের সময় অল্প অল্প যোগদিতে চেষ্টা করিলেন। শান্ত সুমিষ্ট ভাবে একবার গাহিলেন "মরণ নিকট হল।" প্রায় ২টার সময় হইতে তাঁহার কথা অত্যন্ত জড়াইয়া গেল—দুই একবার জড়িত অস্ফুট স্বরে তিনি কি বলিলেন, বড়ই দুর্ভাগ্য আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "দয়াময় হরি" "প্রেমময়" "সচ্চিদানন্দ হরি" এই কথাগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে বলিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম সন্তানসন্ততিগণের নাম তিনি ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জীবন মরণের সম্বল "দয়াময়" নাম তিনি ভুলিলেন না। অপরাহ্নে যখন মাথায় বরফ দেওয়া হয় তখন তাঁহার সন্তান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বলতো মা মাথায় কি দিচ্ছি?" তিনি জড়িতস্বরে বলিলেন "হরিনাম"। মন তখন সেই নিকটাগত অনন্ত লোকের দিকে ফিরিয়াছিল। চক্ষু তখন সেই দিকেই উৎসুকভাবে চাহিয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বস্থিত আকুল মর্ম্মাহত সন্তানদের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন না। জানি না সে স্নেহবন্ধন অত শীঘ্র কে ছেদন করিয়া দিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি অস্ফুটভাবে ব্যাগ্রস্বরে ডাকিতে ছিলেন "কাছে এস" "কাছে এস"। রাত্রি ৩া ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহগমনোৎসুক আত্মাপক্ষী তাঁহারই বর্ণিত "শান্তিময় সুখময় আনন্দলয় ধামে" উড়িয়া গেল।

তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল একাগ্রতা ও অবিক্ষিপ্ত ভাব। এই একাগ্রতার বলে তিনি শত বিপদ পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রশান্ত অটলভাবে যাইতে পারিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তাঁহার পতিব্রতা এত গভীর ও সকলের নিকট এত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। সধবা অবস্থার তাঁহাকে অনেক কষ্টে সংসার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই দুঃখ দারিদ্রতার ভিতর তিনি তাঁহার চিররুগ্ন স্বামীর সেবা একাগ্রচিত্তে হাস্যমুখে করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই অবিশ্রান্ত সেবা যত্নে তাঁহার স্বামীর রোগশয্যায় পড়িয়া একদিনের জন্য নিজের সামর্থ্যহীনতার জন্য দুঃখ করিতে হয় নাই। কিরূপ সম্পদ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহাকে যে কি দারুণ দারিদ্র্যতার তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু একদিনও সে জন্য কেহ তাঁহাকে কোন প্রকার অভিযোগ করিতে শুনে নাই। একদিনের জন্য ও তাঁহার চির হাস্যময় মুখ মলিন হয় নাই। তাঁহার সেই প্রশান্ত হাস্যমুখ সরল প্রফুল্ল চিত্ত দেখিয়া বাহিরের লোক একবার অনুভব করিতেও পারে নাই, সংসারে কিরূপ কষ্টে তাঁহার দিন কাটিতেছে। বিধবা অবস্থায় সেই একাগ্রতা তাঁহাকে যোগের পথে লইয়া গিয়াছিল। তাই সংসারে থাকিয়া সংসারের শত কর্ম্ম করিয়াও তিনি সেই অদৃশ্য জগতে বাস করিতেন। তাই পতিকে হারাইয়াও একদিনের জন্যও তিনি তাঁহার সহবাস হইতে বঞ্চিত হন নাই, এবং মরণান্তে তাঁহার সেই কান্তিময় মুখ যেমন একদিকেই ফিরিয়া রহিল, অন্যদিকে আর ফিরিল না, তেমনি সমস্ত জীবনে তাঁহার মন অবিক্ষিপ্ত ভাবে একই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিত। এমন অচঞ্চল প্রকৃতি আর কাহারো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

উপাসনায় তাঁর আশ্চর্য্য নিষ্ঠা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি নিয়মমত দুই বেলা উপাসনা করিতেন, উপাসনা না করিয়া তিনি জলস্পর্শ করিতেন না। তিনি আমাদের প্রায়ই বলিতেন "উপাসনা কর, উপাসনা হইতে সব পাওয়া যায়।" এই উপাসনায় নিষ্ঠা তাঁহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবং এই উপাসনায় বিশ্বাস ও ভক্তি দ্বারা তিনি ইহলোক পরলোকে এত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিব—সেটি তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কঠিন ছিল, অথচ তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়াছিল। কোন প্রকার অকিঞ্চিৎকর আমোদে তিনি যোগ দিতে ভাল না। আলস্য, পরনিন্দা, বৃথা বাক্যালাপ তাঁহার একেবারেই প্রিয় ছিল না। আজ কাল অনেক নারী একটু অবসর পাইলেই নভেল পড়িয়া সময় কাটান কিন্তু তিনি কখনই আধুনিক অকিঞ্চিৎকর নভেল পড়িতে ভালবাসিতেন না। সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যতটুকু অবসর পাইতেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে যে সকল শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ পাঠ করাইয়াছিলেন,সেইগুলি বার বার পাঠ করিয়া সুখী হইতেন। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল কঠিন নিয়ম ছিল একদিনের জন্যও তিনি তাহা ভঙ্গ করেন নাই। রবিবার তাঁহার স্বামীর মৃত্যুবার বলিয়া প্রত্যেক রবিবার তিনি হবিষ্যান্ন বা ফলমূল আহার করিয়া থাকিতেন, তিনি একবার এক জায়গায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার সঙ্গীগণ সকলে একটি বাগানে খিচুড়ী রাঁধিয়া খাইয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন রবিবার ছিল বলিয়া শত অনুরোধ সত্ত্বেও খিচুড়ী খাইলেন না। ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতি যেন তাঁহার সমস্ত শরীরকে অপূর্ব্ব কান্তিময় করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার বিষয় অনেক কথাই লিখিবার আছে আমরা আর কতটুকুই লিখিতে পারিলাম। দেবদুর্লভ চরিত্রের ভিতরে যে একটি সুন্দর রহস্য আছে তাহা কখনই পুরাতন হইবার নহে ও কখনও তাহা নিঃশেষ হয় না।

যাও, জননী, সেই জ্যোতির্ম্ময় চির আকাঙ্ক্ষিত লোকে! আমাদের অশ্রুজল তোমাকে সেখানে ব্যথিত করিবে না; আমাদের পাপ অপরাধের ভাগী আর তোমাকে হইতে হইবে না! মাতঃ, অনেক কষ্ট এখানে পাইয়া গিয়াছ, এখন রোগ শোক কষ্ট রহিত চির আনন্দময় লোকে অনন্ত কালের জন্য তোমার অমরাত্মা সুখী হউক।

প্রাপ্ত।

সীতাকুণ্ড ভ্রমণ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী লীলারসময় শ্রীহরির বিচিত্র লীলাধীন হইয়া ১৮ই এপ্রিল বুধবার প্রাতের ট্রেণে চট্টগ্রাম সহর হইতে সস্ত্রীক সীতাকুণ্ড খাসমহল আফিসে উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি করেন। পরদিবস প্রাতে লেখক ও তাঁহার আত্মীয়া ৩টী মহিলা এবং জলাদিবাহী এক জন লোক সহ তিনি সস্ত্রীক অতি উৎসাহের সহিত অত্যুচ্চ চন্দ্রশেখর শিখর আরোহণ করেন। উঠিতে উঠিতে ভগবানের বিচিত্র শক্তি অনুভূত হয়। অতি গম্ভীর ভাবে তথায় মধ্যাহ্নে উপাসনা হয়। তাহাতে ইহপরকালের সমস্ত মানবজাতির এক পিতা পরমেশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধ হয়। তথা হইতে অবতরণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে স্ব স্ব আবাসে উপস্থিত হন। ২০শে এপ্রিল শুক্রবার ৩ ঘটিকার সময় সীতাকুণ্ড উচ্চপ্রাইমারি স্কুলে তিনি ছাত্রদিগকে সত্যসম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাহার মর্ম্ম—সৎচিন্তা করিবে, সৎ আলাপন করিবে, সৎকার্য্য করিবে, সৎসঙ্গ অবলম্বন করিবে। কোন্‌টি সৎ কোনটি অসৎ তাহা বুঝিবার শক্তি সকলেরই অন্তরে আছে তদনুসারে চলিলেই সৎ হওয়া যায়। এই সম্পর্কে থিওডর পার্কারের গল্পও বলা হয়। প্রায় ৫০ জন ছাত্র ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ৩ ঘটিকার সময় সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা স্কুলে তিনি 'বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য কি' এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাহার মর্ম্ম—যাহাতে মানবপ্রকৃতি বিকশিত হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে, যাহাতে মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া ব্রহ্মমনন,ব্রহ্মভক্তি ও ব্রহ্মদর্শন লাভ করা যায় তাহাই বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মুসলমান ও হিন্দু ছাত্র, মৌলবী, ডাক্তার ও শিক্ষকে প্রায় শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। একজন মৌলবী দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, আমরা অদ্য এমন সুমধুর তত্ত্ব শুনিলাম বোধ হইতেছে যেন স্বর্গ হইতে একজন দূত আসিয়া আমাদিগকে এ সব বলিয়া যাইতেছেন। তৎপর একদিন প্রাতে মোহন্তের আস্তানে তাঁহার সহিত আলাপ হয়, এবং সেখানে গোরক্ষপন্থী এক জন যোগী অবস্থিতি করেন, তাঁহার আলয়ে সংক্ষেপে উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপদেশের সার ভগবান্ পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য মহাব্যস্ত। একজন অধিকারী দুইজন শিক্ষক কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর তিনি বাবু হরিকৃষ্ণ অধিকারীর হাওলিতে উপাসনা করেন। এক দিন সন্ধ্যার পর তিনি লেখকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসিগণের সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ও স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া প্রীতিলাভ করেন এবং লেখকের অষ্টমবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখিয়া বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন। তাহার চিহ্নস্বরূপ পরদিন তিনি স্বয়ং কন্যাটীকে একখানা অতি সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করেন। ইতিমধ্যে এক দিন বাবু শরচ্চন্দ্র অধিকারীর সহিত ব্রহ্মধ্যান, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ হয়। তৎপর তাঁহার জ্বর হয় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে সস্ত্রীক চট্টগ্রাম সহরে ফিরিয়া আসেন। শ্রদ্ধাস্পদ চৌধুরী মহাশয় সীতাকুণ্ডে ১৫ দিন অবস্থিতি করেন। প্রায় প্রতিদিনই খাসমহাল আফিসে সস্ত্রীক লেখক সহ দুইবেলা উপাসনা করিতেন, এবং তাহা অতি গম্ভীর জীবন্ত ও মধুর হইত। উপাসনা সৎপ্রসঙ্গাদিতে ভগবৎসান্নিধ্যলাভে এই কয়েক দিন অতি আনন্দে অতিবাহিত হয়। লেখক এই কয় দিন তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

কটক হইতে প্রাপ্ত।

গৃহস্থাশ্রম পারিবারিক সাধন।

একাগ্রতা।

এক বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মনকে স্থির করিয়া রাখিবার শক্তির নাম একাগ্রতা, ইংরাজিতে ইহাকে Attention বলে। মনুষ্যজীবনের পক্ষে এই গুণটি নিতান্ত আবশ্যক। ইহারি প্রভাবে যোগী নিমীলিত লোচনে ধ্যানে নিমগ্ন এবং সংসারী কার্য্যব্যস্ততার বিভোর, ইহারি প্রভাবে বিজ্ঞানবিদ্ বিশ্লেষণে এবং দার্শনিক মনস্তত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত। এই গুণ ব্যতীত মনুষ্য জীবনের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। এই জন্য এই গুণটি সাধনের জন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠ আছে জ্যেষ্ঠদের জন্য ব্রহ্মগীতোপনিষৎ যথেষ্ট ; কনিষ্ঠদের জন্য কতকগুলি উপায় বলা হইতেছে। এইগুলি কিছুদিনের জন্য সাধন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। এই সাধনে মনের শক্তি এরূপ সাধারণতঃ বৃদ্ধি হইবে যে যাহা কিছু করিতে চেষ্টা করা হইবে তাহাই সুচারুরূপে করা যাইতে পারিবে।

নিয়মাবলি।

১। প্রতিদিন একখানি শিলট বা কাগজে স্থির হইয়া সরল রেখা টানিবে। এইরূপ করিলে হস্ত এবং মন উভয়ই স্থির হইবে, তাহাতে হস্তলিপি চিত্র এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্যের বিশেষ উপকার হইবে।

২। প্রতিদিন ছাদে বা অন্য কোন স্থানে একটি বৃক্ষ বা অন্য কোন বস্তুর উপর মন স্থির করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ করিলে মন স্থির এবং মস্তিষ্ক শীতল হয়, অনাবৃত স্থানই ভাল। আবৃত স্থানে মস্তিষ্ক শীতল হয় না! স্বভাবের সৌন্দর্য্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিলেও মনের স্থৈর্য্য, ও আনন্দ এবং মস্তিষ্কের শীতলতা লাভ হয়।

৩। কতক পরিমাণে মন স্থির হইলে লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন তাহা অনুভব করিতে হইবে "এই যে বস্তু দেখিতেছি ইহার মধ্যে ঈশ্বর আছেন" এই মন্ত্র কিছু সময়ের জন্য সাধন করিতে হইবে।

৪। উপরি উক্ত সাধনে কতক সামর্থ্য জন্মিলে তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকারে ঈশ্বরের সত্ত্ব অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, এই অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বর আছেনএই মন্ত্র মনে মনে জপ করিতে হইবে,তত ক্ষণ জপ করিতে হইবে যত ক্ষণ না মনে একটু প্রতীতি এবং আনন্দ হয়। জপের সময় ৫ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু কেবল নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর রাখিলে হইবে না। ফললাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনার প্রয়োজন। "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই মন্ত্র জীবনে কোনদিন ভুলিলেই পতন। ব্রহ্মের আদেশ বা নিয়মপালনের জন্য মনুষ্যের সাধন, কিন্তু মানুষের সাধন দ্বারা ব্রহ্মকৃপালাভ হয় না। তিনি নিজগুণে আমাদের কৃপা করেন, আমাদের সাধনের অপেক্ষা তিনি করেন না, আমাদের পরিত্রাণের জন্য তিনিই ব্যস্ত, তাঁহার কৃপা আসিয়া আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিলে তবে আমরা তাঁহাকে চাই, তবে আমরা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করি এবং তিনি আমাদের সাধন করিবার বল দেন। ব্রহ্মকৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র গুরুতর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তিনসপ্তাহ কাল শয্যাগত ছিলেন,এক্ষণ একপ্রকার সুস্থ হইয়াছেন, এবং কিছু কিছু কাজকর্ম্ম করিতেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার আর, এল্ দত্ত মহাশয় তিনদিন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেন সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয় মহিলারা দয়া করিয়া যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔষধপথ্যাদির জন্য নানাস্থান হইতে দয়ালু বন্ধুগণ দশ পাঁচ টাকা করিয়া প্রায় একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। অনেকে পথ্য ও নানাপ্রকার মিষ্ট সুস্বাদু ফল পাঠাইয়া রোগীর সংবাদ লইয়াছেন। এই সকল দয়ালু বন্ধুদিগকে শত শত ধন্যবাদ। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু এক্ষণও আরোগ্য লাভ করেন নাই। তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল স্ফোটকের জন্য কষ্ট পাইতেছেন, একটি না সারিতে সারিতে নূতন আর একটি প্রকাশ হইতেছে। তিনি শয্যাগত অবস্থায় আছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসু সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা রীতিমত করিতেছেন। রোগী অপেক্ষাকৃত অনেকটা ভাল বোধ করিতেছেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র নববিধানাশ্রিত মোসলমান যুবা শ্রীমান্ আজিমোদ্দিন জ্বরপ্লীহারোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ শয্যাগত। মুঙ্গেরে যাওয়ার পর তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই ভাগলপুর আসিয়া আমাদের প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবাসে আশ্রয় লইয়াছেন। তথায় এক্ষণে কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে। আমাদের দয়ালু ভ্রাতা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পিতৃমাতৃনির্ব্বিশেষে সযত্নে সেই নিরাশ্রয় সঙ্কটাপন্ন দরিদ্ররোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। ধন্য! উঁহারাই যথার্থ পিতামাতার কার্য্য করিতেছেন। ভাগলপুরস্থ বন্ধুগণও রোগীর যথেষ্ট সেবা ও যত্ন করিতেছেন।

সঙ্কট রোগাপন্ন পূর্ব্ববঙ্গস্থ নববিধানপ্রচারক শ্রীমান্ রাইচরণ দাস মদন মিত্রের লেন ৩নং ভবনে স্থিতি করিয়া বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া কোন বিশেষ উপকার না পাইয়া এক্ষণে আমাদের পরম উপকারী ডাক্তার চুকড়ী ঘোষ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে আছেন। তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহার সঙ্গে আছেন। তাঁহার বাড়ীভাড়া ঔষধ পথ্যাদিতে মাসিক ২০।২৫ টাকা ব্যয় হইতেছে। ঈশ্বরের কৃপা ও দয়ালু দাতাদিগের সাহায্যের উপর তাঁহার সমুদায় নির্ভর। উপযুক্ত ঔষধ, পথ্য ও সেবা শুশ্রূষায় রোগের উপশম আশা করেন। জ্বর প্লীহা যকৃৎ উদরাময় রোগে তাঁহাকে কঙ্কালাবশেষ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী প্রায় তিন মাস পরে চট্টগ্রাম হইতে সপ্তাহাধিক কাল হইল কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী চট্টগ্রামে ম্যালেরিয়া জ্বরে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহাদের শরীর সুস্থ হয় নাই। এক্ষণে তাঁহারা উভয়েই ডাক্তার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের চিকিৎসাধীনে আছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। গত কল্য স্বর্গগত কালীকুমার বসুর শ্রাদ্ধকার্য্যসম্পাদনার্থ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাঘিল গ্রামে যাত্রা করিয়াছেন।

বাঁকিপুর হইতে শ্রীমান্ গণেশপ্রসাদ সাহা লিখিয়াছেন;— "বিগত ৩রা জুন রবিবার গোরখপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমালিকের তৃতীয় পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশু বিধানকুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উপাচার্য্যের কার্য্য আমিই সম্পন্ন করি।"

শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসু আপন স্বর্গগত পিতা কালীকুমার বসু মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবার স্থানাভাববশতঃ উহা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

শুনিলাম কটক মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহ করিতেছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রহ্মবাদী নামক ধর্ম্ম, নীতিশিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় ১ম ও ২য় সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ইহা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গত বৈশাখ

হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায়—প্রস্তাবনা, তুমি এস হে, (কবিতা) বিবিধ প্রসঙ্গ, নিরাপদভূমি, যোগাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ, উপদেশ ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ, এই কয়েকটি বিষয় আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত যুবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ছাত্রসমাজ, ছাত্রসঙ্গত, রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, তাঁহাদের কর্ম্মানুরাগ ও উৎসাহের নিদর্শন বেস আশাপ্রদ। কলিকাতার ব্রাহ্মযুবকেরা নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন বড় দুঃখের বিষয়। তথায় একটি ব্রাহ্মিকা-সমাজও আছে।

ভাই দীননাথ মজুমদার প্রায় একমাস কাল আরঙ্গাবাদে থাকিয়া বিবিধ প্রকারে বিধানধর্ম্ম প্রচার করিয়া এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মস্থান বাঁকিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ এ বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে দয়ালু গ্রাহকমহোদয়গণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি তাঁহারা যেন আমাদের প্রতি দয়া করেন।

প্রেরিত।

সর্ব্বসম্মতি সহব্যবস্থানের মূলতত্ত্ব হইতে পারে কি না?

শ্রদ্ধাস্পদ, সুবিদ্বান্ বাবু বিনয়েন্দ্র নাথ সেন মে মাসের দুই সংখ্যক ইন্টার প্রেটার ও নিউ ডিস্পেন্সেসনে unanimity বা সর্ব্বসম্মতি সহব্যবস্থানের মূলতত্ত্ব হইতে পারে কি না এতদ্বিষয়ক বিচার উত্থাপন করিয়া দুইটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, কোন সভা, সমিতি, মণ্ডলী বা দরবারকে দুইটী কার্য্য করিতে হয়; (১ম) পূর্ব্বতন কিংবা অধুনাতন বিধি ব্যবস্থাদির সংরক্ষণ (২য়) ভবিষ্যতে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ। পূর্ব্বের বিধি ব্যবস্থা বা কার্য্যগুলি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার মতে সর্ব্বসম্মতির ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর নাই, কেন না সকলের কোন নূতন বিষয়ে মত হইবে তাহার সম্ভাবনা খুব কম, সুতরাং সহসা কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না। যদি কোন সমাজ অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হইতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বসম্মতিকে তাঁহাদের সহব্যবস্থানের মূল করিতে পারেন। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে সর্ব্বসম্মতিতে ভারি গোল বাধিবে। অবশ্য এমন বিষয় আছে যাহা কিছুদিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয় যে, তাহাতে এখনি হাত না দিলে ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা হইলে এরূপ বিষয়ে সর্ব্বসম্মতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে ত প্রতুল। দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি বলেন; ধর, একটী দুর্ভিক্ষে লোক মরিতেছে, সাহায্য করার দরকার খুব বেশী হইয়াছে। একটী মণ্ডলীতে যদি সর্ব্বসম্মতিতে কার্য্য হয় এবং ইহাতে যদি একজনও বিরোধী থাকে তাহা হইলে এরূপ সমূহ বিপদে সাহায্যদান ত হইতে পারিবে না। ফল এই হইবে যে, অজস্র লোক মরিবে ও তাহাদের অকাল মরণ হইতে যাঁহারা রক্ষা করিলেন না তাঁহারাইত দায়ী হইবেন। বিনয়েন্দ্রবাবু বলেন যে, এরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল যেখানে সর্ব্বসম্মতিতে কাজ করিতে গিয়া অধর্ম্ম হইল।, কে বলিল যে এরূপ প্রায় নিত্য ঘটিবে না। এই সকল ব্যাপারে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হইলে বিরোধীদিগের মতে কার্য্য হইতে দেওয়াতে পরোক্ষভাবে দায়ী। পরোক্ষভাবে সহানুভূতি করিতে করিতে আমরা যে শীঘ্রই অন্যায়কারী হইয়া যাইব, তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে?

উপসংহারে বিনয়েন্দ্র বাবু প্রশ্ন করিতেছেন, তবে কি বহুসংখ্যক ব্যক্তির কখনই অল্পসংখ্যকের মতে চলা উচিত নয়? উত্তরে তিনি বলেন—অবশ্যই চলা উচিত। কখন কখন দেখা যায়, একজন যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক। পৃথিবী জ্ঞান বিজ্ঞানে, এত উন্নত হইয়াছে কিন্তু এখনও লোকে ভাবে যে জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরালোকপ্রাপ্ত কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু সর্ব্ব সম্মতিতে তাহা হইতে পারে না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক যদি সকলের সম্মতি না পান তাহা হইলে একেবারে নিঃসহায়, কিছুই করিতে পারেন না। এমন কি একজনও যদি তাঁহার কাজ বা প্রস্তাবে বাধা দেয় তাহা হইলে তিনি কি করিবেন। সর্ব্বসম্মতি বাধা দিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহাই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধের অভিপ্রায়। এই প্রবন্ধটীকে বিশদ করিবার জন্য বিনয়েন্দ্র বাবু সামঞ্জস্যের বিধি (Law of Harmony) শীর্ষক আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন সর্ব্বসম্মতির মত অপেক্ষা সামঞ্জস্যের মতই ভাল। সর্ব্বসম্মতির মতে বিভিন্ন অবস্থাপন্ন লোক সকলকে জোর করিয়া একমত করিতে হয় তাহা সম্ভবও নয়, সামঞ্জস্যের মতে তাহা হয় না। তোমাতে আমাতে ভিন্নতা থাকিলেও তাহা একতার বাধক হইলে সামঞ্জস্যের বিধিতে উচ্চ নীচ, দুর্ব্বল সবল, শ্বেত কৃষ্ণ সকলেরই সুবিধা হইবে। বিনয়েন্দ্র বাবু বলেন যীশু খ্রীষ্টের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাও সর্ব্বসম্মতিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইহা ঠিক কাজ হইয়াছিল। বিনয়েন্দ্র বাবু কার্লাইলের ন্যায়, বহুর মতের (Majorityর) পক্ষপাতী নহেন। কার্লাইলের সঙ্গে তিনি এক হইয়া বলিয়াছেন, যে দেশে বা সমাজে জুডাস্ ইস্কেরিয়ট্ ও যীশুখ্রীষ্টের ভোটের এক দর, সে দেশ বা সমাজের অধঃপাতে যাইবার আর বেশী দেরী নাই।

তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই, সহব্যবস্থান এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সকলের বিপক্ষে এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মত, বহুর বিপক্ষে অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের মত, অল্পের বিরুদ্ধে বহুর মত এবং সময়মত সর্ব্বসম্মতি, এ সকলেরই স্থান হয়। তবে কোন্ কোন্ সময়ে ও কোন্ কোন্ বিষয়ে এই সকলের প্রয়োগ হইবে তাহা জানা চাই। তিনি মোটামুটি এই চারিটীর প্রয়োগস্থল দেখাইয়াছেন।

১। জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চ উচ্চ বিষয়ে বা বিশ্বাসের উচ্চ উচ্চ বিষয়ে এরূপ দেখা যায়, এক জন সিদ্ধান্ত করিলেন কেহই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই একজনের

মত বা বিশ্বাসকে একটুও নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়, কিংবা সেই বিশ্বাসীর প্রতি অত্যাচার করা সমুচিত নয়। সেই সহব্যবস্থান উৎকৃষ্ট, যেখানে একজনের মত সকলের বিরুদ্ধ হইলেও সকলে সেই মত শুনিতে ইচ্ছুক।

২। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে অধিকাংশ ব্যক্তি অপেক্ষা উন্নত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ভার থাকা উচিত। এখানেও সামঞ্জস্য চাই। অল্পসংখ্যক জোর করিয়া কোন বিষয় চালাইবেন না।

৩। আর কতকগুলি স্থল আছে যেখানে বহুর মত লইয়া কার্য্য করিলে শুভ ফল উৎপন্ন হয়।

৪। এমন কতক গুলি স্থল আছে যেখানে বিষয়টি পরিষ্কার হইলেও যত ক্ষণ না মণ্ডলার সকলের মত পাওয়া যায় তত ক্ষণ তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়।

এখন দেখা যাউক বিনয়েন্দ্র বাবু কি বলিলেন? তাঁহার প্রবন্ধ দুইটির ব্যবচ্ছেদ করিলে নিম্নলিখিত কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১। তিনি সর্ব্বসম্মতির পক্ষপাতী নহেন, সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। কেবল দুই একটি স্থল আছে যেখানে সর্ব্বসম্মতির প্রয়োজন; অধিকাংশ স্থলে ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না।

২। সর্ব্বসম্মতির মতে কাজ চলে না শুধু তাই নয়, ইহা নানা অনর্থের মূল, ধর্ম্মনাশের হেতু।

৩। যে সমিতির কার্য্য সর্ব্বসম্মতিতে হয় সেখানে ভাল লোকের মৃত্যু। তিনি কোন কাজই করিতে পারেন না।

৪। সর্ব্বসম্মতি বাধা দিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্বের ভাল জিনিষ গুলি ইহা দ্বারা রক্ষা পায় বটে, কিন্তু নূতন ভাল কিছু আসিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত বাধক।

৫। সর্ব্বসম্মতিতে কাজ চলে না, কিন্তু বহুর মতেও কাজ চলা উচিত নয়। ইহাতে মুড়ি মিছরীর সমান দর হয়, জুডাস্ ও যীশু একই পর্য্যায়ে পড়েন।

৬। অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকের মতে কাজ চলিলে অনেক সময়ে ভাল ক'রে চলে। কিন্তু তাহাও সব সময়ে নয়; এমন স্থল আছে যেখানে বহুর মতেই চলা ভাল।

৭। বিনয়েন্দ্র বাবু বলেন পূর্ব্বোক্ত মতগুলির সামঞ্জস্য করিয়া অর্থাৎ unanimity, majority ও minorityর সামঞ্জস্য করিয়া একটি সহব্যবস্থান করিলে কোন গোলযোগ হইবে না, কাজ ভাল চলিবে।

এখন দেখা যাউক বিনয়েন্দ্রবাবু কি বলিতেছেন। তিনি সর্ব্বসম্মতির আদৌ পক্ষপাতী নহেন, সর্ব্ব সামঞ্জস্যেরই পক্ষপাতী। তিনি বলেন সর্ব্বসম্মতি একটা কথার কথা। লোকে ইহার ভিতর তলাইয়া না দেখিয়া কথাটা লইয়া মারামারি করিতেছে। তর্কের অনুরোধে তাঁহার কথাটা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে শ্রীদরবারের সর্ব্বসম্মতির মত লইয়া তিনি এত কথা বলিয়াছেন সেই দরবার কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও সেইরূপ ভিত্তির উপরে স্থাপিত কোন সভা এই মতে চলিতে পারে কি না, তাহা কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সাধারণতঃ সভা সমিতি নানারূপ লোক দ্বারা গঠিত হয়। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বার্থ থাকে। একই উদ্দেশ্যে ইহারা কোন একটী সভা স্থাপন করিলেও পৃথিবীর যশ, মান, অর্থ ইত্যাদির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া ইহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে পারে না ও প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে পারে না। যদি এমন কোন বিষয় থাকে যাহাতে তাহাদের সাধারণের স্বার্থ সমানভাবে বজায় থাকিবে, তাহা হইলে এরূপ বিষয়ে তাহারা এক মত হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনে বহু পরীক্ষার পর জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সংসারী জীব কখনও সর্ব্বসম্মতিতে কার্য্য করিতে পারে না, এই জন্য তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দরবারকে বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য উদারতাখ্য চারিটি ব্রতরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। যদি শ্রীদরবার বরাবর এই ব্রতচতুষ্টয়ের উপর নির্ভর করিতেন, ইহাতে স্বার্থ দেখা দিত না, ভগবানের আলোক আসিতে সর্ব্বদা বাধা দিবার লোকও ইহাতে থাকিত না। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বিধানবাদীদিগের কি দুরদৃষ্ট অথবা বিধাতার কি অভিপ্রায়ে ইহাতে স্বার্থ আসিল, ইহা ব্রতবর্জ্জিত হইল এবং সব ছারেখারে যাইতে বসিল, কিন্তু এত গোলোযোগ ও অন্ধকারের মধ্যে কি সর্ব্বসম্মতির একটী ক্ষী। উজ্জ্বল রেখা দেখা যায় না। কে না জানে যে অন্ততঃ তিন জন ব্যক্তিও আচার্য্যপ্রদত্ত ব্রতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একমত হইয়া আচার্য্যের মৃত্যুর পর এই ১৬ বৎসর কাল চলিয়াছেন ও চলিতেছেন। বিনয়েন্দ্র বাবুর সামঞ্জস্যের বিধি ইঁহাদের মধ্যে বরাবর কার্য্য করিয়াছে। ইঁহারা আধ্যাত্মিকতা, বিদ্যাবত্তা ও প্রকৃতিতে পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন হইলেও বরাবর একমত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহারা পরস্পরকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস করেন বলিয়া ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি আছে, এবং পরস্পরের প্রস্তাবকে বাধা দিবার জন্য বাধা দেন না। যদি কখন ইঁহাদের অমিল হয় তখন ইঁহারা ভাল করিয়া বিষয়টী পরস্পরের সাহায্যে বোঝেন ও পরে একমত হইয়া কার্য্য করা উচিত বোধ করিলে করেন। বিনয়েন্দ্রবাবু যখন বলেন সর্ব্বসম্মতি কোথাও চলিতে পারে না, তখন তিনি কি এমন মনে করেন যে একটী আদর্শ সর্ব্বত্যাগী ধার্ম্মিকমণ্ডলীতেও ইহা চলিতে পারে না? তিনি বলেন বিদ্যা (Culture) ও আধ্যাত্মিকতার (Spiritualityর) তফাৎ থাকিলে একমত হওয়া দুরূহ। ইহা সাধারণতঃ সত্য বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরাও বিদ্যা ও আধ্যাত্মিকতার ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে থাকিলে সামঞ্জস্য করিয়া কেন মিলিতে পারিবেন না তাহা বুঝিলাম না। কেশবচন্দ্রের সহিত প্রচারকদের উক্ত দুই বিষয়ে কত প্রভেদ ছিল, কিন্তু ইঁহারা কি তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন নাই। আসল কথা এই, সকলেই ব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথে চলুন, অমত এক দিনেই চলিয়া যাইবে। সাধু ভক্তেরা আমাদের হইতে কত উচ্চ পদবীতে অবস্থিত কিন্তু আমরা কি তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইয়া কার্য্য করিতেছি না। কেশবচন্দ্রের সাধু ভক্তেরা যেমন নববিধানে আসিয়া আপনাদের নানা রূপ ভিন্নতা সত্ত্বেও মিল স্থাপন করিয়া হাত ধরা ধরি করিয়া নাচিয়াছেন, তাঁহার প্রচারক দলও যদি সেই রূপ শত ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলেই বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য, উদারতা ব্রত পালনবিষয়ে এক হন, সর্ব্বসম্মতি আপনিই আসিবে। বিনয়েন্দ্র বাবু সর্ব্বসম্মতির স্থলে সামঞ্জস্যের বিধিস্থাপনে কেন প্রয়াসী হইয়াছেন? তিনি কি দেখিতেছেন না যেটি ব্রতনিষ্ঠ ধার্ম্মিক মণ্ডলী সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই কার্য্য করেন। কোন স্থানে সর্ব্বসম্মতিতে একটী কার্য্য হইলে তাহাতে ইহা বুঝায় না যে, লোকগুলির সকল ভাব, সকল চিন্তা এক ছাঁচে গড়া। প্রত্যুত ইহাই বুঝায় যে, লোকগুলির মতে শত ভিন্নতা থাকিলেও কার্য্য করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সর্ব্বসম্মতিতে কার্য্য করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
১২সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ়, শনিবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়েশ্বর, এমন কোন্ দুঃখ আছে, যাহা তোমার নিকটে জ্ঞাপন করিলে তুমি তাহা অচিরে অপনয়ন কর না? আজ পর্য্যন্ত জীবনে এমন কোন দুঃখ উপস্থিত হইল না, যাহার প্রতিবিধান তোমা হইতে হয় নাই। প্রতিনিয়ত তোমার ঈদৃশ করুণা দেখিয়া কেবল একটি বিষয়ে বড় ভয় হয়, সে ভয়ের কথা অনেকবার তোমার নিকটে নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু ভয়বারণ, আজও সে ভয় বারণ হইল না। বল, তোমার এত করুণা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া এখনও কি আমরা তোমার বিরোধী হইতে পারি? এখনও কি আমাদিগেতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে? তোমার রাজ্যে বাস করিয়া যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ আমরা পাইতাম, তাহা হইলে বিদ্রোহাচরণ শোভা পাইত। যখন আজ পর্য্যন্ত এমন কোন একটি কারণ পাওয়া গেল না তখন তো আমরা তোমার চিরবাধ্য প্রজা হইয়া তোমার রাজ্যে বাস করিব, ইহাইতো আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। তবে কেন, কি জানি বা বিদ্রোহী হই, এরূপ ভয় আমাদের মনে উপস্থিত হয়? তোমার প্রদত্ত স্বাধীনপ্রবৃত্তি কি এমনই প্রবলতর যে, আমরা তোমার নিরবচ্ছিন্ন কৃপা অবলোকন করার উচ্চাধিকার লাভ করিয়াও স্বাধীনপ্রবৃত্তির বিগুণে সেই কৃপার বিরোধে আত্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কার্য্য করিতে পারি! স্বাধীন প্রবৃত্তি কি ভীষণ! ইহা যোগীকে অযোগী করে, সিদ্ধকে অসিদ্ধ করে, ত্যাগীকে ঘোর সংসারী করিয়া তোলে। প্রভো, বল এই প্রবল শত্রু স্বাধীন-প্রবৃত্তিকে তোমার চরণে বলিদান করিয়া কেন নিশ্চিন্ত হই না। এ বলি কি তুমি গ্রহণ কর না? আমাদিগকে কি তবে সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? আমরা অস্বাধীনভাবে ভাল বিষয়েতে প্রবৃত্ত হইলেও কি তোমার তাহা মনোমত হয় না? বল, তোমার কৃপা না হইলে কে ভাল কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে? জানি, তুমি এমন গোপনে গোপনে আমাদের আত্মাকে সদ্বিষয়ের দিকে লইয়া যাও যে, সে বুঝিতে পারে না যে তুমি তাহাকে সদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত, সে মনে করে যেন সে আপনি সদ্বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছে। তুমি এইরূপে গোপনে আমাদের হিতসাধন কর, অথচ তুমি আমাদিগকে তাহা জানিতে দাও না, এ তোমার ব্যবহারের সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব? যদি এইরূপে

আমাদিগের সহিত ব্যবহার না করিতে আমরা যে জড় নই পশু নই, তোমার সন্তান, এ জ্ঞান কি আমাদের কখন জন্মিত? আমাদের অগ্রজ তোমার প্রিয় সন্তান ঈশাও জীবনের ঘোরতর পরীক্ষার সময়ে শরীরের শোণিত জল করিয়া পরিশেষে তোমার ইচ্ছাতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, আমরা কে যে, তাঁহার মত—তত পরিমাণে না হউক,—শরীরের শোণিত জল না করিয়া একেবারে তোমার ইচ্ছাতে আত্মবিসর্জ্জন করিব? তুমি অনন্ত শক্তি বিপুলবীর্য্যবান্ পরম পুরুষ, তুমি চাও তোমার সন্তানগণ তোমার ন্যায় শক্তিসম্পন্ন বীর্য্যবান্ হইবে, কখন ভীরু কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না, পরীক্ষা আসিলে কম্পিতহৃদয় বা তাহার বশবর্ত্তী হইবে না। যদি আমাদের সম্বন্ধে তোমার এই-রূপই অভিপ্রায়, তবে তাহাই হউক। আমাদের মধ্যে তোমার বলবীর্য্য প্রবিষ্ট হউক, পাপ বা পরীক্ষা নিকটে আসিবামাত্র যেন আমরা বীরদর্পে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারি, অগ্রাহ্য করিতে পারি। হে অনন্তশক্তি, তবে তুমি আমাদিগের আত্মাতে নিয়ত বাস করিয়া আমাদিগকে বলী কর, আমরা তোমার অসীম করুণার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হই। তব কৃপায় আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

———

আমাদের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা।

উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত এ বিচার পৃথিবী হইতে কোন দিন অন্তরিত হইবে না। এ বিচার অন্তরিত হওয়া জনসমাজের পক্ষেও কল্যাণকর নয়, প্রতি-ব্যক্তির পক্ষেও কল্যাণকর নয়। জনসমাজ উপ-যুক্ত না জানিয়া অবিচারে কাহারও হস্তে সমুদায় ভার ন্যস্ত করিতে পারে না, যাহারা ভারগ্রহণ করিবে, তাহারাও উপযুক্ত না হইয়া ভারগ্রহণ করিতে গেলে ভারের কার্য্য করিতে তো পারিবেই না, অধিকন্তু আপনার ও জনসমাজের যথেষ্ট অপকার সাধন করিবে। মানুষ নিতান্ত অভিমান-পরবশ হইয়া অন্ধ না হইলে অনুপযুক্ততাসত্ত্বে আপনাকে কখন উপযুক্ত মনে করিতে পারে না। যদি কোন একটি উচ্চ বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই বিষয়টি অধিকার করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সেই বিষয়ের জন্য উপযুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করেন। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এইরূপই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে। কেহ আর ক খ অভ্যাস করিয়া অপরের শিক্ষাভার গ্রহণ করে না। জন-সমাজের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, আমরা যদি তাহা স্বীকার না করি, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজের গৌরব রহিল কোথায়?

প্রথমতঃ আমরা যে ধর্ম্মের নামে সংসারে পরিচিত সে ধর্ম্মের উপযুক্ত কি না? অবশ্য যখন সে ধর্ম্ম এত দিন মানিয়া আসিতেছি, আজ পর্য্যন্ত তাহা অস্বীকার করি নাই, তখন অবশ্যই এমন কিছু আমাদের মধ্যে আছে যাহার জন্য এ ধর্ম্ম স্বীকার করার পক্ষে আমাদের উপযুক্ততা আছে। আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে মানি তাহা নহে, ঈশ্বর বিনা আমাদের গুরু নাই, নেতা নাই, উপদেষ্টা নাই, শাস্ত্র নাই, বিধি নাই, ইহপরলোকে থাকিবার স্থান নাই; তাঁহার জ্ঞানেতে আমরা জ্ঞানবান্, তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্; তিনি আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা সংসারের পথে চলিতে পারি না, আমাদের প্রতিদিনের জীবননির্ব্বাহ হয় না, ইহাও মানিয়া থাকি। যদি এইরূপই নবধর্ম্মের লোকদিগের মূল বিশ্বাস হইল, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম স্বীকার করিবার উপযুক্ততা তাঁহাদের আছে। এখন জিজ্ঞাসা এই, এ উপযুক্ততা দিন দিন তাঁহাদের মধ্যে বাড়িতেছে, না হ্রাস হই-তেছে? যদি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এই বলিয়া সাবধান হওয়া সমুচিত, মৃত্যু সম্মুখে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য

তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব উপযুক্ততা আরও দ্বিগুণ করিতে হইবে।

উপযুক্ততা দ্বিগুণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি? যাহা উপযুক্ততা তাহা উপযুক্ততা, তাহার আবার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কি? পৃথিবীতে বিষয়কার্য্যে উপযুক্ততার দিন দিন বৃদ্ধি যে প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া আরও উপযুক্ততার বৃদ্ধি যে আছে, তৎসম্বন্ধে মনে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় না। মনে কর, আমি কোন এক কার্য্যালয়ে তত্রত্য একটি পদে নিযুক্ত হইলাম। যখন নিযুক্ত হইলাম, তখন সে কার্য্য করিতে পারিব, এই বিশ্বাসেই আমি সে কার্য্যের নিয়োগপত্র পাইয়াছি। কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কার্য্য করিতে পারিলাম না তাহা নহে, কিন্তু এক এক কার্য্যে আমাকে অধিক সময় ও পরিশ্রম দিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইল। কিন্তু সে কার্য্য করিতে করিতে দিন দিন তৎকার্য্যে উপযুক্ততা বাড়িতে লাগিল, সময়-ও পরিশ্রম-নিয়োগে অল্প হইতে অল্পতর প্রয়োজন হইতে লাগিল। এই দৃষ্টান্তটি যদি আমাদের নবধর্ম্মে বিশ্বাসসম্বন্ধে আমরা প্রয়োগ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ, এ দুই হইতে নূতন ধর্ম্মের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আরম্ভে দর্শন ও শ্রবণ যেরূপ প্রয়াসসাধ্য ছিল, এখন আর তাহা নাই। পূর্ব্বে চিন্তন ও অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ প্রযত্নানন্তর বিদ্যুৎপ্রায় দর্শন ঘটিত, অনেক প্রার্থনা ও ক্রন্দনের পর শ্রবণ করা যাইত, এখন আর সে অবস্থা নাই, এখন হইয়াছে কি, 'আহূত, ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি'—ডাকিবামাত্র তিনি শীঘ্র আমার হৃদয়ে দর্শন দেন; জিজ্ঞাসা করিবামাত্র অমনি তিনি তাহার উত্তর দেন। এখানেই নবধর্ম্মের লোক হইবার উপযুক্ততা শেষ হইল না, ইহার পর আরও আছে, তবে আজ সে কথায় এখন কাজ নাই।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন শ্রবণে যেন নবধর্ম্মের জীবন আরম্ভ হইল, তাহার পর জীবনসম্বন্ধে আরও কি উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা নাই? জীবন যখন অনন্ত, অনন্ত উন্নতি যখন প্রতিবিশ্বাসীর সম্বন্ধে সত্য, তখন এখানে ক্রমান্বয়ে জীবনের অনুপযুক্ততার অন্তর্ধান এবং উপযুক্ততার পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, ইহাতো আর বলিতেই হয় না। জীবনের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা কি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই যে, জীবের জীবনে ব্রহ্ম যত প্রকাশ পান, তাঁহার স্বরূপসমূহ যত তাহাতে প্রতিফলিত হয়, তত জীবের জীবনের উপযুক্ততা বাড়ে। জীব সংসারে আর অন্য কোন কারণে আইসে নাই, কেবল এই কারণে আসিয়াছে যে, ব্রহ্মের জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম ও শক্তিতে আপনাকে সম্পন্ন করিয়া অজ্ঞানতা, পাপ, অপ্রেম ও অশক্তি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবে। যে পরিমাণে জীবের জীবনে অজ্ঞানতা, পাপ, অপ্রেম ও অশক্তি প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে তাহার জীবনে অনুপযুক্ততা, আর যে পরিমাণে তাহাতে ব্রহ্মের জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম ও শক্তির প্রবেশ সেই পরিমাণে তাহার জীবনের উপযুক্ততা।

এই উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততানুসারে ধর্ম্ম-সমাজে শ্রেণীবন্ধন হইয়া থাকে। একবার শ্রেণী বন্ধন হইলে সে শ্রেণীবন্ধন যে, চিরকালই একই প্রকার থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই। অনুপযুক্ততা হইতে ক্রমিক উপযুক্ততা দেখিয়া শ্রেণী-বন্ধন হয়। উপযুক্ততার অল্পতানিবন্ধন যাঁহারা নিম্নশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দিন দিন উপযুক্ততা যত বাড়ে, তত তাঁহারা ঊর্দ্ধশ্রেণীতে আরোহণ করেন। আবার উপযুক্ততার পরিমাণ তুলনায় অধিক দেখিয়া যাঁহাদিগকে উচ্চশ্রেণীতে স্থান দান করা হইয়াছিল, তাঁহারা যখন সাধনাদির অভাব এবং ক্রমিক উচ্চ হইতে উচ্চতম উপযুক্ততায় আরোহণ করিবার পক্ষে শৈথিল্যবশতঃ পূর্ব্ব উপযুক্ততা হারাইয়া অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা নিজে মানুন আর না মানুন নিম্নশ্রেণীতে আসিয়া নিপতিত হন। উপযুক্ত না হইয়া যেমন উচ্চশ্রেণীতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না,

উপযুক্ততা হারাইয়া কেহ যে উচ্চশ্রেণীতে বলপূর্ব্বক থাকিয়া যাইবেন, তাহাও কখন হয় না। এখন ব্রাহ্মণাদি জাতিনিবন্ধন চিরকালের জন্য হইয়া গিয়াছে, প্রথমে উহা ওরূপ ছিল না। যখন বলপূর্ব্বক উচ্চশ্রেণীতে থাকিবার জন্য যত্ন প্রথমে প্রকাশ পায়, তখন শাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণত্বাদি চরিত্র দ্বারা; চরিত্র হারাইয়া কেহ ব্রাহ্মণাদি থাকিবেন,ইহা যেন কখন মনে না করেন। শাস্ত্রকারগণের সাবধানবাক্য যাঁহারা শোনেন নাই, তাঁহাদের বর্ত্তমানে কি না দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার প্রমাণ দিতেছেন। এখন আর ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্যও বৈশ্য নহেন। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেণীর বিশেষ গুণ ও লক্ষণ হারাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণের শমদমাদি নাই, ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য্য নাই, বৈশ্যগণের আর স্বাধীন-প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা এখন দাসবৎ পরের ভৃত্য। বিধাতার অখণ্ড নিয়মে যে শ্রেণীনিবন্ধন হয়, উপযুক্ততা হারাইয়া তাহাতে বলপূর্ব্বক থাকিবার জন্য যত্ন করিলে এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে।

'আমাদের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা' এই বলিয়া আমরা প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। উপরে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে সেগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া যে কোন ব্যক্তি 'আমাদের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা' অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, আমাদিগের আর উহা বলিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আমাদিগকে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, আমাদের কর্ম্মণ্যতা এবং মণ্ডলী ও জনসমাজের উপরে প্রভাব যে দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহার কারণ আমাদের ব্রতহীনতা ও সাধনাদিতে শৈথিল্য। আমরা একবার উচ্চশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছি, অতএব আমরা ব্রতনিষ্ঠ হই বা না হই, সাধনাদিতে আমাদের প্রযত্ন থাকুক বা না থাকুক, আজীবন আমরা সেই শ্রেণীতে থাকিয়া যাইব, লোকসকল আমাদিগকে তচ্ছ্রেণীর উপযুক্ত সম্মাননা অর্পণ করিবে, অর্পণ না করিলে তাহারা অভিশাপগ্রস্ত হইবে, এরূপ অভিমান করা আর আমাদিগের শোভা পায় না। মনু ভালই বলিয়াছেন, "বিষ হইতে যেমন উদ্বেগ উপস্থিত হয় সম্মান হইতে ব্রাহ্মণের সেইরূপ উদ্বেগ উপস্থিত হইবে। তিনি অপমানকে অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিবেন।" আমরা যদি সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিহার করিয়া শূদ্রোচিত অনভিমানিতা আশ্রয় করিতাম, আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা কখনই ঘটিত না।

সান্ত্বনা।

"শান্তিদাতা হরি, এসেছেন কৃপা করি,
করিতে সান্ত্বনা বিতরণ।
সুন্দর প্রেমমূরতি, স্বয়ং এক্ষাগুপতি,
করেন শোক সন্তাপ হরণ।"

শোকার্ত্ত পিতা, তুমি তোমার প্রাণ-সম সন্তানকে হারাইয়া কাঁদিতেছ। তুমি মনে করিতেছ তুমি আর কখনও সেই সুন্দর স্নেহোজ্জ্বল মুখ দেখিতে পাইবে না, সেই প্রেমের প্রতিমা মধুরস্বরে আর কদাচ তোমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিবে না, এবং তুমি কোনরূপে তাহাকে তোমার হৃদয়ের মধুময় স্নেহদানে সুখী করিতে পারিবে না! তোমার প্রাণাধিকের প্রিয়-দর্শন দেহ ভস্ম হইয়াছে। তুমি কল্পনা করিতেছ সেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের উভয়ের প্রেমবিনিময়ের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহাকে তোমার ভালবাসা জানাইতে পারিতেছ না, এবং তুমি মনে করিতেছ সেও তোমাকে তাহার ভালবাসা দিতে পারিতেছে না। তোমার মতে তোমার সন্তান আর তোমাকে ভালবাসিতে পারিতেছে না, এবং পাত্রাভাবে তোমার অপত্য-স্নেহের উৎসও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এই চিন্তানলে তোমার প্রাণ দগ্ধ হইতেছে। ইহা প্রকৃত শোক নহে। ইহা তোমার জড়বুদ্ধি, স্বার্থ এবং অবিশ্বাসের দণ্ড।

শোকার্ত্তাজননী, তোমার প্রাণের ধনকে হারা-

ইয়া তোমার মনে যে কি ব্যথা হইয়াছে তাহা তোমার প্রিয়তম পতিও বুঝিতে পারিতেছেন না। নিশ্চয়ই শোকার্ত্ত পিতার চেয়েও শোকার্ত্তা মাতার ক্লেশ তীব্রতর। দুঃখিনী মা, তুমি আনন্দময়ীর কৃপা-বার্ত্তা শ্রবণ কর। তোমার সত্য মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তোমা অপেক্ষাও তোমার সন্তানকে অধিক স্নেহ করেন। তিনি তাঁহার অমরপুর অনন্তধামে তোমার প্রাণের ধনকে স্বর্গের শিশুগণের সঙ্গে বড় সুখে রাখিয়াছেন। যখন তুমি সশরীরে কিংবা শরীররূপ বস্ত্র ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবে, তোমার হৃদয়ের ধনের চিন্ময় মুখের হাসি দেখিয়া তোমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিবে।

পতিপ্রাণা শোকার্ত্তা সতী, তোমার শোকের তুলনা নাই। শোকার্ত্ত পিতা, কিংবা শোকার্ত্তা মাতা অন্য সন্তানকে অপত্যস্নেহ দান করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে শোক-জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারেন; কিন্তু তোমার যে প্রিয়তম চিরকালের জন্য ভবধাম ছাড়িয়াছেন, তাঁহার স্থলে তোমার আর কাহাকেও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সতীর পক্ষে দ্বিতীয়পতি অসম্ভব, পুরাকালে পতির সঙ্গে সতীর সহমরণ বিধি ছিল, কিন্তু তুমি যে দয়াময়ী মহারাণীর রাজ্যে বাস করিতেছ তাহাতে সেই প্রথা রহিত হইয়াছে। পতির চিতানলে তোমার শরীর দগ্ধ করিতে সুবিধা পাইলে না, কিন্তু তাঁহার বিয়োগাগ্নিতে তোমার মন সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছে। সাবধান এই স্বর্গীয় অগ্নিকে কদাপি শীতল হইতে দিও না। ইহা পতিপ্রেমানল। এই প্রেমানলে জ্বলিয়া তুমি তেজোময়ী হইয়া বিশুদ্ধ নয়নে কেবল তোমার পরলোকগত পতির অশরীরী আত্মাকে দেখিতে পাইবে তাহা নহে, কিন্তু উজ্জ্বলতর রূপে পতির পতি সেই পরম পতি নির্ব্বিকার সত্য শিব সুন্দর হরিকে দেখিতে পাইবে।

শোকার্ত্ত সন্তানগণ, পিতাকে হারাইয়া তোমরা পিতৃহীন, হইয়াছ। পিতার মত তোমাদিগকে কে আর ভাল বাসিবে? কিন্তু তোমরা অসহায় নিরাশ্রয় নহ। পিতার পিতা দিব্যপিতা স্বয়ং তোমাদের অভিভাবক। তিনি নিজে তোমাদের সকল ভার বহন করিতেছেন। তিনিই শোকার্ত্তদিগের আশা, ভরসা এবং সান্ত্বনা দাতা।

শোক কি? শোকের উদ্দেশ্য কি? অনেকেই এসকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না। কেহ স্বার্থ নাশ-জনিত দুঃখাগ্নিকেই শোকাগ্নি মনে করেন। তাঁহারা যখন এরূপ মনে করেন, আমাদের স্নেহের সন্তানটি বাঁচিয়া থাকিলে আমাদিগকে 'বাবা' 'মা' বলিয়া ডাকিলে আমাদের মনে কত সুখ হইত অথবা আমাদিগের পিতা মাতা সশরীরে জীবিত থাকিলে তাঁহাদিগের সুমধুর স্নেহে আমাদের কেমন আনন্দ বাড়িত, তখনই তাঁহাদের মনে হুহু করিয়া দুঃখানল জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু এই আত্মসুখের কামনার চরিতার্থতার অভাবে যে কষ্ট তাহা প্রকৃত শোক নহে। সন্তান, পিতা, মাতা, এবং পতি জীবিত থাকিয়াও পিতা মাতা সন্তান এবং সতীর মনে ক্লেশ দিতে পারেন, কিন্তু ক্লেশকে কেহ শোক বলে না। পৃথিবীতে বিচ্ছেদজাত ব্যথাও শোক নহে। বিবাহের পর কন্যা পিতা মাতাকে ছাড়িয়া পতির গৃহে চলিয়া যান, সেই বিচ্ছেদে যে পিতা মাতার প্রাণে গভীর বেদনা হয় তাহা শোক নহে। কিন্তু সেই বিবাহিতা কন্যা পতির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যদি পরলোকে গমন করেন, তখন পিতা মাতার মনে শোকের সঞ্চার হয়। এই শোকের অর্থ কি? কেহ কেহ ইহার এ প্রকার অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন কন্যা চিরকালও যদি পতির গৃহে থাকেন তথাপি কখনও কন্যাকে দর্শন, কন্যার সহিত কথোপকথন এবং স্নেহের বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু কন্যার দেহ-নাশের পর আর সেই সম্ভাবনা থাকে না; যাহারা কন্যার মৃণ্ময় দেহকেই কন্যা মনে করে, এবং চিন্ময় আত্মারূপী কন্যাকে বিশ্বাস নয়নে দেখিতে পায় না তাহাদিগের এরূপ ভ্রম এবং অযথা শোক জন্মিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। ঈদৃশ অনাত্মদর্শী মূঢ়লোক স্বকল্পিত শোকজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সুরাপান, নভেল্ পাঠ, তাস খেলা অথবা

অপর কোন নিকৃষ্ট উপায়ে শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করে তাহা অমূলক বোধ হয় না, কিন্তু যাঁহারা জানেন আত্মা অমর তাঁহারাও কেন সময় সময় শোকাগ্নি হইতে নিস্কৃতি পাইতে যত্ন করেন? অভিভাবক এবং কর্ত্তা স্বয়ং স্বর্গরাজ পরলোকগত আত্মার জন্য ইহলোকস্থ আত্মার অন্তরে পবিত্র শোকানল উদ্দীপন করেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, এই স্বর্গীয় অগ্নি দ্বারা শোকার্ত্তের স্বার্থ এবং সর্ব্ববিধ মালিন্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে, এবং শোকার্ত্ত সত্যই নির্ম্মলাত্মা হইয়া পরমাত্মা, স্বর্গ এবং পরলোকবাসী অমরাত্মাদিগকে অতি স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তুমি পূর্ব্ববারে বলিয়াছ, প্রেমপাত্রের সহিত কোন বিষয়ে অনৈক্য উপস্থিত হইলে, 'প্রেম দীর্ঘকাল সহ্য করে' এই নিয়মে স্থিরতা সহকারে অনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রীতি ও সম্ভ্রমবর্দ্ধক ভাবই নিরন্তর প্রকাশ পাইবে। এরূপ তুমি কিরূপে বলিতেছ? এমনও তো হইতে পারে যে, অনুসন্ধানে এমন কিছু চরিত্রের ভিতর হইতে বাহির হইতে পারে যাহাতে প্রীতি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি না হইয়া অপ্রীতি ও অসম্ভ্রমই উপস্থিত হয়। এস্থলে 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' এ নিয়মের স্বার্থকতা কি?

বিবেক। 'প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে' ইহার কত দূর বিস্তৃতি তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়াই এরূপ প্রশ্ন করিলে। যদি ইহার বিস্তৃতি বুঝিতে পারিতে তাহা হইলে তোমার প্রশ্ন করাই অসম্ভব হইত। 'দীর্ঘকাল' অবশ্য অনন্তকাল নয়, কিন্তু ইহার দীর্ঘতার পরিমাণ মানববুদ্ধির অগোচর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাল মন্দ উভয় সম্বন্ধেই প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করিবে, ইহাই নিয়ম। যদি প্রীতিপাত্রের মন্দ কিছু দেখিয়া প্রীতি অন্তর্হিত হয়, জানিও সে প্রীতি যথার্থ প্রীতি নয়। মানুষ ভাল ও মন্দ উভয়বিমিশ্র। ভাল নিত্যকাল স্থায়ী, মন্দ অস্থায়ী। যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ীর ন্যায় মানে করিয়া প্রীতিপাত্রকে প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিলে, এই দেখায় যে, যে ব্যক্তি প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহার মিথ্যাদৃষ্টি এখনও যায় নাই, অসত্যেতে বদ্ধ। সে ব্যক্তি দীর্ঘকাল সহ্য করিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? যে প্রীতি সত্যদৃষ্টি অর্পণ করে না, সে প্রীতি প্রীতি নহে, উহা পার্থিব মায়ামাত্র। যাহা কিছু দোষ দুর্ব্বলতা তৎপ্রতি দৃষ্টি স্থির না করিয়া প্রীতিপাত্রের মধ্যে যে সকল স্থায়ী ভাব আছে প্রীতিমান্ ব্যক্তি তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, এ জন্যই আমি আরবার বলিয়াছি চরিত্রের ভিতরকার ভাল ভাব অধিকার করিয়া প্রীতিকারী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রীতিপাত্রের প্রতি প্রীতিমান্ ও সম্ভ্রমশালী হয়। অস্থায়ী দোষ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার নয়নে যে ব্যক্তি দেখিতে পারে না, তাহাতে প্রীতি কোথায়?

বুদ্ধি। তুমি আর বার যাহা বলিয়াছিলে তাহাতে যেন প্রীতিপাত্রের মধ্যে মন্দ কিছুই নাই, সবই ভাল, এইরূপ বুঝায় বলিয়া তোমায় আমি ওরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। আচ্ছা বল দেখি, দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও না দেখা বা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, ইহা কি প্রীতির বিপরীত ব্যবহার নহে। রোগ দেখিয়া যে চক্ষু মুদিয়া থাকে, কিছু করে না, তাহাতে কি বাস্তবিক প্রীতি আছে?

বিবেক। আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলে না তাই ওরূপ বলিলে। আমি বলিলাম প্রীতিমান্ ব্যক্তি দোষ দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখে না, সে সকলকে সে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, ইহার অর্থ এই যে, দোষদর্শী চক্ষু দোষ দেখিতে দেখিতে প্রথমতঃ বীতরাগ তৎপর ঘৃণায় পূর্ণ হয়। প্রীতিমান্ ব্যক্তি সেরূপ নহে। সে নিয়ত প্রীতিপাত্রের ভাল দিকের উপরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকে, তাই তাহাতে তৎপ্রতিদিন দিন প্রীতিই বাড়ে, সম্ভ্রমই বাড়ে। তুমি যে বলিলে, প্রীতিপাত্রের দোষ দুর্ব্বলতা রোগসদৃশ, তৎপ্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকা তৎপ্রতি প্রীতি নহে, একথা তুমি না বুঝিয়া বলিলে। ঈশ্বর জীবের দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও নিয়ত তাহাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। এ ক্ষমার অর্থ দোষসত্ত্বেও তৎপ্রতি তিনি প্রীতিবর্ষণ করেন, এবং প্রীতিই তাহার দোষাপনয়নের হেতু হয়। প্রীতিমান্ ব্যক্তি সম্বন্ধেও এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। সে দোষ দেখিয়াও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে প্রীতিদান করিতে থাকে। ইহার চরম ফল এই হয় যে, প্রীতিপাত্র আর দোষ দুর্ব্বলতায় বহুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। আমি যাহা বলিলাম, মনে হয়, তাহাতে তোমার ভ্রম নিরসন হইবে, তবে আজ এই পর্য্যন্ত।

ব্রহ্মগীতোপনিষৎ *।

উপনয়ন।

বৃহস্পতিবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক।

তোমরা দুই জন সংযমকাল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শিক্ষার অবস্থাতে পদার্পণ করিতেছ। ৩৬৫ তিন শত পয়ষট্টি দিন গাম্ভীর্য্য,

* কুটীরের উপদেশ গুলি যখন ধর্ম্মতত্ত্বে প্রথমতঃ মুদ্রিত হয় তৎকালে এই উপদেশটি হস্তগত না হওয়াতে মুদ্রিত হয় না। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ নামে ঐ উপদেশ গুলি মুদ্রিত হইবার সময়ে এ উপদেশটি ধর্ম্মতত্ত্বে না থাকাতে এরূপ উপদেশ যে হইয়াছিল, তাহারও অনুসন্ধান হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ড্রয়ারের পুরাতন কাগজ পত্র গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর হস্ত লিখিত এই উপদেশ বর্ত্তমান কীটদষ্টাবস্থায় পাওয়া যায়। এরূপ খণ্ডিতাবস্থায় উপদেশটি মুদ্রিত করিয়া কি ফল এই ভাবিয়া এটি ধর্ম্মতত্ত্বে এত দিন মুদ্রিত করা হয় নাই।

নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে ছাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা করিবে। এই এক বৎসর তোমাদের পরীক্ষা করিবে। এই এক বৎসর তোমাদের পরীক্ষার অবস্থা। এক বৎসরের পর ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, তোমাদের বন্ধুগণ প্রসন্ন হইলে তোমরা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে অনুমতি পাইবে, অন্যথা পাইবে না। যে সকল সত্য শিক্ষা করিবে বুদ্ধিতে হৃদয়ে এবং জীবনে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিবে। গোপনীয় ভাব সকল গাম্ভীর্য্যবিহীন হইয়া প্রকাশ করিবে না তাহা হইতে ... ত অ ... হইবে। যত্নের সহিত সাধন করিয়া যত ... ... ধন্যবাদ করিবে। ঈশ্বরের আদেশ হই ... ... অন্যান্য লোকের নিকট প্রচার করিবে ... ...

বিজয় কৃষ্ণ! ভক্তির ... ...

... সমুদয় মনে রাখিবে। মধুরতা, শান্তি ... ...

... সকল ভাব নাই ... ...

... ততদিন ভক্ত ... ...

... হিত করিয়া ফেলি ... ...

... হইবে এই ... ...

... তাঁহার নাম ... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

যোগ শিক্ষা কঠিন শিক্ষা, কঠোর সংযম সাপেক্ষ। পৃথিবী হইতে উপরে উঠিতে হইবে। উদাসীন হইতে হইবে। শারীরিক নিঃশ্বাস অবরোধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন করিবে না। ব্রহ্মসাগরে আপনাকে নিক্ষেপ করিবে তিনি যাহা করেন তাহাই করিবে। বিষয়কামনা দূর করিবে ঈশ্বর হইতে সকল প্রকার স্বাতন্ত্র্য এবং বিচ্ছেদ বিনাশ করিবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, এই একতাই যোগ।

দর্শন যোগ সাধন করিবে। ঈশ্বরকে কল্পনাশূন্য হইয়া পরিষ্কাররূপে দেখিবে, ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে কোন মেঘ থাকিবে না। এক বৎসর পর তাঁহাকে আরও উজ্জ্বলতর ভাবে দেখিবে। চক্ষুর দর্শন হইল, কর্ণের কি করিবে? কর্ণের দ্বারা ঈশ্বরের আদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবে। শ্রবণযোগ সাধন করিবে। তাঁহার কথা মনের ভিতর আসিবে, ক্রমাগত যতই তাঁহার কথা শুনিবে ততই তাঁহার অভিপ্রায় সকল স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারিবে, ক্রমে হৃদয়কে জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিবে। স্পর্শযোগ সাধন করিবে, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, আত্মা শুদ্ধ হইবে। সমস্ত জীবনের মধ্যে যদি একবার ব্রহ্মস্পর্শ হয় তজ্জন্য বিশেষরূপে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবে; কিন্তু বারংবার সেই স্পর্শলাভ করিবার সাধন করিবে।

প্রাণযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চক্ষু দেখিতে লাগিল তাঁহার রূপ, কর্ণ শুনিতে লাগিল তাঁহার কথা, আত্মা স্পর্শ করিতে লাগিল তাঁহার সত্তা, প্রাণ তাঁহার সঙ্গে একেবারে নিগূঢ়রূপে সম্বদ্ধ ... তাঁহার সঙ্গে বিরোধ রহিল না, এই যে ... হার বস্থ হউক। ইহা পালন করিব ... ... যে প্রণালীসম্পর্কে দিবসের সাধ ... ...

... কিয়া যোগ রক্ষা হয় কিরূপ ... ...

... সত্তা উপলব্ধি ... ...

... উপলব্ধি করিবে ... ...

... সাধন ক ... ...

... ... করিবার জন্য ... ...

... ঈশ্বরের ... ...

... ...

মার্জ্জিত করিতে গিয়া অহঙ্কারসাগরে অনেক মানুষ জীবনতরীকে ডুবাইয়াছে। তুমি এই দুই জনের মধ্যস্থান পাইলে। ভক্তিভাব এবং যোগভাব দুইয়েরই জ্ঞান তুমি লাভ করিবে। বিনয়ের সহিত নম্রভাবে, উদ্ধত ভাবে নহে, সকল বিষয় তোমাকে জানিতে হইবে। ভক্তিকাণ্ড, যোগকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, সকলই তোমাকে অবগত হইতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের সমুদায় অনুষ্ঠানের বিধির তুমি সংরক্ষক হইলে। যত বিষয় জানা উচিত, কি পুরুষদিগের সম্পর্কে, কি স্ত্রীদিগের সম্পর্কে, কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী, কি বালক, কি বৃদ্ধদিগের সম্পর্কে এ সমুদয় বিধি তোমার জানা আবশ্যক। এ সমুদয় জ্ঞানের ফল যাহাতে আপনার জীবনে ফলিত হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। জ্ঞান হৃদয়কে মরুভূমি করিবে না ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান কি, যথার্থ দর্শনশাস্ত্র কি দেখাইবে। দেখাইলে তোমার এবং সকলের কল্যাণ হইবে। এই ত্রিবিধ শিক্ষা তোমরা গ্রহণ করিবে।

একটী সাধারণ ভূমি, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পরদ্বেষ, অপ্রেম, পরাজয় করিবার জন্য অনেক দিন লাগিবে, তোমরা এই বিষয়ে না বলিবে না। তোমরা রাগ করিতে পারিবে না, তোমরা পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইতে পারিবে না, লোভী অহঙ্কারী, ঘোর বিষয়ী হইতে পারিবে না। নীচ হইয়া কীটের ন্যায়

ভাই উনানাথ গুপ্ত এতদবস্থায় উপদেশটি মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করাতে এবার উহা ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত করা গেল।

লোভী অহঙ্কারী হইতে পারিবে না। উপযুক্তরূপে শিক্ষা এবং সাধন না করিলে কোন পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব শিখিবে তেমি নীতিতত্ত্ব শিখিবে। একটী বৎসর কখন কি সাধন করিবে স্থির করিয়া লও। ক্ষমাশীল হইবে, অত্যন্ত প্রেমিক হইবে, একটি একটি রিপু পরাজয় করিবে। তোমাদের পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইল। তোমাদের চারিদিকের ভাই ভগ্নীগণ। এক বৎসরান্তে যখন ইহাঁরা প্রশংসাপাত্র বলিবেন তখন তোমরা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে। অতএব এই কয় জনের সঙ্গে পরীক্ষিত পরীক্ষকের সম্পর্ক রাখিবে। ইহাঁদের প্রীতিভাজন না হইলে, ইহাঁদের প্রসন্নতা বিনা তোমাদের নিস্তারের উপায় নাই।

এক বৎসর শিক্ষিত, ... যুক্ত হও, দীক্ষিত

হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট যা ... ... নয়ন হইল।

দীন দয়াল জগতের গুরু ... ... লাগিলেন।

হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে স্পর্শ ... তাঁহার

... উৎসর্গ করিলেন। ঈপ্ ... ...

... দের নৌকা বন্ধন মু ... উ অনেক ই।

... ঈশ্বর সহায়, ...

... র ধন স ... ... হইল।

... কিছু ম ... ... দিয়া

... হস্তে সম ... ...

ভ্রমণ ও প্রচারবৃত্তান্ত।

পূর্ব্ববঙ্গ।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

ভগিনী ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ ও আহ্বানে এবং সংবৎসরান্তে মাতৃদেবীর সমাধি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে আমি বগুড়া হইতে ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে নিজালয়ে যাত্রা করিয়াছিলাম। পথে অনেক স্থানে জাহাজ ও রেলগাড়ীর পরিবর্ত্তন, নামা উঠা এবং রাত্রিজাগরণ করিয়া ৯ই মঙ্গলবার অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে বাষ্পীয় পোত হইতে অবতরণ করি, এবং তথায় একজন বন্ধুর আলয়ে আহার করিয়া সন্ধ্যার পর একটি ক্ষুদ্র নৌকাযোগে পাঁচদোনার পাঁচ মাইল অন্তর ডাঙ্গাভিমুখে রওয়ানা হই। পর দিন বুধবার প্রত্যূষে নৌকা ডাঙ্গার ঘাটে সংলগ্ন হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে পাল্কীতে আরোহণ করি না, পাঁচ মাইল পথ পদব্রজে অবিশ্রামে চলিয়া যাই। নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার ঘাটে আমার উদ্দেশ্যে লোক গিয়াছিল, লোক সঙ্গে করিয়া বেলা ৮টার সময় বাড়ীতে উপস্থিত হই। বৎসরান্তে আমাকে পাইয়া দিদীর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। এবৎসর এদেশে আম একেবারে হয় নাই বলিলেই হয়. কোন বালক বালিকা একটি আম হাতে করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি বগুড়া হইতে ২। ৩ শত আম সঙ্গে আনিয়াছিলাম। দিদী ২। ৪টি করিয়া সেই আম ঘরে ঘরে গ্রামান্তরে কুটুম্বালয়ে আত্মীয়দের সহিত বিতরণ করেন। নাপিত ধোপা দুঃখী দরিদ্র প্রায় কেহই বঞ্চিত হয় নাই। আম পাইয়া বালকদিগের তো আনন্দের কথাই নাই, বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত আনন্দিত। একটি আম ২। ৩ জন লোকে ভাগ করিয়া খাইয়াছে। সপ্তাহকাল মাতৃদেবীর পবিত্র সমাধির পার্শ্বস্থ উপাসনাকুটীরে প্রাতঃসন্ধ্যা নির্জ্জন সাধন হইয়াছিল। দিদীর ৭৫। ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম, দেহ কঙ্কালাবশেষ। এই অবস্থায়ও তিনি রন্ধনপূর্ব্বক পরিবেশন করিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন। আমি তাঁহাকে উপরের ঘর হইতে নীচে, নীচু হইতে উপরে পুনঃ পুনঃ নামিতে উঠিতে এবং সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি কর্ম্মশূন্য অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে একেবারে অক্ষম। আমার জন্য স্বহস্তে সর ভাজিয়াছেন, ক্ষীর ও মোয়ামিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাপি বলিয়াছেন, "আমি তোমার সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না।" তাঁহার পরিশ্রম ও ক্লেশ দেখিয়া আমার মনে ক্লেশ হইয়াছে এবং বাড়ী হইতে শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছা হইয়াছে। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে পূর্ব্বোক্ত পথে নারায়ণগঞ্জাভিমুখে যাত্রা করি তথায় পঁহুছিয়া সেই দিনই ঢাকায় যাইবার সঙ্কল্প ছিল। ভগিনীঠাকুরাণী স্নেহভরে সজলনয়নে বিদায় দান করেন। বেলা ২টার সময় ডাঙ্গার ঘাটে যাইয়া বৈঠকখানাতলে বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নারায়ণগঞ্জে গমনের জাহাজের প্রতীক্ষা করি। বেলা চারিটার সময় লক্ষ্যা নদীতে গণেশ নামক ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করা যায়। সেই দিন উক্ত ষ্টীমারে অতিশয় জনতা হইয়াছিল। বেলা ছয়টার সময় ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হয়। বস্ত্র ও শয্যাদি ভিজিয়া যাইবার আশঙ্কায় সে সকল জাহাজের নিম্নতলস্থ একটি কুঠরীতে রাখিয়া দিলাম। ঝড়ের সময় জাহাজে পর্দা ফেলিবার সাধ্য ছিল না। গণেশে প্রথম শ্রেণীর একটি সামান্য কামরা মাত্র আছে, দ্বিতীয় শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণী নাই, জাহাজ আগা গোড়ায় কেবল তৃতীয় শ্রেণী। ঝড়ে পড়িয়া সমুদায় আরোহীর ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল। নিবিড়তর জলদজালে গগনমণ্ডলসমাচ্ছন্ন প্রখর বিদ্যুজ্জ্যোতি মুহুর্মুহুঃ আমাদের নেত্রকে বিদ্ধ, বজ্রের ভীমনির্ঘোষ কর্ণযুগলকে বধির করিতেছিল। যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যাও মহা আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, সমুজ্জ্বলিত শুভ্র ফেণপুঞ্জসমন্বিত তরঙ্গরূপ মুখব্যাদান করিয়া প্রকুপিত বিকটভাবে গণেশকে গ্রাস করিতে এক এক বার সমুদ্যত হইয়াছিল। জাহাজ রক্ষা পায় কি না এক এক সময় এ বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল। ক্রমে ঘন অন্ধকারাবরণে আবৃতা রজনী সমুপস্থিত, জাহাজের আলোকও নির্ব্বাপিত, আরোহিগণ পরস্পর কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি। আরোহীদিগের মধ্যে কেবল হৈ চৈ শব্দ। এই সময়ে ইষ্টদেবতা সহজে স্মৃতিপথে উদিত হইতেছিলেন। শীতের আক্রমণ হইতে কিছুতেই আমি

রক্ষা পাইতেছিলাম না। আমি এক প্রকার আদুল গায়ে ছিলাম। ২। ৫দিন পূর্ব্বে বাড়ীতে একদিন আছাড় খাইয়া বুকে ব্যথা পাইয়াছিলাম। প্রবল শীতল প্রভঞ্জনের আঘাতে সেই বেদনার বৃদ্ধি হইল। বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থায় যে সময় জাহাজ নারায়ণগঞ্জের ঘাটে পঁহুছে তাহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে উক্ত বন্দরের ঘাটে জাহাজ সংলগ্ন হইল। ঈশ্বরকৃপায় সকল রক্ষা পাইল। নারায়ণগঞ্জের অদূরে অন্ধকারে জাহাজের ধাক্কায় একটি নৌকা জলমগ্ন বা জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নৌকাস্থিত তিন জন লোক পাওয়া যায় না বলিয়া গোলযোগ উঠিয়াছিল। ইহার পরেই ঝটিকার নিবৃত্তি হয়। মহাকষ্টে জাহাজ হইতে নামিয়া নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। জাহাজ ঘাটে পঁহুছিবার পূর্ব্বে রাত্রি ৭টার পর গাড়ী ঢাকার চলিয়া গিয়াছিল, ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকা গমনের আর এক ট্রেন আছে, তদ্ভিন্ন আর ট্রেন নাই। সেই ট্রেণে যাওয়া বড় অসুবিধা ভাবিয়া রাত্রি ৯টার পর একজন মুটে সঙ্গে করিয়া নারায়ণগঞ্জের সাহিন্ মেডিকালহলে ডাক্তার অভয়াচরণ দাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। জর হইবে আশঙ্কায় একডোজ কুইনাইন মিকশ্চর খাইলাম। আহারান্তে নিদ্রায় নিশাযাপন করা গেল। প্রাতঃকালের ট্রেণে ঢাকায় যাইয়া ওয়ারিতে জামাতা শ্রীমান্ শশিভূষণ দত্তের গৃহে উপস্থিত হই। তখনই জর হইল, সে দিন আর অন্ন পথ্য হইল না।

পরদিন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ অন্নপথ্য করিয়া অপরাহ্নে ৫টার ট্রেণে শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কাওরাদি ষ্টেশনে তাঁহার কাছারি বাড়ীতে আসিয়া স্থিতি করি। ২০শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে গুপ্তমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কাওরাদি ব্রহ্মমন্দিরে নির্জ্জনে উপাসনা করিয়া তৎপর আহারান্তে ২টার ট্রেণে ময়মনসিংহে যাত্রা করি। কাওরাদিতে গুপ্ত মহাশয়ের কাছারী বাড়ীর আটচালায় গুপ্ত মহাশয়ের নিজের ও তাঁহার আত্মীয়গণের অয়েল-পেইন্টিং ব্রোমাইট ও ফটোগ্রাফের ছবি সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বহুদূরের পল্লীসকল হইতে নর নারী দলে দলে তাহা দেখিতে আইসে, এবং ঢিপ ঢিপ করিয়া ছবিগুলিকে নমস্কার করে। তাহারা ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সেই ঘরকে তাহারা কাওরাইদ শহরের রঙ্গমহল বলে। সেই দিনও প্রায় একদিনের পথ হইতে কয়েকটি লোক রঙ্গমহল দেখিতে আসিয়াছিল। একবার অনেক ক্ষণ দেখিয়া গিয়া আবার দেখিতে আসিয়াছিল। বলিল, "এক দৃষ্টিতে দেখিতে ইচ্ছা হয়, এখান হইতে যাইতে মন চাহে না। গুপ্তমহাশয় তাজমহলের একটি প্রতিকৃতি সেই ঘরে রাখিয়াছেন, মোসলমানেরা তাহা দেখিয়া সেলাম করে আর বলে "কর্ত্তা হিন্দুর দেবতা ও মোসলমানের দেবতা সকলই রাখিয়াছেন। এখানে প্রথম রেল চলিলে দেবতা যায় বলিয়া মেয়েরা হুলুধ্বনি করিয়াছিল।

৪টার পর ময়মনসিংহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি ডিষ্ট্রিক্ট জজ এ সি সেনের নির্দেশমতে প্রিয় ভ্রাতা চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার এবং উক্ত জজ সাহেবের চাপরাশি আমার প্রতীক্ষায় প্লাটফরমে দণ্ডায়মান। আমি জজ সাহেবের আলয়ে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক স্থিতি করি। পরদিন ২১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার উক্ত সেন মহাশয়ের কুঠীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। জজ সেন মহাশয় উপাসনাশীল ধর্ম্মানুরাগী অতি বিনীত চরিত্রবান্ লোক। তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে সর্ব্বদা উৎসাহী। সন্ধ্যার পর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। আমিত্ব ত্যাগ ও তুমিত্ব স্থাপন বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং ১৪।১৫ জন অপর বন্ধু উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। পরদিন ২২ শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে বিধানাশ্রমে উপাসনা করিয়া ৭টার ট্রেণে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীমান চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারকে সঙ্গে করিয়া জামালপুর অভিমুখে যাত্রা করা যায়। জামালপুর হইতে শেরপুর ন্যূনাধিক ৮ মাইল দূরে। সেপর্য্যন্ত ট্রেণের গতিবিধি নাই। শেরপুরে যাওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তত্রত্য নয়আনির ভূম্যধিকারী নব যুবক শ্রীমান্ চারুচন্দ্র চৌধুরী জামালপুর ষ্টেশন হইতে আমার তথায় যাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন, আমাকে এরূপ লিখিয়াছিলেন। আমি সোমবার পূর্ব্বাহ্ণের ট্রেনে জামালপুরে পহুঁছিব, পূর্ব্বেই তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। সাড়ে নয়টার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি গাড়ী বা পাল্কী কিংবা হস্তী কিছুই শেরপুর হইতে প্রেরিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে জামালপুরস্থ গৌরীপুরের কাছারীর নায়েব শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন মহাশয় আমরা তথায় যাইতেছি এরূপ পত্র এক জন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার একজন আত্মীয়কে আমাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে এক মাইল অন্তর উক্ত কাচারী বাড়ীতে উপস্থিত হই, এবং নায়েব বাবুর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করি। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত শেরপুরের কোন লোক উপস্থিত না দেখিয়া চারুচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করা যায়, পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা পর্য্যন্ত টেলিগ্রামেরও কোন উত্তর না পাইয়া আমরা পূর্ব্বাহ্ণের ট্রেণে ময়মনসিংহে প্রত্যাগমন করি। জামালপুর ময়মনসিংহ জিলার একটি সবডিভিজন। সেখানে বক্তৃতাদির কোন সুবিধা হইয়া উঠিল না। কাচারী বাড়ীতে রাত্রিতে ২।১টি সঙ্গীত হইল, মঙ্গলবার প্রাতঃকালে গগনবাবুর অনুরোধমতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়াছিল। ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিয়া বুধবার দিন চারুচন্দ্রের ক্রমে দুই টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদের শেরপুরে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লোকের দোষে কিরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছিল। পুনর্ব্বার তিনি যাওয়ার জন্য টেলিগ্রামে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার আর সুবিধা হইয়া উঠিল না। বুধবার রাত্রিতেই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি। সেই দিন প্রাতঃকালে বিধানাশ্রমে পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। কয়েকজন বন্ধু তাহাতে যোগ-

দান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর অনেক বন্ধু বিধানাশ্রমে সম্মিলিত হন, সঙ্গীত, প্রার্থনা ও ময়মনসিংহ নববিধানমণ্ডলীসম্বন্ধে কিছু কিছু প্রসঙ্গ হইয়াছিল।

ময়মনসিংহে বহু কৃতবিদ্য স্থিতি করেন। এখানে গ্রাজুয়েট আমলা উকিল ইত্যাদি শতাধিক, কিন্তু প্রায় সকলেই নিস্তেজ ও নির্জ্জীব, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কোন সদালোচনা ও সদনুষ্ঠান নাই। এখানে বক্তৃতাদিতে উপযুক্ত শ্রোতা হয় নাই। কিয়দ্দিন হইল এখানকার টাউনহলে ইয়ুনিটেরিয়ান প্রচারক প্রসিদ্ধ বক্তা ক্রেজার উয়িলিয়ম সাহেব ক্রমে চারিদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য ২৫। ৩০ জনের অধিক শ্রোতা হইত না। একদিন মাত্র প্রায় ৫০ জন হইয়াছিল। এক্ষণ স্কুল পাঠশালা বন্ধ। এই সময়ে বক্তৃতাদিতে লোকজন কিছুই হইবে না বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকা গিয়াছে।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহে আমি জিলা স্কুলের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলাম। আমার সময়ে অনেক ছাত্র এক্ষণ প্রধান আদালতের ওকালতী ইত্যাদিতে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত। তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ হইল, অনেকে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ আদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন।

ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করার ৬ দিন পর গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে স্বর্গগত কালীকুমার বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত বাথিল গ্রামে তাঁহার আলয়ে যাত্রা করি। ট্রেণে প্রাতঃকালে গোয়ালন্দে পহুছিয়া রিভার ষ্টীমনেভিগেশন কোম্পানির বৃহৎ বাষ্পীয় পোতারোহণে যমুনানদীর স্রোত অতিক্রম করিয়া পোড়াবাড়ী ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করা যায়। যাত্রার ৩। ৪ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত ও পুনঃ পুনঃ মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। যমুনা অতি বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর নদী। যমুনা ব্রহ্মপুত্রেরই নামান্তর ও রূপান্তরমাত্র। যমুনার উত্তাল-তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছিল। অপরাহ্নে পোড়া বাড়ীতে পহুছান যায়, সেখান হইতে ৫ মাইল দূরে বাথিল গ্রাম। স্বর্গগত কালীকুমার বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস বসু মহাশয় তথায় পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন। পোড়াবাড়া হইতে বেহারাগণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাল্কী সহ বাথিলে পহুছিয়াছিল। পথে পারের নৌকাযোগে একটী নদী পার হইতে হইয়াছিল। পরদিন ২রা আষাঢ় শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই দিন ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং তথাকার সঙ্গীতপ্রচারক শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায়ের আসিবার কথা ছিল। কোন বিঘ্ন হওয়াতে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আসিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রতীক্ষায় বেলা ১১টার পর কার্য্য আরম্ভ করা যায়। উপাসনার পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে শ্রীমান্ দুর্গানাথ উপস্থিত হন। তিনি এলাসিন হইতে ১২ মাইল পথ পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছিলেন। অশ্বারোহণে তাঁহার আসিবার কথা ছিল। দুর্গাদাস বাবুর প্রেরিত অশ্ব তিনি ষ্টেশনে না পাইয়া পদব্রজে চলিয়া আইসেন। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ায় তিনি ২টী সঙ্গীত করিতে অবকাশ পাইয়াছিলেন। বাথিল হইতে ৪ মাইল দূরে টাঙ্গাইল সব্‌ডিভিজন, তথাকার নববিধান সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ এবং গোপালচন্দ্র বসু, এবং ৭ মাইল অন্তর বড় বাসালিয়া গ্রাম হইতে ৭৪ বৎসরবয়স্ক কুব্জপৃষ্ঠ সিতশ্মশ্রু শুভ্রমস্তক স্খলিতদশন উৎসাহ উদ্যমে নবযুবক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাগচি মহাশয় পদব্রজে আসিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনী সম্পাদক ও সিটিকলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মিত্রের জন্মস্থান বাথিল, তিনি সস্ত্রীক ও তাঁহার বন্ধু টাঙ্গাইল স্কুল সবইনিস্পেক্টর মথুরবাবু উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গগত কালীকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয়ভূষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার তিন অনুজ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। অতি গম্ভীর ভাবে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। অপরাহ্নে সকলে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়, শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য বিনয়ভূষণের লিখিত তাঁহার পিতার অপূর্ব্ব জীবনচরিত পড়া হইয়াছিল। ৩রা রবিবার পারিবারিক উপাসনান্তে টাঙ্গাইলের বন্ধুদিগের আগ্রহ ও অনুরোধমতে তথায় যাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের দিন পূর্ব্বাহ্ণে স্বর্গগত বসু মহাশয়ের দেহভস্ম যথাবিধি তাঁহার বহিঃপ্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সমাহিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ স্বর্গগতা সুকুমারী দেবীর দেহভস্ম উহার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

৩রা আষাঢ় রবিবার টাঙ্গাইল নববিধান সমাজগৃহে আমি সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করি। পরলোকবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অনেকগুলি স্থানীয় বন্ধু ও প্রথম মুনসেফ প্রভৃতি সেই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ৪টা আষাঢ় প্রাতে তত্রত্য নববিধানবাদী প্রিয়ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের আবাসে আনন্দকুটীর নামক তাঁহার উপাসনাকুটীরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দুসমাজের অনেক বন্ধুও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক মন্দিরবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সেই দিন সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে উপাসনা হয়। শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রীতিবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। আমি ৭ দিনের রিটরন টিকিট করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলাম। সেই টিকিটে যাইতে হইলে ৫ই মঙ্গলবার টাঙ্গাইল হইতে আমাকে যাত্রা করিতে হয়। কিন্তু টাঙ্গাইলের অনতিদূরস্থ কলম-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্ম যুবক শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে সস্ত্রীক দীক্ষিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে, এবং তথাকার বিধানবিশ্বাসী বন্ধু-দিগের অনুরোধমতে দীক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদানে প্রস্তুত করার জন্য আমি আরও তিন দিন টাঙ্গাইলে থাকিতে বাধ্য হইলাম।

সোমবার অপরাহ্নে রমেশ হল নামক টাউন হলে একটি বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্ট হইল। টাঙ্গাইলের অষ্ট্রেলিয়া মিশনের খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ

কর্ত্তৃক আহূত ৬। ৭ জন গারো মিলিয়া মৃদঙ্গ করতাল সহ ২। ৩টি বাঙ্গালা সঙ্কীর্ত্তন করিল। পরে তাঁহাদের মধ্য হইতে এক জন বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করিল। গারো জাতির ইতিহাস বক্তৃতার বিষয় ছিল। উচ্চারণগত কিছু কিছু দোষ হইলেও সেই ব্যক্তি বাঙ্গালি বক্তার ন্যায় সুপ্রণালীতে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিল। তাহার বক্তৃতায় জানা গেল গোওয়ালপাড়া ও তুরাহিলে এপর্য্যন্ত ৩ হাজার ঘোরতর অসভ্য গারো, এবং ময়মনসিংহের গারো-পর্ব্বতসকলে ৫ শত গারো খ্রীষ্টধর্ম্মাশ্রিত হইয়া সভ্যতা ও সুনীতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বক্তা একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক ও স্কুল ইনস্পেক্টর, ৩০টি গারো পাঠশালা তাঁহারা তত্ত্বাবধানাধীনে আছে। গারো জাতি মাচ্ছকচ্ছ প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে ১২। ১৪ প্রকার ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। বক্তৃতার পর গারো ভাষায় একটী সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় ধন্য।

৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদারের আবাসে আশাকুটীর নামক উপাসনাকুটীরে উপাসনা হইয়াছিল। মাধ্যাহ্নিক ভোজনও তাঁহার গৃহে হয়। সেই দিন অপরাহ্ণে ভ্রাতা রাধানাথ ঘোষের আলয়ে আনন্দকুটীরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপের নিম্নে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীমান্ দুর্গানাথ সঙ্কীর্ত্তনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনশি হেলালোদ্দিন নামক একজন ভক্তিমান্ উদারহৃদয় বৃদ্ধ মোসলমানের সঙ্কীর্ত্তনদলের সঙ্গে হরিনাম উচ্চারণ, নৃত্য ও কীর্ত্তনমত্ততা দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। ইহা আমাদের পক্ষে নূতন দৃশ্য হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মুনসেফ বাবু এবং বহু আমলা উকিল উক্ত কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। রাধানাথ বাবু উক্ত কুটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বহু বন্ধুবান্ধবকে লুচি মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়াছিলেন।

৬ই আষাঢ় বুধবার প্রাতে সমাজগৃহে শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে ও তাঁহার পত্নী নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়া নববিধানমণ্ডলীস্থ হন। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ও কতিপয় মহিলা তাহা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মহিমচন্দ্র সস্ত্রীক প্রকাশ্যে মণ্ডলীভুক্ত হইলেন দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস বসু আনন্দে পুলকিত হইয়া অতিশয় হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই অপরাহ্ণে রমেশহলে "ধর্ম্মবিধানবিষয়ে" বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা দেড়ঘণ্টা কালব্যাপিনী হয়। স্থানীয় মুনসেফদ্বয় ও অন্য অন্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন বাড়ী বাড়ী প্রীতিভোজনের ঘটায় আমাদিগকে বড়ই ব্যস্ত করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বাথিল হইতে দুর্গাদাস বাবু ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এই সকল ব্যাপার উপলক্ষে টাঙ্গাইলে আসিয়াছিলেন। ৭ই আষাঢ় প্রাতে আমি টাঙ্গাইল হইতে কলিকাতায় যাত্রা করি। পাল্কীযোগে ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া এবং পারের নৌকায় ২টী নদী পার হইয়া পোড়াবাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলাম। ৮ই শুক্রবার প্রত্যূষে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছি। শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় রবিবার পর্য্যন্ত টাঙ্গাইলে থাকিবেন।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঈশ্বরকৃপায় সুস্থশরীরে আমেরিকায় পঁহুছিয়াছেন। তিনি বোষ্টন নগরে ইয়ুনিটেরিয়ান্‌দিগের সাংবৎসরিক সভায় "নববিধান," এবং "ভারতের ধর্ম্ম" এই দুই বিষয়ে দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। আমেরিকায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। তিনি তথায় কিছুদিন কার্য্য করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরজেনরল লর্ড নর্থব্রূক সাহেব জুলাই মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি সেই সময় তথায় আসিলে এক বৃহৎ সভা হইতে পারিবে, এরূপ লিখিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় ফ্রান্স জর্ম্মাণি ইটালি প্রভৃতি স্থান হইয়া আগামী অক্টোবর বা নবেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইতে ইচ্ছা করেন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পূর্ণিয়া অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তিনি রামপুর হাট ও বহরমপুর হইয়া পূর্ণিয়ায় যাইবেন এরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

বিগত ১লা, ২রা ও ৩রা আষাঢ় খাটুরা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। ১লা আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণে উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক আমাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের বহির্ভবনে উপাধ্যায় "হিন্দুশাস্ত্রের মূল" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্থলে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২রা শনিবার প্রাতে উপাধ্যায় মন্দিরে উপাসনা করেন। ৩রা রবিবার প্রাতে বামোড়তীরস্থ বৃক্ষমণ্ডপে উপাসনাদি হয়; শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করিয়াছিলেন। পথে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে শাস্ত্রপাঠ আলোচনা ও উপাসনা হয়।

গীতাসমন্বয়ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ-মুদ্রাঙ্কন শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পূর্ণ গ্রন্থ গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রেরিত।

সর্ব্বসম্মতি সহব্যবস্থানের মূলতত্ত্ব হইতে পারে কি না?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখন দেখা যাউক যীশুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সময় যাহারা সর্ব্বসম্মতিতে কার্য্য করিয়াছিল তাহারা সর্ব্বসম্মতিতে করিয়াছিল

কি না? অবশ্যই করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বসম্মতির দোষ কি? ভাল লোকেরা মতে মিলে কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্টলোকেরা কি মতে মিলিবে না? সমান স্বার্থ থাকিলে অবশ্যই মিলিবে। কিন্তু এ মিল সাময়িক। অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের বিরোধ হইয়া থাকে ও হইবে। বিনয়েন্দ্র বাবু নিজেই বলিয়াছেন যীশুর হত্যা-কার্য্যে অনুমোদনকারীরা তাঁহার জামা লইয়া বিবাদ বাধাইয়াছিল। সংসারী জীবের মিল ততক্ষণ যতক্ষণ স্বার্থ আছে আর ধার্ম্মিকের মিল ইহপরকাল স্থায়ী। তবে ধার্ম্মিকদের যে সকল সময়েই মিল হইবে এ কথা আমরা বলি না। অমিল হইলেও তাঁহাদের মিল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলে ইহাই যথেষ্ট। ধার্ম্মিক ব্যক্তি-দের সাময়িক অমিলে কাজের obstruction হইলেও তাহা বিধাতার অভিপ্রেত উপযুক্ত কালে obstruction চলিয়া যাইবে এবং কার্য্য অন্যান্য মণ্ডলীতে যত দ্রুতবেগে চলে তাহা অপেক্ষাও অধিক দ্রুতবেগে চলিবে। কেন না এ মণ্ডলীর নেতা ও চালক স্বয়ং ঈশ্বর এবং এ মণ্ডলীতে তাঁহারই গৌরববর্দ্ধনার্থ সমস্ত কার্য্য হয়।

এখন দেখা যাউক বিনয়েন্দ্র বাবু যে উদ্দেশ্যে বহুর মত অল্পের মতও সর্ব্বসম্মতির সামঞ্জস্য করিয়া একটি সহাবস্থান করিতে পরা-মর্শ দিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য সর্ব্বসম্মতি যাহার মূলভিত্তি সেই সমি-তির দ্বারা সাধিত হয় কি না।

১। তিনি মনে করেন, যে মণ্ডলীতে সর্ব্বসম্মতিতে কার্য্য হয় তাহাতে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির আলোক অনাদৃত হইবে। আমাদের বিশ্বাস অনাদৃত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই নবালোক প্রাপ্ত ব্যক্তির ভ্রাতারা তাঁহার নূতন আলোক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার আলোকের অনাদর করিবেন বা তাঁহাকে অসম্মান প্রদর্শন করি-বেন এ কিরূপে সিদ্ধ হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যিনি নূতন মত অবলম্বন করিতেন তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। ইহার কারণ এই যে যাহারা তাঁহার উপর অত্যাচার করিত তাহারা ঐ ব্যক্তিকে শয়তান বা ভূতগ্রস্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত। এখন বিজ্ঞানের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত, এখন মানুষ সেরূপ অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস করে না, কাজেই অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই। যদি কোন লোকের চরিত্রে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে তাঁহার নূতন মতের জন্য বর্ত্তমান কালে কেহই তাঁহাকে উৎপীড়ন করেন না। তবে নবালোক প্রাপ্ত ব্যক্তিরও একটা কর্ত্তব্য আছে। তিনি জোর করিয়া কাহাকেও তাঁহার নূতন আলোক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারেন না। প্রকৃত কথা এই তিনি ধার্ম্মিক হইলে এরূপ বলপ্রকাশ করা অধর্ম্ম মনে করেন। তিনি জানেন যে তাঁহার ভ্রাতাদিগের মানসক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে যদি তিনি জোর করিয়া বীজ নিক্ষেপ করেন ও আপনার মত চালাইতে চেষ্টা করেন কোন ফল হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার প্রত্যেক ভাই ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধী-নতার সদ্ব্যবহার করিয়া উক্ত আলোকগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন ও তাঁহার প্রতিবাদ করিবেন। এরূপ প্রতিবাদ যে অধর্ম্মসঙ্গত নয় তাহা কি আর বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন আছে। নূতন আলোক সদ্য সদ্য গৃহীত হইল না ইহা দোষের নয়। ভগ-বানের রাজ্যে সর্ব্বত্র এই নিয়ম যে, কোন নূতন সত্যের যথাযথ ভাবে গ্রহণ অনেক যুগে হয়। ক্রমবিকাশের নিয়ম সৃষ্টির সর্ব্ব-ত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কেহ কোন সত্য পাইয়া থাকেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হউন, গোপন করায় তাঁহার কোন অধিকার নাই। ভগবান্ আপনার কার্য্য আপনি করিবেন।

২য়। বিনয়েন্দ্র বাবু বলিয়াছেন এমন কতক গুলি বিষয় আছে যেখানে সর্ব্বসম্মতিতে কাজ হওয়া অপেক্ষা অল্পসংখ্যক উন্নত ব্যক্তির মতে কাজ হওয়াই উচিত। এরূপ স্থলে সর্ব্বসম্মতিতে গোলযোগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয় এই কথা গুলি লিখিবার সময় বিনয়েন্দ্র বাবুর মনে বর্ত্তমান শ্রীদরবারের গোলোযোগের কথা উঠিয়াছিল। তিনি যদিও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তথাপি তাঁহার লিখনভঙ্গীতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকিতে পারি না যে দরবারে এক্ষণে যেমন কাজের বাধা হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারিত না যদি মণ্ডলীর কার্য্যের ভার অল্প-সংখ্যক উন্নতমনা উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে থাকিত। আমরাও বিনয়েন্দ্রবাবুর ভাবে ভাবুক হইয়া বলি বর্ত্তমান দরবারের পরিবর্ত্তে এরূপ একটী কমিটী দ্বারাই কাজ ভাল চলে। শ্রীদরবারে এক্ষণে বিভিন্ন পন্থাবলম্বী লোক আছেন বলিয়াই এত গোলমাল ও সর্ব্বসম্মতি শীঘ্র পাওয়া যায় না। যাহাতে এইরূপ ভিন্ন পন্থা শ্রীদরবারে স্থান না পান বিনয়েন্দ্র বাবু ও তাঁহার বন্ধুরা এরূপ ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন মতের অমিল থাকিবে না ও থাকিলে তাহা তত মারাত্মক হইবে না।

৩য়। বিনয়েন্দ্রবাবু বলেন এমন কতকগুলি কাজ আছে যাহাতে অধিকাংশের মতে কার্য্য হওয়া উচিত। এ কিরূপ বিষয় তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, সুতরাং আমরাও তাহার মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

৪র্থ। তিনি বলিয়াছেন এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে সকলেরই মত থাকা দরকার, একজনের অমত হইলেও উহা হইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহা আমরাও স্বীকার করি, সুতরাং এখানে আমাদের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই, ঈশ্বর কি মহান্! তিনি জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে আমাদের অপেক্ষা কত উচ্চ! অজ্ঞানী, অপ্রেমিক, অপুণ্য-বান্ আমরা তাঁহার কি কাছে যাইতেও পারি? কিন্তু তাঁহার সহিত unanimously কি আমার কার্য্য করি না, না তাহা সম্ভব নয়? তাহা যখন সম্ভব তখন কেন এমন ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠিত হইবে না যেখানে সকলে ঈশ্বরের সহিত এক মত হইয়া কার্য্য করিবেনা সর্ব্বসম্মতির বাস্তবিক কোন অর্থ নাই তবে বিনয়েন্দ্রবাবু যে হিসাবে বলেন সে হিসাবে নয়। সংসারের ধন মান যশ উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব করিয়া তাঁহার সেবায় যাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়া-ছেন তাঁহারা সকলে যদি মিলিত উপাসনার পর কোন প্রত্যাদেশ, আলোক বা ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন ও সকলে তাহার সাহায্যে একমত হন তাহা হইলে তাঁহাদের এইরূপ ঐকমত্যকে কেহ সর্ব্বসম্মতি বলিতে চান বলুন তাঁহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই, কিন্তু আমরা বলি এই মতের প্রকৃত নাম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ! ধন্য সেই মণ্ডলী যাহা এইরূপ প্রত্যাদেশ দ্বারা চালিত হইতে ইচ্ছুক! ধন্য সেই বিধান যাহা এইরূপ মতের জননী! এবং ধন্য সেই বিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র যিনি এই মতের প্রচারকর্ত্তা!

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঘোষ।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, সোমবার, ১৮২২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে পিতঃ, তোমার সন্তান ঈশা সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ছিলেন; পরের বিষয় ভাবা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন ভাবনা ছিল না। তাঁহার সময়ের লোকে বলে, তাঁহার মুখে তাঁহারা কখন হাসি দেখে নাই। সে মূর্ত্তি দেখিতে মনের বাসনা হয়। তিনি সমস্ত ইস্রায়েল বংশের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমরা যদি একজনের জন্যও চিন্তা করিতে পারি, তরিয়া যাই। পরের ভাবনা ভাবিলে মনের ভিতরে যে একটা গাম্ভীর্য্য নিরন্তর থাকে, সে গাম্ভীর্য্য যোগের নিতান্ত অনুকূল। মন এ অবস্থায় লঘু হইতে পারে না। লঘুচিত্ততা চাঞ্চল্য বর্দ্ধক, সহজে বিষয়াকর্ষণে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ঈশার পরদুঃখকাতরতা এখনও আমাদের জন্মায় নাই। যদি একজনের বিষয় নিরন্তর ভাবিতে গিয়া মন সমুদায় দিন গাম্ভীর্য্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যে পরম লাভ। আগে আমরা ভাবিতাম, তোমা ছাড়া অন্যের বিষয় ভাবিতে গেলে আমাদের জনাসক্তি বাড়িবে, তাহাতে তোমা হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব। এখন দেখিতেছি, পরের বিষয় ভাবিলে মনে যে গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হয়, সেই গাম্ভীর্য্যমধ্যে নিয়ত তোমার অধিষ্ঠান মন প্রত্যক্ষ করিয়া নিরতিশয় কৃতার্থ হয়। হে দেবাদিদেব, আমাদের এখন পরের সম্বন্ধে যতটুকু ভাবনা আছে, তদপেক্ষা ইহা আরও বাড়াইয়া দাও। এত দিন এ দিকের সাধন না করিয়া জীবনক্ষয় হইয়াছে, অথবা অসময়ে এ সাধন আরম্ভ করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাই এত দিন উহা ভয়ের বিষয় ছিল, এখন যদি পরের জন্য চিন্তা সাধনের বিষয় হইয়াছে, তাহা হইলে এ সাধন যাহাতে দিন দিন বাড়ে, এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম এই সাধন হইতে উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে তুমি সহায় হও। পরের জন্য ভাবিব কেন যদি এ ভাবনায় তোমার রাজ্য স্থাপিত না হয়। পরের জন্য ভাবনার মধ্যে যদি সাংসারিক বিষয় থাকে, তাহা হইলে যে, সে ভাবনায় পরের ও নিজের উভয়েরই অধোগতি হইবে। যাহার জন্য ভাবি, নিরন্তর ভাবি, সে তোমার স্বর্গের পরিবারের মধ্যে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইবে, তোমার আনন্দমুখ দেখিয়া কি প্রকারে সুখী হইবে। এই যদি সে ভাবনার বিষয় হয়, তাহা হইলে সে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা স্বর্গের পরিবারের প্রতি তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেই

হইবে, অতএব তুমি পরের জন্য তাদৃশ ভাবনায় ভাবনাযুক্ত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর এই তব চরণে ভিক্ষা। তোমার কৃপায় আমাদের এ বাসনা পূর্ণ হইবে এই আশা করিয়া বার বার আমরা তোমায় ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

কি ভাবিব ?

মানুষের মন ভাবনায় অস্থির। মন ভাবনাপ্রবণ; উহা না ভাবিয়া কি থাকিতে পারে? গাছ পাথর ভাবে না, পশুরা ভাবনাশূন্য; সাধন করিয়া কি আমাদিগকে সেইরূপ হইতে হইবে? যে মন ভাবনায় অস্থির, সে ভগবচ্চিন্তনে কি প্রকারে অবসর পাইবে? সংসারের লোকেরা নানা ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঈশ্বরের বিষয়, আত্মার বিষয়, আপনার গতির বিষয় ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। সংসারের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা আর সে ভাবনা ছাড়িয়া অন্য ভাবনা ভাবিতে পারে না, অন্য ভাবনায় ক্রমে তাহাদের রুচি পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। তাহরা জানিতেছে, মরণ নিকটবর্ত্তী; দেহ রোগে ক্ষীণ, আর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই, রোগ বিষয়ভোগবর্জ্জিত করিয়াছে, অথচ মন বিষয়চিন্তা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। দেহ কর্ম্মাক্ষম হওয়াতে আর তাহারা বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না, অথচ শয্যায় শুইয়া শুইয়া কেবল ভিতরে ভিতরে বিষয়চিন্তা করিতেছে। কেহ আসিয়া ধর্ম্মের কথা পাড়িলে, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিলে, পরলোকচিন্তা উদ্দীপন করিয়া দিতে যত্ন করিলে উহা তাহাদের ভাল লাগে না। সে সকল লোকের সঙ্গ বিষবৎ পরিহার করিতে তাহাদের অভিলাষ হয়। যে সকল লোক আসিয়া বিষয়ের প্রসঙ্গ করে,সংসারের লাভালাভের কথা তুলে,তাহাদের সে সকল কথা তাহাদের নিকটে অমৃতের ন্যায় প্রতীত হয়, মৃতদেহে উৎসাহের সঞ্চার হয়, যেন রোগ নাই, রোগবিমুক্তি হইয়াছে এইরূপ সে সময়ে তাহাদের মোহ উপস্থিত হয়। ভাবনার স্রোতের কি আশ্চর্য্য গতি! যে ব্যক্তি যে দিকে উহাকে বহাইয়াছে, সেই দিকে উহা অপ্রতিহতগতিতে চলিতে থাকে। একবার যে দিকে স্রোত বহিয়াছে, সে দিক্ হইতে আর উহাকে ফিরাইয়া আনা অসাধ্য। যদি এরূপই হইল, তাহা হইলে 'কি ভাবিব?' অন্তরাত্মাকে যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি তাহার কি উত্তর দেন খুলিয়া বলা যাউক।

যদি অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করি, বল অন্তরাত্মন্ কি ভাবিব, তখন তিনি তাহার উত্তর দেন, 'তোমার জীবনদাতাকে নিরন্তর ভাব।' যদি বলি, দৃশ্য সংসারে এত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কেন তাঁহাকে ভাবিব, ইহাদিগকে তো তিনিই দিয়াছেন, তিনিই তো ইহাদিগকে সম্মান করিতে বলিয়াছেন, ইহাদিগের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিলে, তাঁহার প্রতি উচিত ব্যবহার হইবে, ইহাদিগকে সেবা করিলে, সেবা হইবে, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে তাঁহার তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইবে, তাঁহাকে ভাবিলে আর তাহাতে তাঁহার কি হইবে? ইহাদের বিষয় সর্ব্বদা ভাবিলে ইহাদের গূঢ় অভাব সকল বুঝিতে পারিব, বুঝিয়া তাহার নিষ্কৃতির উপায় করিতে পারিব। এত যুক্তি শুনিয়াও অন্তরাত্মার সেই একই উত্তর, 'তোমার জীবনদাতাকে নিরন্তর ভাব।' আমাদের সমগ্র জীবনের মূলে ঈশ্বর আছেন, আমাদের জীবন ঠিক ভাবে গঠিত হইতে পারে না, তিনি যদি উহার মূলে না থাকেন। যিনি জীবনের মূলে থাকিয়া উহাকে ঠিক পথে লইয়া যান, যদি তাঁহাকে না ভাবি, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিব কি প্রকারে? যদি তাঁহার অভিপ্রায় না বুঝিলাম তাহা হইলে যে সকল আত্মীয় স্বজনের ভাবনা ভাবিতে চাই, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিব কি প্রকারে? তাঁহার অভিপ্রায়ের ভিতরে কেবল আমি আছি তাহা নয় তাঁহারাও যে আছেন। যদি তাঁহার অভিপ্রায়মত চলিতে না পারি, নিজের জীবনও গড়িবে না, অপরের প্রতিও ঠিক কর্ত্তব্য

সাধন করিতে পারিব না। অতএব সকল ভাবনার আদিতে ব্রহ্মভাবনাই অনুসর্ত্তব্য।

ব্রহ্মভাবনায় দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে অন্য ভাবনার অবকাশ উপস্থিত হয়। এখন যে ভাবনা ভাবি, তাহার মূলে ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মের সহিত বিরোধী ভাবের কোন ভাবনা এখন মনে উপস্থিত হয় না, সুতরাং যে বিষয় ভাবি, যাহাদের বিষয় ভাবি, সে সকল ভাবনা ঈশ্বরের অভিপ্রায়সঙ্গত। ভাবনা ঈশ্বরের অভিপ্রায়সঙ্গত হইলে, ভাবনা ভাবনামাত্রে পর্য্যবসন্ন হয় না, প্রত্যেক ভাবনা সফল হয়। বৃথা ভাবনায় জীবন কাটান, জীবসম্বন্ধে ঘোর অপরাধ। আমরা আমাদের জীবন যথেচ্ছাচরণে কাটাইতে অধিকারী নহি। যথেচ্ছ চিন্তায় জীবন কাটান আত্মহত্যাপরাধের তুল্য, কেন না চিন্তাই আমাদের জীবন, চিন্তাই আমরা স্বয়ম্। আমরা প্রত্যেক চিন্তার জন্য জীবনদাতার নিকট দায়ী। যখন এ দায়িত্ব বুঝি তখন কি ভাবিব বলিয়া ভাবনা উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া আর থাকিতে পারি না। তখন বুঝিতে পারি, ঈশ্বরভাবনাই নিরাপদ, কেন না সে ভাবনায় অপরাধ তো ঘটেই না, অধিকন্তু ভাবনার স্রোত ঠিক দিকে প্রবাহিত হইতে সমর্থ হয়। আমাদের ভাবনার স্রোত যদি তাঁহার দ্বারা গতিশীল হয়, তাহা হইলে সে ভাবনা শান্তি কল্যাণ ও আনন্দপ্রদ হয় এজন্য সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মভাবনাশ্রয় শ্রেয়।

ব্রহ্মভাবনার পর ব্রহ্মলোকভাবনা। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক একই, সুতরাং ব্রহ্মলোকভাবনা ব্রহ্মভাবনার বিরোধী নহে। ব্রহ্মলোক ব্রহ্মভক্তগণের বসতি। ব্রহ্মেতে ব্রহ্মভক্তগণের বাস, সুতরাং ব্রহ্মই তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মলোক। ঈশ্বরতনয় বলিলেন 'যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবে সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী এবং মাতা।' যাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছা সম্পন্ন করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মেতে বাস করেন, ব্রহ্মই তাঁহাদের লোক। ব্রহ্মেচ্ছাসম্পন্নকারিগণ আমাদের বাস্তবিক আত্মীয়। তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, সাধ্যমত তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের জন্য চিন্তা এ সকল ব্রহ্মভাবনার প্রতিকূল নহে অনুকূল। অতএব ব্রহ্মকে ভাবনা করিতে গিয়া তাঁহাতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হয়; তাঁহাদের আচার ব্যবহার কার্য্যাদির আমরা পরিচয় পাই। তাঁহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমরা তাঁহাদের মত হইয়া যাই। তাঁহাদের মত আমরা যত হই, তত ব্রহ্মের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সুতরাং এ ভাবনায় আমাদের ক্ষতি না হইয়া আমাদের নিয়ত উন্নতি হয়।

ব্রহ্মভাবনা, ব্রহ্মলোক ভাবনা, এ ছাড়া কি আর অন্য লোকের ভাবনা আমরা ভাবিব না? ভাবিব কিন্তু অবিরোধী ভাবে। ব্রহ্ম সহ ব্রহ্মলোকভাবনা যেমন অবিরোধী, তেমনি ভাবে, যাহার বিষয় ভাবনা করিতে গিয়া ব্রহ্মভাবনা প্রতিহত হয় না, বরং সে ভাবনা উজ্জ্বল তাহার বিষয় আমরা অবশ্য ভাবিতে পারি। কোন ব্যক্তির ভাবনা ভাবিতে গিয়া যদি তাহার দেবাংশ নিয়ত চক্ষুর সম্মুখে ভাসে, তাহা হইলে সে ভাবনাতো আর ব্রহ্মভাবনার বিরোধী হইল না। এ ভাবনা ব্রহ্মেতে অবস্থিত ব্যক্তিগণের ভাবনার তুল্য হইল। অপর লোকের ভাবনা ভাবিতে গিয়া ব্রহ্মবিমুখ ব্যক্তির ভাবনা ভাবিব না, কেবল ব্রহ্মানুকূল ব্যক্তির ভাবনা ভাবিব, এ নিয়ম আমরা করিতে চাহি না। ব্রহ্মবিমুখ ব্যক্তি কিসে ব্রহ্মানুকূল হয় তজ্জন্য ভাবনা, চিন্তা, অশ্রুবিসর্জ্জন, প্রার্থনা ইত্যাদি যদি তোমাতে আমাতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ ভাবনা তো আর ব্রহ্মভাবনার বিরোধী হইল না। এরূপভাবে ভাবনায় কোন ক্ষতি নাই, বরং ইহাতে ব্রহ্মভাবনাই হৃদয়ে সুদৃঢ় হয়। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, আমরা কি ভাবিব? অন্তরাত্মা প্রথমে ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা মূল করিয়া অপর সর্ব্ববিধ ভাবনায় আমাদের অধিকার।

——

ব্রহ্মস্তোত্র।

দয়ার ঠাকুর (দয়েশ)—ঈশ্বর জগন্নাথ হইয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য ও প্রার্থিতব্য বিষয় দান করেন, এবং তিনিই আবার দানের বিষয়গুলি জগৎপালন হইয়া রক্ষা করেন, অতএব তিনি দয়ার ঠাকুর। ঈশ্বরের দয়া সমুদায় জগৎ ও জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার দয়া এইরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া আছে, এ জন্যই জগৎ ও জীবেতে আমরা দয়ার ক্রিয়া দেখিতে পাই। এই দয়ার ক্রিয়া দেখিয়া আমরা সে দয়া প্রকৃতি ও জীবেতে আরোপ করি। বস্তুতঃ এ দয়ার ঠাকুর (ঈশ) অর্থাৎ প্রবর্ত্তয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃতির যে কোন ব্যাপারে অথবা জীবের যে কোন ব্যবহারে দয়া প্রকাশ পাউক না কেন, উহা জগন্নাথ জগৎ পালন ঈশ্বর হইতে উপস্থিত হয়, ইহা জানিয়া সাধক তৎপ্রতি অনুরক্তচিত্ত হয়েন।

দারিদ্র্যভঞ্জন—যিনি দয়ার ঠাকুর তিনি নিয়ত আমাদের দারিদ্র্য ভঞ্জন করেন। তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তি কখন কোন প্রকার দারিদ্র্যের দুঃখে ক্লিষ্ট হন না। তিনি নির্দ্ধন হইয়াও ধনী, অজ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানী, হীন হইয়াও শ্রেষ্ঠ। যত তিনি বাহিরে দারিদ্র্য দ্বারা নিপীড়িত, তত তিনি অন্তরে মহাসম্পন্ন। দরিদ্রের নীচতা কখন তাঁহাকে স্পর্শ করে না, তিনি যখন দয়ার ঠাকুরের আশ্রিত, তখন তিনি জানেন, সমুদায় জগৎ ও জীব বিনা প্রার্থনায় তাঁহার সমুদায় প্রয়োজন যোগাইবে। তিনি ইহাও জানেন যে, তাঁহার প্রয়োজন কি, দয়ার ঠাকুর স্বয়ং যখন তাহা জানেন, তখন তাঁহার প্রার্থিতব্য কোন বিষয় নাই।

দীনবন্ধু—সাধকের যদি কোন বিষয়ে দারিদ্র্য না থাকিল, তিনি যদি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইলেন, তাহা হইলে তো সৌভাগ্যগর্ব্বে তিনি গর্ব্বিত হইতে পারেন। না, তিনি গর্ব্বিত হইতে পারেন না, তিনি যদি গর্ব্বিত হন তাহা হইলে তিনি আপনার দারিদ্র্য অনুভব করিবেন কি প্রকারে? যদি আত্মদারিদ্র্য অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে দয়ার ঠাকুর তাঁহার দারিদ্র্য ভঞ্জন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন, ইহাই বা তাঁহার বোধ হইবে কিরূপে? তাঁহার প্রাপ্য অনন্ত সম্পৎ, তিনি যত পান, তত আরও পাইবার অনেক অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং দারিদ্র্যতাবোধ যত পান তত আরও ঘনীভূত হয়। ঈদৃশ দারিদ্র্যতা-বোধ যাঁহার প্রতিনিয়ত থাকে, তিনিই দীন; সেই দীনের বন্ধু স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার দীনতারও শেষ নাই, ঈশ্বরের তৎপ্রতি বন্ধুতাও কখন নিবৃত্ত হয় না।

দর্পহারী—সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে, আমি ঈশ্বরের কৃপাভাজন সুতরাং আমার তুল্য কে আছে এরূপ অভিমান উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরের দর্পহারিত্ব শীঘ্রই সাধকের নিকটে প্রকাশ পায় এবং স্বয়ং তিনি তাহার অভিমান চূর্ণ করেন। তিনি যখন তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়, আর তিনি আপনার ভক্তিমত্তাদির উপরে নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণরূপে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেন। 'ভক্তের গৌরব ভগবান্ আপনি রক্ষা করেন' দর্পচূর্ণ হইবার পর সাধকের ইহা প্রত্যক্ষ হয়।

দুর্ল্লভরত্ন—ভগবান্ যখন ভক্তের দর্পচূর্ণ করিলেন, তখন তিনি আপনাকে যে মহৎ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সে ভ্রান্তি তাঁহার চলিয়া গেল। এখন তিনি বুঝিলেন, ভগবান্ দুর্ল্লভ রত্ন। অতি যত্নপূর্ব্বক সে রত্ন রক্ষা করিতে হয়। একটু গর্ব্ব হইলে একটু অভিমান হইলে, আপনাকে বড় বলিয়া মনে হইলে অমনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি লুক্কায়িত হন, সাধকের তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য হইয়া পড়ে। তিনি নিকটস্থ হইলেন, দর্শন দিলেন, কত প্রকারে দয়া প্রকাশ করিলেন, যাই মনে গর্ব্ব উপস্থিত হইল, অমনি তিনি অন্তর্হিত হইলেন, অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে অতি দুর্ল্লভ রত্ন, অতি যত্নে

তাঁহাকে রক্ষা করিতে হয়, চিরদিন দীন হইয়া তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে হয়, ইহা বুঝিয়া তিনি নিরভিমান এবং ধূলিসদৃশ বিনত হইলেন।

দেব—তিনি দুর্ল্লভরত্ন, তিনি দেব, তিনি স্বমহিমাতে নিয়ত দীপ্যমান। সেই দীপ্যমান ঈশ্বরেতে সাধকের চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্, তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সাধক দেবত্বসম্পন্ন হন।

দীনপালক—সাধক সেই দুর্ল্লভরত্নে সম্পন্ন হইলেন, দেবত্ব লাভ করিলেন, তথাপি তাঁহার দীনভাব অন্তরিত হইল না, বরং তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দেবত্ব পাইয়া সেই দুর্ল্লভরত্নে সম্পন্ন হইয়া আরও তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বর দীনপ্রতিপালক। অভিমান হইতে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সাধক তাহা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এখন তিনি সম্পন্ন হইয়াও অভিমানী হইতে পারেন না। তিনি জানেন অনন্ত ঈশ্বর হইতে তিনি যাহা পাইয়াছেন। এখন যাহা তিনি পাইবেন, তাহার নিকটে উহা যৎসামান্য। সুতরাং তাঁহার দীনতা দিন দিন যত বাড়িতে থাকে, তত প্রাপ্ত সম্পৎসকল রক্ষা করিবার ভার স্বয়ং ঈশ্বর গ্রহণ করেন। সাধক এখন যাহা পান, তাহা আর হারান না। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বর দীনপ্রতিপালক।

দয়াময়—যিনি দীনপ্রতিপালক, তিনি দয়াময়। তিনি কেবল দয়ার প্রবর্ত্তক নহেন, আপনি দয়াপূর্ণ। যদি দয়াপূর্ণ না হইবেন, তাহা হইলে সাধককে আপনি সকলই যোগাইতেছেন কেন, আবার যাহা যোগাইতেছেন তাহা রক্ষা করিতেছেনই বা কেন? অপ্রমেয় তাঁহার দয়া ইহা জানিয়া সাধক তাঁহাতে নির্ভয়ে চিরজীবন স্থিতি করেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব :

বুদ্ধি। তোমার লোকদিগের ব্যবহার দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। যে সকল ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে এমন ভুল করিতেছে যে, তাহাদের উপরে কোন বিষয়ে আর বিশ্বাস স্থাপন করা নিরাপদ নহে, সেই সকল লোকের উপরে তাহারা বিশ্বাস করে। ইহাতে মনে হয় তোমার লোকেরা নিরতিশয় বিচারহীন, চলিত কথায় 'নিতান্ত বোকা।' এই সকল বিচারশূন্য ব্যক্তিগণকে কেন তুমি উৎসাহদান কর, আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বিবেক। তুমি আমার লোকদের যে ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছ আমার তাহাতে অবাক্ হইবার কোন বিষয় নাই। যদি তাহারা পৃথিবীর লোক হইত, পৃথিবীর ক্ষতিবৃদ্ধি গণনা করিয়া তাহারা চলিত। আপাততঃ যাহাতে অনেক ক্ষতি ও কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, সেই ক্ষতি ও কষ্টের ভয়ে যদি তাহারা ঈশ্বর হইতে ভারপ্রাপ্ত লোকদিগের অবমাননা করে, তাহা হইলে তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ত্রুটি প্রমাণিত হয়। ঈশ্বর হইতে যে সকল ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের দোষ আছে, দুর্ব্বলতা আছে, অভিমান আছে, অধীরতা আছে, সংস্কারদোষ আছে, সুতরাং তাহাদের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া যে পদে পদে ভ্রান্তি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তুমি জানিও, এই সকল ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময়ে একই বিষয়ে সমান ভ্রান্ত হইতে পারে না, কেন না তাহাদের সকলের একই বিষয়ে দোষদুর্ব্বলতাদি প্রকাশ পায় না। ইহাতে এই হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে দুজনের যদি কোন বিষয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, আর দুজনে সে বিষয়ে ভ্রান্ত হয় না, সুতরাং যে ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপরে ঈশ্বরের নির্দেশে কোন বিষয়ে অধিকার দান করিয়াছে, সে অধিকারদানে সে বিপদ্‌গ্রস্ত হয় না। বিশ্বাসী ব্যক্তি যে ভার দিয়াও অধিকার দিয়াও নিরাপদ থাকে, তাহার এই সহজ কারণ। তুমি জানিও, যে ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারের সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাকে আপনি রক্ষা করেন; তাহার বিপদ্ হইবে কি প্রকারে?

বুদ্ধি। বালক, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ইহাদিগেরই ভার দেওয়া শোভা পায়, যাহাদের বুদ্ধি বিচার পরিপক্ব হইয়াছে, তাহাদের কি এরূপ ভ্রান্ত লোকদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া রাখা ভাল?

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই প্রতীত হয়, যেন নরনারীর বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা চলিয়া যায়, সুতরাং আর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মুখাপেক্ষা করা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনের সকল বিষয়ে দায়িত্ব বাড়ে, অপরের সিদ্ধান্তে অন্তরের সায় না পাইলে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে কখন উচিত নয় ইহাও মানিতে হইবে, কিন্তু ইহা বলিয়াও ঈশ্বর তাহাকে যে সকল ব্যক্তির সহিত নিত্যকালের জন্য গ্রথিত করিয়াছেন, যাহাদিগের সহিত এক অভিন্ন হইয়া আপনার জ্ঞানাদিকে তাহার অধিক করিয়া লইতে হইবে, সে সকল ব্যক্তিকে সে অগ্রাহ্য করিবে কি প্রকারে? এখন তাহার বয়ঃপ্রাপ্তিতে এই হইয়াছে যে, অপর সকলে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে তাহার অভিমতকেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়া থাকে। সুতরাং

তাহার যাহাতে অন্তরের সায় নাই, সে বিষয়ে যাহাতে তাহার সায় হইতে পারে এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে যত্ন করিতে হয়। ইহাতে এই ফল হয় যে, একটি বিষয়ের সমুদায় দিক্ ভাল করিয়া পর্য্যালোচিত হয় এবং তন্মধ্যে কোথাও যদি ভুল থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে স্বাভাবিক নিয়মে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভ্রান্তিতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া বারণ হয়।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, নরনারী চিরদিন শিশু থাকিবে, তাহাদের আর কোন কালে বয়স্কত্ব হইবে না।

বিবেক। বয়স্কত্ব হইবে না ইহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে? বৃদ্ধেরা প্রাপ্তবয়স্ককে কোন বিষয়ে বালকের মত গ্রহণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বালক ছিল, তখন তাহার মতামতের উপরে নির্ভর না করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনারা যাহা ভাল বুঝিত, তাহার সম্বন্ধে তাহাই করিত। এখন কোন একটি মীমাংসিতব্য বিষয় উপস্থিত হইলে, অন্য দশজনের মধ্যে তাহারও মত সংগৃহীত হয়। বয়সে ঈশ্বরপ্রদত্ত যে অধিকার সে পাইয়াছে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি তাহার সম্মান না করে তাহা হইলে তাহারা তজ্জন্য অপরাধগ্রস্ত হয়, এবং ঈশ্বরিক নিয়মে তাহাদিগের ভার চলিয়া যায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার পাইয়াও যে ব্যক্তি অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া বালকের ন্যায় অবোধের ন্যায় অন্তরের প্রেরণার বিরোধে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অনুরোধে কোন কার্য্য করে, তাহাদের সঙ্গে অন্তরের প্রেরণার মিলন সাধন করিয়া লইয়া সর্ব্বপ্রকার বিরোধের দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যত্ন না করে, সে ব্যক্তিও কখন নিরপরাধী হইতে পারে না। কর্ত্তব্য এই যে, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অবমাননা করিব না, এসম্বন্ধে দৃঢ় পণ রাখিয়া আপনার ভিতরে ঈশ্বরের যে প্রেরণা উপস্থিত তাহাদিগকে সে সেই প্রেরণাধীন করিয়া লইবে। বিশ্বাসী ব্যক্তিকে, জানিও, ঈশ্বর স্বয়ং এ বিষয়ে সাহায্য করেন; তবে এস্থলে বড়ই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন।

স্বর্গগত কালীকুমার বসু।

(তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসুর পত্র।)

বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে আবার মহাশোক ও দুঃখের সাগরে আমাদিগকে নিপাতিত হইতে হইল। বাবা যে হঠাৎ আমাদিগকে এমন করিয়া ছাড়িয়া যাইবেন ইহাত একবারও মনে করি নাই। একি মৃত্যু না নূতন জীবন? মৃত্যু কেমন করিয়া বলি। ১ বৎসরের ভিতর যে দুইটী ঘটনা হইল ইহার একটীও মৃত্যু নয় ইঁহাদের সম্মুখে শমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। শমনের আধিপত্য ব্রহ্মপুত্র ও কন্যার নিকটে স্থান পায় নাই। এ তো মৃত্যু নয়, এ যে শমনকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে গমন করা। মা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি নিজ হস্তে ইঁহাদিগকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন, তাই নিমেষে এখান হইতে সরাইয়া তাঁর অমৃতক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, কেহ টেরও পাইল না। চক্ষু মুদ্রিত করা আর তাঁর কোলে গিয়ে পড়া, তার পর পরমানন্দ ও প্রফুল্লবদন। একি মৃত্যুর লক্ষণ? এ যে নূতন জীবন! এ যে নিশ্চয়ই সশরীরে স্বর্গে গমন। পিতার কথা আপনাদের নিকট বেশী আর কি লিখিব, আপনারা সকলেই তাঁর বিষয় যথেষ্ট জানেন, তবুও সামান্য কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। লিখিতে জানি না, ভাষা পাই না, মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে অপারগ তবুও লিখিতে ইচ্ছা হয়। বুঝি মন খুলিয়া আপনাদের নিকট কাঁদিলে হৃদয়ের শোকভার অনেক লঘু হইবে ও আপনাদের সান্ত্বনাবাক্যে, মধুর উপদেশে প্রাণে শান্তি পাইব। বুঝি তাই আপনাদের নিকট কাঁদিতেও ভাল লাগে। বাবার জীবন যে বড়ই বিচিত্রতাপূর্ণ। তাঁকে কি বালক বলিব, না যুবক বলিব, না প্রাচীন বলিব কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। যখন তিনি মাকে ডাকিতেন তখন তিনি বালকের মত কাঁদিতেন, যখন মার নাম প্রচার করিতেন তখন শত যুবকের উৎসাহ ধারণ করিতেন, যখন উপদেশ দান করিতেন তখন মধুরভাবে প্রাচীনের ন্যায় উপদেশ দান করিতেন। যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবিতাম বাবা এমন এত লোকের ভিতর যখন তখন কাঁদেন কেন? মার নিকট সন্তানের ক্রন্দন যে স্বাভাবিক ইহা আগে বুঝিতাম না, ক্রমে বাবার কাছে বুঝিলাম। বাবা কি কেবল কাঁদিতেন? তাহা নয়। তিনি কখন কাঁদিতেন কখন হাসিতেন, তাঁকে ডাকিতে ডাকিতে যে তাঁর মুখে আর হাসি ধরিত না। যখন প্রার্থনা করিতেন তখন মুখের এক অপূর্ব্ব শ্রী হইত। বোধ হইত আনন্দময়ী মার কোলে বসিয়া তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া সব বলিতেছেন আর কখন হাসিতেছেন কখন প্রেমে কাঁদিতেছেন। তখন তাঁহার আননে ভগবানের আবির্ভাব এমনি প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হইত যে আমরা পর্য্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। যখন তিনি যোগে বসিতেন মনে হইত মহাসিন্ধুজলে অতলে ধীরে ধীরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, বোধ হইত আর উঠিবার ইচ্ছা নাই। উঠিলেও শীঘ্র তাহার নেশা যায় নাই। চোখে নেশার ভাব, মুখে নেশার ভাব, কথায় নেশার পরিচয়। তখন মনে হইত "কি চার সব মাতালের পায়।" তিনি যখন কীর্ত্তনে মাতিতেন তখন কাহার স্থির থাকিবার যো ছিল না। তখন কোথায় থাকিত সকলের পদমর্য্যাদা, কোথায় থাকিত বিদ্যাবুদ্ধির গরিমা, কোথায় থাকিত ধনমানের গৌরব, কোথায় থাকিত সংসার, কোথায় থাকিত নিন্দা অপমানের ভয়। তাঁর কাছে সকলে যেন ক্ষেপিয়া উঠিত। কি ধনী, কি জ্ঞানী, কি সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, ছোট বড় সকলেই যেন লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া প্রমত্ত কীর্ত্তনে মাতিতেন, নাচিতেন, আর গাইতেন। তখন মনে হইত এবং বাবাও গান ধরিতেন "ভেবেছিলাম কলিকালে আর যত

সত্য জ্ঞানী বিদ্বানেরা হবে না তোমার।" ইহার পরিচয় বরিশালের বর্ত্তমান অনেক শিক্ষিত জীবন ও সাক্ষী শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পিতা প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন ও সকলকে নাচাইতেন। বাহু তুলে হাসিতেন কাঁদিতেন আর গাইতেন। তখন যেন চতুর্দ্দিক কম্পিত হইত, নিদ্রিতের নিদ্রা ভঙ্গ হইত এবং শুষ্ক হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইত। ইহাতে তাঁহার সময় অসময় ছিল না, রাত্রি দিন ভেদ ছিল না, বরিশালে কখন কখন রাস্তায় প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছেন ও নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। সেখানে প্রথম আমাদের বলিবার একটি লোকও ছিল না, শেষে দেখি লোক ধরে না। কত লোক "কখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে" বলিয়া আসিয়া আমাদের বাসায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সকল স্থানেই এই জন্য আমাদের বাহিরে বসিবার ঘর খুব বড় থাকিত। তিনি ভীমনাদে ময়মনসিংহ বরিশাল ও ফরিদপুর জিলায় নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে নববিধান প্রচার করিয়াছিলেন ও নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বরিশালে অনেক পল্লিগ্রামে যেখানে কোন দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক প্রবেশ করে নাই, নববিধান কি শুনে নাই, সেই সমস্ত অন্ধকারময় স্থানে নিজ অর্থব্যয়ে মহাসমারোহের সহিত যাইয়া বিধানের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। সকল স্থানেই ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, শত্রু মিত্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে মধুর উপাসনাস্রোত, প্রমত্ত কীর্ত্তনের তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। সকল গ্রামেই প্রথম রাস্তায় রাস্তায় ও দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতেন, তৎপর কোন সুবিধাজনক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্র অভদ্রদিগকে লইয়া উপাসনা, উপদেশ, সংগীত ও কীর্ত্তন করিতেন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে সকলকে মোহিত করিতেন, সকলে এমন মজিতেন যে কেহই শীঘ্র তাঁকে ছাড়িতে চাহিতেন না, কেহ কেহ বলিতেন "অমুকের বাড়ী যাইবেন না তিনি ভয়ানক বিদ্বেষী সেখানে গেলে প্রহার খাইতে হবে।" বাস্তবিক অনেকে ভয়ে যাইতেনও না, কিন্তু পিতা সেইখানে অগ্রে যাইতে হবে বলিয়া সেনাপতির ন্যায় একতারা হস্তে অগ্রে যাইতেন, আমরা তখন ছয় ভাই ছিলাম। আমরা কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ বা নিশান ইত্যাদি লইয়া পশ্চাদগমন করিতাম। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে হরিনামরূপ ডিনামাইটগুলি যখন অব্যর্থ লক্ষে ছড়াইয়া পড়িত তখন আর কাহার সাধ্য স্থির থাকে? অবিলম্বে দেখিতাম বাড়ীর কর্ত্তা অশ্রুপূর্ণ লোচনে করযোড়ে দণ্ডায়মান। তিনি তখন আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। বলিতেন মহাশয় যদি দয়া করিয়া এ পাপীর বাড়ী পদার্পণ করিয়াছেন তবে একবার বসিয়া কিছুক্ষণ হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়া যান। নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া কত প্রার্থনা করিয়াছেন। পিতার চক্ষু হইতে তখন আনন্দ ও প্রেমাশ্রু উভয়ই পতিত হইত, ভাবে গদগদ হইয়া তখন মাকে কত ডাকিতেন, কত ধন্যবাদ দিতেন, তখন পাপী আর ঠিক থাকিতে পারিত না। সিংহবিক্রমে হরিনামে চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন অবিশ্বাসী তখন দাঁড়ায় কোথায়? আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর তাহার উপায় থাকিত না। এইরূপে কত স্থান, কত প্রাণ অধিকার করিয়াছেন, বিধানের বিজয় নিশানকে জয়যুক্ত ও প্রোথিত করিয়াছেন বলা যায় না। এই সমস্ত স্থানে কত আদর সমাদরই বা পাইয়াছেন। কে আগে খাওয়াইবে, কে আগে তার বাড়ীতে নিবে ইহা লইয়া বা কত লোক ব্যস্ত থাকিত। গৈলা একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষিত গ্রাম সেখানে বহু ভদ্রলোকের বসতি। প্রচার উপলক্ষে সেই স্থানে সকালবেলা যাইয়া কিছু কাজ করার পর খবর আসিল মাতা ঠাকুরাণীর ভয়ানক অসুখ হইয়াছে, এই খবরে আমরা সকলেই ব্যস্ত হইলাম এবং গ্রামের সকলেও ব্যস্ত হইলেন। টেলিগ্রাম করিয়া অপেক্ষা করা গেল একটু ভাল খবর আসে কি না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আসিল না। গ্রামের সমস্ত গণ্যমান্য লোক রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সকলেই অতি দুঃখের সহিত ভগ্নহৃদয়ে আমাদিগকে বিদায় দিলেন এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আবার আসিবেন। বরিশাল জেলায় বাটাযোড়, চন্দ্রহার, মাইলারা, রহমতপুর, গৈলা, ঝালকাঠী, নলচিঠি, বাউকাঠি, নরোত্তমপুর, উজিরপুর, পটুয়াখালি প্রভৃতি বহুগ্রামে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই লোকে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন; এই সব লোকের মধ্যে অনেকে অনেক বাড়াবাড়িও করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে পিতা, কেহ প্রভু, কেহ গুরু বলিয়া ডাকিয়াছেন ও সেইরকম ব্যবহারও করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিতেন, তাঁহার চরণামৃত খাইলেই উদ্ধার হইবেন। এই কথা লিখিতে একটী ঘটনা মনে হইল। একদিন বাবা আফিস হইতে আসিবার কিছু পূর্ব্বেই আমাদের বাসায় একটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছিলেন। আফিসের কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে হাত মুখ ধুইতে ও ঐ লোকটীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, ঐ লোকটীর সঙ্গে বাবার কোন দিন পরিচয় ছিল না। বাবা বাহিরে আসিলে ঐ ব্রাহ্মণটি বলিলেন মহাশয় আমার বেদনার ব্যারাম আছে। আমি স্বপ্নে আদেশ পাইয়াছি আপনার চরণামৃত খাইলে আমার ব্যারাম সারিবে। বাবা ইহাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তখন ব্রাহ্মণটি দুই হস্তে বাবার পদ জড়াইয়া ধরিল এবং নিজ হস্তে জল ঢালিয়া চরণামৃত লইয়া চলিয়া গেল। বাবা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। এইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ অনেকে অনেক সময় বিরক্ত করিয়াছে। ইহাদিগকে বুঝাইতে ও প্রকৃত পথে আনিতে অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনেকের জীবনই শেষে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বরিশাল হইতে যখন তিনি ফরিদপুর বদলি হন তখন অনেকে তাঁর সঙ্গে আসিতে প্রস্তুত

হইয়াছিলেন এবং দুই একটি আসিয়াও ছিলেন যাঁহারা আসিতে সুবিধা পাইলেন না তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফরিদপুর আসিয়া মাঝে মাঝে দেখা করিতেন। ইঁহাদের সঙ্গে যে কি মধুর সম্বন্ধ হইয়াছিল বলা যায় না; তাহা স্মরণেও হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। ইঁহাদের মধ্যে কালীহর বাবু নামক জনৈক স্কুলের মাষ্টার গলিয়াছিলেন বেশী। তাঁহার মধুর জীবন ছিল; তিনি অল্পভাষী মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁহার হৃদয়ের ভাবে বুঝা যাইত ২৪ ঘণ্টা বাবার সহবাসে থাকিলেও যেন তাঁর মনের তৃপ্তি হইত না। আজ তিনি সেই অন্তিমধামে প্রাণের আশা মিটাইয়া স্বর্গীয় পিতার সহবাসে মা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে বাস করিতেছেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত উপাসনা, উপদেশ, নগরকীর্ত্তন, উষাকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা সহরস্থ সর্ব্বসাধারণের, এবং যুবকদের জীবনসঞ্চারিণী সভা স্থাপন করিয়া ও গ্রামে গ্রামে প্রচারযাত্রা করিয়া গ্রামস্থ লোকদের জীবনে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিলেন, এবং বরিশালের মত স্থানে একটি শিক্ষিত ও বিশ্বাসী নবদল গঠন করিয়াছিলেন, ইঁহারা সকলেই প্রার্থনাশীল ও উপাসনাশীল ছিলেন; সকলেই ভাল উপাসনা করিতে পারিতেন। এই যে অভিনব একটি বিশ্বাসী ও ভক্তদল ইহা কখনই দাঁড়াইত না যদি এরূপ ভাবে বিধানের আলো প্রচারিত না হইত। আমরা বরিশালে যাওয়ার পূর্ব্বে সেখানে কোন দিন খোল কর্ত্তালের সহিত এত কীর্ত্তন, সভাসমিতি, ধর্ম্মালোচনা কিছুই দেখি নাই। বসন্তাগমনে যেমন বৃক্ষসমূহ নবপল্লব ধারণ করে, নববিধানবসন্তাগমনে তেমনি যেন সমস্ত মৃত আত্মা সঞ্জীবিত হইল, সমস্ত মৃত ধর্ম্ম জাগরিত হইল। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান সকলেই স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা, কীর্ত্তন ও প্রচার আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ হইল। সকলেরই দৃষ্টি বিধানের বিজয়নিশানের প্রতি পড়িল, আমি এই সময় বিধান-বসন্ত নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর, আপনাদের কাহার সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয় নাই। এই সময় বরিশালের একজন হিন্দু বন্ধু বাবাকে বলিয়াছিলেন, "বাবু পুকুরের মাছের মত বরিশালে সমস্ত ধর্ম্মই এক সঙ্গে ভাসিয়া উঠিয়াছে।" বরিশালে বিধান প্রচার করা যেমন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি বিধানমন্দির স্থাপন করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। নিজে বহু অর্থব্যয়ে এই সব কাজ করিয়াছেন। বরিশালে মন্দিরের জন্য একটি উৎকৃষ্ট স্থান লইয়াছিলেন, তাহাতে সম্প্রতি একখানা খড়ের ঘর উঠাইলেন এবং পাকা মন্দির করার জন্য দেশ বিদেশে রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের নিকট লিখিলেন এবং নিকটস্থ স্থানে স্বয়ং গেলেন। সকল স্থান হইতেই সাহায্য পাইবার আশা পাইতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি ফরিদপুর বদলি হইলেন, কাজেই সে কাজ পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন নাই। যাহা কিছু এ উদ্দেশ্যে আদায় হইয়াছিল তাহা যত দিন বরিশাল মন্দিরের জন্য দরকার না হইবে তাহা তত দিন আচার্য্যের জীবন পুস্তক ইত্যাদি মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য জন্য তথাকার সকলের সম্মতি ক্রমে দরবারের হস্তে দিয়াছেন, এইরূপ মনে হয়। তথা হইতে ফরিদপুর আসিয়া এ সমস্ত উপায়ে তিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহার শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া আসায় বরিশালের মত বহু দূরস্থ গ্রামসমূহে যাইতে পারেন নাই, বিশেষ বরিশালের মত ফরিদপুর যাতায়াতের সুবিধাও নাই। ফরিদপুরে নববিধানমন্দিরনির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ময়মনসিংহ তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, কিন্তু সে সময় আমরা নিতান্ত বালক ছিলাম কিছুই স্মরণ নাই, তবে সেখানকার সমবিশ্বাসী বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছি তিনি ধর্ম্মের জন্য কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা কত আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট পাইয়াছেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু বিশ্বাসী বীরের ন্যায় সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি আশ্রয়হীন নবদীক্ষিত যুবকেরা তাঁহারই কাছে আশ্রয় পাইয়াছেন। শুনিয়াছি হিন্দুদিগের দৌরাত্ম্যে নাপিত ধোপা চাকর ইত্যাদি সব বন্ধ হইয়াছিল, তিনি নিজ হস্তে সন্তোষের সহিত সমস্ত করিয়াছেন। বাড়ী বাড়ী আলোচনা, উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন; কোন কোন সময় এমন হইয়াছে যে আলোচনায় বসিয়া সমস্ত রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে, ভোরের সময় নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন ব্রাহ্মগণ সকলেই একপ্রাণ, একমন, একাত্মা। বড় হইয়া দেখিয়াছি, মাঝে মাঝে কত ব্রাহ্মগণ আসিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে অর্থাৎ উৎসবাদি সময়ে কত প্রচারক মহাশয়দিগকে তিনি আহ্বান করিতেন, ইঁহারা সকলেই আমাদের বাসায় থাকিতেন। এই সময় সর্ব্বদা উপাসনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদিতে সময় কি মধুরই বোধ হইত। ময়মনসিংহের উৎসবাদি কার্য্য অতি ঘটা করিয়া করিতেন। এক কলিকাতা ভিন্ন তখন অন্য কোন স্থলে উৎসবের সময় দরিদ্রদিগকে ভোজন, চাউল ও পয়সা দান, অন্ধদিগকে অতিরিক্ত কাপড়, কম্বল ও ঘটি ইত্যাদি দান করা হইত না। ভিতরে বাহিরে সব দিকেই খুব জাঁকজমকের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইত। এখন মনে হইলে সে আনন্দের সময়কে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা হয়। এই সব কার্য্যে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার যেমন হৃদয়ের বল ছিল তেমনি শরীরেও বল ছিল। তাঁর মুখে শুনিয়াছি, তিনি ব্রহ্মমন্দির ভূমিসাৎ করার মানসে একদিন রবিবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মমন্দির ভাঙ্গিবেন কি সেই দিনই ধরা পড়িলেন, সেই দিন তাঁর জীবনে মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। আশ্চর্য্য যিনি একদিন ব্রহ্মমন্দির ভাঙ্গিতে গিয়াছিলেন, তিনিই শেষে তাঁর সমস্ত শরীর মন ও অর্থ দ্বারা ব্রহ্মসমাজে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবা করিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

সংপ্রসঙ্গ।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

আমাদের চারিটি প্রশ্ন।

(শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেনের প্রেরিত।)

গত ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে আমরা চারিটি প্রশ্ন করি। ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক মহাশয়, তাহার উত্তরস্বরূপ অনেক কথা ধর্ম্মতত্ত্বে বলিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার ভার ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণের প্রতি অর্পণ করেন। ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু মহাশয় ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন। আমরা, প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'মনুষ্যের অনুকূল প্রতিকূল সমুদায় ঘটনাই ঈশ্বর-প্রেরিত কি না? উত্তরদাতা উহার উত্তরে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রতিকূল বলিয়া কোন ঘটনা নাই। ঈশ্বর হইতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল হয়, অমঙ্গল হয় না। এক জনের যাহা প্রতিকূল অন্যের তাহা অনুকূল। জীবনের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যাহা এক সময়ে প্রতিকূল, তাহা অন্য সময়ে অনুকূল, অতএব অনুকূল প্রতিকূল ঘটনা মনুষ্যের ভ্রম ও কল্পনামাত্র।

নিবারণ বাবুর কথাগুলিন ঠিক হইতেছে না। কারণ, ঈশ্বরের রাজ্যে মনুষ্যের প্রতিকূল ঘটনা না থাকুক, কিন্তু মনুষ্যের রাজ্যে যে মনুষ্যের প্রতিকূল ঘটনা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, প্রাণিহত্যা, পরদার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ প্রতিকূল ঘটনা প্রতিমুহূর্ত্তে মনুষ্যদিগের ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হইতেছে। এসকল দস্যু প্রভৃতি দুরুর্ম্মান্বিত মনুষ্যগণের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু যেসকল মনুষ্য স্বভাবে আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এসকল দুর্ঘটনা একের অনুকূল অন্যের প্রতিকূল নহে; সকলেরই তুল্য প্রতিকূল অর্থাৎ বিষম যন্ত্রণাদায়ক। যে সকল মনুষ্য স্বভাবে আছেন, ঐ সকল প্রতিকূল ঘটনা যে তাঁহাদের ভ্রম বা কল্পনা নহে, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? নিবারণ বাবু এ প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কি ঈশ্বরের কি মনুষ্যের রাজ্যে কোন স্থানেই তিনি মনুষ্যদিগের বা অন্যান্য প্রাণিসকলের প্রতিকূল ঘটনা দেখিতে পান নাই। জীবনের পরীক্ষায় তিনি একসময় যাহা প্রতিকূল দেখিয়াছিলেন, অন্যসময়ে তাহা অনুকূল দেখিয়াছেন, সেগুলি কি প্রকার ঘটনা, বিশেষ করিয়া দেখাইলে হইত। সেগুলি, চুরি, ডাকাইতি, প্রাণিহত্যা, পরদার প্রভৃতি হইতে অবশ্যই ভিন্ন প্রকারের ঘটনা হইবে। অতএব নিবারণ বাবু আমাদের প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'মহর্ষি ঈশাকে যাহারা বধ করিয়াছিল তাহারা পাপী কি না?' এ প্রশ্নের উত্তরে, ঈশার হত্যাকারীদিগকে তিনি পাপী বলিয়াছেন, এবং তাহা যে ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাও বলিয়াছেন। হত্যা যদি পাপ হয় আর তজ্জন্য যদি মহর্ষি ঈশার হত্যাকারিগণ পাপী হন, তাহা হইলে সেই হত্যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে ঈশ্বর নিষ্পাপ হন কি প্রকারে? যদি বল, ঈশাকে বধ করিয়া ঈশ্বর জগতের প্রভূত মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সাধন করিয়াছেন, ঈশাকেও অমর করিয়াছেন; তাহার উত্তর এই যে, জগতের মঙ্গল কেবল জগতেরই প্রধান স্বার্থ নহে, উহা ঈশ্বরেরও প্রধান স্বার্থ, নতুবা তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত কেন। যদি হত্যা বিষম যন্ত্রণা ও পাপ হয়, তবে এই কারণে ঈশ্বর নিষ্পাপ হইতে পারেন না, যেহেতু নিজের স্বার্থের জন্য মনুষ্যেরা কাহাকেও বধ করিলে তাহারা পাপী। অপিচ হত্যা যদি যন্ত্রণা হয় আর পাপ হয়, তবে বিনা স্বার্থে তাহা করিলেও নিষ্পাপ হওয়া যায় না। ঈশার হত্যা অতীব যন্ত্রণাপূর্ণ ও তাহাতে তাঁহার হত্যাকারীদের নিজের স্বার্থ আছে বলিয়া নিবারণ বাবু ঈশার হত্যাকারীদিগকে পাপী বলিয়াছেন। দস্যুবৃত্তি দ্বারা দস্যুর নিজের এবং পরিবারবর্গের অবশ্যই কিছুকালের জন্য মঙ্গল হইয়া থাকে। তবে কি দস্যুবৃত্তি পাপ ও দস্যু পাপী নহে? আমরা বলি, যাহা স্বার্থ তাহা স্বাভাবিক, তাহা হইতে কখনই অনর্থের অর্থাৎ প্রাণিহত্যাদির উৎপত্তি হইতে পারে না, যেখানে অন্যায় অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্বার্থ সেই স্থানেই নরহত্যাদি হইয়া থাকে। কাহাকেও বধ করিয়া স্বার্থ সাধন করিলে তাহাকে অন্যায় স্বার্থ কহে, তাই সে স্থলে মানুষ পাপী হয়। ঈশ্বর যদি ঈশাকে বধ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহার অন্যায় স্বার্থ, তজ্জন্য তিনি পাপী না হইবেন কেন? যদি ঈশার বধে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক নরহত্যাতে, প্রত্যেক চুরি ডাকাইতিতে, পরদারে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আছে। যদি ঈশার হত্যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিষ্পাপ হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কুকার্য্য সমুদায় করিয়া মনুষ্যেরাও অবশ্যই নিষ্পাপ হইতে পারে। এরূপ হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে দুঃখ যন্ত্রণা কথার কথা। পাপ বলিয়া চিরকাল যে সাধুরা হায় হায় করেন, তাহাও কথার কথা। আর যদি বল, দুঃখ যন্ত্রণা, পাপ আছে; হত্যা করা পাপ, এবং যথার্থই ঈশার হত্যাতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, সাধুরা যে ঈশ্বরকে নিষ্পাপ বলেন তাহাও কথার কথা।

আমাদের আর একটী কথা এই যে, যেখানে সত্যধর্ম্ম প্রচার স্পষ্টতই ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে, সেখানে ঈশাকে বধকরাও ঈশ্বরের ইচ্ছা একথা পুনঃ পুনঃ সকলেই বলেন কেন? ঈশার বধে ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে কি ইহুদীরা ঈশাকে বধ করিতে পারিত না? মনুষ্য কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারে না? ঈশা নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের সত্যধর্ম্মপ্রচারে জীবন দান করিয়াছেন, একান্ত বাধ্য সন্তানের পরিচয় প্রদান করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে অমর হইয়াছেন, তাঁহার বধে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না, উহা ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ঈশার শত্রুরা

ঈশাকে বধ করিয়াছে এসকল কথায় কি দোষ হয়? মনুষ্যের ইচ্ছা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে যাইতেছে না? প্রতি মুহূর্ত্তে যাইয়া কুকার্য্য সমুদায় করিতেছে না? সেস্থলে কি ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় হইতেছে না? মহর্ষি ঈশার বধসম্বন্ধে যদি আমরা এই ভাবের অনুবর্ত্তী হই তাহা হইলে কি দোষ হয়? নিবারণ বাবু এসকল প্রশ্নের উচিত উত্তর দিতে পারিলে আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তিনি আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন, 'ঈশার বধঘটনা জগতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়াছে কি না?' নিবারণ বাবু আমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে হাঁ হইয়াছে, এই কথাই বুঝা যায়। এই উত্তরে যে সকল দোষ হয় এবং আমাদের যে সকল আপত্তি, দ্বিতীয় প্রশ্নের স্থলেই উপরে আমরা তাহা বলিয়াছি, সুতরাং আমাদের বিবেচনায় নিবারণ বাবু যে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তাহা যথার্থ উত্তর হয় নাই।

আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন, 'এই একই কার্য্যের কর্ত্তা ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ে কি না?' একই কার্য্যের অর্থ যে ঈশার বধরূপ কার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। নিবারণ বাবু আমাদের এ প্রশ্ন বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'এই একই কার্য্যের জন্য কর্ত্তা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে দায়ী কি না?' এইরূপে প্রশ্ন উদ্ধৃত করাতে প্রশ্নের অর্থেরও কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এবং তাহাতেই ঈশাকে বধ করার কর্ত্তা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে কি না? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর হয় নাই। তবে এখানে তিনি যে বলিয়াছেন, মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করিয়া আপনার অমঙ্গল আপনি আনয়ন করিবে সেজন্য ঈশ্বর কেন দায়ী হইবেন; ইহাতে আমাদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর স্থলে ঈশার বধে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল তিনি যে বলিয়াছেন, তাহার সহিত শেষোক্ত কথাগুলির বিরোধ দেখা যাইতেছে।

আমাদের উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর স্বরূপ ১৬ই চৈত্র ও ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রেরিতস্তম্ভে, 'ভগবান সকল কার্য্যের কর্ত্তা' ও 'প্রশ্নের উত্তর' প্রবন্ধে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়েই যে একমাত্র কার্য্যের কর্ত্তা প্রবন্ধলেখক প্রথমে তাহাই বলিয়াছেন। একথায় আমাদেরও আপত্তি নাই, কিন্তু এইস্থলে যে দুইটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতে আমাদের সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। রাজা দশরথ যে মৃগয়া করিতে গিয়া মৃগশিশুভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞানতাসম্ভূত অকার্য্য, পাপ, তাহা কোন কার্য্য নহে। ঈশ্বর কার্য্যের কর্ত্তা ইহা ঠিক, অকার্য্যের কর্ত্তা নহেন। উক্ত অকার্য্যের (পাপের) কর্ত্তা ঈশ্বর হইলে তিনি পাপী হন। তাহাতে মঙ্গল হইলেও ঈশ্বরের পাপবিদ্ধত্ব যে খণ্ডন হয় না তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। রাজা দশরথের সঙ্গে একত্র অন্ধমুনির একমাত্র পুত্রকে ঈশ্বর বধ করিয়া যে কি মঙ্গল করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না? ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণ এখানে ঈশ্বরের কিরূপ কর্ত্তৃত্ব ও মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন প্রত্যক্ষ করেন, তাহাও আমরা জানি না। তাঁহারা কি এই কথা বিশ্বাস করেন, অপুত্রক দশরথকে পুত্রবান্ করিবার জন্য ঈশ্বর দশরথকে সঙ্গে করিয়া অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করিয়াছেন? অন্ধমুনির সঙ্গে ঈশ্বর একত্র হইয়া, পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়া দশরথকে শাপ দিয়া উক্ত নৃপতিকে পুত্রবান্ করিয়াছেন?

দান কার্য্য, সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বেশী কিছু আমাদের বলিবার নাই, কিন্তু প্রবন্ধলেখকের মনে করা উচিত ছিল যে, রাজাদিগের মৃগয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও কার্য্য কি না। যদি মৃগয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাঁহার কার্য্য হয় এবং অন্ধমুনির পুত্রবধে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে প্রাণিবধমাত্রই, হিংসা, দ্বেষ, পরদার, চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি সকলই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও কার্য্য। যদি এসকল মনুষ্যদিগকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্বর করেন ও সঙ্গে থাকিয়া মানুষকে দিয়া করান তাহা হইলে আর পাপ বলিয়া রহিল কি? এ সকলই যদি ঈশ্বরের কার্য্য হয় তাহা হইলে আর অবশিষ্ট কি রহিল, যাহা আমাদের পরিত্যাগের বিষয়? যাই হউক, উপরিউক্ত কুকার্য্য সমুদায় যদি পাপকার্য্য হয়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য ও মঙ্গলামঙ্গলের ভিন্নতা হেতু যে মনুষ্য পাপী ও ঈশ্বর নিষ্পাপ হইতে পারেন না তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, যদি জগতের মঙ্গলের জন্য মানুষকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্বর উপরিউক্ত অকার্য্যগুলি করেন, এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝা গেল, ঐসমস্ত ঈশ্বরের একান্ত প্রয়োজনীয় ও তাঁহার রাজ্যের উহারা ভাব পদার্থ। এরূপ হইলে ঐসমস্ত করিতে মনুষ্যের সম্বন্ধে সাধুরা নিষেধ করেন কেন? ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে সঙ্গে করিয়া যে সমুদায় আপনি করিতেছেন ও মনুষ্যগণের দ্বারা করাইতেছেন, তাহা কি মানুষেরা যত্ন করিলেও ত্যাগ করিতে পারে? আর যদি ঐসকল অকার্য্য দ্বারা ঈশ্বর জগতের মঙ্গল করেন, তাহা হইলে উহা মানুষের সম্বন্ধে পাপ অমঙ্গলই বা হয় কি প্রকারে? যদি বল ঈশ্বরের সহিত তাহাদের ভাবে একতা নাই তাই মানুষের সম্বন্ধে ঐ সমুদায় পাপ ও অমঙ্গল। একথার উত্তর এই যে, যদি ঐসকল কুকার্য্যে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের একতা না থাকে, তবে ঈশ্বরেরও তাহাতে একতা থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়সাধনজন্য ঈশ্বর এবং মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত কুকার্য্য করেন, একথা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এরূপ কথা কার্য্যসম্বন্ধেই খাটে, কুকার্য্য বিষয়ে খাটে না।

যদি বল, ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র মানুষ যে ঐসকল করে তাহা

মানুষ জানে না বলিয়া মানুষ পাপী হয়। অপিচ যাহা মানুষের সম্বন্ধে কুকার্য্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহা কুকার্য্য নহে সৎকার্য্য। ইহা হইতে পারে না, কেন না মানুষের সম্বন্ধে যাহা কুকার্য্য তাহা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে সৎকার্য্য হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষ জানে না বলিয়া যে পাপী হয়, সে সম্বন্ধে আমরা এই কথাটী বলি যে, অনুসন্ধান করিলে মানুষ জানিতে পারিত? যখন ঈশ্বরের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া সাধুরা দেখিতে পান, পূর্ব্বোক্ত অকার্য্য সমুদয়ে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন ঐসমুদায় কুকার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে ও তাহা জানিয়া মানুষেরা পাপী হয়, একথা মিথ্যা হইতেছে।

কাহারও বধে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না তাহা উপরে বিশেষ করিয়া সপ্রমাণিত হইল। কাহাকেও বধ করা যখন পাপ, তখন তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ঈশ্বর যে বিবেকরূপে মনুষ্যের হৃদয়ে থাকিয়া মনুষ্যদিগকে পাপ করিতে নিষেধ করেন তাহাও মিথ্যা হয়। অতএব প্রবন্ধলেখক যে ঈশ্বরকেও ঈশার বধের কর্ত্তা বলিয়াছেন তাহা ভ্রম। যদি বল, তাহা ভ্রম হইলে মৃত্যুকালে ঈশা কেন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যুই তাঁহার পিতার ইচ্ছা? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, এ কথাই বা কেন বলিলেন? বলিবার তাৎপর্য্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশা জানিতেন, ধৰ্ম্মযুদ্ধে শত্রুর রক্তপাত কিংবা পলায়ন করা, ঈশ্বরের ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধ। এইজন্য ঈশা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করিলেন। এই কর্ত্তব্যতাকেই তিনি তাঁহার পিতার ইচ্ছা মনে করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ভুলও হইতে পারে। তিনি মহাপুরুষ হইলেও অভ্রান্ত ছিলেন না। যদি প্রকৃতই তিনি তাঁহার বধে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার হত্যাকারীদের সেই অপরাধের জন্য কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন না। আমাদের এই কথার উত্তরে প্রবন্ধলেখক যে যে আপত্তি করিবেন তাহার উত্তর আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে যদি বল, পলায়ন এবং শত্রুর রক্তপাত ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ, আবার উপস্থিত থাকিলে যে মৃত্যু তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ এ কেমন কথা? এ কথা যেমনই হউক, ইহার মূলে মানুষের অজ্ঞানতা ভিন্ন, জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে না; কারণ যে ব্যক্তি মারিতে আসিলেও মারে না, পলায়ন করে না, শত্রুকে আপনাকে দেখাইয়া দেয়, তাহাকে অজ্ঞান মানুষ মারিতে পারে, জ্ঞানী ঈশ্বর মারিতে পারেন না। সাধুর প্রকৃতিই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

মুসলমানেরা অনেকেই বলেন, তাঁহারা যে সকল পশু পক্ষী ও মৎস্যাদির প্রাণ বধ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের আহারের জন্য ঈশ্বর তৎসমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা না কি তাঁহাদের ধৰ্ম্মগ্রন্থে আছে। হিন্দুরাও তাঁহাদের ধৰ্ম্মশাস্ত্রের বিধি ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া উপাস্য দেবতার সম্মুখে ও যজ্ঞাদিতে পশুদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করেন। হিন্দুমতে বৈধ ও অবৈধ হিংসা দ্বিবিধ। যাই হউক যাঁহারা বলেন, প্রাণিহত্যাদিতে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও ইচ্ছা আছে তাঁহাদের কথার সহিত উপরের কথাগুলির ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় এই বিষয়ে প্রবন্ধলেখক বা তাঁহার মতের সহিত যাঁহাদের একতা আছে, তাঁহারা কিছুতেই পূর্ব্বোক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে অত্যাচারী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না।

আমাদের প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরদাতা নরহত্যা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের অপ্রকট কার্য্য বলিয়াছেন। এই জন্য ঈশ্বর নরহত্যাদিতে লিপ্ত থাকিয়াও নিষ্পাপ, এই বোধ করি তাঁহার মত। ভালই, এ মতে তস্করেরাও নিষ্পাপ হইবে, কারণ তাহারাও অতি গোপন ভাবেই চুরি করে। এখানে আর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, ঈশার বধ যদি ঈশ্বরের অপ্রকট কার্য্য হয় তাহা হইলে তাহা তাঁহার হত্যাকারীরা জানে না বলিয়া ও নিজের স্বার্থের জন্য ঈশাকে বধ করিয়াছে বলিয়া পাপী হইতে পারে কি প্রকারে? দেখ ঈশ্বর যদি অপ্রকট ভাবে অপ্রকট কার্য্য করেন, তাহাকি অপূর্ণ মানুষের জানিবার সাধ্য আছে? এখানে আমরা আর একটী কথা এই বলি যে, ঈশ্বরও তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য অতিসংগোপনে ঈশাকে বধ করিলেন, তাঁহার হত্যাকারী মানুষেরাও তাহাদের স্বার্থের জন্য তাঁহাকে বধ করিল। এমতাবস্থায় ঈশ্বর এবং হত্যাকারী মনুষ্যগণ উভয়েই নিষ্পাপ এই কথা বলিলেইত সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যায়।

অসুর ভাব দূর হইলে মানুষের নিজের কোন ইচ্ছা কর্ত্তৃত্ব থাকে না ইত্যাদি যাহা যাহা আমাদের প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরদাতা বলিয়াছেন, তাহা সৎকার্য্যসম্বন্ধেই, পাপ অর্থাৎ অকার্য্যসম্বন্ধে তাহা খাটে না। অতএব ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে যে এক কার্য্যের কর্ত্তা তাহা সৎকার্য্যবিষয়ে। আর একটী কথা এই যে, মানুষের অহংভাব দূর ও ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, মানুষ আর ঈশ্বর এককালীন এক হইয়া যায়, এবং মানুষের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব হয়। প্রকৃতার্থ এই যে, অহংভাব দূর হইলে মানুষ ঈশ্বরের একান্ত বাধ্য ও তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের একান্ত অনুগত হয় ও সেইরূপ ভাবে সকল কার্য্য করে। তখন মানুষের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব থাকে না, মনুষ্য কাষ্ঠপুত্তলী হয়, তাহা নহে। সাধুর জীবনে সমুদায় কার্য্য ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ে একত্র করেন। যে যে কার্য্য মানুষে সম্ভবে না, তাহাই ঈশ্বর করেন। সিরাজগঞ্জ।

সংবাদ।

বহরমপুর হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন;—"আমি বিগত ১৬ই আষাঢ় শনিবার রামপুরহাটে উপস্থিত হই। তত্রত্য উকিল শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল গাড়ীসহ ষ্টেশনে আমার প্রত্যাক্ষা করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আলয়ে

যাইয়া আতিথ্য গ্রহণ করি। পর দিন রবিবার প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়, বাহিরের দুইটি ব্রাহ্মবন্ধু তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। ৯।১০ জন বন্ধু তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। প্রীতিবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাট সমাজের গায়ক, তাঁহার সুললিত স্বরের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত বাস্তবিক হৃদয়মুগ্ধকর। বিগত ভীষণ ভূমিকম্পের আঘাতে রামপুরহাটের ব্রহ্মমন্দির শত স্থানে বিদীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছে। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় না। মন্দিরের পার্শ্বে একটি চালাঘরে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য হইয়া থাকে। শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলাল উক্ত ব্রহ্মমন্দিরের একজন ট্রষ্টী। মন্দিরসংস্কারের জন্য তিনি বন্ধুগণ সহ উদ্যোগী হইয়াছেন। ৫।৬ শত টাকার প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত তাহার অর্দ্ধাংশও সংগৃহীত হয় নাই। কেহ দেশে দেশে যাইয়া ভিক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। গত ১৮ই আষাঢ় সোমবার বহরমপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করি। এখানে বিশেষ কারণবশতঃ ১২ দিন স্থিতি করিতে বাধ্য হই। বিগত ২৭শে আষাঢ় ললিতমোহনের দ্বিতীয় কন্যার শুভ নামকরণ হইয়াছে। কুমারীর নাম নিরুপমা রাখা গিয়াছে। বহরমপুরে রীতিমত ব্রাহ্মসমাজ নাই। ললিতমোহন যখন বহরমপুরে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহার গৃহে বা অন্য কোন বন্ধুর আলয়ে রবিবার দিন সামাজিক উপাসনা হয়। গত রবিবারে সামাজিক উপাসনা এবং প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহেই সম্পাদিত হইয়াছিল। অদ্য আমি আহারান্তে পূর্ণিয়াতে যাত্রা করিতেছি।”

সিরাজগঞ্জে নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদন জন্য বিগত ১০ই জুলাই মঙ্গলবার উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র টাঙ্গাইলবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সিরাজগঞ্জে গিয়াছিলেন। ১১ই জুলাই বুধবার প্রাতে প্রায় ৩০।৪০ জন উপাসক সহ বাসা হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন, উপাসনান্তে শশিবাবু সাধারণের ব্যবহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল ইত্যাদি কয়েকটী কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। সিরাজগঞ্জে একটি নববিধান সমাজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। ৩ দিন ক্রমাগত লোক সকলের তত্ত্ব কথা শুনিবার আগ্রহ দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। উপাধ্যায় মহাশয়ের নিদ্রার সময় ভিন্ন আর প্রায় অবকাশ ছিল না। বুধবার সন্ধ্যার সময় গোয়ালিয়া বিদ্যালয় গৃহে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব ও ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, প্রায় ১৫০ লোক উপস্থিত থাকিয়া স্থিরভাবে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন; বক্তৃতা সাঙ্গ হইলেও কেহ উঠিতে চাহিলেন না। আবার পরদিন সন্ধ্যার সময় এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইবে এই বিজ্ঞাপন দিলে সকলে গৃহে গমন করেন। পরদিন বৃহস্পতিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়, সন্ধ্যার সময় প্রায় এক শত লোক উপস্থিত হইয়া আলোচনা করেন, তাহাতে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল উপাধ্যায় মহাশয়কে নানা কথা বলিতে হইয়াছিল। মফস্বলবাসীদিগের ঈশ্বরতত্ত্ব পরলোকতত্ত্ব জানিবার বিশেষ উৎসাহ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ অহ্লাদিত হইয়াছি। বিগত শনিবার প্রাতে উপাধ্যায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার সিরাজগঞ্জবাসী। তিনি দেশীয় বন্ধুবান্ধবদিগের উপকারের জন্য নিজ ব্যয়ে এই মন্দিরটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার এই সাধু কার্য্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

উপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে প্রতি রবিবার কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য করিতেছেন।

নববিধানবিশ্বাসী যুবকবৃন্দের প্রার্থনাসমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব বিগত শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগামী শনিবার পর্য্যন্ত এই উৎসবের কার্য্য চলিবে। দয়াময় ঈশ্বর যুবাদিগকে বিশেষরূপে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমেরিকায় প্রায় একমাসকাল অবস্থান করিয়া বিশেষভাবে নববিধানের গূঢ় সত্য সকল প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি লণ্ডন সহরে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তথায় তাঁহার অনেক কার্য্য করিতে হইবে; দেবপ্রসাদে তাঁহার শরীর মন সুস্থই আছে।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য ৩০ জুন পর্য্যন্ত ৬১১৭৮১০ ব্যয় করা হইয়াছে। ইহাতে ৩৩৩২২ জনকে খীচুড়ী, ১৯০০ জনকে দুগ্ধ ৪৯১ জনকে বস্ত্র, ৫২০৪ জনকে পয়সা, ১৭৭৭১ জনকে ছোলা অথবা চাউল, ৭১২৭টি পরিবারের বিবিধপ্রকার দ্রব্যাদি ১২৫৫৪টি পরিবারের টাকা দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয় খুব পরিশ্রম সহকারে সাহায্য করিয়া নিজেরা সুখী হইতেছেন এবং অনাথ পীড়িতদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের দ্বিতীয় কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ভাই বলদেবনারায়ণ উপাসনা ও বাবু গণেশ প্রসাদ সংগীত করিয়াছেন।

কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তথায় গমন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত শ্রীমান্ শ্রীনাথ দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এবং শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষের ১৷৷০ বৎসরের নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। এই উভয় ঘটনা শ্রীমান্ শ্রীনাথের কাঁকুড়গাছিস্থ বাসভবনে চারিদিনের মধ্যেই হইয়াছে। দয়াময়ী জননী শোকসন্তপ্ত জনকজননীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে

৩৫ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
মফঃস্বলে ঐ ৩৷৹

প্রার্থনা।

হে দাতা পরমেশ্বর, আমরা যে দানের উপযুক্ত নই, সেই দানের জন্য তোমার দ্বারে ক্রন্দন করি বলিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। ইহা আর কিরূপে মনে করিব যে, তোমার নিকটে যাহা চাহিব তুমি তাহাই দিবে, উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার তুমি বিচার করিবে না, ব্যাকুলভাবে চাহিলেই দিবে। দেখিতেছি,উপযুক্ততা অনুপযুক্ততার সম্বন্ধে তোমার বিচার অতি সূক্ষ্ম। আমরা যাহাকে তাদৃশ উচ্চতম দানের উপযুক্ত মনে করি না, সে যদি আমাদের প্রার্থিত দান পায়, তাহা হইলে আর আমাদের লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কোন একটি দানের উপযুক্ত না হইয়া তোমার নিকটে সে দানের প্রার্থী হইলে চরমে মর্ম্মবেদনা পাইতে হয়, ইহা আমরা জানি। যদি আমরা মর্ম্মবেদনা পাই, তাহাতে আমাদের উপকার বিনা অপকার তো হইবে না; তবে ভবিষ্যতে আর ঈদৃশ মর্ম্মবেদনা পাইতে না হয়, এজন্য সাবধান হইতে পারিলেই দণ্ডলাভের সফলতা হয়। কোন একটি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরিশেষে বলা, 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক,' ইহা কেবল মৌখিক, অন্যথা বিফলমনোরথ হইলে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয় কেন, মনকে শান্ত করিয়া আনিতে এত প্রয়াস পাইতে হয় কেন, অতিপ্রয়াসে শান্ত করিলেও আবার সেই মর্ম্মবেদনা ফিরিয়া আইসে কেন? হে দীনজনগতি, আজ পর্য্যন্তও আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না! এটি ধর্ম্ম, এটি ভাল, এটিতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে, ইত্যাদি ছল করিয়া আকাঙ্ক্ষা পোষণ, দেখিতেছি, ইহাতেও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আমরা তো এই সকল স্থলেই তোমার নিকটে আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া থাকি। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রার্থনা হয় না সত্য, কিন্তু যাঁহারা তোমার প্রকৃত লোক তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত তোমার ইচ্ছাসঙ্গত। আমাদের মনেও তো অভিমান আছে যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা গুলি তোমার ইচ্ছানুরূপ। এরূপ মনে করা কি আমাদের তবে ভুল? দশটা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষাও যদি তোমার ইচ্ছাসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে যে অনিষ্টপাত হইবে, সে অনিষ্টপাতের আঘাত বহন করা সুকঠিন। আঘাত বহন সুকঠিন হউক, সেই আঘাতের অভিপ্রায় জীবনে সফল হইল, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। হে দেবাদিদেব, তোমার

আঘাতে চৈতন্যোদয় হইলে আমরা যে কৃতার্থ হইব। আমাদের কোন কৃচ্ছ্র তপস্যা নাই। মধ্যে মধ্যে তোমার হাতের আঘাতে যে দুঃসহ ব্যথা উপস্থিত হয়, উহাই আমাদের পক্ষে কৃচ্ছ্র তপস্যা। এই তপশ্চরণে শুদ্ধ হইয়া সর্ব্বথা আমরা তোমার ইচ্ছাধীন হইব, এই আমাদের আশা। কৃপাময়, কৃপা করিয়া তুমি আমাদের এই আশা পূর্ণ কর, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

মণ্ডলীর আদর কেন?

পৃথিবীতে সকল লোকেই নিজ নিজ মণ্ডলীর বাহিরে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, ইহা দেখিয়া মনে হয় মানুষ বড়ই অনুদার, তাহারা যে কোন ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারে না। কোন কোন স্থলে অনুদারতা ইহার কারণ নহে ইহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু মণ্ডলীর বাহিরের লোকের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন, এটি যে একটি অপ্রত্যয়ের কারণ, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। এক মণ্ডলীস্থ লোকেরা পরস্পরের নিকটে পরিচিত থাকেন ; পরস্পরে না হউক, পরম্পরায় পরিচয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। একমণ্ডলীর লোক হইলে ভিতরের কোন কথা গোপন থাকে না, কেহ দূরে থাকিলেও তত্রত্য মণ্ডলীর লোকের নিকটে তিনি পরিচিত বলিয়া সেই সূত্রে মণ্ডলীর সকল লোকের নিকটে তিনি পরিচিত হইয়া পড়েন। এতদপেক্ষা আরও একটি গুরুতর অপ্রত্যয়ের কারণ এই যে, এক মণ্ডলী আর এক মণ্ডলীর ব্যক্তিগণের নিকটে নিজ মণ্ডলীর দোষ ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত, সুতরাং যত দূর সাধ্য আত্মমণ্ডলীর দোষ অন্য মণ্ডলীর নিকট গোপন করিয়া রাখিতে যত্ন করে। এরূপাবস্থায় গুরুতর বিষয়সকলেতে নিজমণ্ডলীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা লোকসকলের স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে।

জনসমাজে নিজ নিজ মণ্ডলীর আদর কেন, ইহার কারণ এতদপেক্ষা আরও গভীর। এক এক মণ্ডলীর আচার ব্যবহারাদি এক এক প্রকার, অন্য মণ্ডলী সহ সে সকলের মিল নাই, সুতরাং আচার ব্যবহারাদির পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন মণ্ডলীর ব্যক্তি সহ বাহিরে বাহিরে সাধারণতঃ মিল হইতে পারিলেও ঘনিষ্ঠ মিল সংঘটিত হওয়া কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার হয় কেন, ইহার কারণ। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মসম্পর্কীণ বিশ্বাসগত পার্থক্য এরূপ ভিন্নতার কারণ আমরা হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিতে গেলে হিন্দুসমাজেই আছি, অথচ হিন্দুসমাজের সঙ্গে আমাদের আচার ব্যবহারের এত পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে কেন? ধর্ম্মসম্পর্কীণ বিশ্বাসগত পার্থক্য কি ইহার কারণ নহে? প্রথমতঃ আমাদের সহিত হিন্দুসমাজের ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই স্বরূপগত বিরোধে উপাসনার প্রণালী ভিন্ন হইয়া পড়ে ; উপাসনার পার্থক্য হইতে ক্রমে সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সকলই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এখন হিন্দু-ও ব্রাহ্ম-সমাজ এত দূর স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এ দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধরক্ষা কঠিন হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ বিজাতীয় ভাবাবলম্বী, এ নিন্দা এই নিরতিশয় স্বাতন্ত্র্য হইতে উপস্থিত। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত বটে, কিন্তু কালপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের পার্থক্যের দিক্ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে, এজন্য সেই সকল সম্প্রদায়ের পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা তত কঠিন নয় যত ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ রক্ষা কঠিন। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন হইবার কারণের আবেগ এখনও থামে নাই, যত দূর ভিন্ন হইবার হইয়া পরিশেষে যখন এই আবেগ থামিবে, তখন বিভাগসমূহের আচারব্যবহারাদিতে একতার ভূমিতে দাঁড়াইবার সময় হইবে।

এক মণ্ডলীর সহিত অন্য মণ্ডলীর সংমিশ্রণে যে সকল বিপদের আশঙ্কা আছে, সে সকল হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, যে কারণ হইতে ভিন্নতা উপ-

স্থিত হইয়াছে দৃঢ়তার সহিত সেই কারণের আশ্রয় ভিন্ন বিপন্নিবারণের উপায় নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসনার ভিন্নতা হইতে যে পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্বরূপ ও উপাসনা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া না থাকিলে নিজ মণ্ডলীর স্থায়িতা বিলোড়িত হইয়া যায়, এজন্য অন্য মণ্ডলীর কোন ব্যক্তিকে নিজ মণ্ডলীর মধ্যে আনয়ন করিতে গেলে সে ব্যক্তির পূর্ব্ব বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া আনয়ন করিতে হয়, ইহা মণ্ডলীমাত্রের ব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে। যে মণ্ডলীর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ভাব যত বিশুদ্ধ সে মণ্ডলীর অন্য মণ্ডলীর লোককে অন্তর্ভূত করিয়া লইবার সামর্থ্য তত অধিক। যে সকল মণ্ডলীর ঈশ্বরসম্পর্কীণ ভাব অপরিষ্কৃত ও দোষসংসৃষ্ট, সে সকল মণ্ডলী অল্পে অল্পে যতই পরিষ্কৃত ভাব লাভ করিবে ও দোষ পরিহার করিবে, ততই তদপেক্ষা উচ্চ মণ্ডলীতে তাহাদের প্রবেশ অপরিহার্য্য। যখন স্বাভাবিক নিয়ম এই, তখন বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইলে নিজ মণ্ডলীতে গ্রহণ করা যে ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কখন সদোষ নহে।

মণ্ডলীর প্রতি অন্তর আদরের কারণ এই যে, উহা ঈশ্বরসম্পর্কীণ ভাব ও উপাসনার রক্ষক। সে ভাব সে উপাসনা যত কেন উচ্চ হউক না, সেই মণ্ডলীগত লোকসম্বন্ধে উহা সহজ ও স্বাভাবিক। যাহারা সেই মণ্ডলীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মাতৃস্তন্যের সহিত সেই ভাব অন্তরস্থ হইয়াছে, সুতরাং সেই ভাবানুসারে উপাসনা ও তৎসম্ভূত আচার ব্যবহারাদি তাহাদের পক্ষে কষ্টোপার্জ্জিত বিষয় নহে। যাহারা সে মণ্ডলীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, সুতরাং বাল্যকাল হইতে যাহাদের সেই ঈশ্বর সম্পর্কীণ ভাব, উপাসনা ও আচার ব্যবহারাদি সহজ ও স্বাভাবিক হয় নাই, তাহাদের বহু কষ্টে সেই সকল অর্জ্জন করিতে হয়, এবং পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ অর্জ্জিত বিষয় তাহারা অনেক সময়ে হারাইয়া ও ফেলে। ইহাতে বিবিধ পরীক্ষায় তাহারা নিপতিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে নূতন বিশ্বাস স্থিরতা লাভ করে নাই, এ অবস্থায় অধ্যাত্ম-জীবন যে বিপৎসঙ্কুল, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। এইরূপ লোকের সহিত প্রণয়-বন্ধন বড়ই কষ্টপ্রদ, কেন না নিয়ত সংশয়, বিতর্ক ও বিরোধ সুখ ও শান্তিভঙ্গ করে।

ঈশ্বরসম্পর্কীণ ভাব, উপাসনা,আচার ব্যবহারাদি এক হইলে প্রণয়বন্ধন কেবল সুদৃঢ় হয় তাহা নহে, উহা সুখের হয়। যেখানে এ সকল বিষয়ে ভিন্নতা আছে, সেখানে ভিন্ন হইবার শত দ্বার খোলা রহিয়াছে, সুতরাং ভয় সুখের মূলচ্ছেদ করে। ইউরোপীয় সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন অথচ তাঁহারা একতায় বাস করেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা সাংসারিক জীবনকে মিলনের ভূমি করিয়া লইয়াছেন, আত্মায় আত্মায় একতা তাঁহাদের মিলনের ভূমি নহে, সুতরাং যে নিত্য সম্বন্ধের উপরে দাম্পত্যসম্বন্ধ স্থাপিত, সে সম্বন্ধ এখানে নাই, গতিকেই একের মৃত্যুর পর অপরের অন্যজনপরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। যে মণ্ডলীতে নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যবস্থাসিদ্ধ, সে মণ্ডলীতে ঈশ্বরসম্পর্কীণ ভাব, উপাসনা ও আচারব্যবহারাদিতে পার্থক্য কখনই স্থান পাইতে পারে না। এ সকল সম্বন্ধে একতার ভূমি নিঃসংশয় না হইলে নিত্যজীবনব্যাপী সম্পর্ক স্থাপন করা কখনই বিধিসঙ্গত নহে। কেন বিধি-সঙ্গত নহে ইহার আমরা উত্তর দিতেছি।

ঈশ্বর নিত্য, ঈশ্বরোপাসনা নিত্য, ঈশ্বর ভাবোৎপন্ন আচার ব্যবহার নিত্য। এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, নিত্যত্বের মূল ঈশ্বর। তুমি যদি কাহারও সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে সে সম্বন্ধ ঈশ্বরকে লইয়া স্থাপন করিতে হইবে। অর্থাদি-বিষয়-সম্বন্ধে যদি এক হইতে চাও, অর্থাদি যেরূপ অনিত্য সেইরূপ উহারাও অনিত্য হইবে। যদি নিজের চিত্তের পরিবর্ত্তসহ ভাবগুলিকে মূল করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন কর, সে সম্বন্ধও ভাবপরিবর্ত্তনসহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। পরস্পরের গুণদর্শনে মুগ্ধ হইয়া যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,তাহা অর্থাদি মূলক সম্বন্ধ অপেক্ষা

স্থায়ী হইবে আশা করিতে পারা যায়, কেন না অর্থাদি অপেক্ষা গুণ স্থায়ী; কিন্তু এখানেও গুণের পার্শ্বে দোষ আছে বলিয়া পদে পদে সম্বন্ধের অস্থায়িতা ঘটিবার আশঙ্কা বিদ্যমান। এরূপ স্থলে মণ্ডলী যে ঈশ্বরকে মূল করিয়া সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বলেন, উহা সমধিক আদরণীয়। মণ্ডলীর ঈশ্বরকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না, মণ্ডলীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, মণ্ডলীর প্রতি আদর হ্রাস করিয়া আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি না, কেন না মণ্ডলী আমাদের ধর্ম্মাদির রক্ষক। যে ব্যক্তি মণ্ডলীর আদর করে, মণ্ডলীর ঈশ্বরের একান্ত অনুগত, তাঁহার জীবনে কোন দিন পাপ, অকল্যাণ ও দুঃখের সম্ভাবনা নাই।

দানের উপযুক্ত হও।

মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। শতবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেও সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাময় তাহার জীবন। সে আকাঙ্ক্ষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সে যে অপূর্ণ জীব, অপূর্ণতা তাহার হরণ করিতেই হইবে। শরীর, প্রাণ, মন, আত্মা সকলেরই অভাব আছে, সে অভাব পূরণের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণাদি জীবে বিদ্যমান। তুমি যদি মনে কর, তুমি আকাঙ্ক্ষা করিবে না, তোমার শরীর প্রাণ, মন, আত্মা ক্ষুধাতৃষ্ণাদিযোগে তোমায় আকাঙ্ক্ষাযুক্ত করিবে, তুমি কি করিবে? তুমি চাহিবে, না চাহিয়া কখন থাকিতে পারিবে না। কিন্তু জানিও, চাহিতে গেলেই পাইবার উপযুক্ত হইতে হইবে, অন্যথা পাইবে না। যদি দাতার নিকট হইতে দান চাও, দানের উপযুক্ত হও।

প্রথমতঃ তোমার শরীর পরিশ্রম করিতে বাধ্য। পরিশ্রম না করিয়া বসিয়া থাকা শরীরের স্বভাববিরুদ্ধ। পরিশ্রম করিলেই শরীরের উপাদানের ক্ষয় আছে, উপাদানের ক্ষয় হইলেই শরীরের আত্মরক্ষার জন্য অন্য উপাদানের প্রয়োজন। ক্ষুধা তৃষ্ণা এই উপাদানের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করে, অথচ এই ক্ষুধা তৃষ্ণাই অন্যোপাদানাকাঙ্ক্ষা। সাধ্য কি যে তুমি এ আকাঙ্ক্ষার প্রতি উপেক্ষা করিবে? শরীরগত অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা আছে, সে আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তুমি নির্জ্জিত করিয়া বশে রাখিতে পার, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণারূপ আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য্য। এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেহরক্ষণোপযোগী উপাদানসংগ্রহে তুমি ব্যস্ত। সময়ে দেহরক্ষণের উপাদান বহুল হইয়া পড়ে, এক অন্ন পান প্রথমে ছিল, এখন গৃহ ধন বিত্ত স্বজনাদি তাহার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। এই সকল দানসামগ্রীলাভের জন্য তোমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে, তোমার অলস হইলে চলিবে না। এই দানীয় সামগ্রীগুলি তোমায় নিরন্তর বলিতেছে, আমাদের উপযুক্ত হও, তবে তুমি আমাদিগকে পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাণের ক্রিয়া অজস্র চলিতেছে। বাহিরের বায়ুমণ্ডলী নিরন্তর প্রাণের উপরে আত্মক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। সেখান হইতে শত শত মারাত্মক অণু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। ভিতরের প্রাণশক্তি আত্মবলে সে সকলকে পরাজয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। এই ক্রমিক সংগ্রামে ক্ষয়োপচয় চলিতেছে, কিন্তু এখনও প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয় নাই। প্রাণশক্তি ক্ষয় না পায়, এজন্য কি তোমায় প্রয়াস পাইতে হয় না? ব্যায়াম দ্বারা গতিশক্তিকে নিয়ত জাগাইয়া রাখিতে হয়, অন্যথা অদূরে দেহ হইতে প্রাণের অপগম অবশ্যম্ভাবী। প্রাণশক্তি নিয়ত বলিতেছে, যদি আমায় রাখিতে চাও, তবে নিয়ত নিরলস হও।

তৃতীয়তঃ মন নিরন্তর ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনে ব্যস্ত। আমরা কথায় বলি, চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, রসনা স্বাদ গ্রহণ করিতেছে, নাসা ঘ্রাণ লইতেছে, ত্বক্ স্পর্শানুভব করিতেছে, কিন্তু এ সকলই মন আপনি করিতেছে। চক্ষুরাদি বন্ধ করিয়া মনের বহির্বিষয়সম্পর্কীয় কার্য্য বন্ধ করিয়া

দাও, ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন তাহার কার্য্য চলিবে। এ কার্য্যে প্রয়াসানুভব এত যে, তদ্দ্বারা দেহ যত অবসন্ন হয়, শারীরিক পরিশ্রমে তত হয় না। মনকে থামাইয়া রাখিতে পারা যায় না, সে ক্রমান্বয়ে চাহিতেছে। এখানে যদি সে যাহা চায়, তাহার উপযুক্ত না হও, পাইবে না, ক্লেশে তোমার দিন অতিপাত হইবে। এ ক্লেশ বহন করা তোমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইবে, কিন্তু হইলে কি হয় উপায় নাই। মন কেবলই বলিতেছে, আমি যাহা চাই তাহার তুমি উপযুক্ত হও, নৈলে নিপীড়ন সহ্য কর।

চতুর্থতঃ আত্মার আকাঙ্ক্ষা। দেহাদির আকাঙ্ক্ষার এক দিন নিবৃত্তি হইবে কিন্তু আত্মার আকাঙ্ক্ষার কোন দিন নিবৃত্তি নাই। যখন নিবৃত্তি নাই, তখন এ আকাঙ্ক্ষার দায়িত্ব গুরুতর। শরীর দুদিন পরে খসিয়া পড়িবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত মনের আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু আত্মার অনন্তাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত আনন্দ ইহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়, সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেহাদির আকাঙ্ক্ষায় যাহাদের চিত্ত আবদ্ধ, তাহাদের সকল সম্বন্ধ দেহাদিবৎ অস্থায়ী। অর্থ, বিত্ত ও অন্ন পানাদির জন্য সংসারে যে সকল সম্বন্ধ ঘটে, সে সকল সম্বন্ধ এই আছে এই নাই। লোকে ভোগবিলাসাদিতে প্রমত্ত হইয়া সেই সকলকেই সর্ব্বস্ব মনে করে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ভুলিয়া যায়। ইহাতে এই ফল হয় যে, অল্পদিনের মধ্যে সে সকলের পরিণাম-বিরসত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়, অথচ পূর্ব্বাভ্যাসবৈগুণ্যে সে সকলকে ছাড়িতেও পারে না, ভোগ করিয়াও সুখী হয় না। কখন কখন বা ভোগমধ্যে দারিদ্র্যাদি প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে। যে সকল সম্বন্ধ পার্থিব অস্থায়ী বিষয় লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, সে সকলের মধুরতা শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়, পরিশেষে শূন্যগর্ভ সম্বন্ধমাত্র থাকিয়া যায়, কপটাচারে সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় মাত্র। আত্মার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী অনন্তের উপরে যে সকল সম্বন্ধ স্থাপিত, সে সকল সম্বন্ধের মধুরতা ইহকাল পরকালব্যাপী, এবং উহাদের মধুরতা হ্রাস না পাইয়া অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মনুষ্যগণ বিষয়সুখে আকৃষ্ট হইয়া আত্মাকে ভুলিয়া যায়, বিষয়ই সর্ব্বস্ব হয়, সুতরাং কেন নিত্য অপরিতৃপ্তি অনুভব করিতেছে, 'বিষয়সুখে মন তৃপ্তি কি মানে' সর্ব্বদা গাইতেছে, অথচ সেই বিষয়সুখ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে। বহু পরীক্ষার তাড়না সহ্য করিয়া যখন লোকের চৈতন্যোদয় হয়, তখন বুঝিতে পারে আত্মা কিজন্য অপরিতৃপ্ত, আত্মার সম্বন্ধ সকলই বা কেন মাধুর্য্য হারাইতেছে। অনিত্যেতে আত্মার তৃপ্তি নাই, নিত্য বস্তু নিত্য সম্বন্ধ, ইহাই উহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়, এবং উহাতেই উহার তৃপ্তি। নিত্য, অনন্ত, নির্ব্বিকার বস্তু লাভ করিয়া যখন শান্ত হয়, তখন তৎসহ সংযুক্ত সকলই মধুময় হয়। সংক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে, পরিবর্ত্তনশীল বস্তুসমূহঘটিত আকাঙ্ক্ষা চিত্তকে পরিবর্ত্তনশীল করিয়া তুলে, সুতরাং সকল প্রকারের সম্বন্ধরিবর্জ্জিত হইয়া যায়, কোন স্থায়ী মূলের উপরে দাঁড়ায় না। এক অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বরেতে যাহা কিছু সম্বন্ধ হয় তাহার আর কোন দিন পরিবর্ত্তন হয় না, ক্রমে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাহা হইতে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব :

বুদ্ধি। সঙ্গের দোষগুণ সহজে সংক্রামিত হয় সকলেই বলে। এ সংসারে থাকিতে গেলে কত প্রকার লোকের সঙ্গ করিতে হয়, কৈ সে সঙ্গজন্য দোষগুণ কি কোথাও সংক্রামিত হইতে দেখিয়াছ? আমার মনে হয়, দুএকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছে। দু একটি ব্যতিক্রম দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত?

বিবেক। সংসারে থাকিতে গেলে অনেক লোকের সহিত সঙ্গ করিতে হয়, তাহাতে দোষগুণ সংক্রামিত হয় না, ইহা দেখিয়া সঙ্গে দোষগুণ সংক্রামিত হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করাতে তোমার অনবধানতা প্রকাশ পাইতেছে। কাজ, কর্ম্মে বা অন্য উপলক্ষে ক্ষণিক সঙ্গ জীবনের উপরে কার্য্য করিতে না পারে, কিন্তু যাহাদের

সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ আছে, হৃদয়ের টান আছে, সেখানে দোষগুণ সংক্রামিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। বন্ধুতা, অনুরাগ, হৃদয়ের টান দোষগুণ সংক্রামিত হইবার কারণ ইহা যখন স্থির সিদ্ধান্ত, তখন অসৎ অসাধু ব্যক্তিদিগের সহিত যদি বন্ধুতাদি না থাকে, কেবল সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যোপলক্ষে সাক্ষাৎ করিতে হয়, এবং তাহাদের অসাধুতার উপরে ঘৃণা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ সংক্রামিত হইতে পারে না। তেমনি আবার সাধুগণের সঙ্গে যাহারা সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করে, অথচ তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুতা নিবন্ধ করে না, তাহাদিগেতে কখন সাধুগুণ সংক্রামিত হয় না।

বুদ্ধি। থাম, থাম, সাধুগণের সঙ্গে সময়ে সময়ে আসিয়া কার্য্যোপলক্ষে কেন ২৪ ঘণ্টা একত্র যাহারা বাস করে, তাহাদের অসাধুতা দুর্দ্দান্ততা দিন দিন বাড়ে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দৃষ্টান্তই বলিয়া দিতেছে সঙ্গগুণ দৈবাৎ সংক্রামিত হয়।

বিবেক। আমি বলিয়াছি বন্ধুতা, অনুরাগ, হৃদয়ের টান যেখানে আছে, সেখানে গুণ সংক্রামিত হয়। সাধুর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা বাস করিলে কি হইবে? তুমি কি বলিতে পার তাহাদের সাধুগণের প্রতি বন্ধুতা অনুরাগ বা হৃদয়ের, টান ছিল? যদি থাকিত,তাহারা নিশ্চয় সাধু হইয়া যাইত।

বুদ্ধি। হ্যাঁ গা, দৈত্যকুলে কি প্রহ্লাদ হয় না?

বিবেক। এক প্রহ্লাদই সাধু হইয়াছিলেন। বলিতে পার দৈত্যকুলে আর কয় জন সাধু হইয়াছিল? যদি বল, বলি এক জন ভক্ত ছিলেন, তাঁহারও সাধুত্ব প্রহ্লাদের সাধুতাসংস্পর্শে। দৈত্যত্ব দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও নিত্যকালব্যাপী নয়, ইঁহাদের জীবন ইহাই দেখায়। নিত্যকালের কথা দূরে রাখিয়া দীর্ঘকালের কথাই আলোচ্য বিষয়। এজন্যই বলিতেছি, কোন এক বংশে যদি পাঁচটি ভাই থাকে, তাহাদের মধ্যে বড় তিনটি ঘোর পাপাচারী, তাহা হইলে আর দুটি তাহাদের দৃষ্টান্তে যে কি হইবে, ভিতরে ভিতরে কি হইয়াছে, সময়ে প্রলোভন আসিলে কি হইয়া পড়িবে, তাহার কি স্থিরতা আছে? সকল লোকেই অবশিষ্ট দুইটিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে, কি জানি বা কবে কি হইয়া উঠে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। এরূপ আশঙ্কা কি মূলশূন্য না নিন্দনীয়? জানিও, এরূপ আশঙ্কা না থাকাই বিপদের কারণ।

বুদ্ধি। আচ্ছা, জনসমাজে সঙ্গদোষ পরিহার এবং সঙ্গের গুণ লাভের জন্য কিরূপে অবস্থান করা সমুচিত?

বিবেক। জনসমাজে থাকিলে অনেক লোকের সঙ্গ দুর্নিবার। এই সকল সঙ্গমধ্যে দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহার করা সমুচিত। যদি পরিহার অসম্ভব হয়, তাহা হইলে দুর্জ্জনতার প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা পোষণ করিয়া সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বদা অন্বেষণ করিবে। সাধুসঙ্গ ঘটিবার উপায় ভগবান্ উপস্থিত করিলেন, অথচ যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাদির প্রলোভনে সাধারণ জনগণের সঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তাহা হইলে তুমি আত্মঘাতী হইলে। ইহা কি মনুষ্যের পরম সৌভাগ্য নয় যে, ঈশ্বর তাহাকে এ সংসারে সাধুজনের সঙ্গ মিলাইয়া দিলেন? আর সমুদায় অভিলাষ ও লাভালাভ দূরে পরিহার করিয়া ঈদৃশ সঙ্গ আশ্রয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বুদ্ধি। যাঁহারা উচ্চব্রতধারী তাঁহাদের নিয়ত সাধুসঙ্গ করা শোভা পায়। যাহারা সংসারী তাহাদের পক্ষে নিয়ত সাধুসঙ্গে কি প্রয়োজন?

বিবেক। তুমি কি মনে কর, সংসারীদের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের পক্ষেই তো সাধুসঙ্গ আরও প্রয়োজন। যদি কোন এক সংসারে একটী নারী অথবা নর ঈশ্বরপরায়ণ ও ধ্যানযোগাদিতে অনুরক্ত থাকেন, সে কুলের পুত্রকন্যাগণ, এমন কি দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত, সুশীল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, ইহা কি তুমি দেখ নাই?

বুদ্ধি। এ দৃষ্টান্ত তো আমার চক্ষের সম্মুখে আছে।

বিবেক। যদি এ দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে কোন গৃহের জ্যেষ্ঠগণ যদি দুরাচারী হয় সে গৃহের কি দুর্দ্দশা হয় তাহা কি দেখ নাই?

বুদ্ধি। হাঁ, দেখিয়াছি এবং সেরূপ দুর্দ্দশার দৃষ্টান্তও চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে।

বিবেক। তবে কেন ভোগাসক্তগণের অপমানবাক্য, নিন্দা, এমন কি আপনার সকল ক্ষতি বহন করিয়া সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিবার পক্ষে তোমার প্রবৃত্তি নাই? সাধুসঙ্গ বিনা কি সংসারী জনের অন্য উপায় আছে? এ উপায় পরিত্যাগ করা আত্মঘাত, ইহা তো আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোথাও গেলে কুসঙ্গ ঘটিবে, ইহা যদি জানিতে পাও, সেখানে প্রাণান্তেও পদার্পণ করিও না। কিন্তু যদি শোন অমুক স্থানে গেলে সাধুসঙ্গ হইবে, কোন বাধা না মানিয়া সেখানে গমন করিও, নিশ্চয় তোমার কল্যাণ হইবে। কোথায় ভয়ের স্থান, কোথায় অভয়ের স্থান তোমায় বলিলাম, মানা না মানার দায়িত্ব তোমার উপরে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মতনয়—সেবক।

২২ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

যাঁহারা ব্রহ্মতনয় ও ব্রহ্মতনয়া তাঁহারা দাস্যব্রতে জীবন যাপন করিবেন ইহা অতি বিপরীত কথা। রাজাধিরাজ বিশ্বপতির পুত্র কন্যা হইয়া দাসত্বের নীচতাস্বীকার, ইহা কখন রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণের সমুচিত ব্যবহার নহে। পবন যাঁহাদিগকে ব্যজন করিতেছে, আকাশ যাঁহাদিগের জন্য বারিবর্ষণ করিতেছে, সূর্য্য চন্দ্র যাঁহাদিগের সেবার জন্য অবিরত পরিশ্রম করিতেছে, সমুদায় প্রকৃতি যাঁহাদিগের প্রয়োজনসাধনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহা নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, এত দাস দাসী

যাঁহাদিগের সেবার জন্ম পরম প্রভু নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা নীচতম দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, মানাপমান পরিত্যাগ করিয়া দাস দাসী না হইলে তাঁহাদিগের উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? হয় ইহারা ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া, নয় ইহারা সামান্য প্রকৃতিজাত মানব মানবী, এ দুইয়ের মাঝামাঝি আর কিছু কল্পনা করা যাইতে পারে না। কল্পনা করিলেই, যে কথা বলা হইল সেই কথাই আবার আপনাকেই কাটিতে হয়। মানব মানবীর দাস্যবৃত্তি যদি সঙ্গত হয়, তবে তাহারা রাজপুত্র রাজতনয়া কখন হইতে পারে না, তাহারা চন্দ্র সূর্য্যাদি অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু যেরূপ সেইরূপ, তদপেক্ষা তাহাদিগের অন্য কোন শ্রেষ্ঠতা নাই। আর যদি তাঁহারা রাজাধিরাজের পুত্রকন্যা হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেইরূপ ব্যবহারে আপনাদের গৌরব সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে, কখন দাস্যবৃত্তির নীচতা তাঁহাদিগের স্বীকার করা উচিত নয়।

আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা মানব মানবী সম্বন্ধে দুইই বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ" সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ কেন না ব্রহ্ম সমুৎপন্ন। যখন ম্লেচ্ছাদি সমুদায় বর্ণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মের তনয়, তখন ইঁহাদিগকে নীচ দৃষ্টিতে দেখিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহারা কোন বর্ণকে নীচ দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা অজ্ঞান মূর্খ, তাহারা অতত্ত্বদর্শী। উচ্চতম শাস্ত্র যখন মানবমাত্রের ব্রহ্মতনয়ত্ব স্বীকার করিতেছেন, তখন কোন মানবকে দাস, কোন মানবকে প্রভু এ প্রকার শ্রেণীনির্দ্দেশ করা কখনই শাস্ত্রসঙ্গত নয়। ইনি শূদ্র ইনি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ভেদ কল্পনা লৌকিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে; যে সকল শাস্ত্রে লৌকিক আচার ব্যবহার নিবদ্ধ আছে, সেই সকল শাস্ত্র এই লৌকিক ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছে, বস্তুতঃ সকলেই ব্রহ্মতনয় ব্রাহ্মণ। যেমন উচ্চতম শাস্ত্র বলিলেন, "সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ," তেমনি অপর শাস্ত্র বলিতেছেন "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে তখন সে শূদ্র। মানুষ জন্মশূদ্র, এ কথা কি পূর্ব্ব কথার খণ্ডন করিতেছে না? হয়, এ দুই কথার মিল আছে, না হয় ইহারা পরস্পর বিরোধী। যদি বিরোধী না হইবে, তবে এদেশে আপামর সাধারণ সকলের মুখেই "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" এবচন শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ ব্রাহ্মণকুলে যাহার জন্ম তাহাকে জন্ম হইতে লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করে, আর শূদ্রকুলে যে জন্মিয়াছে তাহাকে বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত লোকে শূদ্র ভিন্ন আর কোন ভাবে তাহাকে গ্রহণ করে না কেন? এ ব্যবহার কি তবে সত্যমূলক নহে?

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সেই ব্যক্তিই শূদ্র, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে লোকে বলিবে, ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে না, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যদি বল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র চরিত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্" শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব পায় ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব পায়, এই কথাই তবে সত্য। ইউরোপেতে আর এদেশের ন্যায় জাতিভেদ নাই, অথচ ধনসম্পদাদিদ্বারা সেখানেও শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় মানবে মানবে ভেদ উপস্থিত হয়, আহার ব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটে। একজন দেশাধিপতি বা ধনাধিপতি কি আর এক জন দীন প্রজাকে আপনার ভোজনপাত্রের সমাংশী করিতে পারেন? আচার ও চরিত্র, বা ধনাদি দ্বারা মানবে মানবে জাতিভেদের ন্যায় ভেদ সর্ব্বত্র আছে মানিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের চক্ষে এ ভেদ সত্য নয়, লৌকিক ব্যবহারমাত্র। শাস্ত্র যে মানবমাত্রকে ব্রহ্মতনয় ও শূদ্র একই সময়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে উহা আমাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যে সত্য, একালের ব্যবহারেও কথঞ্চিৎ প্রমাণ হয়। ইয়ুরোপের বড় বড় সম্রাট্ আপনাদের পুত্রগণকে ছোট ছোট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। কাহাকেও বা নৌকার্য্যে, কাহাকেও বা শিল্পীর সহিত শিল্পকার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁহারা আপনাদের উপরিতন কর্ম্মচারিগণের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এতো গেল পৃথিবীর কথা। ঈশ্বরের দিকে দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই। যিনি সমুদায় বিশ্বের অধিপতি তিনি আপনাকে সামান্য জীবগণের সেবাতে সর্ব্বদা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ভক্তেরা যখন ঈশ্বরের সেবাব্রত দর্শন করেন তখন তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান। যিনি অখিল বিশ্বের প্রভু তিনি দাসবৎ (একথা বলিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, অযোগ্য কথা তাঁহার প্রতি ব্যবহার করা হইল বলিয়া অপরাধের আশঙ্কা উপস্থিত হয়) সকলের সেবা করিতেছেন, এ ভাব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। এই দাসবৎ সেবাতে তাঁহার গৌরব ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায় ভিন্ন হ্রাস হয় না। তিনি জগতের পিতা, জগতের মাতা, পিতা ও মাতার সন্তানের সেবা ভিন্ন বল আর কোন্ কার্য্য আছে? পিতা ও মাতা সন্তানের সেবা করেন বলিয়াই কি তাঁহাদের এত মহত্ত্ব ও গৌরব নয়? পিতার পিতা যিনি, মাতার মাতা যিনি তাঁহার গৌরব ও মহত্ত্ব অনন্তগুণ, কেন না তিনি অনন্তকাল সন্তানগণের সেবাতে সমান নিযুক্ত আছেন। পৃথিবীর পিতা মাতা সেবা করেন, আবার বৃদ্ধবয়সে সেবা গ্রহণ করেন, পরম পিতা পরম মাতার সম্বন্ধে এ কথাতো আমরা কোন কালে বলিতে পারি না। তিনি সেবা করিতেছেন, চিরকালই সেবা করিবেন, তাঁহার সেবার কোন দিন বিচ্ছেদ নাই। তিনি যদি সর্ব্বত্র থাকিয়া সেবা না করিতেন, জগতে ও জনসমাজে আজ কোন কার্য্যই চলিত না। পৃথিবীতে যাঁহারা দাসদাসী হইয়া দিবারাত্র খাটিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কে সেই দাসব্রতপালনে মগ্ন হইয়া আছেন? সেই জগতের স্বামী রাজরাজাধীশ্বর। রাজাধিরাজ হইয়াও যদি তাঁহার সঙ্গে সেবাব্রত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে দাসব্রত তাঁহার পুত্রকন্যাগণের জীবনের শোভাবর্দ্ধন করিবে না ইহা কি

কখন সম্ভব? ইহাতে ঈশ্বরতনয়তনয়ার গৌরব ও মহত্ত্ব বাড়ে ভিন্ন কখন হ্রাস হয় না।

যখনই কোন বিধান সমাগত হইয়াছে, তখনই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ দুইয়ের বিরোধ ভঙ্গ করিয়া সেবাধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিবার জন্ম যত্ন হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার বাড়িল, শূদ্রগণ নিপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন মহামতি শাক্যের অভ্যুদয় হইল। তিনি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যের অভিমান খর্ব্ব করিলেন; শূদ্রগণের নীচতা দূর করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের উচ্চ অধিকারে অধিকারী করিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমাগমে আচণ্ডাল নীচজাতি ভক্তিতে ব্রাহ্মণগণের নমস্য হইলেন। মহাভারতের সময়ে ব্রাহ্মণগণের বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল, কিন্তু সেই মহাভারত ভূয়োভূয় ব্রাহ্মণগণকে সাবধান করিয়াছেন যে জন্মদ্বারা জাতি নহে, চরিত্রের দ্বারা জাতি. যদি তাঁহারা চরিত্র হারান তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয়ের কোন একটিকে প্রবল করিয়া অপরটিকে অধঃকরণ করা এত দিন এদেশের ইতিহাসে চলিয়া আসিতেছে, এ দুই একই সময়ে এক ব্যক্তিতে কি প্রকারে সমঞ্জস ভাবে রক্ষা করিতে পারা যায়. আজ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোথাও যত্ন হয় নাই। এখন নববিধান আসিয়া একাধারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। এখন এ দুইয়ের বিরোধ আর থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের ভিতরে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, শূদ্রের সেবকত্ব, এ উভয়েরই যখন সমাবেশ আছে, তখন তাঁহার তনয়দিগের মধ্যে এ উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ থাকিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? শম, দম, তিতিক্ষা ক্ষান্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ এক দিকে; বিনয়, অকিঞ্চনতা, শুশ্রূষাবনতি প্রভৃতি শূদ্রোচিত ভাব অন্য দিকে, এ দুই একাধারে অবস্থান করিলে মানবের পূর্ণতা ভিন্ন কখন অপূর্ণতা হয় না। এই পূর্ণতা না থাকিলে মানব মানবী ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া হইতে পারেন না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলে আর ব্রাহ্মণ শূদ্রের একাধারে স্থিতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

রাজাধিরাজের পুত্র কন্যা হইয়া আমরা যখন তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছি, তখন আমরা একই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়ই হইব। অন্তরে ব্রাহ্মণ বাহিরে শূদ্র, এই ভাবে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ যদি সংসারে বিচরণ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বিধানের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। অন্তরে ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত এক থাকিয়া বাহিরে শূদ্রের ন্যায় বিনয় ও অকিঞ্চনতা সহকারে সকলের সেবা নিরত থাকা ইহাই ব্রহ্মতনয়ের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি যোগী হও ভক্ত হও, তোমার খ্যাতিতে জনসমাজ পূর্ণ হইবে। লোকে তোমায় ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, তোমার পদে প্রণত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে। তুমি শত শত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে, তোমার কাহাকেও সেবা করিতে হইবে না, তোমারই সকলে সেবা করিবে। তুমি নিস্তব্ধ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া ধ্যানস্থ থাকিবে, চারিদিকে লোকে তোমায় পরিবেষ্টিত করিয়া বসিয়া থাকিবে, কখন তোমার মুখ হইতে যদি একটী কথা বাহির হয়. শুনিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবে। তুমি ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া যদি হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে পার, তোমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নরনারীগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবে। এরূপ সম্ভ্রম সম্মান ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিয়া যখন তুমি একবার তোমার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিলে, আর সে শ্রেষ্ঠত্ব হারাইবার তোমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইবে না। তুমি যোগভ্রষ্ট হইলে, ভক্তি তোমার শুকাইয়া গেল, তথাপি তোমার বাহিরে ধ্যানধারণা, ভক্তির বিকাররক্ষা করিয়া পূর্ব্ব সম্ভ্রম বজায় রাখিতে তুমি ব্যস্ত হইবে। একবার যখন তোমার যোগ বা ভক্তির জন্য সম্ভ্রম হইয়াছে, লোকের মন তোমার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়াছে, তাহার পর সম্ভ্রম বজায় রাখা আর কিছু তোমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইবে না। যদি কিছু দোষ প্রকাশ পায়, সিদ্ধ পুরুষের আবার দোষ কি বলিয়া সব কাটিয়া যাইবে। এ পন্থা অধ্যাত্ম মৃত্যুর প্রশস্ত পন্থা, এ পন্থায় অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, অনেকের মৃত্যু ঘটিবে।

দাস্যবৃত্তির পন্থায় এ প্রকার পতনের সম্ভাবনা নাই। এখানে সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিন্দা ঘৃণা অবমাননা ভিন্ন লোকের নিকট আর কিছু পাইবার আশা নাই। যে দাস তাহার আবার যোগ ও ভক্তির জন্য সম্ভ্রমলাভ কি কখন সম্ভব? সে সকলের পদানত শূদ্র, নিপীড়িত হইবার জন্য তাহার জন্মগ্রহণ, তাহাকে আবার সম্ভ্রম করিয়া মাথায় তুলিবে কে? দাস হইয়া যোগ ও ভক্তিকে লোকের চক্ষু হইতে যে প্রকার গোপন করিয়া রাখিতে পারা যায়, এমন আর কোন উপায়ে করিতে পারা যায় না। দাসের অন্তর সর্ব্বদা ব্রহ্মপাদপদ্মের সহিত সংযুক্ত, তাঁহার চরণসুধাপানে তাহার হৃদয় প্রমত্ত, বাহিরে সে কেবল অন্তরস্থ প্রভুর আদেশে তাঁহার সন্তানগণের সেবায় নিরত। সে কখন অন্তরস্থ প্রভুর ইচ্ছার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, সুতরাং তাহাতে নীচতা, ইন্দ্রিয়বিকারাধীনতা কখন ঘটে না। ঈশ্বরের সন্তানগণের সেবা করিতে গিয়া তাহাকে কত অবমাননা নিন্দা ঘৃণা বহন করিতে হয়, কিন্তু অন্তর তাহার সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ। অন্তরে যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মতনয়, ব্রহ্মভক্ত, তাহার চিত্ত ক্রোধাদি বিকারের অধীন হইবে কেন? সে তাহার দাস্যবৃত্তির বিনিময়ে আর কিছু চায় না, নিন্দা ঘৃণা নির্য্যাতন আশা করে। মহর্ষি ঈশা এই প্রকার দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের পুত্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এ বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কেহ ঈশ্বরের তনয়ত্ব লাভ করিতে পারে না। পুত্রত্ব লাভ না করিয়া, অন্তরে ব্রাহ্মণের ভাব পোষণ না করিয়া যে ব্যক্তি শূদ্রের সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে কখন নীচ না হইয়া বিকারের অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মযোগে যোগী হইলে তবে ব্রাহ্মণ হন। শূদ্র যখন ব্রাহ্মণ হইলেন, তখন তাঁহার সেবাধর্ম্মে অধিকার জন্মিল। তখন তিনি পুত্র হইয়া ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণের সেবাতে আপনাকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইলেন।

আমরা নববিধানাশ্রিত লোক এই প্রকারে যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয় হইয়া ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইব, আমাদিগের প্রতি বিধানের ঈশ্বরের এই আদেশ। যাহাতে আমরা জীবনে এই আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, কৃপাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গগত কালীকুমার বসু।

[তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক লিখিত।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এইখানে তাঁহার শারীরিক বলের দুই একটী কথা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, যখন তিনি ডন ও কুস্তি করিতেন তখন প্রায় আড়াই মনের একটী চাকা গলায় রাখিয়া ঘুরাইতেন। বড় বড় পাঞ্জাবী পালোয়ানদিগকে কুস্তিতে পরাস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হইত যে একটা হস্তী অপেক্ষা তিনি কম বল ধারণ করিতেন না। একবার নারায়ণদহ জমিদারের একটা উন্মত্ত হস্তী হঠাৎ ছুটিয়া সকলের বাড়ীঘর ভাঙ্গিতে লাগিল, সকলে ভয়ে দৌড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইতে লাগিল। আমাদের বাসায় আসিলে পর বাবা ঘরের খুঁটি ভাঙ্গিয়া লইয়া হস্তির কপালে এমন আঘাত করিতে লাগিলেন যে, যদিও হস্তী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল তথাপি অবশেষে তাহাকে পরাস্ত হইয়া যাইতে হইয়াছিল। এক দিবস ময়মনসিংহ খাজানা খানায় একটা বড় লোহার সিন্দুক ২০জন লোকে টানাটানি করিয়া নাড়াইতে পারিল না, ইহা দেখিয়া তিনি তাহা বাম হস্তে অক্লেশে তুলিয়া যথাস্থানে ফেলিয়া দিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার শক্তির পরিচয়ের কথা অনেক আছে। তাঁহার যেমন শক্তি ছিল; তেমনি রাগও ছিল; চতুষ্পার্শের লোকে ভয়ে কাঁপিত। ৪।৫ জন সাহেবকে পর্য্যন্ত একা challenge করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় গুড়ম দ্বারা ৩ জন সম্ভ্রান্ত সাহেবের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, আমাদের বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া তখন দুর্গোৎসব হইত তিনি নিজের হস্তে ছাগ মহিষাদি বলি দিতেন। ব্রাহ্ম হওয়ার পর তাঁহাতে রাগ বলিয়া যে কিছু একটা ছিল তাহা টের পাওয়া যায় নাই *।

* অনেক বৎসর পূর্ব্বে একবার যখন আমরা ময়মনসিংহ প্রচারার্থ গমন করি সে সময়ে ভ্রাতা কালীকুমার বসু আফিস হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, আজ অনেক দিন পরে পুরাতন শত্রুক্রোধ দেখা দিয়াছিল, দেখা দিবামাত্রই ভগবানের কৃপাগুণে অমনি তাহাকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। যে সময়ের এ কথা সে সময়ে তিনি কালেক্টরীর হেডক্লার্ক। হেডক্লার্কের নিকটে কার্য্যগতিকে সবডিপুটীগণ একটু বিনত থাকেন। সেদিন তাহার বিপরীতে একজন সবডিপুটী তাঁহাকে অপমানসূচক কথা বলেন। অপমানসূচক কথা শুনিয়াই অমনি তিনি 'কাঞ্চানের বাহু' করমুষ্টিতে চাপিয়া ধরেন। চাপিয়া ধরিবামাত্র অমনি তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, আর পূর্ব্ব প্রশান্ত ভাব তাঁহাতে ফিরিয়া আইসে। . সং।

চিরকাল কি ধর্ম্মব্যাপারে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি গবর্ণমেণ্ট কার্য্যের ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই তিনি বীরত্ব ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যে কার্য্যে তিনি বুঝিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবে তাহাতে কালেক্টর, কমিসনর, এমন কি বোর্ডের সহিত পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিয়া নিজের মত বাহাল করাইয়াছেন। এই সব কারণে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কমিশনরদের সঙ্গে পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং কতবার বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এমন কি বোর্ডের সাহায্য লইতে হইয়াছে; কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছে। এইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে তিনি সর্ব্বদা নির্ভীক ছিলেন, সাহেবেরাও তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন "বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্যকার্য্যসাধনে ইনি সম্পূর্ণ ভয়-হীন।" ইনি একদিকে যেমন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তেমনি নিম্নস্থ আমলাগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। একদা কোন আমলা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য করায় সাহেব তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু বাবা তাঁহাকে ডাকাইয়া বার বার এমন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যাহাতে তাঁহার সংশোধন হয়। ২।৩ দিন চলিয়া গেলে, সাহেব টের পাইলেন যে এখনও আফিস হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই। তখন তিনি বাবাকে ডাকাইয়া, কেন তাঁহাকে এখনও আফিসে রাখা হইয়াছে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। "যে তোমার হুকুম মানে না তাহাকে আমি আফিসে রাখিতে চাই না" সাহেব এই কথা বলাতে বাবা বলিলেন, সকলকেই প্রেমের সহিত শাসন করিতে হইবে। ইহাকে তাড়াইয়া দিলে ইহার জীবন একেবারে নষ্ট হইবে এবং পরিবারের বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহার আর কোন দিনও দোষসংশোধন হইবে না। তখন সাহেব বলিলেন, তবে কি করিতে চাও। বাবা বলিলেন, ইহাকে সংশোধনের জন্য ৬মাস সময় দেওয়া যাক, এই সময়ের মধ্যে যদি ইহার সংশোধন না হয়, তবে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে। তাহাই হইল এবং সাহেব বলিলেন, আজ হইতে তোমার নিকটে শিক্ষা করিলাম, কি উপায়ে নিম্নস্থ আমলাগণকে শাসন করিতে হইবে। বাস্তবিক এইরূপে তিনি চিরকাল অবাধ্যকে পথে আনিয়াছেন এবং দুষ্টকে শাসন করিয়াছেন। এই জন্য সকলে তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন, তেমনি পিতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। অনেক সাহেবদের সঙ্গে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যেমন সাহেবদের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এমন অল্পলোকেই হইতে পারে। সকলেই তাঁহাকে বিবেকী, সৎসাহসী, বিশ্বাসী ও সাধু এবং অতি উত্তম সেরেস্তাদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং লিখিয়া গিয়াছেন।

এইত গেল তাঁহার আফিসসম্বন্ধে কথা। তিনি পরিবারের ভিতর কিরূপ ছিলেন তাহাও বলা আবশ্যক। তিনি চিরকাল পিতামাতার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা মাতার নিকট ইহার কোন ক্লেশ পাইতে হয়

নাই ; তবে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ করিয়াছেন। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেরূপ ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার বাধ্য ছিলেন,সেরূপ দৃষ্টান্ত আজ কাল অতি বিরল। লক্ষণ যেমন রাম ভিন্ন জানিতেন না,ইনিও ঠিক তদ্রূপ। জ্যেষ্ঠও তেমনি স্নেহ করিয়াছেন। আমাদের কাছে তিনি অত্যন্ত ভালবাসা ও প্রেমের জিনিষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের কখন প্রেম ভিন্ন ভয় হয় নাই। অনেকে পিতাকে বড় ভয় করেন, আমাদের নিকট যেন তাহা বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হইত। তাঁহার কাছে কোন কথা বলিতে আমাদের ভয় হইত না। তাঁহার কাছে আমরা বড় হইয়াও কত আবদার করিয়াছি। তিনি এক দিকে এমন বালকের মত ছিলেন যে অনেক সময় আমরা যে যাহা চাহিতাম প্রায় তাহাই দিতেন। কোন কাজ আমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। অতি সামান্য কাজেও তিনি এইরূপ করিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা কার্য্যে বালকের ভাব দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ইদানীং বলিতাম বাবা তুমি যে একেবারে দিন দিন বালক হইয়া চলিলে।"

একথা শুনিয়া তিনি কি মধুর হাসিই না হাসিতেন। আমরা কেহই তাঁহাকে "তুমি" ভিন্ন "আপনি" সম্বোধন করি নাই। এখন তাঁহার অভাবে আমাদের বড়ই ফাঁক ফাঁক বোধ হইতেছে। আমরা চিরকাল তাঁহার কাছে ছিলাম, এই কেবল সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বাহ্যিক ভাবে দূরে পড়িয়াছি। মা সর্ব্বদা ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। প্রায় ৫০ বৎসর পর এই কঠিন শোকাবহ বিচ্ছেদ ঘটিল। তাঁহার মুখের দিকে আজ আমরা কেহ চাহিতে পারিতেছি না। পিতা অত্যন্ত দয়াবান্ ও প্রেমিক ছিলেন, দীন দুঃখীদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। অনেক সময় দরিদ্র সাজিয়া অনেক লোক তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। আমাদের প্রতিবাদসত্ত্বেও তিনি দয়াকালে ঠিক থাকিতে পারিতেন না। পরিবারের ভিতর যাহাতে এক বুদ্ধি, এক জ্ঞান, এক আত্মা, এক প্রেম বিরাজ করে এজন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। যাহাতে একটি ভক্ত ও প্রেমিক পরিবার গঠিত হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পারিবারিক উপাসনা, নামকীর্ত্তন, আলোচনা ইত্যাদি দ্বারা সকলকে সরস রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। উপাসনা ও প্রার্থনা, কি সঙ্গীতের কথা বলিলে তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সর্ব্বদা এই স্রোত চলে তিনি ইহাই চাহিতেন।

ছোট ছেলেদের সঙ্গে আমোদ ও খেলা করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে পাইলে আর কিছু চাহিত না। নিজে হাতী ঘোড়া সাজিয়া তিনি কত রকমে তাহাদিগের মন ভুলাইতেন ; খাওয়ার জিনিষ খাওয়াইয়া কত আমোদ করিতেন ; ছেলেদের সঙ্গে যেন নিজেও ছেলে হইয়া যাইতেন! তিনি যুবকদের সঙ্গেও খুব মিশিতেন। তিনি খুব কৌতুকী ছিলেন। এক এক গল্প বলিয়া সকলকে কি যে হাসাইতেন তাহা বলা যায় না। সে সকল গল্পে অনেক শিক্ষার বিষয় থাকিত। যুবকদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার উৎসাহের দৃষ্টান্তে তাহাদিগকে লজ্জিত করিতেন। প্রাচীনদের সঙ্গে যখন বসিতেন, তখন তাঁহার কাছে অনেক প্রাচীন কথা জানা যাইত। তাঁহার মেধাশক্তি অতি আশ্চর্য্য ছিল। সকল বিষয়ের সন তারিখ পর্য্যন্ত সমস্ত তাঁহার মনে থাকিত। পরিবারের ভিতর তিনি কয়েকটী বিশেষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঈশ্বরে খাঁটি বিশ্বাসী হওয়া, নিত্য উপাসনা করা, বিপদে তাঁহার প্রতি নির্ভর করা, প্রেরিত ভক্তগণকে সম্মান করা, অন্যের দোষানুসন্ধান না করা এবং রাজভক্ত হওয়া, এই সব তিনি প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন। প্রেরিত, প্রচারকসভা, মণ্ডলী, এসকলের কাহারও নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহাতে তিনি যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইতেন। প্রেরিতগণের ভিতর সময় সময় গোলমাল হইলেও তাঁহাদের দোষানুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের গুণ গ্রহণ করিতে তিনি বলিয়াছেন। তাঁহাদের উপর সংশয় ও বিদ্বেষ ভাব রাখা তিনি পাপ বলিতেন এবং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিতেন। কোন অবস্থাতেই ইঁহাদের অবাধ্য হইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবনে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। আচার্য্যের প্রতি তাঁহার কি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসাই ছিল! আচার্য্য পরিবারকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। কিরূপে ভক্তের প্রতি, প্রেরিতমণ্ডলীর প্রতি ও নববিধির প্রতি চিরভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে তিনি উপদেশে ও দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার মুখে ও জীবনে আর কত স্বর্গীয় অমূল্য উপদেশ পাইয়াছি তাহা লিখিতে গেলে পত্র অনেক বড় হইয়া পড়ে। তাঁহার মনের উচ্চতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, ভাবের গম্ভীরতা ও মুখের প্রফুল্লতা যে একবার দেখিয়াছে, সে এক অপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এইরূপে আমরা তাঁহার নিকট হইতে নববিধানকে মাথার মুকুট বলিয়া স্বীকার করিতে এবং আচার্য্য, ভক্তপরিবার, প্রেরিতমণ্ডলী, এমন কি রাজাকে পর্য্যন্ত ভক্তি করিতে শিখিয়াছি। তাঁহার দৃষ্টান্তের গুণে শত্রুকেও যে প্রেম করিতে হয় তাহা জানিয়াছি। এইরূপে তাঁহার কাছে বসিলে আমরা হাস, গল্প, নীতি, ধর্ম্মোপদেশ, শিক্ষা, সব পাইতাম ; তাই তিনি আমাদের বড় আরাম ও শিক্ষার স্থান ছিলেন।

এই ত গেল পারিবারিক সম্বন্ধের সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে যে ভাব ছিল তাহার সাক্ষী আপনারাই, সে বিষয় আপনারাই অধিক জানেন। আপনাদিগকে পাইলে যে তিনি কত সুখী হইতেন তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলেই দেখা যাইত। বোধ হইত এমন আনন্দিত আর কিছুতেই তিনি হইতেন না। নববিধানমণ্ডলীর সামান্য একজন ব্যক্তি গেলেও তাঁহাকে তিনি উচ্চ আসন দিতেন। আপনাদের সকল অবস্থাতেই তিনি আপনাদের প্রতি অটল ও অচল ছিলেন। তাঁহার মত আর কজন এমন আছেন জানি না। মনোমত আপনাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই বলিয়া কতই না তিনি দুঃখ করিয়াছেন। তিনি আপনাদের ভ্রাতৃব্যবহারে

সহানুভূতিতে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও চির কাল কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই গেল আপনাদের সম্বন্ধে তাঁহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ। সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাঁহার কিরূপ ভাব ছিল সে বিষয়ে দুই একটী কথা লিখিয়া লেখা শেষ করিব। তিনি রাজা হইতে অতি গরিব পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গেই মিশিতে জানিতেন। রাজসিক ভাব যেমন তাঁহাতে ছিল. দীনভাবও তেমনি তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তিনি কখন রাজা কখন ফকির সাজিয়াছেন এবং সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। অনেক বড় লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল, অনেক দীন হীন গরীবও তাঁহার পরম বন্ধু ছিল। যেমন এক দিকে রাজদরবার করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে অতি সামান্য লোকের বাড়ী গিয়া তাহার খবর লইতেন। আত্মসম্মানের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল, উচ্চ মস্তকের নিকট কখন তিনি অবনত হন নাই। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন রাজা হইতে পথের ভিখারি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়াছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেই তাঁহাকে একজন পরম ভক্ত বিশ্বাসী বলিয়া যথেষ্ট সম্মান দান করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে ভূরি ভূরি সান্ত্বনাসূচক যে সকল পত্র আমরা প্রতিদিন পাইতেছি সেই সকল এ সকলের প্রমাণ। কোন এক উচ্চ ব্যক্তি লিখিয়াছেন,"আজ সমস্ত ফরিদপুর আপনাদের দুঃখে দুঃখিত।" সমবিশ্বাসী বন্ধুগণ কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু, কেহ পিতৃস্থানীয়, কেহ শিক্ষা গুরু, কেহ নেতা প্রভৃতি কত সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। শত্রু যে সেও বিপদে পড়িয়া আসিলে তাহাকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। অনেক দুষ্ট লোক বন্ধুভাবে পরিচয় দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে এবং অবশেষে বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। আমরা কিছু বলিলে বলিতেন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে নাই, অবিশ্বাস করা পাপ। এইরূপে কত লোক যে তাঁহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। সকল কথা বিস্তৃত করিয়া লিখিতে গেলে পত্র অনেক বড় হইয়া পড়ে। মোট কথা আমাদের ধর্ম্ম যেমন সামঞ্জস্যের, তাঁহার জীবনও তেমনি নানা ভাব ও কার্য্যের সামঞ্জস্যতায় পূর্ণ ছিল। তিনি কখন রাজা, কখন কাঙ্গাল, কখন বালক, কখন যুবক ও বৃদ্ধ, কখন সিংহ, কখন মেষশাবক, কখন যোগী, কখন কর্ম্মী, কখন সংসারী, কখন বৈরাগী, কখন রাজকর্ম্মচারী, কখন প্রচারক, এইরূপ সামঞ্জস্যের জীবনধারণ করিয়াছিলেন। এ সংসারে এমন জীবন অতি বিরল। আমরা যত স্থান হইতে যত সম্প্রদায় হইতে সান্ত্বনাসূচক পত্র পাইতেছি, সকলের কাছেই এই সব কথা শুনিতে পাই। আমাদের এই দুঃখের ভিতর ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা, তাঁহার অমূল্য জীবনই আমাদের প্রচুর সম্পত্তি। আজ তিনি ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে স্বর্গে মহানন্দে প্রেমসুধা পান করিতেছেন, ইহাই আমাদের চিরসুখ। আজ ব্রহ্মানন্দ সাধু অঘোরনাথ তাঁহাকে পাইয়া কত সুখী! তাঁহাদের আলিঙ্গন আজ কি মধুর! আজ পিতা স্বর্গের নন্দনকাননে, ভক্তমধুকরপরিবেষ্টিত, আজ তাঁহার সম্মুখে অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত, ইহাই আমাদের একমাত্র চিরশান্তি ও আরাম। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে চিরবিমুগ্ধ ও বিভূষিত হইয়া থাকুন এবং আমরা তাঁহার পথানুসরণ করিতে সমর্থ হই।

কটক হইতে প্রাপ্ত।

গৃহস্থাশ্রম—পারিবারিক সাধন।

ইচ্ছাশক্তি (will)।

মনের শক্তি সাধনের জন্য আর একটি গুণ সাধন করিতে হয়, একাগ্রতা অপেক্ষা সে গুণটি বড়। সেই গুণেই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ইহারই সদসদ্ব্যবহারে লোকে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। এবং তদ্দ্বারাই জনসমাজে কত প্রকার সুখ বা দুঃখ আনীত হয়। ইহার ইংরাজি নাম will, হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে পুরুষকার বলে। বাঙ্গালায় ইহার প্রকৃত অনুরূপ শব্দ নাই কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে ইচ্ছাশক্তি বলে। এ শক্তিটিকে আপনার বশে রাখিতে পারিলে উন্নতি আর বশে রাখিতে না পারিলে সকল প্রকার অবনতি হয়। সেই জন্য অল্প বয়স হইতেই ইহাকে বশে আনিতে সাধন করা উচিত। এ সম্বন্ধে গুটিকত সহজ উপায় বলা যাইতেছে।

১। মঙ্গল অভিপ্রায়ে এবং ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া গুরুজন যাহা কিছু বলিবেন তাহা ভাল না লাগিলেও অকুণ্ঠিত মনে পালন করিবে। বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিলে তত ফল হয় না।

২। দৈনিক কার্য্য তালিকা করিয়া করিলে মন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। যখন যাহা ভাল লাগে তাই যদি কেবল করা হয়, তাহা হইলে ইচ্ছাশক্তি শিথিল হইয়া কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে চায় না।

৩। সংকল্প, প্রতিজ্ঞা এবং অঙ্গীকার রক্ষা করিলে ইচ্ছাশক্তি এবং সত্যপরায়ণতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা এবং অঙ্গীকার করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতার প্রয়োজন। সেগুলি বার বার ভঙ্গ করিলে ইচ্ছাশক্তি এমনই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আবার প্রকৃতিস্থ করা বড় কঠিন হইয়া উঠে।

৪। ইন্দ্রিয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি ইচ্ছাশক্তি দৌর্ব্বল্যের বিশেষ কারণ। ইন্দ্রিয়ের বা সংসারের বিষয় ভোগ করিবার জন্য যে অযথা টান তাহারই নাম আসক্তি। আসক্তি কর্ত্তব্যের ভূমিকে অতিক্রম করে; এই আসক্তিই আমাদের সকল প্রকার পাপের মূল। ইহাকে একেবারে দমন করা ইহ জীবনে হয় কি না সন্দেহ স্থল। কিন্তু আসক্তি নিতান্ত কঠিন হইলেও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। "সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে" এই ঘোর সংগ্রামের জন্য, এই চির সমরের জন্য তিনি আমাদের

বিবেক দিয়াছেন। বিবেক ও প্রার্থনার বল সম্বল করিয়া চলিতে হইবে। "যাহা সত্য বা ধর্ম্ম ব'লে বুঝিব তাহা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব" এইটি জীবনের মূলমন্ত্র করিতে হইবে। লাভালাভ বা সুখ দুঃখের গণনা রাখিলে চলিবে না। ধর্ম্মজগতে যত বড় লোক এবং তাঁহাদের অনুচর সহচরগণ এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত। এই মূল মন্ত্রে উপেক্ষা করিলে আমরা কেহই পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারিতাম না। তোমরা আমাদের সে সংগ্রাম এবং সে সুখ দুঃখের কথা কিছুই জান না। ব্রহ্মকৃপায় কুমারকুমারী হইয়া জন্মগ্রহন করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার কৃপার ফল তোমাদের জীবনে দেখাইতে হইবে, নতুবা তোমাদের নিতান্ত দুর্গতি হইবে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সম্প্রতি কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রতিদিন তত্রত্য ব্যারিষ্টার শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের আবাসে প্রাভাতিক উপাসনা সম্পাদন করেন, তাহাতে অন্য লোকেও যোগ দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি গত ৭ই শ্রাবণ রবিবার তথাকার মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন ও ৮ই শ্রাবণ সোমবার কৃষ্ণনগর কলেজে যুবকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কলেজের সভায় শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গত ৭ই শ্রাবণ ৫ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরে "সটারডে ক্লব" নামক যুবকদিগের সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল; শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ, উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক যুবকদিগকে ইংরাজী ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন।

রেবারেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়ম সাহেব ২৫শে জুলাই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতৃসংখ্যা মন্দ হয় নাই।

উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়, "কেশব—বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্মের সম্মেলয়িতা" বিষয়ে ইংরাজীতে বিগত ১৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার আলবার্টহলে যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া আমাদের কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। মূল্য ৵০ ও ডাকমাশুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

গীতা-সমন্বয় ভাষ্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সমস্ত একত্র বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে মূল্য—

সংস্কৃত।		বাঙ্গালা।	
কাপড়ে বাঁধান	... ৫৲	কাপড়ে বাঁধান	... ৫৲
কাগজের মলাট	... ৪৲	কাগজের মলাট	... ৪৲

বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে রেজিষ্টারী করিয়া ডাকে পাঠাইতে হইলে সে সমস্ত খরচ বহন করিতে হইবে। চারিদিক্ হইতে গীতার প্রশংসাপত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

পূর্ণিয়া হইতে শ্রীযুক্ত ভাই গিরীশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রসাদে এখানে কাজকর্ম্ম মন্দ হয় নাই। ৩রা শ্রাবণ (১৪ই জুলাই) বৈকালে ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ড হলে "জীবনের আদর্শ বিষয়ে" বক্তৃতা হইয়াছিল। হাকিম ও আমলা উকীল প্রভৃতিতে প্রায় ১০০ শ্রোতা ছিলেন। ১০ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই) উকীল শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পৌত্র ও পৌত্রীর নামকরণ হয়। পৌত্রের নাম ইন্দুভূষণ ও পৌত্রীর নাম মৃনালী রাখা হইয়াছে। অপরাহ্নে স্কুলগৃহে ছাত্রদিগের সভায় হিন্দি ও বাঙ্গালা বক্তৃতা হইয়াছিল। রবিবার দিন বার লাইব্রেরিতে উর্দ্দুতে বক্তৃতা হইয়াছে, ৬০। ৭০ জন শ্রোতা ছিলেন। ইহার অধিকাংশ ভদ্র-মোসলমান। ২১ জুলাই রাত্রিতে উকীল বাবু নিশিকান্ত সেনের আবাসে পারিবারিক উপাসনা ও ১৯শে জুলাই বাবু হাজারীলালের গৃহে উপাসনা উপদেশ হইয়াছিল। বাবু হাজারীলাল খুব উৎসাহী ও উদ্যোগী পুরুষ।"

শ্রীযুক্ত ভাই গিরীশচন্দ্র সেন এক্ষণে ভাগলপুরে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৩০শে জুন ও ২১ জুলাই শান্তিকুটীরে মহিলাদিগের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উভয় দিনেই "ধর্ম্মবিজ্ঞান—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা" "ঈশ্বরের প্রেম ও পুণ্য, মানবের সুখ ও দুঃখ" বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়া মহিলাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের ভক্তিভাজন বৃদ্ধা জননীদেবী প্রভৃতি মহিলারা বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ এবং ঈদৃশ উপদেশশ্রবণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের প্রচারাশ্রমের ছাত্রদিগকে লইয়া উপাধ্যায় মহাশয় প্রতি রবিবার বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিশেষ প্রসঙ্গ করিতেছেন। অন্যান্য বাসার ব্রাহ্ম ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। ঈশ্বরদর্শন, পরকাল, আমিত্ব ও আত্মা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

৩রা শ্রাবণ বুধবার শ্রীমান্ শ্রীনাথ দত্তের তৃতীয় পুত্র ও দৌহিত্রের পারলৌকিকক্রিয়োপলক্ষে তাঁহার আবাসে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

৬ই শ্রাবণ শনিবার স্বর্গগত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরী মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগিরীর ভবনে বিশেষ উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস চাইবাসার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমান্ হেমেন্দ্র লাল কাস্তগিরীর ভবনেও উপাসনা প্রার্থনা হইয়াছিল। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী প্রতি বৎসরই স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ জন্য ঐ দিন বিশেষভাবে যাপন করিয়া থাকেন।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় সহ মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বীর প্রতাপ রায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। বীর প্রতাপের বয়ঃক্রম ২২। ২৩ বৎসর হইবে। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, অতিশয় নম্র স্বভাব, সকলের সঙ্গে তাঁহার বড় সুমিষ্ট ব্যবহার ছিল। জ্বর ও নিউমনিয়া রোগে ১৪ দিবস কষ্ট পাইয়া স্বীয় পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনকে দারুণ শোকসাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ী জননী শোকার্ত্তদিগের অন্তরে শান্তি বিধান করুন। বিপিন বাবু আমাদের একজন পরম উপকারী বন্ধু, আমরা তাঁহার দুঃখে হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

// ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্। বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥ স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৮২২ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রণতবৎসল, জীবনে যখন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তখন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকা ভিন্ন বল আর আমাদিগের উপায়ান্তর কি আছে? যদি আমরা ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারি তাহা হইলে কেবল পরীক্ষার ভার বহন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয় তাহা নহে, পরীক্ষাকালে তোমার উপরে নির্ভর, তোমার নিকটে প্রার্থনা করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বর্ত্তমান পরীক্ষাবহুল জীবনে প্রতিদিন দেখিতেছি যখন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন একেবারে অধীর করিয়া তুলে, উহার প্রথম আঘাত চিত্তের ভিতরে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত করে, যত ক্ষণ মন স্থির না হয়, তোমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারা না যায়, তত ক্ষণ যন্ত্রণায় প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে; এক বার তোমার চরণতলে বসিতে পারিলে মন শান্ত হয়, পরীক্ষার প্রকৃতি বুঝিবার উপযোগী হয়; পরীক্ষামধ্যে যতই তোমার পদ দৃঢ়রূপে ধারণ করা যায়, ততই পরীক্ষা লঘুতর হইয়া আইসে, কি উপায়ে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারিবে, তাহা হৃদয়ের নিকটে প্রতিভাত হয়। হে দেব, পরীক্ষায় পড়িয়া নব নব তত্ত্ব নব নব জ্ঞান লাভ হয়, ইহা দেখিয়া আর পরীক্ষাকে বিষদৃষ্টিতে-দেখিতে ইচ্ছা হয় না, বন্ধু দৃষ্টিতে দেখিতে ভাল লাগে। কিন্তু পরীক্ষাকালে মনের আন্দোলনায় এ ভাব কার্য্যকর হয় না, তাই এত ক্লেশ পাইতে হয়। গতিনাথ, আজও কি মনের এরূপ অবস্থা হইবে না যে পরীক্ষার প্রথম আঘাতও আমাদিগকে আন্দোলিতচিত্ত করিতে পারিবে না? পরীক্ষা পরীক্ষাই নহে, যদি আন্দোলিতচিত্ত করিতে না পারে। আন্দোলিতচিত্ত না হইলেই বা কেন গভীর ব্যাকুলতা সহকারে শরণাপন্নতা উপস্থিত হইবে, ইহা যখন ভাবি, তখন তোমার নিকটে এরূপ প্রার্থনা করিতে ভয় হয় যে, পরীক্ষা যেন মনকে একটুও আন্দোলিত না করে। পরীক্ষা তবে মনকে আন্দোলিত করুক, কিন্তু যেন উহা মনকে তোমার চরণপদ্ম হইতে একটুও সরাইয়া লইয়া যাইতে না পারে। জানি, যদি সরাইয়া লইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আর উহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তোমার নিকট এ প্রার্থনা করিতেছি না যে, পরীক্ষা যেন জীবনে কখন উপস্থিত না হয়, কিন্তু এই প্রার্থনা করিতেছি যে, পরীক্ষামধ্যে যেন আমরা নিয়ত আশ্বস্ত থাকিতে পারি,

বাহিরে ক্লেশ যন্ত্রণা আবেগ আন্দোলন উপস্থিত হইলেও আমাদের ভিতরটা যেন তোমার চরণাশ্রয়ে নিতান্ত শান্ত থাকে। শান্ত আছে কি না তখনই বুঝিতে পারিব, যখন পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য মিথ্যা মিথ্যা নিজে উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য প্রয়াস থাকিবে না, শান্ত ভাবে তোমার চরণে পড়িয়া থাকিলে তুমি যে উপায় বলিয়া দাও, সেই উপায় অবলম্বনের জন্য আমাদের স্থিরতর স্পৃহা থাকিবে। হে দীনবন্ধু হরি,পরীক্ষায় পড়িয়া তোমার চরণে প্রার্থনা জানাইলাম, তোমার কৃপায় এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

প্রাতিবিম্বিক, প্রাতিভাসিক ও সাক্ষাৎ দর্শন।

আমরা জগৎকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাই না, প্রতিবিম্বে দেখিয়া থাকি। সাধারণ লোকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, তাহারা যাহা কিছু দেখিতেছে তাহা তাহার প্রতিবিম্বমাত্র দেখিতেছে,সাক্ষাৎ সে বস্তু তাহাদের নয়নগোচর হইতেছে না। প্রতিবিম্বিত বস্তুর বাহিরে দূরত্বাদি অবলোকন-পর্য্যন্ত অনুমানমাত্র সাক্ষাৎ দর্শন নহে,ইহাও আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সকল বস্তুরই প্রতিবিম্ব আমাদের চক্ষে নিপতিত হইয়া আমরা ঐ বস্তু প্রত্যক্ষ করি, বাহিরে সে বস্তু কি প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। সে বস্তু কত দূরে অবস্থিত শৈশবে হস্তপ্রসারণ করিয়া ধরিতে গিয়া অল্পে অল্পে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এখনও অতি দূরস্থ বস্তু কত দূরস্থ আমরা গণিতের বিনা সাহায্যে বলিতে পারি না। যাহা নিকটে প্রতীত হয় তাহা নিকটে নহে, যাহা দূরস্থতাপ্রযুক্ত অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ক্ষুদ্র নহে বৃহৎ হইতেও বৃহৎ। এইরূপে আমাদের নিকটে নিয়তই প্রমাণ হইতেছে, আমরা বস্তু দেখি না বস্তুর প্রতিচ্ছায়ামাত্র দর্শন করি। বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, আমা ছাড়া অন্য-জীব-সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হইবে। জীবসকল চলিতেছে, বলিতেছে, নানাপ্রকার ব্যবহার করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমাদের তাহাদিগের সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহাও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, প্রাতিভাসিক জ্ঞানমাত্র, কেন না চক্ষুরাদিযোগে দৃষ্ট আচরণাদি জীবসম্বন্ধে যে প্রতীতি উৎপাদন করিয়াছে, এ জ্ঞান সেই প্রতীতিমূলক, তদ্দ্বারা জীব আপনি কি তাহা প্রতীত হয় নাই। এক ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে যেমন তাহার নিখিল গুণ আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় না,—যেমন চক্ষুর দ্বারা বস্তুর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ হইল, কিন্তু তাহার দৃঢ়তা বা কোমলতা স্পর্শ বিনা জানিতে পারা গেল না,—তেমনি জীবসকলের চলা বলা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা তাহারা যে বাস্তবিক কি নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, তাহাদের চলা বলা প্রভৃতির ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে একটি স্থূলতর জ্ঞান মনে প্রতিভাত হয়, তাহাই তাহারা, এইরূপ আমাদের একটা ধারণা হয়। যেখানে এক প্রকার হইয়া অন্য প্রকার দেখাইবার কাহারও স্পৃহা আছে, সেখানে ক্রমিকপর্য্যবেক্ষণেও তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহার অনবধানাবস্থায় যে আচরণ প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা তাহাকে কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে।

অতিদূরস্থবস্তুসম্বন্ধে প্রতিবিম্বযোগে আমাদের যে জ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার পরিমাণাদি আমাদের নিকটে যথাযথ প্রতিভাত হয় না। অতিদূরস্থজীবসম্বন্ধেও আমরা এই কথাই নিয়োগ করিতে পারি। দেহান্তরিত জীবগণ আমাদের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহারা এখন আমাদিগের হইতে অতি দূরস্থ। কোন একটি নিদর্শন বিনা জীবগণ আমাদের প্রত্যক্ষ হন না, তাঁহাদের জীবিতকালে দেহ তাঁহাদের নিদর্শন ছিল। এখন সেরূপ নিদর্শন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যরূপ নিদর্শন পৃথিবীতে স্থিতি করিতেছে। দেহনিদর্শনাপেক্ষা বাক্যনিদর্শন আত্মার পরিচয়ের পক্ষে অতি প্রকৃষ্ট

উপায়, কেন না উহাতে অসারভাগাপেক্ষা আত্মার সারভাগই অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। আজ দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে সাধু পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার বাক্য তাঁহার পরিচয় আমাদিগের নিকটে দিতেছে। অধিক হয়তো শতবর্ষ তিনি পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, আর উনিশ শত বর্ষে তিনি এখন যাহা হইয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন। দূরস্থ বৃহৎকায় সূর্য্য যেমন আমাদিগের নিকটে একখানি থালার ন্যায় ক্ষুদ্র, তেমনি সেই সাধু এখন যত বড হউন না কেন পৃথিবীর জীবনে তাঁহার জ্ঞানাদির যে আয়তন ছিল, সেই আয়তনে আমাদের নিকটে তিনি এখন প্রতিভাত। বৃহত্তম দূরবীক্ষণযোগে ক্ষুদ্রায়তন সূর্য্যকে যেমন বৃহদায়তন করিয়া তন্মধ্যস্থ অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তেমনি উপাসনাদিযোগে আত্মার চক্ষুকে অধিক সামর্থ্যবান্ করিয়া সেই সকল দূরস্থ সাধুর আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকল আমরা অন্তঃশ্চক্ষু-গোচর করিতে পারি। এ জ্ঞান যৎসামান্য নহে, ইহা প্রাতিভাসিক জ্ঞান হইলেও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনেকটা সমকক্ষ।

প্রাতিবিম্বিক ও প্রাতিভাসিক দর্শনের বিষয় একপ্রকার বলা হইল, সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় এখন বলা যাউক। আমি আমাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানি, আমি আমার সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয়। এ সম্বন্ধে কোন দ্বিরুক্তি হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় কি না, ইহাই সংশয়ের বিষয়। আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, আমাদের আত্মার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং আত্মাতে উহা যেরূপ প্রতিভাত হয়, তদতিরিক্ত উহা আর কিছু নহে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। এতদবস্থায় উহা কি, সাক্ষাৎভাবে যখন জানি না, তখন উহাকে সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয় কি প্রকারে বলিব? ঈশ্বরকে জানিতে গিয়া আমরা আমাদের আত্মার ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানি, কিন্তু তিনি আপনি কি তৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, সুতরাং জীবসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেমন প্রাতিভাসিক, ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও তেমনি প্রাতিভাসিক। ঈশ্বর অনন্ত নিরাকার, তাঁহার প্রতিবিম্ব আত্মাতে কখন পড়িতে পারে না, কিন্তু আত্মার নিকটে তিনি যেপ্রকার প্রতীত হন, সেইপ্রকারে সে তাঁহাকে গ্রহণ করে। অতএব এ জ্ঞানকে প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলিতে হইবে; সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে। প্রাচীনকালের সাধকগণ ঈশ্বরসম্বন্ধে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ এই দ্বিবিধ জ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগৎ দেখিয়া ব্রহ্ম আছেন এ জ্ঞান পরোক্ষ, জগন্নিরপেক্ষ হইয়া আত্মস্বরূপে ব্রহ্মদর্শন অপরোক্ষ। ধ্যানযোগে সকল উড়াইয়া দিলে যে এক অনন্ত চিৎসত্তা থাকে কিছু-তেই উড়িয়া যায় না, উহাই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়, প্রাচীনগণের রীতিতে ইহা উল্লেখ করিয়া অধিকন্তু এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এই চিৎসত্তা দ্বারা আত্মা কেবল গ্রস্ত হয় তাহা নহে, এই চিৎসত্তা তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে কেবল শাসন করেন তাহাও নহে, কিন্তু এই চিৎসত্তা আপনার ভিতরে তাহাকে চিরদিন রক্ষা করিয়া নিয়ত তাহার সহিত কথা কন, পথ প্রদর্শন করেন, তাহাকে তাহার ভিতর নিমগ্ন করিয়া রাখেন, এই চিৎসত্তাই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়েন, সে আপনি চলে বলে জানে কার্য্য করে তাহা এই চিত্তসত্তারই জন্য; সুতরাং এই চিৎসত্তা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, জীব কেবল তাঁহারই জন্য ব্যক্তিরূপে ভাসমান। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মের তুলনায় জীবের আত্মসত্তা প্রাতিভাসিক, ব্রহ্মসত্তাই সাক্ষাৎ দর্শনের বিষয়।

এখন সিদ্ধ হইতেছে, জগৎ-ও জীব-সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাতিবিম্বিক ও প্রাতিভাসিক, এক ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান অপরোক্ষ বা সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভূত। আমরা বাহ্য জগৎকে নিয়ত দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, ভোগ করিতেছি, এ জন্য উহার প্রাতিবিম্বিকতা আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় না। বিজ্ঞানচক্ষু পরিষ্কার না থাকিলে এই প্রাতিবিম্বিকতা সাক্ষা-দ্দর্শন বলিয়া মনে হয়। যাহারা বিজ্ঞানালোচনা করে না, যোগধ্যানাদিতে রত নহে, তাহারা প্রাতি-

বিম্বিক দর্শনকে সাক্ষাদ্দর্শন বলিয়া গ্রহণ করে, এবং চক্ষুরাদি দ্বারা গৃহীত পদার্থসমুদায়ই তাহাদের নিকটে সর্ব্বে সর্ব্বা হয়। ইহারা বিষয়াসক্ত ও ঘোর সংসারী হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, বাহ্য বিষয়ের অতীত পদার্থের প্রতি তাহাদের চিত্ত ধাবিত হয় না, যদিও বা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্ররোচনায় বিষয়াতীত পদার্থের দিকে ইহাদের মন ধাবিত হয়, তথাপি সেই পদার্থকে শূন্য অদৃশ্য অজ্ঞেয় মনে করিয়া তৎপ্রতি ইহারা অনুরক্ত হইতে পারে না, সুতরাং বিষয়সর্ব্বস্ব হইয়া নরপশুর ন্যায় ইহারা সংসারে জীবন যাপন করে। যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত, তাঁহারা প্রাতিভাসিক জ্ঞানকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করেন, সাক্ষাৎ দর্শন দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভিন্ন অন্যের চর্চ্চার বিষয় হয় না। ব্রহ্মযোগানুরত ব্যক্তি ভিন্ন প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রবিৎ কেহই হইতে পারেন না। দর্শন যখন সকল বস্তুর মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য মূল নাই দেখিয়া দর্শনতত্ত্ববিৎ তাঁহাকেই সাক্ষাদ্দর্শনের বিষয় এবং জগৎ ও জীব প্রাতিবিম্বিক ও প্রাতিভাসিক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার এই নির্দ্ধারণই যথার্থ নির্দ্ধারণ, এবং এই যথার্থ নির্দ্ধারণের উপরে আমাদের প্রতিজনের ধর্ম্মসাধন সংস্থাপিত হওয়া সমুচিত।

ব্রহ্মস্তোত্র।

ধর্ম্মরাজ—আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে (১অগ্রহায়ণ, ১৮২১ শক) দেখাইয়াছি, ধর্ম্মরাজ এই নামটিতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত আমাদের যোগ হইতেছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "শীল, ব্রত, ক্ষমা, বীর্য্য, বল দান ইত্যাদি উপাদাননির্ম্মিত, সারতর মাধ্যমিক অবস্থায় অবস্থিত,আশয়রূপ বজ্রদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্মনৌকা আনয়ন করিয়া আমি স্বয়ং তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক এই বেগবান্ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব এবং সমুদায় জগৎকে উদ্ধার করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়।" ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বুদ্ধ আপনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, অপরেও মুক্তিলাভ করিবে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইহাই ভিত্তি। ধর্ম্মই একমাত্র রাজা—সর্ব্বেশ্বর, এই অর্থে ধর্ম্মরাজ শব্দ এখানে গৃহীত হইয়াছে। শীল, ব্রত, সমাধি, আদি ধর্ম্মের নিয়ম, স্বয়ং ধর্ম্ম এ সকলের প্রবর্ত্তক, এরূপ বুদ্ধিতে এই সকলের অনুসরণ করিলে চিত্তশুদ্ধি ও নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? ধর্ম্মরাজ এই নাম উচ্চারণ করিলে যদি ধর্ম্মনিয়মনিচয়ের যিনি প্রবর্ত্তক তিনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রকাশ পান, তাহা হইলে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় বিধান একত্র আমাদিগেতে মিলিত হয়। এইরূপ মিলিত ভাবে আমাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ নামটি কার্য্য করিবে, আমাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক, কেন না আমাদিগের চিত্তে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় বিধান মিলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে। ধর্ম্মরাজ এই শব্দটির পূর্ব্বে 'দয়াময়' এই নামটি স্তোত্রে আছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে দয়াপ্রধান তাহাও বুঝাইতেছে।

ধ্রুব—এই নামটি বৌদ্ধধর্ম্ম যে অনিত্য সমুদায় বস্তু উড়াইয়া দিয়া এক ধ্রুব—অচল অটল বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত, তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে এ সংসার মায়ার রঙ্গভূমি, সকলই মিথ্যা সকলই অসার, এক অচল সামগ্রী আছেন, তিনি ধর্ম্ম, তিনি জ্ঞান। সকল বস্তুর অনিত্যত্ব অসারত্ব চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া ধ্রুব জ্ঞানবস্তুর সহিত এক হইয়া গিয়া আপনাকে উড়াইয়া দেওয়া ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম সাধন। আমরা এই ধ্রুব বস্তুর সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া স্থিতি করিব, ইহাই আমাদরে লক্ষ্য। সুতরাং এখানেও হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় বিধান এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

নিত্য—যিনি চিরকালস্থায়ী, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ চিরকালস্থায়ী তিনি নিত্য। এখানেও পূর্ব্ববৎ হিন্দু ও বৌদ্ধ বিধানের মিলন হইতেছে।

নিরুপম—বৌদ্ধভূমি হইতে অবতরণের জন্য তদ্ভূমিসমুচিত নিরুপম এই নাম বিন্যস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত কাহারও উপমা হইতে পারে না,

তিনি সকল উপমাবর্জ্জিত। কোনরূপ নিদর্শন দ্বারা তাঁহাকে যে বুদ্ধিগোচর করা যাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি আপনার উপমা আপনি, অন্য উপমা কখন তাঁহাতে সম্ভবপর নহে। তবে তিনি সর্ব্বথা বুদ্ধির অতীত। এই বুদ্ধির অতীত পদার্থকে কি প্রকারে চিন্তা ও অনুধ্যানের বিষয় করা যাইবে। কিরূপে ইনি বোধগম্য হইবেন, পরবর্ত্তী নামগুলিতে তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন—যিনি নিরুপম তিনি নিষ্কলঙ্ক ও নিরঞ্জন। চারিদিকে যে সমুদায় পদার্থ আছে, উহারা সকলেই দোষযুক্ত। যাঁহার কিছুরই সহিত উপমা নাই, সুতরাং এই সকল পদার্থের সমগুণ নহেন, তিনি সর্ব্বদোষবিমুক্ত। এই সর্ব্বদোষবিমুক্ততাপ্রদর্শনজন্য দুটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে ; নিষ্কলঙ্ক ও নিরঞ্জন। বাহির হইতে কোন কলঙ্ক আসিয়া ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না অতএব ইনি নিষ্কলঙ্ক ; ইনি স্বভাবতঃ কালিমশূন্য অতএব ইনি নিরঞ্জন। সহজ কথায়, ইনি শুদ্ধ, ইনি নির্ম্মল। যত কিছু উপমাযোগ্য বস্তু সংসারে আছে, তাহাদের সকলেরই দোষ আছে, অশুদ্ধতা আছে, ইনি সেরূপ নহেন। অতএব এই লক্ষণে—শুদ্ধত্ব অপাপবিদ্ধত্ব লক্ষণে—ইনি আমাদের বোধগম্য।

নিত্যানন্দ—যেখানে নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধতা, সেখানেই পূর্ণতা, সেখানেই আনন্দ। আমাদের আনন্দ অস্থায়ী, কেন না আমাদিগেতে শুদ্ধতা নাই। ঈশ্বর যখন নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ, তখন তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইবেন, ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ। জীবেতে শুদ্ধতানিবন্ধন যখন ব্রহ্মসংস্পর্শানুভব হয়, তখন আনন্দোদ্রেক হয়। এই আনন্দে ব্রহ্ম সহ জীবের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটে এবং তাঁহার সম্বন্ধে আর অণুমাত্র সংশয় থাকে না।

নিখিলাশ্রয়—আনন্দে যখন ব্রহ্ম সহ সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইল,তখন "তোমাতে যখন মজে আমার মন, নিখিল ভুবন হয় মধুময়" সাধকের এই অনুভূতি এই দেখাইয়া দেয় যে, ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দ অনুভূত হইলে সে আনন্দের প্রবেশ নিখিল ভুবনে প্রত্যক্ষ হয়। এই আনন্দই নিখিল ভুবনের আশ্রয়, এই আনন্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি, ইহা সাধক তৎকালে হৃদয়ঙ্গম করেন। যিনি আনন্দে আমার পরিচিত, তিনি আমার ও সকলের আশ্রয় ইহা জানিয়া সাধক সকলের প্রতি প্রীতিমান্ হন।

নয়নাঞ্জন—যিনি নিত্যানন্দ নিখিল ভূতের আশ্রয়, তাঁহার সহিত পরিচয় হইবামাত্র অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া যায়, নিখিল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব প্রকাশ পায়, সুতরাং সাধক তখন তাঁহাকে নয়নাঞ্জন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং সেই নামে তাঁহাকে সম্বোধন করেন। ঈশ্বরকে নয়নাঞ্জন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি নিরতিশয় প্রগাঢ় হয়, ইহাতে 'নয়নাঞ্জন' প্রীতিসূচক নাম, ইহাও বলা যাইতে পারে।

নির্ব্বিকার—যদিও তিনি নিত্যানন্দ, নিখিলভূতের আশ্রয় এবং সাধকের নয়নাঞ্জন, তথাপি সর্ব্ববিধ বিকারশূন্য। আমাদিগের যখন আনন্দোদয় হয়, তখন অশ্রু পুলক হৃদয়ের আর্দ্রতাদি নানা প্রকার বিকার উপস্থিত হয়,ঈশ্বরের আনন্দে সে প্রকার বিকার সম্ভবে না, সে আনন্দ প্রশান্ত গম্ভীর পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ। ঈশ্বর যদি আমাদিগের ন্যায় বিকারী হন, তাহা হইলে আর তিনি ঈশ্বর থাকেন না। সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইলে তাঁহার প্রতি প্রীতি জন্মে এবং সেই প্রীতিনিবন্ধন লোকে ঈশ্বরকে আত্মবৎ দর্শন করিয়া থাকে। এ দোষ না ঘটে এজন্য সাক্ষাদ্দর্শনবাচক নামগুলির সঙ্গে নির্ব্বিকার এই নাম উচ্চারিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। দেখ বিবেক, এত দিন তুমি যে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলে, সে সকলেতে আমার বিলক্ষণ সায় ছিল, এক দিনের জন্যও তোমার সঙ্গে আমার ভিন্ন মত হয় নাই। গতবারে তুমি যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহাতে আমার মন একটুও সায় দেয় নাই, কেবল গ্রহণ করিতে পারি নাই তাহা নহে, তোমার ও আমার মধ্যে যেন একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আমি জানি তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাস, এবং তুমি ও আমি এক হইয়া

যাই, ইহা তোমার সুদৃঢ় অভিলাষ। যদি আমি ইহা না জানিতাম, তাহা হইলে গতবারের কথায় আমার মন যে প্রকার হইয়া গিয়াছে, আর তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই আসিতাম না। আমাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি কৌতুকচ্ছলে দৈত্যকুল বলিলাম, আর তুমি সেইটিকে সত্য বস্তুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে এত কথা বলিলে কেন? তুমি দৈত্যকুল বল কাহাকে? দৈত্য অতি ঘৃণাসূচক কথা। ঐ কথা তুমি সত্যবৎ ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া আমার মনে বড়ই তোমার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

বিবেক। বুদ্ধি. তুমি মনের ভিতর বিতৃষ্ণা পোষণ না করিয়া যে আমায় মনের কথা বলিলে, ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। গত বর্ষে প্রথমে যে দিন প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়, সে দিন তুমি আপনি বলিয়াছ 'তুমি ও আমি একবংশজাত।' তুমি ও আমি যে এক বংশজাত, নামে ভিন্ন বস্তুতঃ এক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি কি মনে কর, আমি তোমার সঙ্গে কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটাইব। জানিও মিল করিয়া লইবই লইব। তুমি শুধু বুদ্ধি নও, ধর্ম্মবুদ্ধি; ধর্ম্মবুদ্ধি ও আমি কি ভিন্ন? তুমি আর কিছু চাও না ধর্ম্ম চাও, এই এক কথাই তোমার সঙ্গে আমার চিরমিলন রক্ষা করিবে। সে কথা যাউক, দৈত্য এই শব্দ ব্যবহার করাতে তোমার কষ্ট হইয়াছে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবে, দৈত্য ও দেবতা সংজ্ঞা কেবল কতকগুলি গুণ লইয়া। শম, দম, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি দেবগুণ, এ সকল যাঁহাদিগেতে থাকে, তাঁহারা দেবতা। ইন্দ্রিয়াসক্তি, ক্রোধ, দ্বেষ হিংসাদি আসুর গুণ,এই সকল যাহাদিগেতে থাকে তাহারা দৈত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই দেবতা ও দৈত্য স্থিতি করিতেছে। দৈত্যকে পরাজয় করিয়া দেবতার আধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়াসক্তি ক্রোধ দ্বেষাদি নির্জ্জিত করিয়া শম, দম, ঈশ্বরপরায়ণতাপ্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইতে হইবে। যে সকল ব্যক্তিতে কেবলই ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহারা ও তাহাদিগের সংস্রবের ব্যক্তিগণ সংশয়াস্পদ, একথা শুনা কি তোমার চিত্তের পক্ষে উদ্বেগকর? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে আর.সে দিন যাহা তোমায় বলিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার এত বিরক্ত হইবার কারণ কি? আমি যদি তোমায় সাবধান না করি তাহা হইলে কি আমার কর্ত্তব্যতার হানি হয় না? আমি যাহা বলি, তাহা যদি অজ্ঞানতাবশতঃ কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থলে নিয়োগ করে, তাহা হইলে, বল তাহাতে আমার অপরাধ কি? জানিও, আমি কেবল তোমায় সত্য বলিয়া যাই, নিয়োগ প্রয়োগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। বুদ্ধিভেদে উহা ভিন্ন হইবেই।

বুদ্ধি। কি ভাবে দৈত্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছ বুঝিলাম। তুমি যে সে দিন সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছে, তুমি কতকগুলি লোককে নিষ্পাপ মনে কর। মানুষ কি নিষ্পাপ হইতে পারে? সাধুসঙ্গের অত গুণকীর্ত্তনও আমার ভাল লাগে নাই, কেন না তাহার মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে মনে হইয়াছে।

বিবেক। সাধুশব্দে নিষ্পাপ, এ অর্থ তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? সাধু ও সাধক এই দুই যে প্রতিশব্দ। শাস্ত্রকারেরা এজন্যই যে ব্যক্তি অনন্যমনে ঈশ্বরের ভজনা করে তাহাকেই সাধু বলেন। সাধু নিষ্পাপ শাস্ত্রে একথা নাই, এই আছে যে,— অনন্যমনে ভজনশীল ব্যক্তি দুরাচার হইলেও সে ভাল পথ ধরিয়াছে বলিয়া তাহার সাধুত্ব, কেন না সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবে। সাধুসঙ্গের অত গুণকীর্ত্তন তোমার ভাল লাগে নাই, ইহাতে আমি দুঃখিত হইলাম। সকল ব্যক্তিরই আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গ হওয়াই শ্রেয়স্কর। অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সঙ্গ হইলে নিজের গর্ব্ব বাড়ে এবং সঙ্গগুণে হীনতা উপস্থিত হয়, ইহা কি তুমি দেখ নাই?

বুদ্ধি। আমি নারীজাতি; তুমি মনের ভিতরে অত কথা রাখিয়া কোন কথা বলিলে, আমি ঠিক তাহার ভাব পরিগ্রহ করিব, তাহা কি সম্ভব? যাউক একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঈশা এ কথা কেন বলিয়াছেন "সামান্য বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত সে মহৎ বিষয়েতেও বিশ্বস্ত, এবং যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে অন্যায়াচারী, সে ব্যক্তি মহৎ বিষয়েও অন্যায়াচারী?"

বিবেক। তুমি যখন আপনাকে নারী বলিয়া স্বীকার করিলে তখন একটী তোমার জানা আখ্যায়িকায় এরূপ বলার কারণ বলিতেছি। কোন একটী বৃদ্ধার একটি ভগিনীপুত্র ছিল। সে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে কোন দিন কাহারও এক খানি কাগজ, কোন দিন একটি কলম, কোন দিন একটি পেন্‌সিল বাড়িতে লইয়া আসিত। সামান্য তুচ্ছ বস্তু আনে বলিয়া বৃদ্ধা তাহাকে এক দিনও এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেয় নাই বা ভৎর্সনা করে নাই। সময়ে এই বালকটি চোর হইল, চরিত্র মন্দ হইয়া গেল, একটি এমন অপরাধ করিল যে, সে অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। যখন সে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিবে, তখন তাহার বৃদ্ধা মাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। বৃদ্ধা নিকটেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, তখনই তাহাকে রাজপুরুষগণ যুবকের নিকটে উপস্থিত করিল। যুবক তাহার কর্ণে কর্ণে কিছু কহিবে এই ছল করিয়া বৃদ্ধার কর্ণের নিকটে মুখ লইয়া গেল। কথা কহা দূরে থাকুক সে তাহার সুতীক্ষ্ণ দন্তযোগে বৃদ্ধার কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। ইহাতে সকলেই ঘোর দুরাত্মা! ঘোর দুরাত্মা! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন সেই যুবক বৃদ্ধার আদ্যোপান্ত ব্যবহার বর্ণন করিয়া বলিল, যখন সে ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখন যদি তাহার মাতৃস্বসা তাহাকে নিবারণ করিত তাহা হইলে আজ তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইত না। এখন ঈশার কথার মর্ম্ম কি বুঝিলে? জানিও বৃহৎ যোগের মূল অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র,

সাধারণ লোকে উহা ধরিতে পারে না, কিন্তু সময়ে উহা হইতেই প্রাণবিনাশ হয়। আত্মার পাপাচরণসম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। পাপের রেখামাত্র দেখিতে পাইলেই অমনি সাবধান হইবে, অপরকে সাবধান করিবে, ইহাই তোমার নিত্য কর্ত্তব্য। সামান্ত বিষয়ে যে বিশ্বস্ত তাহাকে মহৎ বিষয়েও বিশ্বাস করা যায়, ইহা আর বুঝান নিষ্প্রয়োজন।

বুদ্ধি। আচ্ছা মনু কেন বলিলেন 'ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ' যে তাড়াতাড়ি করে তাহার ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়, আর ইংরাজিতেই বা এ কথাটী কেন প্রচলিত আছে "There is no Divinity in hurry?" 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ প্রচলিত কথা কি তবে কিছুই নয়?

বিবেক। 'শুভস্য শীঘ্রম্' এ কথা কিছুই নয় তাহা নহে। এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা তখন তখনই না করিলে আর করা হয় না, সেগুলিতে 'শুভস্য শীঘ্রম্' এই কথা খাটে। আর কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা সেই মুহূর্ত্তের জন্য নহে সমুদায় জীবনব্যাপী অর্থাৎ তাহার ফলাফল সমুদায় জীবন ভোগ করিতে হইবে। যে সকল কার্য্যের ফল সমুদায় জীবনব্যাপী, সে সকল কার্য্যে তাড়াতাড়ী করিলে ধর্ম্ম অবসাদগ্রস্ত হয়, তাড়াতাড়িতে দেবত্ব প্রকাশ পায় না, ভ্রান্তি ও মোহ আসিয়া দেবত্বের বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষকে পরিচালিত করে, ইহাতে চিরজীবনের জন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

বুদ্ধি। কোন একটি দান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে তুমি কি উহাকে ঈশ্বরের দান বল না?

বিবেক। কোন একটি দান স্বয়ং উপস্থিত হইলে ঈশ্বর হইতে উপস্থিত ইহা সহজে লোকের মনে হয়, কিন্তু সকল সময়ে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কোন ব্যক্তির পীড়িতাবস্থায় দূরস্থ কোন বন্ধু যদি তৎসময়ে তাহার পক্ষে অপথ্য বস্তু প্রেরণ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং আগত দান বলিয়া কি তখনই উহা উদরসাৎ করিতে হইবে? কোন দান স্বয়ং উপস্থিত হইলেও জীবনের সহিত উহার উপযোগিতা আছে কি না, উহার সঙ্গে অধর্ম্মের সংস্রব আছে কি না, ইহা ভাল করিয়া দেখিয়া সে দান স্বীকার করা উচিত। তুমি কি বলিতে পার, কোন একটি দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্ত প্রেরিত হয় নাই? যে দান আইসে তাহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত দেখিলে বা উহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না।

বুদ্ধি। আজ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বর্ত্তমানাবস্থার উপযোগী একটি প্রশ্ন করিয়া কথা শেষ করি। মানুষের পক্ষে সকল ব্যবসায়ই কি সমান বিশুদ্ধ নয়?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, কোন ব্যবসায়ই স্বয়ং অবিশুদ্ধ বা নীচ নয়, সকলই সমান বিশুদ্ধ ও উচ্চ। তবে কি না এখন মনুষ্যসমাজের নীচাবস্থা জন্ত ব্যবসায়সকলও নীচ ও উচ্চ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হইয়াছে। যে কোন ব্যবসায় চালাইতে গিয়া সমাজের মন্দ অবস্থা জন্ত অধর্ম্ম না করিয়া চালান যায় না, সে ব্যবসায় তখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কেন না এরূপ ব্যবসায় ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি করে, এমন কি ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। তুমি ধর্ম্মবুদ্ধি, তোমাতে ধর্ম্ম নিত্য জয়যুক্ত হইতেছেন, অধর্ম্মসংস্রুত সংসার অপদস্থ হইতেছে, ইহা দেখিলেই আমার আহ্লাদ। জানিও আমি তোমার নিকটে ইহাই চাই, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই, ইহাই আমার পক্ষে প্রচুর পুরস্কার। এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবার জন্ত আমার চির অক্ষুণ্ণ যত্ন থাকিবে।

উপাসনাশ্রম।

অবিকারিত্বসাধন।

১০ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

পিতার দিকে আমাদের সাধন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু পুত্রের দিকে সাধন একপ্রকার বন্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্ম আমাদের সর্ব্বস্ব, জীবকে দিয়া কি প্রয়োজন, আমাদের কথায়, ভাবে, কার্য্যে ইহাই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। জীব আমাদিগকে মায়ামুগ্ধ করিয়া সংসারে বদ্ধ করে, বিবিধ প্রকারে পাপে প্রবৃত্ত করে, তাহারই জন্ত নানাপ্রকার দুঃখ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, সুতরাং জীবকে ছাড়িয়া নির্জ্জনে বাস আমরাও অনুমোদন করি। যোগসাধনে যাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা জীব ও জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না, রাখিতে গেলেই যোগ ঘটিবে না, প্রাচীনগণের সহিত এক হইয়া আমরাও একথা বলি। আমরা আজ বনে যাই না বটে, কিন্তু গৃহে থাকিয়াও আমরা নির্জ্জনবাসী, কেন না সাধন ভজনাদিতে আর সকল হইতে আমাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিতে আমরা ভাল বাসি। যাঁহারা নববিধানের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এপ্রকার ভাব শোভা পায় না, কেবল শোভা পায় না তাহা নহে, তাঁহারা নববিধানের ধর্ম্মপালন করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা কখন জীবকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মতনয়গণের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ যে, ব্রহ্মকে লইতে গেলেই তাঁহার তনয়গণকেও গ্রহণ করিতে হয়। ঈশার শিষ্যগণ ঈশাকে লইতে গিয়া ঈশ্বরকে ছাড়িয়াছেন, চৈতন্যের শিষ্যগণ চৈতন্যকে লইয়া চৈতন্যের ভক্তত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরপূজার সঙ্গে ভ্রাতৃপূজার যোগ করিতে গিয়া সর্ব্বত্র এইপ্রকার ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে, নবধর্ম্মের লোকদিগের তাহা হইবে না কে বলিল? আবার পৌত্তলিকতা ঘুরিয়া আসিবে তাহারই পথ ধরা হইতেছে। ঈশ্বরপূজার সঙ্গে ভ্রাতৃপূজার যোগ করিলে এমন উৎকৃষ্ট উচ্চধর্ম্ম দেখিতেছি বিকারগ্রস্ত হইবে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

আমরা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে চাই না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মতনয় এ দুইয়ের কাহাকেও ছাড়িলে চলে না। ভ্রাতৃপূজা এ

শব্দ শুনিতে কাণে কেমন কেমন লাগে, তথাপি এ শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া ভ্রাতৃসর্ব্বস্ব হওয়া বা পৌত্তলিকতায় পড়া নববিধানে অসম্ভব। নববিধান সব মানুষকে এক জন মানুষ করিয়া যেমন মানুষের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি তাহাকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ উজ্জল রাখিয়াছেন। পিতাকে বিনা কেহ পুত্রের নিকটে যাইতে পারে না, পুত্রের সঙ্গে এক হইতে পারে না, জীবনে পরীক্ষিত ও লব্ধ এই সত্য চিরদিন ঈশ্বর ও মানব এ দুইয়ের পার্থক্য ও নিত্যসম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে। এখানে পুত্র পিতার স্থান অধিকার করিয়া পিতাকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন না, অথবা পিতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পৌত্তলিকতা উপস্থিত হইতে পারে না। পুত্রত্বে সকল মানব এক, এই পুত্রত্বের প্রতি ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করিলে ভ্রাতৃপূজা সিদ্ধ হয়। পুত্রের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি না, কেন না পুত্রের প্রার্থনা পূরণ করিবার কোন সামর্থ্য নাই। পুত্রের গুণস্মরণ ও চিন্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহা আরাধনা নহে। ভক্তিতে ও প্রেমেতে পুত্রের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়া পুত্রের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা করা ইহাই ভ্রাতৃপূজা। মুখে গুণকীর্ত্তন বা প্রশংসা করিলে পুত্রের অবমাননা হয়, কেন না তিনি জানেন, সমুদায় প্রশংসা পিতারই প্রাপ্য। যাহা পিতার প্রাপ্য তাহা তাঁহাকে দিলে তিনি এই জন্য অপমান মনে করেন যে, পিতার প্রাপ্য তিনি আপনি পাইবার জন্য যেন অভিলাষী।

নরনারীর ভিতরে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা দেখিয়া তৎপ্রতি ভক্তি ও প্রেম দিলে এক অখণ্ড সন্তানত্ব রক্ষা পাইল সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া খণ্ড খণ্ড পুত্র ও কন্যা কি আমাদের প্রেমের আস্পদ হইবে না? দৃশ্যমান ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অদৃশ্য এক সন্তানে প্রীতি করিলেই হইল, ইহা বলা কি আপনাকে ও পরকে বঞ্চনা করা নহে? প্রত্যেক নরনারীকে প্রীতি দিতে গিয়া তৎপ্রতি মায়ামুগ্ধ হইলে যদি পতনের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঈশ্বরতনয়কে আগে ভালবাসা দিয়া সেই ভালবাসার অনুরোধে প্রত্যেক নরনারীকে যদি ভালবাসা যায় তাহা হইলেই নিরাপদ। এদিকে দৃশ্যমান নরনারীকে ভাল না বাসিলে অদৃশ্য ঈশ্বরসন্তানকে ভালবাসা যায় না, ও দিকে আবার অদৃশ্য ভ্রাতাকে ভাল না বাসিয়া দৃশ্য ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে গেলে পতন হয়, এ পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মিলন কোথায়? মিলন ঈশ্বরে। ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে এ দুই বিরোধী বিষয় একই সময়ে জীবনে উপস্থিত হয়। এক দিকে ঈশ্বরেতে অদৃশ্য ঈশ্বরসন্তানদিগকে, অন্য দিকে দৃশ্য নরনারীতে সেই সন্তানগণকে দর্শন করিয়া সমানভাবে দুই দিকে প্রীতি ধাবিত হয়, অথচ সেই প্রীতি সন্তানত্বের উপরে স্থাপিত বলিয়া বিভক্ত হয় না। এভাবে প্রেমমুগ্ধতা বা মায়ামুগ্ধতা উপস্থিত হইলে কোন বিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক অখণ্ড সন্তান আমাদিগের নিকটে তিন ভাবের প্রতিনিধি হইয়া তিন জন হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নির্ব্বাণ, প্রেম, ও বাধ্যতা এই তিনভাবের প্রতিনিধি তিন জনকে লইয়া অখণ্ড সন্তানত্ব। বৈরাগ্য, প্রেম ও পুণ্য, অথবা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, যে কোন শব্দে এই তিনকে নির্দ্দেশ কর, বস্তুতঃ পদার্থ একই। এই তিনভাবের প্রতিনিধি বুদ্ধ চৈতন্য *, ও ঈশা। এই তিন জন এক জন হইয়াছেন নববিধানে। নববিধানাশ্রিত সাধকের জীবনে এ তিন যদি এক হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে সে সাধকের জীবন বিকারপ্রাপ্ত হইবে, কোনরূপে নববিধানের উপযুক্ত হইবে না। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার ক্রিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও যেমন জীবনসম্বন্ধে এক, তেমনি এ তিন জনের ক্রিয়া স্বতন্ত্র হইয়াও জীবনসম্বন্ধে এক। নিত্য কি অনিত্য কি ইহা জানিয়া অনিত্যের প্রতি বীতরাগ হইয়া নিত্যেতে চিত্ত স্থাপন, ইহা জ্ঞান ও প্রীতির যুগপৎ কার্য্য। অনিত্যের প্রতি স্পৃহা চলিয়া গেলেই নির্ব্বাণ হইল, আর বাসনার অত্যাচারের সম্ভাবনা রহিল না। বাসনা থাকিলে সেখানে প্রীতি আসিবে কি প্রকারে? বাসনা যে আপনাকে লইয়া ব্যস্ত। যেখানে আপনাকে লইয়া ব্যস্ততা, সেখানে প্রেমের অবকাশ কোথায়? বাসনা নির্ম্মূল হইল, প্রীতির উদয় হইল। প্রীতি গোলাপপুষ্পের সদৃশ, উহার নিম্নে কণ্টক আছে। ভালবাসিতে গিয়া বিবিধপ্রকারের পরীক্ষায় পড়িতে হয়, সেই পরীক্ষার ভিতরে স্থির ধীর শুদ্ধ থাকা, চিরজীবন প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখা, ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে আত্মবলিদান না করিলে হয় না। এস্থলে বাধ্যতা একান্ত প্রয়োজন।

নববিধান প্রেমের ধর্ম্ম। যদি প্রেম থাকিল তাহা হইলেই হইল, নির্ব্বাণে আবার প্রয়োজন কি? নির্ব্বাণ না হইলে প্রেম উদিত হইতে পারে, এ ভ্রম আমাদের মধ্যে অধিকদিন থাকিতে দেওয়া শ্রেয়স্কর নহে। যেখানে আত্মসুখাভিলাষ আছে, পশুভাব আছে, সেখানে প্রেম কোন কালে দাঁড়াইতে পারে না। লোকে যাহাকে প্রেম বলে তাহা প্রেম নহে স্বার্থপরতা। যে আমাকে সুখ দেয় তাহাকে আমি ভাল বাসি, এ ভালবাসা কদিন থাকে। প্রেম নিত্যবস্তু, উহা কোন কালে সুখাভিলাষ বা পশুভাবের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারে না। স্বর্গের প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, এসংসারের কিছু আর তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। যেখানে আত্মকামনা আছে, পশুভাব আছে, সেখানে তত দিন অনুরাগ ভালবাসা যত দিন আত্মকামনা ও পশুভাব তৃপ্ত হয়। প্রেম অপবিত্রতার গন্ধমাত্র সহ্য করিতে পারে না। যেখানে অপবিত্রতা আছে, সেখানে প্রেম আছে যে মনে করে, তাহার তুল্য ভ্রান্ত আর কে আছে? পশুভাবকে মারিতেই হইবে। প্রেমের সঙ্গে রক্তমাংসের গন্ধ কোন কালে থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের পুত্রকন্যার প্রতি প্রেম অতি

* প্রেমের ধর্ম্মের আদি প্রচারক যোগাচার্য্য। শ্রীচৈতন্য সেই ধর্ম্মের সংস্কার করেন, এজন্য তিনিই এখানে—যোগাচার্য্যের প্রতিনিধিজন্য—ঈশার পরে আসিলেও অগ্রে গৃহীত হইয়াছেন।

বিশুদ্ধ অতি নির্ম্মল। সে প্রেম নির্ব্বাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি বুদ্ধদেবকে আদর করিয়া আমাদের হৃদয়ে অগ্রে স্থান না দি, তাহা হইলে প্রেম আসিবেন না, গৌরাঙ্গ আমাদের হৃদয়কে তাঁহার নৃত্যভূমি করিবেন না। গৌতম ও গৌরাঙ্গ দুইজন হাত ধরাধরি করিয়া আসেন, এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জন কখন আসিতে আসেন না।

বলিও না, গৌরাঙ্গ হিন্দু, তিনি বুদ্ধের বিরোধী, তিনি আবার গৌতমের সঙ্গে মিলিলেন কোন্ দিন? গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের লীলাকে প্রেমের শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিলেন, গৌতম সমুদায় সংসার ও আত্মাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, এমন কি লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তাঁহাকে উড়াইয়া দিয়া অনন্ত চিদাকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এমন শুষ্ক কঠোর জ্ঞানকর্কশ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের সঙ্গে গৌরাঙ্গের সৌহৃদ্যবন্ধন কোন প্রকারে দাঁড়াইতে পারে না। গৌরাঙ্গের শিষ্যগণ গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের কি সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া আজ কি দুর্দ্দশাপন্ন, প্রেমের ধর্ম্ম তাঁহারা কি নিন্দিত ঘৃণিত পাপমলিন করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা জানেন যত দিন গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের নিগূঢ় যোগ শিষ্যবর্গ জীবনে স্বীকার করিয়াছিলেন, তত দিন গৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল। গৌরাঙ্গ সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিলেন, প্রবৃত্তি বাসনা সকলের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইলেন, তীব্র বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া মনঃক্ষোভকর সকলপ্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন, এ সকল কার ভাব? গৌতমের না কৃষ্ণের? গৌতমের নির্ব্বাণ, কৃষ্ণের প্রেম, এ দুই কি তাঁহাতে মিলিত হয় নাই? কৃষ্ণের প্রেম জগৎ বুঝিতে পারিল না, বরং বিপরীত বুঝিয়া পাপের সাগরে ডুবিল; যথার্থ প্রেম কি অজ্ঞাত রহিল। প্রেমের যুগ চলিয়া গেল, নির্ব্বাণের যুগ আসিল। নির্ব্বাণ আসিয়া সমুদায় আধার খালি করিয়া দিল, এখন সেই খালি স্থান পূর্ণ করিবার জন্য গৌরাঙ্গের আগমন। তিনি আসিয়া সেই খালিস্থান প্রেম দ্বারা পূর্ণ করিলেন। গৌরাঙ্গ আপনি যখন প্রেমে পূর্ণ হইলেন, তখন তাহার আগে কি তিনি তাঁহার নিজের হৃদয়াধার খালি করিয়া লন নাই? প্রবৃত্তি বাসনা প্রভৃতিতে যদি গৌরাঙ্গের হৃদয় পূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে কি সেখানে প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত। কৃষ্ণের অন্তর বাসনাশূন্য হইলেও বাহিরে যেন বাসনা আছে লোকে দেখিত, তাই লোকে তাঁহাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। গৌরাঙ্গ যেমন অন্তর বাসনাশূন্য করিলেন, তেমনি বাহিরেও গৌতমের মত বাসনাবিবর্জ্জিতের লক্ষণ ধারণ করিলেন। এইরূপে অন্তরে বাহিরে গৌতমকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি প্রেমের ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। একি গৌতম ও গৌরাঙ্গের সামান্য মিলন!

গৌতম ও গৌরাঙ্গ এক হইয়া প্রেমের ধর্ম্ম শুভ্র বেশ ধারণ করিল, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে যে কণ্টক উপস্থিত হয়, তাহা উন্মোচন করে কে? গৌরাঙ্গ প্রেমে পাগল হইলেন, অকাতরে জীবের উদ্ধারের জন্য হরিনাম বিতরণ করিলেন, কিন্তু প্রেমের আঘাতে যে তিনি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইলেন। প্রেম যখন বিচ্ছেদ অনুভব করায়, তখন সে অবস্থায় আত্মসংবরণ করিবার উপায় কি? গৌরাঙ্গ প্রেমজনিত বিচ্ছেদে দিন দিন ক্ষীণতনু হইয়া পরিশেষে হতচেতন হইয়া অকূলসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সত্যই প্রেম প্রাণকে এমনই আকুল করিয়া তোলে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোন্মত্ততায় যে বিচ্ছেদজ্ঞান গৌরাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিচ্ছেদ তাঁহার প্রাণহরণ করিল, প্রেমাগ্নিতে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রেমের এই অতুল দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রেম কোন কালে যোগবিরহিত হয় না, সে প্রেম সাধারণ লোকেতে কি প্রকারে উপস্থিত হইবে? ভগবদিচ্ছাসন্নিধানে আত্মবলিদান না করিলে কণ্টকশূন্য প্রেম কখন সম্ভব নহে। প্রেম আপনাকে ছাড়িয়া অপরেতে বাস করে, অপরের দুঃখ শোক পরীক্ষা ও পাপের গুরু যাতনা আপনার উপরে তুলিয়া লয়। প্রেমের এই অলৌকিক স্বভাব প্রেমিকের জীবনে গুরুভার নিয়ত অনুভব করায়। প্রেমপুষ্পের নিম্নে কণ্টক আছে, এই জন্যই আমরা বলিতেছি। এই কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত আত্মা কি প্রকারে যোগের গভীর শান্তি অন্তরে রক্ষা করিবে? এস্থলে কেবল গৌতম ও গৌরাঙ্গে সাধকের চিত্তের বিকার নিবৃত্ত হইতে পারে না, ঈশার আগমন চাই। পিতার ইচ্ছা বলিয়া সমুদায় বহন করা পূর্ণ বাধ্যতা বিনা কি কখন সম্ভব? গৌতম ও গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাধকের জীবনে যখন ঈশা মিলিত হইলেন, তখন সকল প্রকার চিত্তবিকার অসম্ভব হইল।

মায়ামুগ্ধ হওয়া সাধকের পক্ষে প্রয়োজন এই বিপরীত কথা এখান হইতে বলা হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ হওয়া প্রাচীন কালে ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল। যাহা নিন্দনীয় ছিল তাহা কোন্ সাহসে আমরা উচ্চতম ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি? ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও প্রতি জীব যদি মায়ামুগ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার অধোগতি কি অনিবার্য্য নহে? মায়ামুগ্ধ হইব কাহার প্রতি? ঈশ্বরের ও তাঁহার সন্তানের প্রতি। গৌতম, গৌরাঙ্গ ও ঈশা এই ত্রিমূর্ত্তিতে এক ঈশ্বরের সন্তান। এই সন্তানের প্রতি যদি মুগ্ধ হওয়া যায়, তবে কি আর কোন প্রকার চিত্তবিকারের সম্ভাবনা আছে? প্রত্যেক নরনারীর মানবীয় দিকে এই তিন জনের কোন না কোন এক জনের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেই লক্ষণে সন্তানের প্রকাশ দেখিয়া তৎপ্রতি মায়ামুগ্ধতা কখন পতনের কারণ হইতে পারে না। যিনি মায়ামুগ্ধ হইবেন, তাঁহাতে গৌতম, গৌরাঙ্গ ও ঈশা এ তিনের একত্র সমাবেশ চাই। প্রবৃত্তি, বাসনা ও পশুভাব নিবৃত্ত না হইলে প্রেমোদয় হয় না, প্রেমের নামে পাপে পতন অবশ্যম্ভাবী। আবার যখন প্রেমোদয় হইল, তখন প্রেমজনিত পরীক্ষায় প্রাণান্তিকতা উপস্থিত, চিত্ত

সর্ব্বদা ব্যস্ত সমস্ত, উন্মনা ভন্মনা। এ বিকার নিবারণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধা হওয়া ভিন্ন যোগজনিত শান্তি ও সুখ অনুভব করিবার উপায় কি? অতএব নববিধান বলিতেছেন, মানবীয় দিকে যে ব্যক্তি ত্রিমূর্ত্তির সেবা করে না, সে কখন নবধর্ম্মের উচ্চ-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না। তাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিকারগ্রস্ত, সে নরনারীর সহিত কি প্রকারে উদার ব্যবহার করিবে? এই ত্রিমূর্ত্তি যাহাদিগের জীবনে এক অখণ্ড সম্বান হইয়াছে, তাহারাই এ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পায়। ঈশ্বরের কৃপায় এই ত্রিমূর্ত্তিকে জীবনে এক করিয়া যাহাতে মানবজাতির সহিত এক হইতে পারি, সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে যোগ ও শান্তি অনুভব করিতে পারি, ইহাই আমাদের প্রতিজনের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত।

প্রচারবৃত্তান্ত।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পত্র।)

(বিহার প্রদেশ।)

৮ই শ্রাবণ আমি পূর্ণিয়া হইতে প্রত্যূষে ভাগলপুরে যাত্রা করিয়া সেইদিন অপরাহ্নে তথায় উপনীত হইয়াছিলাম। জাহাজ ও ট্রেণ পরিবর্ত্তনের জন্য ৯।১০ বার উঠা নামা করিয়া আমি ভাগলপুরে পঁহুছিয়াছিলাম। তথায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণে আমি সপ্তাহকাল স্থিতি করিয়াছিলাম। সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে একদিন এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে দুইদিন বিশেষ উপাসনা এবং রবিবার দিন মন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করা গিয়াছিল। রবিবার অপরাহ্নে তেজনারায়ণ কলেজগৃহে সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের সমন্বয়- ও সামঞ্জস্য-বিষয়ে উর্দ্দু ভাষার বক্তৃতা হইয়াছিল। তত্রত্য ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী সওপুর আলিসাহেব বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তিনি ভদ্র সম্ভ্রান্ত মোসলমানদিগের নিকটে মাত্র বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছিলেন। স্কুল, কাগজ ও বিচারালয়াদিতে বা হিন্দু ভদ্রলোকদিগের নিকটে উহা প্রচার করেন নাই। শ্রদ্ধেয় নিবারণ বাবুর ইচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে বিজ্ঞাপন অপরলোককে দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং আশানুরূপ শ্রোতা হয় নাই। কতিপয় অধিকবয়স্ক উচ্চপদস্থ ভদ্র সম্ভ্রান্ত মোসলমান প্রধান শ্রোতৃস্বরূপ ছিলেন। ১১ই শ্রাবণ সোমবার অপরাহ্নে বাঁকিপুরে উপনীত হওয়া যায়। ১৬ই শ্রাবণ ডিঃকলেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেবনারায়ণ মহাশয়ের গৃহে, ১৮ই শ্রাবণ প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের আলয়ে, পারিবারিক উপাসনা, ১৯শে শ্রাবণ ছাত্রাশ্রমে উপাসনা করা গিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ প্রিয় ভ্রাতা গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণানুসারে তাঁহাদের আশ্রমে উপাসনা করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে তথায় মহিলাসমাজে নারীজীবনের শক্তি- ও সৌন্দর্য্য-বিষয়ে উপদেশদান হইয়াছিল। ২১শে রবিবার নববিধানমন্দিরে সামাজিক উপাসনা করা যায়, প্রকৃত জীবনবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ সোমবার প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়। বলা বাহুল্য যে ভিন্ন ভিন্ন আবাসে ভজনের সঙ্গে ভোজনের যোগ ছিল। সেই দিন বিকালে আরা নগরে যাইয়া স্থিতি করি। ২৩শে বুধবারে প্রাতে মেলট্রেণে থগোলে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে একারোহণে ফুলওয়ারি নামক গ্রামে সুফিসম্প্রদায়ের উৎসব দর্শন করিতে যাই। তদ্বৃত্তান্ত পরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা আছে। ফুলওয়ারি হইতে সেই দিনই আরায় প্রত্যাগত হইয়া ২৭শে অপরাহ্নে মেলট্রেণে বাঁকিপুরে প্রত্যাগত হই। ২৮শে রবিবার প্রাতে বি, এন্ কলেজ হলে আস্রাবে এল্হাম (প্রত্যাদেশতত্ত্ব) বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় একটী বক্তৃতা পড়া হয়। পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরফোদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক মৌলবী ও উচ্চপদস্থ লোক উপস্থিত ছিলেন, ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকে গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতা মুদ্রিত করিবার জন্য অনেকের অনুরোধ। বিহার ব্রাহ্মসমাজ যত্নে তাহা মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রদত্ত হইতেছে। অদ্য উপাসনার অনুরোধে বাঁকিপুরে স্থিতি করিতেছি। কল্য আরায় যাইয়া ২।৩ দিন পরেই গাজীপুরে যাত্রা করিবার ইচ্ছা। তথায় যাইবার জন্য পাথেয় প্রেরিত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী আহম্মদাবাদ হইতে লিখিয়াছেন—

"আপনি বালকবালিকার জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা আমার মনে ছিল। যখন আমাদের মরটক্কায় কাজ শেষ হইতেছিল তখন বিনয়েন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছিলাম যে অনাথদিগকে কি করিব, তিনি লিখিলেন সরকারে দেওয়াই ভাল, আমিও দেখিলাম অনাথ লইতে হইলে সে জন্য বহু দিন বসিয়া থাকিতে হয় শেষে পাইব কি না তাহাও স্থির নাই। এজন্য যত দূর পারিয়াছি আত্মীয় স্বগণ ডাকিয়া দিয়াছি অথবা ভাল লোকের নিকট রাখিয়াছি, অবশিষ্ট পাঁচটি ডিপুটী কমিশনরের হাতে দিয়াছি, তিনি পাদরী সাহেবকে দিবেন।

"এ কার্য্য করা সাক্ষাৎ ধর্ম্মপ্রচার নহে, প্রচারকের জীবনের ইহা সদ্ব্যবহার কি না এ বিষয়ও অনেকের সন্দেহ আছে এবং আমারও গভীর সন্দেহ আছে, তবে প্রভু তাঁহার নাম প্রচার করাইয়া লইলেন দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। মরটক্কাতে আমরা যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম তাহাতে আর ধর্ম্মপ্রচার করার সময় ছিল না, যখন দেশে সুবৃষ্টি আরম্ভ হইল, ইংরেজ সরকার ও হোলকার সরকারের খিচুড়ী খানা খুলিল, তখন আমাদের নিকট যে এক হাজারের কিছু অধিক লোক আটা লবণ পাইত তাহাদিগকে

তিন দিনের আটা ও নগদ এক টাকা দিয়া বিদায় করা হইল। এই ব্যাপার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে সমস্ত লোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হিন্দিতে কিছু বলা হইল—ঈশ্বর চিরদিনের অন্নদাতা, তিনি দয়া করিয়া বিদেশ হইতে অর্থ ও ভৃত্য আনিয়া তোমাদের সেবা করিলেন এবং পরে তোমাদের অভাব হইলে তাঁহার নিকট চাহিবে, তাঁহাকে মনে রাখিবে ও তাঁহার নিকট ভাল হইয়া থাকিবে এই বিষয় বলা হইল। সেবকগণ ও সেবিতগণের মধ্যে একটা মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল এবং 'ভগবান্ কি জয়' শব্দ আকাশে উঠিতে লাগিল। এই দুস্থ লোকগুলি যে কত ভাবে ও ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রায় সকলের মুখে এই কথা—'খুব জি লায়া।' মরটক্কা রেলওএষ্টেশনের নিকটে একটি ক্ষুদ্র বসতি—কতকগুলি দোকানদার কতকগুলি গৃহস্থ ও রেলের বাবুর বাস—ইহারা সকলেই আমাদের কার্য্য দেখিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ করিয়া একদিন ইহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার পর সংক্ষেপে উপাসনা ও উপদেশ হইল—সকল লোকেই অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিলেন এবং রেলের একটি বাবু বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। মরটক্কার কাযোর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে আমাকে ইন্দোর যাইতে হইয়াছে। ইন্দোর ব্রাহ্মসমাজে দুই দিন উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছে। সেক্রেটরী মেঃ রামচন্দ্র গোপাল মিটরা বোকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—এখানে ব্রাহ্মসমাজ বেশ জাগ্রৎ ভাবাপন্ন—যুবকদল উদ্যমশীল—ইহারা যত্ন সহকারে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র সেবা করেন। ডাঃ ভাণ্ডারকার, দেরাজী রাও, যশবন্ত রাও প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ সমাজের কার্য্য করেন, আমাদের সমাজের লোক বহুকাল এদেশে পদার্পণ করেন নাই। বন্ধু রামচন্দ্রের বাড়ীতে অবস্থিতি যেন নিজ বাড়ীতে অবস্থিতির মত বোধ হয়। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবার ও বন্ধুগণকে লইয়া পারিবারিক উপাসনাও অতি সুন্দর হয়। এই রামচন্দ্রের পত্র লইয়া উজ্জয়িনী নগরে গমন করি। এই প্রাচীন নগরে একটি ব্রাহ্মমতের লোক আছেন। তাঁহার নাম ঠাকুর ছত্তর সিং জী—জাইগিরদার—আমরা তাঁহার অতিথি হই। এখানে কালিদাস বর্ণিত মহাকালের মন্দির, ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের গুফা প্রভৃতি দেখিলাম—ঠাকুর ছত্তর সিংজী অত্যন্ত যত্ন করিলেন। তিনি তাঁহার ব্রাহ্ম মতের বিষয় লোকের নিকট বলিতে সাহস করেন না, তবে আমরা প্রচার করিলে সাহায্য করিতেন। উজ্জয়িনীত্যাগের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে কেশোরাও নামক একটি ব্রাহ্ম গোয়ালিয়র ষ্টেটের প্রধান কার্য্যকারকের সঙ্গে দেখা হইল—তিনি উজ্জয়িনীর নিকটে একটা স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিতে বলিলেন—আমরাও প্রায় স্বীকার হইয়াছি—তিনি গোয়ালিয়র হইতে ফিরিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিলে হয়ত আমরা সেখানে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিব। গত কল্য আমরা আহম্মদাবাদে আসিয়াছি, এখানে যেমন দুর্ভিক্ষ তেমনই সরকারী ব্যবস্থা। প্রার্থনাসমাজের প্রেসিডেণ্ট রাও বাহাদুর লাল শঙ্কর উমিয়া শঙ্কর, মেঃ রমণ, ভাই মহিপটরাম স্থানীয় প্রধান লোক—তাহাদের বৃহৎ অনাথাশ্রম আছে, আজ আমরা দেখিলাম ৫৭৩ টি অনাথ আছে—তাঁহারা এই বৃহৎ কাজে আমাদের সাহায্য চাহেন। এখানে কিছু প্রচারকার্য্য করিবার কথা। হিন্দীতে উপাসনা, বক্তৃতা ও ইংরাজীতে কিছু পড়া স্বীকার করিয়াছি—আমরা চারিজনই ভাল আছি—প্রণাম।

সংবাদ।

১৭ই শ্রাবণ বুধবার শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়ের নবকুমারীর জাতকর্ম্মানুষ্ঠান কন্যার মাতামহ শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ রাও মহাশয়ের কটকস্থ বাসভবনে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার পিতামহ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কুমারীর জন্মদিন ১লা জুলাই, ১৭ই আষাঢ়। দয়াময়ী জননী এই নবজাত কুমারীকে এবং তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৩১শে শ্রাবণ ব্যাটরানিবাসী ডাক্তার শ্রীমান্ শরৎকুমার দাসের কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা আশালতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃপাময়ী মাতা কন্যাকে এবং পরিবারস্থ সকলকে আশীর্বাদ করুন।

সিরাজগঞ্জ নববিধানসমাজ প্রতিষ্ঠোপলক্ষে যে সকল কার্য্য হয়, তাহার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাববশতঃ এবার তাহা পত্রস্থ করা হইল না।

শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু ও ঢাকা মণ্ডলীর প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন। তত্রত্য সমাজের সভ্যগণের জন্য ১৩ই শ্রাবণ তথায় শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতা মহেশচন্দ্র সপ্তাহকাল কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করিয়া কয়েকটি পরিবারের মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৭ই শ্রাবণ মন্দিরে এক ক্ষুদ্র সভা হয়, তাহাতে ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বাঙ্গালায় ও শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ইংরাজীতে "ধর্ম্ম কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২০শে ফাল্গুন ইংরাজীতে উপাসনা হইয়াছিল, উহা শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ২১শে শ্রাবণ রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনা মন্দিরে ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়; উপদেশ শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রিয়তম আজিমউদ্দীন দীর্ঘকাল দারুণ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন, ভাগলপুরেই তাঁহার পৃথিবীর জীবন শেষ হইয়াছে। তথাকার বন্ধুগণ এবং ছাত্রবৃন্দ যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার সেবা করিয়াছেন, আমরা সেই সকল উপকারী বন্ধু ও ছাত্রগণকে প্রাণের ভালবাসার সহিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। শ্রীমান্ আজিম ব্রাহ্মসমাজে সকলেরই বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ, স্বভাব অতি কোমল, ব্যবহার অতি সুমিষ্ট ছিল। শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কালেজে তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন, শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া আবার পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ হইতে জ্বরে আক্রান্ত হন, সেই জ্বর ক্রমে বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্লীহা রোগ তাঁহাকে অনেক প্রকারে কষ্টপ্রদান করিয়াছিল। বৈদ্য, ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথী এবং টোটকা চিকিৎসায় তাঁহার রোগের কিছু প্রতীকার হইল না বলিয়াই স্নেহময়ী জগজ্জননী তাঁহার নির্দ্দোষ সন্তানকে আপন কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ৫ই আগষ্ট রবিবার ভাগলপুরে শ্রীমান্ আজিমের পরিত্যক্ত দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার বৃদ্ধ বৃদ্ধা জনক জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। জনক জননী এই দারুণ শোকের সংবাদ পাইয়া নিশ্চয় ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। দয়াময় হরি ভিন্ন কে তাঁহাদের সান্ত্বনা প্রদান করিবে?

আমাদের প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ ঘোষ মহাশয় বহুবৎসর যাবৎ বহুমূত্র রোগভোগ করিয়া গাজিপুরে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার দুঃখিনা বিধবা এবং চারিটি অল্পবয়স্ক বালক বালিকা তাঁহার অভাবে নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতা তাঁহাদের শরীর মনের যাহাতে শান্তি হয় এমন উপায় বিধান করুন। আমরা কালীনাথবাবুর পরিবারের সহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে সহানুভূতি করিতেছি।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বাকিপুর ও আরা হইয়া গাজিপুর গমন করিয়াছেন, ভাই বলদেবনারায়ণ হায়দ্রাবাদ সিন্ধি গিয়াছেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য দিবার জন্য গ্রাহকমহোদয়গণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

ঢাকায় ভাই ঈশানচন্দ্র সেনকে পাগলা কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হইতেছে। ইহাতে অবশিষ্ট সমস্ত পুরাতন সংগীত দেওয়া হইবে; সেই সঙ্গে অনেক গুলিন নূতন গান দিবারও ইচ্ছা আছে।

অমরাগড়ি হইতে শ্রীমান্ আশুতোষ রায় লিখিয়াছেন—"আমাদিগের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় শ্রীমৎ ফকিরদাস রায় উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে আমরা কয়েকটি দুঃখী দুঃখিনী ভ্রাতা ভগ্নী একত্রিত হইয়া তাঁহার বিধানকুটিরে ১৫ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই সোমবার প্রাতে উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর সঙ্গীত, পাঠ, ধ্যান এবং প্রার্থনা করিয়াছিলাম। প্রাতের প্রার্থনা প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় করিয়াছিলেন, এবং রাত্রির অধিকাংশ কার্য্য আমাকেই করিতে হইয়াছিল। উভয় কালের কার্য্যই সময়োপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যাহাতে আমরা তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণ-রাশি, বিশেষভাবে অকিঞ্চনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি এই ভাবে প্রার্থনাদি হইয়াছিল।"

আগামী ১০ই ভাদ্র রবিবার একত্রিংশ ভাদ্রোৎসব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে।

প্রাতে ৭টার সময়—সঙ্গীত। ৮টার সময় উপাসনা।

মধ্যাহ্নে ২টার সময়—মাধ্যাহ্নিক উপাসনা। ২॥ টার সময় পাঠ, আলোচনা, ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সঙ্গীত প্রভৃতি।

অপরাহ্নে ৬টার সময়—ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর ইংরাজী বক্তৃতা। বিষয়—ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? ৬॥ টার সময় কীর্ত্তন। ৭টার সময় সায়ংকালীন উপাসনা।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন;—"শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, পুণ্ডরীক বাবু এ পৃথিবীতে নাই। ১২।১৪ দিন হইল তিনি নাকি জ্বররোগে বেরিলীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যা ও দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীর কি যে দশা হইয়াছে জানি না। কয়েকটি সন্তান শিশু, সংস্থান বোধ হয় কিছুই নাই। আমি একদিন বেরিলিতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সপরিবারে তাঁহার আদর, সেবা ও যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ক্রমশঃ আমি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ণ পত্র পাইয়াছি এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদেরও পত্র পাইয়াছি। তিনি অনেক গুলি স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ নূতন সঙ্গীত ইদানীং রচনা করিয়াছেন, সে সকল তিনি তাঁহার সঙ্গীত পুস্তকের তৃতীয় ভাগে প্রকাশিত করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দৈবশক্তি ছিল। তিনি চলিয়া যাওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ।

মে, জুন, জুলাই ১৯০০।

আয়।

শুভকর্ম্মের দান সত্যেন্দ্রনাথ রায় লক্ষ্ণৌ ২৲, সুরেশচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা ৫৲, আনুষ্ঠানিক দান মোহিত চন্দ্র সেন কলিকাতা ১০৲, সুরেশচন্দ্র বসু কলিকাতা ১৲, মিঃ টহলরাম হায়দ্রাবাদ ১৲, এককালীন দান শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ৫৲, মাসিক দান মহারাজা কুচবিহার ৬০৲, মহারাণী কুচবিহার ৩০৲, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সেন ১০৲, বাবু নলিনবিহারী সরকার ৬৲, বাবু মাণিকচাঁদ বড়াল ৪৲, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ৪৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৲, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, বাবু রমাকান্ত সেন ২৲, বাবু বরদাপ্রসাদ ঘোষ ২৲, বাবু সুরেশচন্দ্র বসু ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দন ১, বাবু মধুসূদন সেন ৮০, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১॥০, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ সেন ১॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেন ৮০, বাবু সাধুচরণ দে ১॥০, বাবু উমেশচন্দ্র সুর ১॥০, বাবু কানাইলাল সেন ১॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৲, বাবু রামদয়াল গুপ্ত ১৲, বাবু সীতানাথ রায় ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু ১৲, বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৲, মিঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু মিহিরলাল রক্ষিত ৮০, বাবু অমৃতলাল ঘোষ ৮০, বাবু মাণমলাল সেন ৮০, বাবু দ্বারিকানাথ রায় ৮০, বাবু হরগোপাল সরকার ৮০, বাবু ধীরেন্দ্রলাল সরকার ৮০, বাবু হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮০, বাবু প্রমথনাথ মিত্র ৮০, বাবু বরদাপ্রসাদ দাস ৮০, বাবু ললিতমোহন রায় ৮০, বাবু রাখালদাস চক্রবর্ত্তী ৮০, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বসু ৮০, বাবু কুমদবিহারী সেন ॥০, বাবু বিনোদবিহারী বসু ॥০, বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর ॥০, বাবু সদানন্দ দাস ॥০, বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় [illegible], বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥০, বাবু কেদারনাথ রায় ।০, বাবু লুটবিহারী দাস ।০, বাবু যদুনাথ দে ।০, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ।০, বাবু হরিমোহন সিংহ ॥০।

মোট ১৭৮॥০

এপ্রেল মাসের স্থিতি ২৬৶১৫

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হইতে ৩৯৮॥০

৬০৩৶১৫

ব্যয়।

প্রচার বিভাগ ৪০৲, গ্যাস কোং ৩৫৮০, গৌরমোহন ধর ১৫৲ বাদক ৬॥০, বেহারা ২২॥৵১০, পাখাটানা ৬৶১০, গাড়ীভাড়া ১৫৲১৫ খুচরা ৮/১০, মেরামত ১০৮/৫

১৬১/১০

মাঘোৎসবে মন্দির মেরামত খরচ অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত ১৯৩৲

" " " " সোয়ারি কোং ২৫৲

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিবার ব্যয় এবং গাড়ীভাড়া প্রভৃতি ৩॥/১০

৩৮২॥৶০

হস্তে মৌজুদ ২২০।৶১৫

মোট ৬০৩৶১৫

শ্রীঅমৃতলাল বসু

কার্য্যাধ্যক্ষ।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শনিবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে চিরসম্পৎ, পৃথিবীর সকল সম্পদ্ চলিয়া গেলেও তোমার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তোমাসম্পদে সম্পন্ন থাকেন, তাঁহারা কখন আপনাদিগকে সম্পদ্বিহীন মনে করেন না। যদি সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি পরম বন্ধু তুমি যখন সর্ব্বদা নিকটে আছ, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে বন্ধুহীন দেখিয়া অবসন্ন হইবেন কেন? তুমিই দাও, তুমিই আবার প্রদত্ত বস্তু স্বয়ং রক্ষা কর, সুতরাং তোমার ভক্তগণ তোমা হইতে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহা হারাইবার ভয়েই বা ভীত হইবেন কেন? হারাই হারাই অবস্থায়ও তাঁহারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া স্থির থাকেন, কেন না তাঁহারা জানেন, তুমি যাহা একবার দিয়াছ, তাহা চিরদিনের জন্য দিয়াছ, সংসারের শত বিপরীত ঘটনায় হারাইবার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও সে সকল বিভীষিকামাত্র। তবে কি, নাথ, তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই? তাঁহারা কেবল অধর্ম্মকে ভয় করেন। তোমার ইচ্ছার বিপরীত অভিলাষ, তোমাপেক্ষা অন্য বস্তুতে অনুরক্তি, অধর্ম্ম জানিয়াও তত্তদ্বস্তুর প্রতি স্পৃহাবশতঃ অধর্ম্মপরিহারে অরুচি, তোমার অনুগত দাসগণ এই সকলকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। যেখানে এ সকল প্রবলভাবে আধিপত্য করে, সেখানে অগ্রসর হইতে তাঁহারা ভীত। তাঁহারা তোমাতে চিরনিরাপদ, আপৎ তোমাবিরুদ্ধ বিষয়ে। সেই বিরুদ্ধবিষয়ের সংস্রব কখনও তাঁহারা রক্ষা করেন না। হে দীনজনের গতি, আমরা তোমার ভক্তগণের অনুসরণ করিতে চাই। আমরা জানি, এক এক করিয়া পার্থিব সকল সম্পদ্ চলিয়া যাইবে, সকল বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিবে, এরূপ অবস্থায় তুমি যদি আমাদিগের সম্পদ্ না হও, তোমায় যদি আমরা বন্ধু বলিয়া বরণ করিতে না পারি, আমাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। তুমি দিয়াছ, যাহার সম্বন্ধে ইহা বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে, ইহা যদি বিশ্বাস করিতে না পারি, তাহা হইলে অন্তঃকরণ ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া নিরতিশয় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়। হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, এ সকল স্থলে চির আশ্বস্ত থাকিয়া অধর্ম্মসংস্রব পরিত্যাগ করিতে সৎসাহস দাও। দেখিও পার্থিব কোন অনুরোধ আসিয়া যেন আমাদিগকে অধর্ম্মসংস্রবে লিপ্ত না করে। অধর্ম্ম হইতে সর্ব্বপ্রকার ভয়ের উৎপত্তি। অধর্ম্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়কে বিনাশ করে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনষ্ট

হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস চলিয়া যায়, তুমি যে পরম সম্পদ্ পরম বন্ধু, তুমি থাকিলে সকলই থাকে, এ ভাব আর তখন ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। হে দেব, বারংবার দেখিলাম ধর্ম্মধন হারাইলে তোমায় হারাই, তোমায় হারাইলে পার্থিব কোন সম্পদই আর সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারে না। হে ধর্ম্মাবহ পাপাপহারী ভগবান্, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা অধর্ম্মের অণুমাত্রসংস্রব সাহসসহকারে পরিহার করিতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

নীতির প্রাধান্য কেন ?

যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ নীতির অতি সূক্ষ্ম নিয়ম সাবধানতাসহকারে প্রতিপালন করেন। ক্রমিক সাধন দ্বারা একটি একটি নীতির নিয়মে সিদ্ধ না হইলে কখন তাঁহারা সে সাধন হইতে প্রতিনিরত্ত হন না। যে নিয়মটি পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইত,পালন করিতে গিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের স্খলন হইত, প্রত্যেকস্খলনে ভগ্নচিত্ত না হইয়া আরও যত্নসহকারে উহা তাঁহারা রক্ষা করিতেন, সেই নিয়মটি পরে তাঁহাদের এমনই অভ্যাসগত হইয়া যায় যে, কোন সময়ে তাঁহাদিগেতে উহার বিপরীত আচরণ আর প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। সত্য, অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি নীতির বিধি প্রাচীন যোগিগণ দৃঢ়তার সহিত জীবনে অনুবর্ত্তন করিতেন, এবং এই সকলেতে সিদ্ধ হইলে তবে তাঁহাদের আত্মস্বরূপে স্থিতি হইত। আত্মস্বরূপে স্থিতির পর তাঁহারা ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া চিরসম্পন্ন হইতেন।

পূর্ব্বতন যোগিগণের এই পন্থা আমরা জীবনে একেবারে অনুসরণ করি নাই, একথা বলিতে পারি না। ব্রাহ্মগণের জীবনে প্রথমে নীতি সাধিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নীতিতে সিদ্ধ হইতে না হইতেই ভক্তি আশ্রয় করেন। ভক্তির ভাবপ্রাধান্য অনেকের মনে নীতির প্রতি আদর শিথিল করিয়া দেয়। এই শৈথিল্য হইতে অনেকের জীবনে যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই। নীতিতে সিদ্ধ হইতে না হইতে অসময়ে ভক্তির সঞ্চার হইল, ইহা বলিয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া কি করিব। আক্ষেপ এই যে, ভক্তিসঞ্চার হইল বলিয়া নীতির প্রতি কেন উপেক্ষা জন্মিল। নীতি অপেক্ষা ভক্তি উচ্চ, যখন ভক্তি জন্মিল তখন আর নীতির কঠোর সাধনে কি প্রয়োজন, এই সংঘাতিক অভিমান ভক্তির সঙ্গে নীতির বিচ্ছেদ ঘটাইল। নীতিতে সিদ্ধ না হইয়া ভক্তিপথাশ্রয় কখন আমাদের অনিষ্টের কারণ হইত না, যদি ইষ্টদেবতার প্রতি প্রবল অনুরাগ তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে আমাদিগকে নিয়ত দৃঢ়নিষ্ঠ রাখিত। ভক্তির অঙ্গ নৃত্য গীত শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই ইচ্ছাপ্রতিপালনের প্রতি যত্ন শিথিল হইয়া আসিল। সঙ্কীর্ত্তনাদিজনিত প্রতিদিন যে ভাবোচ্ছ্বাস হইত, তাহাতেই ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন এবং এই কৃতার্থতাসত্ত্বে ইচ্ছাপালনরূপ কঠোর ব্রতপালন তাঁহাদিগের পক্ষে নিরতিশয় অনিচ্ছার ব্যাপার হইল। ইহার ফল আজ যাহা হইয়াছে, তাহা অতি শোচনীয়। বিবেকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্রাহ্মগণের হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, আচারে ব্যবহারে কার্য্যে কর্ম্মে অনেক প্রকার অনীতি প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণের চৈতন্য নাই, চৈতন্য যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দিন দিন অল্প হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মগণ এইরূপে নিরতিশয় সংসারী হইয়া পড়িতেছেন, ব্রহ্মাপেক্ষা বিলাস তাঁহাদিগের নিকটে আদরের সামগ্রী হইয়া পড়িতেছে। বিলাসবাসনা যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহাই এখন তাঁহাদের প্রধান অনুসর্ত্তব্য বিষয়। এক নীতির প্রতি উপেক্ষা এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। নীতি ও ধর্ম্ম এক এবং অভিন্ন। নীতি গেলে ধর্ম্ম যায়, ধর্ম্ম গেলে অবশিষ্ট থাকে কেবল সংসার। এ সময়ে নিত্য উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, উৎসবাদি সাংসারিক জীবনের

শোভন পরিচ্ছদ, তদ্দ্বারা উচ্চ যোগধর্ম্মে প্রবেশ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থা দর্শন করিয়াই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ হয় সে এক জনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা সে একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।"

নীতিতে শিথিল হইলে যোগধর্ম্মে কৃতার্থ হওয়া যায় না কেন, ইহা যোগার্থিগণের চিন্তা করিবার বিষয়। ঈশ্বরের স্বরূপানুরূপ আত্মার স্বরূপ ইহা আমরা সকলেই জানি। ঈশ্বরের স্বরূপবিরোধী আচরণ আত্মার নিজস্বরূপের বিরোধী আচরণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপবিরোধী আচরণে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি এজন্যই শাস্ত্রে আত্ম-ঘাতী বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সত্যবিরোধী, জ্ঞানবিরোধী, প্রেমবিরোধী, পুণ্যবিরোধী আচরণ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহা হইলে সে আচ-রণ যে আত্মঘাত তাহাতে আর সন্দেহ কি? সত্যাদির বিরুদ্ধাচরণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ, তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ জীবনে থাকিবে, অথচ তাঁহার সহিত আমাদের অক্ষুন্ন যোগ হইবে, ইহা কি কোন কালে সম্ভব? কায়মনোবাক্যে সত্যানুসরণ, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহার অনুবর্ত্তন, প্রেমের বিরোধী আচরণ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমিক হওয়া, এ সকলই নীতির নিয়মের অন্তর্গত। আমা-দের সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তদনু-সরণে আমাদিগেতে পুণ্য উপস্থিত হয়। সত্য জ্ঞান ও প্রেমের অনুবর্ত্তন ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন, সুতরাং পুণ্য সহকারে সত্য জ্ঞান ও প্রেম অভিন্ন, তবে পুণ্য স্বতন্ত্র করিয়া বলিবার প্রয়োজন এই যে, পুণ্যমধ্যে নীতির কঠোরতা বিশেষরূপে বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা অচঞ্চল, স্থিরতর, ইতস্ততঃ অদোলায়-মান, নীতির বিধিসকলেতে বিশেষভাবে এই সকল লক্ষণ আছে। নীতির বিধি এজন্য সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড।

ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে নীতি অনুসর্ত্তব্য। দিন দিন ধর্ম্মজীবন যত উচ্চ হইতে থাকে, তত নীতিরক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বে যে সংগ্রাম ছিল তাহা নিরস্ত হইয়া আইসে, দেহ মন ইন্দ্রিয়গণ সহজে নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। যাঁহারা মনে করেন, উচ্চতম জীবনে নীতির শাসনানুবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই, তাঁহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি এ কথা বলিয়া দেন যে, নীতি এ সময়ে বিনা যত্নে বিনা চেষ্টায় দেহ ইন্দ্রিয় ও মনের স্বভাবতঃ অনুসর্ত্তব্য ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সাধারণ লোকের অনিষ্ট নিবা-রিত হয়। সাধারণ লোকে ভাবোচ্ছ্বাসকেই উচ্চতম ধর্ম্ম মনে করে, সুতরাং নীতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহারা উপেক্ষা করে, এবং উচ্চতম অধ্যাত্ম-জীবনের মোহে এমন সকল কার্য্য করে যাহা অল্পে অল্পে সমগ্র ধর্ম্মজীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে এই জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে বলিয়াছেন—"……রাগ লোভ হিংসা অপ্রেম দমন করিয়া কে……ব্রহ্মচারী হইতে পারেন?…মিথ্যা আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধূমধাম বাহিরে দেখাইলে কি হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক?…… আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দেও পুণ্য দৃষ্টান্তের জল ঢালিয়া।"……সংক্ষেপ কথা এই, আমরা যদি আমাদের জীবনে নীতির প্রাধান্য রক্ষা করিতে না পারি, আমাদের ধর্ম্মজীবনের বিনাশ এবং তজ্জনিত অশান্তি অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মস্তোত্র।

পিতা—এই নামটি যে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, ইহাও আমরা পূর্ব্বে (১লা অগ্রহায়ণ, ১৮২১ শক) বলিয়াছি। জীব ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তাহার পিতা, সকল মানুষের সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। কিন্তু পুত্র বলিলেই পিতার অনুরূপ গুণ পুত্রেতে আছে, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। জীবেতে ঈশ্বরের স্বরূ-পানুরূপ স্বরূপ থাকাতেই গুণে একতা ঘটিয়া থাকে।

বিষয়বাসনা বিষয়াসক্তিতে স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং জীবেতে পুত্রত্বও প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিনা অন্য ধর্ম্মে এই পুত্রত্ব প্রচ্ছন্ন ভাব পরিহার করে নাই। স্বয়ং খ্রীষ্ট বাধ্যতায় ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া পুত্রত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কারণেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশেষভাবে গ্রহণ খ্রীষ্টধর্ম্মের অসাধারণ লক্ষণ হইয়াছে। পিতা এই নাম এজন্যই আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত এক করে। পিতা সম্বন্ধসূচক নাম। ব্রহ্ম সহ সম্বন্ধ মানিলেই বিকারিত্বের সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনা নিবারণ জন্যই পিতা এই নামের পূর্ব্বে 'নির্ব্বিকার' এই নাম রহিয়াছে।

পাতা—যিনি পিতা তিনিই আমাদের পাতা—রক্ষক ও প্রতিপালক। পিতার উপরে পুত্রের সম্পূর্ণ নির্ভর, পিতা ভিন্ন পুত্র আর কাহাকেও রক্ষক ও প্রতিপালক বলিয়া জানেন না। সংসারে নানা বিপদ্ ও প্রলোভন, চারিদিকের লোক সকল বিরোধী ও তাহার প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প, অথচ পুত্র পিতাকে রক্ষক ও প্রতিপালক জানিয়া সর্ব্বদা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। পিতা ও পাতা, এ উভয় নামই পুত্রত্বের পরিপুষ্টিসাধক।

পরাৎপর—পরাৎপর এই নামটি বেদান্ত সমুচিত জ্ঞানপথ হইতে ভক্তিপথে অবতরণ প্রদর্শন করিতেছে। পর জীব বা আত্মা। বেদান্ত জীব বা আত্মার সহিত ব্রহ্মকে অভিন্ন ভাবে এবং পুরাণ জীব ও ব্রহ্মকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভিন্ন ভাবে গ্রহণ না করিলে ভক্তি কখন সম্ভবে না। এজন্য পরাৎপর এই নামটি জীব হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, জীবের স্বামী ও প্রভু যিনি, তাঁহাকেই প্রদর্শন করে। ঈশ্বরেতে প্রভুজ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রের আরম্ভ। প্রাচীন ভক্তিপথে এই জন্য জীবের দাস্যভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরব্রহ্ম—এইনামটি যে বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম্মের দ্যোতক ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্ম বলিলে যিনি মহতোমহীয়ান্ তিনি আমাদিগের বুদ্ধিগোচর হন। ব্রহ্ম সমুদায় জগৎ ও জীবে পরিব্যাপ্ত, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। তাঁহার চিন্তনে অনুধ্যানে আত্মা অনন্তের ভিতরে ডুবিয়া যায়, আত্মহারা হয়, সুতরাং ইহাতে রসাস্বাদ নিরতিশয় গাঢ় হয় না। ব্রহ্মের লীলানুভব করিতে না পারিলে, প্রতি-সাধকের সহিত তাঁহার মধুর ব্যবহার হৃদয়গোচর না হইলে, ভক্তিরসের পরিপুষ্টি কদাপি সম্ভবে না। বেদান্তের ব্রহ্মকে যখন লীলাকারিরূপে সাধকগণ প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন তাঁহাকে তাঁহারা পরব্রহ্ম নাম দিলেন। ব্রহ্ম মহৎ হইতেও মহৎ এজন্য তিনি সাধকগণের পরিস্ফুট উপলব্ধির বিষয় নহেন। যখন তিনি লীলায় পরিস্ফুটরূপে ভক্তগণের সাক্ষাৎসম্বন্ধের বিষয় হইলেন, তখন তাঁহার সমধিক অভিব্যক্তি উপলক্ষ করিয়া ভক্তগণ 'পর' এই বিশেষণ ব্রহ্মশব্দে সংলগ্ন করত এই নূতন অনুভূতি হৃদ্গোচর করিলেন।

পাষণ্ডদলন—এই নামটি যে মুসলমানধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ, ইহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভক্তগণের মধ্যে 'পাষণ্ডদলন' এই নামটি মুসলমানধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ভক্ত নারদ সংগ্রামদর্শনপ্রিয় ছিলেন। এক জন ভক্তের এরূপ ভাব কি স্বাভাবিক, এ প্রশ্নের উত্তর নারদের চরিত্রেই আছে। সংগ্রামে অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া ধর্ম্মের জয় হইল, ইহাই দেখিবার জন্য নারদ নিতান্ত সমুৎসুক ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার জয়দর্শন কোন্ ভক্ত না আকাঙ্ক্ষা করেন? যত ক্ষণ অধর্ম্মের পরাজয় না হইতেছে, ধর্ম্ম জয়যুক্ত না হইতেছেন, তত ক্ষণ ভক্তের প্রাণের ব্যাকুলতা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। এদেশে এক দেবর্ষি নারদে এই ভাব বর্ণিত আছে, কিন্তু সে ভাব সাধারণ ব্যক্তিগণের হৃদয়স্পর্শ করে নাই, বরং তাঁহাকে বিবাদপ্রিয় বলিয়া লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। মুসলমানধর্ম্মে পাষণ্ডদলন-নামের মহিমা সমুদায় সম্প্রদায়ের উপরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য এ নাম আমাদিগের নিকটে সেই সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ যোগ প্রদর্শন করে।

প্রীতির প্রস্রবণ—ভগবান্ পাষণ্ডদলন এ নাম শুনিবামাত্র মনে হয়, পাষণ্ডগণের প্রতি যেন তাঁহার প্রেম নাই; পাষণ্ডগণের পাষণ্ডত্ব দর্শন করিয়া তিনি যেন রোষবশতঃ তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দেন। ঈশ্বর প্রীতির প্রস্রবণ, তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি। মাতা যেমন প্রীতির অনুরোধেই সন্তানগণকে দণ্ড দিয়া থাকেন, তিনিও সেই প্রকার পথভ্রষ্ট অধর্ম্মাচারী ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করেন।

পতিতপাবন—প্রীতির অনুরোধে অধর্ম্মাচারিগণকে ঈশ্বর যে দণ্ড দান করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য সেই সকল ব্যক্তিগণকে পবিত্র করা। তাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা কলুষিতচিত্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। সেই কলুষিতচিত্ত অধর্ম্মাচারী পতিতগণকে যিনি পবিত্র করেন, তিনিই পতিতপাবন।

পুণ্যালয়—তিনি যেমন প্রীতির প্রস্রবণ তেমনি তিনি পুণ্যের আলয়; এজন্যই তিনি পতিতগণেতে পুণ্য সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করেন।

পরিত্রাতা—কেবল তিনি পতিতগণকে পবিত্র করেন তাহা নহে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ দান করিয়া থাকেন। আর যে তাহারা সে পাপে নিপতিত হইবে তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিনি হরণ করেন।

পূর্ণ—যিনি আমাদের পরিত্রাতা তিনি পূর্ণ। যদি তিনি আপনি পূর্ণ না হইবেন, তবে তিনি আমাদিগকে পূর্ণ করিবেন কি প্রকারে? যিনি আপনি অভাবগ্রস্ত, তিনি অপরের অভাব অপনয়ন করিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে যিনি পূর্ণ, তিনিই কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র প্রেম ও ক্ষুদ্র পুণ্য ক্রমান্বয়ে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। পূর্ণেতে পূর্ণকাম হইয়া আমরা কৃতকৃত্য হইয়া থাকি।

প্রাণধন—যিনি প্রীতির প্রস্রবণ, যিনি পতিতপাবন, পুণ্যালয় ও পরিত্রাতা, যিনি আপনি পূর্ণ, তিনি আমাদের প্রাণের পরম সম্পৎ। তাঁহাকে লাভ করিয়া জীবের অন্য কোন ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তিনিই তাহার সর্ব্বস্ব হন।

প্রেম—যখন ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র সম্পৎ হইলেন, তখন তাঁহার প্রেম আমাদিগের নিকটে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইল। সে প্রেমের নিকটে আমাদিগের আত্মবিক্রয় উপস্থিত এবং সেই প্রেমে সম্পন্ন হইয়া আমরাও সর্ব্বভূতে প্রেমবিস্তারে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

পুরাণ—যাঁহার প্রেম আমাদিগের নিকটে নিত্য প্রকাশ পাইতেছে, তিনি পুরাণ অনাদি পুরুষ। তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, তাঁহার প্রেমপুণ্যাদিরও আদি বা অন্ত নাই। আমরা যখন সেই প্রেমাদি উপলব্ধি করিতেছি, তাহার পূর্ব্বেও উহা ছিল পরেও থাকিবে।

পবিত্র—তিনি স্বয়ং পবিত্র, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার স্পর্শ লাভ করিলেই সাধক পবিত্র হইয়া যান।

পরমেশ্বর—তিনি প্রেম, পুরাণ ও পবিত্র, এ কথা বলিলে তিনি যে পরম পুরুষ ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না, কেবল গুণমাত্র প্রতীত হয়। তিনি পরম ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা। সেই সর্ব্ব নিয়ন্তাই প্রেম, পুরাণ ও পবিত্র।

প্রভু—তিনি সকলের নিয়ন্তা সকলের প্রভু। জীবমাত্রে তাহার দাস, তাঁহার আজ্ঞাপালনেই তাহাদিগের কৃতার্থতা।

প্রসন্নবদন—তিনি প্রভু বলিয়া কি নিরন্তর আপনার কঠোর শাসন দাসগণের প্রতি প্রচার করেন? না, তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নবদন। যাহারা তাঁহার আজ্ঞাপালনে নিয়ত তৎপর তাহারা তাঁহার প্রসন্নমুখ দেখিয়া সদা কৃতার্থ।

পরমাত্মা—তিনি দাসগণের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্নবদন, ইহাতে দাসগণের সহিত তাঁহার অভিন্ন ভাব, একাত্মতা প্রকাশ পাইল না। তিনি এবং দাসগণ চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবেন তাহা নহে, তিনি তাহাদিগের পরমাত্মা আত্মার আত্মা, নিয়ত তাহাদিগের সহিত এক হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন।

প্রজাপতি—প্রতিদাসের নিকটে প্রতিসন্তানের নিকটে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি পরমাত্মা।

আপনার নিকটে প্রকাশমান আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে পাইয়া সাধক সম্পন্ন হইলেন, তাঁহাতে মুগ্ধ হইলেন, এখন তাঁহাতেই চিরবিশ্রাম লাভ করিয়া অন্য শত সহস্র ঈশ্বরভৃত্য ঈশ্বরসন্তানগণের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ আছে, এবং তাঁহার আত্মার আত্মা যে কেবল তাঁহারই আত্মার আত্মা নহেন, নিখিল জীবের তিনি আত্মার আত্মা, ইহা স্মৃতিপথে উদিত হইবার জন্য পরমাত্মা এই নামের পরই প্রজাপতি এই নামের উল্লেখ। প্রজা—সন্তান ও শাসনার্হ। সকল সন্তান ও শাসনার্হগণের যিনি পতি, রক্ষক ও প্রভু তিনি প্রজাপতি। যে সাধক পরমাত্মাকে আপনার আত্মার আত্মা, আপনার রক্ষক ও নিয়ন্তা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহাকে সকল প্রজার পতি, রক্ষক ও প্রভু-রূপে দর্শন করিয়া তাহাদিগের সহিত পরমাত্মাতে একাত্মতা লাভ করিলেন; স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে কোন জীব আর তাঁহার পর রহিলেন না, সকলেই পরমাত্মার প্রিয়ত্ববশতঃ প্রিয় হইলেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি গতবারে বলিলে 'তুমি ও আমি একবংশজাত, নামে ভিন্ন বস্তুতঃ এক', অথচ তোমার ও আমার মধ্যে অনেক সময়ে বিরোধ ও অমিল উপস্থিত হয় কেন বলিতে পার ?

বিবেক। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিকই বলিয়াছি। কিরূপে তোমার ও আমার প্রাদুর্ভাব হয় বলিলেই বুঝিবে তোমার সঙ্গে আমার কেমন জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ। সংশয় ও বিতর্ক মানুষের মনে যখন বিচার উপস্থিত করে, উভয় দিকে সমান যুক্তি আসিয়া দাঁড়ায়, তখন মন দোলায়মানাবস্থায় তটস্থভাবে স্থিতি করে। তুমি আসিয়া তাহার তটস্থতা দূর কর। এই তটস্থতা দূর করিবার সময়ে অবস্থাভেদে তোমাতে দুই ভাব প্রকাশ পায়—এক শুদ্ধা বা ধর্ম্ম বুদ্ধির (pure reason) ভাব, আর এক মলিনা বা সাংসারিকী বুদ্ধির (prudence) ভাব। তুমি যখন নির্ম্মল থাক, প্রবৃত্তি বাসনা সকল তোমায় আচ্ছন্ন করে না, তখন তুমি মানুষের সংশয়িতাবস্থায় সহজ ভাবায় এমন কথা বল যে, অমনি সংশয় চলিয়া যায়, কোন্ পক্ষ তাহার অবলম্বনীয় অমনি সে বুঝিয়া ফেলে; কিন্তু যখন প্রবৃত্তিবাসনার প্ররোচনায় তুমি আচ্ছন্ন হইয়া পড়, তখন আপনার নয় কিন্তু তাহাদের অভিরুচির সিদ্ধান্ত মানুষের মনে তুমি মুদ্রিত করিয়া দাও, আর তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। যখন তোমার শুদ্ধাবস্থা তখন তোমার সহিত আমি এক ও অভিন্ন, কিন্তু যখন তোমার মলিনাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্নাকারে প্রাদুর্ভূত হই; 'ইহা নয় ইহা নয়' বলিয়া ক্রমান্বয়ে তোমায় নিষেধ করিতে থাকি; নিষেধে কর্ণপাত করিলেই অমনি কি করিতে হইবে তোমায় বলিয়া দি। আমার জন্ম নাই, অথচ তোমা হইতে আমার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তুমি আমার জন্মভূমি। সে যাহা হউক, এখন তোমার সঙ্গে বিরোধ হয় কেন বলি। মনে কর, এক জন বিবেকী ব্যক্তি তোমায় এমন একটী অবস্থায় স্থাপিত করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতেছেন, যে অবস্থায় স্থাপিত হইলে তোমার শুদ্ধতার কোন ক্ষতি হইবে না। সাংসারিকী প্রবৃত্তি আসিয়া তোমায় বলিল, দেখিতেছ না, এ ব্যক্তিতো বন্ধু নয়, এ তোমায় কেবল ভুলাইতেছে। তুমি সেই প্রবৃত্তির কথায় কর্ণপাত করিয়া সে ব্যক্তির প্রতি রোষান্বিত হইলে এবং তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতি সন্দিহান হইয়া, তিনি যেন তোমাকে ভুলাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতেছেন এই ভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে। বিবেকী ব্যক্তি কি করেন, মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি জানেন, তাঁহাকে তোমার ভাবনায় তুষানলে দগ্ধ হইতে হইবে, বাহ্যভাবে তোমায় আর তিনি সাহায্য দিতে পারিবেন না, কেবল অন্তরে শুভকামনা রাখিয়া চিরদিন দগ্ধ হওয়া ভিন্ন আর তাঁহার পক্ষে গত্যন্তর নাই। মনে কর, সংসার ও ধর্ম্ম এ দুইয়ের ভিতরে পড়িয়া এক জনের জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত, যাই সে ধর্ম্মের দিকে এক পদ অগ্রসর হইল, অমনি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তুমি আসিয়া তাহাকে বলিলে, তোমার বিষয়তৃষ্ণা ছাড়িয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কি প্রয়োজন ? বিষয়স্পৃহা রাখিয়া কি আর ধর্ম্ম হয় না ? সে ব্যক্তি তোমার কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হইল, তুমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিলে, কিন্তু জান না যে, সে ব্যক্তির মনকে আচ্ছন্ন রাখিবার জন্য পরপর তোমায় কত কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রলোভনের বিষয় দিয়া অপরকে কর্ত্তব্যকার্য্যে শিথিল করা এক জন অন্যায় বলিয়া বুঝিল, সাংসারিকপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় তুমি তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইয়া দিলে, সে ব্যক্তি তোমার কথায় ভুলিয়া গেল, প্রলোভন দ্বারা পরের অধর্ম্মবর্দ্ধনাপরাধে সে চিরদিন কলুষিতচিত্ত রহিল। এইরূপ কত যে তোমার সঙ্গে আমার বিরোধের কারণ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বড়ই দুঃখকর ও অপ্রিয়। তুমি যখন স্বস্থ থাক প্রকৃতিস্থ থাক, সাংসারিকপ্রবৃত্তির কুহকে পড় না, তখন তুমি ও আমি এক। সাংসারিকপ্রবৃত্তির কুহকে পড়িলেই আমার সঙ্গে তোমার যে জ্ঞাতিত্ব ছিল, তাহার চিহ্নপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। বল, এতদপেক্ষা আর ঘোরতর ক্লেশের কারণ কি আছে ? এরূপ ক্লেশের অবস্থায় যদিও তুমি আমার বিস্মৃত হও, আমি তোমায় কদাপি বিস্মৃত হইব না। আজ দুঃখের কাহিনী কহিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি; জানিও দুঃখিতান্তঃকরণতা কল্যাণেরই হেতু।

উর্দ্দু ভাষায় আমাদের মত ও বিশ্বাস প্রচার।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে উর্দ্দু-ভাষায় যে সকল বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া মোসলমানসমাজে বাহুল্যরূপে প্রচার হয়, অনেকের এরূপ একান্ত ইচ্ছা। সম্প্রতি তিনি উর্দ্দু ভাষায় পূর্ণিয়া নগরে একেশ্বরবাদতত্ত্ব, ভাগলপুরে সর্ব্বসামঞ্জস্য তত্ত্ব, বাঁকিপুরে প্রত্যাদেশতত্ত্ব, গাজিপুরে স্বর্গনরকতত্ত্ব, এই চারি বিষয়ে চারিটি প্রবন্ধ মোসলমানদিগের সভায় পাঠ করিয়াছেন। কিছুকালপূর্ব্বে বাঁকিপুরে উপাসনাতত্ত্ব, লাহিড়িয়াসরাইতে জাবনের উন্নতি, এই দুই বিষয়ে তাঁহার দুইটি উর্দ্দু বক্তৃতা হইয়াছিল। এ সকল ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কনের আবশ্যক হইয়াছে। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মোসলমানমণ্ডলীতে এমন কি তত্রত্য ভদ্র হিন্দুসমাজে এবং বঙ্গদেশের আরব্য পারস্য ভাষাবিৎ মোসলমানসমাজে উর্দ্দু ভাষায় ভিন্ন আমাদের মত ও বিশ্বাস প্রচারের অন্য কোন প্রশস্ত উপায় নাই। কিন্তু এ সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উর্দ্দু পুস্তিকা মুদ্রাঙ্কনে বহু অর্থের প্রয়োজন, তাহা বিক্রয়ের দ্বারা মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। হয়তো অধিকাংশ পুস্তিকাই উপযুক্ত পাত্রে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। বাঁকিপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে তাহার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভাই বলদেব নারায়ণের যত্নে পুস্তিকা সকল ক্রমশঃ সুচারুরূপে মুদ্রিত হইতে পারিবে। পাটনা কলেজের আরব্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবি আব্দোল্ হয়া সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক সে সকলের প্রুফ সংশোধন করিতে আনন্দের সহিত প্রস্তুত।

মোহম্মদীয় শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বঙ্গভাষায় ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৃহদায়তন আরব্য হদিস মেস্কাত শরিফের বঙ্গীয় অনুবাদ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাভাবে তিনি তাহা সমাপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং উপরি উক্ত উর্দ্দু পুস্তক সকল মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয়সঙ্কুলনে তিনি অক্ষম। সময়ে সময়ে অনেক মোসলমান আমাদের মত ও বিশ্বাসসম্বন্ধীয় উর্দ্দু বা পারস্য পুস্তক আমাদের নিকেট চাহিয়া থাকেন, আমরা প্রদানে অসমর্থ হই। কৃতবিদ্য মোসলমানসমাজে এবং বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভদ্রসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানতত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার পক্ষে উক্ত উর্দ্দু পুস্তক সকল বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য আমাদের প্রস্তাব এই যে, স্বদেশ বিদেশের ধর্ম্মোৎসাহী বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ প্রত্যেকে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক অন্ততঃ এক এক টাকার পুস্তিকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সে সকল মুদ্রাঙ্কনে উৎসাহী ও সাহসী হইতে পারেন। সেই পুস্তক ক্রয় করিয়া যিনি ইচ্ছা করেন উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিতে পারিবেন, বা তাহা বিক্রয় দ্বারা নিজের প্রদত্ত অর্থ পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য এক আনা বা দুই আনা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কয়েক-বৎসর পূর্ব্বে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকা নগরে ও চট্টগ্রামে উর্দ্দু-ভাষায় সত্য ধর্ম্ম, নববিধান কি, বিশ্বাস কি ? এই তিন বিষয়ে যে তিনটী বক্তৃতা পাঠ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষা পুস্তক যে উক্ত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রলারাম ভিম্‌ভাট সে সকল যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশে প্রচার করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তাকে মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় কিছুই দিতে হয় নাই। তিনি কেবল সত্যধর্ম্ম (মজহবে হক্কানি) পুস্তিকার মুদ্রাঙ্কনসাহায্যার্থ, ২০৲ পাঠাইয়াছিলেন। সেই টাকাও ঢাকা নগরস্থ দুই জন ব্রাহ্মবন্ধু অযাচিতরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তক লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তিস্বরূপ হইয়া আছে। তৎপূর্ব্বে ভাই গিরিশচন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় লক্ষ্নৌ নগরে অবস্থানকালে, আচার্য্যকৃত সামাজিক উপাসনা ও প্রার্থনামালা পুস্তক এবং কতকগুলি ধর্ম্মকথা ও ধর্ম্মোপদেশ ইত্যাদি নামক ক্ষুদ্র পুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সে সকল সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এবারকার প্রদত্ত উর্দ্দু বক্তৃতাগুলি এবং ভবিষ্যতে অপর যে সকল উর্দ্দু বক্তৃতা বা পুস্তক হইবে উপরি উক্তরূপ ব্যবস্থা হইলে ক্রমশঃ সহজে মুদ্রিত হইতে পারিবে। আপাততঃ প্রত্যাদেশের নিগূঢ় তত্ত্বাবলী (আস্রারে এল্‌হাম) বক্তৃতাটী মুদ্রাঙ্কনে ভাই গিরিশচন্দ্র সমুদ্যত। এই পুস্তিকা মুদ্রাঙ্কনের পর অবস্থা অনুকূল বুঝিলে তিনি অন্য অন্য পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিতে ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

এক সময় কতকগুলি লোক বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তাঁহারা তাহার পরক্ষণেই প্রায় ভুলিয়া যান। এই প্রচার অতি অস্থায়ী। কিন্তু তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইলে, লোকে চিরকাল পড়িতে পারে, এবং মতামত বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে পারে। এজন্য ভাই গিরিশচন্দ্র উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা লিখিয়া সভায় পাঠ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি উক্ত ভাষায় তিন চারিটীমাত্র বাচনিক বক্তৃতা দান করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ বাচনিক বক্তৃতার ফল ক্ষণস্থায়ী।

সুফী সম্প্রদায়ের উৎসব।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দুইমাইল অন্তর ফুলওয়ারিনামক স্থানে মোসলমান সাধক সুফী সম্প্রদায়ের নেতা শাহ বাদরোদ্দিন সাহেব স্থিতি করিতেছেন। মোসলমান সাধক বা ফকির যে আবাসে বাস করেন তাহাকে আরব্যভাষায় খানকা বলে। উক্ত শাহ বদরোদ্দিনের খানকাতে প্রতি চান্দ্রমাসের একাদশ দিবসে উৎসব হইয়া থাকে। সংবৎসরের মধ্যে রবিয়োল আওল ও রবিয়োস্‌সানি এই দুইমাসের উৎসবে বৃহৎ আয়োজন হয়। সেই দুই দিন পাটনা ও বাঁকিপুর হইতে এবং সন্নিহিত নানা পল্লী হইতে

ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মসাধক মোসলমানগণ সেখানে যাইয়া উৎসবে যোগ দান করেন। প্রাতঃকাল হইতে সমগ্র দিন ব্যাপিয়া উৎসব হয়।

বিগত ২৪ শে শ্রাবণ, রবিয়োস্‌সানিমাসের একাদশ দিবস ছিল। সেই দিন ফুলওয়ারিতে বিশেষ উৎসব হইবে এই সংবাদ পাইয়া আমি প্রাতঃকালে আরা হইতে ট্রেণে দানাপুর ষ্টেশনে উপনীত হই, এবং তত্রত্য সমবিশ্বাসী শ্রীমান্ ভোলানাথ কুণ্ডুর গৃহে ভোজনান্তে এক্কারোহণে ফুলওয়ারিতে চলিয়া যাই। বাঁকিপুর হইতে ভাই বলদেবনারায়ণ গয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রেওয়ালালকে সঙ্গে করিয়া উক্ত উৎসব দর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি যাইয়া দেখি থানকার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে সভা হইয়াছে। সেখানে চেয়ার চৌকী কিছুই নাই, শতরঞ্জি গালিচা বিস্তৃত। ভিতরে বাহিরে ন্যূনাধিক দুইশত বা আড়াই শত লোক বিদ্যমান। তন্মধ্যে বাঁকিপুর ও পাটনা অঞ্চলের কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোকও ছিলেন। এক পার্শ্বে ২।৩ জন কাওয়াল (গায়ক) দণ্ডায়মান হইয়া ঢোলকবাদ্য সহ প্রেমোদ্দীপক গান করিতেছে। দুই এক জন বালকের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরও তৎসঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। সঙ্গীতযোগে ভাবোন্মত্ত হইয়া একজন সুফী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা রূপে হস্তভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মধ্যস্থল শূন্য রাখিয়া চারি দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে সুফিগণ এবং সাধারণ ভদ্রমোসলমানগণ গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। প্রায় সকলেরই শুভ্র সাত্ত্বিক পরিচ্ছদ, সুফী সাধকদিগের মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ, হস্তে জপমালা। শাহবদরোদ্দিন পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া পশ্চিম সারির মধ্যস্থলে হস্তে জপমালাধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সৌম্যমূর্ত্তি গৌরকান্তি যুবক। তাঁহাকেও ভাবে মগ্ন বোধ হইল। সকলে নিস্তব্ধ গম্ভীর; উপদেশ, বক্তৃতা বা অন্য কোনরূপ বাক্যবিন্যাস একেবারে নাই; কেবল নৃত্যে প্রবৃত্ত ভাবোন্মত্ত সুফী ভাবোচ্ছ্বাসে কখন কখন এক প্রকার ধ্বনি করেন; এবং আল্লাহো বলিয়া থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উপবিষ্ট হইলেন, তখন সকল লোক বসিলেন। আবার হিন্দি, উর্দ্দু বা পারস্য-ভাষায় এক এক দল কাওয়াল সঙ্গীত করিতে লাগিল। দুই জন বা তিন জন সুফী দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহারা উঠিবামাত্র উপস্থিত সকল লোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কখন কখন এক এক জন ভাবের মত্ততায় ফরাশের উপরে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। দুই জনে বা তিন জনে কণ্ঠ ধারণ বা হস্ত ধারণ করিয়াও নৃত্য করিলেন দৃষ্ট হইল। একটি বৃদ্ধ মোসলমান ভিতরে বসিয়াছিলেন, তিনি দৌড়িয়া আসিয়া উন্মাদবৎ সভার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত এলো মেলো ভাবে নাচিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বিকটাকার হইয়াছিল, তিনি ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন। আরও ২।৩ জন বৃদ্ধ মোসলমান আল্লাহো আল্লাহো বলিয়া অস্থির ভাবে নাচিতে নাচিতে শাহ সাহেবের চরণপ্রান্তে যাইয়া পতিত হইলেন। শাহ সাহেবের বয়স অধিক না হইলেও পরম সাধু বলিয়া সকল মোসলমান তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি ৫।৬ বৎসর যাবৎ গদিতে বসিয়াছেন। শুনিলাম আমার উপস্থিতির পূর্ব্বে তিন দল কাওয়াল ক্রমশ গান করে, তাহাতে কাহারও ভাবোদয় হয় নাই। তখন শাহ বদরোদ্দিন ব্যাকুল হইয়া কিয়ৎক্ষণ মস্তক ও হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তৎপর একজনের ভাবোচ্ছ্বাস হয়। ভাবোচ্ছ্বাসে যখন যিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সমুদায় লোক দাঁড়াইয়াছেন, তিনি ভাবের অপগমে বসিলে সকলে বসিয়া পড়িয়াছেন, এরূপ লক্ষিত হইল। আমার পার্শ্বে একজন মোসলমান বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনরবত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছিলাম। বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মগণ সঙ্কীর্ত্তন করিয়াথাকেন, কখন কখন সকলে সমবেত ভাবে নাচেন ও গান করেন, এ সেরূপ নহে। ২।৩ জন গায়কমাত্র ঢোলক বাজাইয়া গান করিয়া থাকে অন্য কেহ গান করে না। সেই সঙ্গীতশ্রবণে যাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস হইল তিনি মাত্র দাঁড়াইয়া নৃত্য করেন। সঙ্গীত সকল প্রায় বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দেওয়ান হাফেজের ২।১ টী প্রেমোদ্দীপক গজলও গাওয়া হইয়াছিল। এই প্রকার সঙ্গীত শ্রবণে এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস হয়, ইহা আমার নিকটে কিছু বিস্ময়কর ও নূতন বোধ হইল। তবে তাঁহাদের কি প্রণালীর সাধন জানি না, আমি সাহস করিয়া এ সকলকে কৃত্রিম বলিতে পারি না।

বেলা ১২ টার সময় একবার সভাভঙ্গ হয়। তখন সোণালি কারুকার্য্যযুক্ত মখমলের এক খানা বৃহৎ চাদর মধ্যস্থলে স্থাপিত হইল। তাহার উপর কয়েকটি রূপার গোলাপদান এক ব্যক্তি আনিয়া রাখিলেন, ধূপ দানীতে ধূপ ও ধূপশলাকা জ্বালান হইল। একটি বৃহৎ থালায় খিলি ও কোন কোন থালায় মিষ্ট দ্রব্যও আনা হইল, ইহা দেখিতে পাইলাম। অনেক লোক রুমালে বাঁধিয়া মিষ্ট দ্রব্যাদি সিন্নিরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপর সকলে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চারিদিকে গম্ভীর ভাবে বসিলেন। এক এক জনে কোরাণে কোন কোন অধ্যায় বা বিশেষ বিশেষ বচন সুর করিয়া ক্রমশঃ পড়িতে লাগিলেন। এই প্রকার ৮।১০ জন মুখস্থ পড়িলেন। অধ্যেতার মধ্যে ২।৩ জন বালকও ছিল। তৎপর সভাস্থ সকলের গায়ে গোলাপ জল সিঞ্চন করা হয়, একটি বাটীতে করিয়া সুগন্ধ দ্রব্য সকলের নিকটে ধরা হয়। তদনন্তর আনীত দ্রব্যজাত সকল তথা হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল। অতঃপর আমি মকবরা (সমাধি স্থান) দর্শন করিতে চলিয়া যাই। এখানকার সুফীদিগের আদি নেতা শাহ নজ্জারোল হকের সমাধি মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠিত। তাহার ইতস্ততঃ অনেক গুলি কবর আছে। ইহার পরে কাচের শিশিতে সংরক্ষিত "মুয়ে মবারক", অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের একটি কেশসূত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তাহা অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সকলে দর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে উপস্থিত লোকদিগকে অন্যজনের সহিত মিশ্রিত জমজমের জল পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে সকলে মিলিয়া জেয়ারত অর্থাৎ সাধুলোকদিগের উপরি উক্ত সমাধি দর্শন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে পুনর্ব্বার সঙ্গীতের সভা হয়। সেই ব্যাপারে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না।

সুফীদিগের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রথম অবস্থাকে হাল, চরম অবস্থাকে কাল বলিয়া থাকে। শাহ সাহেবের ভবনের তোরণের উপর উৎসবসূচক সুমধুর রোসন চৌকি বাজিতে ছিল। সাধারণ মোসলমানেরা গীত বাদ্যের বিরোধী। নমাজ ইত্যাদির সঙ্গে উহার কোন যোগ নাই। কিন্তু এখানে গীত বাদ্যের কত আদর। সুফিগণ চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত, এই সুফী সম্প্রদায়ের আদিনেতা গিলান দেশার শাহ অবদোলকাদের। যাঁহার অন্তর সাফ অর্থাৎ নির্ম্মল তিনি সুফী, অথবা সোফ নামক স্থূল বৈরাগ্যবস্ত্রবিশেষ যিনি পরিধান করেন তিনি সুফী।

এখানকার সুফী সম্প্রদায়ের স্বর্গগত প্রধান নেতা শহ নজ রোল্ হাকর মক্‌বরা (সমাধি মন্দির) দর্শন করিয়াই আমি এক্কাযোগে দানাপুর ষ্টেশনে যাইয়া পরের ট্রেণে আরাতে প্রত্যাগত হই।

রবিয়োল আওল মাসের উৎসব উপলক্ষে ২।৩ দিনব্যাপী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। সেই সময় মোসলমান সম্প্রদায়ের এক প্রধান পর্ব্বাহ ফতেহাদোরাজদম। শুনিলাম তখন একশত মনের অধিক চাউল ডাইলের খেঁচুড়ি লোকদিগকে খাওয়ান হয়। খানকার সন্নিহিত আম্রবণে সারি সারি দোকান বসিয়া যায়।

সুফীদিগের ধর্ম্ম সাধারণ মোসলমানদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও জীবন সম্বন্ধীয় আরবা ও পারস্য ভাষায় লিখিত অনেক পুস্তক আছে। সেই সকল গ্রন্থকে "কেতাবে তসওফ্" বলে। সাধারণ সাধককে আরবা ভাষায় "সালেক" (ধর্ম্মযাত্রিক) এবং ভগবানের প্রেমে যাঁহারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট তাঁহাদিগকে "মজ্ জুব" বলিয়া থাকে। মজ্জুব শব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট। উচ্চ শ্রেণীর সুফী মজ্ জুব শ্রেণীর অন্তর্গত। ঈশ্বরগুণকীর্ত্তনাদিতে সুফিদিগের যে ভাবাবেশ হয় তাহাকে "অজদ" বলে। ধর্ম্মসঙ্গীত ভাবের উদ্দীপক, এজন্য ধর্ম্মসঙ্গীত তাঁহাদের নিকটে অতি প্রিয় সামগ্রী। ভাবের অবস্থায় পুলক রোদন নৃত্য মূর্চ্ছা ইত্যাদি ভাবদোতক অনেক প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন তস্‌ওফ গ্রন্থে তদ্‌বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বিবৃত। ভাবাবস্থায় রোদন আর্ত্তনাদ হস্তপদসঞ্চালনাদি যত্নপূর্ব্বক সংযত করাই বিধি। কেন না এ সকল বাহ্যিক ক্রিয়া যত অধিক হয়, অন্তরে ভাবের জমাট তত হ্রাস হইয়া থাকে। তাপসবর আওল হোসন নূরী ভাবে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে নলবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নলশালাকা বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত এবং শোণিতাক্ত হইয়াছিল, তত্রাপি যে তাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না। যাঁহারা বলেন সাকারে ভিন্ন নিরাকারে প্রেম ভক্তি হইতে পারে না, এই সকল নিরাকার একেশ্বরবাদী প্রেমোন্মত্ত সুফীদিগের জীবন তাঁহাদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতেছে।

আত্মীয়বিয়োগ।

আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কিয়দ্দিনের মধ্যে আমরা অনেকগুলি আত্মীয় ইহলোকে হারাইয়াছি। ভগবানের আহ্বানে ইঁহারা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে মণ্ডলী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গতবারে আমরা কোণানিবাসী বন্ধুবর কালীনাথ ঘোষ এবং ময়মনসিংহনিবাসী বিশ্বাসী যুবক আজিমোদ্দিনের পরলোকযাত্রার সংবাদ সংক্ষেপে সংবাদস্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি, এবার তাঁহাদের বৃত্তান্ত কিছু বিস্তৃতরূপে লিখা যাইতেছে। তৎপর প্রীতিভাজন রাইচরণ দাস ও কিরণলাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কোণানিবাসী বাবু কালীনাথ ঘোষ।

উক্ত কালীনাথ বাবু আমাদের পরম বন্ধু সাধুভক্ত আচার্য্যদেবের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ একান্ত সেবাপ্রিয় উপাসনাশীল ছিলেন। বিগত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার মধ্যাহ্ণে গাজিপুর নগরে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তিনি ঐহিক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বহুকাল হইতে বহুমূত্র রোগে তিনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিলেন। ইদানীং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা অতিশয় অনুভব করেন, তদবস্থায় তাঁহার কক্ষতলে কয়েকটি স্ফোটক হয়, তাহা না সারিতেই পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ স্ফোটক হয়। এক দিন আছাড় পড়ায় সেই ফোড়ায় অতিশয় চাপ পড়ে, তাহাতে সমুদায় পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া উঠে। তিনি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেন। তখন এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সেই অবস্থায় ডাক্তার অস্ত্র করিবার সাহসী হন নাই। সেই ফোড়ার যন্ত্রণাই তাঁহাকে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী করে। পরলোক যাত্রার দুই তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার সংজ্ঞা ছিল না। উহার পূর্ব্বে রোগযন্ত্রণার সময় গাজীপুরস্থ সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, রোগযন্ত্রণায় আচার্য্যদেবের সহিষ্ণুতা আপনি স্মরণ করুন। তাহাতে তিনি বলেন, "কেশবচন্দ্র অন্ধকারে চন্দ্র ছিলেন।" এই কথাটী তিনি অনেক সময় বলিতেন। যন্ত্রণাবৃদ্ধির সময়ে এক দিন ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ অবস্থায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতি যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহার দারিদ্র্যকষ্ট ও রোগযন্ত্রণা একশেষ হইয়াছিল।

আমাদের স্বর্গগত বন্ধুর এক সময় অত্যন্ত স্বচ্ছল অবস্থা ছিল। তিনি জব্বলপুর, এলাহাবাদ ও মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে রেলওয়ে সংক্রান্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন অনেক প্রচারক সপরিবারে তাঁহার আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক পরম যত্নে সেবিত হইয়াছেন। এক সময় জব্বলপুরে আচার্য্যদেব তাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করিয়াছিলেন। একদা দুইজনে তত্রত্য নর্ম্মদার জলপ্রপাতের প্রবল স্রোতের অদূরে স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ স্রোতোবেগে কালীনাথ বাবু ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া আচার্য্যদেব তাঁহাকে ধরেন। তখন দুইজনেরই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। আচার্য্যদেব নিকটস্থ একটি দৃঢ়মূল

ক্ষুদ্র বৃক্ষ জড়াইয়া ধরাতে উভয়েই রক্ষা পান। কালীনাথ বাবু সাধুভক্ত সর্ব্বদা খুজিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদিগকে দর্শন ও সেবা করিতে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। ছুটী উপলক্ষে কলিকাতায় আসিলেই নানাবিধ সুরসফল আচার্য্যদেবকে উপহার দিতেন। এক সময় কালীনাথ বাবু আচার্য্যদেবের সন্তানবর্গের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তাঁহারা ও আচার্য্য তাঁহাকে কালীপুরের জঙ্গল বাবু বলিতেন। মোগলসরাই ষ্টেশনে অবস্থানকালে রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইলে তিনি স্বীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। স্বীয় পত্নীর অলঙ্কারপত্র ও কোম্পানির কাগজ যাহা ছিল, সেই সমুদায় বিক্রয় করিয়া কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শে বহুসহস্র টাকা ব্যয়ে ভাড়া দিবার জন্য মোগলসরাইয়ে কতকগুলি বাড়ী প্রস্তুত করেন। তাহাতে ঋণজালে জড়িত হন, সেই সকল বাড়ীর ভাড়াটিয়া জুটে না। নিরুপায় হইয়া সপরিবারে দেশে চলিয়া আইসেন। হালীসহরের সন্নিহিত কোণা পল্লীস্থ নিজ বাড়ীতে বাস করেন। তখন সপরিবারে অত্যন্ত অন্নকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। রুগ্ন দুর্ব্বল শরীরে কোণা হইতে সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মমন্দিরে, দেবালয়ে এবং আমাদের প্রচারাশ্রমে আমাদের সহিত উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। বিগত ভূমিকম্পে কোণাপল্লীস্থ তাঁহার পৈতৃক ভবন চূর্ণ হইয়া যায়। তখন আশ্রয়শূন্য হইয়া গাজীপুরে যাইয়া কোন বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে আফিসে একটি ক্ষুদ্র কাজ হয়। তাহার সামান্য আয়ে সপরিবারে কোনরূপে কালযাপন করিতেছিলেন। ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হয়. রোগবৃদ্ধির অবস্থায়ও যত দিন চলচ্ছক্তি ছিল, তিনি লাঠিতে ভর করিয়া এক হস্তে লণ্ঠন ধারণপূর্ব্বক তত্রত্য সমাজগৃহে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। সকল প্রচারকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি অচল ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নানা গোলযোগে তাঁহার মন কাহারও প্রতি বিচলিত হয় নাই! লোকজনকে খাওয়াইতে ও লোকের সেবা করিতে তিনি অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্ত বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে গাজীপুরে স্থিতি করিতেছেন। বধূমাতা যখন সেখানে ছিলেন না, তখন তাঁহার খাওয়ার কষ্ট হয় ভাবিয়া কালীনাথ বাবু নিজের গৃহে ভাল ভাল ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে তাহা সত্যশরণকে দিয়া আসিতেন। রুগ্নাবস্থা বলিয়া চলিতে কষ্ট হইত, চাকর চাকরাণীর অভাব, কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি একার্য্য করিতেন। পরসেবা পরোপকার তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল, কিন্তু তাঁহার দুঃখবিপদের সময় বহু উপকৃত লোক তাঁহার প্রতি কিছুই সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই বলা যায়। এক্ষণ তাঁহার দুঃখিনী বিধবা পত্নী সন্তানগণ সহ অকূল সাগরে পতিত। এইরূপ উপকারী বন্ধুর নিরাশ্রয়া পত্নী ও দুঃখী সন্তানগণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? গাজিপুরস্থ অফিয়ম বিভাগের প্রধানকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক তিনি শেষাবস্থায় বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল রায় তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছেন। কালীবাবুর সহধর্ম্মিণী এক্ষণ কালিকাতায়পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বন্ধুর বয়ঃক্রম বোধ হয় ৬০ অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি দিব্যধামে ব্রহ্মানন্দ ও ভক্তমণ্ডলী সহ নিত্যানন্দ সম্ভোগ করুন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী ও সন্তানগণের মনে সান্ত্বনা বিধান করুন।

আজিমোদ্দিন আহমদ।

মোসলমান সমাজ হইতে আমরা একটি যুবকরত্ন পাইয়াছিলাম, তাহাও হারাইলাম। বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়ের মর্ম্ম বুঝা ভার। বিধানবিশ্বাসী যুবা আজিমোদ্দিন আহমদ জ্বর ও প্লীহা রোগে দীর্ঘকাল ক্লেশযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিগত ২১শে শ্রাবণ রবিবার মধ্যাহ্নকালে ভাগলপুর নগরে মানবলীলাসংবরণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার বয়স ২১। ২৬ বৎসর হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ নগর আজিমোদ্দিনের জন্মস্থান। তাঁহার পিতা সামান্যাবস্থাপন্ন লোক,তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। আজিম ময়মনসিংহ জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীয় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেই কলেজেও ছাত্রীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পীড়া ইত্যাদি কারণে অধ্যয়নে উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে না পারিয়া উক্ত কলেজের ৪র্থ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পুনর্ব্বার পরীক্ষাদানে উদ্যোগী ছিলেন। ময়মনসিংহে পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তথাকার কোন কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তত্রত্য নববিধান মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি যোগদান করিতেন। পরে গয়ানগরে বিশেষ ব্রহ্মোৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের নিকটে তিনি নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হন; শিবপুরে অবস্থানকালে সপ্তাহান্তে কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেও ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে সকলেই তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ময়মনসিংহে তাঁহার রোগের সঞ্চার ও বৃদ্ধি হয়। তদবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া কাশীপুর হাসপাতালে কিছুকাল শ্রীযুক্ত ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। সেখানে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যান। সেখানে গমনের কিয়দ্দিন পরেই রোগের বৃদ্ধি হয়। তৎপর ভাগলপুরে আসিয়া প্রথমতঃ তত্রত্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে তৎপর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া নানাপ্রকার চিকিৎসাধীনে থাকেন। শেষোক্ত বন্ধুর সহধর্ম্মিণী মাতৃবৎ স্নেহসহকারে পরম যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তথাকার অন্য অন্য ব্রাহ্ম বন্ধু ও যুবকদিগের তাঁহার প্রতি যত্নশুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। ভাগলপুর

ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। ডাক্তরের ব্যবস্থা মতে তাঁহার নিমিত্ত প্রতিমাসে ২৫। ৩০ টাকার পোর্টের প্রায়োজন হইত। বন্ধুবর হরিনাথ বাবু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্বর ও প্লীহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজিমের মুখে দুর্গন্ধ ক্ষত হয় ও মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। প্রথমতঃ একটি টোট্‌কা ঔষধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল, কিন্তু সেই উপকার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অনন্তর হাসপাতালে উত্তম ব্যবস্থামতে স্বতন্ত্র গৃহে তাঁহাকে রাখা হয়। দুগ্ধ ব্রথ ও অন্য অন্য পথ্য সামগ্রী দুই বেলা বন্ধুবর নিবারণ বাবুর আলয় হইতে প্রস্তুত হইয়া প্রেরিত হইত। রোগবৃদ্ধির সময় তিনি Imitation of Christ পুস্তক খান পড়িতেছিলেন। আরোগ্য লাভ করিয়া লাহোরে যাইয়া বি এ, পড়িবেন এরূপ আশাও করিতেছিলেন। আজিম আর কিছুতেই পৃথিবীতে স্থিতি করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনি তাঁহাদের এক মাত্র পুত্র ছিলেন। মঙ্গলময় তাঁহাকে অমরধামে নিত্য শান্তিবিধান করুন। ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার শব যথাবিধি সমাহিত করিয়াছেন। ভাগলপুর হইতে একটি স্নেহের কন্যা প্রিয় আজিমের মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদিগকে এরূপ লিখিয়াছেন;—"আজিম বাবুর মৃত্যুসংবাদ অবশ্য এত দিনে পাইয়াছেন। তাঁহার জন্য বড়ই কষ্টবোধ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রি পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা তাঁহার ছিল। ভাল হইয়া কত কি করিবেন বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পর দিন সকাল হইতে তাঁহার বোধ হয় ভাল জ্ঞান ছিল না এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিলাম না, সেই জন্যই আরও মনে কষ্ট হয়। হয়তো মৃত্যুর সময়ে সেই জন্য খুব যন্ত্রণা হইয়াছে। শুনিয়াছি ময়মনসিংহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন। তাঁহারা এই মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইবেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বোধ হয় কিছু সান্ত্বনা পাইতেন। এখানকার কয়েকটি হিন্দু ছেলে তাঁহার বিশেষ সেবা যত্ন করিয়াছেন। আমাদের ছেলেরা বেশী কেহই ছিল না। যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন। বন্ধু বান্ধবদিগের সেবা যত্ন তিনি বাঁচিলেই সার্থক হইত।"

রাইচরণ দাস।

বিগত ২রা ভাদ্র প্রিয় রাইচরণ দাস কলিকাতা নগরে ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নববিধান মণ্ডলীর অন্তর্গত হইয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। গত বৎসরে কাছাড়ের অন্তর্গত বর্ণারপুর যাইয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হন। সেইজ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ক্রমে প্লীহা যকৃৎ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে ভাগলপুরে যাইয়া সমবিশ্বাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর শ্রীযুক্ত নকুড় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলয়ে তাঁহার চিকিৎসাধীনে কয়েক মাস থাকেন। চিকিৎসায় প্রথমতঃ উপকার হইয়াছিল, কিন্তু পরে কোনরূপ কুপথ্য হওয়াতে তাঁহার অতিশয় উদরাময় জন্মে; সেই উদরাময়ের আর কিছুতেই নিবৃত্তি হয় নাই। গত শীত ঋতুর অবসানে কলিকাতায় আসিয়া এক জন বন্ধুর আশ্রয়ে স্থিতি করিয়া একজন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকেন। উদরাময়ের সঙ্গে ক্রমে শোথ ও মুখে ক্ষত হয়। পরে তিনি মদনমিত্রের লেনে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া করিয়া স্বদেশ হইতে স্বীয় গর্ভধারিণীকে আনাইয়া তৎসহ স্থিতি করেন, কিছু দিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীনে ছিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হয় না; রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বর্গধামে চলিয়া যান। তাঁহার দুঃখিনী নিঃসহায়া বৃদ্ধা মাতা একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া শোকে আকুলা। প্রিয় রাইচরণের কোন সংস্থান ছিল না, দয়ালু বন্ধুদিগের অর্থসাহায্যে তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে। তিনি একজন উৎসাহী যুবা ছিলেন, স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, এবং আমাদের প্রচার কার্য্যালয়ের পুস্তকাদি বিক্রয়ের অনেক সাহায্য করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে গেলে, তিনি তাঁহাকে প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করিতে অনুরোধ করিতেন। ধর্ম্মপুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কুচবিহার হইতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন;—"আমি যত দিন কলিকাতায় ছিলাম মাঝে মাঝে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রার্থনা সঙ্গীত করিতাম। তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দিতেন। বন্ধুদের প্রদত্ত টাকা তাঁহার হাতে দিলে ভক্তিভরে সর্ব্বাগ্রে প্রভুর নাম লইয়া প্রণাম করিয়া উহা গ্রহণ করিতেন। রোগের অবস্থায় প্রভুর কৃপায় যে এত দীর্ঘকাল ঔষধ ও পথ্য পাইতেছেন, একথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন।" মঙ্গলময় পরমেশ্বর অমরধামে তাঁহার আত্মাকে আপন শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন।

কিরণলাল।

বিগত বৃহস্পতিবার বেলা ১১॥ টার সময় আমাদের প্রচারাশ্রমে প্রিয়তম কিরণলাল বিকার জ্বরে একপক্ষ কাল ক্লেশভোগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিরণলাল ঢাকা-জিলার অন্তর্গত মত্তগ্রামনিবাসী আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বাল্যকালে মাতৃহীন হন, পিতাই মাতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ একটি ভাই ও ভগিনীকে বহু ক্লেশ ও যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। কিরণ এবার বি, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ৪ বৎসর যাবৎ তিনি আমাদের ছাত্রাবাসে আমাদের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রফুল্লচিত্ত সুশীল শান্ত অধ্যয়নানুরক্ত ছিলেন, চরিত্রগুণে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। কিরণ অতি সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। রোগের সূচনা অবধি পরমযত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও সুচিকিৎসা হইয়াছে। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী দয়া করিয়া নিঃস্বার্থভাবে অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমাদের ছাত্রনিবাসের ছাত্রগণ ও অপর কতিপয় ছাত্র দিবা-রাত্রি প্রাণপণ যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। বরং অনেক বড়মানুষের এরূপ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইয়া উঠে না। কিরণলাল রোগবৃদ্ধি হইলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,এই রোগ হইতে আর মুক্ত হইতে পারিবেন না। তখন তাঁহার একজন প্রিয়তম বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। ঔষধ পথ্যাদি স্বাভাবিকরূপে সেবন দুষ্কর হইয়া উঠিলে ডাক্তার পুনঃ ২ Inject করিতে বাধ্য হন, দুই একবার Inject করিলে কিরণ বলিয়াছিলেন, বৃথা চেষ্টা করা হইতেছে। কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন No remedy। তিনি প্রলাপের মধ্যে পড়া শুনার কথা প্রায় বলিতেন, কখন ২ বাইবেল ও আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। কখন কখন উচ্চ স্বরে মাকে ডাকিয়াছেন। কয়েকদিন কথাই বলিতে পারেন নাই। গত বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ২।১টি কথা বলিয়াছিলেন, এবং এপেল খাইতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিনই বিকালে পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হয়, বৃহস্পতিবার জ্বরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শান্তভাবে দেহত্যাগ তাঁহার হয়। কিরণের পিতা অরেজেণ্ট টেলিগ্রাম পাইয়া আপন কর্ম্মস্থান কিশোরগঞ্জ হইতে পুত্রের মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ বিশ্বাস-বলে এই গুরুতর শোকভার ধীর শান্ত ভাবে আশ্চর্য্যরূপে বহন করিতেছেন। আমরা সকলেই স্নেহভাজন কিরণকে পৃথিবীতে হারাইয়া শোক সন্তপ্ত, তাঁহার প্রিয় বয়স্যগণ অতিশয় শোকা-হত। প্রিয়তম কিরণ স্বর্গলোকে স্বীয় জননীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পরম জননীর সেবাতে আনন্দিত হউন। মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী এই শুদ্ধ সুন্দর আত্মাটিকে অমরধামে আপনার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করুন।

প্রাপ্ত।

কোচবেহার ব্রহ্মোৎসব।

বিধাতার কৃপায় আমরা একটি আড়ম্বরবিরহিত ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিলাম। ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ ১৫ই আগষ্ট তারিখে কোচ-বেহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে এখানে একদিন উৎসব হইয়া থাকে, এবং সমস্ত আফিস কলেজ স্কুল বন্ধ থাকে। এবার সমাজের সভ্যেরা তদুপলক্ষে ভগবৎকৃপায় সপ্তাহব্যাপী উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। ১৩ই আগষ্ট সোমবার সায়ংকালে একাউণ্টেণ্ট জেনারাল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল সেনের গৃহে উপাসনা হইল। ১৪ই আগষ্ট ল্যান্সডাউন হলে "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা হইল এবং আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতলাল সেনের গৃহে উপাসনা হইল। উপাসনান্তে মোহিত বাবু উপস্থিত বন্ধুদিগকে পুরি-মিষ্টান্ন-যোগে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৫ই আগষ্ট বুধবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব, প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল, এবং সায়ং-কালে উপাসনা হইল। ১৬ই আগষ্ট সায়ংকালে শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উপাসনা ও জলযোগ হইল। ১৭ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে শ্রীমান্ মনোনীতধন দের বাসায় উপাসনা ও স্বহস্তে রান্না ও ভোজন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বর্ত্তমান যুগের উন্নতিশীল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মবিষয়ে প্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ অতি জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল। ১৮ই আগষ্ট কেশবাশ্রমনামক উদ্যানে উপাসনা ও ভোজন হইল। সায়ংকালে ল্যান্সডাউন হলে "ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষণ কি" বিষয়ে বক্তৃতা হইল। ১৯শে আগষ্ট মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হইল। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হইল। শ্রীমান্ মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নানাস্থান ঘুরিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা দুটী প্রদান করিয়াছিলেন, এবং কোন কোনও দিন উপাসনার কার্য্যও করিয়াছেন।

২৮শে আগষ্ট। }
১৯০০ }

দাস
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

সংবাদ।

বিগত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী ভাদ্রোৎসব হইয়াছে। আশ্রমস্থ ছাত্রাবাসের একজন মুমূর্ষু আত্মীয় ছাত্রের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আমরা রীতিপূর্ব্বক উৎসবে যোগ-দান করিতে পারি নাই! প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য-নাথ সান্যাল, সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক সংক্ষিপ্ত উপাসনা শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে ৬টার সময় শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী Is God partial? বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তখন হইতে মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদারের পত্র এবারও স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

গৃহস্থপ্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি, এ, গত ৩রা ভাদ্র রবিবার জলপাইগুড়ি গিয়া ঐ দিন অপরাহ্নে তথায় "ধর্ম্ম ও শাস্ত্র" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন ও সন্ধ্যার সময় সমাজগৃহে উপাসনাদি সম্পাদন করিয়াছেন। বক্তৃতাস্থলে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; উপাসনাক্ষেত্রেও প্রায় ৫০ জন লোক উপ-স্থিত ছিলেন। এখানকার সমাজ বহুদিন হইতে নির্জ্জীবপ্রায় রহিয়াছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত অন্তরে শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের ৪র্থ কন্যার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিতেছি। এই ঘটনা গত শুক্রবার রাত্রি ৯টার সময় বাঁকিপুরে হইয়াছে। কন্যাটী ভাই অমৃতলাল বসুর দৌহিত্রী। সাংঘাতিক ডিপ্‌থিরীয়া রোগে কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। দয়াময় কন্যার আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তাঁহার শোকাকুল জনক জননীর মনে সান্ত্বনা প্রেরণ করুন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। — ১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৮২২ শক। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৹ মফঃস্বলে ঐ ৩।৹

প্রার্থনা।

হে অনন্ত সম্পৎ, যদি আমরা তোমায় পাইয়া থাকি, তাহা হইলে পার্থিব ধনরাশি আমাদের মনকে তোমা হইতে ফিরাইয়া তৎপ্রতি আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কি প্রকারে? যদি আমরা এই কারণ দেখাই যে, যখন আমরা তোমায় আজও পাই নাই, তখন আমাদের মনে ধনতৃষ্ণা তো থাকিবেই তাহাতে আর একটা বিশেষ অপরাধ কি, এ কারণ দেখানই কি ঘোর অবিশ্বাসমূলক অপরাধ নহে? আজ যদি সংবাদ পাই যে, সমুদ্রপারে অমুক স্থানে গেলে আমরা স্বর্ণরাশি লাভ করিব এবং প্রতিবেশী আসিয়া যদি আমাদিগকে দেখায় যে, সেখানে গিয়া সে প্রচুর সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে কি আমরা গৃহ, পরিবার ও বিত্তের মমতা ত্যাগ করিয়া অগৌণে সেই দুরদেশে প্রস্থান করি না? পৃথিবীর সুবর্ণের জন্য যাহারা এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত সম্পৎ তুমি, তোমার জন্য অধর্ম্মবর্দ্ধক সামান্য তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ্ পরিহার করিয়া তোমার অন্বেষণে বাহির হয় না, ইহা অপেক্ষা বল মূঢ়তা আর কি আছে? দেখ, নাথ, আমাদের দুর্দ্দশা দেখ। আজও আমরা তোমায় পরম সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের নিকটে অন্নবস্ত্রাদিসংগ্রহের উপায় অর্থ আদরের সামগ্রী হইল, আর পরমার্থ তুমি, তোমাদ্বারা অনন্ত জীবনের সুখ শান্তি ক্রয় করা যায়, তুমি তুচ্ছ হইলে। আমরা তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়া কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, এই বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু দেখ সামান্য পৃ[illegible] ধন তোমার অনুরোধে ত্যাগ করিতে আমাদের [illegible] কষ্ট উপস্থিত হয়। কি ভয়ানকই না আমাদের প[illegible]নের অবস্থা! আমাদের বন্ধু আত্মীয় স্বজন সকলেই দেখিতেছি তোমায় ছাড়িয়া তুচ্ছ ধনের অন্বেষণ করিতেছেন। ছিল এক সামান্য ধর্ম্মভয় লোকভয় তাহাও আর তাঁহাদিগের নাই। সকলেই যদি এক প্রকার হইল, বল তবে কে কাহাকে ভয় করে, কে কাহাকে সাহায্য করে? এ সময়ে কে আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিবে? হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ প্রভো, তুমি আমাদের সকলের নিকটে প্রকাশিত হও, আমরা তোমাকে দেখিয়া পৃথিবীর সকল প্রলোভন ভুলিয়া যাই। তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি, আর তুমি ভিতর হইতে বলিতেছ, 'তোরা যদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া আমায় জানিবি, তাহা হইলে আগে আমার জন্য পৃথিবীর ধন ত্যাগ

কর, এখনি আমি তোদের নিকটে প্রকাশিত হইব।' হে করুণানিধান ঈশ্বর, বুঝিতেছি, তোমা বিনা অন্য ধনের প্রতি স্পৃহায় আমাদের জীবনের কুশল কল্যাণ সুখ শান্তি সকলই অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ধন দ্বারা আমাদের যাহা হয়, তদপেক্ষা তোমা দ্বারা আমাদের কি সহস্রকোটিগুণ কল্যাণ সাধিত হয় না? তোমায় লইয়া পর্ণকুটীরে বাসও ভাল আমরা সঙ্গীতে গাই। এ গান নয় বাস্তবিক সত্য, ইহা কি আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করি নাই? যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া, হে দেব, আমরা যেন যে সকল কার্য্যে ও ব্যবহারে তোমাধনে হারাইয়া ফেলি তাহা হইতে নিরস্ত হই, এবং তোমাকে অনন্ত জীবনের সম্পদ্‌রূপে জীবনে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হই। তোমার কৃপায় আমাদের এই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া বার বার আমরা তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

পবিত্রাত্মার সর্ব্বতোমুখ প্রভাব।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, ইহা আমাদের মণ্ডলীর আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু এই পবিত্রাত্মার প্রভাব কত দূর বিস্তৃত তৎসম্বন্ধে অনেকেরই পরিষ্কার জ্ঞান নাই। তাঁহারা হয়তো কেশবচন্দ্রের প্রার্থনায় পড়িয়া থাকিবেন "যখন পবিত্রাত্মার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইঁদুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে।" পবিত্রাত্মা আমাদের গুরু। এই গুরুসম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "আমার গুরু চন্দ্র সূর্য্য পবন; মানুষ ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক; আমার গুরু বিড়াল, কাক, গাছ, লতা, পুষ্প। আমার গুরুভক্তি শক্তিপ্রেম।...'...গুরু, কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও বল। যার ভিতর দিয়া বলিবে আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব। স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর, আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব।" ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিবার উপায় কি তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,"তোমার মত কি করিয়া জানিব? প্রার্থনাতে,বিবেকের মধ্যে, যে সকল লোক তুমি এনেদেবে তাদের ভিতর, আর যে সকল পুস্তক তুমি দেবে তার ভিতর।" এসকল কথা শুনিয়া পবিত্রাত্মার প্রভাব কত দূর বিস্তৃত, তাহা কি আর হৃদয়ঙ্গম হয় না?

আমাদের আত্মাতে পবিত্রাত্মার প্রকাশ, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, আমাদের আত্মা কি দেহে আবদ্ধ? দেহাতিরিক্ত চারিদিকের আকাশ ও তন্নিহিত বস্তুনিচয় জননিচয় কি দেহবৎ আমাদের আত্মার অধিকারভুক্ত নয়? যদি বল নয়, তাহা হইলে সে সকল সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানই সম্ভবপর নহে। আত্মা আপনার অন্তর্ভূত না করিয়া কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আত্মা ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার স্বরূপ ও স্বভাব তাহাতে বিদ্যমান। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ ও জীব আপনার অনন্ত-জ্ঞান-শক্তি-মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তান আত্মাগুলির নিজ নিজ পরিমিত জ্ঞানের পরিধি যত দূর বিস্তৃত তন্মধ্যস্থ জগৎখণ্ড ও জীবসমূহ তাহার অন্তর্ভূত, এজন্য তাহাদিগকে তাহারা দেখিতেছে ও জানিতেছে। পবিত্রাত্মা ও ঈশ্বর এ উভয় একই; তবে আমাদের সাধনের সাহায্যের জন্য আমাদের আয়ত্তাধীন জ্ঞানভূমির মধ্যে আমাদিগের নিকটে ঈশ্বর যতটুকু প্রকাশ পান সেই টুকু লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহাকে পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা বলি। আমাদের আয়ত্তাধীন জগৎখণ্ড, জীবসমূহ ও আমরা, এ সমুদায়েতে পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মার ক্রিয়া দর্শন না করিলে খণ্ডদর্শনবশতঃ আমাদের ভ্রান্তি ও আত্মার অবনতি উপস্থিত হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে সকল বিধানবাদী কেবল নিজ আত্মাতে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া আবদ্ধ রাখেন, তদতিরিক্ত ভূমিতে তাঁহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন না,তাঁহারা পদে পদে যে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইবেন, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইঁহারা কেবল ভ্রান্তিতে নিপ-

তিত হন বা সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইতে বঞ্চিত হন তাহা নহে, ইঁহারা আপনাদের শ্রেষ্ঠতার গর্ব্বে গর্ব্বিত হন। কেবল নিজের ভিতরে যাঁহারা পবিত্রাত্মার ক্রিয়া দর্শন করেন, অন্যের ভিতরে দেখেন না, অপরের দ্বারা তাঁহাদের যে সকল ভ্রান্তি ও ন্যূনতা অপনীত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের জীবনে সম্ভবে না, সুতরাং তাঁহাদের উন্নতির দ্বার সে দিকে অবরুদ্ধ। যে সকল সাধু সজ্জন জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী পুরুষ জীবিত আছেন বা স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি পবিত্রাত্মার ক্রিয়ার ভূমি। মৃত গ্রন্থাদি লইয়া কি হইবে, কেবল হৃদয়ে নিত্য পবিত্রাত্মার ক্রিয়া দর্শন করিব বলিয়া যাঁহারা এই সকল উপেক্ষা করিলেন, তাঁহারা আপনাদের হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মার সঙ্গে পবিত্রাত্মার যোগে যোগসাধন করিতে না পারিয়া শ্রেষ্ঠ রত্নসংগ্রহে বঞ্চিত হইলেন। চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুজাত যখন পবিত্রাত্মা দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তখন উঁহারা কথা কয়। এ কথা তাহারা শুনিতেও পায় না, কেন না তাহাদের বিশ্বাস নাই যে, এই সকলের মধ্য দিয়া পবিত্রাত্মা কথা কহিয়া থাকেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা কেবল আপনার ভিতরে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া দেখেন, অন্যত্র তাঁহার ক্রিয়া দর্শন করেন না, অন্য কথায় আপনাদের দেহমধ্যে পবিত্রাত্মাকে বদ্ধ রাখেন, খণ্ড জগৎ ও জীবরূপ দেহমধ্যে তাঁহার ক্রিয়া দর্শন করেন না, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের অধ্যাত্ম উন্নতির পথের কণ্টক। এ সকল ব্যক্তি কৃপাপাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেক ব্যক্তি এ সকল স্থলে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া সময়ে সময়ে দেখিতে পারেন, কিন্তু একটি স্থলে তাঁহার ক্রিয়া দর্শন তাঁহাদের পক্ষে একেবারে দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। জনসমাজের আদিমাবস্থা হইতে ক্রিয়াকাণ্ডের আধিক্য চলিয়া আসিয়াছে। মনুষ্যজাতি কোন কালে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। ক্রিয়াসাধন করিতে গেলেই তাহার উপকরণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই সকল ক্রিয়া ও তদুপকরণ মধ্যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মার্থিগণ দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু কালে ঐ সকল উপকরণযোগে ক্রিয়াসাধন স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, তন্মধ্যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়াদর্শন আর সজ্ঞানতঃ হয় না। ক্রিয়া ও তদুপকরণে পবিত্রাত্মার ক্রিয়াদর্শন এইরূপে অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া পড়ে। অনেক বিধানবাদী এই জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান এবং সেই সকল অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণগুলির সঙ্গে যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া আছে তাহা স্বীকার করিতে অসম্মত। কেবল স্বীকার করিতে অসম্মত তাহা নহে, যাঁহারা তন্মধ্যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে কুসংস্কারী অন্ধবিশ্বাসী ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। অন্নপানে ভগচ্ছক্তি ও সাধুগণের শোণিত মাংস, নিত্যস্নানমধ্যে জলসংস্কার, আগ্ন্যাধানে অগ্নিসংস্কার, পতাকায় ঈশ্বরের জয়শক্তি, দীক্ষায় দ্বিজত্বপ্রাপ্তি, বিবিধব্রতগ্রহণমধ্যে পবিত্রাত্মার শক্তির অবতরণ তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন না, প্রত্যুত বিশ্বাস করেন বিবিধ অনুষ্ঠান ও উপকরণ জীবনশূন্য, মৃত, এ সকলের অনুসরণে আত্মা অন্ধতা লাভ করে।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান বলিয়া সকলে চিৎকার করিতেছেন, অথচ নববিধানে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে তন্মধ্যে পবিত্রাত্মা নাই, এ যে কিরূপ বিশ্বাস আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেক ব্যক্তি নিজ নিজ সীমার মধ্যে বিচরণ করেন, নববিধান যে সকল সীমা ভাঙ্গিয়া দিয়া একত্ব ও একাত্মতা স্থাপন করিয়াছেন সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। সেরূপ দৃষ্টি যে, ইঁহাদিগের হইবে, তৎসম্বন্ধেও ঘোরতর অন্তরায় উপস্থিত। ইচ্ছাপূর্ব্বক যাঁহারা সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে অযথা কুসংস্কারাদির ভয়ে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার বাহিরে পদার্পণ করিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রশস্ত ভূমিতে বিচরণ করিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? কেবল ভয় যদি তাঁহাদের জীবনে নিয়ামক হইত, তাহা হইলে এক দিন সে ভয়

হইতে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে গর্ব্ব আসিয়া যখন যোগ দিয়াছে, তখন প্রশস্ত-ভূমির প্রমুক্তবায়ুতে বিচরণ তাঁহাদিগের পক্ষে নিরতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এরূপ অবস্থাপন্ন, তাঁহাদের উচিত যে বিজ্ঞানচক্ষে তাঁহারা পবিত্রাত্মার সর্ব্বতোমুখ প্রভাব অবলোকনপূর্ব্বক তাহার কত দূর বিস্তৃতি ভাল করিয়া অবধারণ করেন, এবং ইতিহাসমধ্যে জনসমাজগঠনে পবিত্রাত্মা কিরূপ বিস্তৃত ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করেন। কোন কাল, দেশ, জাতি বা বস্তু পবিত্রাত্মার ক্রিয়াবর্জ্জিত নহে, এইরূপ যখন তাঁহারা অবধারণ করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা পবিত্রাত্মার সর্ব্বতোমুখ প্রভাবের প্রতি আর উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

ব্রহ্মস্তোত্র।

বিশ্বপতি—যিনি প্রজাপতি, তিনিই বিশ্বপতি। বিশ্বমধ্যে অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ, পর্ব্বত, জলরাশি, উদ্ভিদ্, প্রাণী, জীব অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে কি আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই? তিনি যদি সকলেরই পতি হইলেন, তাহা হইলে তাহারা আমাদের পর হইবে কিরূপে? আমরা চৈতন্যের আধার, জ্ঞানবান্, ইহারা চৈতন্যের আধারও নহে জ্ঞানবান্‌ও নহে, ইহাদের সঙ্গে আবার আমাদের সম্বন্ধ কি? ইহারা জ্ঞানবান্ নহে, একথা বলিতে পার, কিন্তু ইহাদের ভিতরে জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই ইহাতো কদাপি বলিতে পার না। তুমি এই সকলের ভিতরে যত প্রবিষ্ট হইবে, তত দেখিতে পাইবে, উহাদের মধ্যে জ্ঞানের কি বিচিত্র লীলা। যদি উহাদের মধ্যে জ্ঞানশক্তির বিচিত্র লীলা প্রকাশ না পাইত, উহারা যদি জ্ঞানশক্তির লীলাবশতঃ তত্তদ্রূপে আমাদের নিকটে প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে প্রজাপতি উহাদের পতি হইতেন না, আমাদের সঙ্গেও উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। উহারা যে কেবল আমাদিগের দেহাদির উপকার সাধন করে তাহা নহে, উহারা আমাদের জ্ঞানাদির উৎকর্ষ সাধন করিয়া আমাদের পরমাত্মীয় হয়। উহারা আপনার বলে আত্মীয় হয় তাহা নহে। বিশ্বপতি আপনি উহাদিগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিয়া উহাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হিতসাধনে উহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং উহাদের মধ্য দিয়া বিচিত্র জ্ঞান আমাদের নিকটে প্রকাশ করেন।

ব্রহ্ম—যিনি বিশ্বপতি, বিশ্বমধ্যে বিরাজমান থাকিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করেন, তিনি কি বিশ্বেতে আবদ্ধ? তিনি কি বিশ্বের অতীত নহেন? তিনি ব্রহ্ম; তিনি আপনি বৃহৎ ও অপর সকলের বৃদ্ধির কারণ। তাঁহা হইতে সমুদায় বর্দ্ধিত হইতেছে, পুষ্ট হইতেছে, তাঁহারই উপরে সকলের স্থিতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহার স্থিতি কাহারও উপরে নির্ভর করে না, কেন না তিনি বৃহৎ হইয়া সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎ ইঁহাতে পূর্ণ, ইনি স্বয়ং জগতের অতীত।

বিপদ্বারণ—যিনি আপনি বৃহৎ এবং অপর সকলের বৃদ্ধি ও পোষণ সাধন করিতেছেন, তিনি নিরন্তর আমাদিগের বিপদ্ নিবারণ করিতেছেন। যদি বলি ব্রহ্ম কেবল আপনি বৃহৎ, তাহা হইলে তিনি জগৎ- ও জীব-সম্বন্ধে উদাসীন হইলেন। যদি বলি তিনি সকলের বৃদ্ধি ও পোষণ সাধন করেন, তাহা হইলে তিনি শক্তিমাত্র হইলেন। কেবল যদি তিনি শক্তিমাত্র হন, তাহা হইলেও তাঁহার উদাসীনত্ব ঘুচিল না, কেন না শক্তির ক্রিয়া অপরিহার্য্য, উহা জননিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। শক্তির অপরিহার্য্য ক্রিয়াতে বিবিধ প্রকারের বিপদ্ আসিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, এ সমুদায় স্বসাধ্যে আমরা নিবারণ করিতে পারি না, সেই ব্রহ্মই বিপদ্বারণ হইয়া সে সকলের নিবৃত্তি করেন। বিপদ্দর্শনে ভীত হইয়া আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তিনি অনায়াসে বিপৎসমূহ হইতে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া সকল ভয় নিবারণ করেন।

বিভু—যিনি বিপদ্দারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বতোবিসারী মহাশক্তি, সকলই তাঁহার আয়ত্তাধীন। অতএব তিনি বিভু।

বিজয়—তিনি কেবল বিপদ্ নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তদুপরি আমাদিগকে জয়ী করেন। সমুদায় বিপদের উপরে তাঁহারই বলে জয়লাভ, করিয়া আমরা তাঁহাকে বিজয়নাম অর্পণ করি। ঈশ্বর হইতে আমাদের জয়লাভ, সুতরাং তাঁহাকে বিজয়নামে আখ্যাত করা ভালই হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ আমাদের প্রথম শত্রু, আমরা ঈশ্বরেরই বলে তাহাদিগকে পরাজয় করি। কাম ক্রোধাদি নিরন্তর আমাদিগকে তাহাদিগের দাস করিয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিতেছে। আমরা নিজ বলে ইহাদিগকে নির্জ্জিত করিতে পারি না, যিনি সর্ব্বোপরি বিজয়ী তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা এই সকলের পরাজয় সাধন করি। প্রাকৃতিক নানা প্রকার ব্যাপার আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, সে সকলের উপরে যদি আমরা আমাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবনধারণ করাই সুকঠিন। ঈশ্বর হইতে জ্ঞানবল লাভ করিয়া আমরা প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিতে সমর্থ হই, এবং তদুপরি জয়লাভ করি। এইরূপে বিবিধপ্রকারের জয়লাভ ঈশ্বরকে 'বিজয়' নামে আখ্যাত করিতে সাধককে প্ররোচিত করে।

বিধাতা—যিনি আমাদের বিপন্নিবারণ করেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া নিয়ত আমাদিগকে বিজয়ী করেন, যিনি বিধাতা, তিনি আমাদের প্রতিজনের কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন, নিয়ত তাহা বিধান করিতেছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি (১লা অগ্রহায়ণ ,১৮২১), এদেশে হিন্দুগণমধ্যে বিধাতা নিম্নস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিদিন আমাদের জীবনে যাহা উপস্থিত হইতেছে, তন্মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ আছে তাহা নহে, তন্মধ্যে দুঃখও বিদ্যমান। হিন্দুর সুখের প্রতি নিরতিশয় অনুরাগ, দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ। ঈশ্বর হইতে সুখ দুঃখ উভয়ই আইসে একথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত। দুঃখ হিন্দুগণের নিকটে অতীব অনাদৃত। যিহুদী বিশেষতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাধকগণের নিকটে দুঃখের আদর বাড়াইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব—আমাদিগের কল্যাণের জন্য সুখদুঃখবিধান—এ দুই ধর্ম্মের সঙ্গে চিরসংযুক্ত।

বিঘ্নবিনাশন—আমাদিগের জীবনে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ আসিতেছে, আমাদের জীবনে কতপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। সে সকল বিঘ্ন আর কাহারও সামর্থ্য নাই যে অন্তরিত করে, এক ঈশ্বরের সামর্থ্যেই সে সকল অন্তরিত হয়। অতএব তিনি বিঘ্নবিনাশন। গাণপত্য সম্প্রদায়ে 'বিঘ্নবিনাশন' এই নামের সমধিক আদর।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার ক্ষুরধারসদৃশ তীক্ষ্ণ বাক্যে আমার মর্ম্মচ্ছেদ হইয়াছে, অথচ ভিতরে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তোমার প্রতি আমার টান কিছুতেই তোমায় সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। কি করিব, আবার তোমায় মনের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। বল দেখি, এত ভালবাসার পার্শ্বে এত নিষ্ঠুরতা থাকে কি প্রকারে? তোমার ভালবাসার প্রতি আমি সংশয় করিতে চাই না, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া আমি অবাক্। এ দুই বিপরীত ভাব আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছি না।

বিবেক। ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা কিরূপে এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে, ইহা মিলাইতে না পারিয়া এক ঈশ্বর, আর এক প্রায়তৎসমপরাক্রান্ত দৈত্য বা সয়তান প্রাচীন কালের লোকেরা স্থির করিয়াছেন। যে মাতৃস্তনের দুগ্ধ সন্তানের প্রাণরক্ষা করে, সেই মাতৃস্তনের দুগ্ধে বিষসঞ্চার হইয়া সন্তানের প্রাণবিনাশ করে, ইহা দেখিয়া প্রথমটি ঈশ্বরের কার্য্য দ্বিতীয়টি তাঁহার কার্য্যের বিরোধী কোন দৈত্যবিশেষের দুরাত্মতা, ইহা সহজেই অজ্ঞ লোকে নির্দ্ধারণ করিবে, এ আর অসম্ভব কি? আজও অনেক জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বর ও সয়তানে বিশ্বাস করিতেছেন। সুখ আনন্দ শান্তি ঈশ্বর মনুষ্যগণকে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহার বিরোধী সয়তান তাহাদিগকে ব্যাধি জরা মৃত্যু যন্ত্রণার অধীন করিতেছে। ভালবাসার পার্শ্বে নিষ্ঠুরতা থাকে কি প্রকারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়াই যে, এরূপ বিকৃত মতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। তুমি কি দেখ নাই গভীর ভালবাসাই কেমন সময়ে নিষ্ঠুরতার বেশ ধারণ

করে। মনে কর, তোমার চিকিৎসক তোমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসেন. পিতা অপেক্ষাও তাঁহার স্নেহ সুকোমল। তোমার গায়ে একটি আঁচড় লাগিলে তাঁহার গায়ে বাধে। যখন তোমার পৃষ্ঠে দুঃসাধ্য ব্রণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্রণে তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত, তখন সেই চিকিৎসক তোমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করিতেছেন তাহা দেখিয়া তোমার প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে, তুমি কত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিছুতেই তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না। হয়তো ঔষধ দ্বারা মূর্চ্ছিত করার অবস্থা তোমাতে নাই, সুতরাং তোমার চেতনাবস্থায় তিনি তীক্ষ্ণাস্ত্রে তোমার সমুদায় পৃষ্ঠ ছেদন করিতেছেন, তোমার আর্ত্তনাদে তিনি কর্ণপাত করিতেছেন না, কেন না সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিলে দূষিত স্থানগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন অসম্ভব। এস্থলে কি তুমি বলিবে না. গভীর ভালবাসাই নিষ্ঠুরতার আকার ধারণ করিয়াছে? সেই চিকিৎসকই এক সময়ে তাঁহার নিজ পুত্রের দুরারোগ্য রোগের শেষ প্রতীকারের উপায় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়াছেন। বল, এখানে গভীর পিতৃস্নেহই কি নিষ্ঠুরতা নহে? তুমি বলিবে, এ গেল মানুষের কথা। মানুষ দুর্ব্বল সেতো আপনি কিছু প্রতিবিধান করিতে পারে না, ঈশ্বর সকলই পারেন, তবে তাঁহার ভালবাসার পার্শ্বে কেন নিষ্ঠুরতা দেখা যায়? দেখিতেছি, তিনি তো সর্ব্বদাই প্রতীকারের যত্ন করিতেছেন, কেন না কোন বিষ দেহে প্রবেশ করিলে তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য তদ্বিনাশকারী বিষ দেহ হইতে তিনি বিনিঃসৃত করেন। যদি সেই বিষ প্রবিষ্ট বিষকে বিনাশ করিতে না পারে উহাকে বাহিরে রোগাকারে প্রকাশ করিয়া পূয়াদি উৎপাদন করেন এবং বাহিরে তদ্বিনাশী বিবিধ ঔষধ সৃজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহার প্রতীকার করিয়া লন। এ সকল কি এই দেখায় না যে, নিজে যাহা একেবারে ভাল করিতে পারেন নাই, এ গুলি তাহারই সংশোধন চেষ্টা। ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় থাকে? বুদ্ধি, জানিও এরূপ ভাব অসমগ্রদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। সমগ্র জগতের পদার্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ একেবারে কেহ বুঝিতে পারে না, এজন্য খণ্ডশঃ দেখিতে গিয়া দোষ প্রতীত হয়, সমগ্র একেবারে দেখিলে আর সে দোষ চক্ষে পড়ে না। তুমি বলিবে, যাহা আমরা কোন দিন জানিতে পারিব না, তাহা যুক্তিস্থলে উপস্থিত করা বৃথা, এরূপ যুক্তি আমাদের পক্ষে কুযুক্তি? হউক, তথাপি আমাদের অসমগ্রজ্ঞানের বিষয় অবগত হইয়া গর্ব্বপরিহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। দেখ বুদ্ধি, নিদ্রিত থাকা তোমার স্বভাব; জাগাইয়া না দিলে তুমি জাগ না। তোমাকে জাগাইবার জন্য ব্যাধি জরা মৃত্যু প্রভৃতি, ইহা কি তুমি মানিবে না? তত্ত্বগ্রহণ, তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বনির্ণয় তোমার কার্য্য। যদি ব্যাধি উৎপন্ন না হইত, তুমি কখন শারীর তত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধান করিতে না, নির্ণয় করিতে না, গ্রহণ করিতে না। তুমি ব্রহ্মকন্যা, ব্রহ্মাংশ, তোমায় শিক্ষা দেওয়া তোমার পিতা ঈশ্বরের প্রধান উদ্দেশ্য।

বুদ্ধি। স্নেহশীল মানব এবং প্রেমময় ঈশ্বরেতে যাহা নিষ্ঠুরতা মনে হয়, তাহা নিষ্ঠুরতা নহে ভালবাসা, ইহা বুঝিলাম। তোমার কিন্তু ক্ষুরধারসদৃশ কথা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা নয়।

বিবেক। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার প্রতি কে তোমার সংশয় জন্মিয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ঈশ্বর ও মানবে যাহা সত্য আমাতে তাহা সত্য নহে, এ তোমার কি প্রকারের কথা। আমি কি ঈশ্বর ও মানব হইতে স্বতন্ত্র? তোমার এই সংশয়ই দেখাইয়া দিতেছে তোমার যে আবরককে বেদান্তিগণ মায়া ও অবিদ্যা, যোগিগণ মিথ্যাদৃষ্টি, এবং পৌরাণিকগণ সংসার বলেন, সেই আবরক তোমায় আবৃত করিয়াছে। দেখ তুমি স্বর্গের দেবী, ব্রহ্মের কন্যা, তোমাতে দেবাংশ বিরাজমান, তুমি আমার প্রভবস্থান। তোমার মুখে যখন দেবাংশের প্রকাশ দেখি, কত আরাম অনুভব করি, ও মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইতে আর আমার অভিলাষ থাকে না। আমার লোকেরা ঐ দেবাংশ দেখিয়াই মুগ্ধ, এবং স্বগৃহে উহা নিয়ত দর্শন করিবেন এই উদ্দেশে তোমায় তথায় রক্ষণে নিয়ত যত্নশীল ও অভিলাষী। যখন অসত্যের অন্ধকারে সংসার তোমার চক্ষু আবৃত করে, তখন তোমার তত্ত্বগ্রহণ, তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বনির্ণয় শক্তি-আবৃত হইয়া পড়ে, সকলই তুমি বিপরীত দেখ। এ সময়ে তোমার দেবাংশদর্শনে মুগ্ধ বিবেকিগণ তোমার নিকটে স্বার্থান্বেষী, যাহারা তোমার দেবাংশ দর্শন করে না বাহ্যগুণে আকৃষ্ট তাহারা তোমার আত্মীয়, যাহারা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, যাহাদের উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনামাত্র আছে তাহারা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত, যাহারা অধর্ম্মসংস্রবী তাহাদিগকে অধর্ম্মসংস্রব করিও না এই বলিয়া দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত, তাহাদের বর্ত্তমানাবস্থায় অধর্ম্মসংস্রবত্যাগ সম্ভব কি না তৎসম্বন্ধে তুমি অনুসন্ধানবিরহিত। সংসার অসত্য দ্বারা তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে ইহা জানিতে পাইয়াও, অসত্য যাহাতে নিরসন হয় তুমি যদি তাহা না কর, বল তাহা হইলে মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় তোমার দেবাংশ জগতের নিকটে প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? তোমার দেবাংশ নিয়ত অনাচ্ছাদিত থাকিবে, এজন্য আমার এত যত্ন। ভবিষ্যতে লোকে যখন আমার ভূতকালের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিবে, তখন নিশ্চয় তাহারা আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ দেখিবে। সে সময়ে যদি তাহারা দেখিতে পায়, অসত্যের ছায়া তোমার মুখে পড়িয়া তোমায় মলিন করিয়াছিল, ধর্ম্ম কোথায় তোমাতে জয়যুক্ত হইবেন তাহা না হইয়া তিনি তোমাতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, দেবাংশের প্রকাশে কোথায় তুমি আরাম ও শান্তির নিলয় হইবে, তাহা না হইয়া দুঃখ ও শোকের কারণ হইয়াছিলে, তাহা হইলে বল উহা কি সমূহ পরিতাপের বিষয় হইবে না? ভবিষ্যতে এরূপ তোমার সম্বন্ধে কেহ না ভাবে এজন্য আমি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করি, ইহা যদি তুমি না বোঝ আমি কি করিব? তোমার প্রতি একান্ত ভালবাসা যদি নিষ্ঠুরতার আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন হয়, তাহাতে কি

আমি সুখী? তুমি জান আমার বাণী কোন কালে নিদ্রিত নয়, মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য সর্ব্বদা বজ্রনিনাদশীল। সে বাণী সকল অবস্থায় তোমার সঙ্গে থাকিবে, তোমার হিতের জন্য কখন মৃদুমধুর, কখন ভীষণ হইবে। ইহাতে আমাতে কোন প্রকার বৈষম্য উপস্থিত এরূপ মনে করিও না, এই মাত্র আমার অনুরোধ।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মমন্দির ও উপাসকমণ্ডলী।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

ব্রহ্মমন্দির ও উপাসকমণ্ডলীসম্বন্ধে আমি যে গত ২৬শে বৈশাখ শ্রীদরবারে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, প্রয়োজনবোধে তাহার প্রতিলিপি প্রকাশার্থ প্রদত্ত হইতেছে, সেই পত্রের সঙ্গে আরও কয়েকটী কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বের এক পার্শ্বে স্থানদান করিলে বাধিত হইব।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

শ্রীদরবারে লিখিত পত্র।

"সশ্রদ্ধ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন ;—

"আমি দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী পুনঃসংগঠনবিষয়ে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণের অন্যথাচরণ হইতেছে, সত্য রক্ষা হইতেছে না। আমি নিশ্চয় জানি, চরিত্রে গুরুতর দোষ না থাকিলে ব্রহ্মমন্দিরে তিন সপ্তাহকাল উপাসনায় যোগ দান করিলে সকলেই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মমন্দিরের ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দান করিয়া উপাসকমণ্ডলীসংগঠনজন্য সভা আহ্বান করিলেই তাহা হইতে পারে। তিন সপ্তাহ দূরে থাকুক তিন মাসেরও অধিককাল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিয়া উপাসকগণ কেন সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপাসক ও প্রচারকগণ গত ২রা মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিতভাবে উপাসনাদির ব্যবস্থার জন্য যে শান্তিকুটিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপরি উক্ত মূল সত্যের উপর সর্ব্বসম্মতি মতে এই কথা স্থির হইয়াছিল যে "এই হইতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য হইবে, তিন সপ্তাহান্তে উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইবে।" ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে এই কয়েকটী কথা প্রকাশিত।

"পরে ১৭ই মাঘ ৩রা জানুয়ারী শ্রীদরবারে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণটি হয়—"ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলী গঠনের জন্য আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে উপাসকদিগকে ম্যানেজার বিজ্ঞাপন দিবেন।"

"২রা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীদরবারে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ হয়—"ভাই অমৃতলাল বসুর অনুপস্থিতিতে ভাই প্রসন্নকুমার সেন মন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিবেন।"

"২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৪ই ফাল্গুন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার অব্যবহিত পরে তদানীন্তন ম্যানেজার ভাই প্রসন্নকুমার সেন পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণানুসারে ১৭ই ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসকমণ্ডলী সঙ্গঠনের জন্য সভা হইবে, উপস্থিত উপাসকদিগকে এরূপ বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহার বিজ্ঞাপনানুসারে ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, 'আগামী কল্য ১৭ই ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠনের জন্য সভা আহূত হইয়াছে। উপাসকগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া উপাসকমণ্ডলী গঠনসম্বন্ধে সাহায্য করিবেন।' তখন ভাই অমৃতলাল বসু উপস্থিত হইয়া ম্যানেজারের পদ পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক উপরি উক্ত নির্দ্ধারণ ও বিজ্ঞাপনানুসারে কার্য্য করিতে দেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবমতে ও তাঁহার যত্ন চেষ্টায় ১৬ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী দরবারে এই নির্দ্ধারণ হয়—"উপাসকমণ্ডলীগঠনের নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সাময়িক (provisional) সভা গঠিত হয়।" সেই সাময়িক সভার জন্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি চারি জন প্রচারক, বাবু নলিনবিহারী সরকার প্রভৃতি চারিজন উপাসক সভ্যরূপে মনোনীত হন। পরে ২১শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল দরবারে এই নির্দ্ধারণ হয় যে, "উপাসকমণ্ডলী সঙ্গঠনের পাণ্ডুলিপি করিবার জন্য যে সাময়িক সভা হয়, সেই সভা যে নিয়মের পাণ্ডুলিপি করিয়াছেন শ্রীদরবারে উপস্থিত করাতে এই সকল নিয়ম পরে বিচারিত হইয়া স্থির হইবে।" এই নির্দ্ধারণের পরও এক মাসের অধিককাল অতীত হইয়াছে। উপাসকমণ্ডলী পুনঃসঙ্গঠনের অনুকূলে কোন কার্য্য হয় নাই, বরং গত মঙ্গলবারের দরবারে তাহার প্রতিকূলে ম্যানেজারের মুখে অনেক কথা শুনা গিয়াছে। যথা, 'প্রতাপ বাবু কি আর উপাসকমণ্ডলীতে যোগ দিবেন? ভাই মহেন্দ্রনাথ বা শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র ও মোহিতচন্দ্রের যোগ দিবার আশা নাই, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কি আর উপাসকমণ্ডলীর সভা হইতে পারে? আমার বিবেচনায় সৎপ্রসঙ্গাদিদ্বারা উপাসকদিগের মনের ভাব যাহাতে ভাল হয় প্রথমে তাহা করা উচিত। এক্ষণও তাঁহাদের ভাব ঠিক হয় নাই, ইত্যাদি। অপিচ ভাই প্রসন্নকুমারও উপাসক মণ্ডলীর সভ্য হইবেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া কি উক্ত সভা হইতে পারে? বলা হইয়াছিল।' তাহাতে ভাই প্রসন্নকুমার সেন এই কথার দৃঢ়তর প্রতিবাদ করেন।

"এইরূপ দরবারে নির্দ্ধারণের অন্যথাচরণ ও সত্যের অপলাপ হইতেছে দেখিয়া আমি দুঃখের সহিত দরবারে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলাম। জ্ঞাতকারণ নিবেদন এই।"

২৬শে বৈশাখ
১৩০৭ সন } শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

আট মাস প্রায় পূর্ণ হইল তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হইল না। তাহা না হওয়া সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ কথা বলেন।

কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মমন্দিরের অধিকাংশ উপাসক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়িবে, সুতরাং মজুমদার মহাশয়ের প্রভাব ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে, তাহা হইতে না দেওয়া, উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গঠন না করার এই এক উদ্দেশ্য।

উপাচার্য্য নিয়োগ ও আধ্যাত্মিক সমুদায় ব্যাপারের মীমাংসা প্রেরিত দরবারের হস্তে ন্যস্ত। দরবারের সভ্য প্রচারকদিগের সর্ব্বসম্মতিতে তাহা হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে উপাসক মণ্ডলীর কোন হস্ত নাই। যাঁহাদের চরিত্রে কোন গুরুতর দোষ নাই, যাঁহারা পীড়াদি কোন অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত প্রতিমাসে ন্যূনকল্পে তিন সপ্তাহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করেন, এবং মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ন্যূনকল্পে চারি আনা মাসিক চাঁদা দেন, তাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। প্রচারকগণ চাঁদা না দিয়াও সভ্য হইতে পারেন। উপাসক মণ্ডলীর সভ্য হওয়ার সম্বন্ধে স্বর্গগত আচার্য্যদেবের সময়ের এইরূপ বিধি মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। উপাসকমণ্ডলীর দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের মতে ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয়াদির কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। উপাসকমণ্ডলীর হস্তে মন্দিরসম্বন্ধীয় এইরূপ বৈষয়িক কার্য্য ভারমাত্র ন্যস্ত। মন্দিরের ম্যানেজার দরবার ও উপাসকমণ্ডলীর সভ্যদিগের মতে নিযুক্ত হইবেন, এইপ্রকার ব্যবস্থা। এক্ষণ বর্ত্তমান ম্যানেজার কেবল দরবার কর্ত্তৃক নিযুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হইলে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও প্রমথলাল সেন প্রভৃতি যুবকগণ উহার সভ্য হইবেন, তাহাতে এই যুবকদিগের দল প্রবল হইবে। তাঁহারা স্বাধীনপ্রকৃতি জ্ঞানাভিমানী অবাধ্য। তাঁহাদের অনেকের আন্তরিক ভাব ভাল নয়, তাঁহারা আয় ব্যয়াদির হিসাব লইয়া গোলযোগ করিবেন, ম্যানেজার নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মতে কার্য্য করিতে পারিবেন না, যুবকগণ বৃদ্ধ প্রচারকগণকে অতিক্রম করিয়া চলিবেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভাব ভাল না হয় উপাসকমণ্ডলীর পুনর্গঠন হইতে না দেওয়া, এই অপর কারণ।

উপাসকমণ্ডলী সংগঠিত না হওয়াতে যুবক উপাসকদিগের অনেকে এবং প্রাচীন উপাসকদিগেরও অনেকে দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত। ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। কেহ কেহ বলেন, যুবকেরা এক্ষণও ছেলে ছোকারার অন্তর্গত, তাঁহাদের শিখিবার জানিবার অনেক বাকী আছে। তাঁহারা এক্ষণ বাধ্য ও অনুগত থাকুন, মন্দিরে তাঁহাদের অধিকারের দাবি দাওয়া করিলে চলিবে কেন? মন্দিরের বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ প্রচারকের একাধিপত্য থাকুক। ক্রমশঃ মন্দিরের দেনা শোধ হইতেছে। উপাসকগণ সেই দেনা পরিশোধের দায়িত্ব কি গ্রহণ করিবেন? তাহা নয়।

কিছুকাল হইতে যুবকদিগের শনিবাসরীয় প্রার্থনাসমাজ স্বতন্ত্র স্থানে হইতেছে। কেহ কেহ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উক্ত সমাজের কার্য্য ব্রহ্মমন্দিরে সম্পাদন করিলে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে ম্যানেজার প্রভৃতি প্রচারক মহাশয়দিগের সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে। আপাততঃ তাহা হউক। ব্রহ্মমন্দিরে উক্ত প্রার্থনাসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমি প্রার্থনাসমাজের উপাচার্য্যের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরের এক কোণে একটী ক্ষুদ্র কুটুরীতে প্রার্থনাসমাজের কার্য্য হইত। আমরা প্রার্থনাসমাজের কার্য্য আর এরূপ গুপ্ত ভাবে না করিয়া প্রকাশ্য ভাবে করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি। তজ্জন্য আমরা মন্দিরের মধ্য স্থলটি চাহিয়াছিলাম। শনিবার দিন দুই ঘণ্টার জন্য তাহা ছাড়িয়া দিতে দরবারের অনেক সভ্যের অমত। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া শনিবাসরীয় প্রার্থনাসমাজের কার্য্য ব্রহ্মমন্দিরে হইতে পারে। অন্য কোন যুবক বলিলেন, সদ্ভাবে মিলিত হইয়া প্রচারক মহাশয়দের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিলে ও কার্য্য করিলে অনেক উপকার হয়, কিন্তু প্রচারক মহাশয়দের কেহ কেহ আমাদের বিরুদ্ধে নানা স্থানে নানা কথা বলিয়া বেড়ান ও আমাদিগকে অতিশয় অবিশ্বাস করেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া মিলন সম্ভব?

উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হইবে এই আশ্বাসে ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপাধ্যায় পাঁচ সপ্তাহ কাল ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করিয়া পরে নিরাশ হইয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন।

গত ২রা মার্চ্চ শান্তিকুটীরের মহাসভায় যে সকল কথা ও নির্দ্ধারণের উপর সম্মিলন হয়, এবং সকলে ব্রহ্মমন্দিরে যোগ দান করেন, পরে সে সকলের অনেক অন্যায়াচরণ হইয়াছে ও হইতেছে। মজুমদার মহাশয়ের উপাচার্য্যের কার্য্য করা সম্বন্ধে বিঘ্ন কণ্টক আরোপিত হইয়াছে, অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আবশ্যক বোধ হইলে সত্বরই তাহার অনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সাধারণকে জ্ঞাপন করা যাইবে। পূর্ব্ব কথা ও নির্দ্ধারণানুসারে কার্য্য চলিলে সম্মিলন অব্যাহত থাকিবে নতুবা নয়, এরূপ বুঝিতেছি। উপাসকমণ্ডলী পুনঃসংগঠিত না হইলে ট্রাষ্টডিড্ ও মন্দিরসম্বন্ধীয় বৈষয়িক কোন কার্য্য বিধিসঙ্গত হইতে পারে না, মন্দিরও নিরাপদ নহে।

উপাসক মণ্ডলীর পুনর্গঠন না হওয়াতে ধর্ম্মোৎসাহী উপাসনাশীল মণ্ডলীর ভাবী আশাস্বরূপ কৃতবিদ্য চরিত্রবান্ যুবকগণ যেরূপ দুঃখিত, তদ্রূপ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বিধানাশ্রিত বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত ব্রাহ্মবন্ধুগণও দুঃখিত। এক দিন দরবারে মধুবাবু এবং বাবু নলিনবিহারি সরকার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মবন্ধু উপস্থিত

ছিলেন। উপাসকমণ্ডলীর পুনঃসংগঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ব্রহ্মমন্দিরের ম্যানেজার এরূপ বলিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে মন্দির সংস্কার ও তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ভাই প্রসন্ন কুমার সেন অনেকগুলি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পাঁচ ছয় শত টাকা ঋণ হইয়াছে। উপাসকগণকে প্রথমতঃ ঋণশোধের জন্য সেই টাকা প্রদান করিতে হইবে, পরে মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্রাহ্ম মধুবাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আপনারা উপাসকমণ্ডলী গঠন করুন, টাকার জন্য ভাবনা নাই, টাকা দেওয়া যাইবে। মণ্ডলীর সভ্য না হইয়া পূর্ব্বেই কেমন করিয়া টাকা দেওয়া যাইতে পারে? সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত বাবু নলিনবিহারী সরকার বলিলেন, আপনারা সকলে মন্দিরে মিলিত হউন, আমি প্রস্তাবিত পাঁচ শত টাকা দিব, আমি মিলন চাই। তৎপর আর এ বিষয়ে কোন মীমাংসা হইল না। এক দিন নলিনবিহারী বাবু দরবারে বসিয়া উপাচার্য্যনিয়োগসম্বন্ধে কাহার কাহার গোলযোগ ও বিরুদ্ধভাব দেখিয়া "অতিশোচনীয় অবস্থা" বলিয়া দুঃখিতহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। ২৮শে বৈশাখের পূর্ব্বে এই সকল দরবার হইয়াছিল। তাহাতে আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম।

"শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র মোহিতচন্দ্রের যোগ দিবার আশা নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কি উপাসক মণ্ডলীরসভা হইতে পারে?" এই কথা শুনিয়া আমি মোহিতচন্দ্র ও অন্য কোন কোন যুবাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সভ্য হইব না কেন? উপাসকমণ্ডলীর সভ্য না করাতেই আমরা মন্দিরে যাই না।" দুই চারি জন উপাসক কোন কারণে আপাততঃ উপাসকমণ্ডলীর সভ্য না হইলে অপর পঞ্চাশজনকে লইয়া উপাসক-মণ্ডলীর সভা গঠিত হইতে পারে না, ইহার মর্ম্ম বুঝা ভার।

বিনয়েন্দ্রনাথপ্রভৃতি ৩২। ৩৩ বৎসরবয়স্ক যুবকদিগকে ছেলে ছোকরা বলিয়া তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন? সত্য বটে নানা কারণে প্রচারকদিগের অনেকের প্রতি অনেক যুবকের শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, কিন্তু সকল প্রচারকের সম্বন্ধে তাহা নয়। শ্রদ্ধাবিশ্বাস না থাকিলেও তাঁহাদিগকে স্নেহভাজন সন্তানজ্ঞানে আপনাদের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া নিজেদের জীবন ও চরিত্রগুণে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া তাঁহাদের মঙ্গল সাধন করা কি প্রবীণ প্রচারক মহাশয়দিগের কর্ত্তব্য নয়? ভয় করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা কি ভাল? তাহাতে উভয় পক্ষের অমঙ্গল। যুবকগণ তাঁহাদের ন্যায় প্রচারক নহেন, তাঁহাদের অনেক দোষদুর্ব্বলতা ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে। কেহ কেহ যুবকদিগের বিরুদ্ধে অনেক অসঙ্গত কল্পনা করেন, তাহা অতিশয় দূষ্য। একপক্ষে আমি ধর্ম্মে ও উপাসনায় শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষে আমি জ্ঞানে ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ, কাহার কাহার মনে এরূপ ভাব ও অভিমান থাকিলে বড় দুঃখের বিষয়।

আচার্য্যের সময়ে উপাসকমণ্ডলীসম্বন্ধীয় যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মাবলী হইয়াছিল, এক্ষণও সেই নিয়ম অক্ষুন্ন থাকা বা তদ্রূপ সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি হওয়াই প্রার্থনীয়। নিয়মসম্বন্ধে অধিক আড়ম্বর এবং জটিলতা করিলে কেবল গোলযোগ বাড়ে ও অনর্থের উৎপত্তি হয়। প্রেরিতমণ্ডলী ও উপাসকমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরের বাধ্য ও অনুগত হইলে সম্মিলন স্থায়ী হইতে পারে, অন্যথা নহে। প্রচারকগণ বলেন, তাঁহারা মণ্ডলীর দাস ও সেবক। অধীনতা ও আনুগত্য যেখানে সেবা ও দাসত্ব সেখানেই সম্ভব; অন্যথা উহা কথার কথামাত্র। অভিমান ও কর্ত্তৃত্ব সহ সেবা হয় না, কেবল গোলযোগ ঘটে। প্রেরিতগণ আত্মরুচিবিসর্জ্জন, নিজের কর্ত্তৃত্ব ও আত্মেচ্ছা বলিদান করিয়া মণ্ডলীর কল্যাণার্থ ঈশ্বরাদেশে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, মণ্ডলীও তাঁহাদের অনুগত বাধ্য থাকিয়া তাঁহাদিগের সেবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত।

উপসংহারকালে উপাসকদিগের সম্বন্ধে, বিশেষভাবে যুবক উপাসকদিগের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে দুইবার সবকমিটী হইতে নিয়মপ্রণালীর বিচারার্থ উপাসকগণকে উপস্থিত হইবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় কেহই উপস্থিত হন নাই, ইহা অতি অন্যায় হইয়াছে। অপর দিকে উপেক্ষা শৈথিল্য হইলেও তাঁহাদের পক্ষে উপাসকমণ্ডলীগঠনবিষয়ে যত্ন চেষ্টার ত্রুটি কেন হইতেছে? তখন সকলে উপস্থিত হইয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে মণ্ডলী গঠিত হইত, এত দুঃখের ব্যাপার এত গোলযোগ হইত না। এক্ষণও তাঁহারা কেন নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? সকলে মিলিয়া বিশেষ যত্নবান্ হউন।

স্বর্গগত শ্রীমান্ আজিমউদ্দিন আহমদ।

(ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হইতে প্রাপ্ত।)

প্রিয় আজিম উদ্দিন এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন ভাবি নাই, তবে আমাদের ভাবনা বিধাতার কার্য্য দেখিয়া উপস্থিত হয়। গত ৫ই আগষ্ট ১৯০০, তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তাঁহার আদিম জীবনের দুই একটা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের মণ্ডলীর যাঁহারা সংবাদ লইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে জানান প্রয়োজন মনে করি।

আজিমের বাল্যজীবনের বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না। এইমাত্র জানি তাঁহার পিতা মাতা ময়মনসিংহ নগরের দেড় ক্রোশ উত্তরে স্থিত চরজেলখানানামক গ্রামে বাস করেন। আজিম পড়িবার সময়ই ময়মনসিংহের বিধানবিশ্বাসী বাবু বিহারীকান্ত চন্দের সহিত পরিচিত হন। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সহিত আজিমের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানে বিশ্বাস হইতে থাকে। আজিম ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশন্ হইতে প্রথমবিভাগে এনট্রেন্স পরীক্ষা পাস করিয়া ১০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বাড়ী হইতে নিয়মমত অর্থসাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া কিছু সাহায্য পাইবার আশায় ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় সম্ভবতঃ ১৮৯০ সনের

ফাল্গুনারী মাসে আমার সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়। আজিম উদ্দিন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর যত্নে ও অমায়িকভাবে অত্যন্ত আপ্যায়িত হন, এবং অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাঁহার পরিবারের আপনার লোক হন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে একটি চরিত্রগঠনী সভা হয়। ১৫।২০ জন যুবক ইহার সভ্য ছিলেন; আজিমউদ্দিন সম্পাদক হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই সভা প্রতিশনিবার সন্ধ্যার পর হইত, এবং ইহাতে যুবকদিগের চরিত্রে যে সকল দুর্ব্বলতা থাকে, যথা ক্রোধ, মিথ্যাকথা, আলস্য, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, অবিশ্বাস, সময়ের অসদ্ব্যবহার ইত্যাদি দূর করিবার উপায় আলোচনা দ্বারা নির্ণয় করা হইত এবং সেই সেই উপায় গ্রহণ করিয়া চরিত্র শুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইত। এই সকল বিষয়ে আজিম যেরূপ সরল বালকের মত উপায় গ্রহণ করিতেন ও তাহার ফলাফল জানাইতেন, এবং এই সকল আলোচনা দ্বারা যেরূপ লাভবান্ হইতেন তাহা দেখিয়া সকলে অত্যন্ত উপকৃত হইতেন। সে উৎসাহ সে ব্যাকুলতা সে সরলতা অন্য যুবকে দেখিতে পাই নাই। এই চরিত্রগঠনী সভা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও ছিল ? কিন্তু আজিমের সময়ে চরিত্রগঠনের জীবন্ত যন্ত্র যেরূপ কাজ করিয়াছিল সেরূপ আর এখানে দেখি নাই।

আজিম উদ্দিন পূর্ব্ব হইতেই নববিধানে বিশ্বাস করিতেন। নবসংহিতা অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের দ্বারা দীক্ষিত হওয়া স্থির করেন। উক্ত বসু মহাশয় চৈতন্যোৎসব করিতে গয়ায় গমন করেন। আজিমউদ্দিন এই সময়ে ১৮৯৩ সালের ২রা মার্চ্চ চৈতন্যোৎসবের দিনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আজিম অত্যন্ত উপকৃত বোধ করেন, এবং বিশ্বাসের উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হন।

আজিম পরে ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া তেজনারায়ণ কলেজে পাঠ করিয়া এফ, এ, পরীক্ষায় পাস হন। এই সময়ে ভাগলপুরপ্রবাসী সদাশয় ব্রাহ্মগণ আজিমের চরিত্রগুণে তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, সেই পরিচয় ও ভালবাসার বন্ধনে আজিম জীবনের শেষ কয়মাস তথাকার বন্ধুগণের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদিগের দয়া ও স্নেহ পাইতে পাইতে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

এফ, এ, পাস করিয়া আজিম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। এই কলেজের বোর্ডিংএর ছেলেদের একটী প্রার্থনা-সভা আছে। আজিম যত দিন কলেজে ছিলেন তত দিন এই প্রার্থনাসভাটীর অবস্থা ভাল ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে বিশ্বাসী লোক লইয়া গিয়া উপাসনাদি করাইতেন। এই সময়ে কলিকাতায় বিধানপ্রচারক মহাশয়গণের নিকটও পরিচিত হন এবং সময় সময় মিশন আফিসের বোর্ডিংএ অবস্থিতি করেন। সর্ব্বত্রই বিশ্বাস ও বিনয়ের জন্য আজিম আদৃত হইতেন। আজিমের শরীর অত্যন্ত পরিশ্রমক্ষম ছিল, কিন্তু সময় সময়, সম্ভবতঃ অনুপযুক্ত আহারের জন্য তিনি দুর্ব্বল ও পীড়িত হইয়া পড়িতেন। ১৮৯৭ সালের অক্টোবরের প্রথমভাগে আজিমের শরীর অসুস্থ হয়। এই সময় আমার স্বর্গগত বন্ধু বাবু উমাচরণ সেন সাংঘাতিক প্লীহা যকৃৎ রোগে পীড়িত হইয়া কোন চিকিৎসায় ফল না পাইয়া গিরিডিতে বাস করিতেছিলেন। স্থানের গুণে তিনি একটু ভাল আছেন জানিয়া তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে আজিম গিরিডিতে উপস্থিত হন। ভগবানের ব্যবস্থা এরূপ হইল যে, যে রাত্রে আজিম গিরিডিতে পৌছিলেন সেইদিন হইতেই উমাচরণ বাবুর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আজিম নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গের বিষয় ভুলিয়া গিয়া উমাচরণ বাবুর সেবায় নিযুক্ত হন। পীড়িতের সেবা করা মানুষের পক্ষে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কিন্তু স্বর্গগত বন্ধু উমাচরণ যেরূপ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, এবং বহু দিনের পীড়াতে সেভাব যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বহুদিনের পরিচিত প্রিয় বন্ধুগণও বিরক্ত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আজিম একবারের জন্যও বিষণ্ণ বা নিরুদ্যম হন নাই। যেন তীব্র বাক্য শুনিতেই পাইতেন না, যেন মন্দ ব্যবহার বুঝিতেই পারিতেন না, এইভাবে আগ্রহ ও ভালবাসার সহিত তিনি সেবা করিয়াছিলেন। বন্ধু উমাচরণ যখন বুঝিতে পারিলেন মৃত্যু নিকট, তখন একদিন উপাসনার পূর্ব্বে অন্য সকল কথা বলিবার সঙ্গে আজিমকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। তুমি আমার প্রাণের ভাই, ভাই না হইলে কি এত গালি শুনিয়া, ও মার খাইয়া প্রাণ দিয়া কেহ সেবা করে। এই বলিয়া স্বীয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, আজিমকে আমার কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞান করিবে। আজিমও পরিবারের সহিত এই পবিত্র ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করিতে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সেবা অনুরাগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজিমের জীবনের একটি দুঃখ, এই ছিল যে, ব্রাহ্মগণ মুসলমানগণকে অত্যন্ত নীচ ভাবেন, পর ভাবেন। আমাদের অধিকাংশের যোগ, ভক্তিও যেমন মৌখিক জাতিভেদ মানি না একথাও তেমনই মৌখিক। আজিম স্বভাবতই এই ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন, এবং দুই তিন জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভিন্ন অন্য সকলেই যে তাঁহাকে পর ভাবেন তাহা বুঝিতে পারিতেন *। মনের দুঃখটা সাধারণতঃ এইভাবে ব্যক্ত করিতেন,

* "দুই তিনজন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভিন্ন অন্য সকলেই যে তাঁহাকে পর ভাবেন" ইত্যাদি কথায় আমরা সায় দিতে পারিতেছি না। ভাগলপুরে অনেক ব্রাহ্মপরিবারে আজিম সেই পরিবারের অন্তর্গত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার পাইয়াছেন। তত্রত্য বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদিগের সঙ্গে কৃষকশ্রেণীস্থ গরিব মোসলমানের সন্তান আজিমউদ্দিন এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিয়াছেন। আজিম গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া শেষ জীবনে ভাগলপুরের কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভিতরে যেরূপ সেবা পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বর্ণগৌরব ভুলিয়া তাঁহারা যেপ্রকার তাঁহার চিকিৎসা শুশ্রূষাদি করিয়াছেন, উহা ইতিহাসে লিখিত থাকিবে,

"ব্রাহ্মসমাজের এরূপ প্রধান প্রধান ব্যক্তিও যদি মুসলমানকে এত নীচ দেখেন তাহা হইলে মুসলমানগণ সমাজে আসিবে কিরূপে?" আমাদের সংকীর্ণতার দোষে ভগবান্ আজিমরত্নকে স্বর্গে তুলিয়া লইলেন। ইহাতেও আমাদের উদারতা শিক্ষা করা প্রয়োজন। আজিমের অকালমৃত্যু আমাদের অপরাধে হইয়াছে মনে হয়।

আজিমের একটি সাধ এই ছিল যে, কুসঙ্গ ও কুশিক্ষাতে যে সকল মুসলমান যুবক অতি হীন ও বিপথগামী হইতেছে, তাহাদিগের, যত অধিকসংখ্যক সম্ভব, সেগুলিকে ভালবাসা ও সেবা দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দেওয়া হয়, এবং মুসলমানগণ কোরাণ কিছু না জানিয়া, না বুঝিয়াই কোরাণের দোহাই দিয়া একটা সংকীর্ণ ধর্ম্ম ভাব লইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগকেও কোরাণ উত্তমরূপ আয়ত্ত করাইয়া তাহার ভাষা ও ভাব দ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আজিমের দুঃখ দূর হইল না, মনের সাধ পূর্ণ হইল না, পার্থিব জীবন প্রস্ফুটিত না হইতেই শেষ হইল, কিন্তু আমি আশা ও বিশ্বাস করি আমাদের যুবকগণের মধ্যে আজিমচরিত্র বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছে, ক্রমে অঙ্কুরিত হইবে বর্দ্ধিত হইবে এবং এক আজিম প্রভুর ইচ্ছাতে শত আজিমে পরিণত হইবে, ব্রাহ্মগণের হৃদয় প্রশস্ত হইবে এবং মুসলমান যুবকগণ সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বর্গগত কিরণলালসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা।

বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে আমাদের প্রচারাশ্রমে স্বর্গগত কিরণলালের পারলৌকিক ক্রিয়া অতি গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কিরণলালের আত্মীয় বন্ধু এবং পীড়ার সময়ে যাঁহারা তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, সকলেই এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন। কিরণলালের পিতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনই তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শোকার্ত্ত শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায়ের প্রার্থনায় এরূপ ভাব ব্যক্ত হয় যে, আচার্য্যের ন্যায় কিরণলালের পাপবোধ প্রবল ছিল, কিরণ আচার্য্যদেবের এই উচ্চ প্রকৃতির অংশী হইয়াছিলেন। কিরণ নিজের ধর্ম্মভাব ও সদ্গুণ বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না, চাপা রাখিতেন। তিনি একান্ত সরল আড়ম্বরশূন্য মিতভাষী ছিলেন, তাঁহার মুখে সর্ব্বদা মৃদুহাস্য সংলগ্ন থাকিত। কখন কেহ তাঁহাকে ক্রোধ করিতে দেখেন নাই,তাঁহার মুখে উচ্চ কথাও নিতে পান নাই। নিস্বার্থ জীবন যাপনে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। রোগবৃদ্ধির সময় একদিন কিরণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, "আমি মহাপাপী মহাপপী আমাকে উদ্ধার কর।" তখন শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলেন, "বাবা, তুমি মহাপাপী বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছ কেন? তোমাকে যে আমরা আজন্ম বিশুদ্ধ জানি।" কিয়ৎকাল পরে কিরণ বলিলেন, "বাবার সঙ্গে কি আর সাক্ষাৎ হইবে না?" তৎপরই বিহারী বাবুকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পিতাকে বলিয়াছিলেন, আমি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমি প্রথম হইতে মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়াছি। যাহারা প্রথম হইতে মনোযোগপূর্ব্বক পড়ে তাহারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিরণ ভয়ঙ্কর রোগযাতনার সময়ও ভাদ্রোৎসব কবে হইবে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিরণের পিতা বিহারীবাবু বলিয়াছেন যে, কিরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর চরিত্রে কোনরূপ নীতির স্খলন হইতে না পারে তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় কিরণ মাতৃহীন হইয়াছিলেন, পিতাই মাতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পিতা তাঁহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন নাই। কিরণ উপযুক্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভাই ভগিনী দুইটীর সাহায্য করিবেন, বিহারী বাবু এইমাত্র আশা করিয়াছিলেন। বিধাতা অন্যরূপ ইচ্ছা করিলেন।

এবং কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল স্মরণ করা হইবে। সেই সেবা ও যত্নেই সেই সঙ্কট রোগে শয্যাগত থাকিয়া আজিম এতদিন জীবিত ছিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বাঁকিপুরে,মুঙ্গেরে, ময়মনসিংহে সর্ব্বত্র অনেক ব্রাহ্মপরিবারে আজিমউদ্দিন সেই পরিবারের অন্তর্গত সন্তানের ন্যায় ব্যবহার পাইয়াছেন। আজিম সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের ছাত্রনিবাসে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন ও একত্র পঙ্‌ক্তিভোজন করিতেন। আমাদের পাচকব্রাহ্মণ তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া সেই অন্নপাত্র ও ব্যঞ্জনপাত্র রন্ধনশালায় পুনর্ব্বার লইয়া যাইত, আমাদের ভৃত্য আবাধে তাঁহার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিত। যখন আজিম প্রথমে ছাত্রনিবাসে আগমন করেন, তখন কি জানি ভৃত্যগণ বা তাঁহার উচ্ছিষ্ট লইতে গোলযোগ করে, এজন্য ছাত্রবাসস্থ কোন যুবক আজিমকে কিছু না জানাইয়া অপনি স্বহস্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেন। পরিশেষে ভৃত্যগণ আজিমের সুমধুর ব্যবহারে তাঁহার জাতির কথা ভুলিয়া উক্ত কর্ম্ম করিত।—স।

সংবাদ।

গত ভাদ্রমাসের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে প্রায় পক্ষকালব্যাপী ঢাকা নববিধানসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। উৎসবের সবিশেষ বৃত্তান্ত এক্ষণও আমারা প্রাপ্ত হই নাই।

বিগত ৪ঠা ভাদ্র অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন গাজিপুরস্থ ভিক্টোরিয়া স্কুলগৃহে স্বর্গ ও নরকতত্ত্ববিষয়ে উর্দ্দ্‌ ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক আড়াইশত সম্ভ্রান্ত হিন্দু মোসলমান উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে তিনি তত্রস্থ শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্তের আবাসে নূতন উপাসনা কুটীরে প্রবেশোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ৩রা রবিবার তত্রত্য নববিধানসমাজ গৃহে উপাসনা হয়, আধ্যাত্মিক শক্তি বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ৩১শে শ্রাবণ আরা নগরে তত্রত্য ডিঃ কলেক্টর শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের আবাসে, ৮ই ভাদ্র স্বর্গগত উমাচরণ সেনের পরিবারমধ্যে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় বহুকাল বহুমূত্র রোগ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও দুর্ব্বলতা অতিশয় অধিক। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর শ্রীযুক্ত নীলরত্ন সরকার ও আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন চিকিৎসা করিতেছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশের টালাস্থ আবাসে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানাধীনে রোগী স্থিতি করিতেছেন।

প্রায় তিন মাস হইল আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস মালিক কোন প্রয়োজনোপলক্ষে দানাপুর হইতে বাঁকিপুরে আসিতেছিলেন। বাঁকিপুর ষ্টেশনে প্লাটফরমে নামিবার সময় তাঁহার পদস্খলন হয়, তাহাতে তিনি রেলের রাস্তায় পড়িয়া যান। গাড়ীর চাকা তাঁহার এক পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে পায়ের হাড় ভগ্ন ও অঙ্গুলি সকল বিশেষরূপে আহত হয়। তিনি কিছু দিন বাঁকিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে ছিলেন, পরে ডাক্তরের চিকিৎসাধীনে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আলয়ে স্থিতি করেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এক্ষণ তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, লাঠীতে ভর করিয়া কোনরূপে ২। ১ পদ চলিতে পারেন।

রাজপুতনা গুজরাট ইন্দোর প্রভৃতি দুর্ভিক্ষনিপীড়িত প্রদেশে সুবৃষ্টি হইয়াছে, শস্যের অবস্থা আশাজনক। ব্রাহ্ম সেবক শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ও শ্রীমান্ হরলাল রায় দুর্ভিক্ষ ক্ষেত্র হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কতিপয় ব্রাহ্মসেবক এক্ষণও কার্য্যক্ষেত্রে আছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী ২য় ভাগের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ইহা চন্দননগরনিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত। কালীনাথ বাবুর সঙ্গীত সকল ভক্তিরসাত্মক ভাবপূর্ণ হইয়া থাকে। এই সঙ্গীত পুস্তকে ১২০টি সঙ্গীত আছে। ইহা যুবকমণ্ডলীর উপাসনাসমাজ কর্ত্তৃক অতি উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। মূল্য।০ মাত্র।

আপাততঃ শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করিবেন, এরূপ স্থির হইয়াছে। বাঁকিপুরে তাঁহার একটী দৌহিত্রীর ডিপ্থিরিয়া রোগে মৃত্যুও আর একটী দৌহিত্রী উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তিনি কিয়দ্দিন সেখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় ভাই অমৃত লাল বসুর শেষোক্ত দৌহিত্রীটি আরোগ্য লাভ করিতেছে। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীমান্ কিরণলালের চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার নীলরত্ন সরকার মহাশয়ও ছিলেন। ভুলক্রমে গতবারে এই নাম প্রকাশ হয় নাই।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন মহাশয়,

লীলাময় শ্রীহরির অপার করুণায় বিগত ২৭ আষাঢ় বুধবার মহোৎসব সহকারে সিরাজগঞ্জ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতাস্থ প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জে শুভাগমন করেন। এই ব্যাপারে মা বিধান জননীর অপরিসীম করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। কি সূত্রে মা কোন মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করেন, জঘন্য অধম পাতকীদিগকে ধরিয়া মার কি আশ্চর্য্য লীলা সম্পন্ন হয়, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ব্রহ্মলীলার ব্যাপার সুমধুর ভাগবত। তাই আমরা সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভক্তিভাজন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় সিরাজগঞ্জের কিছুদূরে ঘোড়াচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত পাবনা জেলায় যখন এক জন লোকও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তখন এই মহাত্মা ভগবানের আহ্বানে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরিশেষে বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করত প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের লোকেরা ইঁহার পাণ্ডিত্য ও সাধুতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কত লোকের সঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধে আমার আলাপ হইয়াছে এবং ইঁহার প্রতি সাধারণের অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এইজন্য অনেক সময় এই প্রদেশকে "গৌর" দেশ বলিতে ইচ্ছা হয়। হয়তো বিধানের ইতিহাসে সিরাজগঞ্জ কোন সময়ে এই উচ্চ নাম প্রাপ্ত হইতেও পারে। অনেক দিন পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বাগচী ও স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রামলাল সাহা মহাশয় তৎকালে সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আমরা বাল্যকালে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয়কে এই সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে এবং স্থানীয় স্কুলগৃহে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি, তৎকালে ইঁহার সুযশ আমরা শ্রবণ করিয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ সিরাজগঞ্জের ব্রাহ্মসমাজ কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তদবধি শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয়ের সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গতিবিধি খুব কম হইয়া পড়ে। বিধাতার কৃপায় স্বর্গীয় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অমৃত লাল মজুমদার মহাশয় সিরাজগঞ্জে আগমন করেন। ইনি স্থানীয় হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ছিলেন। ইঁহার ন্যায় উদারহৃদয় প্রেমিক ও সদাশয় ব্যক্তি অতি কম দেখা যায়। ইনি ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য প্রাণগত যত্ন করিতেন। ইঁহার যত্নে ব্রাহ্মসমাজ গৃহ অট্টালিকায় পরিণত হইল। ব্রাহ্মদিগের আবাসের জন্য ইনি ব্রাহ্মপল্লী এবং সাধারণের শিক্ষার জন্য একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করিলেন। দীন দুঃখীদিগের জন্য তৎকালীন উদার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিট্‌সনবেল সাহেবের নামে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার অবস্থিতিকালে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভালই চলিতেছিল, তবে নববিধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এবং কোন কোন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছভাব প্রবল থাকায় প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজকে প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতেন না। নববিধান সর্ব্বসমন্বয়ের ধর্ম্ম, ইহা জাতীয় বিধান, হিন্দুধর্ম্ম ইহার ভিত্তি। সাত্ত্বিক আহার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু জাতির বিশেষত্ব। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজ কখনও হিন্দুজাতির প্রিয় হইতে পারে না। যাহা হউক এই ভাবে বিধাতার কার্য্য সিরাজগঞ্জে চলিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভক্তিভাজন অমৃতবাবু হঠাৎ পরলোক গমন করায় ব্রাহ্মসমাজ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৫ ভাগ । ১৮ সংখ্যা ।	১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৮২২ শক ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা ।

হে দেব, অতিমাত্র ব্যগ্রতা অনেক সময়ে আমাদের ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি করিয়াছে; অথচ আজ পর্য্যন্ত অতিব্যগ্রতা পরিহার করিতে পারিলাম না! কোন বিষয়ে ব্যগ্র না হইলে আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি না দেখিয়া ব্যগ্রতা নিরতিশয় প্রয়োজন ইহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং এ বিশ্বাস যে অযুক্ত নয়, তোমারই নিয়মের অন্তর্গত, তাহাও বুঝিতে পারি। ব্যগ্রতা প্রয়োজন অথচ ব্যগ্রতাতে ধর্ম্মের ক্ষতি হয়, এ দুইয়ের মধ্যে আমরা সর্ব্বদা রেখা টানিতে পারি না, এজন্যই আমরা সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই। ব্যগ্র হইব অথচ শান্ত থাকিব, এ সাধনে সিদ্ধ না হইলে দেখিতেছি অধর্ম্মে পতিত হইবার সম্ভাবনা কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে। সাধনে ব্যগ্রতা না থাকিলে সাধনে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, ব্যগ্রতা না দেখিলে তুমি কেনই বা সাধনের ফল দিবে, কিন্তু যদি আমরা মনে করি আমাদের ব্যগ্রতাই ফল আনয়ন করিবে তুমি কিছুই নও; তাহা হইলে ফলপ্রাপ্তিতে আমাদেরই কর্তৃত্ব, তন্মধ্যে তোমার কিছু কর্তৃত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল। ব্যগ্রতার বলে আমরা অভিলষিত ফল হস্তগত করিব, এই দুরাশায় তখন, প্রভো, দিন দিন অজ্ঞাতসারে আমরা অবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হইতে থকি। ধর্ম্মের নামে এই অবিশ্বাস যে আমাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহা এত দিন বুঝিতে পারি নাই। এখন জীবনের পরীক্ষায় বুঝিলাম, অতিব্যগ্রতা ফলপ্রদ হইবে ইহা মনে করিয়া উহাকেই আমরা সর্ব্বস্ব করিয়াছিলাম; তোমার নিকটে প্রার্থনা তোমার উপরে নির্ভর কেবল নামমাত্র ছিল। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাধুতা, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ব্যগ্রতা পরীক্ষাকালে কিছুই কার্য্যকর হয় না, ইহা যখন জানিলাম, তখন ধর্ম্মের পার্শ্বে আত্মপাপদর্শন, সাধুতার পার্শ্বে আত্মাবমাননা, প্রজ্ঞার পার্শ্বে আত্মানভিজ্ঞতা, ব্যগ্রতার পার্শ্বে শান্তভাব যদি না থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মাদির অভিমান অতি শীঘ্র আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। হে সত্যালোক, অসত্য আসিয়া যখন আমাদিগের বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন আমরা আমাদিগের ধার্ম্মিকত্বাদির দিক্ দেখি, উহার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্মের প্রতি অবহেলাদি আমাদের ভিতরে আছে তাহা দেখিতে পাই না। এরূপ অবস্থায় আমরা কেন মোহবশতঃ মনে করিব না, আমরা আমাদিগের

ধার্ম্মিকত্বাদির গুণে তোমার বিশেষ কৃপার পাত্র হইয়াছি, তুমি যে বিষয়ে আমাদিগের ব্যগ্রতা দেখিবে, সে বিষয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেই করিবে। সকল অভিমান ছাড়িয়া নিজের কোন গুণ নাই জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার ইচ্ছার উপরে সমুদায় রাখিয়া দেওয়া, প্রার্থয়িতব্য বিষয় প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করিয়া প্রার্থনান্তে অব্যগ্রচিত্তে শান্তভাবে তোমার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা, প্রার্থয়িতব্য বিষয়ের মধ্যে কোন সাংসারিক ভাব প্রবেশ করিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য নিয়ত তোমার আলোক ভিক্ষা করা, সাংসারিক ভাবের লেশমাত্র থাকিলে প্রার্থনা বিফল হইবে জানিয়া তদ্বিষয়ে নিরতিশয় অবহিত হওয়া, আমাদের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। হে প্রভো, তুমি এ সম্বন্ধে আমাদিগের সাহায্য করিবে, এই আশা করিয়া আমরা এই প্রার্থনা করি, আমাদিগের জীবনে ব্যগ্রতা ও শান্তভাব যেন চিরমিলিত থাকে। তোমার কৃপায় আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া আমরা বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে।

জীবনবেদে কথিত হইয়াছে, "ধনমানের জন্য, সংসারের জন্য, কিংবা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পোনের আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনাসম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি, একটী পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে, তার সমস্ত প্রার্থনা বিফল। এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে।" এ কথাগুলি যে সত্য, আমরা স্ব স্ব জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে, প্রার্থনাসম্বন্ধে এই সত্য বহু বার বহু আকারে প্রচারিত হইয়াছে, অথচ এখনও আমাদিগের মধ্যে এমন সকল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সংসারের জন্য প্রার্থনা করা প্রার্থনাসম্বন্ধে বঞ্চকতা মনে করেন না। তাঁহারা মনে করেন, যে কোন বিষয়ে অভিলাষ হয়, সে বিষয়ে প্রার্থনা করা যাইতে পারে, কেন না অভিলাষই অবাক্ প্রার্থনা। অবাক্ প্রার্থনাই যদি হইল তাহা হইলে উহাকে সবাক্ প্রার্থনা করাতে কি দোষ? অভিলাষই প্রার্থনা, এরূপ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভুল ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইতেছে।

আমরা যখন প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হই, তখন যত্নপূর্ব্বক কতকগুলি অভিলাষকে আমরা প্রার্থনার অন্তরায় বলিয়া মন হইতে সরাইয়া দেই। এরূপে সরাইয়া দি কেন? আমরা জানি সে অভিলাষগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত নহে। অভিলাষ কখন আমাদের প্রার্থনার প্ররোচক নহে, প্রার্থনার প্ররোচক আমাদিগের ঈশ্বরেচ্ছার অবিরুদ্ধ ইচ্ছা। ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন না, সে বিষয়ে প্রার্থনা করিতে কখনও আমাদের সাহস হয় না, সেরূপ প্রার্থনা করিতে গেলেই হৃদয় কম্পিত হয়, রসনা আড়ষ্ট হইয়া আইসে। কোন অভিলাষসম্বন্ধে যদি এরূপ সংশয় থাকে, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত হইলেও হইতে পারে, সে অভিলাষ লইয়াও আমাদের ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইতে সাহস হয় না, কেন না 'ইচ্ছাসঙ্গত হইলেও হইতে পারে' এ ভাব লইয়া প্রার্থনা করিলে মনে বল উদ্রিক্ত হয় না। যে বিষয়ে প্রার্থনা করিতেছি তাহা ভগবদিচ্ছাসঙ্গত এ জ্ঞান পরিষ্কার হইবামাত্র, মনের ভিতরে প্রভূত বলের সঞ্চার হয়। এ বল কোথা হইতে আইসে? এ বল আমাদিগের ক্ষুদ্র ইচ্ছা ঈশ্বরের মহতী ইচ্ছারসহিত একীভূত হইয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যেখানে ঈদৃশ বল উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে না। আমাদের সর্ব্ববিধ অভিলাষ ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত ইহা যখন আমরা কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, তখন অভিলাষ অবাক্ প্রার্থনা একথা বলা নিরতিশয় অযৌক্তিক।

অনেকে বলেন, সাংসারিক বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা সমুচিত নহে ইহা মতে

থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনে এমন সকল কঠিন অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহাতে দুর্ব্বল মানুষ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সকল স্থলে যদিও জানা নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তবুও যখন হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে প্রার্থনা উত্থিত হয়, তখন সে প্রার্থনা অবরুদ্ধ করা যাইবে কি প্রকারে? তবে প্রার্থনাকে দোষশূন্য রাখিবার জন্য প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক' এই বাক্য সংযুক্ত করা সমুচিত। এরূপ বাক্য সংযুক্ত করিবার পক্ষে দুইটী আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, এরূপ বাক্যসংযোগ মৌখিক, হৃদয়ের ইচ্ছাসম্ভূত নহে, হৃদয়ের ইচ্ছা এই যে, আমি যে প্রাথনা করিলাম ঈশ্বর তাহাই পূর্ণ করুন। যাহা হৃদয়ের ইচ্ছাসম্ভূত নহে মৌখিক,তাহা ঈশ্বরের নিকটে বলা অপরাধ, কেন না ইহা তাঁহার সহিত কপটাচরণ। দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে প্রার্থনায় অন্তরে বলসঞ্চার না হয়, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তৎসিদ্ধিসম্বন্ধে মন নিঃসংশয় না হয়, সে প্রার্থনা প্রার্থনার অবমাননা, এবং প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণে ঈশ্বরের নিত্যোন্মুখতার প্রতি অবিশ্বাস। ঈশা সমগ্র রজনী জাগরণ করিয়া আপনার পার্থিব জীবনসম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্ত লইয়া পার্থিব বিষয়ে প্রার্থনা করা বিধিসিদ্ধ যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহারা ঈশার একটী কথার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই,তাহাতেই এরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন। 'আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু দেহপিণ্ড দুর্ব্বল' এই কথার ভিতরে এই দেখা যাইতেছে যে, ক্রুশে জীবন দেওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে ইচ্ছা প্রতিপালনে তাঁহার আত্মা ইচ্ছুক, তবে যে যন্ত্রণার ভয় উপস্থিত উহা দেহ হইতে। ইচ্ছার বলে দৈহিক যন্ত্রণার উপরে জয়লাভ হইতে পারে, এজন্য সেই বল উদ্ভূত করিবার নিমিত্ত তিনি সমগ্ররজনী যত্ন করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে আপনার পার্থিব জীবন রক্ষা করিবার জন্য নহে। কেহ কেহ বলিবেন 'অদ্য আমাদের প্রতিদিনের আহার দাও' ঈশার উপদিষ্ট এ প্রার্থনা দেখাইয়া দিতেছে আমরা পার্থিব বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। এখানে বিচার করিয়া দেখা উচিত তিনি আহার-পানাদিসম্বন্ধে কি বিশ্বাস করিতেন। তিনি যখন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন 'কি আহার করিব, কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব বলিয়া ভাবিত হইও না। কেন না তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন', তখন তিনি যে আহার-পান-পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্তমনা ছিলেন, এবং ঈশ্বর সে সকল দিবেনই দিবেন এরূপ বিশ্বাস করিতেন,ইহাই প্রকাশ পায়। দৈনিকাহারপ্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী প্রার্থনা হইতেছে না। তিনি মনে করিতেন; সুতরাং তাদৃশ প্রার্থনা শিষ্যগণকে শিখাইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা এ প্রার্থনা করিব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। প্রার্থনা না করিলেও যখন তিনি এ সকল দিবেনই দিবেন, তখন তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে শিষ্যগণকে তিনি এ প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের অল্পবিশ্বাসের জন্য। "পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রের তৃণ, যাহা অদ্য আছে কল্য চুল্লিনিক্ষিপ্ত হইবে তাহাকে এমন করিয়া সজ্জিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, তিনি কি তোমাদিকে তদপেক্ষা অধিক সজ্জিত করিবেন না?" ঈশার এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আহার-পানাদিলাভ বিষয়ে অল্প বিশ্বাস ছিল। "যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে" যে সকল বিষয়ে এই নিয়ম খাটে তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা সমুচিত।

'যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে' এ বাক্য কোন্ সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে? অধ্যাত্মবিষয়সকল। এই অধ্যাত্মবিষয়সমূহ সম্বন্ধেই পল বলিয়াছেন "এইরূপ পরমাত্মা আমাদিগের দুর্ব্বলতার মধ্যে সহায়তা প্রদান করেন। কারণ কিসের জন্য কিরূপ সমুচিত প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না; কিন্তু যে কাতরধ্বনি কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, ঈদৃশ কাতর-

ধ্বনিতে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আমাদিগের হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" আমাদিগের নিকটে অধ্যাত্ম বিষয়সমূহ পরিস্ফুটরূপে প্রতিভাত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল আমাদিগের আত্মার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া স্থিতি করে। এই প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্মবিষয়সমূহ স্বয়ং পবিত্রাত্মার ক্রিয়াতে দিন দিন পরিস্ফুটাকার ধারণ করে। যখন তাঁহার ক্রিয়াতে ঐগুলি সুস্পষ্ট হয়,তখন তৎসম্বন্ধে আমরা বাক্যে প্রার্থনা করি। যে সময়ে অধ্যাত্মবিষয়সমূহ পরিস্ফুট হয় নাই, সে সময়ে আমাদের আত্মা কি যেন চায়, এইরূপ একটা ভাব আমাদের মনে অধিকাংশ সময়ে জাগ্রৎ থাকে। এই অজ্ঞাত বিষয়টি না পাইলে আত্মার তৃপ্তি হইতেছে না এ বোধও মনে জাগে। কি যেন চাই, না পাইলে তৃপ্তি হইতেছে না, এ দুই ভাব আমাদিগের মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ব্যাকুলতায় অন্তরের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, এবং কোন্ অধ্যাত্ম বিষয়টি তখন আত্মার পক্ষে প্রয়োজন আত্মা স্পষ্ট দেখিতে পায়। যখন দেখে তখনই তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা করে, এবং এ প্রার্থনায় সফলমনোরথ হয়। সফলমনোরথ হয় কেন জান? কি চাই কি চাই, না পাইলে মন তৃপ্তি হইতেছে না, এ ভাব উদ্দীপনের মূলে স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন, আবার তজ্জন্য ব্যাকুলতায় যে অন্তরের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তাহার মূলে তাঁহারই হস্ত রহিয়াছে। সুতরাং এ প্রার্থনা যে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এস্থলে যত্ন চেষ্টা উদ্যম প্রবর্ত্তিত না করাইয়া ঈশ্বর প্রার্থিত বিষয় দেন না, সুতরাং আহারপানাদি বিষয় হইতে যে অধ্যাত্মবিষয় স্বতন্ত্র ইহা আমাদিগকে অবশ্য মানিতে হইবে।

'প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে' এ কথা বলিবার তবে প্রয়োজন কি? অধ্যাত্মবিষয়ে প্রার্থনা করিলেই তো প্রার্থনা বিমল থাকিবে? না এখানেও লোকের অনেক সময়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে খাদ্যাখাদ্যের বিচারহীন শিশু যেমন যাহা সম্মুখে পায় তাহাই মুখে তুলিয়া দেয়, সেইরূপ অধ্যাত্মবিষয়ের জন্য ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে জ্ঞান যদি পরিষ্কৃত না থাকে তাহা হইলে ক্ষুধিত ব্যক্তি যাহা তাহা ধরিয়া ক্ষুধাশান্তি করিতে যত্ন পায়। যিনি জানেন প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে, তিনি যে সকল বিষয় ক্ষুধার সময়ে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সকল বস্তুমধ্যে দুষ্য বিষয় আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে আলোক ভিক্ষা করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি বস্তুটি সেই আলোকে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, তত ক্ষণ তজ্জন্য যত্ন নিরস্ত হয় না। এইরূপ যত্নে সেই বস্তুসংসৃষ্ট দোষ বাহির হইয়া পড়ে, এবং সেই সকল দোষ অন্তরিত করিয়া পরিশেষে দোষশূন্য বস্তুটি সাধক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে অনবধান, তাঁহারা শীঘ্রই পাপ মোহ ও বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, ধর্ম্মের নামে কল্পনার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। আমাদের মধ্যে অনেকে যখন এই বিপদে পড়িয়াছেন, তখন আমাদের সকলেরই প্রার্থনাকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য যত্ন করা সমুচিত।

ব্রহ্মস্তোত্র।

ভক্তবৎসল—যিনি শরণাগত ব্যক্তির বিপন্নিবারণ করেন, ইন্দ্রিয়াদির উপরে জয়ী করেন, যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই যোগান, যাহা যোগান সে সকলের রক্ষা জন্য আপনি তৎসম্পর্কীণ বিঘ্নসমুদায় হরণ করেন, তিনি ভক্তবৎসল। যদি তিনি ভক্তজনের প্রতি স্নেহশীল না হইতেন, তাহা হইলে তাহাদের বিপন্নিবারণাদি কখন করিতেন না। ভক্তজন তাঁহার ভক্তবাৎসল্য স্মরণ করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করেন, তিনি তাঁহাদিগের সকল ভার বহন করেন। যদি তাঁহাতে বাৎসল্য না থাকিত তাহা হইলে আত্মবিক্রয়ী ব্যক্তিগণের প্রতি ক্রীতদাসবৎ ব্যবহার করিতেন। যখন ঈশ্বর হইতে আমরা সেরূপ ব্যবহার পাই না, তখন ভক্তবৎসল না বলিয়া আর কি নামে তাঁহাকে অভিহিত করিব।

ভুবনমোহন—তিনি কি কেবল তবে ভক্তজনের প্রতি বৎসল, জগতের আর সকল কি তবে তাঁহার বাৎসল্য হইতে বঞ্চিত? না, তিনি জগতের সকলেরই মন বাৎসল্যগুণে মুগ্ধ করেন। জগতের যে কোন ব্যক্তি তাঁহার স্নেহ স্মরণ করে, সেই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। কৈ সংসারিগণ তো তাঁহাতে মুগ্ধ নহে, তাহারা সংসারের বিষয়সমূহে মুগ্ধ। তাহারা যদি ঈশ্বরকে ডাকে, তবে তাহাও সেই সংসারের বিষয়সমূহ লাভ, রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিবার জন্য। ইহারা দৃষ্টতঃ সংসারের বিষয়ে মুগ্ধ বটে, কিন্তু এ মুগ্ধতা তাহাদের সুখের কারণ না হইয়া দুঃখের কারণ হয়, কেন না আত্মা এ সকলেতে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না। সংসারিগণের আত্মার গভীর বিষাদ এই দেখাইয়া দেয় যে, উহা ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরেতে মুগ্ধ, বাহিরের অবস্থাগুলি সেই মুগ্ধতার অনুকূল নহে বলিয়া উহার অসন্তোষ। নিখিল জীবের সহিত যদি ঈশ্বরের এইরূপ সম্বন্ধ হইল, তাহা হইলে তাঁহাকে ভুবনমোহন নামে সম্বোধন করা অতীব শোভন।

ভূমন্—যিনি সকলের মন মুগ্ধ করেন, হরণ করেন, তিনি ভূমা। মানবাত্মা ক্ষুদ্র বিষয় অধিকার করিয়া কিছুতেই সুখী হয় না। অনন্তের প্রতি তাহার টান, অনন্তের জন্য তাহার ক্ষুধা। অনন্ত তাহার প্রাপ্য সামগ্রী, অনন্ত সম্পৎ তাহার অধিকারের বিষয়। তাহাকে তুমি ধন জন মানাদিতে বৃথা বদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ। শক্তি জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য অনন্ত, সেই সকল নিয়ত আয়ত্ত করিবার জন্য সে ব্যস্ত। উপনিষৎ আধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বলিয়াছেন, 'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।' প্রত্যেক আত্মার সম্বন্ধে এই কথাই সত্য। ক্ষুদ্র বিষয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ ব্যক্তিও রোগশোকাদির আঘাতে চৈতন্যলাভ করিয়া এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে।

ভবাব্ধিকাণ্ডারী *—যে ব্যক্তি ভূমাতে সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার জীবনসংসারনিরপেক্ষ, ভবসমুদ্রে তাহার কর্ণধারের কি প্রয়োজন, এরূপ বলা অনবধানতা। ভূমা ভিন্ন কোন আত্মাই সুখানুভব করে না, ভূমাতেই তাহার পরিতৃপ্তি, কিন্তু আত্মা যত দিন সংসারে বিচরণ করিতেছে, তত দিন বিবিধ পরীক্ষা তাহার নিকটে উপস্থিত হইবেই। এই সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আত্মা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে সে ভবসমুদ্রের কাণ্ডারিরূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

ভবভয়হারী—বিপদ্‌রাশিপরিপূর্ণ সংসারসাগর হইতে যিনি আমাদিগকে উত্তীর্ণ করেন, তিনি সংসারভয় হরণ করেন। সংসারে বাস করিতে গিয়া নিয়ত ভয় হয়, কি জানি বা সংসার পাপে নিক্ষেপ করে, ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে। প্রতিসাধককে ভয়ে ভয়ে সংসারে থাকিতে হয়। সে সাধকের হৃদয়কে কে নিঃশঙ্ক করিতে সমর্থ? বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন, তত্ত্বালোচনা, সাধুজনসহবাস ইত্যাদি কিছুতেই আমাদের সংসারভয় নিবৃত্ত হয় না। যিনি ভবভয়হারী তিনিই কেবল আমাদিগের এ ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ। অন্য কেহ বা কিছুই আমাদের ভয় হরণ করিতে পারিবে না, এক ঈশ্বরই কেবল আমাদিগের ভবভয় হরণ করিতে সমর্থ, ইহা জানিয়া সাধক যখন একান্ত ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হন, তখন সেই শরণাপন্নতা মন হইতে সংসারভয় দুর করিয়া দেয়। যিনি এইরূপে সংসার ভয়হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরকে ভবভয়হারী বলিয়া ডাকিয়াছেন।

* কাণ্ডারী—কাণ্ড+আর+ইন্। কাণ্ড—জল; আর—এতদ্দ্বারা গাত হয়। জলে—জলের গতি ফিরাইয়া—যদ্দ্বারা নৌকার গতি নিয়মিত হয় উহাই কাণ্ডার। কাণ্ডার—হালী। যে ব্যক্তি হালী ধারণ করে, সে কাণ্ডারী।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায় সাংসারিকতা উপস্থিত?

বিবেক। সাংসারিকতা বুঝিবার পক্ষে একটি লক্ষণ নয় অনেক গুলি লক্ষণ আছে; তবে প্রধান লক্ষণ অকৃতজ্ঞতা। যেখানে অকৃতজ্ঞতা উপস্থিত, জানিবে সেখানে সাংসারিকতা আধিপত্য লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধি। অকৃতজ্ঞতা কি প্রকারে সাংসারিকতার প্রধান লক্ষণ বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

বিবেক। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর তৎপর মানবমানবীর প্রতি

কৃতজ্ঞ হইবার সহস্র কারণ আছে। মানুষ যখন সাংসারী হয়, সংসারের অধীন হইয়া পড়ে, তখন সে আর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল দান প্রতিনিমেষে লাভ করিতেছে, সে সকলের জন্য ঈশ্বরের নিকটে আপনাকে চিরঋণে বদ্ধ অনুভব করে। এই অনুভূতি তাহাতে সতত জাগ্রৎ থাকাতে কখন সে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধে কোন চিন্তা বা কোন অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সংসারী ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের প্রতি উপেক্ষাশীল ; সেগুলি যেন আপনা হইতে আসিতেছে, তাহাতে আর ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে-বদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন, এইরূপ মনে করে। দৈনিক দান-গুলির জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সে আপনার মানসিক কল্পনার প্ররোচনায় যে সকল বিষয় চায়, সে সকল পায় না বলিয়া সে ঈশ্বরের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত। ঈশ্বর তাহার নিকটে দয়াময় নহেন অতি নিষ্ঠুর। যেখানে দেখিবে দৈনিক দানের প্রতি অবহেলা, তজ্জন্য আনুগত্য স্বীকারে আসাধ, জানিবে সেখানে সংসার আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তুমি মনে করিও না, ঈশ্বরকে মুখে প্রশংসা করিলে বা স্তুতিবাদ করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, যথার্থ কৃতজ্ঞতা তাঁহার ইচ্ছাপ্রতি-পালনে। ইচ্ছাপ্রতিপালনের অন্য নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের প্রতি যদি তোমার অবহেলা ঘটিয়া থাকে, তুমি ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছ, সংসার তোমায় অধিকার করিয়াছে। মানব মানবীর প্রতি অকৃতজ্ঞতাও সংসারিকতা উপস্থিত না হইলে ঘটে না। যিনি একবার তোমার কোন উপকার করিয়াছেন, তৎপ্রতি তুমি আর কোন কালে কোন হেতুতে উপেক্ষা দেখাইতে পার না। তাঁহার নিকটে আনুগত্যস্বীকার কৃতজ্ঞতা। উপকার পাইয়া যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সাংসারিকতা উপস্থিত।

বুদ্ধি। ঈশ্বরের নিকটে আনুগত্য স্বীকারে কোন দোষ উপস্থিত হয় না। মানুষের নিকটে আনুগত্য স্বীকার করিতে গিয়া পাপে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আনুগত্যস্বীকার দেখিলেই মানুষ তাহা হইতে আপনার সন্তুষ্টিসাধন করিয়া লইতে চায়। মানুষের সন্তুষ্টিসাধন করিতে গেলেই পাপ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

বিবেক। কাহারও অনুরোধে তুমি পাপ করিতে পার না, কেন না পাপ করিলেই ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। তুমি কি মনে কর যে, তুমি ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে? ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া তুমি মানুষের নিকটে প্রাপ্তোপকারের জন্য অনুগত থাকিতে পার। এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল, যে ব্যক্তি কোন ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আত্মসন্তুষ্টিসাধনের জন্য পাপ করিতে বলিতে সাহস করিতে পারে? তবে তোমার ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা সমুচিত যে,উপকারী ব্যক্তির সন্তোষসাধন তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি তাঁহার সন্তোষসাধন করিবার তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে পার, যদ্দ্বারা ঈশ্বর ও মানব উভয়েরই সন্তোষসাধন হয়। যদি কোথাও এমন হয় যে,ঈদৃশ উপায় থাকিতে তুমি তাঁহার সন্তোষসাধন না করিয়া তাঁহার ক্লেশের কারণ হইলে, তাহা হইলে জানিও তোমাতে সাংসারিকতা উপস্থিত। সেই সাংসারিকতা তোমায় উপকারীর প্রতি উপেক্ষাশীল করিয়া তুলিয়াছে এবং কতকগুলি কুযুক্তি তোমার নিকটে উপস্থিত করিয়া তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। জানিও, তুমি এ সময়ে কেবল মানবের প্রতি অকৃতজ্ঞ নও, ঈশ্বরের প্রতিও অকৃতজ্ঞ ; কেন না ধর্ম্ম তোমাতে বিপদ্‌গ্রস্ত।

প্রাপ্ত।

খ্রীষ্টবাদীদিগের ধর্ম্মপুস্তক।

খ্রীষ্টানেরা বাইবেলকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা সচরাচর বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের মুখের বাণী শুনিয়া ইহুদি ভবিষ্যদ্বক্তা ও মহাজনগণ এই পুস্তক লেখেন; অতএব ইহার প্রত্যেক কথা সত্য। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের ও অন্যান্য সমস্তের ধর্ম্মমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে বাইবেলকে আপ্তবাক্য না বলিলে যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না, স্বর্গ নরকে বিশ্বাস করা যায় না, শেষ বিচারদিনেও বিশ্বাস স্থাপন করা দুরূহ। তাঁহাদের নিকট বাইবেলের বর্ণিত প্রত্যেক ঘটনা সত্য ও ঐতিহাসিক, প্রত্যেক আচার ব্যবহার প্রথা ঈশ্বরানুমোদিত ও ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত ; অতএব আমাদের অনুসরণীয়। ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানদের পরিচয় ব্রাহ্মসমাজে দেওয়া বাহুল্য। তাঁহাদের বিরোধী সমাজে অর্থাৎ ত্রিনীতিবাদী খ্রীষ্টানগণই বাইবেলকে আপ্তবাক্য বলিয়া থাকেন। রোমাণকাথলিক ও যাবতীয় প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় সকলেই ত্রিনীতিবাদী অর্থাৎ তাঁহারা পিতা পুত্র, পবিত্রাত্মায় বিশ্বাস করেন।

আপ্তবাক্যের প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার একমাত্র উত্তর এই পাওয়া যায় যে, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাপরম্পরায় শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ—উক্ত পুস্তকে লিখিত নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই সামঞ্জস্য ও আদর্শের বিচার করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বহুকাল হইতেই ইয়ুরোপে এমন লোক ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা বাইবেলকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকৃত। অধুনা অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত হিব্রু ও গ্রীক ভাষার আলোচনা করিয়া ও পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, যে বাইবেলের সামঞ্জস্যে বিশ্বাস রাখা কঠিন। ইহাদের মধ্যে জর্ম্মণ, ডচ্‌ ও ফরাসী পণ্ডিতই অধিক। তাঁহারা সকলেই

একবাক্যে বলেন যে, বাইবেলকে আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, বরং তাহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট (Inspired) গ্রন্থ বলিয়া মানিলে ভাল হয়। গোঁড়া খ্রীষ্টানসমাজেও এমন অনেক ধর্ম্মযাজক দেখা যায়, যাঁহারা এই পণ্ডিতদিগের মতে মত দেন। বাইবেলের ভাষার চর্চ্চা করিয়া ও অন্যান্য সমসাময়িক ইহুদি ও গ্রীক গ্রন্থকে সাক্ষিস্বরূপ করিয়া উক্ত পণ্ডিতেরা যে ব্যাখ্যান করেন, তাহা বিলাতে Higher Criticism of the Bible বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই Higher Criticism বা প্রকৃষ্ট সমালোচনা অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে বাইবেলের সামঞ্জস্য খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

সকলেই জানেন, বাইবেল অনেকগুলি পুস্তকের সমষ্টি, ইহা এক একখানি গ্রন্থ নহে। নির্ঘণ্ট দেখিলে ৬৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক দেখা যায়, তন্মধ্যে ৩৯ খানি পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের (Old Testaments) এবং ২৭ খানি নূতন ধর্ম্মনিয়মের (New Testaments) অন্তর্গত। পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের প্রায় সকল গুলিই হিব্রু ভাষায় লিখিত, কেবল (Ezra, Daniel) দুই খানি পুস্তকার কতক অংশ আরামীয় ভাষায় লিখিত। খ্রীষ্টের পাঁচ শত শতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র ইহুদিজাতি বন্দীভাবে বাবিলোনীয়ায় নীত হয়, এই সময় পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে হিব্রুভাষা প্রচলিত ছিল। বাবিলোন হইতে কারামুক্ত হইয়া ফিরিবার পর আরামীয় ভাষা ঐ প্রদেশের ভাষা হয়। ধর্ম্মযাজক, পুরোহিত ও পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে হিব্রুভাষা প্রচলিত ছিল, জনসাধারণে আরামীয় ভাষা ব্যবহার করিত। * যীশুখ্রীষ্ট এই আরামীয় ভাষায় উপদেশ দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নূতন ধর্ম্মনিয়ম গ্রীক ভাষাতে লিখিত, অতএব দেখুন দুইবার ভাষান্তরিত করিয়া তবে আমরা বাইবেল পড়িতে সক্ষম হইতেছি। গ্রীক ভাষায় নূতন ধর্ম্মনিয়ম লিখিবার কারণ এই যে, গ্রীস দেশে ও গ্রীসীয় উপনিবেশসমূহে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রসার হয়, অপিচ সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে পুরাতন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য গ্রীক ভাষার আদর ছিল।

যখন এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয় তখন যে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, এ কথা আর বলিতে হইবে না। হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়াই বাইবেল সঙ্কলিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত † অনেকগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির পাঠ এক নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য ও প্রভেদ দেখা যায়। গ্রীক চর্চ্চের পাদপীঠ সেণ্টপীটার্সবর্গ নগরে যে পুঁথিদ্বয় রক্ষিত আছে, পণ্ডিতগণের মতে সেই দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমহীন। আমরা যে সকল বাইবেল পড়িয়া থাকি তাহা ঐ পুঁথিদ্বয়েরই অনুবাদ। পুরাতন হিব্রু ও গ্রীক ভাষা এখন আর জগতে প্রচলিত নাই, সুতরাং ঐ দুই ভাষা শিখিতে হইলে বিশেষ যত্ন ও সামর্থ্যের প্রয়োজন। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয়গণ, বিশেষতঃ ইংরাজগণ, এই দুই ভাষা ভাল জানিতেন না, কাজেই প্রথম জেম্‌স্ রাজার সময়ের বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ অনেক ভ্রমপূর্ণ। এখন ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ায় বাইবেলের নূতন সংশোধিত সংস্করণ (Revised Version) করিতে হইয়াছে, অতএব আমরা দেখিতেছি যে বাইবেলের কোনও পদ সত্য কি না তাহা জানিতে হইলে অনুবাদকের ও পুঁথিলেখকের নকল-নবিশের জ্ঞান ও সততার উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দুইটী কথা মনে রাখিয়া বাইবেলের আনুপূর্ব্বিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ।

* যেমন আমাদের দেশে পুরাকালে ভদ্র ও শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন কিন্তু স্ত্রীলোক ও ইতরলোক সকলের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল।

† পুরাতন ধর্ম্মনিয়মের সহস্রাধিক ও নূতন ধর্ম্মনিয়মের লক্ষাধিক।

উপাসনাশ্রমে উপদেশ।

ঈশ্বরের সকরুণ প্রেম।

১৭ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

সন্তানের জন্য ব্রহ্মাণ্ডপতি কাঁদেন, একথা শুনিলে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, অনন্ত পরমেশ্বর যিনি তিনি জ্ঞানাতীত, তাঁহাতে রোগ শোক কষ্ট কিছুই সম্ভবে না; তিনি কার জন্য এত ব্যস্ত, কার জন্য এত অধীর যে তিনি রোদন করিবেন? নববিধানবাদীরা ঈশ্বরকে জ্ঞানিগণের নিকটে নিন্দিত করিল, তাঁহাতে এমন সমুদায় বিষয় আরোপ করিল, যাহাতে বিশ্বাস-বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, লোকের যেটুকু ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তাহাও তাহাদিগের জন্য দেখি বিপদগ্রস্ত হয়। কেশবচন্দ্র এ নিন্দাবাদে কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই। সন্তানের জন্য জননীর এত দূর ব্যস্ততা তিনি সময়ে সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জননী আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, এরূপ বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এ সকল কথা ইউরোপীয়গণের কাণে যায় নাই, কিন্তু যতটুকু গিয়াছে তাহাতেই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেশবচন্দ্র শেষ সময়ে এত দূর বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত না জ্ঞানিগণের না সাধারণের সহানুভূতি করিবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশীয় লোকে তাঁহার উপরে দোষারোপ করিল, আমরা স্বদেশীয় হইয়া কি তাঁহার ভাবগ্রাহী? আমরা যদি তাঁহার ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারি, আমাদিগকেও তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে। ঈশ্বরের কথা দূরে, স্বর্গে যাঁহারা নিরন্তর আনন্দে আছেন, যাঁহারা সেখানে জরা মৃত্যুর অধীন নহেন, তাঁহারা নরলোকের দুঃখে কাঁদিতেছেন, ইহা কি আমরা বলিতে পারি? যেখানে অবিশ্রান্ত আনন্দ সেখানে ক্রন্দন, কি ভয়ানক কথা! ইহা কি কখন কেহ বিশ্বাস

করিতে পারে? আমরাই বা ইহাতে কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? যদি বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে ধর্ম্মের মিষ্টতা চলিয়া যাইবে, এই ভয়ে কি মিথ্যা আশ্রয় করিব? মিষ্টতা না থাকে তাহাও বরং ভাল, তথাপি মিথ্যার অনুসরণ করা হইবে না।

অনন্তের অনন্ত ভাব গভীর কবিত্ব বিনা কোন কালে ব্যক্ত হয় না। প্রতিজীবের জন্য অনন্তের অনন্ত ব্যস্ততা যদি আমাদের দুর্ব্বল ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্য অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন, ইহা না বলিয়া আর কোন কথায় আমরা সে ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। তিনি যাহা করিতেছেন নিত্যকাল করিতেছেন, তাঁহার কার্য্যের নিমেষের জন্য বিশ্রাম নাই, ইহা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেই হইবে। আমাদের নিয়ত ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাই বলিয়া কি আমরা মানিব তাঁহারও ভাবের পরিবর্ত্তন হয়? ঈশ্বর অনন্ত প্রেম, তাঁহার অনন্ত প্রেম অবিচ্ছেদে আমাদের কল্যাণ চায়। আমরা অকল্যাণের পথে ধাবিত হইতেছি, তাঁহার প্রেম নিয়ত আমাদিগকে কল্যাণের পথে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে। সে যত্নের কি বিরাম আছে? সেই যত্নেই তাঁহার অনন্ত শক্তির আমরা পরিচয় পাই। জগতের যাহা কিছু এই প্রযত্নসম্ভূত, এই প্রযত্ন চির কল্যাণ প্রসব করে। এই প্রযত্নের অন্য নাম সন্তানের জন্য জননীর ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততা আরও একটু কবিত্বের দৃষ্টিতে দেখিলে অবিরল অশ্রুবর্ষণ। খ্রীষ্টশাস্ত্রও মনের প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করিতে এ কবিত্বের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন নাই। কেন না তন্মধ্যে লিখিত আছে, "এইরূপ পরমাত্মা আমাদিগের দুর্ব্বলতা মধ্যে সহায়তা প্রদান করেন। কারণ কিসের জন্য কিরূপ সমুচিত প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু যে কাতরধ্বনি কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, ঈদৃশ কাতরধ্বনিতে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আমাদিগের হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" আত্মাতে ঈশ্বরের প্রকাশ পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা। আমরা উচিত প্রার্থনা জানি না তিনি আমাদের হইয়া কাতরধ্বনিতে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, ইহা বলাও যাহা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়ত কাতর, ইহা বলাও তাহা। অনুচিত প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সমুচিত প্রার্থনা শেখান জননীর কার্য্য। তাঁহার নিকটে কি চাওয়া উচিত, কি চাওয়া উচিত নয়, তিনি না শিখাইলে কে তাহা শিখাইবে? তিনি আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত সকলই করিতেছেন, এবং আমাদের জন্যই তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত।

আমাদের কল্যাণের জন্য অনন্ত ঈশ্বরের যদি অনন্ত যত্ন হইল, তাহা হইলে আমাদের পাপাচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হন একথা বলা যাইতে পারে কি না? অনন্তে ক্ষোভ উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? গভীর প্রসারিত জলধিও বাতাহত হইয়া ক্ষুব্ধ হইতে পারে, কেন না উহা সীমাবিশিষ্ট দ্রবপদার্থময়। অনন্ত প্রেমজলধিসম্বন্ধে ইহা সম্ভব হইবে কিরূপে? ক্ষুব্ধ না হইলে ক্রন্দন আসে না, সুতরাং অনন্তপ্রেমের ক্ষোভও নাই, ক্রন্দনও নাই। যদি বলি তিনি যা চান আমাদের নিকটে তাহা না পাইয়া ক্ষুব্ধ, তাও বলিতে পারি না, তিনি যা চান তাহা হইবেই হইবে ইহা যখন তাঁহার নিশ্চয় আছে এবং তিনি যখন ক্ষণ মুহূর্ত্তও দণ্ডে আবদ্ধ নন, তখন আবার তাঁহার ক্ষোভের বিষয় কি? অনুচিত কবিত্বের অনুরোধে যাহা তাঁহাতে সম্ভব নহে, তাহা তাঁহাতে আরোপ করিয়া কি কখন আধ্যাত্মিকতাবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে? মানিলাম নাই, কিন্তু তাঁহার পাপীর সঙ্গে ব্যবহার দেখিয়া যদি কেহ মানবীয় ভাষায় তাহা বর্ণন করিতে চায়, তাহা হইলে ভাষার দরিদ্রতাবশতঃ কি তাহাকে কবিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না? মনে কর, এক জন পাপী নিয়ত পাপাচরণ করিতেছে; কিছুতেই তাহার চৈতন্যোদয় হইতেছে না। আমরা তাহাকে সকলেই ছাড়িলাম, অনন্ত প্রেম কি তাহাকে ছাড়িতে পারিলেন? তাহাকে ছাড়া তাঁহার পক্ষে কোন কালে সম্ভব নহে। জননী তাহাকে ছাড়িলেন না, সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন; কেন না যদি না থাকেন তাহা হইলে তাহার জীবনই চলে না। কিন্তু রহিলেন কি নিশ্চেষ্টভাবে? তুমি আমি তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিতে পারি, কিন্তু যাঁহার ক্রিয়ার কোন কালে বিরতি নাই, পাপীর কল্যাণসম্বন্ধে তাঁহার ক্রিয়ার বিরাম হইবে কি প্রকারে? তিনি পাপীকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত সমুদায় শক্তি প্রভৃতি স্বাধীনভাবে তাহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, সে উহার ভাল মন্দ দুই ব্যবহারই করিতে পারে। এক বার যে অধিকার তিনি দিয়াছেন, সে অধিকার বলপূর্ব্বক তিনি কাড়িয়া লইতে পারেন না। তাকে সচেতন করিয়া দিলে সে যখন আপনা হইতে আপনাকে তাঁর চরণতলে অর্পণ করিবে, তখন তিনি তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। এই যে মাঝখানটা—যখন পাপীর চেতনা হয় না তখন তাহার চেতনার জন্য ভগবান্ কত কি করিতেছেন—এই মাঝখানটার নাম, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোস্তাকুস্তি ধ্বস্তাধ্বস্তি। তুমি বলিবে, এটি তাঁর খেলা বা লীলা। বল ক্ষতি নাই, কিন্তু এ খেলা বা লীলার ভিতরে ব্যস্ততা ক্রন্দন সকলই তুমি লাগাইতে পার, কেন না অনন্তের ধ্বস্তাধ্বস্তি কোস্তাকুস্তি কিছু সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, উহার মধ্যে যে নিরবচ্ছেদ ক্রিয়া আছে। অনন্ত যদি ফাঁকা অনন্ত হইতেন, প্রেম যদি উহার মূল উপাদান না হইত, তাহা হইলে প্রেমের সুকোমল ভাব ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন হইত না। অনন্ত প্রেমের অনন্ত সুকোমলতা। এই সুকোমলতা—কোস্তাকুস্তি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, ব্যস্ততা, ক্ষোভ ও ক্রন্দন বিনা—অন্য কোন্ কথায়, বল, প্রকাশ করিবে? তুমি বলিবে, নির্ব্বিকার ঈশ্বরসম্বন্ধে যে সকল শব্দে বিকারিত্ব বুঝায় সে সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে লোকের মনে মিথ্যাসংস্কার উপস্থিত হইবে। হইতে পারে, কিন্তু বিকার বাদ দিয়া যে বিশুদ্ধ ভাবটুকু থাকে, তাহা এ ছাড়া কোন্ শব্দে প্রকাশ পাইবে বল? তাঁহার অবিকারিত্ব মনে রাখিয়া যে কোন শব্দে অনন্তপ্রেমের উপযুক্ত

ভাব প্রকাশ পায়, ভক্তেরা সে শব্দ ব্যবহার ছাড়িতে পারেন না। যদি ছাড়েন ভক্তি সঙ্কুচিত হয়, সত্যের অপলাপ হয়।

পাপী যদি অনন্ত প্রেমের অনন্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ঙ্গম করিত, তাহা হইলে কি আর সে পাপে ডুবিয়া থাকিত? পৃথিবীর বৃদ্ধ পিতামহের মনে ক্লেশ দিতে আমাদের কত কষ্ট হয়। এই ক্লেশ-বোধ অনেক সময়ে আমাদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখে। পাপে কুল কলঙ্কিত এবং তাঁহাদের শুক্লকেশের অবমাননা হইবে, তাঁহাদিগকে অসহ্য যাতনা দেওয়া হইবে, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারি না। ব্রহ্মকুলে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মসন্তান। ব্রহ্মের অনন্ত ভালবাসা আমাদিগের উপরে। তিনি কত আমাদিগকে ভালবাসেন, ইহা যদি আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতাম, তাহা হইলে কি আর আমাদের পাপ করিবার বাসনা হইত? যাঁহাদের মনে সে প্রেমের কোমলতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা দেখেন, একটি সামান্য পাপচিন্তা করিলে অনন্ত প্রেমচক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হয়, সুতরাং আর কি তাঁহারা প্রেমের বিরুদ্ধে মন্দ আচরণ করিতে পারেন? তাঁহাদের কাণে সর্ব্বদা এইরূপ সুকোমল কথা লাগিয়া রহিয়াছে, "সন্তান, আর কত দিন পাপসাগরে ডুবিয়া থাকিবে? আমি যে অনন্ত দয়া তাহা কি তুমি জান না? তুমি সহস্র প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও আমি কি সে বিরুদ্ধাচরণের প্রতিশোধ লইতে পারি? আমার প্রাণে তুমি প্রাণবান্; আমি তোমার পাপ দেখিয়া আমার প্রাণ হইতে তোমায় বিদায় করিয়া দিব, ইহা কি কখন সম্ভব? তোমার বন্ধুবান্ধব তোমায় ছাড়িয়া স্থানান্তর হইতে পারে, কতক দিনের জন্য দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিতে পারে; কিন্তু আমি যে কাল ও দেশের অতীত, তোমায় ছাড়িয়া যাওয়ার যে আমার ক্ষণ নাই, স্থান নাই। তুমি পাপ করিয়া না হয় লোকালয় ছাড়িয়া পলায়ন করিলে, আমি পলায়ন করি কোথায়? আমায় যে তোমার সঙ্গেই নিয়ত থাকিতে হয়। আমি তোমার জন্য এত ব্যস্ত, তুমি কিন্তু আমার প্রতি ফিরিয়াও তাকাও না। তুমি আমার ব্যথায় ব্যথিত হইলে না। অনন্ত হইয়া আমি তোমাদের নিকটে ধরা পড়িয়াছি; নৈলে কি আর আমি প্রেম সঙ্কোচ করিতে পারিতাম না।" সাধকেরা জননীর এইরূপ অনুরোধবাক্য হৃদয়ে শুনিয়া আর তাঁহার প্রেমে আঘাত দিতে পারেন না, চিরদিনের জন্য তাঁহারই হইয়া যান। আমরা কি সাধকগণের ন্যায় মার ব্যথার ব্যাথী হইব না? পৃথিবীর জননীর সহিবার একটা সীমা আছে তার পর আর তিনি সহিতে পারেন না। জননীর অনন্ত সহিষ্ণুতা, সেই সহিষ্ণুতায় সাহসী হইয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার কি আমাদের পক্ষে শোভা পায়?

মা যেমন, তাঁহার সন্তানগণও তেমনি। আমাদের মনে হয়, ঈশা পৃথিবীতে ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন, পতিত মানবের জন্য কত ক্লেশ ভোগ করিলেন। তিনি কি স্বর্গে গিয়া আমাদের জন্য কাঁদিতেছেন। এত দুঃখক্লেশের পর চিরশান্তি চিরসুখে মগ্ন থাকিবেন ইহাই তো স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য পৃথিবীর পাপ দুঃখ দেখিয়া হতচেতন হইয়াছিলেন, তাহার দুঃখমোচনার্থ কত কাঁদিলেন, প্রাণসমা পত্নী ভক্তিভাজন জননীকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসব্রত আশ্রয় করিলেন, আজ তাঁহার আর সে কান্নার দিন নাই, তিনি স্বর্গে হরিপ্রেমে মত্ত, তিনি এখন আর আমাদের জন্য কাঁদিবেন কেন? শাক্য রাজত্যাগ করিলেন, অন্তরে বাহিরে কত পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইলেন, তিনি যখন চিরনির্ব্বাণে নিমগ্ন, তাঁহাতে কি এখন কোন বিকার সম্ভবপর? আমরা এরূপ সংশয় কখন করিতে পারি না। মা যাহা করেন, সন্তানগণ তাহাই করেন। মাতে যাহা সম্ভব, সন্তানগণেতেও তাহাই সম্ভব। পৃথিবীর প্রতি তাঁহাদের যে প্রেম ছিল, সে প্রেম এখন বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রেম সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, এখন যদি ইহলোক পরলোক উভয়ব্যাপী সে প্রেম না হইল, তাহা হইলে প্রেম বাড়িয়াছে, ইহা কি প্রকারে বলিব? অপরের পাপ দুঃখ দেখিয়া যে প্রেম উদাসীন থাকিতে পারে, সে প্রেম কি প্রেম? হয় বল স্বর্গে প্রেম নাই, না হয় বল স্বর্গের প্রেম অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ঈশা, গৌর, গৌতম যে পৃথিবীর সঙ্গে এক দিন সম্বন্ধ ছিলেন, যে পৃথিবীর জন্য এত অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন, সে পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা বলা তাঁহাদের অবমাননা।

কেশব আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার মতে চলিলাম না বলিয়া তিনি কত দুঃখ করিয়া ক্লেশে যন্ত্রণায় শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কান্না কি আজ থামিয়াছে? যাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, যাই শরীর গেল, আর অমনি তাঁহাদের সহিত তাঁহার সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, একথা আমরা প্রাণ থাকিতে কখন বলিতে পারিব না। আমাদের জন্য মা কাঁদিতেছেন, ভাই কাঁদিতেছেন, ঈশা কাঁদিতেছেন, সকল মহাজনগণ কাঁদিতেছেন। ক্রন্দন, ক্রন্দন, কেবল ক্রন্দনধ্বনি। এ করুণ ক্রন্দনধ্বনি কি আকাশেই মিলাইয়া যাইবে? আমরা কি উহা শুনিব না? আমরা কি কেবল উপেক্ষাই করিব? আমাদের জন্য এত ক্রন্দন, আমরা কি নির্ম্মম প্রস্তর? আমরা কি দুঃখে গলিয়া গিয়া, মার আদেশ পালন এবং স্বর্গস্থ ঈশ্বরসন্ততিগণের অভিমত কার্য্য করিতে ব্যস্ত হইব না? যিনি আমাদের উপরে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, আমাদের দুঃখে যাঁর পূর্ণ সহানুভূতি, যাঁর সহানুভূতি রোদনের ধ্বনি হইয়া আমাদের আত্মার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সেই মার প্রতি আমরা কি কখন উদাসীন থাকিতে পারি? তাঁহার রোদন নিবারণ হয়, তজ্জন্য কি আমরা উৎসুক হইব না? মার বিরুদ্ধে চলিতে গিয়া অনন্ত সুখে নিমগ্ন স্বর্গস্থ জ্যেষ্ঠগণের হৃদয়ে যাহাতে আঘাত না দি, তার জন্য যত্ন করা কি আমাদের উচিত নয়? আপনার প্রেমে আপনি পাগল হইয়া জননী আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমরা তাঁহার ডাকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আর যেন তাঁহাকে ব্যথিত না করি। আমাদের জননী আমাদের জন্য নিয়ত ব্যস্ত ইহা জানিয়া আমরাও

ব্যস্তচিত্ত হইয়া একেবারে তাঁহার হইয়া যাই, তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সংবাদ।

সুযোগ্য একেশ্বরবাদী প্রচারক শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত ফ্লেচার উয়িলিয়ম সাহেব প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে এল্‌বার্টহলে ইংরাজিতে ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মগণ উপস্থিত হইয়া তাহাতে যোগ দিতেছেন। অনেক মহিলাও উপস্থিত হন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক দুই শত কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত লোক সেই উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও একজন আছেন। শ্রীযুক্ত কে, জি গুপ্ত মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র গুপ্ত সঙ্গীত করেন, কোন বঙ্গীয় মহিলা হারমোনিয়ম বাজাইয়া থাকেন। সাহেবের উপদেশ দার্শনিক, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ হয়। তাঁহার উপাসনা-প্রণালী আমাদের উপাসনাপ্রণালীর অনুরূপ নহে। তাহাতে আরাধনা পদ্ধতি নাই বলিলেই হয়। একপ্রকার ঈশ্বরগুণানুবাদ ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করা হইয়া থাকে। প্রার্থনাই সেই উপাসনার প্রধান অঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কিছু কিছু পাঠ হয়, সাধু মহাজনদিগকেও সম্মান দান করা হইয়া থাকে। তিনি বাইবেলকে একমাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বা একমাত্র ঈশ্বরাবতার মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার ধর্ম্মমত ও আমাদের ধর্ম্মমতে অধিক ভিন্নতা নাই। তিনি দুই বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ ভারতবর্ষে স্থিতি করিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহের সহিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যে আমাদের বিশেষ সহানুভূতি আছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যে সমবেতভাবে তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিতেছেন, ইহা তৎপক্ষে আহ্লাদের বিষয়। ফ্লেচার উয়িলিয়ম সাহেব কিছু দিনের জন্য শীঘ্রই প্রচারার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছেন।

প্রতিবৎসর প্রচারাশ্রমের দুর্গোৎসবের কয়েক দিন শারদীয় উৎসব হইয়া থাকে, এবারও তাহা হইবে।

উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায় একটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই মাস হইল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক কন্যার জাতকর্ম্ম হইয়াছে পাঠকবর্গ, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিগত ৩১ ভাদ্র সেই কন্যারত্নটী তাহার জন্মগ্রহণের আড়াই মাস অতীত হইতেই কটকস্থ স্বীয় মাতামহের আলয়ে জননীর ক্রোড়শূন্য করিয়া দিব্যধামে পরম-মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছে। বিশ্বজননী শোকসন্তপ্ত পিতা-মাতার ও আত্মীয়গণের মনে সান্ত্বনা বিধান করুন। বিগত ৩রা আশ্বিন প্রচারাশ্রমে প্রাত্যহিক উপাসনায় এই শোকঘটনা উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২রা আশ্বিন সিবিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার আর এল্ দত্ত মহাশয়ের কলিকাতাস্থ আবাসে তাঁহার প্রথমা দৌহিত্রী স্বর্গগত জহরলালের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী আশালতার জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ৩১শে ভাদ্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যমজ পুত্র ও কন্যার শুভ জাতকর্ম্ম শিশুদিগের মাতামহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ আবাসে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১লা আশ্বিনের পত্রিকায় আমরা আমাদের সমবিশ্বাসী প্রাচীন বন্ধু বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। এবার আমরা দুঃখের সহিত পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, গত বুধবার রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় তিনি কলিকাতার সন্নিহিত টালাস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয়ের আবাসে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এক কন্যা ও জামাতা এবং কয়েকজন দৌহিত্র ও ভ্রাতুস্পুত্র বিদ্যমান। দেহত্যাগের সময় তাঁহাদের কেহই নিকটে ছিলেন না। শারদীয় উৎসবের ছুটী উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্য আমাদের যন্ত্রালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের কার্য্য ৩। ৪ দিন পূর্ব্বে শেষ করিতে হইয়াছে, সময় ও স্থানাভাবে বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের বিষয় এবার আমরা কিছুই লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না।

প্রেরিত।

সিরাজগঞ্জে নববিধানমন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

১৩০৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ব্রহ্মমন্দিরটি ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হয়। অনাথাশ্রম উঠিয়া গেল। ক্রমে ব্রাহ্মপল্লির অবস্থা হীন হইয়া পড়িল, এবং মাইনর স্কুলের সহিত ব্রাহ্মগণের সংস্রব অতি কম হইয়া গেল। আমাদের প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয়মাত্র সপরিবারে সিরাজগঞ্জে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মনাম স্থিরতর রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক মাসে এ দাস সিরাজগঞ্জমধ্যে প্রকাশ্য স্থানে একটী বাসা ক্রয় করে। মা জগজ্জননীর অপার কৃপায় এই বাসাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিরাজগঞ্জে একটি নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, ইচ্ছা অনেক দিন হইল আমার মনে ছিল; কিন্তু নানা কারণে এতদিন আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। সিরাজগঞ্জের বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিধানানুরাগী। নববিধানব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা তাঁহাদের প্রাণগত বাসনা। ১৩০৬ সনের কার্ত্তিক মাসে প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনদয়াল রায় মহাশয়ের সিরাজগঞ্জের বাসায় উপাসনা করিতেছিলাম, এমন সময় মা

এ পাপীর প্রাণে ইঙ্গিত করিলেন "তুই বাসা করিয়া বেশ ভাড়া লইতেছিস্, কিন্তু এখনও আমার উপাসনার জন্য মন্দির করিলি না।" এই কথা শুনিয়া তখনই আমার প্রাণের বন্ধু শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সেন মহাশয়কে তাড়াতাড়ি একখানি উপাসনাগৃহ প্রস্তুত করিতে বলি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া গৃহ যথাসময়ে প্রস্তুত করেন। এই বন্ধুর সাহায্য ভিন্ন কদাচ এ কার্য্য সুসম্পন্ন হও য়ার সম্ভাবনা ছিল না। বিগত ফাগুন মাসে সিরাজগঞ্জে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ আমাদের আশা ছিল,কিন্তু এ দাসের শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে তৎকালে আশা পূর্ণ হয় নাই। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের পীড়ার সংবাদে আমার হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইল।

বিধাতার কৃপায় তাঁহারা সুস্থ হইয়া আষাঢ় মাসের শেষভাগে সিরাজগঞ্জে পাদার্পণ করিবেন শুনিয়া আশান্বিত হইয়া সিরাজগঞ্জে যাইবার উদ্যোগ করিলাম, কিন্তু পুনরায় এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় যাওয়া সম্বন্ধে নিরাশা হইতে হইল; কিন্তু মা হঠাৎ যাইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। ২৩শে আষাঢ় শনিবার আমি সিরাজগঞ্জে রওনা হইলাম। সিরাজগঞ্জে যাইবার কালে মার দিকে মন বড়ই আকৃষ্ট হইল কিন্তু ভয় হইতে লাগিল কিরূপে তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সিরাজগঞ্জে পৌঁছিলে আমি আমার ভক্তিভাজন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ইনি এবং পিতৃব্যাণী মহাশয়া আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন এবং পিতৃব্য মহাশয়ের যত্নে আমি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছি। ইনি প্রাচীনধর্ম্মে বিশেষ পরিনিষ্ঠ হইলেও, ভগবানের কৃপায় বিধানের কার্য্যে কিছুমাত্রই প্রতিবন্ধকতা করেন নাই, প্রত্যুত আমাদের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এখাকার বিধানবিশ্বাসী বন্ধুগণ মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সংবাদে বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের এবং ঢাকার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় মহাশয়ের আগমনের জন্য টেলিগ্রাফ করা হয় এবং তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই দিন স্থির করিয়া আমরা অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করি। স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী দে বি, এল এবং অন্যান্য কতিপয় বন্ধুর নামে নিমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হয়। কুঞ্জ বাবু এক জন উদারহৃদয় ব্যক্তি। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল সদনুষ্ঠানে ইনি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। মঙ্গলবার বৈকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জে আগমন করেন। বিশেষ প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ ঢাকা ও টাঙ্গাইল হইতে কেহ আসিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইলাম। এ দাসের একখানি বাসাবাটীতে প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগকে অবস্থানের বন্দোবস্ত করা গেল। মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভক্তদ্বয় সিরাজগঞ্জে স্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের আগমনে সিরাজগঞ্জে যেন প্রেমের হাট বসিল। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উপাসনা প্রার্থনা সঙ্গীত বক্তৃতা সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমার ভক্তিভাজন পিতৃব্য মহাশয়ের যত্নে তাঁহার বাসায় ভক্তদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত হয়। আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু ব্যতীত সিরাজগঞ্জের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। নবমন্দির বালকেরা পত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিল। ২৭শে আষাঢ় বুধবার প্রাতে বহু বন্ধু সহকারে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে সকলে প্রবেশ করিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সঙ্গীত করেন। উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীত অতি সুমিষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ এবং ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে গয়লা স্কুলগৃহে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মধুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে স্থানীয় মুন্সেফ বাবুদ্বয়, ডেপুটীবাবু, ডাক্তার উকীল মোক্তার প্রভৃতি বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা হয়, কিন্তু তাহাতেও যেন শ্রোতৃবর্গের আশার নিবৃত্তি হইল না। বক্তা দেখাইলেন হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ভাবে যে ঈশ্বরোপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে তাহাদ্বারা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের নিয়মই প্রকাশিত হইয়াছে, বেদ বেদান্ত ও পুরাণাদি দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্রহ্মজ্ঞান ও প্রার্থনাদিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মধ্যে কিরূপ ক্রমোন্নতি হইয়াছে তাহা বিষদরূপে প্রদর্শন করেন। তিনি বলিলেন খ্রীষ্টীয় জগতেও এই ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা, এই ত্রিনীতি দ্বারা যদিও এই ক্রমের আপাত বিপর্য্যয় বোধ হয়, কিন্তু পুত্র পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক জাত,এইটি স্মরণ করিলে পুত্রেতে ভগবল্লীলার পূর্ব্বে পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মার বিধান ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পুত্রে অর্থাৎ সৃষ্ট জগতে এবং মানবে ও জীবে যিনি লীলা করিতেছেন তিনিই ভগবান্। ২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীগঠনার্থ সভার অধিবেশন হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহা সিরাজগঞ্জের পক্ষে বিশেষ আহ্লাদ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই ঈশ্বরপ্রেরিত ভক্তদ্বয় সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন এবং ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইলেন। এই দুই মহাত্মা ভিন্ন আরও দশ জন ব্যক্তি সমাজের সভ্যশ্রেণীরূপে ভুক্ত হইলেন, তৎপর আরও দুই জন সমাজের সভ্য হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১৪ জন সভ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবমতে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন

মহাশয় সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত দীন দয়াল রায় ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। আপাততঃ উপাসনাকার্য্য পরিচালনার ভার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সেন মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকবর্গের অপরিচিত নহেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকার পাপের কর্ত্তা কে এবং হিন্দু আচারব্যবহারসম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের বিশেষ ভরসা তাঁহার দ্বারা মণ্ডলীর কার্য্যবিধান বিহিতরূপে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিন সায়ংকালে বাসার প্রযুক্ত স্থানে একটী বৃহতী আলোচনা সভা হয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। যে সকল ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতার আকারে একে একে হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বনে তাহার উত্তর প্রদান করেন। প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিতেছিল। এরূপ শিক্ষাপ্রদ আলোচনাসভা আমি কখনও দেখি নাই। বক্তা প্রথমতঃ পরলোকসম্বন্ধে বলেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সিরাজগঞ্জের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপাধ্যায় মহাশয়কে পরকালসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বক্তা অথর্ব্ববেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত পরলোকসম্বন্ধে হিন্দুজাতির মধ্যে যেরূপ মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়া বক্তার নিজের মত প্রকাশ করেন। এই বক্তৃতা অতি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ হইয়াছিল। তৎপর সাধন ভজনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তা বলেন। তৎপর একটি বিজ্ঞ বন্ধু গুরুকরণ আবশ্যক কি না জিজ্ঞাসা করায় বক্তা নিজের জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত অবলম্বনে বলেন, "ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে আমি হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, গুরুকরণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না। গুরুর কতকগুলি লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত গুরু পাওয়া একান্ত সুকঠিন। গৃহস্থের উদাসীনের নিকট মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। গৃহস্থের মধ্যে গুরুলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি অতি বিরল, লক্ষণাক্রান্ত গুরু হইলেও যাঁহার শিষ্যহইতে অর্থাদিপ্রাপ্তির আশা আছে তিনিও বর্জ্জনীয়। বিশেষতঃ এক বর্ষ কাল গুরু শিষ্যকে ও শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করিবেন। এই সকল কারণে আমি গুরুকরণ করিতে পারিলাম না। এদিকে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম আত্মাই আত্মার গুরু। ইহাতে আত্মার প্রতি দৃষ্টি পড়িল এবং আত্মা হইতে পরমাত্মায় গিয়া উপনীত হইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম পরমাত্মাই জীবের যথার্থ গুরু।" এই আলোচনা ভগবানের কৃপায় অতি আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় উপাসনা করেন। উপাসনা অতি সুগম্ভীর, সরস এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। অদ্য মধ্যাহ্নে ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়-দ্বয় আহারান্তে মেলট্রেণে সিরাজগঞ্জ হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন। ইঁহাদের আগমন ও অবস্থিতিতে সিরাজগঞ্জ উৎসবময় হইয়াছিল সুতরাং ইহাদের বিদায়কালে প্রত্যেক ভ্রাতার প্রাণ বিষাদময় হইয়াছিল। প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের অবস্থিতি কালে কত তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল, আমরা কত বিষয় শিক্ষালাভ করিলাম, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রেম ও সেবাতত্ত্ববিষয়ে এবং উপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান, দর্শন ও শাস্ত্রাদিসম্বন্ধে অতি উচ্চ উপদেশ সকল আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয় একবেলা ও শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় দুইবেলা যত্নপূর্ব্বক ভক্তদিগকে ভোজন করান।

মফস্বল হইতে রাজাপুর স্কুলের শ্রদ্ধেয় প্রাচীন হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় ও বাগ্‌বাটীর শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র রায় মহাশয় উৎসবে যোগদান করত সমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক ভ্রাতৃগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত দামোদরপ্রসাদ সরকার শ্রীযুক্ত নীলাম্বর লুই, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ সেন, শ্রীযুক্ত জলধর সরকার প্রভৃতি কএকজন ভ্রাতা সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। মণ্ডলীস্থ সভ্যগণ ব্যতীত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দাস, দ্বিতীয় মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, উকীল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দে, বি এল্, স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ সরকার এবং অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রলোক ভগবানের এই কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা এবং সিরাজগঞ্জের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং আমরা ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি। মা দয়াময়ী বিধানজননী যে এইরূপে তাঁহার উৎসব নির্ব্বাহ করিয়া আমাদের ন্যায় তাঁহার পাপী তাপী সন্তানের পরিত্রাণের উপায় বিধান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। মা তাঁহার এই শিশুসমাজকে জ্ঞান, প্রেম ও বিশ্বাসে দিন দিন বর্দ্ধিত করুন এবং তাঁহার প্রেমক্রোড়ে রক্ষা করিয়া ইহাকে উত্তরবঙ্গে নববিধানপ্রচারের উপায়স্বরূপ করিয়া লউন, তাঁহার চরণে এদা-সের এই বিনীত ভিক্ষা। মা এ দাসকে ও মণ্ডলীস্থ বন্ধুগণকে নববিধানের উপযুক্ত করুন এবং আমরা যাহাতে তাঁহার হস্তে ব্যবহৃত হইতে পারি তদ্রূপ বিধান করুন। মার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

উৎসব শেষ হওয়ার পরে ভগবানের কৃপায় ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রচার কার্য্য উপলক্ষে ৮।১০ দিন সিরাজগঞ্জে স্থিতি করিয়া সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সেবা করেন। তথায় তিনি সমাজে উপাসনা এবং নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া মণ্ডলীর বন্ধু-দিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জলধর সরকার মহাশয়ের গৃহে তিনি অবস্থিতি করেন এবং তাঁহার সেবা ও মণ্ডলীস্থ বন্ধুগণের উৎসাহ দেখিয়া প্রচারকমহাশয় বিশেষ প্রীত হইয়াছেন, এজন্য দয়াময় শ্রীহরিকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করি। মা, তুমি তোমার নবমণ্ডলীকে রক্ষা এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ও কলেবর পরিপুষ্ট করিয়া তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ ও তোমার বিধান জয়যুক্ত কর। ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

চিরদাস

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ১৯ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৮২২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।ৰ্॰ মফঃস্বলে ঐ ৩।॰

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান, তোমার দাসগণ সত্যবাদী, তাঁহারা সত্য ভিন্ন অসত্য স্বার্থ প্রভৃতির অনুসরণ করেন না, ইহা পৃথিবীর নিকটে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এবার যে আশ্চর্য্য অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার চরণে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তুমি যে লীলা দেখাইলে তাহাতে আর তোমাকে দূরস্থ দেবতা বলিয়া যেন কেহ মনে না করে? তুমি আপনি যাহাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াছ, তাহাদিগকে পাপে, দুঃখে, অসত্যে নিপতিত হইতে দিবে না, তোমার এ প্রতিজ্ঞা আমাদিগের নিকটে প্রমাণিত হইল, ইহা অপেক্ষা বল, আমাদিগের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? তুমি আমাদিগেরই সঙ্গে কেবল এই প্রকার ব্যবহার কর, আমরা এরূপ বলিতেছি না, তবে আমরা শীঘ্র তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়া সাবধান হইতে পারি, অপরে তাহা পারে না, মায়া মোহ সংসারাসক্তিতে অন্ধ হইয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষায় গিয়া নিপতিত হয়, যত ক্ষণ না ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তত ক্ষণ তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না। প্রভো, কি আর বলিব, দাসগণের অভয়নিমিত্ত যদি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটাইলে, তাহা হইলে ইহারা সর্ব্বথা ভয়শূন্য হইয়া তোমার গোপনীয় ব্যবহারগুলি সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসবর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্যে প্রকাশ করিয়া যেন লোকদিগকে তোমার প্রতি আস্থাশীল করিতে পারে। দেখিয়াছি, দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশে কিছু হয় না, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তেমন উপকার হয় না, সাধন ভজনাদিও তেমন মনের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না, যেমন তোমার একটি একটি নিগূঢ় ব্যাপার বিশ্বাসশৈলোপরি আমাদিগকে আরূঢ় করিয়া দেয়। জীবনের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত তোমার সুমিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু পৃথিবীর জীবন যত অবসান হইয়া আসিতেছে, তত তোমার ব্যবহার কেবল স্পষ্ট ও সুমিষ্টতর হইতেছে তাহা নহে, উহা অদ্ভুত অলৌকিক আকার ধারণ করিতেছে, যাহা অসম্ভব মনে হয় তাহা সম্ভব করিয়া দিতেছে। তুমি আমাদিগকে তোমার অলৌকিক বল দেখাইবার জন্য সূর্য্যের গতি স্থগিত করিতেছ না, অগ্নিকে শীতল করিতেছ না, প্রাকৃতিক ক্রিয়াসকল বিপরিবর্ত্তিত করিতেছ না, অথচ এমনি করিয়া সকল ঘটনাগুলিকে নিয়মিত করিতেছ যে, তাহা হইতে অদ্ভুত অলৌকিক বিষয় আমাদিগের নিকটে প্রকাশ

পাইতেছে। এ সকল দেখিয়া আমাদিগের অভিমান জন্মিবার কোন কারণ নাই, কেন না এসকলের মধ্যে তোমার হস্ত ভিন্ন আমাদের একটুও হাত নাই। হে দেব, যদি বৃদ্ধবয়সে আমাদিগকে এই রূপে তোমার করিয়া লইবে মনে করিয়াছ, তাহা হইলে আর কেন আমরা বিলম্ব করি, একেবারে অবশিষ্ট জীবনে আমরা তোমারই হইয়া যাই। তোমার লীলা দেখিয়া শুদ্ধ অবাক্ হইলে চলিবে না, একেবারে আমাদিগকে তোমার চরণতলে বিক্রয় করিয়া আমিত্বশূন্য হইতে হইবে,ইহা জানিয়া আমরা তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিতেছি। হে নাথ করুণাসিন্ধু, তুমি আমাদিগকে শীঘ্র আত্মসাৎ করিয়া লইয়া কৃতার্থ কর। আমরা তোমারই, তোমারই একথা কেবল মুখে বলিব না, কিন্তু বাস্তবিক তোমারই হইয়া সফলজীবন হইব এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

শারদীয় উৎসব।

বর্ষে বর্ষে চারি দিন ব্যাপিয়া শারদীয় উৎসব হইয়া থাকে। এবারও সে উৎসব ৩ সংখ্যক রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে প্রচারাশ্রমে পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় সম্পাদিত হইয়াছে। ১৫ই আশ্বিন সোম বার সপ্তমীর দিনে তৃতীয়তলস্থ উপাসনাকুটীরের সম্মুখে চন্দ্রাতপের নিম্নে, তৎপর কয়েক দিন পুনর্ব্বার বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে দ্বিতলে উপাসনাকার্য্য হয়। প্রতিদিন সায়ংকালে কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনা পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। নরনারী সকলে উৎসবোপলক্ষে আগমন করিয়া মাতৃপূজায় যোগদানপূর্ব্বক আশ্রমকে ধন্য করিয়াছেন। সোমবারে উপাসনান্তে যে উপদেশ হয় তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের মা কি সত্য মা? আমরা কি বুকে হাত রাখিয়া একথা বলিতে পারি যে, এ মূর্ত্তি আমাদের অন্তরে অন্তঃকরণকে এবং বাহিরে প্রকৃতিকে পূর্ণ করিয়া বিরাজমান। আমাদের কি এরূপ বল ও সাহস আছে? আছে, কেন না আমাদের মা সর্ব্বদাই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কি অদ্ভুত মূর্ত্তি! আমাদের মার মত মা জগতে নাই। ও পাড়ার মা কেমন জানি না, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। তবে এইমাত্র জানি যে, ছেলে মেয়েরা সকলে নূতন কাপড় কেনে, নূতন কাপড় পরে, পুরোহিত ঠাকুর পূজা করেন। ও পাড়ার ত এই ব্যবস্থা। আমাদেরও কি তাই? এই কি আমাদের পূজা অর্চ্চনা, এই কি আমাদের উপাসনা? মায়ের পূজা করিয়া যদি পাপাসুরকে বধ করিতে না পারিলাম, তবে বৃথা আমাদের উপাসনা; তবে আর যাঁহারা পুরোহিত দিয়া পূজা করান বৃথা তাঁহাদের গালি দিয়া কি হইবে? মার পূজা করিলে কি হয়? মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়; আমাদের প্রকৃতি নারীপ্রকৃতি হয়; কঠোরতা দূর হয়; হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। লোকে আমাদের কত ঘৃণা করিতেছে, কত নিন্দা করিতেছে, বলিতেছে ইহারা স্বার্থপর, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ইহারা লোকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছে; চারিদিকে এত পূজা হইতেছে, দেখ ইহারা আপনারা মিলিয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজা করে। লোকে বলে বলুক। লোকের কথায়, লোকের নিন্দাবাদে কর্ণপাতে প্রয়োজন নাই। যদি মার হাসি দেখিতে পাই, মন প্রাণ কৃতার্থ হইবে। জননীর বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। মাকে এক দিন দেখিলাম বটে, কিন্তু দেখে বলি, প্রাণের ভিতরে কি ক'রে তাঁকে রেখে দিব জানি না। প্রাণের ভিতর রেখে দিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহার কাছে যাইয়াও যাইতে পারিলাম না, তাঁহার হইয়াও তাঁহার হইতে পারিলাম না। আমরা কি সকলের প্রাণে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাই? তাহা যদি না পাই তবে আমাদের পূজা বৃথা। মৃত্তিকার প্রতিমাপূজাও যা এও ত তাই! মা যদি আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হন তবে প্রাণে শান্তি পাইব, পাপ দূর হইবে। মার প্রতি সন্তানেরা কত অত্যাচার করে, কিন্তু মা কি কখনও সন্তানের প্রতি অত্যাচার করেন? সন্তান মার কাছে তাহার সমস্ত অভাবের কথা জানায়; মা কিন্তু সন্তানের জানাইবার আগেই অভাব পূর্ণ করেন। মার সঙ্গে আমাদের যদি তেমন সম্বন্ধ না হয় তবে আমাদের পূজা বিফল। যদি সত্য ও প্রেম একাধারে বিরাজমান না দেখিতে পাই; যদি এক দিকে দৃঢ়তা আর এক দিকে মিষ্টভাব এই দুইয়ের মিলন জীবনে না হয়, যদি বিবেক ও ঐক্যসম্পাদন জীবনে একত্র না থাকে, তবে আমাদের সমস্তই মিথ্যা। পিতামাতার গুণ যদি না পাই তবে বৃথা এ জীবন। আজ এই ভিক্ষা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের চরিত্রে প্রকাশিত হউন; আমরা সকলে তাঁহার হইয়া যাই। তিনি আমাদের প্রবৃত্তি বাসনা চূর্ণ করিবার জন্য, আমাদের পশুবৃত্তিসকলকে বিনাশ করিবার জন্য, পাপ দূর করিবার জন্য, বিবেক উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রত্যেক হৃদয়ে কত লীলা দেখাইতেছেন। আমাদের প্রাণ তাহার সাক্ষী, মার গুণগান করিবার জন্য, প্রাণ আকুল। জীবনের প্রথম হইতে যে সকল দয়া স্নেহ তিনি দেখাইয়াছেন সে সকলের কথা যাউক, এই কয় দিনের মধ্যে যে অপূর্ব্ব অলৌকিক স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ

করিয়া বলিবার জন্য প্রাণ নিরতিশয় আকুল হয়, কিন্তু সাহসে কুলায় না। কৃপাময়ীর কৃপায় যদি সুদিন হয় তবে সে সকল কথা বলিব। মা যেমন আমাদের জন্য ব্যাকুল; মা যেমন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী এমন আর কেহ নাই। কৃপাময়ীর কৃপার কথা প্রকাশ করিয়া যেন প্রাণ কৃতার্থ হয়, মা আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন।

করুণাময়ী, বলিতে পারি না তোমার গুণের কথা। বাসনা হয় তুমি গোপনে কি কর একথা সকলকে বলি; কিন্তু মন কুণ্ঠিত হয় তাই বলিতে পারি না। জানি না, আর কত দিন এরূপ কুণ্ঠিতভাবে থাকিতে হইবে। হয় ত আরও কতক দিন এই ভাবেই থাকিতে হইবে। কিন্তু মা, তুমি আমাদের আত্মার স্বার্থপরতা দূর করিবেই করিবে; তখন কি আর কোনও নীচ বাসনা মনে স্থান পাইবে? তাই বলি মা, তোমার বিশুদ্ধ প্রেম সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত কর। মাতৃগণের হৃদয়ে তুমি প্রকাশিত হও। তোমার কন্যাগণের ভিতরে তোমাকে দেখে পাপ কামনা যেন সকলে দূর করিতে পারেন, তুমি প্রতিজনকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হও। তোমাকে পেয়ে তোমার প্রেম পুণ্য পেয়ে তোমার পুত্র কন্যাগণকে যেন বিশুদ্ধ নয়নে দেখিতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে প্রণাম করি।

১৬ আশ্বিন মঙ্গলবার অষ্টমী দিবসে উপাসনান্তে যে উপদেশ হয় তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেদান্তের কঠোর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাণে আরাম দান করে না। "শ্রুতমপোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" উপনিষদের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে চিত্ত পুলকিত হয় না; কেন না উপনিষদে হরির কথা নাই। চিত্ত দ্রব হয় না, এই জন্য বেদান্তের ব্রহ্মকে পুরাণ মাতৃবেশে সাজাইয়া আনিলেন। উপনিষৎ গদ্য, দর্শন গদ্য, পুরাণ পদ্য। পদ্য বিনা মনের ভাব প্রকাশ হয় না। গভীর মনের ভাব পদ্য বিনা কে প্রকাশ করিতে পারে? আমাদের ব্রহ্ম কি পদ্যপ্রিয় নন? আকাশ, প্রকৃতি, নরনারীর মুখ, এ সকলের কি সুন্দর শোভা! সৃষ্টির উপরিভাগে পদ্য, গদ্য ভিতরে। সে গদ্য কি? অনন্ত জ্ঞান। আমাদের দেহের উপরে রক্ত মাংস, ভিতরে কঠিন অস্থিখণ্ড। কঠিন অস্থিখণ্ড আশ্রয় না করিলে দেহ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতত্ত্বের ভিতরেও তেমনি কঠিন বেদান্ত। বেদান্তের সুদৃঢ় ভূমি আশ্রয় করিয়া পুরাণ উদিত হইলেন। ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানই অনন্ত প্রেম; সুতরাং পুরাণ সহজে ব্রহ্মকে মার সাজে সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আনিলেন। মাটীর মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কবিত্ব নাই। যখন মা কালরূপে কালী সাজিয়া অসুর বিনাশ করেন তখন কি ভীষণ মূর্ত্তি! এই কালী উপনিষদের 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। সেই উদ্যত বজ্র, সেই নিষ্কোষিত অসি, সেই লোলজিহ্বা দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু এই শারদীয় উৎসবে মার মূর্ত্তি কি মনোহর; ভীষণতা নাই অথচ অসুরবিনাশ করিতেছেন। অসুরবিনাশিনীর এ মধুর মূর্ত্তি কেন? কার হৃদয়ে এ মূর্ত্তি প্রথমে উদিত হইয়াছিল? ইতিহাসে ইহার কোন উত্তর নাই। পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে এই মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। এ মূর্ত্তি অবতারের মূর্ত্তি নয়। স্বয়ং মা জগজ্জননী অসুরবিনাশ করিবার জন্য নিজের সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন না করিয়া এই মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। এই মূর্ত্তির মধ্যে কেমন শান্তির ভাব। এক দিকে প্রসন্ন মূর্ত্তি আর এক দিকে ভীষণতা। হৃদয়ের পাপ দূর না করিলে শান্তি আসিতে পারে না। অসুরনাশ অগ্রে না করিলে হৃদয় শান্ত হয় না। অসুর বিনাশের উপায় কি? মাকে আত্মার অন্ন পান করা। ঈশা বলিলেন, "অদ্যকার দৈনিক আহার প্রদান কর।" কি আশ্চর্য্য! যিনি কল্যকার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন তিনি এই কথা বলিলেন! দৈনিক আহার মানে কি? তিনি পবিত্রাত্মাকে দৈনিক আহার বলিলেন। যেখানে তিনি বলিলেন, 'যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে' সেইখানেই তিনি বলিয়াছিলেন 'যে যাচ্ঞা করে স্বর্গস্থ পিতা তাহাকে পবিত্রাত্মা দিবেন (লুক ১১অ, ১৩শ্লো)।' পবিত্রাত্মার ভিখারী না হইয়া আর কি চাইব? ধন, মান, যশ, খ্যাতি, এই সব কি চাই? যে ব্যক্তি এ সকল ঈশ্বরের নিকটে চায় সে পামর। ভাগবত বলিলেন, "ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করেন এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, কেন না তাহা পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। সংসারকামনাশূন্য হইয়া যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদায় অভিলাষের পরিসমাপ্তিকর নিজ পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।" ভাগবত বলিলেন, 'ভগবান্ নিজ পদপল্লব দেন;' ঈশা বলিলেন, 'প্রার্থনা কর, পিতা, তোমাদিগকে পবিত্রাত্মা দিবেন।' দুইই এক কথা এবং ঠিক কথা। মা যখন বাড়ী আসেন, তখন সন্তানেরা তাঁহাকে দেখিতে পায়। দেখিয়া যখন তাহাদের মনের সমস্ত পাপবাসনা দূর হয় তখন তাহারা কি চায়? তাহারা চায় মাকে। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মা এ বেশে আসিলেন কেন? আসিলেন মনের অসুরবিনাশ করিতে। মনের অসুর কে? ভয়ানক সংসারকামনা। এই অসুর লইয়া মানুষ ঘর করিতেছে। এই অসুরবিনাশ করিবার জন্য মা মানুষের কাছে কি চান? তিনি চান আত্মসমর্পণ। কিন্তু এ আত্মসমর্পণ কে করে? আমরা করি, না মা করেন? মা আসেন আত্মদান করিতে। আমাদের প্রবৃত্তি বাসনা সংসারকে সুখের স্থান করিয়া তোলে এবং আমরা তাহাতে মজিয়া মাকে ভুলিয়া থাকি। মা বলেন, আমি 'এসব তোদের দিয়াছি এদের দাস হইয়া থাকিবার জন্য নয়। তোরা এক বার যদি আমার সৌন্দর্য্য দেখিতে পা'স্, আর তোদের এ সকলের দাসত্ব করিতে ভাল লাগিবে না।' প্রবৃত্তি বাসনা হরণ করিবার জন্যই তিনি আপনার সুন্দর মনোহর বেশে আসিলেন।

আমাদের প্রবৃত্তি বাসনা হরণ করিয়া তাঁহার কি লাভ? লাভ আত্মদান। তিনি আপনি আসিয়া বলিতেছেন, 'সন্তান, আমি তোকে আত্মদান করিতেছি।' তাঁহার আত্মদানের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য তিনি তাঁহার সাধু পুত্রগণকে আগে পাঠাইয়া পরে আপনি আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে লইয়া আসিল? নববিধান তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। নববিধান বলিলেন, "প্রার্থনা কর; মা তোমাদের আত্মদান করিবেন, অনন্ত সম্পদ দিবেন।" ঈশা ঠিক কথাই বলিলেন "আঘাত কর দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।" ভগবান্ কি আমাদিগকে সংসারের বিষয় দিয়া সর্ব্বনাশ করিবেন? না। তিনি দিবেন পবিত্রাত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে। আবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাড়ীতে তাঁহার এ শুভাগমন কেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন "সন্তান, আমি তোর হইব। আমার ইচ্ছা করে তোরা আমার কথা শুনিবি; তোদের জ্ঞান জন্মিবে; প্রকৃতির বক্ষ তোদের নিকটে খুলিয়া যাইবে; আমি তোদের হৃদয় মন অধিকার করিব।" মার কথা শুনিলে তোমার জ্ঞান কত উজ্জ্বল হইবে। তোমার উজ্জ্বল জ্ঞান দেখিয়া লোকে বলিবে "কি ইহার অদ্ভুত জ্ঞান।" কিন্তু লোকে জানে না, তোমাতে মা আবির্ভূত তাই তোমার এমন বিচিত্র জ্ঞান। দেখিতে দেখিতে তুমি ধনবান্ হইয়া উঠিলে। লোকে তোমার ধনার্জ্জনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া কতই না তোমার প্রশংসা করিবে, কিন্তু এসকল প্রশংসাবাদ সকলই ভুল। সেই জ্ঞানের মধ্যে,ধনের মধ্যে যদি ভগবান্ না থাকেন, তবে সব মিথ্যা। কবির কবিত্ব ভগবানের জন্য। কবির হৃদয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন তাই তাঁহার এত কবিত্ব। যোগাচার্য্য বলিয়াছেন, "যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥" ভগবান্ জনহৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, তাই লোকের এত জ্ঞান, এত সামর্থ্য। তিনি জ্ঞান দিলেন, শক্তি দিলেন, সকলই দিলেন, অথচ তাঁহাকে আচ্ছাদন, করিয়া কি নিজের সর্ব্বনাশ করিব? আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব আর ভগবান্ আমার বাড়ীতে এসে সব যোগাইয়া দিবেন একথা যদি বলি, তবে অন্যায় মনে হইতে পারে; কিন্তু তিনি আমাকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন. সেই সকল শক্তিযোগে চেষ্টা করিলে তিনি সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবেন, একথা বলাতে কিছুই অন্যায় নাই। ভগবান্ সকলের শক্তি, তিনি সকলের জ্ঞান, তিনিই সকলের সামর্থ্য। তিনি সামর্থ্য দেন তবে লোকেরা যত্ন করে। সক্রেটিস্ প্রভৃতি প্রাচীন এবং টিণ্ডাল প্রভৃতি আধুনিক সকল জ্ঞানীরাই বলেন, "যখন হৃদয় পরিষ্কার হয় তখন সত্য আসিয়া আবির্ভূত হন।" জ্ঞানিগণ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা সকলের নিকট প্রকাশ হইবেই হইবে। ভগবান্ আলোক হইয়া সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন; সেই আলোকে আলোকিত হইয়া অনেকে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। মা শক্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে উদিত হউন আমরা সকলে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হই; তিনি তাঁহার প্রেম দিন, আমরা সকলে তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হই; তিনি জ্ঞান দিন তাঁহার জ্ঞানে আমরা জ্ঞানী হই। আমাদের শক্তি জ্ঞান প্রেম দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাউক। তাহারা জানে না আমাদের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি কোথা হইতে আইসে; কিন্তু আমরা জানি, মা যদি আসেন,জ্ঞান প্রেম পুণ্য সব আসিবেই আসিবে। মার পুত্র কন্যার হৃদয়ে তিনি আসীন হউন। সকলে প্রার্থনা করুন "জ্ঞান দেও, প্রেম দেও, শক্তি দেও, পুণ্য দেও"—যেমন হিন্দুগণ প্রার্থনা করে,"ধন দেও, মান দেও, যশ দেও, স্বজন বন্ধুবান্ধব দেও।" প্রেম পুণ্যাদি দ্বারায় তিনি সকলের হৃদয় আলোকিত করুন। অন্তরের মধ্যে পবিত্রাত্মা আসুন। তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলে তিনিই সব উপায় করিয়া দিবেন; যাহারা পরাজয় করিবে মনে করিয়াছিল তারা পরাজিত হইবে। তিনি আমাদের সকলকে আপনার করিয়া লউন। বিচিত্র তাঁহার লীলা! তাঁহারই শরণাপন্ন হই; তাঁহার কাছে যাহা প্রাপ্য তাহা লই; অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে বিরাজিত দেখি। ধন, মান, যশ কিছুই চাই না; তাঁহাকে পাইলেই যাহা কিছু প্রয়োজন সব পাওয়া যাইবে, ধন মান সব আপনি আসিবে। তখন যদি তুমি ধনকে বল, "আমি ত তোকে চাই নাই; তুই কেন আসিলি।" ধন তোমাকে বলিবে, "তুমি মাকে লইয়াছ; আমিও মার সঙ্গে আসিয়াছি। তুমি যখন তাঁকে গ্রহণ করিয়াছ আমাকে ছাড়িতে পারিবে না।" যশ খ্যাতি ইত্যাদি সকলেই ঐ এক কথা বলিবে। মহর্ষি ঈশা তাই বলিলেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।' ঈশার কথায় আবার বলি, মাকে লও সব পাইবে। মা আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন। আমরা যেন তাঁহাকে ডাকিতে শিখি; যেন তাঁহারই হইয়া যাই।

জননী, যত বয়স বাড়িতেছে ততই তোমার লীলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি; ততই ভয়শূন্য হইতেছি। আমরা কিছুই চাই না; মা শুধু তোমাকেই চাই; তুমি যা দেবে অগ্রাহ্য করিতে পারিব না; কারণ তুমি আসিলে আর সব যে তোমার সঙ্গে আসিবে। তুমি আসিলে সব আসিবে একথা সত্য; এ সত্যের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে যেন সাহস না করে। মা, আজ যদি আমাদের বাড়ীতে আসিলে তবে তোমার পুত্র কন্যাদের হৃদয়ের মধ্য হইতে চলিয়া যাইও না। আমরা যেন সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেকের মুখশ্রীতে তোমাকে দেখিয়া তোমার প্রেম পুণ্য জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, অদ্য উৎসবের দিনে তোমার চরণে এই প্রার্থনা; তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

১৭ই আশ্বিন বুধবার নবমী দিবসে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন।

উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহাদেবী শক্তির শ্রেষ্ঠ পুত্র কে? আমি বলি মহাত্মা ঈশাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুত্র। সেই দেবীপুত্র মহাপ্রতাপান্বিত ও দুর্জ্জয় ছিলেন। তিনি কি করিয়া মহাশক্তিশালী হইলেন? কৈ যখন য়িহুদিরা তাঁহাকে দুই জন চোরের সহিত ক্রুশে হত করিল, তখনত তিনি আপনার শক্তি প্রকাশ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না? কত ক্লেশ পাইলেন এবং কত যাতনা সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহারই জয় হইল, আর যাহারা তাঁহাকে প্রাণে বধ করিল তাহারা অতিশয় দুর্ব্বল এবং হীন ছিল। শক্তি কি? শাস্ত্রে কথিত আছে, যাঁহারা দেশ বা নগর জয় করেন তাঁহারা শক্তিশালী নহেন, কিন্তু যাঁহারা আপনার রিপু জয় করেন, ইন্দ্রিয়দিগকে শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ শক্তিশালী এবং জয়ী। শক্তি প্রেম, শক্তি ক্ষমা, আর অপ্রেম অক্ষমাই দুর্ব্বলতা। এক দিন একটি সাধুপুরুষ যাইতে যাইতে দেখিলেন এক জন বলবান্ পুরুষ একটী ক্ষীণ ব্যক্তিকে অতিশয় ক্রোধে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। উক্ত সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে যাহাতে ইহার এমন ভাব দেখিতেছি। কেহ বলিল যে, এই দীন দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছে। তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন, এ ব্যক্তি অনায়াসে পাঁচ মন লোহার ভার বহন করিতে সমর্থ, কিন্তু আশ্চর্য্য যে সামান্য একটী কথার ভার সহ্য করিতে পারে না, ইহার ন্যায় দুর্ব্বল আর কে আছে? এ আবার বলবিক্রমের অহঙ্কার করে? ঈশার ন্যায় প্রেমিক আর কে? তাঁহার প্রাণ যাইবার সময় এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ, ইহারা না বুঝিয়া এরূপ করিতেছে ইহাদিগকে তুমি ক্ষমা কর। এখানে কাহার বল প্রকাশিত হইল? ঈশার না সেই দুরাত্মাদের? সকলেই বলিবেন, ঈশার। তাঁহার কথার চেয়ে জীবন অনেক উচ্চ ছিল, তিনি বলিতেন যদি শত্রু তোমাকে এক গণ্ডে চপেটাঘাত করে, অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে। তিনি জীবনে উপদেশ অপেক্ষা উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় কে প্রেমিক? তাঁহার ন্যায় কে ক্ষমাশীল? তিনিই যথার্থ শক্তিপুত্র। পৃথিবীর দুঃখ পাপ দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। তাঁহার প্রেমের তুলনা মিলে না। আজ সেই ঈশার জয়। সমস্ত সভ্য দেশে তাঁহার জয়পতাকা স্থাপিত। যাঁহাকে চোরের সহিত অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া ক্রুশে হত করা হইয়াছিল, আজ সমস্ত সভ্যজগতের রাজা মহারাজ তাঁহার পদানত। ক্ষমার জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যেরই জয় হইল। অপ্রেমের ক্রোধের কোনও কালে জয় হয় নাই এবং হইবে না, কেন না উহা শক্তিহীনতা ও দুর্ব্বলতা। জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলে ইহা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে বলিয়া আমি ২।৩ জন সাধু পুরুষের জীবনকাহিনী বলিতেছি। এক দিন এক জন মোসলমান সাধক, আপন কাপড়, জলপাত্র এবং এক খানি কোরাণ মস্‌জিদেরর দ্বারে রাখিয়া নিকটস্থ সরোবরে অজু করিতে যাইলেন। ইত্যবসরে একটী বৃদ্ধা নারী আসিয়া দেখিল যে মস্‌জিদের দ্বারে কাপড় এবং জলপাত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া, সেই গুলি সমস্ত সে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। ফকির অজু সমাপ্ত করিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কাপড় জলপাত্র প্রভৃতি কিছুই নাই। ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী বৃদ্ধা নারী সেই দ্রব্যগুলি লইয়া দ্রুতপদে যাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন যে, মা, তোমার এমন কোন সন্তান আছে কি আরবীয় ভাষা জানে, কোরাণ পড়িতে পারে? বৃদ্ধা উত্তর করিল, না, আমার এরূপ কোন পুত্র নাই। তখন সেই ফকির বলিলেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া এই কোরাণখানি রাখিয়া যাও, আমার ইহাতে প্রয়োজন আছে, আর তুমি ঐ বস্ত্রগুলি এবং জলপাত্রটি লইয়া যাও, উহা তোমার প্রয়োজনে আসিবে। ফকিরের এই প্রকার ক্ষমা দেখিয়া ও প্রেমের কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা সমস্ত দ্রব্য ভূতলে রাখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ফকির বলিলেন, আমার কোরাণখানা পাইলেই হইবে, আমার আর কিছুতে প্রয়োজন নাই, তুমি সে সকল দ্রব্য লইয়া যাইতে পার। কিন্তু কিছুতেই সেই বুড়া আর সেই বস্ত্র স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না; ফকিরের সেই ক্ষমা ও প্রেমের জীবন দেখিয়া বুড়ীর জীবন ফিরিয়া গেল। বন্ধুগণ আমাদের যদি এইপ্রকার চুরি যাইত তাহা হইলে আমরা কি করিতাম? তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

একজন সাধককে এক দুষ্ট লোক পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন, সাধক যখন তাঁহার বাড়ীতে গেলেন তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, আপনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বলিয়া আসিয়াছি, তখন সে বলিল, কে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; আমিতো তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই; মিথ্যাকথা বলিতেছ, তুমি খাইতে পাও না বলিয়া মিথ্যা ভাণ করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়াছ, তুমি আমার বাড়ী হইতে দূর হও। সেই সাধক আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সেই বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর না যাইতে, পুনরায় সেই ব্যক্তি ডাকাইয়া আনাইল এবং পুনরায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল, এই প্রকার ৮।১০ বার ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। সে যখন দেখিল সেই সাধককে কিছুতেই রাগাইতে পারিল না, তখন পরাস্ত হইয়া তাঁহার চরণ জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং তাঁহার ক্ষমার প্রশংসা করিল। তাহাতে সাধক বলিলেন, ইহাতে আমাকে প্রশংসা কেন করিতেছ? ইহাতো কুকুরের স্বভাব, তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া পুনরায়

ডাকিলে তখনই সে চলিয়া আসিবে। আর এক সাধু কৃষ্ণ বস্ত্র পরিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া একজন সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কি হইয়াছে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমার যে সকল প্রিয় বন্ধুদের সহিত আমি সর্ব্বদা স্থিতি করিতাম তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, অর্থাৎ আমার কাম ক্রোধাদি রিপুর মৃত্যু হইয়াছে তজ্জন্য আমি শোকচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছি। সাধু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছ বলিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং পুনর্ব্বার ডাকিলেন, পুনরায় তিনি আসিলেন। এই প্রকার কয়েকবার তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াও যখন দেখিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র ভাবের পরিবর্ত্তন বা ক্রোধের উদ্রেক করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, যথার্থই তোমার বন্ধুদের মৃত্যু হইয়াছে, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই প্রকার করিয়াছি।

এক জন প্রেমিক ফকিরের কুটিরে একদিন রাত্রিতে একটি চোর সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে সেই ঘরে কিছুই পাইল না। নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল ইহা দেখিয়া সেই সাধু অতিশয় দুঃখিত হইয়া চোরকে ডাকিয়া বলিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে আমি কিছু টাকা পাইব, তাহা তোমায় দিব, তুমি পরিশ্রম করিয়া সিঁদ কাটিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলে কিছুই পাইলে না, ইহাতে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি এখানে থাক চলিয়া যাইও না। এই বলিয়া তিনি উপাসনা ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই সাধুর কথা এবং উপাসনা প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সেই চোরের জীবন পরিবর্ত্তিত ও হৃদয় অনুতপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে কোন ধনবান্ দাতা সেই সাধুকে খয়রাত অর্থাৎ উপহারস্বরূপ কতকগুলি টাকা পাঠাইলে ফকির তাহা সেই চোরকে প্রদান করিয়া বলিলেন, এই টাকা তোমার, গ্রহণ কর। কিন্তু সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহার হস্ত কাঁপিতে লাগিল। তখন ফকিরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, প্রেম ও ক্ষমারই জয় হয়। অতএব যথার্থ শক্তি কি? প্রেম পুণ্য ধর্ম্ম। আমরা সর্ব্বদা দেখি এবং শুনি, অমুক রাজা বহু সৈন্য লইয়া অমুক দেশ জয় করিলেন, অমুক বলবান্ ব্যক্তি অমুক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে। আমি বলি তাহারা দুর্ব্বল অশক্ত। অপ্রেম, অক্ষমা ও ক্রোধ, ইহাদের শক্তি নাই। আজ এই বঙ্গদেশে শক্তিপূজা হইতেছে না, প্রেমের পূজা হইতেছে না, পুণ্যের পূজা হইতেছে না। আজ পূজার নামে কত প্রকার পাপের স্রোত বহিতেছে। এই কি শক্তিপূজা? যাহাতে পাষাণহৃদয় কোমল হয়, যাহাতে পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সুস্থির থাকিতে পারা যায় না, যাহাতে প্রেম ক্ষমা পুণ্য বাড়ে, তাহাই যথার্থ শক্তিপূজা। কেবল একদিন শক্তিপূজা হয় না, প্রতিদিনই শক্তিপূজা জীবনে চলিতেছে এবং করিতে হইবে। প্রেমেতে পুণ্যেতে যাহাতে আমরা দিন দিন উন্নত হইতে পারি, দিন দিন ক্ষমা করিতে শিক্ষা করি, পুণ্যময়ী মহাশক্তি মা আমাদের সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

অদ্য সায়ঙ্কালের কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনাকালে ভাই উমানাথ গুপ্ত উপস্থিত থাকিয়া পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার দশমী দিবসে উপাসনান্তে যে উপদেশ হয়, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয় একথা আমরা কত বার বলিলাম; কিন্তু বিশ্বাসের সহিত বলিলাম, না সংশয়ের সহিত বলিলাম? বাস্তবিক যদি ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয় না হইল তবে যোগ ভক্তি মিথ্যা। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। পুণ্যের জয়, ব্যভিচারের ক্ষয়; সত্যের জয়, অসত্যের বিলয়, এত চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" "সত্যমেব জয়তে" ইত্যাদি অনেক কথা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বিজয়ী কে? জয় কার? শাক্য জয়লাভ করিলেন; ঈশা জয়লাভ করিলেন। সংসার বড়ই আস্ফালন করিয়া বলে, "ঈশ্বরের নাম করিয়া তোরা আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গাইলি; আমি তোদের সকলকে বিনাশ করিব।" পৃথিবী যাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এক জনকে তিনি হস্তীর পদতল, আশীবিষ ও অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ঈশাকেও তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। তিনি বলিলেন, পৃথিবী তোমায় বধ করুক না, তোমার ও তোমার অনুবর্ত্তিগণের তো জয় হইবে! বিবেকের জয়, প্রীতির জয়, একথা সকলেই জানে। এই বিবেক ও প্রীতি উভয়ে যখন এক হন, তখন মহাজয় হয়। লোকে প্রীতিকে দুর্ব্বলতা বলে; আমি বলি প্রীতি কখন দুর্ব্বলতা নয়। বিবেক প্রখর তেজ বিস্তার করিয়া তীব্র গর্জ্জন করিতেছেন; প্রজ্বলিত অগ্নি বিকীর্ণ করিতেছেন; পাপী তাঁহার তীক্ষ্ণ অসিধারে বিদীর্ণ হইতেছে। যখন ঈশা ফিরুশীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহার আজন্মশুদ্ধতা আসিয়া তাঁহার সহায় হইল, তাঁহাকে জয়ী করিল। ফিরুসিদের যখন সাধুতার ভাণ অথচ মনে মনে অভিমান ও উচ্চাসনাকাঙ্ক্ষা আছে, তখন ঈশা কপটাচারীদিগকে পরাজয় করিবেন ইহা আর বিচিত্র কি? তাহারা সকলে ঈশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা বলিল, "আমরা কপটাচারী এ কথা জগৎ জানিতে পারিলে আমাদিগকে উচ্ছেদ করিবে; অতএব ঈশাকে বধ কর।" এই বলিয়া তাহারা ঈশাকে বধ করাইল; কিন্তু ঈশা যাহা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়া গেলেন। ইউরোপ প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে তিনি সভ্য করিলেন। ভারত আজ কার তেজে দীপ্যমান? ঈশার তেজে। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, আমার

রাজ্য এই পৃথিবীর; কিন্তু আজ আমার সেই পৃথিবীর রাজারাই বা কোথায়; আর ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বের সেই এক ছুতোরের ছেলের রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সম্মুখে নাই অথচ তাঁহার জন্য কত লোকে দুর্গম মরুভূমিতে যাইয়া অম্লান বদনে প্রাণ দিতেছে। নেপোলিয়নের রাজ্য বিনষ্ট হইল, কিন্তু ঈশার রাজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল। এরূপ হইল কেন? ঈশার রাজ্য বিবেকের রাজ্য। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিত তাহাকে তিনি পরীক্ষা না করিয়া লইতেন না। ধন মান যশ ইত্যাদি কোন কামনা তাহার আছে কি না তিনি পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে তিনি নিকটে আসিতে দিতেন। "মৃতেরাই মৃতকে সমাহিত করুক" "তোমার সমস্ত ধন দরিদ্রকে দান কর" "যে লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিকে তাকায় সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নয়" "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" ইত্যাদি ঈশার এক একটী তীব্র কথায় লোকে পলায়ন করিত। যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে প্রাণ দিতে হইবে, শোণিত দিতে হইবে, অত্যাচরিত হইতে হইবে, সে ধর্ম্মে যাহার আত্মত্যাগ নাই, সে কেমন করিয়া আসিবে? সে ধর্ম্মে আসিতে হইলে সুতীক্ষ্ণ বিবেক চাই। ঈশা আপনি কোন মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি যে রাজ্যের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, সে রাজ্যের একটি সামান্য অংশও বিনষ্ট হয় নাই কেন বিনষ্ট হয় নাই? বিনষ্ট হয় নাই এই জন্য যে, তাঁহার রাজ্য বিবেকের রাজ্য। সহস্র বিদ্রোহাচরণ করিলেও এক দিন না এক দিন বিবেকের কাছে মানুষকে অবনত হইতেই হইবে। ঈশা কোন গুরু ভার কাহারও উপরে চাপাইয়া যান নাই। তিনি সকলই ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই ঈশ্বরের বিবেকী পুত্র জয়ী হইলেন।

এক দিকে বিবেকরূপী পুত্রের জয় আর এক দিকে প্রীতিরূপিণী মাতার জয়। লোকে নারীজাতির কত অবমাননা করে তাঁহারা অবলা, সহস্র অত্যাচারেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না, নির্জ্জনে নিঃশব্দে কতপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন। ভারত, তুমি যদি মাতাকে সম্মান না কর তবে জানিও তোমার উদ্ধার নাই। বিবেকের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, প্রীতির রাজ্য স্থাপিত হইতে দেরি আছে। মার সুমধুর প্রীতির দিকে তাকাইলে পাপ চলিয়া যায়। যত দিন নারীমুখে মাতৃমুখ না দেখিবে, তত দিন পাপ তোমার উপর আধিপত্য করিবে; কিন্তু যখন মা ভিন্ন আর কিছু দেখিবে না, তোমার সমস্ত পাপ দূর হইবে। মাতৃমূর্ত্তির মত আর মনোহর মূর্ত্তি নাই। প্রত্যেক নারীর মুখে পুণ্য, শান্তি বিদ্যমান। আসক্তি আমাদের কখন ঘুচিবে না, শক্তিরূপে মাকে যদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না করি। মাতৃগণের প্রতি সাদর সম্ভাষণ না করিলে কোন কালে অসুরনাশের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য মাতৃমূর্ত্তি অসুরনাশিনী হইলেন। বিবেকের তীব্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তুমি তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে; কিন্তু তুমি যদি মার সম্মুখে এক বার দাঁড়াও তোমার আর পলায়ন করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, মাকে দেখিতে দেখিতে তোমার সমস্ত পাপবাসনা চলিয়া যাইবে। সেইজন্য বলি প্রেমের জয় হইবেই হইবে। পশুভাবের নিকটে যখন মানুষ পরাজিত, পৃথিবীর চরণে যখন মানুষ অবনত, তখন মাতার রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে কিরূপে বলিব? যখন পৃথিবী নারীগণকে জননীরূপে দেখিবে, জননীগণ পৃথিবীকে আপনার পুত্রের মত দেখিবেন, সেই দিন পৃথিবীর শান্তি হইবে। নারীর প্রতি যে সংসারে অপমান, সে সংসারে শান্তি কোথায়? বিবেকী হইয়া আমরা যদি হৃদয়ে প্রীতির সিংহাসন স্থাপন করিতে পারি, আমরা জয়যুক্ত হইব। যদি কেহ নারীকে অসদৃষ্টিতে দেখে সে নারকী। কোমলপ্রকৃতি নারী তীব্র প্রতিবাদে অসমর্থ। সেই অসামর্থ্য দেখিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে, সে ব্যক্তিকে ধিক্। প্রীতি জননীশক্তি। তাঁহাকে দুর্ব্বল মনে করিও না, তিনি জগতে প্রতিষ্ঠিত হউন। বিবেকের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এখন মাতৃরাজ্য আসুক। মা বলিয়াও যদি মনে অসৎকামনা উদিত হয় তবে জানিলাম এ রাজ্য মাতৃরাজ্য নয়; ইহা ঘোর কপটাচারী লোকদিগের দ্বারায় বেষ্টিত। আচার্য্য বলিলেন, বরং "পৌত্তলিকতা আমার ধর্ম্মে আসে ক্ষতি নাই, কিন্তু নারীর প্রতি অসদাচার যেন এ ধর্ম্মে কখন না হয়।" যে দিন নারীর অপমান হইবে, সেইদিন জানিবে এ ধর্ম্ম রসাতলে গিয়াছে। নারীশক্তিকে কদাপি সামান্য মনে করিও না। পৃথিবীতে এমন কোন বৃহৎ ব্যাপার হয় নাই যাহার মূলে নারীশক্তি ছিল না। বড় বড় যোদ্ধা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, জনহিতৈষী, সকলের মধ্যেই এই মহাশক্তির প্রভাব বিদ্যমান। তাঁহারা যাহা হইয়াছিলেন মাতার জন্যই হইয়াছিলেন। শিশুকালে যে মাতৃস্তন্য পান করিয়াছিলাম, সেই স্তন্যের বলে এখনও আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি, বল একথা কে অস্বীকার করিবে? প্রীতিরূপিণী মার জয়, বিবেকরূপী পুত্রের জয় হইবেই হইবে। বিবেকের মধ্যে চিন্তা আছে, ভাবনা আছে, গুরুযন্ত্রণাভার বহন আছে, কিন্তু প্রীতি প্রাণকে স্পর্শ করিবামাত্র প্রাণ আনন্দে পরিপূরিত হয়। বিবেক অনেক সংগ্রাম করেন, কিন্তু প্রীতি আসিলে অনায়াসে জয় হস্তগত হয়। তাই বলি মার জয় হইবেই হইবে। বিবেক যদি একা আসেন কেউ তাঁহার কঠোর মূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারিবে না, কিন্তু সেই বিবেক যখন প্রীতির দ্বারায় কোমল হন তখন আর তাঁহার দুর্দ্দর্শতা থাকে না। কার্ত্তিকের মূর্ত্তি বিবেকমূর্ত্তি, কিন্তু ঐ মূর্ত্তির মধ্যে প্রীতির কোমলতা আছে বলিয়া উহা কি সুন্দর মূর্ত্তি! মাতৃগণ যদি তাঁহাদের প্রকৃতিনিহিত প্রীতির সঙ্গে বিবেককে না মিশান, তাঁহাদের লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না। বিবেকের উগ্রতা এবং প্রীতির কোমলতা নরনারীতে একত্র মিশিলে পিতৃ ও মাতৃশক্তির মিলনে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছটা বাহির হইবে এবং এ দুইয়ের মিলনে দুর্দ্দমনীয় পাপও অনায়াসে জিত হইবে। অতএব আমরা যেন বিবেক ও প্রীতির দ্বারা ভূষিত হইয়া জয়ী হইতে পারি, জননী আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ করুন।

মা, তোমাকে কি মা বলে ডেকেছি? যদি ডেকে থাকি পাপ দূরে গিয়াছে। মার মুখের দিকে তাকাইলে কি আর অসদ্ভাব মনে আসিতে পারে? মা, বিবেকের জয় হইয়াছে কিন্তু প্রেমেরও জয় হইবে; কেন না প্রীতি ক্লেশে শান্তি দেয়; প্রীতির সংস্পর্শে প্রাণের দুঃখযন্ত্রণা দূর হয়। সুমিষ্ট কথায় কি না হয়? মা, তোমার মাতৃশক্তি যেন প্রাণে শান্তি দেয়, বিবেক ও প্রীতির মিলন যেন জীবনে দেখিতে পাই এবং দুইয়ের মিলনে যেন পাপাসুরের উপরে আমরা জয়যুক্ত হইতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

সায়ঙ্কালের কীর্ত্তন পাঠ, ও প্রার্থনান্তে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কিছু বলিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মহিষাসুরবিমর্দ্দিনী সতী, তুমি কৃপা করিয়া আমার অন্তরে যে সত্য প্রকাশ করিলে, তাহা ভোগ করিতে এবং বন্ধুগণকে ভোগ করাইতে দাসের অন্তরে শক্তি সঞ্চার কর।

ঈশ্বর-সন্তানগণ,আজ বিজয়াদশমীর দিনে আপনাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত একটী উপহার অর্পণ করিতেছি। আপনাদিগের বিচারে ইহা সত্য মনে হইলে গ্রহণ করিবেন, অন্যথা পরিহার করিবেন। আমার মনে হইতেছে দুর্গা সতী নারীর ছবি এবং প্রতিমা। নারীমাত্রকেই দুর্গা হইতে হইবে। দুর্গা বাহিরে নহেন, নারীর অন্তরে। মহিষাসুরের উপরে সিংহ তাহার উপরে একটী দশভুজা নারী কি দেবী, ইহা আমরা কেহই বাহিরে দেখি নাই; এবং পূর্ব্বে যে কেহ দেখিয়াছেন তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রতি নারীর অন্তরে এই সতীমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। ধন্য তিনি যিনি সর্ব্বাগ্রে নারীপ্রকৃতি-মধ্যে এই সতীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য তাঁহার ধর্ম্মকল্পনা এবং কবিত্ব যিনি এই আন্তরিক মূর্ত্তিকে বাহিরে ছবি এবং প্রতিমার আকার দান করিয়াছেন! মহিষাসুরের উপরে সিংহ, তাহার উপরে একটী নারী দণ্ডায়মানা। ইহার অর্থ কি? নারীপ্রকৃতির মধ্যে মহিষ এবং অসুর, অর্থাৎ পশুভাব এবং আসুরিকভাব—উভয়ই আছে। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পশুভাব। মহিষ ক্রোধের আধার। পশুভাব হইতে মদ মাংসাদি আসুরিক ভাবের উদয় হয়। এ সকল পশু এবং আসুরিকভাব বিমর্দ্দন করিবার জন্য সিংহবলের প্রয়োজন। প্রত্যেক নারীকে সতীত্ব রক্ষার জন্য সিংহ পরাক্রমে এই মহিষাসুর অর্থাৎ পশু এবং অসুরভাবকে দমন করিতে হইবে। সিংহবলে শাক্যসিংহ পাপাসুরকে "লঘু মার, জরামিত্রাম্," ঈশা "দূর হও সয়তান," বলিয়া দলন করিয়াছিলেন। কিন্তু অবলা নারী কোথায় এই সিংহবল পাইবেন? নারীরও নিরাশার কারণ নাই। নারী-প্রকৃতির মধ্যেও সিংহ-পরাক্রম রহিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার দুই পাশে যে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিক গণেশ—এ সকলের অর্থ কি? প্রত্যেক নারীর অন্তরে এ সকল দিব্যশক্তি রহিয়াছে। লক্ষ্মী নীতিশক্তি। সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, বা ধীশক্তি, কার্ত্তিক বিজয়বল, গণেশ শাস্ত্রবল। কেহ কেহ মনে করেন, ধনবান্ হইলেই লক্ষ্মীমান্ হওয়া যায়, ইহা ভ্রম। চোর, ডাকাইৎ, বা অত্যাচারী বিপুল ধনশালী হইলেও লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে না। ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই লোক লক্ষ্মীমান্ হয়। কোন নারী চুরি করিয়া ধনবতী হইলে লোকে তাঁহাকে লক্ষ্মী বলে না, বরং অলক্ষ্মী বলে। সেইরূপ কোন নারী বিদ্যাবলে বা বুদ্ধিকৌশলে আত্মীয় স্বজনের চক্ষে ধূলি দিয়া ভ্রষ্টা হইলে তাহাকে কেহ বিদ্যা বলে না, বরং অবিদ্যাই বলে। বিদ্যা—পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য নারীকে ধর্ম্মপথে—সতীত্বপথে রক্ষা করা। নীতিভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্টা হইয়া কোন নারী লক্ষ্মী সরস্বতী নাম পাইতে পারে না। সে নারী প্রচুরধনশালিনী, এবং মহাচতুরা ও বুদ্ধিশালিনী হইলেও জনসমাজ তাহার কুপ্রকৃতিকে অলক্ষ্মী এবং অবিদ্যা জানিয়া ঘৃণা করে।

পক্ষান্তরে যে নারী ধীমতী এবং নীতিমতী হইয়া আপনার মনের পশুভাব এবং আসুরিকভাবের উপর জয়লাভ করেন, লোকে তাঁহাকেই লক্ষ্মী সরস্বতী জানিয়া অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। কার্ত্তিক বিজয়বল। কার্ত্তিক আত্মজয়ী চিরকুমার। আত্মজয়ী বিশ্বজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। গণেশ বিবিধ শাস্ত্রবল। এ সমুদয় বল এবং শক্তি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক নারীকে মহিষাসুর বধ অর্থাৎ মহিষ এবং অসুর—পশুভাব এবং আসুরিকভাব সংহার করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতে হইবে। দুর্গা দশভুজা ইহার তাৎপর্য্য কি? সতী দশভুজ দ্বারা দুষ্ট দশানন হনন করিতেছেন। দশানন দশেন্দ্রিয়।প্রত্যেক সতী নারী দিব্য দশহস্তে ইন্দ্রিয়সকল শাসন করেন। সতীর শাসনে চক্ষু ভদ্র দর্শন করে, কর্ণ ভদ্র শ্রবণ করে, রসনা ভদ্র বাক্য উচ্চারণ করে, হস্ত ভদ্র কার্য্য অনুষ্ঠান করে এবং অন্যান্য তাবৎ ইন্দ্রিয় পবিত্রভাবে নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ মহাদেবের অভিপ্রায় সাধনে নিরত থাকে।

অবলা নারী পশু এবং অসুর অথবা পাপাসুর বধ করিয়া আপনার দুর্জ্জয় সতীত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোথায় সিংহবল, জ্ঞানবল, ধনবল, শাস্ত্রবল, এবং বিজয়বল লাভ করেন? বাস্তবিক, অবলাকে কে এ সকল দুর্জ্জয়বল বিধান করেন? দুর্গা প্রতিমার মস্তকোপরে যে চালচিত্র, তাহার মধ্যে মহাদেব অঙ্কিত, অথবা মহাদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহাও একটি নিগূঢ় সঙ্কেত। সতী তাঁহার অদ্বিতীয় পতি মহাদেবকে আপনার শ্রেষ্ঠতম স্থান মস্তকের উপরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপতিই সতীর একমাত্র পতি। সেই সমুদয় বলের আকর, বিপুল বীর্য্যধারী পরমপুরুষই অবলার সতীত্ববলের আধার। সতী সেই পরমপতি ভিন্ন আর কাহাকেও পূজা করেন না। পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি-প্রেম-রস-পান, ইহাই সতীর প্রাণ। একমাত্র আপনার

প্রাণপতি মহাদেবের পূজা করিয়া সতী এরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করেন।

পিতা পূর্ণব্রহ্ম মহাদেব, তোমার ইচ্ছা যে আমি তোমার মত হই। তোমার কন্যারা তোমার প্রকৃতি পাইয়া সতী হইতেছেন, আমি যেন তোমার স্বভাবলাভে সত্যবান্ হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার যে সকল কথা আমার নিকটে তিক্ত ও মর্ম্মচ্ছেদকর হইয়াছিল, সেগুলি এই কয়দিনের মধ্যে একটী একটী করিয়া সত্য প্রমাণিত হইল, ইহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। কথাগুলি সত্য প্রমাণিত হইবার কালে আমার যে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হইয়াছে, মনে হয়, তুমি তাহাতে আনন্দ অনুভব করিয়াছ। নিজের কথা সত্য প্রমাণিত হইলে কে আর না তাহাতে আনন্দ করে? যদি তোমার আনন্দ হইয়া থাকে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়া কি করিব?

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি আমার প্রতি আর কেন সংশয় পোষণ করিতেছ? আমি সে কথাগুলি কি তোমায় এই জন্য পূর্ব্ব হইতে বলি নাই যে, তুমি তৎপ্রতি কর্ণপাত করিয়া অগ্নিপরীক্ষায় পড়িবে না? তোমার কষ্টে আমার সুখ, এ কথা মনে করাই আমার প্রতি অত্যাচার। দেখ, সহাসনাদি আমি যে সকল স্থলে নিষেধ করি সে সকল স্থলে যদি সেই সকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কি আমার মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয় না? জানিও ঐ সকল আমারই প্রতি অত্যাচার। আমি অত্যাচরিত হইয়া সুখী, এতো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কথা। আর এক কথা এই, তোমার মুখের ঔজ্জ্বল্যে আমার মুখের ঔজ্জ্বল্য, তোমার মুখে কলঙ্কস্পর্শ আমার মুখের কালিমার হেতু। যেখানে ভগবান্ ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ যোগ তোমার ও আমার মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তুমি অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইলে, আর আমি তাহাতে আনন্দ করিতে লাগিলাম, এরূপ কথাই উঠিতে পারে না।

বুদ্ধি। তুমি আমায় পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'তুমি কি বলিতে পার, কোন একটি দান তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই?' দান যে বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়, ইহার আমি বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছি, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দাতা জীবের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? পৃথিবীর দাতৃগণ সুখী করিবার জন্যই তো দান করেন, তাঁহারা তো আর পরীক্ষা করেন না?

বিবেক। দেখ, বুদ্ধি, পৃথিবীর দাতৃগণের সঙ্গে পরমদাতার তুলনা হয় না। পৃথিবীর দাতৃবর্গের ভাণ্ডার প্রমুক্ত নহে, বিশ্বপতির ভাণ্ডার সর্ব্বত্র প্রমুক্ত। স্বর্গ ও মর্ত্তস্থ অসংখ্য অগণ্য দানসামগ্রীর মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। সে সকল দানের কখন কোন্‌টি গ্রহণ করিলে আমাদের আত্মার সুখ ও কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে, ইহা কেবল অন্তরাত্মাই—অন্য কথায় স্বয়ং বিশ্বপতিই বলিয়া দিতে পারেন। কতকগুলি দান আমাদের নিকটস্থ, কতকগুলি দূরস্থ, কতকগুলি আবার দূর হইতে নিকটে সমাগত। এ সকলগুলি দানসম্বন্ধেই নিয়ম এই যে, অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে উহাদিগকে ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিলে পরীক্ষায় পড়িতে হয়। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লক্ষ্মী অজস্র দেন, সরস্বতী ঐ সকলের কোন্‌টি গ্রহণীয় কোন্‌টি অগ্রহণীয় তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্যবর্গের নিকটে প্রকাশ করেন। অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ বুঝিবার সাহায্যার্থ আমি তোমায় সেবার বলিয়াছিলাম 'যে দান আইসে তাহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত দেখিলে বা উহা জীবনের উপযোগী ও ধর্ম্মসঙ্গত করিয়া লইতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না।' ইহাতেও যদি বা তোমার ভ্রম না মিটে, এজন্য তোমার প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া 'সামান্য বিষয়ে যে ব্যক্তি অন্যায়াচারী, মহৎ বিষয়েও সে ব্যক্তি অন্যায়াচারী' এই বাক্যটি আখ্যায়িকাযোগে তোমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। বুদ্ধি, আমি আশা করি, পরীক্ষায় তোমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে; এখন আর তুমি অন্তরের আলোকের প্রতি কোন কারণে উপেক্ষা করিবে না। অন্তরাত্মা তোমায় যে যে বিষয়ে 'উচিত নয়' বলিয়াছিলেন, তুমি সেই সেই বিষয়ে অন্যাধীনতাবশতঃ অবহেলা করিয়াই তো অগ্নিপরীক্ষায় পড়িয়াছিলে এবং তাহাতেই মনে তোমার অপ্রসন্নতা আসিয়াছে। যাহা হইয়াছে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে আর অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিব না প্রতিজ্ঞা করিলে, নিশ্চয় তোমার অপরাধের ক্ষমা হইবে; অন্তরে শান্তি ও সন্তোষ প্রত্যাগত হইবে; আমার সঙ্গে তোমার মিলন চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

প্রাপ্ত।

কুচবেহার।

দুর্গাপূজার বন্দে মফস্বল সহরগুলি প্রায় জনশূন্য হইয়া থাকে। কুচবেহারের অবস্থাও তদ্রূপ। তাই মনে করিতেছিলাম এ সময় স্থানান্তরে যাইব, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হয় নাই। প্রভুর কৃপায় বন্দের সময় আমাদের বেশ কাটিয়া যাইতেছে। এখানে জেলখানার কয়েদিদিগকে প্রতি রবিবার সকালবেলায় উপদেশ দেওয়া হয়, এবং সঙ্গীত শোনান হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার স্নানান্তে মধ্যাহ্নে প্রচারাশ্রমে কুচবেহারের মহারাণীর জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও প্রীতিভোজন হইয়াছিল। সকালবেলা জেলে বন্দীদিগকে উপদেশ এবং সায়ংকালে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হইল। ১লা হইতে ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত দুর্গোৎসবের চারিদিন সকালবেলা শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হইল। শেষদিন সায়ংকালেও তাঁহার গৃহে উপাসনা হইল এবং তৎপর প্রীতিভোজ হইল। ৬ই অক্টোবর শনিবার মহারাজ ভূপবাহাদুরের জন্মদিনোপলক্ষে সায়ংকাল মন্দিরে

উপাসনা হইল এবং রাত্রিতে প্রচারাশ্রমে ভোজ হইল। ৭ই অক্টোবর রবিবার প্রাতে জেলে নিয়মিত উপদেশ ও সঙ্গীত হইল এবং সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হইল। ৮ই সোমবার শারদীয় পূর্ণিমোৎসব। প্রাতেই ব্রাহ্মবন্ধুরা তোর্ষানদীর ঘাটে সমবেত হইলেন। নববিধান নিশানেপরিশোভিতএকখানি নৌকাযোগে যাত্রা করা হইল। নৌকাতে সংগীত ও পাঠ এবং কথাবার্ত্তায় সময় কাটিয়াছিল। প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে মোয়ামারা নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক প্রান্তরে নৌকা হইতে সকলে অবতরণ করিলেন। এক স্থানে কতকগুলি বৃক্ষ আছে। সেই গাছতলায় উপাসনার স্থান করা হইল। তোর্ষার সুশীতল জলে স্নানাবগাহন করিয়া সকলে মধুর ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বনের পাখীদের সুমিষ্ট গান উদ্বোধনের সহায়তা করিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরে প্রকৃতিনাথকে দেখিয়া প্রাণ কৃতার্থ হইল। উপাসনান্তে সেখানেই বনভোজন করা হইল। দিবাবসানে নৌকা ভাটা দিয়া কীর্ত্তন গাইতে গাইতে আসা হইল। আকাশের শারদীয় পূর্ণচন্দ্র চিদাকাশের প্রেমচন্দ্রের দিকে প্রাণকে আকর্ষণ করিল। ভিতরে বাহিরে শ্রীহরির সুন্দররূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধন্য বিধানজননী, তিনি তাঁহার পাপী দুঃখী সন্তানদিগকে কত ভাবে কতরূপে কৃতার্থ করেন।

দাস
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

সাধনের ফল।

(কটক হইতে।)

সাধনের অন্য কোন গুণ নাই, ইহার দ্বারা সাধক জানিতে পারেন যে, তিনি কত দুর্ব্বল এবং সেই জন্য শ্রীহরির কৃপার কত প্রয়োজন। সাধনব্যতীত প্রার্থনা করিবার উপযুক্ততা লাভ হয় না। যে বস্তু যাহার থাকে তাহার জন্য কে কোথা কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যায়? ঘরে অন্ন না থাকিলে ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী ভিক্ষায় বাহির হইয়া থাকে। ইংরাজিতে একটি কথা আছে "Man's extremity is God's opportunity" "মানুষের যখন শেষ সীমা উপস্থিত হয় ঈশ্বরের তখন সুযোগ হয়।" ব্রহ্মকৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে কিন্তু আমরা ধরিতে পারি না, কারণ আমরা অহঙ্কারে অন্ধ। আমরা দুর্ব্বল হইলেও আমাদের দৌর্ব্বল্য আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু যখন সাধন ও চেষ্টা করিয়াও আমরা ভাল হইতে পারি না, তখন আমাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, আপনাদের অসহায়তা অনুভব করিতে পারি এবং সেই জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং ব্যাকুল ও অসহায় প্রাণে শ্রীহরির শরণাপন্ন হই। সাধনব্যতীত ব্রহ্মকৃপা ধরিবার সামর্থ্য হয় না। সাধনব্যতীত প্রার্থনালব্ধ ফল জীবনে রক্ষা করিতে পারা যায় না, এই জন্যই সাধনের প্রয়োজন। সাধন কি? চেষ্টা। কেশবচন্দ্র কত বার বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে অথচ প্রার্থিত বস্তু লাভ বা প্রার্থনার ফল রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা না করে সে কপট ও ধূর্ত্ত। মনুষ্যচেষ্টা ও ব্রহ্মকৃপার মিলনেই আমাদের সকলপ্রকার উন্নতি। মনুষ্য স্বাধীন, সেইজন্য তাহার নিজ চেষ্টা চাই, মনুষ্য দুর্ব্বল সেইজন্য ব্রহ্মকৃপা চাই। ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য লাভ করা হইতে আত্মাকে কর্ষণ করিয়া হরিধন লাভ করা পর্য্যন্ত এই নিয়মাধীন। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া কেহ কখন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে বশীভূত করা যায় না, কিন্তু সাধন না করিলে ঈশ্বরের নিয়মভঙ্গজনিত অপরাধ ও দুর্গতি হয়।

সংবাদ।

বিগত ১৪ই আশ্বিন টালাস্থিত সমবিশ্বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিন মোহন সেহানবিশ মহাশয়ের বাসভবনের অন্তর্গত উপাসনাকুটীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক তৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ১৩ই আশ্বিন প্রচারাশ্রমে শ্রীমান্ প্রবোধকুমার দত্তের জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল।

বিগত ১২ই আশ্বিন চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীমান্ বেণীমাধব দাসের নবকুমারীর শুভ নামকরণ ক্রিয়া কুমারীর মাতামহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। কুমারীর নাম কমলা রাখা গিয়াছে। মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী নবশিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১০শে আশ্বিন মুদিয়ালিনিবাসী শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ সিংহের নূতন গৃহে প্রবেশোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ২১শে আশ্বিন ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত বিপিন মোহন সেহানবিশ মহাশয়ের টালাস্থ আবাসে স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার পালিত কন্যা উক্ত সেহানবিশ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে সেহানবিশ মহাশয় উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত সংস্কৃত নবসংহিতার মুদ্রাঙ্কনাবশিষ্টাংশের মুদ্রাঙ্কন সাহায্যার্থ ৮০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা সকৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ভাওয়ালের রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ন রায় বাহাদুর উপাধ্যায় কৃত সংস্কৃত গীতাভাষ্যের মুদ্রাঙ্কন সাহায্যার্থ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫০৲ প্রচারভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার লাধ গুজরাটে দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত যে, ভ্রাতা কাশীচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে গুজরাটী ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী ও দুর্ভিক্ষের বিবরণ পুস্তিকা আহমদাবাদ নগরে মুদ্রিত করিয়াছেন।

ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন; "মাণিকদহে উৎসব চারি দিন হইয়াছে, তিন দিনই প্রাতের উপাসনাভার আমার উপর ছিল। স্কুলের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণ সভায় কিছু বলা গিয়াছে। তথা হইতে বিপিন বাবুর প্রদত্ত খরচে এখানে (দার্জ্জিলিংএ) আসা গিয়াছে। গত রবিবার জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজে দুইবেলা সামাজিক উপাসনা করা গিয়াছে।"

বিগত ২২শে আশ্বিন শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে সায়ংকালে কমলকুটীরে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত রবিবার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিন মোহন সেহানবিশের প্রথমা কন্যার শুভ জন্মদিনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রকে নববিধানে দীক্ষিত করিয়াছেন।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী লক্ষ্ণৌ যাইয়া কার্য্য করিতেছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত," নামক পুস্তকের প্রথম ভাগ আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গগত নেতা ফকিরদাস রায়ের ধর্ম্মজীবনের পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩০০সাল পর্য্যন্ত উক্ত সমাজের ন্যূনাধিক বিশ বৎসরের ঘটনারাজি বিবৃত। আমরা জানি এই পুস্তকের অধিকাংশ স্বর্গগত ফকির দাস রায় স্বয়ং লিপিয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে পশ্চিম বঙ্গস্থ অমরাগড়ী পল্লীতে ক্ষুদ্র বিশ্বাসীমণ্ডলীর মধ্যে ভগবান্ যে কি বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, ক্রমে কয়েকটি দীন হীন যুবা নব বিধানের আশ্রিত হইয়া বিশ্বাস ভক্তির সহিত বিধানক্ষেত্রে আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। এই পুস্তকে আমাদের স্বর্গগত ভ্রাতা ফকিরদাস রায়ের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত, তাঁহার ধর্ম্মপথে সহায় অনুগামী প্রচার বন্ধু যুবকদিগেরও জীবনের অনেক গূঢ়তত্ত্ব অভিব্যক্ত। পুস্তক খানা শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বিশেষতঃ বিধানবিশ্বাসীদিগের পক্ষে অতিশয় উপকারী হইয়াছে। ডিমাই ১২ পেজী ১৫৯ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অসাবধানতাপ্রযুক্ত পুস্তকের অনেকাংশের প্রুফ সংশোধন উত্তমরূপে হয় নাই।

প্রেরিত।

মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা।

মণ্ডলী এবং মণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগের মধ্যেও কথা উঠিয়াছে যে কেবল দীর্ঘ বক্তৃতা ও দীর্ঘ উপদেশে এখন চলিবে না। এখন লোকে বলিতেছে এবং আমরাও বলিতেছি যে, আমরা বক্তৃতায় ও উপদেশে প্রকাশ্যে যে সকল উচ্চ কথা প্রচার করিতেছি আমাদের তদনুরূপ জীবন কোথায়? বক্তৃতায় ও উপদেশে প্রচারের সময় চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবনের দ্বারা জীবন প্রচারের সময় আসিয়াছে। আমাদের কার্য্য ও আমাদের চরিত্র যদি আমাদের বক্তৃতা, উপদেশ ও উপাসনার অনুরূপ না হয় তবে আমাদের প্রচারের সফলতা কোথায়? এখন পৃথিবীতে বক্তৃতা ও উপদেশাপেক্ষা জীবনশাস্ত্রের সমধিক আদর। ঈশার উপদেশ ঈশার জীবনের অনুরূপ হইয়াছিল, এইজন্যই পৃথিবী তাঁহাকে উচ্চতম আসন প্রদান করিলেন। আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব জীবনের কথা দিয়া জীবনশাস্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন এই জন্য তিনি এত লোকের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তঁাহার চরিত্র যদি তাঁহার বক্তৃতার মানচিত্র না হইত, তাঁহার জীবনবেদ যদি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার জীবনের চিত্র না দেখাইত, ধর্ম্মজগতে তাঁহার এ উচ্চাসন প্রতিষ্ঠিত হইত না। কে আমাদের মধ্যে বলিতে পারেন যে, কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীরের তিনি একটুও আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন? ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, বল দেখি এ গভীর রহস্যের মূল কোথায়? বল দেখি আমাদের ভিতর এ নির্জ্জীবতা ও অবসন্নতা কেন? কেবল জীবনের অভাব। আমরা গগনভেদী বক্তৃতাই করি আর উপাসনা উপদেশে অনেক উচ্চ কথার বোঝা চাপাইয়াই দি. কিন্তু যতক্ষণ না বিশ্বাসী আমাদের জীবনকে আমাদের বক্তৃতা ও উপদেশের অনুরূপ দেখিবেন, যত দিন না উভয়ের সামঞ্জস্য তুলাদণ্ডে পরিমিত হইবে, ততদিন আমাদের প্রচারের সফলতা কোথায়? পৃথিবী বলিতেছেন যে, প্রাণের রক্ত দিয়া সত্যের প্রচার কর; পৃথিবী বলিতেছেন,চক্ষের জল দিয়া ভ্রাতার পদধৌত করিয়া দাও; পৃথিবী বলিতেছেন যে, তোমার ঘৃণিত দরিদ্রতম ভ্রাতার পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া অভিমান চূর্ণ কর ও ধন্য হও, তবে তোমার প্রচারিত সত্য ও প্রচারিত ধর্ম্ম আমি গ্রহণ করিব। তাই বলিতেছি, আর কথায় প্রচার হইবে না; জীবন দিয়া জীবন প্রচার করিতে হইবে। তুমি উপদেশে বলিতেছ অভিমান চূর্ণ করিতে হইবে, অথচ তুমি অভিমানে স্ফীত হইয়া তোমার দুঃখী ভ্রাতার সমাদর করিতে পারিতেছ না। তুমি পরসেবার উচ্চধর্ম্ম প্রচার করিতেছ অথচ তুমি নির্ধন, নিঃসহায়, অনাথ ও পীড়িতের সেবার জন্য ধাবিত হইতে পার না। তুমি প্রচারে এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম, এক পরিবার, এক বিশ্বজননী ও ভ্রাতৃভাবের উচ্চধর্ম্মের কথা বলিতেছ অথচ কার্য্যে ভিন্ন ঈশ্বর, ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন পরিবার সপ্রমাণ করিতেছ। প্রচারে বলিতেছ, "জাতি নাই, জাতি মানি না" অথচ কন্যা পুত্রের বিবাহে স্বজাতির অন্বেষণ করিতেছ। প্রচার করিতেছ পৌরোহিত্য মহাপাপ অথচ অপর কাহাকেও বেদীর অধিকার দিতে কুণ্ঠিত। ভাই, যদি প্রচার করিবে, মতের অনুরূপ হও, ভক্ত কেশবের জীবনকে মতের মানচিত্র করিয়া লও।

বিধানাশ্রম
বাঁকিপুর
৭।১০।০০

সেবক
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

টাঙ্গাইল শারদীয় উৎসব।

মা জগজ্জননীর অপার করুণায় টাঙ্গাইল আশাকুটিরে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৫ই আশ্বিন হইতে ১৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হয়। এখানকার উভয় সমাজের বন্ধুগণ কৃপাপূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৫ই আশ্বিন শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয় উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্যাপটীষ্ট মিশনের অধ্যক্ষ খৃষ্টীয় প্রচারক শ্রদ্ধেয় এ লেডিস সাহেব উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় রাধানাথ বাবু উপদেশে বলেন, ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ দশবিধ প্রকারে ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে ঈশ্বরের পিতৃভাবের সাধন হইয়াছে, কিন্তু ভারতেই কেবল মাতৃভাবের সাধনা ও সিদ্ধি হইয়াছে। ঈশ্বরের বিধানে পৃথিবীর সমুদয় স্থানে কি ইউরোপ কি আমেরিকা কি অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বত্রই এই মাতৃভাবের সাধনা প্রচলিত হইবে। ১৬ই তারিখে এ দাস উপাসনায় ব্যবহৃত হয়। আমরা দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের মা ভিন্ন আর গতি কি? দুর্ব্বল বঙ্গবাসীকে সবল করিবার জন্য মা আমাদিগকে এই মাতৃত্বের উৎসব বিধান করিতেছেন, এই ভাবে প্রার্থনাদি হয়। ১৭ই আশ্বিন প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে উপাসনা করেন। তাঁহার উপাসনা অতি সুমিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবে কয়েকটী মহিলা যোগদান করেন। বন্ধুদের মধ্যে প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসু, শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক বাঘিল হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কুসারী, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্র. শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ রায়, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মজুমদার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বকসী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ অনুগ্রহ করিয়া উপাসনাদিতে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রতিদিন সামান্যরূপে জলযোগে ও প্রীতিভোজনে কোন কোন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। আমাদের করুণাময়ী ব্রহ্ম-মা চিন্ময়ী শ্রীদুর্গা আমাদিগকে এই উৎসব বিধান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা সত্য সত্য তাঁহাকে মা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রিয় ভক্ত কেশবের ন্যায় মা সর্ব্বস্ব হাবা শিশু হই এবং মার বলে বলী হইয়া সমুদয় বঙ্গবাসীকে এমন কি সমুদয় পৃথিবীকে মার চরণতলে আনয়ন করি। মা এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জীবনে তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

টাঙ্গাইল
২৫শে আশ্বিন।
১৩০৭।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।
টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

প্রকৃত প্রার্থনা।

সম্প্রতি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রার্থনাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। অবশ্য বিষয়গন্ধ হইতে প্রার্থনাকে বিমল রাখা অতীব কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘড়ি দাও, টাকা দাও, বৃষ্টি দাও, শস্য দাও ইত্যাদি প্রার্থনা করা উচিত নয় এবং বোধ হয় কোনও ব্রাহ্ম তাহা করেন না। কিন্তু আহারাদির অভাব হইলে মন তাহা একান্ত অভিলাষ করে। ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি ধনীর দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারে, তবে সেই রাজরাজেশ্বরের দ্বারে সে প্রার্থনা জানাইলে দোষ কি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। বহুদিন হইল আচার্য্যদেব ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে (মনে হয়) একটি প্রার্থনাতে লিখিয়াছিলেন "Feed your missionaries," অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়দিগের অন্নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই কথা লইয়া মফস্বলে কোনও কোনও ব্রাহ্মেরা আন্দোলন করেন। তাহার কিছুদিন পরে আমি আচার্য্যদেবকে, 'সাংসারিক বিষয়ে কেন প্রার্থনা করা হইল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন "হাঁ, এইরূপ লেখা হইয়াছিল বটে।"

ব্রাহ্মসমাজে যেপ্রকার প্রার্থনা সচরাচর হইয়া থাকে তাহা প্রার্থনা, কি বক্তৃতা, না উপদেশ, না মীমাংসা, না তর্ক কিছুই বুঝা যায় না। সে সকল প্রার্থনা শুনিয়া মনে হয় ঈশার ব্যাকুল সরল সহজ প্রার্থনার ভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে নাই। বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আচার্য্যদেবের সঙ্গে প্রচারক মহাশয়েরা দৈনিক উপাসনা করিতেন এবং পর্য্যায়ক্রমে এক এক জন প্রচারক এক এক দিন প্রার্থনা করিতেন, তখন এক দিন এক জন প্রচারক এই বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন "হে দীনবন্ধু, এ আসরে আমার কথা কওয়া উচিত নয়।" "এই একজন চলিয়া গেলেন।" এই কথা বলিয়া সাধু অঘোরনাথের স্বর্গগমনসম্বন্ধে নানা কথা উল্লেখ করিলেন এবং আরও অনেক কথা বলিলেন যাহা আমার মনে নাই। কিন্তু সেগুলি ব্যাকুল প্রার্থনার কথা নহে। কোনও অবস্থার বর্ণনা ছিল, যাহার বিশেষ কথা মনে নাই।

অনেকদিন পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম যে, একটি ব্রাহ্ম অন্য কোনও ব্রাহ্মের বাড়ীতে কয়েকদিন অতিথিরূপে বাস করেন। তথা হইতে যাইবার দিন উপাসনাকালে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়া অতিথিসৎকার ও সমাদরলাভের জন্য বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। যে বন্ধুর বাড়ীতে তিনি গিয়াছিলেন, তিনি প্রার্থনার দ্বারা তাহার উত্তর দিলেন। এই প্রকারে ব্রাহ্মগণ একজন আর একজনকে মনের কথা প্রার্থনার দ্বারা বুঝাইয়া দেন, কাহাকেও ভৎর্সনা করিতে হইলে প্রার্থনার দ্বারা ভৎর্সনা করেন, কেহ কোনও তর্ক উপস্থিত করিলে তাহার উত্তর প্রার্থনার মধ্যে দেন। এই জন্যই মনে হয় ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হয় নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ। ২০ সংখ্যা। — ১৬ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৮২২ শক। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে সেনাপতি, তুমি যে অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছ, সে দুর্গের বাহিরে যাহারা পদার্পণ করিয়াছে, তাহারাই পাপপিশাচের বশবর্ত্তী হইতেছে। তোমার সৈন্য-দলের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল? তাহারা আপনা-দের মৃত্যু আপনারা কেন ডাকিয়া আনিতেছে। 'নির্জ্জন প্রেমিক, স্বতন্ত্র বৈরাগী, বিচ্ছিন্ন সাধক, ইহারা মৃত্যুর পথে দাঁড়াইয়াছে', একথা যে সত্য তুমি পদে পদে প্রমাণিত করিয়া দিতেছ, অথচ তোমার লোকদের চেতনা নাই। যে কোন ব্যক্তিই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বা মনের বিকারবশতঃ দুর্গের বাহিরে যাইতেছে, তাহাদিগেরই সম্বন্ধে সংবাদ আসিতেছে, পাপপিশাচ তাহাদের দেহ, মন, আত্মাকে ঘোর নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে। হে প্রভো, এ সকল শুনিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিতেছে, এবং তোমার দুর্গ আরও ভাল করিয়া আশ্রয় করিবার জন্য চিত্তে আকুলতা বাড়িতেছে। যে সকল সেনাগণ এখনও দুর্গের ভিতরে আছেন, আজও বাহিরে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তুমি সাবধান করিয়া দাও। তাঁহারা অবহিতচিত্তে দুর্গের মধ্যে থাকিয়া দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন। যাহারা বিশ্বাসঘাতক হইয়া পাপের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করিয়াছে, তাহারা দুর্গাধিকার করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে; একটু অনবধান বা ছিদ্র পাইলেই পাপপিশাচকে সেনাপতি করিয়া দুর্গাধি-কার করিবার জন্য আক্রমণ করিবে। হে মহা-পরাক্রান্ত পরমেশ্বর, তুমি জাগ্রৎ প্রহরী হইয়া তোমার সেনাগণকে জাগাইয়া রাখ যে, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে কোন প্রকার কুচিন্তা, কুকামনা, কুবাসনা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে না পায়। এই সকল ছিদ্র দিয়াইতো শত্রু আপনার প্রবেশ দ্বার করিয়া লয়। তোমার সেনাগণের মধ্যে বিলাস বাসনার একটু গন্ধ দেখিলেই যেন আমরা তাঁহা-দিগকে সাবধান করি, কেন না যাহারাই দুর্গের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাদিগেতে প্রথমে মৃদুভাবে বিলাসবাসনা প্রবেশ করিয়াছিল। হে দেব, সময় থাকিতে আমাদিগকে তুমি সাবধান কর, যাহারা মৃত্যুর পথ ধরিয়াছে, তাহাদিগের হইতে আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেল। তাহাদিগের কুহকে পড়িয়া যেন তোমার দুর্গ ত্যাগ করিতে আমাদের কখন একটুও প্রবৃত্তি না হয়। সম্মুখে মৃত্যুর ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ভীত

হইয়াছি, তুমি আসিয়া আমাদিগের হৃদয়ে মহাবল হইয়া অবতরণ কর। আমরা তোমার বলে বলী হইয়া দুর্গমধ্যে বাস করি, শত্রুগণের সকল প্রকারের ষড়্‌যন্ত্র বিফল করিয়া দি। হে প্রভো, আমরা তোমার কৃপায় দুর্গমধ্যে নিরাপদে বাস করিব, কখন তোমার দুর্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাদের বাসনা হইবে না, এই আশা করিয়া আমরা বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে।

২য়।

প্রার্থনাকে সাংসারিক বিষয় হইতে বিমল রাখিতে হইবে, একথা একালে আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। মানবের আদিমাবস্থায় প্রার্থনা অন্যরূপ ছিল। তখন দেবতার নিকটে প্রার্থিগণ সাংসারিক বিষয় চাহিতেন। জীবিকালাভ সে সময়ে বহুবিঘ্নসঙ্কুল ছিল। আদিমকালের ব্যক্তিগণ বিবিধ শত্রুদ্বারা পরিবৃত ছিলেন। অপরের জীবিকা লুণ্ঠন করিয়া লওয়া দস্যুগণের একমাত্র কার্য্য ছিল। যখন কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইল, তখন ক্ষেত্রের শস্য উৎপাদন জন্য জল, পশুপালন, উৎপন্ন শস্য সকলকে লুণ্ঠনকারিগণের নিকট হইতে নিরাপদে রক্ষণ, এ সকলই প্রার্থনার বিষয় ছিল। শত্রুকুল হইতে আত্মরক্ষার জন্য বীরসন্ততিসকল প্রয়োজন, সুতরাং দেবতার নিকটে প্রার্থিগণ ব্যাকুল হৃদয়ে পুত্রকামনা করিতেন। মানব যখন আপনার বলে কোন একটি বিষয় সম্পন্ন করিতে পারে না, সম্পন্ন হইলে প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বদা তৎসম্বন্ধে তাহাকে চিন্তিত ও ভীত থাকিতে হয়, তখন সে ইষ্টদেবতার নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করিবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। কালে দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, কৃষিবাণিজ্যাদি নিরাপদাবস্থা লাভ করিল, প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিত্ব লোকের হৃদয়ঙ্গম হইল, সেই সেই ক্রিয়ার ফললাভ কি নিয়ম অবলম্বন করিলে সহজসাধ্য হয়, লোকে তাহা বুঝিতে পারিল, তখন আর তত্তদ্বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন রহিল না; মানবগণ নিশ্চিন্ত ভাবে কৃষিকার্য্যাদিতে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়া তৎফললাভ করিতে লাগিল।

ঈশা শিষ্যগণকে দৈনিক আহারপ্রাপ্তির * জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববারে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শিষ্যগণের অল্পবিশ্বাসিত্ব এরূপ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার হেতু। যখন তাঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে ঈশ্বর যথার্থই তাঁহাদিগকে খাওয়ান, তখন আর তাঁহাদের সে প্রার্থনার প্রয়োজন রহিল না। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, ঈশা প্রথমতঃ শিষ্যদিগকে মুদ্রাধারাদি কিছুই সঙ্গে লইতে দেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে মুদ্রাধারাদি না লইলেও পিতার কৃপায় তাঁহাদিগকে তজ্জন্য অভাবগ্রস্ত হইতে হয় না, তখন তিনি মুদ্রাধারাদি সঙ্গে লইতে অনুমতি দিলেন (লূক ২২ অ, ৩৫।৩৬ শ্লো)। শিষ্যগণ উপজীবিকার পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিরোধিগণের মধ্যে প্রচার করিতে যাইতেছেন, এখনও তাঁহাদের মনে

---

* ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে "Feed your Missionaries" এরূপ প্রার্থনা আচার্য্যদেবের সময় বাহির হইয়াছিল বৃদ্ধব্রাহ্ম লিখিয়াছেন। সেই প্রার্থনাটী প্রাচীন মিরারে অন্বেষণ করিতে গিয়া এই প্রার্থনাটী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

Father, I must prize the teachings of experience above conjecture and imagination. Men fancy that if they only seek thy kingdom, they and their children shall starve, and their earthly interests shall be jeopardized. But I have *seen* the contrary in my life and the lives of all those who have sought thee alone and thy kingdom. We, thy servants, can bear testimony to thy providence, and can say from daily experience that thou feedest and givest us our daily bread, though we seek it not. We will not be worldly-minded; riches and temporal benefits we will not seek. For we believe, O God, that in asceticism all things needful are to be found.—INDAN MIRROR,
JANUARY 19, 1879.

মিরারে এভাবের প্রার্থনা ভিন্ন অন্যভাবের প্রার্থনা নয়নগোচর হইল না, সুতরাং 'Feed your Missionaries' ইহার অগ্র পশ্চাতের কথাগুলি আলোচিত হইবার যখন কোন উপায় নাই, তখন এ অবস্থায় এসম্বন্ধে আমাদিগকে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইল।

বিশ্বাস অমায় নাই, সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের মনে অন্নপানের বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ঈশা জানিতেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অন্নপানাদির বিষয়ে চিন্তা তাঁহাদের অল্পবিশ্বাসসম্ভূত। সেই অল্পবিশ্বাস দূর করিবার উদ্দেশে তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন, প্রার্থনা করিলেই অন্নপান তাঁহারা পাইবেন। পরিশেষে তিনি সেই সাময়িক প্রার্থনাটিকে যখন নিত্য প্রার্থনারূপে উপদেশ দিলেন, তখন অন্নপান আর কিছু নহে 'পবিত্রাত্মা' (লূক ১১ অ, ১৩ শ্লো) এইটি তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে যত্ন করিলেন। অন্নপান বলিতে অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রভাবসঞ্চার বুঝায়, ঈশার বহু কথায় ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

আমাদের সময়ে প্রার্থনা বলিতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। স্বয়ং কেশবচন্দ্র প্রার্থনাশব্দের এইরূপই টীকা করিয়াছেন। * নববিধানের সাধক অন্নপানের জন্য ঈশ্বরের নিকটেও প্রার্থনা করেন না, ধনীরও দ্বারস্থ হন না। তিনি ঈশ্বরের হস্তে আপনার সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অলস হইতে পারেন না, কেন না আত্মসমর্পণে তিনি সম্যক্‌প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়াছেন; ঈশ্বর আপনি তাঁহার পরিচালক হইয়াছেন †। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বাসে তাঁহার সমুদায় মানসিক বৃত্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত এক হইয়াছে, তিনি জীবনপথে ঈশ্বরাধীনতাবশতঃ এমনই ভাবে অগ্রসর হন যে, সংসার ও ধর্ম্ম উভয়ই তাঁহার সম্বন্ধে নিত্য কল্যাণ বহন করে *। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিদ্গণের প্রতি কেশবচন্দ্রের নিরতিশয় সমাদর ছিল, এজন্য তিনি প্রার্থনাকেও বিজ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিয়া উহাকে চির বিমল রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিদ্গণের প্রতি সমাদরবশতই 'বিজ্ঞানবিৎসমাগমে' কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করিয়াছেন,—"সকল প্রকারের সংশয় ও কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও মোহ, আভাস ও অনুমান, অসঙ্গতি ও অযুক্তবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং বিজ্ঞানের আলোকে আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর। বিজ্ঞান তোমার আপনার শাস্ত্র, তোমার নিজ হস্তলিখিত, বাইবেল অপেক্ষা প্রাচীন, বেদাপেক্ষা বিশুদ্ধ। বিজ্ঞানে সেই অভ্রান্ত সত্য আছে যাহাতে আত্মা স্বাধীন হয়। আমরা যেন এই অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী অধ্যয়ন করি এবং দিন দিন জ্ঞানী ও শুদ্ধ হই।...... তোমার জ্ঞানের লিপি ও তোমার প্রেমের শুভসংবাদস্বরূপে এই সকল

* Glossary I. Prayer—The begging attitude of the soul and strong hungering after spiritual blessings.—INDIAN MIRROR, JULY 13, 1879. Glossary II.—Prayer—Deep craving for spiritual blessings.—INDIAN MIRROR, MARCH 14, 1880.

† The more thou resignest thyself into my hands the more active I will make thee in the discharge of thy varied duties. I will so move and regulate thy energies that thou, whilst seeking me only, shalt find all things needful. I will exterminate the pride, the care, the solicitude and the self-directed energy of the worldly wise, and will strengthen and direct thee with my wisdom and energy unto thy temporal and spiritual welfare. I never provide for the sleeping sluggard. I never encourage indolence.—INDIAN MIRROR, AUGUST 3, 1879.

* That very faith will, without your knowing it, secretly and mysteriously rouse all your faculties, sentiments and energies so as to enable you to find even temporal welfare without your seeking it. That faith will make thee a dutiful and obedient servant and thou shalt find pleasure in doing my will. When thy will is attuned to mine through perfect faith, there will be harmony between thy worldly affairs and thy religious pursuits, and whatsover thou requirest will be supplied by the universal economy of Providence. All things work together for good to the righteous. I have so constructed and adjusted the moral and physical universe that whoso believeth in me shall find whatsoever is good for him.—INDIN MIRROR AUGUST 3, 1879.

চিরজীবন্ত শাস্ত্রকে (আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহকে) ভক্তি ও সম্ভ্রম করিতে শিক্ষা দাও, এবং আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা এ সকল শাস্ত্রকে সাংসারিক জ্ঞানের মত মনে করিয়া তুচ্ছ না করি। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শৈশবোচিত গ্রন্থকেও স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র অপৌরুষেয় বাক্যরূপে, এবং সংসারকে পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান অর্পণ করিবার জন্য তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত দূতস্বরূপে প্রত্যেক বিজ্ঞানবিৎকে যেন আমরা সম্মান করি।"

কেশবচন্দ্র যেমন বলিয়াছেন 'একটী পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে তাহার সমস্ত প্রার্থনা বিফল', তেমনি আবার বলিয়াছেন, 'যার বাড়ীতে রোগ, বিপদ্, কি টাকা কড়ীর জন্য কষ্ট হইতেছে, তার প্রার্থনার বড় ভাল অবস্থা।' শেষোক্ত কথা গুলি শুনিলে মনে হয় যেন তিনি রোগাদি হইতে বিমুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। এই সকল কথাগুলির অব্যবহিত পরেই তিনি বলিয়াছেন, 'বিপদের সময় প্রার্থনা খুব হয়। যখন যার অবস্থা পীড়া দেয়, তখন হাসিতে হাসিতে গিয়া সে যদি বলে "আমার কিসের দুঃখ? আমাকে ইহার মধ্যে বৈরাগ্য শিক্ষা দাও", তাহা হইলে অমনি তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে অথচ হইবে সকলই।' ঐহিক নহে কিন্তু পারত্রিক মঙ্গলের কামনা করিবে, অথচ তাহা হইতে সকলই হইবে। এ কিরূপ কথা? ঐহিক— পার্থিব, এবং পারত্রিক—আধ্যাত্মিক। যাহা কিছু পার্থিব, তাহা জড়, তাহার আপনার কোন ক্রিয়াকারিত্ব নাই, উহার ক্রিয়া আত্মার অধীনতায় সমুৎপন্ন হয়। তুমি বলিবে, কৈ পার্থিব ব্যাপারগুলি তো আমাদের আত্মার অধীন নহে, বরং উহারাই আমাদিগকে তাহাদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। আত্মার অধীন বলিলে, ইহারা পরমাত্মার অধীন, প্রথমে ইহাই বুঝিতে হইবে। পার্থিব ব্যাপারগুলি পরমাত্মা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তবে ক্রিয়াশীল হয়। আত্মা যখন প্রার্থনাযোগে পরমাত্মার সহিত এক হয়, তখন উভয়ের ইচ্ছা সাম্য উপস্থিত হয়। এ সময়ে পার্থিব ব্যাপারগুলি আর আত্মাকে অধীন করিতে পারে না, উহারা পরমাত্মার অধীন বলিয়া আত্মারও অধীন হয়। যেখানে আত্মার স্বদেহ-ও জীবন-ঘটিত ব্যাপার উপস্থিত হয়, সেখানে আত্মার নিজের অবস্থানুসারে ঐ সকল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে আত্মার নিজের জন্য প্রার্থনা দ্বারা যে পরিবর্ত্তন হয়, সেই পরিবর্ত্তনেই বাহিরের ব্যাপারও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনে কর, আমি ক্রোধাদির অধীন আজও আছি? এই সকলের অধীনতাবশতঃ যে সকল অকল্যাণকর ঘটনা আমার জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, সে সকলের পরিবর্ত্তন আমি সহস্র চেষ্টাতেও করিতে পারি না যদি না আমি ক্রোধাদির উচ্ছেদসাধন করিতে পারি। যত দিন ক্রোধাদি থাকিবে, তত দিন তদ্দ্ঘটিত দুঃখকর ব্যাপারগুলি অবশ্যম্ভাবিরূপে আমার জীবনে ঘটিবে। ক্রোধাদির কথা দূরে থাকুক, আমি অন্নপানাদির অভাব দ্বারা যখন নিপীড়িত, তখন যদি আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্নপানাদির জন্য প্রার্থনা করিয়া আলস্যপরবশ হইয়া পড়িয়া থাকি, কখন আমি সে প্রার্থনানুসারে ফললাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যদি আমি আলস্য জড়তা প্রভৃতি পরিহার করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থী হই, তাহা হইলে আলস্য জড়তাদি তিরোহিত হইয়া আমার আত্মাতে উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি সমুদিত হইবে এবং আমাকে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত করিবে, তখন আর আমার অন্নপানাদির জন্য কোন অভাব থাকিবে না। এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, আমরা ঈশ্বরের নিকটে চাই আধ্যাত্মিক কল্যাণ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্থিব কল্যাণও আসিয়া সমুপস্থিত হয়। বাহিরের অবস্থা নিপীড়িত হইলে কেশবচন্দ্র এক বৈরাগ্যকেই তাহার ঔষধ নিরূপণ করিয়াছেন। বাহিরের অবস্থা কাহাকে নিপীড়ন করে? যাহার বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বৈরাগ্য ভিন্ন বিষয়াসক্তিও যায় না, বাহ্যাবস্থার নিপীড়নও নিবৃত্ত হয় না। অপর দিকে, বৈরাগ্যে আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাস উপস্থিত হয়।

আত্মসমর্পণ ও বিশ্বাসে জীব ঈশ্বরের হস্তগত হইয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সুতরাং আলস্য জড়তাদি দোষ আর তাহাতে থাকিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি বাহিরের অবস্থা অপসারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করে তাহার কারণ অপসারণের জন্য নহে; তাহারা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকতুল্য চিকিৎসা করিতে গিয়া সেই রোগেরই বৃদ্ধির কারণ হয়। কারণের উচ্ছেদে কার্য্যের উচ্ছেদ হয়, ইহাই সার কথা। যাঁহারা এইরূপে প্রার্থনার তত্ত্ব সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রার্থনাকে বিমল রাখা আর কঠিন ব্যাপার হইবে না।

ব্রহ্মস্তোত্র।

মঙ্গলনিধি—যিনি আমাদের ভবভয় হরণ করেন, বিপদরাশিপরিপূর্ণ সংসার সাগরের উত্তাল তরঙ্গ হইতে যিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন, তিনি মঙ্গলনিধি, মঙ্গলের আধার, তাঁহাতে মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল, তৎসংক্রান্ত যাহা কিছু সকলই মঙ্গল প্রসব করিবে। আমরা নিয়ত ভয়বিপদাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, সে সকল দেখিলেই আমাদের প্রাণ ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠে; কিন্তু যখন আমারা বুঝিতে পারি, ঐ সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে মঙ্গল অবস্থান করিতেছে, উহারা পরিণামে আমাদের মঙ্গলই করিবে, তখন ভয় নিবৃত্ত হয়। যত ভয় নিবৃত্ত হয়, মঙ্গলাধার পরমদেবতার চরণে আমাদের মন ততই প্রণত হয়, এবং তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ে অনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া থাকে।

মহিমার্ণব—যিনি মঙ্গলের আধার তাঁহারই মহিমায় নিখিল জগৎ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ মঙ্গলময়ের অধিষ্ঠানভূমি। ইহার যত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব, তাঁহারই অধিষ্ঠানবশতঃ। জড়জগৎ ও জীবজগৎ, উভয়ই তাঁহার মহিমার জ্যোতি নিয়ত প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যেক ব্যাপারে মঙ্গলময়েরই মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। জীবকে সুখী করিবার জন্য জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগৎ এত সৌন্দর্য্যে, এত ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ। সর্ব্বত্র মহিমার্ণবের মহিমার ছটাই প্রকাশ পাইতেছে।

মুক্তিদাতা—যিনি মঙ্গলনিধি, যিনি মহিমার সাগর, তিনিই আমাদের মুক্তিদাতা। মঙ্গলময়ের নিরবচ্ছিন্ন-মঙ্গলক্রিয়াদর্শনে তৎপ্রতি হৃদয় অনুরক্ত হয়, তাঁহার মহিমা হৃদয়কে অদ্ভুতরসে অভিষিক্ত করে। কেবল মঙ্গলদর্শনে হৃদয় আর্দ্র হয় সুকোমল হয়, উহাতে দৃঢ়তা বা অবিচাল্যভাব কখন সংক্রামিত হইতে পারে না, যদি ভগবানের ঐশ্বর্য্যদর্শনে চিন্ময়রসে চিত্ত আপ্লুত না হয়। এক দিকে চিত্তের কোমলতা বা প্রীতি, অন্য দিকে চিত্তের দৃঢ়তা বা বিবেক, এ দুই একত্র জীবনে মিলিত হইলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। প্রীতি- ও বিবেকাধিষ্ঠিত পরমাত্মাই মুক্তিদাতা।

মহান্—যিনি মুক্তিদাতা তিনি মহান্। তিনি আপনার মহত্ত্ব জীবে সংক্রামিত করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। পাপ হইতে মুক্ত হইলেই জীবের কৃতার্থতা হয় না। পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইল। নির্ম্মল চিত্তে যখন ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেই স্বরূপের সহিত একতাতে জীবের ক্ষুদ্রতা তিরোহিত হইয়া মহত্ত্ব উপস্থিত হয়। ঈশ্বর মহান্, জীব ক্ষুদ্র, মহানের সংসর্গে মহানের সহিত একতায় ক্ষুদ্রত্ব চলিয়া যায়, ক্ষুদ্রতা চলিয়া গেলে তাহার সঙ্গে পার্থিব বিষয় তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সুতরাং জীব তখন সংসারে বাস না করিয়া ঈশ্বরেতে বাস করে।

মোক্ষধাম—জীব যখন ঈশ্বরেতে বাস করে, তখন তাঁহাকে সে মোক্ষধাম বলিয়া অবগত হয়। এখন জীব আর সংসার বা দেহকে আপনার বাসভূমি বলিয়া গণ্য করে না; ঈশ্বরই তাহার বাসভূমি। সে পূর্ব্বেও এই ঈশ্বরেতে ছিল, কিন্তু পাপবিকার তাহার চিত্তকে এমনই কলুষিত করিয়াছিল যে, ঈশ্বরেতে থাকিয়াও সে ঈশ্বরেতে আছে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পাপের সংস্রব বিদূরিত হইবামাত্র নির্ম্মলচিত্তে ঈশ্বরের স্বরূপ সংক্রামিত

হইল,তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইল। সেই মহতোমহীয়ানের মধ্যে আপনি ও সমুদায় বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, জীবের তখন প্রত্যক্ষ হইল। যখন এইরূপ প্রত্যক্ষ হইল, তখন সে পূর্ব্ববৎ কি প্রকারে মনে করিবে, সে দেহে বা সংসারে স্থিতি করিতেছে। মুক্তির পর মহত্ত্বানুভব, মহত্ত্বানুভবে সেই মহান্ পরম পুরুষে সমগ্র বিশ্ব লইয়া জীবের স্থিতি, এই স্থিতিতে তিনিই মোক্ষান্তে তাহার ধাম—নিত্য নিবসতি স্থান এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান, পর পর নামে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়—যত ক্ষণ জীব দেহের অধীন সংসারের দাস, তত ক্ষণ সে মৃত্যুমুখে স্থিতি করে। নিয়ত সে বাসনাবিকারে চঞ্চল, সুখভ্রান্তিতে দুঃখকে আলিঙ্গন করে। যত দিন তাহার এই ভাবে যায়, তত দিন মৃত্যুযাতনার হস্ত হইতে সে মুক্তি পাইবে তাহার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যাই সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে থাকে, অমনি ক্রমে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সে অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হয়। অন্তে যখন তাহার ঈশ্বরেতে স্থিতি হয়, তখন সে দেখিতে পায়, মৃত্যুর উপরে সে জয়লাভ করিয়াছে। মৃত্যুর উপরে জয়লাভ নিজ বলে হয় নাই কিন্তু ঈশ্বরের বলে হইয়াছে, ইহা তখন সে জানিতে পাইয়া তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় নামে আখ্যাত করে।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, আমি যখন অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ না মানিয়া পরীক্ষায় পড়িলাম, তখন আমার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল। বল, এরূপ অবস্থায় আমার প্রতি তোমার সম্ভ্রম পূর্ব্ববৎ কি প্রকারে থাকিবে ?

বিবেক। পরীক্ষা শিক্ষার জন্য। লোকে শত উপদেশ পাইয়াও তদনুসারে কার্য্য করে না কেন ? কোন একটি বিষয় যত ক্ষণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় না হয়, তত ক্ষণ সে বিষয়ের তথ্য ঠিক তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। মনে কর,তুমি কোন একটি শিশুকে আগুন লইয়া খেলা করিতে নিষেধ করিলে, আগুন গায়ে বা কাপড়ে লাগিলে তাহার ঘোর যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুর সম্ভাবনা ইহাও বুঝাইয়া দিলে, কিন্তু যাই তুমি আড়ালে গেলে অমনি সে আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিল। এক বার যখন হাত পুড়িল,তখন সে তোমার উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে সমর্থ হইল। যদি সে বুদ্ধিমান্ শিশু হয়, তাহা হইলে আর কখন তোমার উপদেশে সে অবহেলা করিবে না। শিশুর সম্বন্ধে যে নিয়ম, বয়স্কের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। কোন একটি বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ, ভ্রান্তিবশতঃ, অথবা অপরের প্রতি অযুক্ত নির্ভরবশতঃ অন্তরাত্মা বা তদালোকে আলোকবান্ লোকের কথায় বয়স্থ ব্যক্তি কর্ণপাত করে না সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া বিপরীত পথে সে পদার্পণ করে। কিন্তু যখন এইরূপ অনবধানতায় ঘোর পরীক্ষানলে সে নিপাতিত হয় তখন তাহার চৈতন্যোদয় হয়, আর এরূপ অন্তরাত্মার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পরীক্ষানল প্রজ্বলিত করিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করে। যদি সে প্রতিজ্ঞা সে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে জীবন নিরাপদ হয়। যখন আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহেতেও পরীক্ষায় পড়িয়া শিক্ষালাভের নিয়ম আছে তখন একবার তুমি পরীক্ষায় পড়িলে বলিয়া তোমার প্রতি সম্ভ্রম চলিয়া যাইবে কেন ? বরং তুমি যদি একবার পরীক্ষায় পড়িয়া পুনবায় তাদৃশ পরীক্ষায় পড়িবার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছ দেখিতে পাই, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার প্রতি সম্ভ্রম বাড়িবারই কথা।

বুদ্ধি। সম্ভ্রম বাড়িবে কেন ? যে ব্যক্তি পরীক্ষায় পড়ে না, তৎপ্রতি সম্ভ্রম বাড়া উচিত। যে পরীক্ষায় পড়ে তাহার প্রতি সম্ভ্রম হ্রাস পাওয়াই সমুচিত।

বিবেক। বুদ্ধি, একটি বিষয় এখনও তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হয় নাই, তাহারই জন্য তুমি এরূপ বলিতেছ। তুমি কি মনে কর, যে কারণে এক বার পরীক্ষায় পতন হইয়াছিল, সে কারণ নিবৃত্ত হইয়াছে ? সংসার যখন দেখিবে, তুমি একবার তাহার কুহকে পড়িয়া সাবধান হইয়া গেলে, আর তাহার নিকটে ধরা দিতেছ না, তখন সে আবার নূতন প্রলোভন উপস্থিত করিয়া ভয়-মৈত্র দ্বারা তোমাকে আপনার করিয়া লইতে যত্ন করিবে। তাহাতে তুমি যদি তাহার কুহকে না ভোল, বিবিধ মতে তোমাকে লাঞ্ছনা করিবে। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মার্থে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক ছিল, একালে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মার্থে আর নিহত হইতে হয় না, কিন্তু তদপেক্ষা সমধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্মার্থে নিহত ব্যক্তি এক বার যন্ত্রণা পাইয়া মরিলেন, কিন্তু এখনকার লোকদিগকে ক্রমান্বয়ে যাতনা ভোগ করিতে হয়। এরূপ তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা অগ্নিতে দাহ, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভূমিপাতন প্রভৃতি কি অল্পদুঃখকর নয় ? দেখ, তুমি এক বার পরীক্ষায় পড়িয়া তৎপর যদি সংসারের প্রতিকূলে অন্তরাত্মার নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রম বাড়িবার পক্ষে কারণ আছে

কি না? আর একটী বিশেষ কথা এই, ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার জীবনে বিশেষত্ব আছে, বিশেষ অভিপ্রায়সাধনের জন্য তাহার জীবন, এইটি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। কেন না কত লোকের জীবনে পরীক্ষা আসে, পরীক্ষায় তাহারা কোথায় ভাসিয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যে আর তাহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না। এ সকল জীবন সাধারণ, সুতরাং তাহারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার অধীন হয়।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মমণ্ডলী ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মমণ্ডলী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল। প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রক্ষণশীল মণ্ডলীর নেতা। এই রক্ষণশীল ব্রাহ্মমণ্ডলীকে বা রক্ষণশীল ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কৃত হিন্দুসমাজ বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ এই রক্ষণশীল মণ্ডলীর প্রকৃত ধর্ম্ম। উন্নতিশীলেরা জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, রক্ষণশীলেরা তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন দেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু মহাজনগণকে গ্রহণে ও শ্রদ্ধাভক্তিদানে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল হইতে সত্যগ্রহণে রক্ষণশীল ব্রাহ্মমণ্ডলী কুণ্ঠিত। সমাজসংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক উন্নতিসাধনেও এই সমাজ পরাঙ্মুখ। তবে এই মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তিগত কথা স্বতন্ত্র। কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন সংস্কারে স্বাতন্ত্র্যভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছেনমাত্র। প্রধানাচার্য্য মহাশয় ভারতীয় আর্য্য ঋষিদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং তাঁহাদের প্রণীত বেদ বেদান্তাদি গ্রন্থেরই একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার জীবন ঋষিভাবে গঠিত, তাঁহার সাধনভজনও হিন্দু ঋষিদিগের সাধনভজনের এক প্রকার অনুরূপ। তাঁহার সমাজ কলিকাতা সমাজ বা আদিসমাজ নামে পরিচিত। এখানে ঈশা মুসা নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের ও বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন স্থান নাই, এমন কি ভাগবতাদি এদেশীয় ভক্তিশাস্ত্রও আদৃত নহে। এখানে উপাসনাদিতে কোন নূতনত্ব ও উন্নতি নাই। প্রধানাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক নিবদ্ধ উপাসনাপ্রণালী পুস্তক ও তাঁহা কর্ত্তৃক বিবৃত ব্যাখ্যানাদি গ্রন্থই সচরাচর বেতনভোগী উপাচার্য্য ও অধ্যেতা পাঠ করিয়া সামাজিক উপাসনার কার্য্য সমাপ্ত করেন। এই রক্ষণশীল মণ্ডলীতে দেশদেশান্তরে প্রচারের ব্যবস্থা নাই, মণ্ডলীসম্বন্ধেও বিশেষ কোন সহব্যবস্থান নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশস্ত উদার মত এখানে সম্মানিত নহে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রসেনপ্রমুখ উদার মতাবলম্বী উন্নতিপ্রয়াসী যুবকগণ এই রক্ষণশীল মণ্ডলীতে যোগদান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে অধিক দিন থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে রক্ষণশীলদিগের সঙ্গে তাঁহাদের বিশেষ সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা বাহির হইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র বাহির হইয়া আসিয়াই উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজনামে ব্রাহ্মমণ্ডলী স্থাপন করেন। এখানে অনেক ধর্ম্মোৎসাহী যুবা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রচারব্রত অবলম্বনে দেশদেশান্তরে প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সমাজ সার্ব্বভৌমিকমণ্ডলী বা উন্নতিশীল মণ্ডলী নামে পরিচিত হইল। এখানে পরাশর যাজ্ঞবল্ক্যাদি আর্য্যঋষিগণের সহিত মুসা ঈশা মোহম্মদ নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনগণ সমাদৃত হইলেন। ঋষিপ্রণীত বেদ বেদান্তাদির সত্যের সহিত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য সকল গৃহীত হইল। এখানে নব নব প্রত্যাদেশের জ্যোতি বিকীর্ণ ও নব নব সাধন ভজন হইতে লাগিল। ভারতের সর্ব্বত্র এবং ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দূরতর বিভাগেও এই নবধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতি অচিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রচারকগণ কল্যকার জন্য ভাবিবেন না, নিজের জন্য স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ বা অন্বেষণ করিবেন না, ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিবেন, মণ্ডলীর সেবার জন্য জীবন যাপন করিবেন, এরূপ উচ্চ বৈরাগ্য ও দীনতাব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনাপদ্ধতি নব জীবন্তভাবে প্রবর্ত্তিত হইল, দলে দলে লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, নগরে নগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮০০ শকে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ কন্যাকে ঈশ্বরাদেশে কুচবিহার মহারাজের সঙ্গে উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ করেন। তাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত আচার্য্যের অনুগামী বহুসংখ্যক প্রৌঢ় ও যুবক ব্রাহ্ম আচার্য্যকে অবিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরাদেশের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ ছিন্ন ও মণ্ডলীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষের আচার্য্যের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আক্রোশ ছিল, তাঁহারা সুযোগ পাইয়া আচার্য্যের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে নানা কথা রটনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বহুলোকের মনে অনাস্থা ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেন। তাঁহারা তাঁহার নিন্দা ঘোষণা ও তাঁহাকে অপমানিত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই অবিশ্বাস ও ঈশ্বরাদেশের প্রতিবাদ হইতে সাধারণ সমাজ নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী একটি সমাজ স্থাপিত হয়। অনেক পদস্থ কৃতবিদ্য সংশয়ী লোক এই সমাজে উৎসাহের সহিত যোগদান করিলেন। স্বাধীনতাদি সমাজসংস্কারে তাঁহারা অগ্রগামী হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সাধারণ ভূমিতেই রহিলেন। তাঁহারা মুখে আচার্য্যকে অস্বীকার করিয়াও তাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পুরাতন ধর্ম্মপদ্ধতি সকলের নির্জ্জীবভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের উচ্চ

উচ্চ মত ও বিশ্বাসের স্থিতি ও অস্থিতি এই সমাজে সাধনভজনহীন অধিকাংশ সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিল। এখানে এমন লোকও আছেন যে, প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার ও ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করেন না। এখানে প্রত্যাদেশের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও ফলাফলচিন্তার আধিপত্য হইল, শাস্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রহিল না। সকলেই ব্রাহ্ম নামে একেশ্বরবাদী হইলেন। কিন্তু অনেকের ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রহিল না। তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে পূজার্চ্চনা ও ধর্ম্মচর্চ্চার পরিবর্ত্তে শারীরিক ভোগবিলাস ও বিষয়চর্চ্চারই বিশেষ প্রদুর্ভাব হইল।

১৮০২ শকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ঘোষণা করিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মকোরক প্রস্ফুটিত আকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে তাহা নববিধানপুষ্পে পরিণত হইয়াছিল। তখন স্বর্গের অনেক নব নব তত্ত্ব প্রচার হইতে লাগিল, এবং বহুবিধ নূতন সাধন ভজন ব্রতবিধি প্রবর্ত্তিত হইল, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ এবং নব যোগ ও ভক্তির অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণ লাভ করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগধর্ম্মবিধান তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জাতীয় ধর্ম্মবিধানকে সম্মান ও নির্দ্দোষ জাতীয়ভাব ও জাতীয় প্রথাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন, এই নববিধানও জাতীয়তার প্রতিপোষক।

নববিধানমণ্ডলীভুক্ত এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা নববিধানবাদী বা নববিধানবিশ্বাসী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের বিধানের সঙ্গে কোন যোগ নাই। বিধান মানিতে হইলে বিধাতাকে যেমন মানিতে হয়, তদ্রূপ বিধাতার বিধি ব্যবস্থা ও বিধানপ্রচারে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে মানিতে এবং গ্রহণ করিতে হয়। এ সকলের সঙ্গে বিধানের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। বিধান স্বর্গ হইতে একাকী আগমন করেন না, তিনি বিধাতা ও তাঁহার চিহ্নিত লোক এবং পরিত্রাণপ্রদ বিধিব্যবস্থাদি সহ অবতীর্ণ হন। বিধানপ্রবর্ত্তক ও বিধানের অঙ্গীভূত লোক বিধিব্যবস্থাদি ছাড়িয়া বিধান মানা কথার কথামাত্র। নববিধানের প্রবর্ত্তক শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, 'আমার অঙ্গীভূত একটি লোককে অস্বীকার করিলে আমাকে স্বীকার করা হয় না।" অপিচ তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "আমি ভাইদের জন্য ভাবিত, আমি বিধানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যাহা বলিয়া থাকি যাহারা তাহার একটী কথা অস্বীকার করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় নরক রহিয়াছে।" খ্রীষ্টীয় বিধানশাস্ত্র বাইবেল, সেই বিধানের প্রবর্ত্তক যিশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার অনুগামী চিহ্নিত প্রেরিত পিটার প্রভৃতি একটিকেও অস্বীকার করিয়া কেহ কি আপনাকে খ্রীষ্টীয় বিধানভুক্ত বলিয়া পরিচয় দান করিতে পারেন? নববিধান মানিতে হইলে নববিধানপ্রবর্ত্তক কর্ত্তৃক প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত নববিধানের অঙ্গীভূত সংহিতাদি শাস্ত্র, শ্রীদরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানব্যবস্থান মানিতে হয়, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ অনুভব করিতে হয়। একেশ্বরবাদী হওয়া সহজ, বিধানবাদী হওয়া সহজ নহে। বিধানের সঙ্গে সম্পর্ক নাই এরূপ জ্ঞানী বাগ্মী ধর্ম্মপ্রচারক পৃথিবীতে শত সহস্র আছেন, তাঁহারা আপন আপন স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধিগত ধর্ম্মমত সকল জগতে প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা বিধান গৌরবান্বিত হয় না। অনেক নববিধানী আছেন যে, তাঁহারা নববিধান বিশ্বাসী নহেন। বস্তুতঃ তাহারা নীরস একেশ্বরবাদী সংশয়ী ব্রহ্মজ্ঞানী, পাশ্চাত্য জ্ঞানী বিজ্ঞানীর লিখিত গ্রন্থই তাঁহাদের গুরু। এমন নববিধানীও আছেন তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন ও দীক্ষিত হইয়াছেন, কিন্তু উপাসনাদির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। তিনি ঘোর সংসারী ভোগবিলাসী। অনেকে নববিধানের আলোকে প্রত্যাদেশের জ্যোতিতে জীবন পরিচালিত করেন না। বুদ্ধি চিন্তা রুচি তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকে। তাঁহারা আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক ও বিধানতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের নিকটে মস্তক অবনত করিয়া কিছুই শিখিতে ও জানিতে চাহেন না। তাঁহাদের অবস্থা নিরাপদ নহে।

মতের বিশুদ্ধতা ও সাংসারিক নানা বিষয়ে সুখ সুবিধা ও স্বাধীনতা লাভ হয় বলিয়া অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে, প্রকৃত পরিত্রাণার্থী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ লোক বিরল। অনেকে যে সামান্য পরীক্ষায় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া পলায়ন করেন ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, ইহার কারণ তাঁহারা বিশ্বাসী ও পরিত্রাণার্থী নহেন। মুক্তপ্রার্থী লোকের জীবন,চরিত্র ও রীতিনীতি স্বতন্ত্র, দেখিলেই তাঁহাদিগকে চিনা যায়। নীচশ্রেণীর সামান্যাবস্থাপন্ন হতগৌরব অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগকে উচ্চ ও গৌরবান্বিত করিতে যত্নবান্ হয়, ব্রাহ্মসমাজের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সমকক্ষ হইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ অকৃতকার্য্য হইলে অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়, এবং অভিমান করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হরিদাস রঘুনাথ দাস রূপসনাতন প্রভৃতির বিনয় ও অকিঞ্চনতার সৌন্দর্য্য এখানে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, বড় দুঃখের বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকেই সমতার প্রয়াসী, তাঁহারা উচ্চ নীচ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অগ্রগামী ও অনুগামীর প্রভেদ রাখিতে চাহেন না। একদা প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে সম্মিলনজন্য মহাসভা হয়। বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সভাধিবেশন হইয়াছিল। ছয় শত সাত শত লোক মহর্ষিকে আবেষ্টন করিয়া ঘনসন্নিবিষ্টভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রবিষ্ট এক জন যুবা একপ্রান্তে ছিল, সে সকল বৃদ্ধ ও সম্মানিত লোকদিগকে ডিঙ্গাইয়া প্রধান আচার্য্যের পার্শ্বে যাইয়া বসে। ইহা দেখিয়া একজন মারওয়াড়ি করজোড়ে প্রধান আচার্য্যকে বলিল, "বাবুসাহেব, হামকুভি ব্রাহ্ম কিজে, ব্রাহ্ম হোনেসে বহুত মজা হোতাহায়, হাম সব লোককে সেরপর লাথ

মারকে চলেছে।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র মাদুরে বসিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে এক জন যুবা গর্ব্বিতভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন এরূপ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নববিধানবাদীদিগের শাস্ত্রে লেখা আছে "যিনি বিশ্বাস করেন সকলের অপেক্ষা আমি মন্দ আমা অপেক্ষা সকলে ভাল তিনি আমার মিত্র।" (সাধু কবিরের উক্তি।) এই উক্তি কি কেবল শাস্ত্রে লেখা থাকিবে? চরিত্রে বসিবে না। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ।" চৈতন্যদেবের অনুগামী ভক্তিপথাবলম্বী কীর্ত্তনমত্ত অনেক নববিধানী লোকের জীবন এই বচনের ঠিক বিপরীত দেখিয়া সকলে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। পরন্তু নববিধানবাদীদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে "যদি শত্রু তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে তুমি অঙ্গুলীর আঘাতও করিও না, তুমি তাহার বাড়ীতে যাইয়া তাহার পদচুম্বন করিও।" দুঃখের বিষয় এই যে,সমাজের খ্যাতনামা অনেক বড় বড় লোকের এমন পিত্তপ্রধান ধাতু ও দুর্ব্বাসাপ্রকৃতি যে,তাঁহারা সামান্য কথায় উষ্ণ হইয়া উঠেন, এবং লোককে কটূক্তি করেন। জগতে কথার বলে বক্তৃতার বলে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, চরিত্রবলে বিনয় বৈরাগ্যাদিতে হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারকগণ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের উপর সকলের বিশেষ লক্ষ্য। মণ্ডলীর কল্যাণাকল্যাণ তাঁহাদের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। পূর্ব্বে প্রচারকগন কি ভাবে প্রচারব্রত গ্রহণ ও প্রচারকজীবন যাপন করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। নববিধান ঘোষণা হওয়ার পর নববিধানমণ্ডলীর নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ভগবৎপ্রেরণায় ব্রাহ্মপ্রচারকদিগকে প্রেরিত ও প্রচারকদিগের সভাকে দরবারাখ্যা প্রদান করেন, তদবধি অধিকাংশ প্রচারক উচ্চ প্রেরিতব্রতে ব্রতী হন। প্রেরিতগণসম্বন্ধীয় ব্রতবিধি সকল অতি উচ্চ ও গুরুতর। "প্রেরিতদিগের নীতি বিধি" নামক পুস্তকে তৎসমুদায় বিবৃত আছে। প্রচারকগণ যে সকল অঙ্গীকারে নববিধান প্রেরিতব্রত গ্রহণ করেন তন্মধ্যে এ সকল অঙ্গীকারও আছে;—"আমি পবিত্র ধর্ম্মবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিব, সত্য প্রেম পবিত্রতা, উপাসনা এবং ঈশ্বরেতে সকলের মিলন প্রচার করিব, এবং আমার সমস্ত প্রচারমধ্যে আমি নববিধানকে গৌরবান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, কল্যকার জন্য ভাবিব না। মনুষ্যাত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকটে আনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না। আমার যাবতীয় বিষয় কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে, এবং আমার সকল অভাব মণ্ডলী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সাধ্যানুসারে এরূপ কার্য্য ও পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে অর্থ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। দরিদ্রতা বিনয় আত্মসমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব।" ১৮০৫ শকের ১লা বৈশাখ কমলকুটীরে আচার্য্য নববর্ষের ব্রতনামে যে বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য উদারতাসম্বন্ধীয় চারিটি ব্রত প্রেরিতদিগকে প্রদান করেন তাহা আরও উচ্চ। অনেক প্রেরিতই অচিরে সেই ব্রত ভঙ্গ করিলেন। তাহাতে আচার্য্য মর্ম্মাহত হন। বিশেষতঃ অনেক প্রেরিতের ক্রোধ অপ্রেম সাংসারিকতা ও অবৈরাগ্য দর্শন করিয়া তাঁহার মানসিক ক্লেশ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধির সঙ্গে রোগবৃদ্ধি হয়। তিনি শিমলা শৈলে চলিয়া যান, সেখান হইতে ব্রতভঙ্গাদিবিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশেষ বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনের নিদারুণ ক্লেশ অনেক অভিব্যক্ত হইয়াছে! সময়ে সময়ে প্রার্থনার আকারে তাঁহার মনের দুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্গারোহণের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এক খণ্ড কাগজে পেন্সিলে প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধে কত কি লিখিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার স্বর্গগমনের পর সেই বৈরাগ্যাদি নববর্ষের চারি ব্রত পুনর্গ্রহণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দরবারে অনেক বার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, ২। ৩ জনে বিশেষরূপে অমত প্রকাশ করাতে সমবেতভাবে সেই ব্রতসাধন পুনর্গৃহীত হইতে পারে নাই। এক্ষণ বৈরাগ্যাদি ব্রতের নিয়ম কোন্ প্রেরিতকর্ত্তৃক কত দূর পালিত হইতেছে বা না হইতেছে, কে কত দূর ব্রতপরায়ণ বা ব্রতভ্রষ্ট সকলেরই আলোচ্য। এই যুগের অনেক ধার্ম্মিক বড়লোক নানা অন্যায়াচরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠকে কটু কথা বলিয়া ও অপমান করিয়া অনুতপ্ত লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না, ইহা একটি নূতনত্ব। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পাপবোধ অতিশয় প্রবল ছিল, অনেক প্রচারকের পাপবোধ অত্যন্ত দুর্ব্বল, পাপবোধ নাই বলিলেই হয়। ইহাদের প্রার্থনা উপাসনাদির সঙ্গে জীবনের মিল না দেখিয়া লোকে হতাশ ও হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রেরিতমণ্ডলীর মধ্যে সাধু অঘোর নাথ এক জন উচ্চ সাধক মধুরপ্রকৃতি বিনম্র নির্ব্বিবাদ শান্তিপ্রিয় ও পূতচরিত্র সকলের পরম শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রথমভাগে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাঙ্গের দূরতর ও দুর্গম প্রদেশে উৎসাহ, উদ্যম ও ভক্তিসহকারে পদব্রজে প্রভুর নাম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। শেষজীবনেও রুগ্ন ভগ্ন শরীরে উষ্ট্রারোহণপূর্ব্বক দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশ দেরাইস্মাইলখাঁ পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়াছেন। সেই মহাপ্রচারই তাঁহার জীবনের শেষ প্রচার। এক্ষণ অনেক প্রেরিতপ্রচারক দেশদেশান্তরে প্রচার না করিয়া একপ্রকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকেন, এবং স্বত্ত্ব অধিকারাদি লইয়া কেবল নানা কৌশলচক্র ও গোলযোগ এবং পরস্পর বাদবিসংবাদ করেন। শুনিয়াছি দরবারের কোন সভ্য গোলযোগ করিয়া যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতে দিবেন না মনে করিয়াছেন, বিদেশে যাত্রাকালে দরবারে এরূপ অনুরোধ করেন যে,তাঁহার অনুপস্থিত কালে যেন সে বিষয়টি সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করা না হয়। ঈদৃশ প্রকৃতি লোকের জন্য মণ্ডলীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিতেছে না।

স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয় রঙ্গপুর প্রদেশে চিকিৎসাব্যবসায় করিয়া সুচিকিৎসাপ্রভাবে সাংসারিক স্বচ্ছলতা ও খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। বিধানাচার্য্যের দেহাবস্থানকালেই তিনি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। কবিরাজ মহাশয় একজন তীব্র বৈরাগী বিশ্বাসী বিবেকী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পরলোক যাত্রার পূর্ব্বে তিন বৎসরকাল তিনি ভয়ঙ্কর বেদনারোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার কোমর হইতে উভয় পদমূল পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কেবল হস্তদ্বয় বক্ষঃস্থল ও মস্তক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। উপযুক্তরূপ বিধানের ব্যবস্থা না করিয়া বিধানভাণ্ডারের অন্নগ্রহণ পাপ এই বিশ্বাসে সেই শয্যাগত অবস্থায় থাকিয়াও তিনি উচ্চ দার্শনিক পুস্তক ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজের শেষ দুই ভাগ লিখিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ, কবিতা ও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সেই শয্যাগত অবস্থায় তাঁহাকে যিনি দেখিতে যাইতেন তাঁহার সঙ্গেই তিনি উৎসাহের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার সহধর্ম্মিণী টাকা ধার দিয়া বিষয়ী লোকের ন্যায় সুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, পত্নীর অবিশ্বাসের জন্য অনেকদিন তাঁহার হস্তের অন্ন গ্রহণ করেন নাই। প্রেরিত জীবনে ইহা কেমন জলন্ত উচ্চ দৃষ্টান্ত! যে ব্যক্তি পূর্ব্বাভিমুখে চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা করিয়াছে, এবং যে দল পশ্চিমাভিমুখে বারাণসীর দিকে ধাবিত হইয়াছে, এই দুই ব্যক্তির যেমন পরস্পর সম্মিলন অসম্ভব, তদ্রূপ ব্রতাবমুখ প্রচারক আর ব্রতোন্মুখ প্রচারক এই দুই বিপরীত পথগামী প্রচারকদিগের মধ্যে যোগ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

নববিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিধানাচার্য্য মণ্ডলীর অনুমোদনে, ভগবানের প্রেরণায় প্রেরিতদিগের বিশেষ২ প্রকৃতি, ভাব ও কার্য্যানুসারে তাঁহাদের শ্রেণী বিভাগ করেন। সঙ্গীতনিপুণ প্রেরিত ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে সঙ্গীত প্রচারব্রতে বিশেষরূপে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি নগরে ও গ্রামে গ্রামে সঙ্গীতযোগে ব্রহ্ম নাম প্রচার করিতেন তাঁহার প্রতি এই বিশেষ উপদেশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে বিশেষ ভাবে প্রচার করিবার জন্য এক এক জন প্রেরিত বরিত হইয়াছিলেন। কাহারও প্রতি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করার ভার অর্পিত হয়, তদ্রূপ কাহার প্রতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রের, কাহার প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কাহার প্রতি মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ভাণ্ডারী বা প্রচারক পরিবারের অভিভাবকস্থলে এক জন বরিত হইয়াছিলেন। একজন প্রেরিত উপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়া মণ্ডলীর সমুদায় আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার জীবনের যে নির্দ্দিষ্ট কাজ অন্য কেহ তাহা অতিক্রম করিয়া না চলেন ভগবানের ইহা বিশেষ অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশ। একদা কলিকাতায় একজন বিধানাশ্রিত বন্ধুর সন্তানের নামকরণোপলক্ষে বিধানাচার্য্য নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় পীড়াবশতঃ তথায় যাইতে পারেন নাই। বন্ধু ক্রিয়া আরম্ভ করিতে অনুরোধ করেন। আচার্য্য উপাধ্যায়ের অনুমতি ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না এরূপ বলেন। তখন গৃহস্বামী স্বয়ং যাইয়া উপাধ্যায়ের অনুমতি লইয়া আইসেন, তবে নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। আচার্য্য এত যত্ন করিয়াও অনুষ্ঠানাদিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম নিবারণ করিতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিধাতার মনোনীত লোকদিগকে তিনি কেমন আশ্চর্য্য সম্মান করিয়া চলিতেন। এমন কোন প্রচারক আছেন যে, তিনি উপস্থিত থাকিলে যাঁহার বা যে পরিবারের অনুষ্ঠান তাঁহাদের মত ও অভিপ্রায়নিরপেক্ষ হইয়া সেই অনুষ্ঠানে অন্য ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া নিজে উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। সেই কার্য্যে একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগ্য অগ্রগণ্য মনে করিয়া থাকেন। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি অনেকের অসন্তোষভাজন হন, গোলযোগ হইবে ভয়ে কেহ সহজে তাহাতে বাধা দিতে সাহসী হন না। এরূপ করিয়া তিনি যে গৌরবাস্পদ হন তাহা নহে বরং অগৌরবাস্পদ ও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। লোকে শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া উপাচার্য্যের আসনে বসিতে দেন ভাল, যত্ন চেষ্টা করিয়া উপযাচক হইয়া অনুষ্ঠানাদিতে উপাচার্য্যের কার্য্য করা ও আপনা হইতে কোন পরিবারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করা অতি লজ্জার ব্যাপার।

সংবাদ।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই কার্ত্তিক বিদ্বন্মণ্ডলীর সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মোক্ষমূলর সাহেব বৃদ্ধবয়সে ইংলণ্ডে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাড়িতবার্ত্তাবহ এই শোকসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। মোক্ষমূলর যেমন মহাপণ্ডিত তদ্রূপ সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু ও আচার্য্যদেবের পরম বন্ধু এবং ভারতহিতৈষী ছিলেন। এই যুগে তাঁহার মত নানা ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বিরল। তিনি প্রকাণ্ড ঋগ্বেদগ্রন্থ মুদ্রিত ও ষড়দর্শন ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং অন্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি জর্ম্মণ জাতীয় লোক ছিলেন; ইংলণ্ডে বাস করিতেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্ভবতঃ আগামী ১২ই নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

শ্রীযুক্ত ভাই বলদেবনারায়ণ সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দারাবাদ হইতে কোয়েটার ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন। কোয়েটা নগর বেলুচিস্থানের অন্তর্গত। বিগত ১৪ই আশ্বিন হায়দরাবাদ নগরে শ্রীযুক্ত তেজুমলভোজরাজের নবকুমারীর

নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই বলদেবনারায়ণ কুমারীকে রুক্মাণীবাই নাম প্রদান করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে বাঁকিপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী লক্ষ্ণৌ নগরে গিয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে "জ্ঞান ও প্রেম" বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, স্বর্গগত বিশ্বনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি ঔষধালয়ে তাঁহার স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা করিয়াছেন, এবং ডাক্তার শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র বসুর কন্যার শুভ নামকরণানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই কুমারী শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসুর পৌত্রী।

গত রবিবার বাঘিলনিবাসী শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসুর শিশুপুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে বালকের মাতামহ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কলিকাতাস্থ আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত বালক স্বর্গগত কালীকুমার বসুর পৌত্র।

অদ্য প্রাতে রামকৃষ্ণপুর থুরুটগ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহের প্রথম পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে নবকুমারের মাতামহগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক শিশু প্রফুল্লচন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর শিশু এবং তাহার জনকজননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমরা দুঃখিত হৃদয়ে শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের একমাত্র ৩ মাসের কন্যার মৃত্যুসংবাদ পত্রস্থ করিতেছি, এই ঘটনা বহরমপুরে ৩০শে অক্টোবর ঘটিয়াছে। দয়াময়ী জননী পিতামাতার এবং আত্মীয়বর্গের অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম্ এ প্রণীত 'ধর্ম্মসাধন' আমরা অনেকদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি। ধর্ম্মসাধনার্থিগণের পক্ষে গ্রন্থখানি যে অনেক পরিমাণে উপকার সাধন করিবে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তা ইহার প্রথমাংশে আপনার জীবনের সাধনফল যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। উপাসনাকাণ্ড গ্রন্থকার যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রতীত হয় যে, তিনি এখনও সাধনের প্রথমাবস্থায় স্থিতি করিতেছেন, আরও বিশেষ সাধন অবলম্বন করিলে, তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা তিনি পাঠকগণকে অবগত করিতে পারিবেন। যে দিক্ দিয়াই কেন দেখা যাউক না, প্রতি প্রথমসাধনার্থিগণের সাধনের সহায়তা এ গ্রন্থ হইতে হইবে, ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকার স্বয়ং আরও সাধন করিয়া তৎফল ভবিষ্যতে ভাল করিয়া অপরের উপকারার্থ বিতরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

৬ই কার্ত্তিক প্রচারাশ্রমে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিলালের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল।

গত কল্য শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরলোক গমনের দিন উপলক্ষে তাঁহার আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে, এবং স্বর্গগত রামেশ্বর দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধ তাঁহার আবাসে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমোক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত ও শেষোক্ত স্থানে উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাঁকিপুর বিহার নেশালন কলেজের অধ্যাপক সর্ব্ববিশ্বাসী শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন আরার জিলাস্কুলগৃহে "উনবিংশতিতম শতাব্দীর ধর্ম্ম" বিষয়ে ইংরাজিতে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল হাজারিবাগে আছেন ও তথায় কার্য্য করিতেছেন।

গত ২৮শে আশ্বিন ও ৫ই কার্ত্তিক বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রথম দিন "ধর্ম্মশাস্ত্রে সংহিতার স্থান কোথায়" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন স্বর্গগত অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেনের জীবনসম্বন্ধে উপদেশ হয়।

শারদীয় অবকাশের পর বাঁকিপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য গত ৫ই কার্ত্তিক আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রার্থনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তদনন্তর শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রারম্ভিক বক্তৃতা (Opening lecture) করেন।

দার্জিলিং হইতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন;—"এখানে প্রতি রবিবার সমাজে উপাসনা করা যাইতেছে। প্রায় প্রতিদিনই সেনিটেরিয়মে কয়েক জনকে লইয়া সঙ্গীত, প্রার্থনা ও আলোচনা করা যাইতেছে। আজ ৫। ৬ দিন হইল "ধর্ম্মজীবন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা এখানকার হলে করা গিয়াছে। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সভাপতি হইয়াছিলেন। রায় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বাহাদুর (পেন্‌সেন প্রাপ্ত ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট) সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।"

এবার স্থানাভাবে সংহিতাপ্রিয়, ব্রাহ্ম শিশু ও শরৎকুমার মজুমদারের পত্র প্রকাশিত হইতে পারিল না। আমরা আগামী বারে এই তিনখানি পত্র প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

প্রেরিত।

পৌরোহিত্য।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে, ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্য আসিবে কি না এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছিল। তাহাতে নানা যুক্তি দর্শাইয়া আপনি ইহাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্য প্রবেশ করিবে না। কিন্তু আক্ষেপের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, দুই চারিটি প্রচারক মহাশয় ব্যতীত প্রায় আর সকল প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যেই প্রাচীন ব্রাহ্মণজাতীয় পৌরোহিত্যের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বিধানান্তর্গত ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরোহিতগণ যেমন একজন আর একজনকে দেবপূজা ও স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে আপনা অপেক্ষা হীন মনে করেন, এবং আপনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন, প্রচারক মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই তেমনি আপনাকে আপনি উপাসনাকার্য্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মদিগকেত প্রকাশ্য মন্দিরে উপাসনা কার্য্যের অধিকারীই মনে করেন না, প্রচারক মহাশয়দের মধ্যেও দুই তিনটি কোনও স্থানে একত্র হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই মনে করেন "আমারই উপাসনা শ্রেষ্ঠ" "আমি উপাসনা করিলেই লোকের অধিক উপকার হয়।" এই সকল চিন্তা করিয়া একজন আর একজনকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। এতদ্ব্যতীত একজন আর এক জনের নিন্দা ঘোষণা করিতেও ত্রুটি করেন না।

কোনও মফস্বল ব্রাহ্ম সমাজ হইতে অনুষ্ঠান উৎসবাদি কার্য্য করিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রচারকের নাম করিয়া আহ্বান করিলে অন্য প্রচারকদিগের মনে একটু ক্ষোভ হয়। কোন কোন প্রচারকের মনে এ প্রকার ভাবও আছে যে গৃহস্থ ব্রাহ্মেরা আমাদিগের শিষ্যস্থানীয়। অবশ্য প্রাচীন প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে এমত লোকেরা আছেন যাঁহাদিগের এ প্রকার মনে করা অন্যায় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া অদূরদর্শী অনভিজ্ঞ নবীন প্রচারকের এ কথা মনে করা সঙ্গত নহে।

আমরা জানিতাম, প্রচারক মহাশয়েরা সকলেই একহৃদয় এবং একজন উপাসনা করিলে তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই তৃপ্তি হয়, এবং মনে কোন ক্ষোভ থাকে না, কিন্তু এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি। প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এবং অনেক প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তার পর যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রশংসা এবং প্রাধান্য লাভের জন্য এত চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়।

সেই জন্যই বলি যে, ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্যের দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্ম।

প্রকৃত প্রার্থনা কিরূপ?

সম্প্রতি শরীর ও সাংসারিক বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত কি না এবিষয়ে আন্দোলন চলিয়াছে। গত ১লা কার্ত্তিকের ধৰ্ম্মতত্ত্বে "বৃদ্ধব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত পত্রে কোনরূপ বাহ্যিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনার অনৌচিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্ম এরূপও লিখিয়াছেন, "বহুদিন হইল আচার্য্যদেব ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে (মনে হয়) একটী প্রার্থনাতে লিখিয়াছিলেন Feed your missonaries" অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়দিগের অন্নের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রে আচার্য্যদেব ছাড়া আরও কেহ কেহ লিখিতেন। উপরি উক্ত অংশ আচার্য্যদেবের যে নিজের লিখা তাহার কোন প্রমাণ নাই। উহা তিনি লিখিয়া থাকিলেও উহার মর্ম্ম অন্যরূপ হইতে পারে। প্রচারকদিগের অন্নদানের ভার ভগবানের হস্তে ন্যস্ত। তাহাতে এরূপ বলা যাইতে পারে, তুমি প্রচারকদিগকে ভোজন করাও। এজন্য কোন দোষ স্পর্শে না। অনিত্য শরীর ও কোন সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা সঙ্গত নয়। কেন না পরমেশ্বর তাহা সকল নাও করিতে পারেন। শারীরিক ও সাংসারিক অভাব মোচনে ও সাংসারিক সুখ সম্পদ লাভেই যে মঙ্গল হয় কে বলিতে পারে? সেই সকল অভাবের মধ্যে রাখিয়া মঙ্গলময় পরমেশ্বর অনেক সময় সন্তানের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। অনেকের সম্বন্ধে সাংসারিক অভাব পূর্ণ না হওয়া অনেক সময় ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে। সেরূপ প্রার্থনা করিয়া ফললাভ করিতে না পারিলে প্রার্থীর মনে নিরাশা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক দুর্গতির একশেষ হইতে পারে। পরন্তু সাধারণতঃ নরনারীর মন অনিত্য ঐহিক বিষয়ে আসক্ত ও আবদ্ধ, তাহা হইতে মুক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই প্রার্থনা হওয়া আবশ্যক। শরীর ও সংসার আসিয়া যদি প্রার্থনাকেও অধিকার করে তাহা হইলে মানুষ দেহাসক্ত ঘোর সংসারী হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হইবে। প্রার্থনাসম্বন্ধে কোন উপদেষ্টা উপাচার্য্য বেদী হইতে এরূপ মত প্রচার করিয়াছেন যে, রোগ বিপদ্ হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তিনি একজন রুগ্ন সঙ্কটাপন্ন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে ফললাভ করিয়াছেন, আত্মীয় রোগমুক্ত ও বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। অতএব রোগের অবস্থায় তন্মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। প্রার্থনা করিলেই যদি রোগমুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসালয় সকলের ব্যবস্থা রহিত করিয়া, রোগীদিগের জন্য এক একটি প্রার্থনালয় করিলেই হয়। সেখানে রোগিগণ ও রোগীর আত্মীয়বর্গ স্থিতি করিয়া রোগমুক্তির জন্য কেবল প্রার্থনা করিবেন। এত স্থূল বেতনের চিকিৎসকদিগের প্রয়োজন কি? চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষারই বা কি প্রয়োজন? অমুক দিন পরমেশ্বর আমাকে মাংসভোজন করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে মাংস ভক্ষণ করিতেছি। এরূপ জীবনবেদের কথা বেদী হইতে প্রচার না হওয়াই ভাল। কেন না উপদেশ ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে মাংসাশী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। কিরূপে প্রার্থনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আচার্য্যদেব জীবনবেদে এবং সাপ্তাহিক ইংরাজিপত্রে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

জীবন বেদ;—"ধনমানের জন্য সংসারের জন্য কিংবা চৌদ্দ আনা ধৰ্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে প্রার্থনাসম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি একটা পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে তাহার সমস্ত প্রার্থনা বিফল। এইজন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে।"

সণ্ডে মিরর ১৩ই জুলাই ১৮৭৯। The begging attitude of the soul, strong hungering after spiritual blessings. ১৪ই মার্চ্চ ১৮৮০। Deep craving for spiritual blessings.

বৃদ্ধব্রাহ্ম লিখিয়াছেন; "ব্রাহ্মসমাজে সচরাচর যে প্রকার প্রার্থনা হইয়া থাকে, তাহা প্রার্থনা কি বক্তৃতা, না উপদেশ, না মীমাংসা না তর্ক কিছুই বুঝা যায় না।" একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বরং কাহারও প্রতি কাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষ থাকিলে তিনি প্রার্থনায় কিছু কিছু মনের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এমন প্রার্থনায় জীবনের দুর্গতি ভিন্ন সদ্গতি কখন হয় না। 'প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে" গত ১৬ই আশ্বিনের ধৰ্ম্মতত্ত্বের এই প্রবন্ধটি মনোযোগপূর্ব্বক প্রার্থনাকারীদিগের পড়া উচিত।

একজন বিধানাশ্রিত।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ প সাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈ প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
২১ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান, এ সংসারে দিন দিন আমাদের অসহায় অবস্থা উপস্থিত হইতেছে। ইহার জন্য আমরা তোমার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি না; কেন না আমরা জানি, সংসারের সহায়তা না হারাইলে তোমাকে আমরা সহায় বলিয়া ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তোমার ভক্ত সাধকগণ যত তোমার হইতেন, তত সংসার তাঁহাদের প্রতিকূল হইত। আমরা যদি এ কথা বলিতে পারিতাম, আমরা যত তোমার হইতেছি, তত সংসার আমাদের প্রতি বিমুখ হইতেছে, তাহা হইলে আমাদের কৃতার্থতার পরিসীমা থাকিত না। যদি সেই সংসারের সহিত আমাদের বিরোধই ঘটিতেছে, তাহা হইলে আমরা কেন আর একেবারে তোমার হইয়া যাই না? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারিগণের সংসারের প্রতি টান আরও বাড়ে, যত মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয় তত সংসারের প্রভুত্ব তাহাদিগের উপরে প্রবল হইতে থাকে, আমাদেরও যদি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ হয়, তাহা হইলে আর লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকিবে না। বয়োবৃদ্ধিতে আমাদিগের তোমার প্রতি অনুরাগ বাড়িবে, বিশ্বাস অচল ও অটল হইবে, জীবনের মূল তোমাতে প্রোথিত হওয়াতে পরীক্ষার ঝড় ও তুফানে উহা একটুও নড়িবে না, এইতো আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এরূপ না হইয়া যদি উহার বিপরীত হয়, তাহা হইলে এখানেও আমাদের লাঞ্ছনা, স্বর্গেও লাঞ্ছনা। আমরা প্রাচীন সমাজের বন্ধন কাটিয়া নূতন সমাজবন্ধনে বদ্ধ হইলাম কেন? যদি এতদ্বারা আমাদের জীবনের মূল পর্য্যন্ত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত না হইল, তাহা হইলে সেই প্রাচীন সমাজে থাকাইতো আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। দেখ, এখানে আসিয়া আমরা দিন দিন সামাজিক শাসননিরপেক্ষ হইয়া পড়িতেছি। সামাজিক শাসনের যে একটি অতি প্রবল সংশোধনক্ষমতা আছে, তাহা আমাদের উপরে কার্য্যকর হইতেছে না। এক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যেন আমাদের সমাজের প্রতিই সম্ভ্রম হ্রাস পাইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তো আমাদের কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না। কথা ছিল, তোমার নবীন সমাজের তীব্র শাসনে ভীত হইয়া আমরা আচরণে কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারিব না; সমাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান রাখিবে। 'এদলে যখন আছি, তখন বিলাসী হইতে পারিব

না,' তোমার ভক্ত কেশবচন্দ্র একথা নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু আমরা প্রতিজন কি তাহা বলি? যদি না বলি তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই সর্ব্বনাশ দেখিয়াই ভক্ত কেশব তোমার নিকটে কত কান্দিলেন। তাঁহার ক্রন্দন কি বিফল হইবে? আমরা কি এখনও সংসারের মুখাপেক্ষী হইয়া তোমার উচ্চতম ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিব? হে দেব, সংসারের প্রতিকূলতা বাড়ুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আশীর্ব্বাদ কর, সেই প্রতিকূলতার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের তোমার প্রতি অনুরাগ, তোমার প্রতি আসক্তি বাড়ে। তোমার কৃপায় আমাদের জীবনে তোমার আদেশের প্রতি আনুগত্য বাড়িবে, সংসারের কথায় আর কর্ণপাত করিব না, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

প্রার্থনাকে বিমল রাখিতে হইবে।

৩য়।

প্রার্থনাসম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, দেখিতেছি তাহাতে কোন কোন বন্ধুর মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানবিদ্গণের প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের সংশয়বাদকে আমরা প্রার্থনার অধিকারসঙ্কোচের জন্য নিয়োগ করিয়াছি। নববিধান বিজ্ঞানের সমাদর করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্গণের সংশয় বা ভ্রান্তির তিনি অনুসরণ করেন না, কেন না তিনি জানেন কালে নূতন আলোকের সমাগমে সে সংশয় ও ভ্রান্তি অবশ্য তিরোহিত হইবে। আমরা প্রার্থনাসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া যে সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, অকল্পিত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেরই সিদ্ধান্তানুসরণ করিয়াছি, অদ্য তাহা প্রদর্শন জন্য পুনরায় সেই একই বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

বৈদিক সময়ে অন্ন-পান-ধন-স্বনাদির জন্য প্রার্থনা ছিল কেন, ইহার কারণ আমরা পূর্ব্ববারে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি তদপেক্ষা আর একটু অন্তস্তলে গিয়া আমাদিগকে উহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইতেছে। মানবের আদিমাবস্থায় গভীর চিন্তাযোগে সমুদায় আবরণ ভেদ করিয়া বস্তুর অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং তাহার দৃষ্টি বাহিরের বিষয় সমুদায় লইয়া ব্যাপৃত থাকে। যাহাদিগের দৃষ্টি বাহিরের বিষয়ে বদ্ধ, তাহাদের চাহিবার বিষয় বাহিরের বস্তু ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আন্তরিক অভাবসমূহের যে কালে অপরিস্ফুটাবস্থা—কেবল বাহ্য অভাবসমূহেরই প্রাবল্য, তৎকালে বাহ্য অভাবসমূহের অপসারণ জন্য লোকে দেবসাহায্য চাহিবে না তো আর কি চাহিবে? বাহির হইতে ভিতরে আসিবার সময়ে বেদান্ত যে প্রার্থনা অবলম্বন করিলেন, সে প্রার্থনা 'অসতো মা সদ্গময়' অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও। বেদান্তের ঋষিগণ বুঝিলেন, তাঁহারা এত দিন অস্থায়ী বিষয়সমূহের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কেবলই অসত্যে বদ্ধ ছিলেন, সত্যের সহিত এখনও তাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় নাই, এখন সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধের জন্য তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল, সুতরাং প্রার্থনার অপর দুটি শব্দ 'মৃত্যু ও অমৃত' 'তম ও জ্যোতি' সেই অসৎ ও সৎ শব্দেরই বাক্যান্তরমাত্র বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা বৈদিক প্রার্থনার পথ ছাড়িয়া দিলেন, কেবল চিন্তানুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন! এই চিন্তানুধ্যানে তাঁহারা স্থূল কার্য্য অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মতম কারণকে জ্ঞানের বিষয় করিলেন। যদিও শ্বেতাশ্বতর 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং' রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তদ্দ্বারা আমাকে (সংসারভীতকে) নিয়ত রক্ষা কর, এই কথা বলিয়া পুনরায় বেদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তথাপি মূল বেদান্তসকল বেদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

পুরাণে বেদ ও বেদান্তের যে সংমিশ্রণব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রকৃত ভূমি প্রকাশ পায় নাই। পৌরাণিক সময়ের অন্তিমভাগে

যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়া যে নবীন পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধানের আলোকে তাহা পাঠ করিলে বেদ ও বেদান্তের প্রকৃষ্ট সামঞ্জস্য কোথায়, তাহা সহজে নয়নগোচর হয়। বেদান্ত কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কারণ লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এখন বেদের কার্য্য ও বেদান্তের কারণ, এ দুইকে কোন্ সূত্রে একত্র গ্রথিত করা যাইতে পারে, তাহাই দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। এ দুইকে এক করিতে হইলে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ভগবদিচ্ছা সকল কার্য্যের কারণ। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইবামাত্র কার্য্য হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইয়া কারণের উপরে উহা নিবদ্ধ হয়। ভগবদিচ্ছা-রূপ কারণ জীবনের নিয়ন্তা হইলে তাহা হইতে কার্য্য স্বতই প্রবর্ত্তিত হইবে ইহা যখন সাধক বুঝিলেন, তখন কার্য্য আর তাঁহার প্রার্থয়িতব্য বিষয় রহিল না, প্রার্থয়িতব্য বিষয় হইল কারণ। অন্ন-পানাদির আগমের মূলে ভগবদিচ্ছা বিদ্যমান, সেই ভগবদিচ্ছারূপ কারণ বিনা কখন অন্নপানাদি উপস্থিত হয় না। এই কারণের অনুবর্ত্তন করি-লেই কার্য্যভূত অন্নপানাদি স্বতঃ আসিবে, ইহা জানিয়া সাধক এখন সেই কারণকে জীবনের নিয়া-মক করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থী। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'মৎকর্ম্মপরমোভব' মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। যে কাজ আমার সেই কাজ কর, এ কথা বলাতে এই আসিতেছে যে, কোন্ কাজ ঈশ্বরের ইহা অগ্রে জানিয়া তৎপর সেই কাজ করিতে হইবে। বেদে কেবল কার্য্যের অনুষ্ঠান ছিল, বেদান্তে কেবল সমুদায় কার্য্যের মূল পরমাত্মা অনুধ্যানের বিষয় ছিলেন। এখন পুরাণ আসিয়া বলিতে-ছেন, যে কাজ পরমাত্মার—অন্য কথায় যে কাজ পরমাত্মা করিতে বলেন—সেই কাজ কর। এ ভূমি আদেশবাদের ভূমি। অগ্রে ঈশ্বরের আদেশ জানিতে হইবে, সেই আদেশানুসারে বাহিরে কার্য্য করিতে হইবে। যদি আদেশ না শুনিয়া নিজ বুদ্ধিতে কিছু করা হয়, তাহা হইলে 'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি' এই বাক্যানুসারে সাধকের বিনাশ অর্থাৎ অসদ্গতি উপস্থিত হইবে।

এতগুলি কথা বলিয়া প্রার্থনাসম্বন্ধে কি বলা হইল, এখন তাহাই আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইতেছে। আমরা যখন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধের ভূমিতে দাঁড়াইয়াছি, তখন বাহিরের সহস্র অভাব দ্বারা নিপীড়িত হইলেও সে সকলের অপসারণজন্য আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি না, কিন্তু তদবস্থায় আমাদের প্রতি তাঁহার কি আদেশ এই কেবল আমরা তাঁহার নিকটে অবগত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। তিনি সেই সকল সম্বন্ধে যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিব; যে সকল উপায় বলিয়া দিবেন, তাহারই অনুসরণ করিব, এখানে আমাদের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার কোন অধিকার নাই, কেন না তাহা করিলে আমরা তাঁহার বিরোধী হইব, এবং এই বিরোধ আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ হইবে। 'কি ধর্ম্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্ম্মপ্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন। স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব, প্রার্থনাই তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন। টাকার সহিত কি সংস্রব, প্রার্থনাই তাহার ব্যবস্থা করিতেন।' কেশবচন্দ্রের এ সকল কথা আমরা যাহা বলিলাম, তাহাই অতি স্পষ্টবাক্যে প্রদর্শন করিতেছে। 'আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে লিখিত আছে।' 'প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। কই, কাজ ছাড়িব কি না, বলিলে না? উহা কিরূপে হইবে, জানাইয়া দিলে না? কেবল এইরূপ করিতাম।' এ সকল কথায়, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ এবং তাঁহার আদেশ ভিন্ন সাধকের অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষার বিষয় বর্ত্তমান বিধানে হইতে পারে না, ইহাই দেখাইতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকলই জানেন, তবে কেন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা হয়, এ বিতর্কের উত্তর এই একই কথাতেই হইয়া যাইবে, তিনি যখন সকল জানেন, আমরা কিছু জানি

না, তখন তাঁহার নিকটে আদেশ ও আলোক ভিক্ষা করা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর কি আছে?

আদেশ ও আলোকই যদি কেবল আমাদের প্রার্থয়িতব্য বিষয় হইল, তাহা হইলে বাহ্য বিষয় ও কার্য্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আর পূর্ব্বের মত রহিল না। যখনই কোন বাহ্য বিষয়, কার্য্য বা অবস্থা উপস্থিত, তখনই তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে আমরা আদেশ ও আলোক ভিক্ষা করিব। যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমরা কার্য্যের কারণ হস্তগত করিবার জন্য প্রার্থী কার্য্যের প্রার্থী নহি, কেন না ঈশ্বরের আদেশ বা ইচ্ছা সকল কার্য্যের মূল, তাহা হইতেই স্বতঃ সকল কার্য্য সমুপস্থিত হয়। তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই যখন করিব, তখন আমাদের জীবনে কারণসূত্রে কার্য্য গ্রথিত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাহিরের বিষয়াদি যদি আমাদের চিত্তকে বদ্ধ রাখে, তাহা হইলে তদ্দারা আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়। আমরা মোহশূন্য হইয়া তৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ঈশ্বরের নিকটে সে বিষয়ে আদেশ চাহিতে পারি না। যৎপ্রতি একব্যক্তির চিত্ত মুগ্ধ, তাহার প্রতিকূলে আদেশ আসিবার সম্ভাবনা,এ জন্য আদেশ না চাহিয়া সে ব্যক্তি সেই বিষয়টিই তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে। এইরূপে সে ব্যক্তি প্রার্থনার সত্য-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করে বলিয়া তন্নিয়ম বিরোধী হয়। যে ব্যক্তি যাহা চাহিল তাহা পাইল বলিয়াই যে এরূপ প্রার্থনা করা যাইতে পারে তাহা নহে, কারণ 'মানুষ কেবল অন্নে জীবনযাপন করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে কথা আইসে সেই কথায় জীবন যাপন করিবে।' যাহা চাহিল তাহা পাইল, উহা কাকতালসংযোগমাত্র, না চাহিলেও তাহা পাওয়া যাইত তাহাতে কোন সংশয় নাই। ফল কথা এই, যিটী প্রার্থনার যথার্থ ভূমি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করা কখন ঈশ্বরের ইচ্ছা-সঙ্গত নহে।

ব্রহ্মস্তোত্র।

যোগেশ—সাধক যখন ঈশ্বরেতে স্থিতি করেন, তখন তিনি মৃত্যুভয় অতিক্রম করিলেন। মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া তিনি নিয়ত যোগে জীবন অতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যত তাঁহার যোগ ঘনীভূত হইতে লাগিল, তত তিনি যোগেশ্বরের নিকটে নানা যোগ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর অঘটন ঘটাইয়া থাকেন এজন্য প্রাচীনকালের সাধকগণ তাঁহাকে যোগেশ্বর নাম দিয়াছেন। যাহা আমাদের সম্বন্ধে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, আশাও করিতে পারি নাই আমাদের এরূপ অবস্থা কখন ঘটিবে, সেইটি যখন আমাদের সম্বন্ধে ঘটে, তখন আমরা বলি, ইহা আমাদের সাধনের ফল নহে, অঘটন ঘটনপটু ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে কৃপা করিয়া এরূপ ঘটাইয়াছেন। পুনঃ পুনঃ এই অঘটন সংঘটন নব নব যোগ। এই নব নব যোগ তাঁহার কৃপায় সাধকের প্রত্যক্ষ হইয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, সুতরাং আমরা এ কালে নব নব যোগের শিক্ষয়িতাকে যোগেশ বলি।

শান্তির আকর—যিনি নব নব যোগ শিক্ষা দেন, তিনি শান্তির আকর। যোগের আরম্ভে সাধক যে শান্তি অনুভব করেন, সে শান্তি যোগের গভীরতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর হইতে থাকে। নব নব জ্ঞানাদির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখনও আরও কত জ্ঞানাদিলাভের অবশেষ আছে সাধকের মনে তাহা প্রতিভাত হয়। যে সময়ে জ্ঞানাদির বৃদ্ধি হয় নাই, তখন তিনি অল্পেতে সন্তুষ্ট ছিলেন, এখন আর তাঁহার সেরূপ তুষ্ট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানাদির জন্য ক্ষুধা যদি না বাড়ে তাহা হইলে আরও নব নব জ্ঞানাদিলাভ হইবে কি প্রকারে? ক্ষুধাবৃদ্ধি হইল অথচ তজ্জনিত অশান্তি তাহার সঙ্গে উপস্থিত হইল না, ইহা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু জানিতে হইবে, যোগের আরম্ভে যে শান্তি অনুভূত হইয়াছিল, সে শান্তি যদি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ় না হয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে আমরা

যোগে যাঁহাকে লাভ করিতেছি, তাঁহাতে সেরূপ শান্তি নাই, যে শান্তি ক্রমশঃ সাধকে সংক্রামিত হইতে পারে। এই কথার প্রতিবাদস্বরূপ 'শান্তির আকর' এই নামে সাধক নিরবচ্ছেদে ক্ষুত্তৃপ্তিপ্রদর্শন করেন। ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রমান্বয়ে তৃপ্তির সংযোগ থাকে, তাহা হইলে শান্তি যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ক্ষুধারদ্ধির সঙ্গে শান্তির মাত্রারও বৃদ্ধি হওয়া চাই, অন্যথা অল্প শান্তিতে অধিক ক্ষুধার তৃপ্তি উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? ভগবান্ শান্তির আকর, তাঁহা হইতে ক্রমান্বয়ে শান্তি সাধকে প্রবিষ্ট হয় কখনও উহা ফুরায় না। এজন্যই ক্ষুধা ও শান্তি যুগপৎ একত্র অবস্থান করে।

শুদ্ধ—যিনি শান্তির আকর তিনি শুদ্ধ; তাঁহাতে কোন প্রকার সংমিশ্রণ নাই। এক শুদ্ধ চিৎ তিনি, সেই চিতেতেই প্রেমাদি বিবিধ স্বরূপ আমরা বুদ্ধিগোচর করিতেছি। সাধক তদ্ভাবাপন্ন হইয়া তখনই শুদ্ধ হন এবং ঈশ্বরকে শুদ্ধ বলিয়া জানেন, যখন তাঁহার জ্ঞান সকল প্রকার বিমিশ্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর সহ এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। যোগের সঙ্গে শান্তি, শান্তির সঙ্গে শুদ্ধতা অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ। যোগ হইল শান্তি হইল না, শান্তি হইল শুদ্ধতা আসিল না, চিৎস্বরূপ জীবের চিদংশ এখনও মালিন্যসংযুক্ত আছে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাহা ছিল না যোগ সাধককে তাহা অর্পণ করিল, অর্পিত সামগ্রী পাইরা জীব আরও শান্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিল। এই শান্তিসুখের সঙ্গে সাধকের চিদংশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হইয়া মালিন্যবিরহিত হইল। এরূপ হইল 'শুদ্ধ' ঈশ্বরের অন্তঃপ্রবেশ হইয়াছে এইজন্য। এ অবস্থায় সাধকের শুদ্ধ ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিল।

শ্রীনিবাস—যিনি যোগেশ্বর, যিনি শান্তির আকর ও শুদ্ধ, তিনি শ্রীনিবাস। যদি তিনি শ্রীনিবাস না হইবেন, তাহা হইলে যোগেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইয়া শান্তি ও শুদ্ধতা বর্দ্ধিত হইলে সাধকে অপূর্ব্ব শ্রী কোথা হইতে প্রকাশ পায়। তাঁহার মুখ দিন দিন প্রফুল্ল কমল, শারদপূর্ণিমার চন্দ্র এবং স্ফটিকগিরির অপূর্ব্বশুভ্রতা পরাজয় করিয়া শুভ্রোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব মুখশ্রী শোকীর শোক, দুঃখীর দুঃখ, পাপভারাক্রান্তের পাপভার লঘু করিয়া দেয়। সাধক শ্রীনিবাসের শ্রীলাভ করিয়া দেবপদবাচ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে যে লোকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিবে, দেবতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিবে, ইহা আর একটা বিচিত্র কথা কি? শ্রীনিবাসের প্রবেশে সাধকে যে অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে মানবশ্রেণীর বহির্ভূত মনে করিয়া তাঁহাকে আপনাদের হইতে অনেক উচ্চ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে প্রণত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার না হইলেও জগতের পক্ষে ইহা কিছু কল্যাণকর নহে। যে সাধকে শ্রীনিবাসের শ্রী প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া সকল নরনারীর এইরূপ আশা উদ্দীপিত হওয়া সমুচিত যে, ইঁহাতে যে অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইয়াছে, এই শ্রী আমাদের ভিতরেও লুক্কায়িত আছে, কেবল আমাদের পাপ ও অপরাধে উহা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শ্রীনিবাসের আরাধনা বন্দনাতে আমরাও ঐরূপ হইব, কেন না আমরাও তাঁহার পুত্র কন্যা, আমাদের মুখেও সেই শ্রী প্রকাশ পাইবার কথা। তবে আমাদের নিজ পাপ অপরাধে উহা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে এইমাত্র।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, আমি দেখিতেছি অন্তরাত্মার কথার অবহেলা করিয়া আমি বিষম বিপাকে পড়িয়াছি। এখন আমি যাহা করিব না মনে করি, অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাই আবার করিয়া ফেলি। আমি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি, আমার আর পূর্ব্ব তেজ নাই। বল, ইহার তুল্য আর কি বিষম বিপাক হইতে পারে? আমি যে আবার পূর্ব্ববৎ তেজস্বিনী হইব, সে আশা আমার দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। 'পুত্রের বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা নাই' একথার অর্থ কি, এখন একটু একটু আমি বুঝিতে পারিতেছি।

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি নিরাশ হইও না। দেহে যদি কোন

বিষম মারাত্মক রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও দেহ অনেক দিন পর্য্যন্ত এমনই ভগ্নাবস্থ হইয়া থাকে যে, অল্প একটু বাহিরের জল বা বায়ুর অবস্থাপরিবর্ত্তন হইলেই অমনি নূতন একটি রোগ আসিয়া দেখা দেয়। বায়ু বা জলস্থ অতি সামান্য ব্যাধিবীজ তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, মনে হয় এবার বুঝি আর তাহার প্রতীকার হইল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়, এ ব্যক্তি চিররুগ্নাবস্থায় অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। পরিমিত ব্যায়াম, উপযুক্ত পথ্য ও বলকর ঔষধ ক্রমান্বয়ে সেবন করিতে করিতে তাহার রোগপ্রবণ দেহ সবল হইয়া উঠে, কালে সেই দেহে আবার রোগের বীজ বিনষ্ট করিবার উপযোগী বিষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দেহসম্বন্ধে যাহা সত্য আত্মার সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অনুতাপ, প্রার্থনা, উপাসনা, নির্জ্জনচিন্তা, সাধুসঙ্গ, তদভাবে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি উপায়গুলি অতি যত্নের সহিত আশার সহিত প্রতিপালন করিতে করিতে আত্মা অল্পে অল্পে পুনরায় সবল হইয়া উঠে, কালে অন্তরাত্মার কথায় অবহেলা করিয়া যে নিস্তেজস্কতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়া আত্মাতে বল সঞ্চার হয় এবং সমাগত পরীক্ষাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার সামর্থ্য জন্মে। 'পুত্রের বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা আছে, পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিলে ক্ষমা নাই' এ কথার অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করাতে তোমাতে নিরাশা উপস্থিত, উহার অর্থ বুঝিলে আর তোমার কোন নিরাশার কারণ থাকিবে না।

বুদ্ধি। ও কথার অর্থ তবে কি ?

বিবেক। পুত্র মানব, সুতরাং তাঁহাতে মানবোচিত মনঃক্ষোভাদি সকলই আছে। পুত্রের বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাঁহার যে ক্ষোভ হয়, অনুনয় বিনয় করিলে তাহা চলিয়া যায়, তিনি অতীত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করেন বলিয়াই পুত্রের প্রতি অপরাধের ক্ষমা আছে বাইবেলে এরূপ লিখিত আছে। পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপাচরণের ক্ষমা নাই এই জন্য যে, কোন লোকের কোন আচরণে পবিত্রাত্মা ক্ষুব্ধ হন না, কোন প্রকার বিকারগ্রস্ত হন না। যদি তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন বিকারগ্রস্ত হইতেন, তাহা হইলে অনুনয় বিনয়ে ক্ষোভ ও বিকার চলিয়া যাইত, অপরাধকারী ক্ষমা পাইত। পবিত্রাত্মার বিরোধে যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়াছে, তাহা যখন ক্ষমার বিষয় হইল না, তখন সে পাপাচরণের জন্য উপযুক্ত দণ্ড পাইতেই হইবে, সে দণ্ড অতিক্রম করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দণ্ডে পাপাচারী শুদ্ধ হইয়া গেলে, সে আবার পূর্ব্ব নির্দ্দোষাবস্থা লাভ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি পবিত্রাত্মার বিরোধে পাপ করিয়াছ বলিয়া এখনও দণ্ডাধীন রহিয়াছ, কিছুতেই পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারিতেছ না। কিন্তু জানিও তোমার এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার অবস্থা তীব্র ঔষধ, এই ঔষধসেবনে তুমি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে।

উপাসনাশ্রমে উপদেশ।

মার মত হওয়া।

২৪শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৯ শক।

সন্তানদিগের বিরুদ্ধাচার দেখিয়া মা কাঁদিতেছেন আর যার এই কথা বলিয়াছি। আজ বলিতেছি, যাদের জন্য কাঁদিতে হইবে তিনি জানেন, তাদের তিনি কেন সৃজন করিলেন ? তিনি যখন অনন্ত শক্তিমতী, কিছু না করিলে শক্তি যখন শক্তিই নয়, তখন তিনি অবশ্য সৃজন করিবেন করুন ; কিন্তু দুরন্ত সন্তানগণকে সৃজন না করিয়া তিনিতো বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন। জগৎতো আর কখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে না যে, তজ্জন্য তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে ? তোমার এ কথা কোন কাজের নয়। যদি সন্তানই না রহিল তবে তাঁহার জগৎ সৃজন করিবার প্রয়োজন কি ? জগৎ কি তাঁহার প্রেম বোঝে, না প্রেমের আকর্ষণে প্রেম দিতে পারে ? অনন্তের অতুল সম্পত্তি বৃথা, যদি তাহা সম্ভোগ করিবার জন্য কেহ না থাকে। অনন্ত শক্তির পক্ষে সৃষ্টি যেমন অপরিহার্য্য, অনন্ত প্রেমের পক্ষে সন্তান তেমনি অপরিহার্য্য। যে শক্তিপ্রকাশে অপরের সুখ, কল্যাণ ও কৃতার্থতা হয় না, সে শক্তি প্রকাশ অভিমানমূলক। নির্ব্বিকার অনন্তদেবসম্বন্ধে তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ কোন কালে সম্ভবপর নহে। তাঁহার পক্ষে জগৎসৃষ্টি যেরূপ অপরিহার্য্য, জীবসৃষ্টি তেমনি অপরিহার্য্য।

আমরা তাঁহার সন্তান ; আমাদের জন্য তিনি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশুর প্রতি মার যেমন যত্ন, তদপেক্ষা আমাদের প্রতি তাঁহার সমধিক যত্ন। যে জগতে তাঁহার সন্তানগণ বিচরণ করিবে, সে জগৎকে তিনি বিবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন। জগতের দিকে তাকাইলে আমাদের প্রতি তাঁহার কত আদর আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। পৃথিবীর মা অল্পশক্তি অল্পমতি, তিনি শিশুর প্রতি যথোচিত আদর করেন, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধনের জন্য যত পারেন করেন ; কিন্তু পরমজননীর শক্তি অনন্ত, জ্ঞান অপার অপরিসীম, তিনি যে আপনার সন্তানদিগের জন্য আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া উত্তরোত্তর তাহাদের সুখশান্তি কল্যাণ বর্দ্ধিত করিতে থাকিবেন, ইহাতো আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। লোকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। পৃথিবীতে ফল ফুল বৃক্ষ লতা, বিচিত্র বর্ণের বিহঙ্গ ও পশুকুল, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহাদি দেখিয়া কাহার না মন মুগ্ধ হয় ? স্রষ্টা আপনার সৃষ্টিতে আপনি মুগ্ধ, ইহা যদি না হইত, তাহা হইলে তিনি এত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন কেন ? উৎকৃষ্ট শিল্পী যদি আপনার শিল্পে আপনি অগ্রে মোহিত না হয়, তাহা হইলে অপরে তাহাতে মোহিত হইবে কেন ? যদি অপর লোকে তৎপ্রতি দৃক্‌পাতও না করে, তথাপি তিনি আপনি মনে করেন যে, যাহারা দৃক্‌পাত করিতেছে না, তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভব

করিবার সামর্থ্যের অভাব, তাঁহার শিল্পের সৌষ্ঠবের কোন ত্রুটি নাই। বাহিরের রাজ্যের সৌন্দর্য্যে স্রষ্টা যেরূপ মুগ্ধ, তদপেক্ষা তিনি অন্তরের রাজ্যের সৌন্দর্য্যে আরও মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা হইতেই তাঁহার জীবের প্রতি এত ভালবাসা।

মানুষ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখে, তাহাতে মুগ্ধ হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আত্মার সৌন্দর্য্য কত, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। আর দশটা পশু যেমন আছে, আপনাকে তার মধ্যে একটা পশু-মাত্র সে মনে করে; না হয় শ্রেষ্ঠ পশু মনে করিল, ইহাতে তাহার সৌন্দর্য্য যে সকল সৌন্দর্য্যকে পরাভব করে, ইহা প্রতিপন্ন হইল কোথায়? বাহ্য প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিয়া যদি সন্তানের সৌন্দর্য্য না হয়, তাহা হইলে তাহার সন্তানত্ব হইবে কেন? পুত্রকন্যা মাতাপিতার অনুরূপ হইবে, যদি তাহা না হয় তাহা হইলে কি সেই পুত্রকন্যাকে তৎপিতার সন্তান বলিয়া কেহ গ্রহণ করিতে পারে? আমাদের মুখে যদি পরম জননীর ছায়া না পড়িল, তবে আমরা তাঁহার সন্তান বলিয়া কি প্রকারে পরিচিত হইব? আমরা দেবসন্তান, আমাদের শিরায় দেবশোণিত প্রবাহিত, ইহা যদি আমরা নিজে না বুঝি-লাম, কেবল পশুর মত আহার-পান-বিলাস-বাসনায় জীবন কাটাইলাম, তাহা হইলে মার প্রেমপুণ্যের সৌন্দর্য্য আমাদের মুখে কি প্রকারে প্রতিভাত হইবে? যদি তাহাই না হইল তাহা হইলে যে আমরা মার রোদনের কারণ হইব, একি আর বলিতে হয়? তিনি কি চান? তিনি চান যে, তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার সম্প-দের অধিকারী হয়। তিনি এত করিলেন কেন? সন্তানগণের জন্য কি নয়? তাহারা এই পৃথিবীর সামান্য সম্পদে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, এজন্য তিনি তাহাদিগকে সৃজন করেন নাই। জগতের কোন বস্তু তাহাদিগের হৃদয় হরণ করিয়া তাঁহা হইতে তাহা-দিগকে অন্তরিত করিয়া রাখিবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। তিনি তাহাদিগকে যে সম্পদে ভূষিত করিতে চান, সে সম্পদ জগতে নাই, তাঁহাতে আছে। এ সম্পদের নিকটে আর সমুদায় সম্পদ্ অতি তুচ্ছ। জগৎ জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কোথায় পাইবে? আত্মার সম্বন্ধে এই সকলই পরম সম্পদ্। আত্মার পুত্রত্ব বা কন্যাত্ব এই সকল সম্পদে সম্পন্ন হইবার পরিমাণানুসারে। এই সকল সম্পদে তাহার কেবল শ্রীসৌন্দর্য্যলাভ হয় তাহা নহে, এই সকল বিনা তাহার উন্নতি পুষ্টি কৃতার্থতা কোন কালে হয় না। যদি জননীর সঙ্গে সন্তানগণের এরূপ সম্বন্ধ না হইত, তাহা হইলে তিনি কি আর সন্তানগণের জন্য এরূপ ব্যস্ত হইতেন?

মনুষ্যসন্তান যখন জরায়ুমধ্যে ভ্রূণের অবস্থায় থাকে, তখন সে যে মানুষ তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার আকারপরিবর্ত্তন হয় এবং কীট, মৎস্য, পশু প্রভৃতির আকার তাহাতে প্রকাশ পায়। যখন আকার প্রকাশ পায়, তখনও মানুষ কি মর্কট এ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। সর্ব্বশেষে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া সে মানবাকৃতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। আকৃতিতে মানব হইলেও এখন সে আত্মাতে মানব নহে; এখনও তাহাতে জড়ত্ব ও পশুত্ব বিদ্যমান। কালে জ্ঞানাদিতে সে মানুষ হইল, কিন্তু এখনও তাহার দেবতা হওয়া বাকি রহিয়াছে। সে দেবতা হবে কখন? যখন সে মার মতন হইবে। আমাদের প্রথম বয়স বাল্যক্রীড়ায় গিয়াছে; যৌবন সংসারোদ্যমে অতিবাহিত হইয়াছে, এখন পরিণত বয়সে যদি মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবত্বে গিয়া উপস্থিত না হই, তাহা হইলে আর আমাদের ধর্ম্মজীবনধারণে কি প্রয়োজন ছিল? এই দেবত্ব আমাদিগেতে কিসে হইবে? মার বাধ্যতায়। আমরা তো মার বাধ্য সন্তান নই। মা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, কত বার মধুর স্বরে আমাদিগকে ডাকি-তেছেন, আমরা দুষ্ট সন্তানগণের ন্যায় মার ডাক শুনিতেছি না, সর্ব্বদা ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, ভিতরে প্রবেশ করিব সে দিকে আমাদের মতি নাই। যদি আমরা প্রথম হইতে তাঁহার কথা শুনিয়া চলিতাম তাহা হইলে কি এরূপ দুর্দ্দশা হইত? যদি তাঁহার কথা শুনিতাম, মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবত্বলাভ করিতাম, মার মতন হইতাম।

আমাদের মধ্যে কয় জন বিশ্বাস করে যে, মা তাহাদিগকে নিরন্তর মধুর স্বরে ডাকিতেছেন। কেহ বিশ্বাসও করে না, কেহ তাঁহার নিকটেও যায় না, কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করে না, কেহ তাঁহার কথাও শুনে না, কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্যও করে না। এই জন্যই তো তিনি সর্ব্বদা কাঁদিতেছেন। তিনি যেন আমাদের কেহই নন, এইরূপ আমাদের তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার। যদি আমরা তাঁহার বাধ্য সন্তান হইতাম, তাহা হইলে কি আর আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইত? ঈশা কেমন পিতার বাধ্য সন্তান ছিলেন। তিনি পিতাকে যাহা করিতে দেখিতেন তাই করিতেন, যাহা তাঁহার নিকট শুনিতেন তাই বলিতেন। তিনি তো সর্ব্বদাই বলিতেন, আমি বলি-তেছি না, আমার পিতা আমায় যা বলিতেছেন, আমি তাই বলি-তেছি; এ সকল আমি করিতেছি না, পিতা আমার ভিতরে থাকিয়া করিতেছেন। সন্তান যদি পিতামাতার কথা শুনিয়া না চলিল, তবে সে পিতামাতার মত হইবে কি প্রকারে? পিতা-মাতার অবাধ্য দুষ্ট সন্তানেরা কুলের কলঙ্ক হয়; তাঁহার চরি-ত্রের কোন লক্ষণই তাহাদিগেতে প্রকাশ পায় না। আমাদের মার চরিত্র যদি আমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত না হইল, তাহা হইলে আমাদের উপাসনা-সাধন-ভজনাদিতে কি প্রয়োজন? আমরা যাহাতে মার কথা শুনিয়া চলি, মার কথা শুনিয়া মার মতন হই, তজ্জন্য আমাদের সুমতি হউক। আমরা মার মত হইব, মার মত হইয়া মার সাধ মিটাইব, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের আনন্দের বিষয় কি আছে? মার প্রসাদে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি নিবারণ হইবে, আমরা মার মত হইয়া যাইব, ইহাই আমাদের হৃদ্গত বাসনা।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মমণ্ডলী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে; এক্ষণে মণ্ডলীর প্রয়োজনানুসারে বহুপ্রকার বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। কিছু দিন পূর্ব্বে মফস্বলবাসী জনৈক ব্রাহ্মবন্ধু আমাদিগের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারসম্বন্ধে কতিপয় আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে এ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা সাধারণের নিকটে উপস্থিত করিবার অভিলাষ আমার অন্তঃকরণে স্থান পাইয়াছে। উত্তরাধিকারসম্বন্ধে হিন্দুদিগের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, আমরা তাহার অনুগত হইয়া চলিতে পারি না, এ বিষয়ের উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। হিন্দু আইন অনুসারে যে ব্যক্তির নিকটে মৃত ব্যক্তি স্বয়ং ও তাঁহার নিকট-আত্মীয় পিতৃপুরুষগণ অধিক পিণ্ড প্রাপ্ত হন, বিষয় সম্পত্তির অধিকার লাভে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। পিণ্ডের উপকারিতায় বিশ্বাসই উত্তরাধিকারসম্বন্ধীয় হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। ব্রাহ্মগণের সে ভিত্তিতে যখন আস্থা নাই, তখন তাঁহারা কিরূপে সে আইনের বশবর্ত্তী হইবেন? আর বিচারালয়ের ব্যবস্থাও এই যে, ব্রাহ্মগণ ১৮৭২ সালের ৩ আইনের সাহায্যে বিবাহ করিলে বা পুত্র কন্যার বিবাহ দিলে তাঁহাদিগকে ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। মফস্বলের অনেকে উত্তরাধিকার-সম্বন্ধীয় এই আইনের বিষয় অবগত নহেন। এই আইনের ব্যবস্থা কোন কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যাহা স্বাভাবিক, তাদৃশ স্নেহ ও সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইন-প্রণেতৃগণ এই আইন প্রচলিত করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী হিন্দু আইন অনুসারে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লাভের অধিকারিণী, স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার অণুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। এতদাপেক্ষা অন্যায় ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? কিন্তু ১৮৬৫ সালের ১০ আইন অনুসারে স্ত্রী ও অন্য উত্তরাধিকারী রাখিয়া কোন ব্যক্তি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী এক তৃতীয়াংশবিষয়ের অধিকার লাভ করিবেন। ব্রাহ্মগণের সম্বন্ধে এই আইনপ্রয়োজ্য হওয়াতে আমাদের নারীগণের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আর একটি বিষয়ে "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন" অপেক্ষা এই আইনের শ্রেষ্ঠতা আছে। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা রাখিয়া কেহ ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিলে স্ত্রী তাঁহার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হন; অবশিষ্টাংশ পুত্রকন্যাদের মধ্যে সমানাংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। হিন্দুর চক্ষে কন্যার আদর অল্প; সুতরাং পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। এই আইনে পুত্র ও কন্যার সমান আদর। অনেক যুবক হিন্দুসমাজচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বিবাহ করেন; সুতরাং এ আইনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য কতক পরিমাণে নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। যাহা স্বাভাবিক ও উপকারী, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। সুতরাং এ আইনের ব্যবস্থা যে ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যেখানে ধর্ম্ম নাই, বৈরাগ্য নাই, সাংসারিকতা আছে, স্বার্থপরতা আছে, সেই খানেই পুত্র কন্যার সমান আদর দেখা যায় না।

ব্রাহ্মমণ্ডলী এই হিতকর আইনের অধীন হওয়াতে সমূহ মঙ্গলের আশা করা যায়। উইল করিয়া আইনের ব্যবস্থা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। উইলের দ্বারা আইনের সুব্যবস্থা উল্টাইয়া দেওয়া ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয় মীমাংসিত হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মের পক্ষে উইল করা বৈধ নহে, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। উইলসম্বন্ধে একটি ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, ইহা উল্লেখ করাই আমার অভিপ্রায়। যে উইলের দ্বারা অধিক নিস্বার্থতা, বৈরাগ্য ও পরোপকার অনুষ্ঠিত না হয়, তাদৃশ উইল করা ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নহে। মহাবিধির নিকটে সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম হইতে পারে; নতুবা সাধারণ বিধির অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। যদি কেহ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থে বা দেশহিতকর অনুষ্ঠানে আপনার অধিকাংশ সম্পত্তি উইলের দ্বারা দিয়া যান, তাহাতে পুত্র কন্যার ক্ষতি হইলেও সে উইলের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু কোন হিন্দু যদি অকারণে কোন পুত্রকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন, পক্ষপাতী হইয়া পুত্রবিশেষকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও জনসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। তদ্রূপ ব্রাহ্মও যদি অকারণে পুত্র কন্যাসমূহের কাহাকেও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই তাহাতে পাপ জন্মে। ব্রাহ্ম যদি মহত্তর বিধির অনুসরণ না করিতে পারেন, তাহা হইলে রাজেচ্ছার বা সাধারণ বিধির বশবর্ত্তী হওয়াই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। উইল শব্দের অর্থ ইচ্ছা-পত্র। ইচ্ছা যাহাতে অধিকতর স্বর্গীয় হয়, বৈরাগ্য, সাধুতা প্রভৃতির প্রকাশক হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা সকলের বিশেষ আবশ্যক। সাধারণ বিধি অপেক্ষা যদি হীন ইচ্ছা কেহ প্রকাশ করেন, স্বাভাবিক স্নেহের সীমা অতিক্রম করেন, তিনি জগতের সমক্ষে যে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন, তাহা কেবল তাঁহার ও সমাজের অনিষ্ট সংঘটন করিবে মাত্র। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণের বিশেষ চিন্তা ও সাবধানতা আবশ্যক। আমি এ স্থলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, তাহা নবসংহিতার অনুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করি।

সংহিতাপ্রিয় ব্রাহ্ম।

স্বর্গগতা পতিব্রতা দেবী গিরিবালা পাল।

মহিলাগণ মধ্যে যাঁহার প্রতি আমাদের প্রকৃত সম্ভ্রম ছিল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যে লোকে ব্রহ্মানন্দ বাস করিতেছেন তথায় গমন করিলেন। স্বর্গগতা গিরিবালা দেবীর গুণকীর্ত্তনে আমাদের লেখনী কখন অলস হইত না; তবে তাই

ব্রজগোপাল নিয়োগী তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা এবং আমাদের লেখা একই, এজন্য তাঁহারই লেখা আমাদের লেখা বলিয়া আমরা উহা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

"আজ যাহা চক্ষে দেখিতেছি আগামী কল্য তাহা ইতিহাসের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। উপযুক্ত সময়ে বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ বিশেষ লোকের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসরূপে লিখিত না হইলে পরবর্ত্তী সময়ে রূপকথা বা বিশ্বাসের অযোগ্য উপাখ্যানরূপে জনসমাজে চলিতে থাকে এবং তাহাব অল্পকাল পরেই বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়। সাধু সাধ্বীদিগেব জীবন চিরকালই জগতে আদৃত। নববিধানের অভ্যুত্থানে সে সকল জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি। বর্ত্তমান কালেও আপনাদিগের দেশকে সামান্য মনে করিয়া আমরা দূরদেশ ও পূর্ব্বকালের সাধুজীবন আলোচনা করি, ইহাতে অজ্ঞাতসারে আমাদের দেশে ও কালে যে সাধুজীবন হইতে পাবে, তাহা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে করা হয়। ইহা যে অতীব অনিষ্টকর ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। পবিত্র পরমেশ্বরের লীলা কালে ও দেশে এবং ব্যক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে; অতএব সকল কাল, দেশ ও ব্যক্তি পবিত্র; বিশেষ বিশ্বাসীর জীবন সাধারণ জীবন অপেক্ষা পবিত্র। জীবনবেদ বিশ্বাসী জীবনকে অতি পূজ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিধানাশ্রয় লাভ করিয়া অবধি বিশ্বাসী জীবনেব কথা শ্রবণ করিতে ও কীর্ত্তন করিতে প্রাণে বড় আরাম পাই। যেন সহানুভূতিযোগে কতক ক্ষণ স্বর্গসম্ভোগ করিবার অবসর পাপ্ত হই, মনে হয়, সেই জন্যই এই পতিব্রতা দেবীর জীবনের বিষয় যাহা জানি, ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকবর্গকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি এবং আশা করি যে ইহার ও অন্যান্য বিশ্বাসীর ধর্ম্মজীবনের বিষয় পাঠকবর্গের ও সম্পাদক মহাশয়ের যাহা জানা আছে তাহা সকলকে জানাইয়া আমাদিগের সহিত বিধাতার লীলারূপ ভাগবত জগতে প্রচার করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

"দেবী গিরিবালা পাল শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয়ের জীবন ও উপদেশ এবং সাধু অঘোরনাথের চরিত্রের আকর্ষণে বিধানপ্রকাশের অল্প পূর্ব্বে যে স্বর্গীয় জ্যোতি আসিয়া অনেকগুলি বিশ্বাসীকে ভারতবর্ষীব ব্রাহ্ম সমাজে আনয়ন করিয়াছিল, এই বিশ্বাসী দম্পতী তাহার অন্যতর এক পরিবার। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে কাণপুর, এলাহাবাদ, দানাপুব, মিরজাপুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে ১৮।১৯ বৎসর মোকামা নামক ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওএর বৃহৎ ষ্টেশনে বাস করিয়াছেন। আমি এই মোকামার ষ্টেশনে ইঁহাদিগের অবস্থিতিকালে ইঁহাদিগের সহিত পরিচিত হই। ইঁহাদিগের ক্ষুদ্র, সুন্দর, পবিত্র আশ্রমটিকে "অপূর্ব্ব-গিরি" আশ্রম বলিয়া বলিতাম এবং কতবার এখানকার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি স্মরণ করিয়া নির্ণয় করা কঠিন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাবু কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে বাস করিতেছেন। এই স্থানেই গত ২৬শে কার্ত্তিক বেলা অপরাহ্নে সাড়ে চারি ঘটিকার সময় গিরিবালা স্বর্গলাভ করিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণকে একান্ত স্বর্গকাম করিয়া গিয়াছেন।

"চিত্রকর চিত্র রচিতে একবর্ণের ভূমি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর অন্যবর্ণের চিত্র রচনা করেন। চিত্রকর বিধাতাও মৃত জগতে জীব রচনা করিয়া সুন্দর চিত্র রচনা করিয়াছেন। সমাজপটে মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা ভূমি রচনা করিয়া তাহার উপর তিনি এক একটি উজ্জ্বল সুবর্ণ চিত্র চিত্রিত করেন। প্রতিগৃহে তিনি স্বামীকে ভূমি করিয়া স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করেন, পক্ষান্তরে স্ত্রীকে ভূমি করিয়া স্বামী চরিত্র চিত্রিত করেন। কোন কোন বর্ণ অন্য কোন কোন বর্ণের পার্শ্বে স্থাপিত হইলে চিত্রের যেরূপ সৌন্দর্য্য হয় সে বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণ থাকিলে সেরূপ হয় না। এই বর্ণসমাবেশ চিত্রবিদ্যার বিশেষ কৌশল এবং এই চরিত্রসমাবেশে সুখী পরিবার দুঃখী পরিবার রচিত হয়। আজ যে পরিবারের দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, এটি সুখী পরিবারের শব্দে বাচ্য, কেন না এ স্থলে প্রেমের সহিত জ্ঞান বিবাহিত হইয়াছিল; সাধুভাবে উপার্জনের সহিত মিতব্যয়িতা বিবাহিত হইয়াছিল; ধর্ম্মের বা শুদ্ধাচারের তীব্রতার সহিত কোমলতা মিলিত হইয়াছিল। আচার্য্যদেব এই পরিবারকে যে গৃহস্থ বৈরাগী পরিবার আখ্যা দিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা পমাণ করিতে এই কথা বলা যথেষ্ট যে, চিরদিন ইঁহারা অক্লান্ত হইয়া অতিথিসেবা করিয়াছেন, ধর্ম্মার্থ দান করিয়াছেন এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া কিছুই সঞ্চয় করেন নাই এবং ঋণ করেন নাই। অন্নবস্ত্রে বিলাস ছিল না, অথচ চিরদিন ভদ্রভাবে সমাজে চলিয়া আসিয়াছেন। দেবী গিরিবালা বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ জানিতেন। শ্লোকসংগ্রহ ও সাধুজীবন-গ্রন্থ সকল সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। আমাদের উপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবন্ধগুলি অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোদ্ধ। পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এক বার তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন, কিন্তু তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া উন্নতিলাভ করা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। গিরিবালা আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রখরতায় এবং অধ্যবসায় ও বহুদিনের অভ্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব আদ্যন্ত পাঠ করিয়া ভাব-পরিগ্রহ করত সুখী হইতেন। আমি যে সূত্রে এই পূজনীয়া দেবীর পরিচয় পাইয়া চিরদিন ইঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা দান করিয়াছি এবং যে জন্য বিশেষ কিছু না জানিয়াও তাঁহার বিষয় ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা তাঁহার সরল প্রার্থনা। ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত বিশ্বাসিগণের উপাসনায় যোগদান করিয়া দেবী গিরিবালা প্রায়ই একটী প্রার্থনা করিতেন। এই প্রার্থনাগুলি এতই সরলতা, বিনয়, বিশ্বাস ও পরিষ্কার ধারণা প্রকাশ করিত যে, প্রাণস্পর্শ করিতে উহাদের ক্ষণকালও বিলম্ব হইত না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু, আমাদের বাঁকিপুরের অঘোরপ্রকাশ পরিবার, মোকামার অপূর্ব্বগিরি পরিবার এবং আরও কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবার

৬৭ বৎসর পূর্ব্বে ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর রাজগৃহে তীর্থযাত্রা করিতেন। এই পবিত্র বুদ্ধতীর্থে ৫। ৬ দিন বাস করিয়া বিশেষ সাধন ভজন ও ধৰ্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। আমি এই তীর্থযাত্রা ব্যাপারের শেষ দুই বৎসর যাত্রিগণসহ উপস্থিত ছিলাম। গিরিবালা দেবী ১৮৯৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি দিবস রাজগিরির পান্থশালায় দ্বিতীয়তল গৃহে বিশ্বাসী দল সহ উপাসনায় যোগদান করেন। উপাসনার শেষভাগে গিরিবালা দেবী একটী প্রার্থনা করেন, এই প্রার্থনা আমি লিখিয়া রাখি নাই, কিন্তু পরিষ্কার মনে রহিয়াছে। নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বুঝিলাম যে ইনি আমাদের বিধানের এবং ধৰ্ম্মসমন্বয়ের লোক। বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবকে জীবনে গ্রহণ করিবার বিষয়ে, স্মরণে আছে, তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি সেই দিন হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, ইনি আমাদের নববিধানের নারী। তাহার পর তাঁহার সহিত এ সকল বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তাও হইয়াছে এবং তাঁহার প্রার্থনা আরও শুনিয়াছি, ইহাতে এই বিশ্বাস আমার চিরদিন দৃঢ়তর হইয়া আসিয়াছে যে, এ নারী ভাবে মুগ্ধ হইয়া নববিধান গ্রহণ করেন নাই; উজ্জ্বল জ্ঞানে প্রেমময়কে দর্শন করিয়া তাঁহা হইতে নববিধান গ্রহণ করিয়াছেন।

"দেবী গিরিবালার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। এত দিন বিশেষ কিছু পীড়া ছিল না। গত ছয় মাস হইতে যকৃতের পীড়া হইয়াছিল এবং শেষ মাসাবধিকাল শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় প্রায়ই দেখিতে যাইতাম। যকৃতের বেদনায় অত্যন্ত অধীর থাকিতেন, কিন্তু নিকটে বসিয়া হরিনাম করিলে অত্যন্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করিতেন। গত ১২ই কার্ত্তিক প্রাতঃকালে অস্ত্রদ্বারা যকৃৎ পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে অবশ্য ক্লেশ হইয়াছিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত পালমহাশয়ের অনুরোধে শয্যাপার্শ্বে উপাসনা করিলাম—উপাসনার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগ দিতে কি কষ্ট হইল? তিনি বলিলেন, এত শিক্ষা পাইলাম তাহাতে আবার কষ্ট—যেন এই ভাব চিরদিন রাখিতে পারি। তৎপর ২৩শে কার্ত্তিক (মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে) শয্যাপার্শ্বে উপাসনা করি,তখন এই বলিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন 'মা, জননি, অনেক ভালবাসিয়াছ, অনেক রূপ দেখাইয়াছ। তুমি অনন্ত, তোমার কত রূপ তা আমি বুঝিও না, ধরিতেও পারি না। তোমার এই ভালবাসার রূপটি ধরিতে পারিয়াছি—প্রার্থনা করি যেন শেষ পর্য্যন্ত ইহা ধরিয়া রাখিতে পারি।' উপাসনান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম যোগ দিতে কি কষ্ট হইল? তিনি বলিলেন, 'এত সুখ পাইলাম, এতে আবার কষ্ট?'

"গিরিবালার জীবনের আশা ছিল না, কিন্তু এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন বুঝিতে পারা যায় নাই,কিন্তু মৃত্যু নিকট তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় উহাঁকে দেখিতে গিয়া দুইটি গান করেন ও প্রার্থনা করেন, তখন গিরিবালা বলিলেন যে, আমার এখন গেলেই ভাল হইত। মজুমদার মহাশয় বলিলেন, এরূপ প্রার্থনা কেন করিবে প্রতীক্ষা করিয়া থাক। গত শনিবার শুনিতে পাইলাম গিরিবালা একটু ভাল আছেন। সে বোধ হয় নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠামাত্র; অথবা মনে হয় উহা আর কিছু নয়—স্থির ও নিঃশব্দে থাকিয়া গিরিবালা যোগসাধন করিয়া লইলেন। এ দিনটা ভাল ছিলেন তাহার অর্থ এই যে, কাহার সঙ্গে প্রায় কথা বলেন নাই ও কোন কষ্ট প্রকাশ করেন নাই।

"গত রবিবার (২৬শ কার্ত্তিক, ১৩০৭ সাল) দুইটার সময় জানিতে পারিলাম যে, গিরিবালা দেবীর সময় নিকট। ২টা ১৫ মিনিটের সময় যাইয়া দেখি, প্রতি নিশ্বাসের সহিত মস্তক সঞ্চালিত হইতেছে। নাড়ী পাওয়া যায় না হস্ত পদ শীতল। শেষ নিশ্বাস পড়িতেছে দেখিয়া 'হরিবোল হরি' গান করা হইল, তাহার পর মাতৃস্তোত্র ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ হইল। ইহার প্রত্যেক ব্যাপারের প্রথম ও শেষে ভক্তির সহিত নমস্কার করিলেন। যখন ব্রহ্মস্তোত্র শেষ হইল, তখন যে প্রণাম করিলেন তাহাতে কত ভক্তি, বিশ্বাস, শরণগ্রহণ করার ভাব ছিল বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জীবন উপাসনা করিয়া শেষ সময় এরূপ একটি একটি নমস্কার করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞাতসারে স্বর্গগমন হইতেছে। গিরিবালা সন্তানপ্রসব করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ দেবরদ্বয়কে সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া ধৰ্ম্মসমাজে তাঁহার স্থলবর্ত্তী ইঁহাদিগের পরিবার রাখিয়া গেলেন এবং শেষ বয়সে মধ্যভারতবর্ষ হইতে আনীত একটি অনাথ বালিকাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন—শেষ দিন তাহার ভার দেবর দামোদরকে দিয়া বলিলেন, তুমি ইহার পিতা হইলে। বৃদ্ধ স্বামীর কি অসহায় অবস্থা হইবে তাহা অবশ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মৃত্যুর অতি অল্পকালপূর্ব্বে বধূ সুসারবাসিনীকে বলিলেন, 'ইহার যত্ন করিও।' অন্য সকলের সহিত যথোপযুক্ত বিদায় লইলেন, কেবল চিরসঙ্গী স্বামীর নিকট বিদায় লইলেন না, কারণ প্রকৃত প্রেম ইহ পরলোকের দূরতা গ্রাহ্য করে না। দুই জন দুই লোকে থাকিলেও ব্রহ্মধামে সর্ব্বদা, অথবা প্রতিদিন ব্রহ্মদর্শনের অভ্যন্তরে দেখা সাক্ষাৎ হয়। যত দূর মনে আছে, গিরিবালা মৃত্যুর কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে একবার 'মা, মা, মা শান্তিদায়িনি', বলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং শেষ কথা এই বলিলেন 'শান্তি, একেবারে শান্তি দেও।' এ মরণ নয় নবজীবন লাভ। নববিধানী এমন সুখে পরলোকে যাইতে পারেন দেখিয়া কে না ইহা গ্রহণ করিবে? মৃত্যুর মৃত্যু হইল—বিশ্বাসী আত্মা জয়ী হইয়া আনন্দে শান্তিলোকে চলিয়া গেলেন।

"সন্ধ্যার অল্প পরে বাঁকিপুরের সকল সমবিশ্বাসী নরনারী মিলিত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা ও প্রার্থনান্তে শব গঙ্গাতীরে নীত হইল—যাহা পৃথিবীর তাহা ৩।৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গেল—যাহা নিত্য তাহা তাহার পূর্ব্বেই দিব্যধামে শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে গমন করিল।"

সংবাদ।

বিগত ১৯শে কার্ত্তিক শ্রীমান্ কালীপদ দাসের নবকুমারের ও শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রলাল দাসের নবকুমারের শুভ নামকরণক্রিয়া নব-সংহিতানুসারে উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমোক্ত কুমারের নাম সুবোধ ও শেষোক্ত শিশুটির নাম প্রবোধ রাখা হইয়াছে। প্রথমটি শ্রীযুক্ত ডাক্তর বরদাপ্রসাদ দাস মহাশয়ের ভ্রাতৃ-স্পুত্র দ্বিতীয়টি পৌত্র। মঙ্গলময়ী বিধানজননী কুমারদ্বয়ের মঙ্গল বিধান করুন।

গত ২০শে কার্ত্তিক সুখিয়া ষ্ট্রীটে মোচনানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধনদাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা নবদম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

অদ্য শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ষ্টীমারে বম্বে পঁহুছিবেন এরূপ নির্দ্ধারিত আছে। বম্বে বিলম্ব না হইলে সম্ভবতঃ আগামী রবিবার সন্ধ্যাকালে হাওড়ায় উপনীত হইবেন। অদ্য তারযোগে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত গত সপ্তাহে ভাস্তাড়া, উত্তরপাড়া ও হুগলিতে প্রচার জন্য গিয়াছিলেন। তিনি ভাস্তাড়া গ্রামে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল হাজারীবাগ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ কুচবিহারের সবডিভিজন দীনহাটাতে গিয়াছিলেন। তথাকার সবডিভিজনাল আফিসরের আবাসে উপদেশ ও স্কুলগৃহে বক্তৃতা হইয়াছিল।

গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার শ্রীমান্ মোহিতলাল সেনের আবাসে তাঁহার শিশু কন্যাটীর পরলোকগমনোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

ফুলবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রকার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

দারজিলিং হইতে নামিয়া জলপাইগুড়ি সমাজ করি—১ দিন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একটী বক্তৃতা করি। অনেক পদস্থ লোক ছিলেন। এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর শশী বাবু সভাপতি হন। পরে নিলফামারীতে ২ দিন ছিলাম, স্কুলে ২ দিন বক্তৃতা করি। প্রথম ডিপুটী মহীন্দ্রচন্দ্র ও ২য় দিন ১ম মুন্সেফ সভাপতি হন। এক বাসায় সন্ধ্যায় সঙ্গীত ও প্রার্থনা করা যায়, পর দিন প্রাতে অন্য বাসায় পারিবারিক উপাসনা করা যায়। এখানে ৪দিন আছি—প্রতি দিনই কেদার বাবুর বাসায় উপাসনা করা যায়। গত কল্য "ধর্ম্মের অভাব" বিষয়ে বক্তৃতা করা যায়, মুন্সেফবাবু সভাপতি ছিলেন। আজ রাত্রিতে ছাড়িব, বগুড়া হইয়া জগন্নাথগঞ্জের পথে ময়মনসিংহ ও ফিরোজপুর হইয়া বাড়ী যাইব।

প্রেরিত।

প্রার্থনাবিষয়ে।

শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়া গিয়াছেন যে "আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা।" তাঁহার যাহা ছিল প্রত্যেক ব্রাহ্মের তাহা হওয়া উচিত। ফলতঃ ব্রাহ্মের বীজমন্ত্র প্রার্থনা। সুতরাং এই বীজমন্ত্রবিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই ভাল, এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনার বিমলতাবিষয়ে অদ্য হঠাৎ যে কয়েকটী কথা আমার মনে হইল, তাহাই আপনাকে উপহার পাঠাইতেছি, যোগ্য বোধ করিলে আপনার পবিত্র পত্রিকার কোণে স্থান দিবেন।

প্রার্থনার লক্ষ্য আত্মা। আত্মাই আত্মার জন্য পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিবে, জড়ের জন্য নহে। ক্ষুৎপিপাসাদিও প্রার্থনা, কিন্তু তাহার প্রার্থী জড়দেহ। রক্তমাংসময় দেহ যাহা চায় তাহাও শব্দার্থে প্রার্থনা বটে, কিন্তু সে প্রার্থনা প্রাকৃতিক। জড়জগৎ এই প্রার্থনায় চলিয়া আসিতেছে, ইহার অন্য নাম জীবন-সংগ্রাম। ইহা তরু, লতা, পশু পক্ষী সকলের মধ্যে আছে, সুতরাং ইহাতে ব্রাহ্মের প্রার্থনা বলিয়া কোন বিশেষত্ব নাই। ব্রাহ্মের প্রার্থনা আত্মার জন্য। জড় জড়ের জন্য প্রার্থী, আত্মা আত্মার জন্য প্রার্থী। জড়ের প্রার্থনা জড়ীয় বা প্রাকৃতিক বা শারীর ধর্ম্মানুসারে পূর্ণ হইবে ; আত্মার প্রার্থনা স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণ করিবেন।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা থাকায় শারীরিক অভাব বোধ অনেক সময়ে অযথা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সেই অযথা অভাব বোধ বা বিলাসিতা হইতে যে প্রার্থনা আইসে তাহা প্রকৃত প্রার্থনার প্রতিবন্ধক জ্ঞানে তাহা হইতেও আত্মাকে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করা বিহিত ; একারণে জড়ের জন্য, দেহের জন্য ও সংসারের জন্য প্রার্থনা করা ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করা বলিয়া মনে হয়। কেন না কার্য্য, ঘটনা, ফলাফল এ সকল ঈশ্বরের হাতে ; তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। কেবল হইবে কেন ? তাহাই ন্যায়সঙ্গত ও মঙ্গলজনক, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। নিদাঘের প্রখর সূর্য্যকিরণ, বর্ষার বারিধারা ও শীতের তুষারভার সমসহিষ্ণুতার সহিত হিমালয় সহ্য করে। কোন্ পতিব্রতা আসন্নমৃত্যু স্বামীর জীবনকামনা না করেন ? কিন্তু এই কামনা হইতে যদি প্রার্থনা আইসে তাহা কি ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী নহে ? ফলতঃ প্রাকৃতিক অভাব ভগবান্ প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণ করেন। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা যখন জড় প্রকৃতির সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তখনই পরিত্রাণার্থী আত্মা পরমাত্মার নিকট কাঁদে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিশেষতঃ আমাদের মন সচরাচর এত বিষয়বাসনায় ব্যস্ত যে, পারমার্থিক চিন্তার অবসর পায় না। তার পর যদি সাংসারিক অভাবের জন্য প্রার্থনা সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, ভয় হয় অচিরাৎ অনেকানেক প্রাচীন ধর্ম্মের ন্যায় আমাদের নবধর্ম্মও কাম্যক্রিয়া-কলাপে পূর্ণ হইবে। হইতে পারে, আমাদের স্বর্গীয় শ্রীমদাচার্য্যদেব "Feed your missionaries" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রার্থনাকেও সাংসারিক ভাবের বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নিজের বা তাঁহার আত্মীয় ভাই বন্ধুর জন্য, বা তাঁহার মিস্‌নারির জন্য নহে, কিন্তু your missionaries, ভগবানের প্রচারকদিগের জন্য। যাঁহারা ভগবানের কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা কে? তাঁহারা ভগবানের লোক, তাঁহাদের জীবন ভগবানের মণ্ডলীর জীবনের সঙ্গে একীভূত, সুতরাং তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করার অর্থ ভগবানের প্রিয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা, সংসারের জন্য নহে।

অনুগত
শ্রীশিশু ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্যের স্থান আছে কি?

গত ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে শ্রদ্ধেয় গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় "মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার শেষভাগে এইরূপ লেখা আছে:—"প্রচার করিতেছ পৌরোহিত্য মহাপাপ, অথচ অপর কাহাকেও বেদীর অধিকার দিতে কুণ্ঠিত। ভাই, যদি প্রচার করিবে, মতের অনুরূপ হও, ভক্ত কেশবের জীবনকে মতের মানচিত্র করিয়া লও।" যাহাতে পৌরোহিত্য-প্রথা মণ্ডলীতে স্থান না পায় তাহারই জন্য এইরূপ লেখা হইয়াছে। এক্ষণে ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮২১ শকের ১১ই বৈশাখ দিবসে সামাজিক উপাসনায় যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "* * * * আজ তোমার বিশেষ একটী লীলা আমাদিগের এই উপাসনাগৃহে দর্শন করিতেছি, যাহা কখন হয় নাই আজ তাহা হইল, আজ বেদীতে কেহ উপবিষ্ট নাই; তুমি যাঁহাদিগকে মনোনীত ক'রেছ তাঁহাদের মধ্যে কেহ আজ বেদীতে নাই। সেই জন্য বেদী আজ শূন্য। নিশ্চয় ইহার ভিতরে তোমার নূতন খেলা আছে; নিশ্চয়ই তুমি কোন লীলা দেখাইবে। * * * মা তোমার স্বর্গধামে আসিয়াছে; আপনার জীবনেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই ঘটনাতেই তুমি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতেছ। অনেক দিন হইতে যাহা আশা করিয়াছিলাম সেই আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ এখন আসিয়াছে। মা, আমাদের দিন অবসান হইতেছে; আমাদের জায়গায় নূতন নূতন লোক সকল তোমার নূতন ভৃত্য সকল আসিবেন। আজকার বেদী শূন্য এইজন্য। কেন একজন উপদেষ্টা বিদেশে গেলেন, আর একজন কেন রোগশয্যায় শায়িত? আর যাঁরা এখানে আছেন তাঁরা কেন অনুপস্থিত হ'লেন? ইহার মধ্যে অবশ্য তোমার শুভ ইচ্ছা আছে। তোমার কার্য্যের জন্য নূতন লোক আনিবে এই জন্যই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাইলে। মা তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমরা বৃদ্ধ কবে যাইব জানি না। ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদের কার্য্যভার কে লইবে তাহা দেখিতে পাইলাম না। মা, তোমার বিশ্বাসী ভক্ত যে কাজ করিয়া গেলেন সে কাজ কখনও শেষ হইবে না; কখনও বন্ধও থাকিবে না; তোমার অপূর্ব্ব কৌশলে তুমিই সে কাজ চালাইবে। কাহার দ্বারা চালাইবে জানি না। * * * আবার নূতন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইল; যুবকদিগের জন্য স্থান খালি হইল। মা, তুমিই তাহাদিগকে নিযুক্ত কর, তুমি ত বেদী শূন্য রাখিতে দিবে না। তুমি যাঁহাদিগকে তোমার বিশেষ কার্য্যে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়াছ তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আন। তাঁহারা আজই—এই মুহূর্ত্তেই তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন; তোমার কার্য্য করিয়া আপনারা সুখী হউন, জগৎকে সুখী করুন। কত লোকে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। তোমার নূতন কর্ম্মচারী সকল আসিবেন সেই জন্য লোকে কত উৎসুক হইয়া আছেন। মা, তুমিই সেই সকল লোককে আনিয়া দাও। দয়াময়ী আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। মা, আমি আর কি বলিব? আমি সেবক হইয়া, যাঁহারা তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সেবা করিতে আসিয়াছি; মা তুমি আমার সব জান; আমি সেবার কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু উপদেষ্টার কাজ করিতে পারিব না; উপদেশ দিতে গেলে আমার প্রাণ কাঁপে। মা, যাতে বেদী শূন্য না থাকে এমন কর; তোমার নূতন কর্ম্মচারী আনিয়া কাজ করাও; যাঁরা তোমার কৃপায় জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং আপনাদের জীবন তোমার চরণসেবায় নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই সকল যুবকদিগের দ্বারা তোমার কার্য্য করাও। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদেরও সেবা করিয়া আমি কৃতার্থ ও সুখী হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর। যাঁহারা তোমার কাজে প্রাণ দিবেন তাঁদের সেবা করিয়া যেন আমি আপনাকে সুখী মনে করি। মা, তোমার শুভ ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ কর। তোমার কর্ম্মচারী তুমিই নিযুক্ত কর। যাঁদের প্রাণ তোমার চরণের জন্য কাঁদিতেছে তাঁহারা যেন আর বিলম্ব না করেন। অভাব বিলক্ষণ; তুমি সেই অভাব পূর্ণ কর।" এই প্রার্থনায় বুঝা যাইতেছে যে নূতন কর্ম্মচারীর জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এক্ষণে নিবেদন, এই যে প্রার্থনা করা হইয়াছে ইহার দ্বারা কি প্রকাশ পাইতেছে যে, নূতনকর্ম্মচারী দলকে বিষয়াদির কার্য্য হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে প্রচারব্রতগ্রহণান্তর বেদীর কার্য্য করিতে হইবে, নতুবা কেহই বেদীর কার্য্য করিতে পাইবেন না? এতৎ-সম্বন্ধে মণ্ডলীস্থ সকলে কে কি ভাবেন এবং এই পৌরোহিত্য-প্রথার অপবাদের মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করেন, তবে বিশেষ উপকৃত হইব।

কলিকাতা।
৬ই কার্ত্তিক ১৮২২ শক

অনুগত
শ্রীশরৎকুমার মজুমদার।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।।০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে বিশ্বপতি, তোমার ভক্তগণ তোমায় বিবিধ নামে ডাকিয়াছেন, অথচ তোমার একটিও নাম নাই। তুমি তাঁহাদিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ, তাঁহারা তোমার সেই প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদের মনে যে প্রকার ভাবোদয় হইয়াছে, সেই ভাবানুসারে তাঁহারা তোমার নাম দিয়াছেন। তোমার নাম নাই অথচ এইরূপে তোমার শত শত নাম ভক্তগণ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। তোমার এক একটি নাম আমাদের মনে তাহার অনুরূপ ভাব উদিত করে, এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন একটি নাম, আমাদের জীবন-পথে সম্বল হয়। এ সময়ে তোমার মা নাম আমাদের পক্ষে যেমন উপযোগী এমন আর কোন নাম নাই। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা বলিতেছেন, তুমি বুদ্ধি মনের অগোচর, অচিন্ত্য অব্যক্ত। তোমায় জানা যায় না, বুঝা যায় না। তোমার পূজা অর্চ্চনা তো হইতেই পারে না, তোমায় চিন্তন মনন পর্য্যন্ত অসম্ভব। জননী, আমরা তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করিতে চাই না, কিন্তু আমরা এই কথা বলি যে, তোমায় মা বলিয়া ডাকিলে তাঁহাদের কোন যুক্তি তর্কে বাধা উপস্থিত হয় না। শিশু কি মাকে চেনে না বুঝে? মা কি, কত বড়, এসকল চিন্তা তাহার মনে প্রবেশই করে না। সে মার ক্রোড়ে আছে, মার স্তন্য পান করিতেছে, মার দৃষ্টি তার উপরে স্থির, ইহাতেই সে সন্তুষ্ট এবং আমোদিত। বল তোমার সম্বন্ধে ইহার চেয়ে আমরা কি বেশি চাই? তোমার ক্রোড়ে আছি, ইহা যখন নিশ্চয়, তোমার স্তন্যপানে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তোমার দৃষ্টি নিয়ত আমাদের উপরে পড়িয়া আছে, এই জ্ঞানই তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের জ্ঞান নাই, বল নাই, কোন সম্পদ্ নাই, আমরা একান্ত অভাবগ্রস্ত, ইহা তো আমাদের পক্ষে আরও ভাল। এরূপ না হইলে আমাদের তোমার স্তন্য-পানে কি কখন প্রবৃত্তি হইত? স্তন্যপানে প্রবৃত্তি না থাকিলে তোমার কোলে বসিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। তোমার ক্রোড়ে না বসিলে তোমার দৃষ্টি যে আমাদের উপরে স্থির আছে, তাহাই বা আমরা বুঝিতাম কিরূপে? আমাদের নিকট তোমার মা নাম এই জন্যই অতি সুমধুর ও সুখপ্রদ যে, এখানে কোন চিন্তায় তর্ক বা যুক্তির প্রবেশ নাই, সগুণ-নির্গুণ-বাদের অবকাশ নাই। আছি তোমাতে ইহা অতি নিশ্চয়, তোমা হইতে

শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য আমাদিগেতে সঞ্চারিত হইতেছে, এ কথার কোন প্রতিবাদ নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত তা নয়, সাধন ভজন যোগ ধ্যান তপস্যাদির কঠোর পথ আর অনুসরণ করিতে হইবে না। কেন না এসকল করিয়া যে ফললাভ শিশুর জীবনে তাহা সকলই আছে। হে মাতঃ, তাই তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি আমাদিগকে মা বলিয়া ডাকিতে যে অধিকার দিয়াছ, সেই অধিকারের গুণে যেন আমরা তোমার ক্রোড়ের স্তন্যপায়ী শিশু হই। তোমার কৃপায় আমরা এ ভিক্ষা পাইব এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ব্যক্তি ও দল।

ব্যক্তি লইয়া দল একথা আর কে অস্বীকার করিবে? ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্যক্তি মন্দ হইলে দল মন্দ হইবে, লোকের নিকটে কখন আদরভাজন হইবে না। দলের পাঁচটি লোকের মধ্যে যদি তিনটি মন্দ হয়, তাহা হইলে দুটি লোক ভাল আছে বলিয়া সকল লোকে দলের আদর করিবে দলের সম্মান করিবে, এ আশা করাও দুরাশা। দলে মন্দ লোক আছে দেখিলেই বাহিরের লোকের তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং তাহারা দলকে ভাল করিবার জন্য সাহায্য করিবে এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করিতে পারা যায় না। যখন এইরূপই অবস্থা হইল তখন ব্যক্তি ছাড়িয়া দল লইয়া জীবন কাটানে আমাদের প্রবৃত্তি কেন? দলের মধ্যে যদি একটি ভাল লোক উপযুক্ত লোক থাকেন, তাঁহাকে দল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লও এবং তাঁহারই অনুসরণ কর, তোমার সম্বন্ধে প্রভূত কল্যাণ উপস্থিত হইবে।

প্রতিবাদীর এ সকল যুক্তির উপরে কথা কহিবার কি আছে? যদিও কথা কহিবার কিছু নাই, তথাপি আমরা তাঁহার পথে চলিতে পারিতেছি না। যদি তিনি বলেন, তোমরা অন্ধ হইয়াছ, তোমাদের মধ্যে মতদোষ প্রবেশ করিয়াছে, তোমরা আপনাদের কল্যাণ আপনারা বুঝিতেছ না, বলুন, কিন্তু আমরা বলি আমাদের এ অন্ধতাও ভাল, এ মতদোষও ভাল, সমগ্র জীবন অকল্যাণে যায় বরং তাহাও স্বীকার। আমরা তো প্রতিবাদীর কথায় অন্ধতাদি স্বীকার করিয়া লইলাম কিন্তু বাস্তবিক অন্ধতাদি আছে কি না ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বিচারের পূর্ব্বে আমাদের দলের মধ্যে মন্দ লোক আছে আমরা মানিয়া লইলাম। সেই সকল মন্দ লোকের জন্য আমাদের অগ্রসর হইবার পথ অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই। ঈদৃশ অবস্থাতেও আমরা দল ছাড়িয়া ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপনে কুণ্ঠিত। কেন কুণ্ঠিত আমরা তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি।

বিনা সংগ্রামে জীবন গড়ে না, উন্নত হয় না, নব নব উপায় উদ্ভূত হয় না। কোন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া চলার অর্থ—সংগ্রামে প্রবৃত্তি নাই; যেমন তেমন করিয়া শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ততা উপস্থিত। আমরা এ ভাবের পক্ষপাতী নহি। পৃথিবী চিরকাল সত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া যাই দেখিয়াছে, সত্যের জন্য ঘোর বিপদ্ উপস্থিত; ঘর যায়, বাড়ী যায়, সংসার যায়, মান যায়, সম্ভ্রম যায়, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, অমনি পৃথিবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সত্যকে আর সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্যপক্ষ সমর্থন করিয়াছে, অথবা এমন একটী নিম্ন ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে আসিলে আর পৃথিবীর দশ জনের সঙ্গে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, অবাধে সংসারে দশ জনের সঙ্গে মিল রাখিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই ঠিক রাখিতে পারা যায়। সত্যের প্রতি ঈদৃশ অনাদরবশতঃ যে সংগ্রামবৈমুখ্য উপস্থিত হয়, আমরা তাহার ঘোর বিরোধী। এসম্বন্ধে আমরা সংসারের শাস্ত্রের অনাদর করিয়া স্বর্গের শাস্ত্রের সম্মান করিয়া চলিতে একান্ত কৃতসঙ্কল্প। আমরা যাই জানিলাম এইটি সত্য, অমনি

লাভালাভ ফলাফল বিচার না করিয়া তাহার অনুসরণব্রত গ্রহণ করিলাম। প্রাণ যত দিন দেহে আছে, তত দিন সকল প্রকার নিন্দা, অবমাননা, ঘৃণা ও অকৃতার্থতা বহন করিয়া তদনুসরণে আমরা প্রতিজ্ঞারূঢ়।

সত্যসম্বন্ধে আমরা কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলির অনুবর্ত্তন করি;—"যেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কার্য্যে সুখ্যাতি করে, এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে। সাধক অমনই বুঝিলেন, এ কার্য্য মন্দ কার্য্য; ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা গ্রাহ্য করিবে, পণ্ডিতেরা মানিবে, সাধারণ লোকেরা যশ কীর্ত্তন করিবে, অতএব এ কার্য্য করা হইবে না। মন বলিল এই কার্য্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বুঝা গেল, এ একটু ভাল কার্য্য; ভাল ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে; স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে। এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যে প্রদেশে বক্তৃতা করিতে যাইব, কেহই শুনিতে আসিবে না; খুব বন্ধু আপনার লোক যাহারা তাহারাও ছাড়িয়া যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইবে; যেই এরূপ দেখিলাম, মন বলিল ঠিক হইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, অতএব এই কার্য্য করা উচিত, কেন না পৃথিবীর যাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল।"

ব্যক্তি ও দল এ উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য; ব্যক্তির সমষ্টি যদিও দল, তথাপি ব্যক্তি অপেক্ষা দল কেন শ্রেষ্ঠ, এ সকল বিষয় আমরা কতবার কতরূপে এই ধর্ম্মতত্ত্বে আলোচনা করিয়াছি। আমরা ভূয়োভূয় বলিয়া আসিতেছি, একাত্মতাই আমাদের ধর্ম্ম, এই একাত্মতা সাধনের উপায় দল। 'ঈশ্বর যাঁহাদিগকে একত্র করিয়াছেন, কোন মনুষ্যের হস্ত যেন তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন না করে' এই মূল মন্ত্রের প্রতি আমাদের একান্ত আস্থা। ঈশ্বর স্বয়ং যে দল সংসৃষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদিগের সঙ্গে প্রথম হইতে মিলিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের দোষ দর্শন করিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা আমরা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য মনে করি। সকল মনুষ্য এক মনুষ্য, ইহা যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা দোষ দেখিয়া কি প্রকারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন। ইহা হইলে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। কেহ যদি আমাদিগকে স্বয়ং পরিত্যাগ করিয়া যান, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু সে স্থলেও অন্তর হইতে সে ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দিতে পারি না। মানিলাম আমাদের দলের মধ্যে মন্দ লোক আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব, যেখানে গেলে মন্দলোকের সংস্রব ঘটিবে না। যদি বল, দেখ আমরা সকলে অতি ভাল লোক, আমাদের কোন দোষ নাই, আমরা আমাদের যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে আমাদের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে আমরা কৃতসঙ্কল্প; এখানে আসিলে জীবনের কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইবে, কোন অশান্তি অকল্যাণের হেতু থাকিবে না। আমরা তোমার সকল কথা মানিয়া লইলাম, কিন্তু তোমার দলে একটি বিষয়ের নিরতিশয় অভাব দেখিতেছি, সেই অভাবের জন্য যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সে অভাব কি জান? একাত্মতা সম্ভব, তৎপ্রতি অবিশ্বাস। যেখানে এ সম্বন্ধে অবিশ্বাস আছে, সেখানে যোগ দিয়া তৎসাধন কি কখন সম্ভব?

হে প্রতিবাদী, তুমি আমাদিগকে অন্ধ বলিতেছ, এ অন্ধ বলা নিন্দা নয়, অতীব প্রশংসাবাদ। সত্যের আলোকে আকৃষ্ট হইয়া অন্যদিকে আর দৃষ্টি যায় না; এজন্য যে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে অন্ধতা উপস্থিত হয়, সে অন্ধতা ঈশা মুষা চৈতন্য প্রভৃতির উপযুক্ত, অতএব আমরা এ অন্ধতায় নিন্দায় পশ্চাৎপদ হইব কেন? সত্যের অনুসরণ করা যদি তোমার মতে মতদোষ হয়, আমরা সে মতদোষকে দোষের মধ্যে গণ্য করি না, কেন না এইরূপ মতদোষের জন্য ঈশা প্রভৃতির প্রাণ পৃথিবী হরণ করিয়াছে। আমাদের নিজের কল্যাণ আমরা নিজে দেখিতেছি

না, এই যে তুমি বলিতেছ, ইহাতে তুমি যাহাকে কল্যাণ মনে কর আমরা তাহাকে ঘোর অকল্যাণ মনে করি, ইহা তোমার স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন। যখন তোমার সঙ্গে আমাদের এতই পার্থক্য, তখন যে দলে বিশ্বাস আছে—সে বিশ্বাস দুর্ব্বল হউক আর যাই হউক—সে দলকে ছাড়িয়া, মূল সাধনের বিষয়েই যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, বল তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হই কি প্রকারে? যদি বল, তোমরা যখন একাত্মতা সাধন করিতে প্রবৃত্ত, তখন আমাদের সঙ্গে একাত্মতাসাধনে বিমুখ কেন? না, আমরা বিমুখ নই, সাধনকালে একটী রেখার মধ্যে থাকার যে ব্যবস্থা আছে, আমরা কেবল তাহারই অনুসরণ করিতেছি। কালে এই রেখার অন্তর্গত সকলে হইবেন, ইহা আমরা জানি বলিয়াই কাহাকেও একাত্মতার বহির্ভূত করিতেছি, ইহা আমাদের মনে হয় না।

ব্রহ্মবিজ্ঞান।

মনুষ্যের প্রথম চিন্তার উদয় ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া হইয়াছে। আদিম মনুষ্য শরীর রক্ষণের জন্য গহ্বরে নিবসতি পূর্ব্বক অন্যান্য পশুর ন্যায় ফল মূল ও মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসে সচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে, বাস ও আহার সম্বন্ধে তাহার চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বজাতির নিপীড়ন যখন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন সে আপনাকে অসহায় দেখিয়া কে তাহাকে এতদবস্থায় সাহায্য দান করিবে এই ভাবিয়া যখন সে উদ্বিগ্ন হইল, তখন কে যেন তাহার মনে সাহস দিয়া বলিল, তোর ভাবনা কি আমি তোর সহায় আছি। কে তাহাকে এ কথা বলিলেন, ইহা জানিবার জন্য সে ইতস্ততঃ তাঁহাকে অন্বেষণ করিল, কিন্তু নিকটে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অথচ যে কথা সে শুনিয়াছে তৎপ্রতি সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে মনে করিল, ইনি এইরূপে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, অতএব তাহার কোন ভয় নাই। সে এই অদৃশ্য ব্যক্তির প্রতি দৃঢ় আস্থাবশতঃ আপনাতে প্রভূত বল অনুভব করিতে লাগিল, তাহার সকল ভয় চলিয়া গেল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার দশগুণ সাহস ও বল বাড়িল। সে শত্রুর নিকটে অপরাজেয় হইল। তাহার এই অলৌকিক বল দেখিয়া পুত্র পৌত্রাদি বিস্মিত হইল, এবং তাঁহার মুখে শ্রবণ করিল যে, এক জন লুক্কায়িত পুরুষ তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া সে এ প্রকার শত্রুর প্রতিকূলে বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার পুত্র পৌত্রাদি সেই লুক্কায়িত পুরুষের প্রতি ভক্তিমান্ হইল, এবং সকল পরিবারে মিলিয়া সেই অদৃশ্য পুরুষের সন্তুষ্টি সাধন জন্য অতি পরিষ্কৃত এক নিভৃত প্রদেশে বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি আহার পানাদি অর্পণ করিয়া নিকটে থাকিলে তিনি আসিবেন না এই ভাবিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিল। এইরূপে সেই অদৃশ্য পুরুষের সহিত সে বংশের লোকদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইল। কালে কেবল জয় নয়, সকলই তাঁহা হইতে হয় এইরূপ তাহাদের স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অল্পে অল্পে তিনি সকলের কারণরূপে গৃহীত হইলেন।

ভিতরে আশ্বাসবাণী শুনিয়া, বাহির হইতে সেই আশ্বাসবাণী আসিতেছে, এরূপ বোধ বাল্যকালোচিত। স্থান স্থির করা (Localization) বালকেতে প্রথমে বিকাশ লাভ করে না। কোথায় সে ব্যথা অনুভব করিতেছে, তাহা সে বলিতে পারে না, যেখানে ব্যথা সেখানে হাত না দিয়া ব্যথা বহির্ভূত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে সে হাত দিয়া দেখাইয়া দেয়। আদিম ব্যক্তি ভিতরে আশ্বাস বাণী শুনিয়া ভিতর হইতে আশ্বাসবাণী আসিয়াছে, বুঝিতে পারিল না, বাহিরে তিনি লুকাইয়া থাকিয়া তাহাকে সাহস দিয়াছেন ইহাই সে হৃদয়ঙ্গম করিল। বহু অন্বেষণে ও যাঁহাকে সে বাহির করিতে পারিল না, তিনি যে অতি কৌশলী অতি বলী ইহা বুঝিবার আর তাহার অবশিষ্ট থাকিল না। তৎপ্রতি বিশ্বাস করিতে গিয়া তাহার বলবীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া সে মনে

করিল, সেই পুরুষ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাই তাহার অদ্ভুত বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাতাস তাহার গায়ে লাগে অথচ সে উঁহাকে চক্ষু দিয়া দেখে না। কখন কখন সেই বাতাস এমনই প্রবল হইয়া উঠে যে বড় বড় গাছ ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। অতএব এই প্রভঞ্জনই সেই পুরুষ সে সহজে স্থির করিল। প্রভঞ্জন হইতে অগ্নিতে সেই পুরুষকে দেখা সহজ হইল। অগ্নি প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শুষ্ক কাষ্ঠে লুকাইয়া থাকে। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে অমনি সে অদৃশ্য না থাকিয়া দৃশ্য হয়। যিনি এখন অদৃশ্য আছেন তিনি তুষ্ট হইলে দৃক্‌পথবৰ্ত্তী হইবেন, এই আশা তখন তাঁহার মনে কেবল বদ্ধমূল হইল তাহা নহে, সেই অদৃশ্য পুরুষই অগ্নিরূপে সম্মুখে উপস্থিত, এবং স্বীয় বলে সমুদায় মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম করিবে ইহা দেখিয়া সে তটস্থ। সে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে, আকাশ অতি নির্ম্মল কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখিতে সেই আকাশের এক কোণে ছায়ার মত কি দেখা যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে সেই ছায়া ঘনাকার ধারণ করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, ঘন ঘন গর্জ্জন ও দীপ্তির ছটা তন্মধ্যে প্রকাশ পাইল। তখন সে বুঝিতে পারিল, সেই অদৃশ্য পুরুষ আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। সেই একই পুরুষ এইরূপে বায়ুতে, অগ্নিতে ও মেঘে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার ভক্তকে কৃতার্থ করিলেন। সেই লুক্কায়িত পুরুষের এই নব নব আত্মপ্রকাশ দেখিয়া তাহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ব্রহ্মবিজ্ঞানে রপ্রাথমিক অঙ্কুর অশব্দ বাণী শ্রবণ হইতে উদ্ভূত, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। মানুষ যখন আপনাকে নিরতিশয় অসহায় দেখিয়া হতাশ প্রায় হয়, তখনই তাহার মনে আশাবাণী উদিত হয়, এবং সেই আশাবাণীর সঙ্গে সঙ্গে মন এমনই প্রফুল্ল হইয়া উঠে যে, চারিদিক্ সুপ্রসন্ন দৃষ্ট হয়। সেই সুপ্রসন্ন দিক্ সমূহ মধ্যে সেই অদৃশ্য প্রবক্তার দিব্য চ্ছটা বাহির হইতেছে, এই যে সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, অগ্নির জ্যোতি বিদ্যুতের ছটা মধ্যে তাঁহার পুনঃপ্রকাশ দেখিয়া সেই এই পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্রমে সমুদায় জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ মধ্যে সে সেই দিব্যপুরুষকে দেখিতে লাগিল। এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ তাহার আরাধ্য দেবতা হইয়া উঠিল। ইহাদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া সে ভোজ্যান্নদানাদি বহুল পরিমাণে করিতে লাগিল, সুতরাং এইরূপে বলি হোমাদির আধিক্য হইয়া পড়িল। বাণী শ্রবণ কালে সেই পুরুষ অদৃশ্য ছিলেন, এখন তৎপ্রতি সন্তুষ্টিবশতঃ তাঁহার বিবিধ তনু বা রূপ তিনি তাহাকে দেখাইতে লাগিলেন। শ্রবণের সঙ্গে এখন দর্শনের যোগ হইল।

মানুষের বাল্যকাল অন্তর্হিত হইল, কোথা হইতে প্রথমতঃ আশ্বাসবাণী উত্থিত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল। যে অন্তরের ভিতর হইতে সেই বাণী উত্থিত হইয়াছিল, এখন সেই অন্তরের ভিতরে পুরুষকে সে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইল সেই পুরুষের সঙ্গে তাহার ক্রমান্বয়ে বিরোধ চলিতেছে, সে যদি পূর্ব্বদিকে যাইতে চায়, তিনি তাহাকে পশ্চিম দিকে যাইতে বলিতেছেন। শেষে জয় তাহার হইতেছে না, তাঁহারই হইতেছে। এই সময়ে বেদান্তবাদিগণের অন্তর্য্যামিশ্রুতি উদ্ভূত হইল। অন্তর্যামী কেবল তাহার আত্মাকে শাসন করিতেছেন না, বাহিরের চন্দ্র সূর্য্যাদি তাঁহারই কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতেছে ; ইহা দেখিতে পাইয়া অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার শাসন সে বুঝিতে পারিল। এই অবস্থার ব্রহ্মবিজ্ঞানের সূত্রপাত হইল। সেই অদৃশ্য পুরুষ শাস্তৃরূপে প্রকাশ পাইয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার শাসন এখন তাঁহার লীলারূপে পরিগৃহীত হইল। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও বিভূতিতে নিমগ্ন সাধকের হৃদয় নিরতিশয় সরস হইল। এখানে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অন্য অধ্যায়ের আরম্ভ।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আমার মনে হইয়াছিল, আর দুঃখের কাহিনী তুলিব না ! তুমি বলিয়াছিলে উপাসনা বন্দনাদিতে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকিয়া পূর্ব্বাপরাধের নিষ্কৃতি করিব, তাই মনে করিয়াছিলাম, আজ উপাসনার তত্ত্ব তোমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিব। একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় উপস্থিত, সেই জিজ্ঞাস্য বিষয়টির উত্তর শুনিয়া পরের বার হইতে উপাসনাদির তত্ত্ব তোমার নিকটে শুনিব। জিজ্ঞাসা করি, এখন আমার ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার উপায় কি? সহজে যাহা বুঝিতাম, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া এখন আমার এমনই অবস্থা হইয়াছে যে, এখন আর সহজে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি না ; বল এখন আমার সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার উপায় কি ?

বিবেক। সহজে ইচ্ছা বুঝিবার অধিকার তুমি হারাইয়াছ, ইহাতে তোমার যত দূর ক্লেশ হইয়াছে, তদপেক্ষা আমার অধিকতর ক্লেশ হইয়াছে। এখন ইচ্ছা বুঝিবার উপায় কেবল ঘটনা। অন্তরের অবস্থা যখন ঠিক নাই, তখন ঘটনাসকলের প্রকৃত অর্থ বুঝা তাহাও তোমার পক্ষে এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার একথা শুনিয়া তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার প্রতি অতিশয় অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছি, যত দূর তোমার অন্তরের অবস্থা মন্দ হয় নাই, আমি তত দূর মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতেছি। দেখ, বুদ্ধি, তোমার মাথার উপর দিয়া একটী দুটী ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা নহে, কত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু সে ঘটনাগুলির আরম্ভ ও শেষে তুমি কি উহাদের যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছ ? যাদৃশ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাদৃশ ঘটনা ঘটা নিবৃত্ত হয় নাই। বল সে সকল ঘটনা কি তোমার নিকটে এমন কোন নবীন আলোক আনিয়াছে, যদ্দ্বারা তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিয়মিত হইতে পারে ? যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে শেষ ঘটনা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সেই শেষ ঘটনায় তোমার জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইবে, সেই পরিচ্ছেদে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব ঘটনাগুলির মর্ম্ম কিছু না কিছু তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে, তোমার জীবন কেন, প্রত্যেকের জীবন ঘটনারাশিতে পূর্ণ। এক পরিচ্ছেদ শেষ হইয়া অন্য পরিচ্ছেদের আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ তোমার জীবনে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক লিখিত হইবে। যদি এ পৃথিবীর শেষ পরিচ্ছেদে দুঃখ অনুতাপ করিবার কিছু না থাকে, হাসিতে হাসিতে জীবনদাতার ক্রোড় আশ্রয় করিতে পার, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিও। জানিও আমার আশা ও অভিলাষ এই যে, তুমি প্রসন্নমুখে প্রসন্নতা ছড়াইতে ছড়াইতে পৃথিবীর প্রান্ত শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া নূতন জগতে জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতে পারিবে।

প্রাপ্ত।

(বাঁকিপুর হইতে শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন।)

কয়েক দিন এখানে যথেষ্ট কার্য্য হইল। গত ২৪শে নবেম্বর শনিবার প্রাতে এখানে পঁহুছিয়াই প্রথমে পরিবারস্থ শোকার্ত্ত জনের সঙ্গে উপাসনা করা হইল। সে দিন সন্ধ্যার সময় বন্ধুগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা হয়। পর দিন প্রাতে ৮॥ টার সময় মেয়ে পুরুষে প্রায় ১৫০ জন ভ্রাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা গিরিবালা দেবীর শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হন। গম্ভীর ভাবে সমাধিতে ভস্মস্থাপন ভাই দীননাথ মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল। উপাধ্যায় ভাই দীননাথ ও ভাই ব্রজগোপাল সহ আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল অতি মধুর ও গাম্ভির্য্যের সহিত উপাসনাপ্রার্থনাদি করিলে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল প্রার্থনা করেন। প্রার্থনাতে সকলেরই মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অনুষ্ঠান কার্য্য সমাপনের পর সকলেরই মুখে একটি সুন্দর শ্রী দর্শন করিয়া বুঝিলাম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সুন্দর প্রণালী দর্শন করিয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অপূর্ব্ব বাবু নানা স্থানের সমাজে এবং অন্যান্য বিষয়ে দান প্রভৃতিতে প্রায় ২০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সেই দিন বেলা ২টার সময় অঘোর পরিবারস্থ মহিলাসভায় উপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল এবং বিধানাশ্রমস্থ বালকদিগের নীতি বিদ্যালয়ে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সন্ধ্যার পর স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। সমাজে অনেকগুলিন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কেবল মার কোলে শিশু হইয়া থাকাই আমাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য. এই বিষয়ে উপদেশ হয়। ২৬শে সোমবার প্রাতে ভাই দীননাথ মজুমদারের পারিবারিক উপাসনাগৃহে উপাধ্যায় উপাসনা করেন, সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় রামমোহন সেমিনারীতে প্রাচীন ও নবীন ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ে উপাধ্যায় একটি অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অনেক গুলিন বিদ্বান্ ও মান্যগণ্য শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া আরও কয়েক দিন বক্তাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। অন্য স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। রাত্রিতে ডাক্তার পরেশনাথের ভবনে উপাসনা ও ভোজন হয়। ২৭এ মঙ্গলবার প্রাতে সাধন আশ্রমে উপাসনা হয়, উপাধ্যায় মহাশয়ের আরাধনা প্রার্থনায় সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। উপাসনার পর অনেক ক্ষণ অনেক সৎপ্রসঙ্গ হইল। সাধন আশ্রমবাসী বাসিনীগণ বিশেষ স্নেহ আদরের সহিত কয়েকটি বন্ধুকে ভোজন করান। সন্ধ্যার পর সম্বলপুরের জন্য যাত্রা করা হইবে।

সোমবার প্রাতে স্বর্গগতা শ্রীমতী গিরীবালার সমাধির পার্শ্বে স্বর্গগত খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের,তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুকুমারীর ও শ্রীমান্ দামোদরের দুইটী শিশুর এবং শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ পালের

দশ মাসের নবকুমারের চিতাভস্ম এক একটি পৃথক সমাধিতে রক্ষিত হইয়াছে, উপাধ্যায় মহাশয়ই এ কার্য্য করিয়াছেন।

কটক হইতে প্রাপ্ত।

গৃহস্থাশ্রম।

পারিবারিক সাধন।

সঙ্গীতে ৪৬১ পৃষ্ঠা. গৃহধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম * * * *

এই সঙ্গীতটীতে বিধানধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, এবং বিধানাশ্রিত সাধক সাধিকাদের সাধনতত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা আমরা অদ্য ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি।

"গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরমসাধন।"

পূর্ব্বকালে সাধকগণ গৃহবাসকে অনিত্য ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ গৃহকার্য্য করিলে নিত্যবস্তু লাভের কোন উপায় হয় না। এই বোধে তাঁহারা ধর্ম্মসাধনার্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন; কিন্তু নববিধানের বিধাতার শিক্ষা অন্যরূপ; তিনি গৃহধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং ইহাকেই পরম সাধন বলিয়াছেন।

"পবিত্রতীর্থ এসংসার তপোবন।"

পুরাকালে "তীর্থ দর্শন" ধর্ম্মসাধনের একটী বিধি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম এ বিধিকে অতিক্রম করিলেন। তিনি গৃহকেই তীর্থ বলিলেন। তীর্থ কি? তীর্থ দেবতার স্থান। তথায় সকল দেবতার উপলক্ষে সকল কার্য্য হয়। যাত্রিগণ দেব দর্শন, দেবার্চ্চনা এবং দেবসেবার উদ্দেশ্যেই তথায় মিলিত হন। বিধানাশ্রিতগণ গৃহে হরিদর্শন করিবেন, এবং সপরিবারে তাঁহার উপাসনা করিয়া ও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া জীবন কাটাইবেন। এইরূপে চলিলেই গৃহ তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ হইয়া উঠিবে।

"প্রেমের আধার প্রিয় পরিবার বন্ধন
প্রেমময় ঈশরের প্রিয় নিকেতন।"

পূর্ব্বে পরিবারকে মায়ার বন্ধন বলিত, কিন্তু যুগধর্ম্মে ইহাকে প্রেমের বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেম মানবের পরমধর্ম্ম বা গুণ। মায়া, প্রেমের বিকার। প্রেম মঙ্গল অন্বেষণ করে। মায়া আপাততঃ সুখ কামনা করে। পরিবারকে ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন কেন বলা হইল? ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, এবং তাঁহার প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র দেখা যায়। কিন্তু মানব পরিবারে তাঁহার বিশেষ বিকাশ। তিনি মানবকে যতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন তন্মধ্যে দাম্পত্যমিলন ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল। যেরূপ পৃথিবীর যাবতীয় জড়বস্তু ইহার মধ্যবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে সেইরূপ পরিবাররূপ মধ্যবিন্দুর দিকে মানব সমাজ আকৃষ্ট হইতেছে। পরিবারই মানব সমাজের প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণকে শুদ্ধ এবং কোমল করিবার জন্য ইহাকে প্রেমময় হরি আপনার প্রিয় নিকেতনস্বরূপ করিয়াছেন। স্ত্রী, স্বামী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির মধ্যদিয়া প্রেমময়ের এমন একটি একটি রূপের ছটা বাহির হয় যে, সেই ছটা দর্শন করে সে মোহিত হইয়া যায়।

"আসক্তি মোহজঞ্জাল, বিষয়ের তমোজাল,
যোগবলে করিবে ছেদন।"

যে স্বর্গীয় পরিবার নববিধান অনুমোদন করেন, তাহার সাধনের উপায় কি? আসক্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে অযথা টান। মোহ অর্থাৎ কর্ত্তব্য বোধকে অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করিবার মতি। এই দুইটিই পরিবারের জঞ্জাল। এই দুইটিরই ভয়ে লোকে গৃহ পরিত্যাগ করিত। এই দুইটি গৃহাশ্রমে আছে। যোগবলে তাহাদের দূর করিতে হইবে। যোগ কি? জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন। সে কিরূপে হইবে?

"ভজ ব্রহ্ম পাদপদ্ম হইবে জীবন মুক্ত
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।"

ব্রহ্মের নিত্য উপাসনার দ্বারা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবে। সংসারাশক্তিবিহীন এবং ঈশ্বরানুরক্ত মনই আমাদের স্বর্গ। আমাদের অন্য স্বর্গ নাই, কিন্তু এই উচ্চাবস্থা লাভের উপায় কি?

"বিবেক বৈরাগ্য নীতি শম দম ক্ষমা শান্তি
সযতনে করিবে পালন।"

বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী পালন করিয়া চলিবে, তাহা হইলে বৈরাগ্য (কোন বিষয়ে লোভের বশীভূত হইয়া না চলা) নীতি, শম (সমানভাবে থাকা) দম, (রিপুগণকে দমন করা) এবং ক্ষমা সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আর কি করিতে হইবে?

"সুখ দুখে সমভাবে বিধাতার হস্ত দেখিবে
দয়াময় নাম মন্ত্র করিবে সাধন।"

সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মঙ্গলময়ের হস্ত হইতে আমাদের মঙ্গলের জন্য আসে। এই বিশ্বাস সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে, এবং দয়াময়ের নাম সর্ব্বদা মনে মনে ভাবা ও স্মরণ করিতে হইবে; অপিচ সকল বিষয়ে ও ঘটনায় তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করিবে। বিধানধর্ম্মমতে গৃহ পরিবার পরিত্যাগ নাই, কিন্তু ইহার উপরিভাগে যে সমস্ত মোহ ও জঞ্জাল আছে তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং ইহার নিম্নভাগে প্রেমময়ের প্রেমলীলার যে লহরী চলিতেছে তাহাতেই অনুরক্ত হইতে হইবে। তাহাতেই অনুরক্ত হইতে হইবে, তাহাতেই চিত্ত স্থাপন করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে বৈরাগ্য অনুরাগ এবং ত্যাগ ও গ্রহণ দুইই আছে। সংসারের এক দিক্ ত্যাগ আর অন্যদিক গ্রহণ করাতে পুরাতন বৈরাগ্য এবং আধুনিক পবিত্র প্রেম পরিবারের মিলন হইয়াছে। এইরূপে সংসার এবং ধর্ম্মের মধ্যে চিরবিবাদ ভঞ্জন হইয়াছে। এই পবিত্র প্রেমপরিবার স্থাপন করাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। ইহারই স্থাপন দ্বারা মানবসমাজের উন্নতির পথ খুলিয়া যাইবে। এই কার্য্য করিতেই কেশবচন্দ্র আসিয়াছিলেন, এবং নানা নির্যাতন সহ্য করিয়া আপনার কার্য্য সমাধান করিয়াছেন. আমরা তাহারই অনুগামী। আমাদের এই

কার্য্য করিতেই হইবে। ইহার অনেক উপায়ও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং নবসংহিতাতে তাহার সাধন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এ কার্য্যটি বড় দুরূহ। ইহাতে পরিশ্রম আছে, কষ্টও আছে, কিন্তু ইহাতে বড় আরাম আছে, সুখও আছে। সংসারীকে সংসারের জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাবনা থাকে, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠকে পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার দুর্ভাবনা নাই, চিন্তা আছে। গৃহ পরিবার কিসে পবিত্র থাকিবে এই চিন্তা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হয়, দণ্ড হস্তে লইয়া প্রহরী হইয়া থাকিতে হয়, সপরিবারে চেষ্টান্বিত হইতে হয়।

বিশেষভাবে পবিত্র প্রেম পরিবার সাধন করিতে কিছু সময়ের জন্য আমরা সপরিবারে সঙ্কল্প করিতেছি। দয়াময় আমাদের সঙ্কল্প রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সহায় ও সম্বল। তাঁহারই কৃপা আমাদের একমাত্র আশা।

গৃহস্বামীর প্রার্থনা। হে বিধানপতি পরমেশ্বর মানবসমাজকে পবিত্র ও সুমিষ্ট করিতে এবং তোমাকে লাভ করিবার সহজ উপায় দেখাইতে তোমার নববিধানের আবির্ভাব। পবিত্র প্রেমপরিবার নির্ম্মাণ করাই ইহার প্রধান কাজ। এই কাজ কিরূপে করিতে হইবে তোমার ভক্ত কেশব তাহা আমাদের দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথ এবং তাঁহার প্রাণের ভাব আমরা ভাল করে ধরিতে পারিতেছি না। যদি আমরা সপরিবারে তোমার করুণার উপর নির্ভর রাখিয়া চেষ্টা করি তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে কৃতকার্য্য করিবে, এমন আশা দিতেছ। তবে আর আমাদের ভয় কি? আমরা তোমার উপর নির্ভর রাখিয়া এবং তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া এই মহাসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। কৃপা করিয়া আমাদের সঙ্কল্প রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

উপাসনাশ্রম

প্রেম ও পুণ্যের মিলন।

২৫ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৯ শক।

আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে প্রেম ও পুণ্যের মিলন হয় নাই। প্রথমে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে দয়াময়ের দয়া, প্রেম, স্নেহ চিন্তা করিতাম। যদি দয়া চিন্তা না করিতাম তাহা হইলে কখন তাঁহার রাজ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রথম জীবনে পাপ লইয়া ভগবানের দ্বারে আসিয়াছিলাম। যদি এই পাপ চিন্তা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতাম, আর তাঁহার দয়ার দিক্ দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। যার ভিতরে প্রেম স্নেহ দয়া ভিন্ন আর কিছু নাই, এই ভাবিতে ভাবিতে আমরা দেহ মন প্রাণ যে পাপভারাক্রান্ত তাহা ভুলিয়া গেলাম। জননীও সাধকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য প্রথমাবস্থায় দয়া স্নেহ প্রদর্শন করিয়া লোভ দেখাইয়া থাকেন। সকল দেশের সকল সাধকের সঙ্গে তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারই বর্ণিত আছে। এদেশের নারদের জীবন বৃত্তান্তে আমরা জানিতে পাই, তিনি যখন পঞ্চম বর্ষীয় শিশু তখন সাধুসেবা দ্বারা তাঁহাদের কৃপায় ঈশ্বরের চরণপদ্ম ধ্যান করিতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর শিশু নারদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যান করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরি প্রকাশিত হইলেন, তখন তিনি আনন্দসাগরে ডুবিলেন, ধ্যেয় ও ধ্যাতা এ উভয়ের ভেদ ভুলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আনন্দের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি ভগবানের স্বমুখে শুনিতে পাইলেন যে, তৎপ্রতি তাঁহার লোভ উদ্দীপন করিবার জন্য একবার তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন, বিশুদ্ধ না হইলে পাপনির্ম্মুক্ত না হইলে তিনি তাঁহার দেখা পাইবেন না। ভগবানের চরণপদ্মে লোলুপ করিবার জন্য সাধকের প্রতি প্রথমে তাঁহার এই স্নেহের ব্যবহার, পরিশেষে পুণ্যের তীব্রতায় দগ্ধ করিয়া চিরসম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া লওয়া, ইহাই সাধকের সহিত ভগবানের ব্যবহারের চিরন্তন রীতি।

আমাদের প্রথম জীবনে আমরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' বলিয়া ঈশ্বরকে ভাবিতাম। মুঙ্গের ইহার সাক্ষী। মুঙ্গের যখন ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হইল, তখন সকল ভক্তের মুখে কেবল দয়াময় নাম। ঈশ্বরের প্রেম স্নেহ দয়া দেখিতে দেখিতে যখন মন তৎপ্রতি একটু আসক্ত হইয়া পড়িল, তখন রক্তারক্তির সময় উপস্থিত। এত দিন যে সকল পাপ কলঙ্ক লুকাইয়াছিল, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বশতঃ সে সকলের প্রতি আমরা অন্ধ ছিলাম, এখন ভগবদনুরক্তি হৃদয়ের আবরণ ঘুচাইয়া দিল, আর অন্ধতা থাকিবে কি প্রকারে? যাই বিবিধ পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অমনি আর ঈশ্বরের প্রেমমুখের দিকে তাকাইতে সাহস রহিল না। তাঁহার প্রেমমুখ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এখন বিয়োগের সময় উপস্থিত। প্রথমতঃ প্রেম যখন একবার আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছে, তখন সে চিত্ত একেবারে তাঁহা হইতে অন্তরিত করিয়া লওয়া কঠিন হইল। ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত, এই পরীক্ষায় চিত্ত সংশোধিত হইয়া সকল বিরুদ্ধ বাসনা নিবৃত্ত হইল। নির্ব্বাণবিশোধিত হৃদয়ে ঈশ্বর আপনাকে চিরদিনের জন্য প্রকাশিত করিলেন। সাধকে প্রেম পুণ্যের মিলন হইল। তিনি এখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরের সহিত ভক্তগণের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা বলা হইল ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মবন্ধুগণের সম্বন্ধ বিষয়েও সেই কথা। আমাদের যখন প্রথম বন্ধু সমাগম হইল, কত আমোদই না আমরা তাঁহাদের সঙ্গে পাইতাম। দিবা রজনী কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতেই ভাল লাগিত। কর্ত্তব্য অনুরোধে যদি কেহ বিষয়

কার্য্যে যাইতেন, কখন আসিয়া তিনি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবেন, এই ব্যস্ততাই তাঁহার মনে লাগিয়া থাকিত। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে অথচ বন্ধুগণের আলাপ আমোদের শেষ হয় না। যদিও সকলে উঠিয়া গৃহে যাইবেন বলিয়া বাহির হইলেন, পথে দুই চারি জনে মিলিয়া প্রসঙ্গ করিতে করিতে তোপ পড়িয়া গেল, রাত্রি ভোর হইল। আহার নিদ্রার প্রতি কাহারও সে সময়ে দৃক্‌পাত ছিল না, এক অনুরাগই সকল অনিয়মের কুফল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত। এ অবস্থা তো থাকিবার নয়। প্রথম সম্মিলনের আকর্ষণ অতি সুমধুর, সে যে কি আকর্ষণ কথায় তাহা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু এ অন্ধ আকর্ষণ কি চিরদিন থাকিতে পারে? পাপ কলঙ্ক দুর্ব্বলতা, এ সকলের প্রতি কত দিন মানুষ অন্ধ হইয়া থাকিবে? যখন এগুলি আছে, তখন আপনার স্বার্থ আপনার সুখ অন্বেষণ করিতে কে আর বিরত হইবেন? যেখানে স্বার্থ, সেখানে আত্মসুখ কামনা, সেখানে প্রেম কোথায়? সুতরাং বন্ধুগণের সহিত অসম্মিলনের সূত্রপাত হইল। ক্রমে বিরোধ উপস্থিত, হিংসাদ্বেষ পর্য্যন্ত আসিয়া দেখা দিল। যখন আমরা আমাদের নিজের ভিতরে পাপ দেখিলাম, তখন যেমন আপনার সঙ্গে আপনার বিরোধ ও বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, তেমনি অপরের সঙ্গেও তাহাই ঘটিল। আর সে বন্ধুতায় মিষ্টতা রহিল না। এখন একত্র থাকিয়াও আর সে আকর্ষণ অনুভূত হইল না। এ পরিবর্ত্তন কিছু সামান্য নয়, কিন্তু ইহা নিয়ম বহির্ভূত নহে।

আগে প্রেম তার পরে পুণ্য। প্রেম করিতে গিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু যখন পাপ আসিয়া দেখা দিল, তখন ভয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। আমি কি আর এসময়ে আমার ভিতরকার পাপ দেখিতে পাই নাই? অবশ্য আপনার পাপ আপনি না বুঝিলে অপরের পাপ বুঝিব কি প্রকারে? আমি নিজেকে পাপী বুঝিলাম বলিয়াই পাপের সঙ্গ করিতে আমার ভয় উপস্থিত হইল। যদি তখন আমি আমাকে এমন সবল মনে করিতাম যে, পাপের সঙ্গ করিয়াও আমি নিষ্পাপ থাকিতে পারিব, অপরের পাপ দূর করিবার পক্ষে সহায় হইব, তাহা হইলে আমি কি পুরাতন বন্ধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতাম, অথবা সঙ্গে থাকিয়াও উদাসীন হইয়া পড়িতাম। অপরেতে পাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া পাপীর তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভগবানেরই নিয়ম। বহু রোগীর এক গৃহে বাস কোন্ চিকিৎসক অনুমোদন করিবেন? রোগিগণের নিঃশ্বাসবায়ুতে দূষিত স্থানে বাস করিলে অরোগী রোগী হইয়া যায়; যাহাদের রোগ আছে তাহাদের তো কথাই নাই। ঈশ্বরের প্রেম প্রথমে প্রকাশ পাইল, পরিশেষে পুণ্য প্রকাশের কালে সাধক তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, এখানে যে নিয়ম, মানবে মানবে যে সম্বন্ধ তাহাতেও সেই নিয়ম। ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ নহে, বিচ্ছেদ কালে প্রবৃত্তি বাসনা সমুদায়কে নির্জ্জিত করিয়া পুণ্যার্জ্জন, পুণ্যার্জ্জনান্তে তৎসহ প্রেমের অভ্যুদয়, পুণ্যবিমিশ্র সেই প্রেমে ঈশ্বরের সহিত নিত্যযোগ, ইহা যেমন ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের নিয়ম, মানবে মানবেও তাহাই।

আমাতে যখন পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, আর আমার পাপে পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না। ভগবান আমাকে নিয়ত এমনই আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন যে, পাপ আর মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না, দূর হইতেই তাহাকে পলায়ন করিতে হয়; অথবা পাপ মনকে একটু বিকারগ্রস্ত করিবার উপক্রম করিলেই অমনি চৈতন্যোদয় হয়, মোহ আসিয়া আর মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, ভগবানের বল তখনই হৃদয়মধ্যে অনুভূত হয়, সে সময়ে আর পাপীর প্রতি দয়াবিস্তারে মন কুণ্ঠিত হইবে কেন? বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণ লাভ করিলেন, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অনন্ত আমার করুণা।" তিনি কি আর তখন কাহারও পাপ দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন? ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই পাপীর প্রতি আর্দ্রহৃদয় ছিলেন। তাঁহাদিগের এ আর্দ্রহৃদয়ত্ব কেন? পুণ্যের সঙ্গে প্রেম মিশিলে এই প্রকারই হইয়া থাকে। যে হৃদয় ভগবানের আবির্ভাবে পূর্ণ, সে হৃদয় কেন পাপী তাপীকে আলিঙ্গন দান করিবে না?

জানি না আমাদের মধ্যে কাহারও এরূপ অবস্থা হইয়াছে কি না? এখন দেখিতেছি, আমাদের মধ্যে কেবল বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন। এ সকলের কারণ কি, এত কথার পর তাহা আর বুঝাইতে হয় না। আমাদের মধ্যে প্রথমে যে অনুরাগ ছিল, তাহা পাপের বাতাসে অন্তর্হিত হইয়াছে; পুণ্য এখনও আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাই সে অনুরাগ আর ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না। একবার পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, দেখিবে অন্তর্হিত অনুরাগ আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমাদের এ সময়ে পুণ্যের জন্য তৃষ্ণা বাড়া নিতান্ত প্রয়োজন। পুণ্যের জন্য তৃষ্ণা বাড়িলে, আমাদের দেহ মন আত্মা পুণ্যে পূর্ণ হইবে, তখন আর আমাদের ভয় থাকিবে না; পাপী তাপী সকলকেই আলিঙ্গন দান করিতে পারিব। অগ্রে প্রেম, মধ্যে পুণ্য, তৎপর অন্তে প্রেম পুণ্যের সংযোগে আনন্দ। যখন আনন্দে হৃদয় উচ্ছ্বসিত তখন আর সাধককে কেহ যন্ত্রণা দিতে পারে না। তখন একবার তিনি যাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, অনন্ত কাল তাহাকে তিনি ভাল বাসিবেন। যাহাকে ভালবাসিলেন, সে তাঁহাকে অনেক যন্ত্রণা দিতে পারে, কিন্তু দিলে কি হয় তিনি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না, কেন না প্রেম পুণ্যের মিলনে যে আনন্দের আবির্ভাব সে আনন্দের স্বভাবই এই যে, অনন্ত কালে কাহাকেও আপনার প্রেম হইতে বঞ্চিত করিবে না। এ আনন্দ স্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং ঈদৃশ স্বভাব সাধকে প্রকাশ পাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? প্রথম প্রেম চঞ্চল কেন? চঞ্চল এই জন্য যে তখনও ভগবানের সহিত জীব দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হয় নাই। জীবে যখন পুণ্য আবির্ভূত হইল, তখন পুণ্যমূলক প্রেম চিরস্থায়ী হইল। চিরস্থায়ী হইল এই জন্য যে, অপরে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা দিলেও আর তাহাতে মন বিকারগ্রস্ত হয় না, শান্তি আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি জীবের শান্তি আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে, সর্ব্বত্র প্রেমবিস্তারে আর কোন বাধা

থাকে না। আমাদের প্রত্তিজনের ব্যবহার দেখিলেই আমবা বুঝিতে পারি, আমরা কে কোন্ অবস্থায় স্থিতি করিতেছি। যাঁহাদের প্রাথমিক অবস্থা, তাঁহারা অপরের সহিত কতক দিন প্রেমে মিলিত থাকিয়া পরে বিচ্ছিন্ন হইবেন, বিচ্ছেদের পর আবার পুণ্যভূমিতে তাঁহাদের যে মিলন হইবে, সেই মিলন আর ভঙ্গ হইবে না। এখন যাঁহাদের বিচ্ছেদের অবস্থা তাঁহারা যদি এই অবস্থায় পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য যথোচিত যত্ন না করেন তাহা হইলে আর যে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইবেন তাহার সম্ভাবনা রহিল না। সম্ভাবনা নাইবা রহিল, ইহা বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা আত্মঘাত। কেন না ইহাতে আত্মাকে কেবল ভ্রাতৃবিচ্ছেদের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের বিচ্ছেদে উহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। প্রেমে ঈশ্বরের সহিত যোগ অভিন্নতা সাধন নয়, এজন্য উহা পুণ্য প্রতীক্ষা করে। পুণ্যের প্রতি উপেক্ষা কর, যেটুকু যোগ হইয়াছিল সেটুকুও কাটিয়া যাইবে। যদি প্রেমের পর পুণ্য আসে, পুণ্যে অচ্ছেদ্য অভেদ্য যোগ উপস্থিত হয়। এই যোগে ঈশ্বর যে আনন্দ, জীব বুঝিতে পারেন। জীব যখন সে আনন্দে মগ্ন তখন সমুদায় পৃথিবীর নরনারীর সঙ্গে এক প্রাণ হওয়া তাহাব পক্ষে অযত্নসিদ্ধ ব্যাপার হয়। আমরা এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া যাহাতে জীবনে প্রেম ও পুণ্যের মিলন হয়, তজ্জন্য যেন বিশেস সাধন অবলম্বন করি; ঈশ্বর এ বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

স্বর্গগত শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আমরা শোকাঘাতের উপর শোকাঘাত পাইতেছি। সেদিন সদ্‌গুণালঙ্কৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও চরিত্রে শোধিত নবযুবক কিরণলাল আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাল আবার আমাদের প্রাণের প্রিয়তম দিব্যপ্রকৃতি নবযুবক প্রেমেন্দ্রনাথ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রেমেন্দ্র বাঁকিপুরস্থ শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি এণ্ট্রেন্স ও এফ্ এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গণিতে অনার পাস করিয়াছিলেন। এ বৎসর তিনি কলিকাতাস্থ বাগবাজার পল্লীতে স্বীয় ভগিনীপতি পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর আলয়ে স্থিতি করিয়া এম্ এ পরীক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। প্রিয় প্রেমেন্দ্র আট দিনের বিকারজ্বরে গত কল্য শুক্রবার প্রত্যূষে পাঁচটা ঊনপঞ্চাশ মিনিটের সময় পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যজ্ঞান ও বিশ্বাস সহকারে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

প্রেমেন্দ্র গত বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। সেই দিনই সায়ংকালে তাঁহার জ্বর হয়, পরদিন জ্বরের বিরাম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে আবার প্রবল জ্বর হয়। সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ৪।৫ ডিগ্রি জ্বর, নাড়ীক্ষীণ, শ্বাসকষ্ট এরূপ মন্দ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কখন কখন প্রলাপোক্তিও হইয়াছিল। ডাক্তার প্রাণধন বসু এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগত ডাক্তার আর জি কর যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করেন। রোগীর ক্রমশঃ মন্দ অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সিবিলসার্জ্জন আর্ এল দত্ত মহাশয়কে গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে ডাকিয়া আনা হয়। তিনি অবস্থা দেখিয়া কোন আশার কথা বলেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থা মতেই ঔষধ পথ্যাদি চলিতে থাকে। ডাক্তার বসু ও আর্ এল দত্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক রোগীর চিকিৎসা করেন, ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। প্রেমেন্দ্রের রোগের বৃদ্ধি হইতেই আমাদের প্রচারাশ্রমের কয়েক জন যুবক কলেজ স্কুল পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি রোগীর নিকটে থাকিয়া পরম যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। চিকিৎসা যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই। প্রেমেন্দ্র সকল যত্ন চিকিৎসা বিফল করিয়া স্বর্গ ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমান্ প্রেম আমাদের কনিষ্ঠ ও সন্তান হইয়া আমাদিগকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ও পিতার ন্যায় পার লৌকিক বিশ্বাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকযাত্রা এক অলৌকিক ব্যাপার। পীড়ার প্রথম হইতে প্রায় জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার দিব্য জ্ঞান ছিল।

প্রেমেন্দ্র মিতভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি সুশীল ও শান্ত পূত চরিত্র ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল ছিল। রোগের বৃদ্ধি হইলেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই রোগ হইতে আর নিস্তার পাইবেন না, দেহ ত্যাগ নিশ্চিত। একদিন আপন দিদীকে বলিয়াছিলেন, “দিদি, দাস্থর এবং মল্লিক সাহেবের কয়েক খানা পুস্তক আমি পড়িবার জন্য আনিয়াছি, আমি চলিয়া গেলে পর ত সকল যেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।” তাঁহার দিদী দুঃখিত হইয়া বলিলেন “ছি! তুমি চলিয়া যাইবে, এমন কথা কেন বলিতেছ?” তিনি বলিলেন, “যদি চলিয়াই যাই, পুস্তক গুলি তাঁহারা যেন প্রাপ্ত হন। এক দিন দিদীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার অতি আপনার লোক, তুমি শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে থেক।” আসিবার জন্য পিতাকে পত্র লিখিতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরে পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হন। যাত্রার পূর্ব্বদিন, প্রেম সকালে ও বিকালে মেইলের সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “বাবা আসিয়াছেন কি?” প্রেমের রোগবৃদ্ধি হইলে ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়কে অরজেণ্ট টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই টেলিগ্রাম পঁহুছার পর প্রেমের জননী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে বাঁকিপুরে রাখিয়া ভাই দীননাথ মজুমদার কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র সব ডিপুটীকালেক্টর স্বর্গগত ভূপেন্দ্র এবং প্রথমা কন্যা স্বর্গগতা

সরলাদেবীর শোকানলে এক্ষণও মাতা দগ্ধ হইতেছেন, আবার রোগে তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ, তাহার উপর এই নিদারুণ শোক-শল্যের আঘাত যে তিনি বহন করিতে পারিবেন এরূপ ভরসা করা যায় না। ভাই মজুমদার মহাশয় যেরূপ বিশ্বাস বলে শোকাবেগ সংযত করিতে পারিবেন, তাঁহার কোমলহৃদয়া সহধর্ম্মিণীর পক্ষে সেরূপ আশা নাই।

প্রিয়তম প্রেমেন্দ্র রোগবৃদ্ধি হইলে পরলোকে যাত্রা নিকটে জানিয়া এক এক জন করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকটে বিদায় লইয়া ছিলেন। শ্রীমান্ অমৃতানন্দকে নিকটে বসিয়া ভাল কথা বলিতে এবং আমাদের প্রচারাশ্রমের বালক শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রকে ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি যে ঘরে শয়ান ছিলেন, সেখানে দুইখানা সামান্য ছবি টাঙ্গান ছিল, প্রেম সেই ছবি দুইখানা উঠাইয়া তাহার স্থানে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষির ছবি আনিয়া রাখিতে দৃঢ় অনুরোধ করেন। আচার্য্য ও মহর্ষির ছবি আনিয়া স্থাপন করিলে তিনি পুনঃ পুনঃ সেই দুই ছবি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া প্রেম কিছুমাত্র চিন্তিত ও ভীত হন নাই, বরং প্রফুল্ল ছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন শ্রীমান্ যোগানন্দ ও সতীন্দ্র ঔষধ খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইলে বলিলেন, "কাহাকে ঔষধ খাওয়াইতেছ? যাহাকে ঔষধ খাওয়াও সে নাই, কেবল তাহার দেহটা পড়িয়া আছে।" পূর্ব্বদিন রাত্রি ৮টার সময় প্রেম সকলে নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধুদিগকে বলিতে লাগিলেন, "বল তোমরা অনন্ত জীবন বিশ্বাস কর কি না?" কেহ কেহ বলিলেন, হাঁ বিশ্বাস করি। প্রেম বলিলেন, "তবে কাঁদ কেন? বিশ্বাস করা মুখের কথা নয়, বল খাঁটি বিশ্বাস আছে কি না? আমি পৃথিবীতে নাই, কেবল মাটী—আমার matter পড়িয়া রহিয়াছে। আমি স্বর্গে গিয়াছি। আহা কি মধুর! কি সুন্দর!" ইহা বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। শরীর—মেটার যে কিছু নয়, আত্মাই সার বস্তু, তিনি জোরের সহিত বলিতেছিলেন। ইংরাজিতে দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রফুল্ল ভাব ও মুখের শোভা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় বিচিত্র দৃশ্য কেহ কখন দেখেন নাই। তাহার পরই তাঁহার ডিলিরিয়ম বাড়িল। তিনি উঠিয়া ছাদের উপর যাইতে চাহিয়া ছিলেন, ৩। ৪ জনে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তখন নাড়ী কখন অনুভূত হয়, কখন হয় না, শরীরের উত্তাপের মুহুর্মুহুঃ বৃদ্ধি ও মুহুর্মুহুঃ হ্রাস। প্রেমেন্দ্র মধ্যরাত্রিতে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। পরলোকে যাত্রার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও তাঁহার দিব্যজ্ঞান ছিল। তখন তিনি ভগিনীপতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "চলিলাম, নমস্কার।" তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই স্বর্গীয় দূত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মুখে মৃদুহাসি, নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলিত, সুন্দর সুঠিগত নবযুবা, দেহ জীর্ণশীর্ণ যে কিছুই হইয়াছে এরূপ বোধ হইল না, মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল, যেন যোগী যোগে নিমগ্ন। সেই অবস্থায় সেই সুন্দর শরীর শ্মশানে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত করা হইল। ঘাটে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বেলা ১০টার সময় উপাসনা প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। শব শ্মশানে স্থাপিত হইলে পর শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেন, শ্রীমান্ উপেন্দ্র নাথ অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রেমেন্দ্র অতিশয় সেবাপ্রিয় ছিলেন। স্বর্গগত কিরণের গুরুতর পীড়ার সময় কয়েক দিন পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি প্রচারাশ্রমে থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রেমানন্দের শক্ত পীড়ার সংবাদ পাইয়া সম্বলপুর হইতে উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দকে লিখিয়াছেন, "প্রেমেন্দ্রের জন্য বড়ই মন ব্যস্ত হইয়াছে। কিরূপ চিকিৎসা হইতেছে? ডাক্তার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে যদি প্রাণধন বসু পরামর্শ করিতে চাহেন, তাহা হইলে গিরিশ বাবুকে দিয়া দত্ত সাহেবকে আনাইবে, টাকার জন্য ভাবনা করিবে না। ৫০।৬০ টাকা ধার করিয়া যেন ঔষধ পথ্য করা হয়। কোথাও টাকা না পাইলে রূপার বাসন বিক্রয় কিংবা বাঁধা দিবে, দেখ যেন চিকিৎসার কোনরূপ অভাব না হয়। তোমরা সর্ব্বদাই যাইবে ও সংবাদ লইবে। গাড়ী করিয়া যাতায়াত করিবে। প্রেম কেমন আছে, আমাকে সর্ব্বদাই লিখিবে। তাহার জন্য বড়ই ভাবিত রহিয়াছি।" ইহলোক হইতে প্রেমেন্দ্রের প্রস্থানের পর এই পত্র হস্তগত হইয়াছে। মঙ্গলময় শান্তিদাতা পরমেশ্বর দেহমুক্ত আত্মাকে স্বর্গলোকে শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন, শোকসন্তপ্ত জনক জননীর মনে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

সংবাদ।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীমদাচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নব দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সেই উপাসনায় যোগ দান করিয়া কমলকুটীরে ভোজনাদি করেন। শ্রীযুক্ত ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণে এলবার্টহলে উপাধ্যায়ের বক্তৃতা হয়। "কেশবচন্দ্র আমাদের অগ্রজন্মা" বিষয়ে উপাধ্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর কমলকুটীরে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমেরিকা ও ইংলণ্ড ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া বম্বের পথে গত ৭ই অগ্রহায়ণ প্রত্যূষে পঞ্জাবমেইলে হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ৫০। ৬০ জন ব্রাহ্ম ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু সেই উষা কালে ষ্টেশনে যাইতে না পারিয়া তাঁহার বাসস্থান শান্তিকুটীরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হওয়া মাত্র আনন্দসহকারে সকলে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার গলে এক ছড়া কুসুমহার পরাইয়া দেন, তিনিও তাঁহার কণ্ঠে এক ছড়া স্বর্ণহার প্রদান করেন। তৎপর উভয়ে ভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞতা দান ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রায় ৮মাস অন্তর সেই দূরদেশ হইতে সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বম্বে প্রার্থনাসমাজের বন্ধুদিগের অনুরোধে সেখানে প্রায় তিন দিন, পথে বাঁকিপুরে দুই দিন তিনি থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ প্রত্যূষে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের প্রথম পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রচারাশ্রমবাসী সকলে সেই উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন।

গত ৭ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্তের পরলোকযাত্রার দিন স্মরণার্থ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বালীগঞ্জস্থ আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বর্গগত ডাক্তারের ভ্রাতা ভগিনী ও অন্য বহু আত্মীয় সেই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্বলপুর হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন,"আজ অক্ষয় কুমার রায় বাবুর প্রথম পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইলে উপাধ্যায় মহাশয় নবকুমারের নাম সুধীন্দ্রকুমার দিয়াছেন। যোগীন্দ্র বাবু বিজয় বাবু ললিত বাবু সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।"

ধসা গ্রামের পত্র ও বাঁকিপুরের কয়েকটী সংবাদ এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি অভ্যর্থনা।

আমেরিকা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে আশাতীত প্রীতি প্রদান করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এখানে অবতরণ করিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, এবং এদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া উপকূল পোষ্ট আফিস্ হইতে তাঁহার যে পত্র আইসে তাহাতে এ সংবাদ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। বিগত মঙ্গলবার বোম্বাইমেলে শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। বক্সারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ট্রেণের এঞ্জিন বিকল হইয়া পড়াতে ঐ দিন প্রায় ২ ঘণ্টা বিলম্বে ট্রেণ বাঁকিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ট্রেণ পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময় আসিবার কথা, তাহা প্রায় ১০টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণ বিলম্বে আসার সংবাদে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী যাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলকেই নিরাশপ্রাণে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ডাক্তার পরেশ বাবু, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল ও আরও কয়েকটী বন্ধু ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবুকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনার জন্যে শ্রদ্ধেয় পরেশ বাবুর বাটীতে বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। বাটীর সম্মুখস্থ গেট পুষ্প পত্র পতাকাদিতে শোভিত এবং যে প্রশস্ত গৃহে তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল তাহাও সুন্দর পুষ্প পত্রাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু সে প্রশস্ত গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র সমবেত মহিলাবর্গ আনন্দসূচক গম্ভীর শঙ্খধ্বনিতে গৃহ পূর্ণ করিলেন। তৎপর দুইটী অল্পবয়স্কা মহিলা এতদুপলক্ষে রচিত ২টী বাঙ্গলা কবিতা পাঠ করেন। দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বন্ধুর রচিত ২টী ইংরাজি কবিতাও তাঁহাকে উপহার প্রদান করা হয়। আপনার নিকট এই ত্রিবিধ পদ্যই প্রেরণ করিতেছি। যদি সম্ভব হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে তাহা প্রকাশ করিবেন। * সর্ব্বশেষে শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল ও শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু ভগবানের প্রতি ধন্যবাদসূচক প্রার্থনা করেন।

বিগত কল্য সায়ংকালীন পঞ্জাবমেলে শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

বাঁকিপুর } বশম্বদ
২২। ১১। ০০ } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

* পদ্য স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না। আমাদের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইতে পারে।

পাপবোধ।

পাপবোধের ধর্ম্ম যে মানবজীবনের এক উচ্চধর্ম্ম, পাপবোধের ধর্ম্ম যে মানবজীবনকে ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর করে, এই পাপবোধের ধর্ম্ম যে আমাদিগের স্বর্গীয় আচার্য্যের জীবনের প্রধান সহায় হইয়াছিল, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে সেই মহাসত্য বহুদিন পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যত দিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই পাপবোধরূপ মহাধর্ম্মের সাধন না হইবে, যত দিন না আমরা আমাদের নীচতা, হীনতা ও পাপপ্রবণতা উপলব্ধি করিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব, তত দিন আমাদিগের পরিত্রাণের পথ প্রমুক্ত হইবে না। এই পাপবোধের ধর্ম্ম হইতেই আমাদিগের স্বর্গীয় আচার্য্য আপনাকে পাপী বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচয় প্রদান করেন,এই পাপবোধের ধর্ম্ম হইতেই আপনার জীবনের নীচতার পরিচয় প্রদান করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাকে সেবক বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, এই পাপবোধের ধর্ম্ম হইতেই তিনি প্রত্যেক মানবের নিকটে আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই পাপবোধের ধর্ম্ম হইতেই তিনি জীবনের ছোট ছোট পাপগুলি পর্য্যন্ত পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমরা কি এই পাপবোধরূপ উচ্চধর্ম্মকে তোমাদিগের মধ্যে স্থান প্রদান করিবে না? তোমরা কি মনে কর না যে, এই মহাধর্ম্মের সাধনার অভাবে আমাদের মধ্যে অভিমান ও অহঙ্কার মহা সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছে? তোমরা কি মনে করিতেছ না যে, এই সাধনার অভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি অপ্রেম, অসদ্ভাব প্রভৃতি নীচ ও হীনভাব পোষণ করিতেছ? তোমরা কি মনে কর না এ মহাসাধনার অভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পিতার উপাস্য মন্দিরে উপনীত হইতে পারিতেছ না? তোমরা কি মান না যে, এই সাধনার অভাবে একজন আর একজনের উপর তীব্র সমালোচনা একজন আর একজনের উপাসনার উপর পর্য্যন্ত কুভাব পোষণ করিতেছ? ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, বল দেখি আমাদের মুক্তি কোথায় যদি এই পাপবোধের ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হয়? যত দিন না আমাদের জীবনে এই মহাধর্ম্মের সাধনা না হইবে, যত দিন না আমরা আপনাকে পাপী জানিয়া আমাদের ধর্ম্মবন্ধুকে সমাদর করিতে পারিব, যত দিন না আমাদের তীব্র সমালোচনা আমাদের নিজ দোষ অন্বেষণে নিয়োজিত না হইবে যত দিন আমরা আমাদের উপাসনা আরাধনাকে ছোট করিয়া ভ্রাতার উপাসনাকে বড় করিতে পারিব যত দিন না আমরা আমাদের স্থানকে ছোট করিয়া ভ্রাতার আসনকে উচ্চস্থানে স্থাপিত করিতে পারিব যতদিন না আমরা ধনাভিমান পদাভিমান ভুলিয়া গিয়া অভিমানের পাপকে বিদায় দিয়া মিলিতে পারিব, যত দিন আমাদের ভিতরে সরল কথা, সরল প্রেম ও সরল বিশ্বাসের বিনিময় না হইবে যত দিন না আমরা সাধারণ সাংসারিক লোকের কপট ও স্বার্থপরতাপূর্ণ গুপ্ত অভিপ্রায়কে বিদায় দিতে না পারিব তত দিন, আমাদের পাপবোধ কোথায়? নববিধান পাপবোধের ধর্ম্মকে সাধন করিতে বলিতেছেন।

বাঁকিপুর } সেবক
১। ১১। ০০ } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি. নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
২৩ সংখ্যা।

১লা পৌষ, রবিবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, আজও তোমার বিধান ভাল করিয়া প্রচারিত হইল না। আমরা প্রাচীন ধর্ম্মের প্রাচীন কথা লোকসকলের নিকট বলিলাম, নূতন বিধানের কথা কৈ বলা হইল? নূতন বিধানের নূতন তত্ত্ব লোকদিগের তো হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িতেছে, আর বলিতেছে, ভগবানের লীলা ফুরাইয়া গিয়াছে; তিনি আর কাহার সঙ্গে কথা কন না, কাহাকেও দেখা দেন না, নূতন আলোকের আগম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকের এরূপ নিরাশার কারণ কি, প্রভো, আমরা নই? আমাদের জীবনের মৃতভাব দর্শন করিয়া কি তাহাদের এরূপ প্রতীতি হয় নাই? আমরা এজন্য অপরাধী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা মানুষের উপর দৃষ্টি করিয়া নিরাশ হইতেছে, তাহারা ইহাতে কি তোমার নিকটে অপরাধী হইতেছে না? অবশ্য বাহিরের লোকের কথা বলিতেছি না, তোমার বিধানের লোকদের কথা বলিতেছি। হে পবিত্রাত্মন্, আমরা নিদ্রিত হইয়াছি বলিয়া কি তুমি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছ? যাহারা তোমায় চায়, তাহারা কি তোমায় পায় না? তুমি কি জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ? তোমার ক্রিয়া কি আমাদিগের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে? যাহারা তোমার ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছে না, তাহারা কি স্বীয় অপরাধে অন্ধ হয় নাই? অধ্যাত্মদৃষ্টি বিমল থাকিলে সর্ব্বত্র তোমার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজ দোষে উহা মলিন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রভো, তোমার সম্মুখে তোমার বিধানের লোকদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলাম, কিন্তু অভিযোগ করিতে গিয়া কি আমরা আমাদের নিজের অপরাধের অবস্থা ভুলিয়া যাইব? তোমার বিধানের যে মূল কথায় বিশ্বাস করিলে এত দিন লোকে তোমার পবিত্র বিশ্বাসে জীবন্ত ও জাগ্রৎ হইয়া উঠিত, আমরা কি তাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখি নাই? হে দেব, আর বিধানের মূল কথা চাপিয়া রাখাতো উচিত নয়? একা একা সাধনতো অনেক দিন চলিল, এবং তাহাতে যাহা হইবার তাহা হইল, এখন দশ জনে মিলিত হইয়া যে সাধন করিলে তোমার অবতরণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, জীবন সর্ব্বদা সরস থাকে কিছুতেই শুষ্ক হয় না, একবার সেই সাধনে আমাদিগকে নিযুক্ত কর। যাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তোমার পূজা উপাসনা করি, আর কেন তাঁহাদের অসার ভাগের উপরে

দৃষ্টি বদ্ধ রাখি। যেখানে তাঁহারা তোমার লোক সেইখানে আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা পড়ুক এবং তাঁহাদের দেবভাব আসিয়া আমাদের হৃদয়ের অভাব সকল পূরণ করিয়া দিক্। হে নাথ, তোমার কৃপায় আমাদের এই মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, আশা করিয়া আমরা বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

আমাদের উপাসকমণ্ডলী।

প্রেরিত ও প্রচারকবর্গ কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত থাকিতে হইবে, অন্যথা তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চ সাধন হইতে স্খলিত হইবেন, এ সকল কথায় সকলেই সায় দিবেন। কিন্তু প্রেরিত ও প্রচারকবর্গ ব্যতীত অপর যাঁহারা আছেন, যাঁহারা আমাদের সহিত ঈশ্বরের পূজা বন্দনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে না হইলে আমাদের চলে কি না, এখন এই গভীর প্রশ্ন। যাঁহারা প্রেরিত ও প্রচারক তাঁহারা স্বর্গের সামগ্রী বিতরণ করিবেন, অপরে সেই সকল গ্রহণ করিবেন, যখন এইরূপ পরস্পরমধ্যে বিতরণ ও গ্রহণের সম্বন্ধ, তখন যাঁহারা বিতরণ করেন, তাঁহারা গ্রহীতৃগণনিরপেক্ষ, ইহাই সহজে মনে হয়। প্রচারক, প্রেরিত এবং মণ্ডলীর অন্যান্য লোকের সঙ্গে যে এরূপ পরস্পরনিরপেক্ষ সম্বন্ধ নহে সাপেক্ষসম্বন্ধ, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন।

নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতগণ ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারকগণ কখন এক নহেন, ইহা সকলের স্মরণে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারকগণ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা একা সাধন করিয়া যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করেন, সেই সকল অপর লোকের নিকটে প্রচার করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা প্রচারবিষয়ে সর্ব্বথা শ্রোতৃমণ্ডলীনিরপেক্ষ। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাদিগকে জ্ঞানপ্রাপ্তিতে সাহায্য দান করিবেন, এরূপ তাঁহারা কখন মনে করিতে পারেন না। যদি কখন তাঁহাদের মনে ঈদৃশ আশঙ্কাও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিন হইতে তাঁহাদের কার্য্য ফুরাইয়া গেল, কেন না যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা যে দিন শিক্ষাদানে উপযুক্ত হইলেন, সেই দিন শিক্ষাদাতার আর প্রয়োজন রহিল না। একারণেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য ধর্ম্মে যাঁহারা লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে বিদ্যাবত্তাতে শ্রেষ্ঠ করেন, এবং প্রতিদিন বহুল গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া তাঁহারা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। নব বিধানের প্রেরিতগণ যদি এই পন্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতির লোক হইয়া গেলেন, আর তাঁহাদের নূতন বিধানের প্রেরিত বলিয়া কোন বিশেষত্ব রহিল না। যিনি নববিধানের প্রধান প্রেরিত তিনি আপনাকে গ্রন্থপাঠবিষয়ে মূর্খ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, অন্যান্য প্রেরিত তাঁহার সহিত তুল্য না হইলেও গ্রন্থ পাঠ না করার মূর্খতায় তাঁহা হইতে কিছুতেই তাঁহারা ন্যূন নহেন। গ্রন্থ পাঠ না করিলেও নববিধানের প্রধান প্রেরিত মানবচরিত্ররূপ গ্রন্থপাঠে নিয়ত সাবহিত ছিলেন। অন্যান্য প্রেরিত যদি এই গ্রন্থপাঠে নিয়ত যত্ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মূর্খ হইয়াও বিতরণ কার্য্যে কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইবেন?

নববিধানের প্রধান প্রেরিত কোন্ সকল মানবের চরিত, কি উপায়ে পাঠ করিতেন? মানবের চরিত্র পাঠ করিতে হইলে নিজ চরিত্রে কি উপাদান থাকা চাই, যে উপাদান না থাকিলে মানবচরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব কিছুতেই প্রকাশ পায় না? যে সকল ব্যক্তির সহিত আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি, ঈশ্বরেতে নিত্য এক হই, যাঁহাদিগের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অতি গভীর প্রেম, যাঁহাদিগকে কদাপি কোন কারণে আমরা ত্যাগ করিতে পারি না, তাঁহাদের চরিত্রগ্রন্থ সহজে আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়, তন্মধ্যস্থ জ্ঞানাদি আমাদের আত্মায় প্রবিষ্ট হয়, প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে পবিত্রাত্মার ক্রিয়ায় নবভাব ধারণ করিয়া আবার সেই সকল লোকের চরিত্রে গিয়া প্রবেশপূর্ব্বক নূতন প্রভাব বিস্তার করে। যাঁহারা উপদেশ দেন, যাঁহারা উপদিষ্ট

হন, ইঁহাদের ভিতরে এইরূপ আদান প্রদান ক্রমান্বয়ে চলে বলিয়া 'নববিধানে গুরু হইতে শিষ্য শ্রেষ্ঠ' এই মত আমাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এ মত যে কেবল মত নয়, জীবনে ইহার সত্যত্ব নিত্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যাঁহারা একত্র উপাসনা ও অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনের গূঢ়তত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রেরিত ও উপাসকমণ্ডলীর যদি এই প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, এ দুইয়ের কেহ কাহারও প্রতি উপেক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রেরিতবর্গের প্রাধান্যস্থাপনজন্য প্রেরিতগণের চেষ্টা এবং উপাসক-মণ্ডলীর প্রাধান্যস্থাপনের জন্য উপাসকগণের যত্ন চেষ্টা, এ উভয়ই নববিধানধর্ম্মের বিরোধী। কোন এক জন প্রেরিতকে পরিত্যাগ করা যে প্রকার অধ্যাত্মমৃত্যুর হেতু, তেমনি এক জন উপাসককে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মজীবন রক্ষা করা যাইতে পারে এরূপ অভিমান করাও মৃত্যুর কারণ। আমরা দেখিতেছি, প্রেরিত ও উপাসকগণ পরস্পরের সম্বন্ধবিষয়ে যে সকল কথা বলেন, চিন্তা করেন, এবং ব্যবহার করেন, সে সকল নববিধানের একান্ত বিরোধী। প্রেরিতগণের দিন দিন ব্রতভ্রংশ, উৎসাহহীনতা, নিরাশা, শুষ্কহৃদয়ত্ব ও নব নব আলোকলাভে বঞ্চিত হওয়ার যে কথা উঠিয়াছে, এতদ্ভিন্ন উহার আর অন্য কি কারণ হইতে পারে? যদি মাতার ক্রোড় শিশুশূন্য হয়, তাহা হইলে মাতার স্তন্য শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, ইহা আর কে না জানেন? প্রেরিতগণ যদি স্তন্যদানের জন্য বিশেষ ব্রতে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে স্তন্যপানের উপযুক্ত উপাসকশিশু থাকা প্রয়োজন, অন্যথা তাঁহাদের স্তন্য শুকাইবে না তো আর কি হইবে? উপাসকগণ যদি মাতৃক্রোড়শূন্য হন, স্তন্যলাভে বঞ্চিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দিন দিন ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অধ্যাত্মজীবনহীন হইয়া পড়িবেন, ইহা তো আর বলিবারই অপেক্ষা রাখে না।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অনেক উপাসক যে, উপাসনাস্থলে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না, এজন্য আমরা কাহাকে দায়ী করিব? ইহাতে কেবল উপাসকগণের আধ্যাত্মমৃত্যু হইবে তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উপাসকগণ প্রেরিতগণের উপর দোষ দিয়া যদি উপাসনাস্থল হইতে দূরে অবস্থান করেন, এবং সেখানে মিলিত হইবার জন্য যে সকল যত্ন ও উদ্যোগের প্রয়োজন তাহাতে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে নিরপরাধ থাকিবেন, এবং এজন্য যে ধর্ম্মজীবনের অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা তাঁহারা ভোগ করিবেন না? প্রেরিতগণ যদি উপাসকগণের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে উপাসনাস্থল হইতে অপসারিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ঈশ্বর ও মানবের নিকটে নিরপরাধ হইবেন, এবং এরূপে উপাসনাস্থল হইতে লোকদিগকে বঞ্চিত রাখিলে তাঁহাদের আত্মার যে অসদ্গতি উপস্থিত হইবার কথা সে অসদ্গতি তাঁহাদের হইবে না? উপাসনাস্থল প্রমুক্ত আছে, আসিয়া উপাসনা করিলেই হয়, ইহা বলিয়া প্রেরিতগণ আপনাদিগের অপরাধের নিষ্কৃতি পাইবেন এরূপ তাঁহারা আশা করিতে পারেন না, কারণ যে আধ্যাত্ম প্রেম ও অধিকার না দিলে উপাসকগণের সহিত একাত্মা হইবার সম্ভাবনা নাই, পরস্পর পরস্পরের সকল বিষয়ে সহায় হইতে পারেন না, সে প্রেম ও অধিকার যেখানে নাই, সেখানে উপাসনা করিতে আসা বিড়ম্বনামাত্র। যে বিশ্বাস, দৃঢ়নিষ্ঠা ও ভক্তি থাকিলে প্রেম আকর্ষণ করিতে পারা যায়, স্বতঃ অধিকার লাভ করা যায়, উপাসকগণেতে যদি সে সকল না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাই বা নিরপরাধ হইবেন কি প্রকারে? অপরাধ উভয় পক্ষে সমান হইলেও কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পরিত্যাগের ব্যাপার যাহাতে মণ্ডলীমধ্যে স্থান না পায়, এজন্য

প্রেরিত ও উপাসকনির্ব্বিশেষে সকলেরই যত্ন করা প্রয়োজন।

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা।

কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে এ বিষয়ে যে বক্তৃতা হয়, আমরা উহা যথাস্থানে মুদ্রিত করিতেছি। বক্তৃতাসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন করে না, কিন্তু মণ্ডলীসম্বন্ধে বর্ত্তমানে উহার যে নিয়োগ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দু একটী কথা বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের অনেকে মণ্ডলীর অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, এবং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 'হায়! কেশবচন্দ্র নাই! তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমরা দেবনিশ্বসিতের অভাবে জীবন হারাইতেছি; তিনি থাকিলে আমাদের এ দুর্দ্দশা কখন হইত না। তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে কোন সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই, কেন না তাঁহারাও দেবনিশ্বসিতের অভাবগ্রস্ত। এতদবস্থায় তাঁহারা আমাদিগকে যে সাহায্য দেন তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ বটি, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্ম জীবনের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে তাহার উপযোগিতা অতি অল্পই।'

'কেশবচন্দ্র নাই', এ কথা উঠিল কেন? তিনি শরীরে নাই বলিয়া কি আত্মিক ভাবেও নাই? ইঁহারা সকলে কিছুদিনতো তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন, পলতো ঈশাকে দেখেনও নাই, তাঁহার মুখের কথাও শুনেন নাই? পল কি তজ্জন্য 'হায়! কি হইল' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন? তিনি কি ঈশাকে না দেখিয়াও, তাঁহার মুখের কথা না শুনিয়াও, তাঁহাকে অধিকপরিমাণে আত্মস্থ করেন নাই? তিনি কি প্রেরিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রেরিত নহেন? এক বিশ্বাসই কি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নাই? যদবস্থাপন্ন হইলে মণ্ডলীগত দেবনিশ্বসিত লাভ করা যাইতে পারে, সে অবস্থাপন্ন হইবার এখন অন্তরায় কি? শরীর লইয়া তদবস্থাপন্ন হইতে হয়, না আত্মা লইয়া হওয়া যায়? কেশবচন্দ্রের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে কি আত্মাও বিনষ্ট হইয়াছে? মণ্ডলী মধ্যে কি এতটুকু যোগও নাই যে, কেশবের আত্মার সহিত মণ্ডলী যোগে যুক্ত হইতে পারেন? যদি যোগাভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে তিনি শরীরে থাকিলে কি মণ্ডলী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন? যাঁহারা এক বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন, এখনও যাঁহাদিগের সম্মুখে তাঁহার কথা ও ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারা কি প্রকারে বলিতে পারেন,—আমরা কেশবকে হারাইয়াছি, ইহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। দেহাপেক্ষা আত্মা কি আরও নিকটবর্ত্তী নহে? দেহ কি চির দিন থাকে? যে আত্মা চির দিন থাকিবে, সে আত্মার সহিত যোগ সাধন না করিয়া বাহ্য বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরক্তি কি যোগহীনতার ও দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পরিচয় নয়? দেবনিশ্বসিতলাভে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাদের বাহ্য বিষয়ের প্রতি একান্ত নির্ভর কি তল্লাভের অন্তরায় নহে?

কেশবচন্দ্রকে হারাইয়াছি বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মতাসাধন ভাবী বংশের কল্যাণের কারণ। কেশব কি, একবার তাঁহাদের ভাল করিয়া অবধারণ করা উচিত, এবং সেই কেশবকে তাঁহারা আত্মস্থ করিয়া দেখুন, তাঁহারা দেবনিশ্বসিতের আস্পদ হন কি না? যে সকল প্রেরিত জীবিত আছেন তাঁহাদের দেবনিশ্বসিতের অভাব ভাবিয়া আক্ষেপ করা বিফল। যদি এমন হয় যে তাঁহারা দেবনিশ্বসিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তবে তাঁহাদের অপরাধের ফল তাঁহারা ভোগ করুন, অপরে কেন সে অপরাধের ভাগী হন? ভাবী বংশীয়গণ এক এক জন যদি পল হন, তাহা হইলে উহা আমাদের পক্ষে আনন্দেরই বিষয় হইবে। ঈশা তাঁহাদের ইচ্ছা, সক্রেটিস তাঁহাদের মস্তক, চৈতন্য তাঁহাদের হৃদয়, ঋষিগণ তাঁহাদের আত্মা, হাওয়ার্ড তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত হউন, দেখিবেন

তাঁহারা কেশবচন্দ্রের সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন পবিত্রাত্মার বিশেষ আবির্ভাবে আশা, উৎসাহ ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়াছে। "প্রাপ্য বিষয় যাহাতে লাভ করা যায় তাহার অনুষ্ঠান কর, যেমন বল তেমনি কর। এখানে অপরে তোমাদের সহায়তা করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, আপনি নিরন্তর প্রযত্নসহকারে যত্ন কর", বৌদ্ধধর্ম্মের এই উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিতে তাঁহারা যত্ন করিতে থাকুন,অগৌণে দেখিতে পাইবেন,কেশব তাঁহাদিগের হইতে দূরে নহেন তাঁহাদের আত্মার অভ্যন্তরে; তিনি ও তাঁহারা তথায় এক ও অভিন্ন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। সকল দুঃখের কাহিনী বিদায় করিয়া দিয়া আজ সমাহিতভাবে উপাসনার তত্ত্ব তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। আশা করি অধ্যাত্মজীবনের আরম্ভ হইতে উন্নতাবস্থা পর্য্যন্ত পরপর উপাসনার যে প্রকার উপযোগিতা আছে তাহা ক্রমে বলিয়া আমায় সুখী করিবে।

বিবেক। তুমি দুঃখের কাহিনী বিদায় করিয়া দিলে ইহাতে আমি সুখী হইলাম। যত দুঃখের দিক্ ভাবিবে, তত মন অবসাদগ্রস্ত হইবে, মনের বল হ্রাস হইবে, অবসন্নতা অতিক্রম করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্য, ইহাই নিয়ত তোমার ভাবনার বিষয় করিবে। কিসে ঈশ্বরকে আরও ভাল করিয়া জানিতে পার, কিসে সর্ব্বত্র তাঁহারই শাসন দর্শন করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি অবলোকন করিতে সমর্থ হও, এই দিকে তোমার যত্ন নিয়োগ করা কল্যাণবহ। দেখ, এইরূপে মনকে নিযুক্ত রাখা সাধন বিনা কখন হয় না। যে মন সাংসারিক সুখের জন্য নিয়ত ব্যস্ত সে কি প্রকারে ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবিবে। ঈশ্বর ও তাঁহার রাজ্যের চিন্তায় যে সাধনের প্রয়োজন তাহা কৃচ্ছ্র সাধন নহে উপাসনা-সাধন। যে ব্যক্তি নূতন অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ করিয়াছে তাহার পক্ষে সমগ্র অঙ্গের উপাসনা সম্ভব নহে। এমন কোন একটি অঙ্গ তাহার জীবনের তখন উপযোগী, যেটিতে সিদ্ধ হইলে অন্যান্য অঙ্গের সাধন তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। এ অঙ্গটি প্রার্থনা। প্রার্থনা বালক হইতে বৃদ্ধ সকলেরই উপযোগী; এজন্য জনসমাজের বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে প্রার্থনা প্রচলিত রহিয়াছে। এ দেশে বেদান্তের প্রাদুর্ভাবকালে চিন্তা ও ধ্যান এ দুই অঙ্গ নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি চিন্তা ও অনুধ্যান দ্বারা বেদান্তিগণ যাহা লাভ করিতে যত্ন করিতেন, সেটির জন্য তাঁহাদিগকেও প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। 'অসৎ হইতে আমাকে সতে, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও' বেদান্তিগণ এ প্রার্থনা পরিহার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, কোন দেশে কোন সময়ে কোন জাতি প্রার্থনাবিরহিত হয় নাই, হইতে পারে না। অধ্যাত্মজীবনারম্ভে প্রার্থনার বিশেষ উপযোগিতা এই জন্য যে, সে সময়ে শারীরিক জীবনের প্রাবল্য রহিয়াছে। শরীরের স্পৃহণীয় বিষয়সমূহ হইতে বিরত হইয়া আত্মার বিষয়ে চিত্ত স্থাপন করা এ সময়ে সাধনার্থীর পক্ষে বড়ই কঠিন। দুই মিনিট মন স্থির রাখা যে অবস্থায় অসম্ভব,সে অবস্থায় উপাসনার উচ্চ অঙ্গে প্রবেশ কি প্রকারে ঘটিবে? মন স্থির করিবার জন্য শারীরিক বিষয়ের স্পৃহা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। বিষয়স্পৃহা নিবারণ করিতে হইলে মনের বলের আবশ্যক। সে বল সাধনার্থী ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে পাইতে পারে না। শাস্ত্র, উপদেশ, সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ইত্যাদিতে সে উপায় জানিতে পারে, কিন্তু উপায় নিয়োগ করিবার জন্য বলের প্রয়োজন; সেই বলেরই তাহার অভাব। সাধুগণ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধনে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন, কিন্তু অন্তরে বল না থাকিলে সে উৎসাহ বাহির হইতে আসিয়া জীবনের উপরে স্থায়ী কার্য্য করিতে পারে না, কারণ উৎসাহপূর্ব্বক যত্ন করিতে গিয়া যদি দেখা যায় উপযুক্ত বল নাই, অমনি নিরাশা উপস্থিত হয়। সুতরাং এস্থলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ভিন্ন আর সাধনার্থীর গত্যন্তর নাই।

বুদ্ধি। প্রার্থনাতো একটি উপায়মাত্র। এ উপায়ের নিয়োগ যদি সকলের পক্ষে সহজ হয়, নিয়োগে আন্তরিক বলের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে 'উপায় নিয়োগ করিবার জন্য বলের প্রয়োজন, সেই বলেরই তাহার অভাব' একথা বলিয়া উপায়কে খর্ব্ব করা কি ভাল হইল?

বিবেক। প্রার্থনা ও অন্য উপায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক ক্রন্দন, অন্য সকল উপায় তাহা নহে। আধ্যাত্মিক অন্নের জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলেই তল্লাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিলে সে ক্রন্দন কখন বিফল হইতে পারে না, কেন না ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্ন পান যোগাইতে ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রস্তুত। আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্ন পান তিনি স্বয়ং, সুতরাং তিনি বল হইয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হন। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে ক্রমে যে বলসঞ্চার হইতে থাকে, সেই বলে শারীরিক স্পৃহা সকল নির্জ্জিত হইয়া অধ্যাত্মবিষয়ে চিত্তস্থাপনে মনের সামর্থ্য জন্মে। যখন প্রার্থনা দ্বারা এইরূপে স্পৃহা নির্জ্জিত রাখিবার সামর্থ্য জন্মায়, তখন উপাসনার অন্যান্য অঙ্গ সাধন করিবার সময় উপস্থিত হয়।

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা। *

হে সারাৎসার পরম সত্য, তুমি আসিয়া আমাদের হৃদয় মন আচ্ছাদিত কর। সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যের জন্য লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ, সত্যের জন্য প্রাণদান ভিন্ন তুমি কাহাকেও দেখা দেও না। তোমার নিকট এই জন্য ভিক্ষা করি, তুমি আমাদের লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা, ভীরুতা, সমুদায় অপসারিত কর। তুমি আসিয়া সকলকে তোমার দ্বারা এমনই উদ্দীপিত কর যে কাহারও মন অণুমাত্র ভীত ও কুণ্ঠিত না হয়। হে সত্য, সত্যপ্রকাশ করিতে যেন কোন কারণে ভীত না হই। ভয়ে ভয়ে জীবনযাপ-নাপেক্ষা জীবনের ক্লেশযন্ত্রণা বল আর কি হইতে পারে? সে দুঃখ তুমি স্বয়ং অপসারিত কর। তোমার নিজের গৌরব এবং যাহা সত্য তাহা প্রকাশ করিতে যেন কখন কুণ্ঠিত না হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

কেশবের জন্মদিনে বৎসরান্তে কিছু বলা এক প্রকার নিয়ম হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা সমুদায় বৎ-সরের আন্দোলনের ফল। ইতঃপূর্ব্বে এখানে পঠিত 'Keshub—the Reconciler of pure Hinduism and pure Christianity.' বিষয়টির চরমাংশের বিবৃতি এই বক্তৃতা। একটি বিষয় বহুবর্ষ যাবৎ কথঞ্চিৎ অপ্রকাশ্যে ছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিব মনে করিয়াছি। যাহা বলিব, এমন হইতে পারে যে তজ্জন্য অব্যবহিত ভাবী বংশীয়গণমধ্যে অনেকের আমি বিরাগভাজন হইব। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আমাদের নিজের লোকমধ্যেও অনেকে আমায় গোঁড়া বলিয়া মনে করেন, এবং অন্য সকল অপেক্ষা সেই গোঁড়ামি হইতে মণ্ডলীর অনেক অনিষ্ট হইতেছে, এ কথা বলিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। আমার প্রতি কে কি বলিতেছেন, কোন্ অপযশ আমার প্রতি কে আরোপ করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া আমি কুণ্ঠিত নই। গোঁড়ামি বা এ ব্যক্তি মণ্ডলীর ঘোর অনিষ্টকারী, এ দোষারোপ কেহ করিবেন বলিয়া সত্য বলিতে কেন ভয় করিব? সত্য বলিব, ফলাফল কি হইবে, তাহা জানি না। সত্য বলিতে লজ্জা কি? যদি সত্যবিরোধী কোন কথা আমি বলি তজ্জন্য মস্তক অবনত করিব। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়। বিজ্ঞান ও দর্শন আমার সহায়, এই সাহসেই আমি অদ্যকার বক্তব্য বিষয় বলিতে অগ্রসর।

আমি একথা অনেক বার বলিয়াছি, আমার জন্ম সংশয়বাদি-গণের মধ্যে। যখন আমি প্রচারকজীবন গ্রহণ করি, তখনও ইঁহাদের সঙ্গ আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। প্রচারে প্রথম বাহির হইয়াই লুইসকৃত গ্রন্থ সহ আমার পরিচয় হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া আমার বিশ্বাস কোথায় আন্দোলিত হইবে, না আরও দৃঢ়মূল হইল, এজন্য আমি তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার একখানি গ্রন্থের একটী কথা আমার জীবনের উপরে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, সেই এক কথায় আমি চির জীবনের জন্য বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়াছি। কথাটী এই :—"প্রকৃতিমধ্যে বিরোধ নাই। একটী অবিচাল্য ঘটনা, আর কুড়িটী অবিচাল্য ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করিতে হইবে না; নিরাকৃত করিতে হইবে না, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয়, সেটীকে সেগুলির সঙ্গে কোন একটী সাধারণ ঘটনাধীনে এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা হইবে *।" একথা তিনি বলিলেন কোন্ উপলক্ষে? তিনি লিখিয়াছিলেন, আমাদের নাসিকাপুটস্থ সূক্ষ্ম রোমরাজি বাহিরের ধূলি প্রভৃতিকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। ধূলি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে গেলেই উহারা সে গুলির অভিমুখীন হইয়া তাহাদের ভিতরের দিকে প্রবেশের গতি অবরোধ করে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কয়লার খনিতে, মিলে, লোহার কারখানায় কাজ করে, তাহারা কিরূপে বাঁচিত? * এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কেহ লিখিয়াছিলেন, সূক্ষ্ম রোমরাজির গতি যদি ভিতরের দিকে না গিয়া এইরূপে বাহিরের দিকে ফিরিত, তাহা হইলে কয়লার খনি প্রভৃতিতে যাহারা কাজ করে তাহাদের কখন ক্ষয়রোগে মৃত্যু ঘটিত না; মৃত্যুর অন্তে দেহচ্ছেদে তাহা-দের ফুস্‌ফুস হইতে কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি পাওয়া যাইত না। এই প্রতিবাদের প্রতিবাদজন্য লুইস এই পর্য্যবেক্ষণটির উল্লেখ করেন;—একটি খরগোশের মুখ একটি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণে আবৃত

* বিষয়ীভব জন্মোৎসবোপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

* "In Nature there is no contradiction. One positive fact is not to be set aside by twenty other positive facts; not to be set aside, but if possible to be ranged with them under some more general fact."—STUDIES IN ANIMAL LIFE BY G. H. LEWES.

* "It is an interesting fact, that while the direction in which the cilia propel fluids and particles is generally towards the interior of the organism, it is sometimes reversed; and instead of beating the particles inwards, the cilia energetically beat them back, if they attempt to enter. Fatal results would ensue if this were not so. Our air-passages would no longer protect the lungs from particles of sand, coal-dust, and filings, flying about the atmosphere; on the contrary, the lashing hairs which cover the surface of these passages would catch up every particle, and drive it onward into the lungs. Fortunately for us the direction of the cilia is reversed and they act as vigilant janitors, driving back all vagrant particles with a stern—'No admittance—*even* on business!' In vain does the whirlwind dash a column of dust in our faces—in vain does the air darkened with coal dust, impetuously rush up the nostrils: the air is allowed to pass on, but the dust is inexorably driven back. Were it so, how coal-miners, millers, iron-workers, and all the modern Subal Cains contrive to live in their loaded atmosphere? In a week their lungs would be choked up."—STUDIES IN ANIMAL LIFE BY G. H. LEWES.

করিয়া তন্মধ্যে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া স্থাপিত করা হয়। সেই খরগোশটি যখন নিঃশ্বাস ফেলিত, তখনই সেগুলি চর্ম্মাবরণের মধ্যে চারি দিকে উড়িত। কয়েক মাস পরে ঐ খরগোশটির দেহচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তাহার ফুস্ফুসে কিছুমাত্র কয়লার গুঁড়া প্রবেশ করে নাই। তিনি এই পর্য্যবেক্ষণটির বলে এই নির্দ্ধারণ করেন যে, সহস্র সহস্র লোক কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্য করে, তাহাদের মধ্যে অত্যল্পসংখ্যকের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। ইহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, যে সকল লোকের কারণান্তরে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরই সূক্ষ্ম রোমরাজির ধূলি প্রভৃতি প্রতিরোধে সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছিল, অন্যথা কয়লার খনি প্রভৃতিতে কার্য্যকারী প্রতিব্যক্তিরই ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইত।

একটী অবিচাল্য ঘটনাকে যদি বিংশতিটী ঘটনা দ্বারা নিরাকৃত করা বিজ্ঞানসঙ্গত না হয়; অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞানগোচর হইলেও অবিচাল্য ঘটনাযোগে প্রমাণিত না হইলে উহা যদি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত না হয়, * তাহা হইলে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে, ধর্ম্মরাজ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন একটী অবিচাল্য ঘটনা কি না? একালে ক্রমবিকাশের (Evolution) মত বিজ্ঞান ও দর্শনে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ইহাকে কেহ অপ্রমাণ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। ক্রমবিকাশ এখন প্রমাণমধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে. কিন্তু এ ক্রমবিকাশ কি? ইহা প্রাচীন ঐতিহ্য প্রমাণের † বিস্তৃতনিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐতিহ্য প্রমাণকে প্রত্যক্ষ- ও অনুমান-মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়া উহার স্বতন্ত্রত্ব সেকালে অনেকে স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বেদাদি অবলম্বন করিয়া কোন একটি বিষয় স্থাপন করিবার যত্নমধ্যে উহার প্রাধান্য যে বিলক্ষণ ছিল সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহার একটীকেও আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এ ইতিহাস কেবল মানবজীবনের ইতিহাস নহে, সমগ্র পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ উদ্ভিদ-প্রাণী- প্রভৃতি সকলেরই ইতিহাস ঐতিহ্য প্রমাণ বা ক্রমবিকাশের অন্তর্ভূত। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসমধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবন যখন একটী বিশেষ ঘটনা, তখন উহা অধ্যয়ন করিতে আমরা বাধ্য, কখন আমরা উহাকে অবহেলা করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারি না। কেশব-

* "The profoundest minds know best that Nature's ways are not all times their ways, and that the brightest flashes in the world of thought are incomplete until they have been proved to have their counterparts in the world of fact. Thus the vocation of the true experimentalist may be defined as the continued exercise of spiritual insight, and its incessant correction and realisation. His experiments constitute a body, of which his purified intuitions are, as it were, the soul."—SCOPE AND LIMIT OF SCIENTIFIC MATERIALISM, BY J. TYNDALL

† প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রমাণের যে লক্ষণ আছে, সে লক্ষণ ভুল হইলেও লক্ষণশোধনে অধিকার আছে জানিয়া আমরা উহাএস্থলে গ্রহণ করিয়াছি।

জীবন এখন ইতিহাসের বিষয়। উহা পাঠ করিতে গেলে তাঁহার কথা ও কার্য্যগুলি যথাযথ আলোচনা করা প্রয়োজন। কি জানি বা সেগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এমন কথায় বিশ্বাস করিতে হয় যাহাতে দশ জনের নিকট নিন্দাভাজন হইতে হয় বা তাঁহাকে নিন্দাভাজন করা হয়, এ ভয়ে আমরা তাহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। যখন ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রূপান্তর হইতে পারে না, তখন সত্যালোকে উহাকে অধ্যয়ন করিতেই হইবে। ইহাতে নিন্দা আসুক, অযশ আসুক, অবমাননা আসুক, ভাবী বংশীয়গণের নিকটে অপদস্থ হইতে হউক, ক্ষতি নাই। সত্যই আপনি সকল ক্ষতি পূরণ করিবেন।

কেশবের জীবন অধ্যয়ন করিতে গিয়া তিনি ঘোর অহঙ্কারী এইটিই সর্ব্বপ্রথমে চক্ষে পড়ে। কেশব এক জন বড় লোক। বড় লোকের জীবন যত চরম ভাগে উপস্থিত হয়, ততই তাঁহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইতে থাকে; পরিশেষে উহা উন্মত্ততাতে পর্য্যবসন্ন হয়। ঈশা এবং অন্যান্য সকল বড় লোকেরই জীবনের চরমভাগে এই দশা ঘটিয়াছিল। রেনান প্রভৃতি এই মত প্রচার করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও অনেকে এই মতের পক্ষপাতী। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের নিকটে আমি ঋণী, তাঁহার প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তিনিও এই মতের বাগুরায় পড়িয়া কেশবচন্দ্রকে শেষ সময়ে মস্তিষ্কের বিকারগ্রস্ত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন *। আজ যদি তিনি কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি পড়িতেন না জানি তিনি আরও কি বলিতেন? "স্বর্গেতে তুমি এক জন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদায় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। গোড়ার কথা বলিতেছি ভগবান, নববিধানের প্রথম অক্ষর ওঁকার।......আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে।......হে ঈশ্বর, ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা,

* "The most objectionable doctrine put forward by the liberal reformer of Hinduism was, no doubt, the *Adesh*, the claim of being directed by an inward voice which admitted no gainsaying.........It is the old story over again. Nothing is so difficult for a reformer, particularly a religious reformer, as not to allow the incense offered by his followers to darken his mental vision and not to mistake the Divine accents of truth for a voice wafted from the clouds. In this respect, no doubt, Keshub Chunder Sen has shared in the weakness of older prophets; but let us not forget that he possesses also a large share of their strength and virtue."—CORRESPONDENCE IN 'TIMES' OF G. MAX MULLER.

আমিও যা, এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা।......আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে যান আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।......এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া লই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরও স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন :-"এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক। নব দুর্গার সন্তান নব মানুষ। শত শত হস্ত, শত শত কর্ণ, শত শত নাসিকা, শত শত চক্ষু, এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি।" (১৯ নবেম্বর, ১৮৮২)। কি ঘোর অহঙ্কারের কথা! আজ উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বলিতে সাহস! একথা শুনিতেও গা কাঁপে! ইনি কি না বলেন আমি স্বর্গে অখণ্ড ছিলাম; আমার শত শত বাহু, শত শত কর্ণ, শত শত চক্ষু, আমি নবদুর্গার নব সন্তান। এ যে অখণ্ড বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা। এতদপেক্ষা আরও সাহসিকতার কথা সকলে শুনুন :— "প্রাণনাথ, যার কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে, তাকে চিনিতে পারে যেন ভক্তেরা এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই। উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা করিবার দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারে সব সুখের মূলে। সে আমাদের প্রিয়। এ সকলের মূলে এক জনের ইসারা। মার হাসির রহস্য এক জনের কাছে আগে আমদানি হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানি হয়েছে।" (১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৩)। এ কি ঘোরতর গুরুবাদ নহে? হাঁ গুরুবাদ বটে, কিন্তু এ গুরুবাদ অন্য প্রকারের। 'এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।' গুরু হলেন ইনি কোন্ ভাবে? 'এক শরীরের সকলে অঙ্গ' এই ভাবে। (২০ নবেম্বর, ১৮৮২)। ইনি সেই গুরু যিনি বলেন, "আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্র আত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার।" (২১ নবেম্বর, ১৮৮২)

কেশবচন্দ্র অতি নির্ভীক ছিলেন। তিনি যাহা সত্য জানিতেন তাহা বলিতে কোন কালে ভয় করিতেন না। তাঁহার মস্তকের কেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত সত্যের তেজে পূর্ণ ছিল। তিনি তাঁহার এই সত্যপরতার বিষয় আপনি প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যদি আপনাকে Prophet বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে তাহা স্বয়ংই বলিতেন। তিনি আপনাকে Prophet বলেন নাই, কিন্তু ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে 'Prophet of harmony' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন *। যেমন Religion of harmony, God of harmony বলা হইয়া থাকে, তেমনি Prophet of harmony বলা কিছু অসঙ্গত মনে হয় না, তবে কেশবচন্দ্র আপনি যখন আপনাকে prophet বলেন নাই অথচ বন্ধুগণকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আপনাকে prophet না বলার গভীর অর্থ আছে। যিনি prophet তিনি আপনি একা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন, আর সকলের ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ কোন সংস্রব থাকে না, prophet তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের স্থলবর্ত্তী। বন্ধুগণের সহিত কেশব চন্দ্রের এরূপ সম্বন্ধ নহে। ইঁহাদের সহিত তাঁহার অখণ্ডভাব, ইঁহারা তাঁহার হস্ত পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, এক আলোকে আলোকিত। যদি ইঁহারা তাঁহার অঙ্গ হইলেন, এক আলোকে আলোকিত হইলেন, তবে তিনি আপনি কি, ইহাই নির্দ্ধারণ করা অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

'কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা' অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। 'অগ্রজন্মা' এ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বা বেদপ্রবক্তা। এই অর্থে আমি 'অগ্রজন্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। 'অগ্রজন্মা' শব্দে ব্রাহ্মণও বুঝায়। ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ; 'ব্রহ্মচারী জনয়তি বেদম্' ব্রহ্মচারী বেদ উৎপাদন করেন, এ ভাবে ব্রাহ্মণের বেদপ্রবক্তৃত্ব সিদ্ধ পাইলে তাদৃশ অর্থে এখানে 'অগ্রজন্মা' শব্দ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। কেশবের বন্ধুগণ যদি তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ হইলেন, তবে তিনি আপনি রসনা বা মুখ। কেশবচন্দ্রের বেদপ্রবক্তৃত্ব তাঁহার বন্ধুগণনিরপেক্ষ নহে, এজন্য তিনি তাঁহাদের সহিত আপনাকে এক শরীরের অঙ্গ বলিয়াছেন, এবং আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না কিন্তু সমুদায় দেহের সম্মাননা কর' (Honor not a limb but the whole body.)। বন্ধুগণ সহ তিনি যখন ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখন তাঁহাতে সত্য অবতরণ করিত, এবং সেই সত্য যুগপৎ সকলের হৃদয়ে প্রতিভাত ও গৃহীত হইত। এ দেশের আগমশাস্ত্রে সত্যাবতরণের এইরূপ প্রণালীই নিবদ্ধ আছে। 'আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে। মতশ্চ হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে।" ঈশ্বর হইতে ভক্তে সত্য অবতরণ করিল, সহসাধকগণের হৃদয়ে তাহা মুদ্রিত হইল, ইহাই এ মতে সত্যাগমের প্রণালী। 'মতশ্চ হৃদয়াম্ভোজে' এস্থলে আগমান্তরে 'মতং শ্রীবাসুদেবস্য' এই পাঠ আছে, তাহাতে অপরের হৃদয়স্থ পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অবতীর্ণ সত্যের অনুমোদন বুঝাইতেছে। এ দুই কথাই সত্য। যুগপৎ সত্য হৃদয়ে

* "How many of the great, good, wise, holy, I see! Among them all Keshub, my friend, my guide, my master. Thou prophet of harmony and unity universal, thy glorious countenance draws me as thy own. Oh, forgive all, and accept me! I will daily frequent the courts of heaven."—HEART-BEATS, P. 82.

প্রতিভাত ও গৃহীত হওয়ার অর্থ ইহাই। আমরা যখন তাঁহার সহিত এক হইয়া ঈশ্বরসন্নিধানে উপনীত হই, তখন সত্য অবতরণ করে, এইটি প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের আসন শূন্য রহিয়াছে। যখন সাধু অঘোর নাথ স্বর্গগত হন, তখন তাঁহার সহিত আমরা সকলে স্বর্গগত হইয়াছি, এখানে আর আমরা নাই, কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এ মতের অর্থ— উপাসনা, কার্য্য ও সৎপ্রসঙ্গসময়ে সকলে মিলিয়া ঈশ্বরেতে স্থিতি। অনেকের ধারণা এই, বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণ আমাদের মণ্ডলীর উচ্ছেদের মূল। বেদীসম্পর্কীয় নির্দ্ধারণের মূলে কি আছে তৎপ্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদেরই এইরূপ ধারণা। আজ যদি বেদী সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তথাপি আমি কুণ্ঠিত নই; কেন না আমরা যখন উপাসনা করি, ভগবানে নিবিষ্ট থাকি, তখন আমরা কেশবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ভগবানের উপাসনা করি ও তাঁহাতে নিবিষ্ট থাকি। যদি এরূপে কেশব সহ যোগযুক্ত না হই, তাহা হইলে মণ্ডলীর সহিত যোগ হয় না, বিচ্ছিন্ন সাধকের যে দুর্গতি সেই দুর্গতির আমরা অধীন হই। উপাসনা-কালে হৃদয়ের ভিন্নতা দূর হয়, সত্যাবতারণার সুসময় হয়। এ সময়ে পূর্ব্বসংস্কার বিলুপ্ত, মন সর্ব্বথা পরিষ্কৃত, বুদ্ধি বিষয়ান্তরে অনাবিষ্ট, সুতরাং সত্যাবতারণার অবসর উপস্থিত। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে সত্য অবতরণ করেন না, সত্যের আবিষ্কার হয় না, এ কথা টিণ্ডাল প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্গণও বলেন। পূর্ব্বমতাদির সংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া মনকে সাদা কাগজের মত করিলে নূতন সত্যের স্বতঃ সমাগম হয়, এ কথা বলিয়া তাঁহারা যোগের অনুকূল কথাই বলিয়াছেন। কেশব আমাদের সঙ্গে যখন উপাসনা করিতেন, সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, তখন সত্য প্রকাশিত হইত, এজন্য তিনি একলা এক জন লোককে প্রায় কিছু বলেন নাই, সকলে একত্র হইলে তবে বলিতেন। তিনি টাউনহল প্রভৃতি স্থানে যাহা বলিতেন, সে সকল অগ্রে এই প্রণালীতে তাঁহাতে অবতরণ করিত, বক্তৃতাকালে সেই গুলি যথাযথ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া সমগ্র বৎসরের সাধনের ফল প্রদর্শন করিত।

কেশবচন্দ্র আপনাকে কখন একা মনে করিতেন না। একাকী জীবনধারণ করা তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত ছিল না। যদি কেবল তাঁহাকে সম্মান করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গের সামান্য এক জনকেও কেহ তুচ্ছ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহাকেই তুচ্ছ করা হইল, তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না। তাঁহার এই ভাব ছিল বলিয়াই তিনি ঈশ্বরকে বলিয়াছেন 'যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড।' তাঁহার এ ভাব বিজ্ঞান-ও দর্শনসঙ্গত। একালে বিজ্ঞান ও দর্শন মানবের এই একত্বেরই পক্ষপাতী*। যাঁহারা এই বিজ্ঞানও দর্শন-সঙ্গত সত্যটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেশবচন্দ্রকে অহঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করিবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শনে অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞান ও দর্শন যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, কেশবচন্দ্রের তাহা জীবনসিদ্ধব্যাপার ছিল এবং আমরাও তাহা জীবনে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যখন বন্ধুগণ সহ মিলিত হইয়া উপাসনা বা প্রসঙ্গ করি, তখন নূতন নূতন সত্য হৃদয়ে প্রকাশ পায়, সংশয় অন্ধকার সহজে ঘুচিয়া যায়। আজ বহু বর্ষ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহা আর বিচলিত হইবার নহে। ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, যখন তোমরা বিচারাসনের নিকট নীত হইবে, তখন সেখানে যাইবার পূর্ব্বে কি বলিবে তাহা ভাবিও না, কেন না কি বলিতে হইবে পবিত্রাত্মা তাহা বলিয়া দিবেন। প্রকাশ্যে কোথাও কিছু বলিতে হইলে, আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া থাকি, এবং আজ পর্য্যন্ত এরূপ নিয়মানুসরণ করিয়া আমাদিগকে অভাবগ্রস্ত হইতে হয় নাই। আরও যদি পঁচিশ বৎসর জীবনের কার্য্য চলে তাহা হইলে অভাবগ্রস্ত হইতে হইবে, এরূপ কখন আশঙ্কা হয় না। যখন আমাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়া জানি, তখন ঈশ্বর হইতে অন্তরে সত্যের অবতরণের কোন বাধা ঘটিবে কেন? নূতন নূতন সত্য নূতন নূতন কথা অন্তরে অবতরণ করিবেই করিবে।

(ক্রমশঃ)

* Is not the doctrine I and my brother are one, new?" কেশবচন্দ্র একথা বলিয়া ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সকল সাধককেই ভ্রাতৃসম্বন্ধে 'আমি ও তুমি এক' এইরূপ সাধন করিতে হইবে। আমি অন্যত্র এজন্যই বলিয়াছি, যিনি দশ জনকে লইয়া উপাসনা করিবেন, তিনি আপনাতে সেই দশ জনকে এক করিয়া লইবেন, দশ জনও তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইবেন।

"......,the forces which are sometimes represented as struggling with each other on the field of man's life, are no longer independent; still less completely separable forces. They are the inner division by which the spirit re-establishes and makes secure its unity; their antagonisms are the breath of life. They form a certain hierarchy of organisation, in which however the higher or more developed does not merely supervene upon the crude, but in a manner supercedes it, and yet contrives to retain its worth and its real truth."—PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY, BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

প্রাপ্ত।

বজ্‌বজের প্রচারবিবরণ।

কলিকাতার অনতি দূরে বজ্‌বজ্‌ নামক রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট চিঙ্গাগঞ্জ ও কালিকাপুরনামক গ্রামদ্বয়ে নববিধান সহানুভূতিকারী হিন্দু মুসলমান কয়েকটি ব্রাহ্ম বাস করেন। তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল নহে। তাঁহাদের কেহ কেহ কল-

কারখানায় কাজ করিয়া, এবং কেহ কেহ রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক আমাদিগের মণ্ডলীর মধ্যে আছেন কি না জানি না। ধোপাপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারী লাল নাথ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে এবং অত্যন্ত ভালবাসাপ্রভাবে এই কয়েক জনের ভিতরে বিধানের আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে। নিন্দা, অপমান ও ভয়কে উপেক্ষা করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা সকলের মনকে ভগবানের দিকে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় চিত্রাগঞ্জস্থ শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর বাটীতে উপাসনার জন্য একটি সুন্দর কুটির প্রস্তুত হইয়াছে। এই কুটির ও তৎসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানটি দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে। কুটিরের ঊর্দ্ধভাগে একটি নববিধানাঙ্কিত সমন্বয়চিহ্নবিশেষ রহিয়াছে। অক্ষয় বাবুর মাতৃদেবী অতি ভক্তি সহকারে প্রত্যহ ঐ কুটিরটি লেপন ও উদ্যানটি পরিষ্কার করিয়া থাকেন। এই নারী অতি ভক্তিমতী। হিন্দুরমণীগণ যেরূপ অতি ভক্তি ও যত্ন সহকারে তাঁহাদের ঠাকুরঘর পরিষ্কার করিয়া থাকেন, ইনিও তদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন না। স্বর্গীয় বিহারী বাবুকে ইনি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহার নিকট দীক্ষালাভের জন্য অভিপ্রায় ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু এই উপাসনা গৃহটি সমাজের জন্য একেবারে লেখাপড়া করিয়া দিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ তথায় একত্র উপাসনা করিতেন। মুসলমানগণও তাঁহাদের গ্রামে (কালিকাপুরে) একটি কুটির প্রস্তুত করিয়াছেন। তথায় আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীতাদি হইয়া থাকে। এই একত্র উপাসনা লইয়া চিত্রাগঞ্জ গ্রামে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মস্তোত্র পাঠের সময় সকলে বলিত "ইহারা মিলিত হইয়া কোরাণের বচন পাঠ করেন।" চিত্রাগঞ্জ গ্রামস্থ সকলেই প্রায় মৎস্যজীবী ও অধিকাংশেরই শিক্ষা যৎসামান্য; সুতরাং এই শ্রেণীর লোক গুলি মহাগণ্ডগোল বাধাইয়াছিল। আমাদিগের ভ্রাতৃগণের হিন্দু আত্মীয়গণ পূর্ব্বে মিলিত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে গমন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিতেন। পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, রাধা কৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে কীর্ত্তিত হয় না তখন তাঁহারা যোগ ছিন্ন করিলেন ও নানারূপ নিন্দাবাদ ও ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিগণ বলিল যে, "তোমরা তোমাদিগের উপাসনাগৃহে নৈবিদ্যাদি দিয়া ঠাকুর পূজা না করিলে তোমাদিগের উপর অত্যাচার হইবে।" তাহাতে ইহারা ভীত না হইয়া বলিলেন যে, "তাহা আমরা কখনই পারিব না।"

বিহারী বাবু খুব সাহস ও উৎসাহের সহিত ইহাদিগকে লইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। যাহারা পূর্ব্বে বিহারী বাবুকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত তাহারাই পরিশেষে তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তৎপর হঠাৎ বিহারীবাবু পরলোক গমন করিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর আর কোনও ব্রাহ্ম তথায় গিয়া তাঁহাদিগের সহিত কোনও সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় ক্রমশঃ তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, সমাজের শাসন-ভয়ে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। এমন কি হিন্দু মুসলমানের আর একত্র উপসনা করা সুকঠিন হইল। সুতরাং মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিরুপায় হইয়া কালিকাপুরস্থ উপাসনা কুটিরে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ঠিক আমাদের প্রণালী অনুসারে তাঁহারা উপাসনা করেন না, তবে আমাদিগের সহিত যোগরক্ষা যত দূর করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা আরবী ভাষায় কোরাণের বচন পাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। ঈশ্বরকে হরি, মা, ভগবান্ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। একেশ্বরবাদকে প্রবল রাখিয়া যত দূর নববিধানের সঙ্গে যোগরক্ষা করা যায় তাহাই করিয়া থাকেন। মুসলমানগণের মধ্যে নজিমোদ্দীনমোল্লা (হাজিসাহেব) নামক এক ব্যক্তিও সাধু চরিত্র লোক ছিলেন, তিনি মক্কা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে বিলক্ষণ জ্ঞান ভক্তি ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে মুসলমান ভ্রাতৃগণ আকৃষ্ট হইয়া একত্র উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি করিতেন। আমরাও তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল, ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় বিপিন মোহন সেহানবীশ মহাশয় তাঁহাদিগের বিষয় অবগত হইবার জন্য এবং তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তথায় জনৈক লোক পাঠাইলেন। তিনি গিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিলেন সবিশেষ তাঁহাকে বলিলেন। বিপিনবাবু তথায় অবিলম্বে যাইয়া তাঁহাদের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করা এবং সহানুভূতি রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও যাইতে স্বীকার করিলেন। অতঃপর বিপিন বাবু শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, মোহিত চন্দ্র সেন, প্রমথ লাল সেন, কালী নাথ ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকটি যুবককে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ষ্টীমার যোগে বজ্‌বজে্‌ যাত্রা করেন। তথায় স্থানীয় বন্ধুগণ তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। সকলে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া চিত্রাগঞ্জস্থ ব্রাহ্ম সহানুভূতিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর উপাসনাকুটিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তথায় সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত বাবু মোহিত চন্দ্র সেন মহাশয় একটি সুমধুর প্রার্থনা করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ সকলে যখন একাসনে বসিয়া ভগবানের গুণ গানে যোগ দিতেছিলেন তখন বাস্তবিকই নববিধানের মহা-সমন্বয়ের জীবন্ত দৃশ্য সকলের প্রাণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সঙ্গীতের সময় গ্রামস্থ অনেক স্ত্রী পুরুষ শান্তভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় যাহাতে সকলে তথায় গিয়া ভগবন্নামানুকীর্ত্তন করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে ট্রেণের সময় সন্নিকট জানিয়া সকলে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন,

এবং যত ক্ষণ না ট্রেণ ছাড়িয়াছিল তত ক্ষণ যাত্রীদিগের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এইরূপে প্রথম বারের প্রচার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

(ক্রমশঃ।)

আমাদের প্রেমেন্দ্র।

বিগত ২৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রে আমাদের স্নেহের প্রেমেন্দ্রের শেষ সময়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলাম। ধর্ম্মতত্ত্বে প্রেমেন্দ্রসম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আমি তাঁহার জীবনের আর বেশি কথা কি বলিতে পারিব? তবে মনের আবেগে আজ সেই প্রাণাধিক প্রেমেন্দ্রসম্বন্ধে দুটো কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি প্রেমেন্দ্রের সম্বন্ধে আরও ২।১ টী কথা বলা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট অতৃপ্তিকর হইবে না।

প্রেমেন্দ্র যখন পৃথিবীর ভাঙ্গা ঘরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রেমেন্দ্র এ পৃথিবীতে থাকিতে আসেন নাই, এবং প্রেমেন্দ্র যে এই পৃথিবী হইতেই প্রেমধামের যাত্রী তিনি বালক জীবনেই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী জননী সময়ের পূর্ণতায় প্রেমেন্দ্রকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। বাস্তবিকই প্রেমেন্দ্র যাইবার সময় তাঁহার যে অনন্ত জীবনের কথা বলিয়া গেলেন তাহাতে যে তিনি কেবল স্বীয় জীবনের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, আমাদের জন্যও জীবনবেদ রাখিয়া গিয়াছেন। যুবক প্রেমেন্দ্র স্পষ্টই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাঁহার ভিতরে বৃদ্ধ প্রেমেন্দ্র বাস করিতেছিলেন। প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় বর্ষদ্বয়ের পরিচয়, তাহাতে আমি প্রেমের মুখের কথা বড় একটা শুনিতে পাই নাই। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে পিতার পার্শ্বে বসিয়া শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা দামোদর বাবুর সঙ্গে যে এক সুরে গান করিতেন তাহা ছাড়া তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা আমার পক্ষে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। যে যুবক ইউনিভার্সিটী বিএ পরীক্ষায় অনারে উত্তীর্ণ হইয়া এম এ অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহার মুখে একটী কথা নাই, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? প্রেমেন্দ্রের ভিতর মুনির মৌন, যোগীর যোগ, ভক্তের ভক্তি ও প্রেমিকের প্রেম বর্ত্তমান ছিল। প্রেমেন্দ্র অগ্রগামী হইয়াছেন। এখন প্রেমেন্দ্র যে ভক্ত পিতামাতার সন্তান তাঁহাদের এই অগ্নি পরীক্ষার অটল বিশ্বাসের ২।১ টী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তারযোগে সংবাদ আসিল "প্রেমেন্দ্র নাই"। আমরা পরদিন প্রাতে ভগ্নহৃদয়ে ও সাশ্রুনয়নে প্রেমেন্দ্রের বাঁকিপুরের আবাসে উপস্থিত হইলাম। কোথায় মনে করিয়া গিয়াছিলাম যে, প্রেমেন্দ্রের ভক্ত পিতা শ্রদ্ধেয় দীনবাবু ও তাঁহার ভক্তিমতী মাতা হয়ত এই নিদারুণ শোকে শয্যাশায়ী। কিন্তু গিয়া দেখিলাম যে, শোকের কথাটা মনে করিয়া আসিয়া আমি নিজেই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। এই সময় বেলা ৮॥ ঘটিকা। উপস্থিত হইয়া দেখি যে, পাহাড়ের ন্যায় অটল বিশ্বাসী দীনবাবু ঠিক নিয়মিত সময়ে উপস্থিত পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের লইয়া "তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া গান করিতেছেন। সে সময় মনে হইল যে পাহাড়! তুমিও চঞ্চল হও, কিন্তু বিশ্বাসী কি অটল! পূর্ণচন্দ্র! তুমিও মলিন হও, কিন্তু বিশ্বাসীর মুখ কি উজ্জ্বল! শান্তসিন্ধু! তুমিও বিক্ষোভিত হও, কিন্তু বিশ্বাসীর চিত্ত কি প্রশান্ত! বিগত জুন মাসে আমার স্বর্গগতা কন্যা কুমারী সুহাসিনীর বিয়োগশোক এখনও চিতানলের ন্যায় হৃদয়ে জ্বলিতেছে, আর ভক্ত দীনবাবু ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী এই মহা অগ্নি পরীক্ষায় শান্ত, অটল ও অচল। এই খানেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পার্থক্যের পরীক্ষা হইয়া গেল। কোথায় আমরা সেখানে ২।১ টা সান্ত্বনার কথা বলিয়া আসিব, তাহা না হইয়া আমরাই দীনবাবুর নিকট লজ্জিত ও আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। উপাসনা শেষ হইলেই দীনবাবু উঠিয়া স্বীয় স্বভাবোচিত সুমিষ্ট বাক্যে সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগের সমাদর করিলেন। মুখে শোকের কথা নাই। সংযত সাধুর ন্যায় তিনি আমাদিগকেই সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। প্রেমেন্দ্র বেদ বেদান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার বিশ্বাসী পিতামাতার জীবনও আমাদের জীবনে বেদ বেদান্ত।

প্রেমেন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতাম আজ সেই ভালবাসার প্রেমেন্দ্রের প্রতি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসসূচক একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাই। ভরসা করি ধর্ম্মতত্ত্বের এক পার্শ্বে এই কবিতাটীকে স্থান প্রদান করা হইবে।

একটি প্রেমের ছবি চির আদরের
অকস্মাৎ আজ্ মিশাল কোথায়!
প্রেমেন্দ্রের প্রীতিরূপ আজি আমাদের
জানি না লুকাল কোথা অকস্মাৎ হায়!

২

প্রেম বুঝি এইরূপ নরপরিবারে।
সুখ দুঃখ উভয়েতে জড়িত হইয়া
প্রকাশে প্রকৃতি তার নশ্বর সংসারে
পোষা পাখী তাই বুঝি যায় রে উড়িয়া!

৩

এখানকার প্রেম বুঝি হয় এইরূপ
অরূপ রাজ্যেতে তাই অরূপের নামে
চলিল প্রেমেন্দ্র যথা নিত্য প্রেমরূপ
ভক্তগণ সহ মত্ত নিত্য প্রেমধামে।

৪

তাই কি প্রেমেন্দ্র তুমি শেষ সময়ের
জীবনের বেদ কথা কহেছ সবারে,
অনন্ত জীবন শাস্ত্র অনন্ত কালের
কহেছ বীরের ন্যায় আত্মীয় সবারে?

৫

ইহলোক, পরলোক নাহি ব্যবধান
কহিলে, দেখালে সবে শেষের সময়ে
গৃহ হতে গৃহান্তরে গমন সমান
সংসারী মানবে গেলে এই শিক্ষা দিয়ে।

৬

রোগে তুমি যোগরত মৃত্যুতে অমর,
বালক জীবনে তব বৃদ্ধের জীবন,
দিব্যধামে যাও তুমি যথা দেব নর,
প্রেম, পুণ্য সুধাপানে প্রেমেতে মগন।

বাঁকিপুর ৯।১২।০০ — শোকসন্তপ্ত সেবক— শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সংবাদ।

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এল্‌বার্ট হলে "Experiences abroad" বিষয়ে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দান করিয়াছেন। নগরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মহা জনতা হইয়াছিল। স্থানাভাবে অনেক লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ শ্রীমান্ ক্ষেত্রনাথ ঘোষের নবকুমারের জাতকর্ম্ম শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কলিকাতাস্থ আবাসে সম্পন্ন হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিকের পুত্র শ্রীমান্ যোগানন্দ প্রামাণিকের সঙ্গে, ময়মনসিংহনিবাসী স্বর্গগত রামধন কর্ম্মকারের কন্যা শ্রীমতী তারাসুন্দরীর শুভ পরিণয়কার্য্য নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম ২২ বৎসর। শান্তিপুরস্থ লোকের মধ্যে এই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। পাত্রীর বয়স ১৭ বৎসর, ইনি পিতৃহীন হইয়া নিঃসহায় হওয়াতে ৯ বৎসর কাল কলিকাতা অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের আবাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দত্তমহাশয় ও তাঁহার পত্নী পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া কন্যাটীকে কিছু কাল স্নেহপূর্ব্বক নিজগৃহে রাখিয়া বিবাহের সকল আয়োজন উদ্যোগ করিয়াছেন। কন্যার পিতৃব্য শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার সম্প্রদাতা ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অনাথাশ্রমে আশ্রিতা দুঃখিনী পাত্রীটী সৎপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। মঙ্গলময় বিধানজননী নবদম্পতীর কল্যাণ বর্দ্ধন করুন।

বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ রবিবার স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের স্বর্গগমনদিনস্মরণার্থ তাঁহার সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস বাগবাজার পল্লীনিবাসী শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর আলয়ে স্বর্গগত প্রেমেন্দ্র নাথের পরলোকযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে এল্‌বার্ট হলে আমেরিকা ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে যুবকদিগের প্রার্থনাসমাজের সভাগণ এক অভিনন্দন পত্র এবং মূল্যবান্ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র ক্রশ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। অভিনন্দন পত্রের উত্তরে মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। সেদিনও সভায় মহাজনতা হইয়াছিল।

বিগত সোমবার টালাপল্লীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশের আলয়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে বর্ত্তমান উপাচার্য্য দলবিষয়ে সারগর্ভ ওজস্বী উপদেশ দান করিয়াছেন।

ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয়ের হিসাব, পিঙ্গনানববিধান সমাজের উৎসববিবরণ এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রচারবৃত্তান্ত এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

স্বর্গগত প্রেমেন্দ্রনাথের শোকার্ত্ত জনক জননীর সেবার জন্য শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত সস্ত্রীক বাঁকিপুরে গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধমতে তাঁহার প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করা যাইতেছে;—"আগামী ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় আদিল আর্য্যোন্নতি সভার ১৭শ সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যোপাসনা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।"

বাঁকিপুর হইতে এক বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

"বিগত ৫ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীমান্ আচার্য্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষে বিধানাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। স্থানীয় উভয় সমাজের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এতদুপলক্ষে ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে আশ্রমবাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন। আশ্রমসংক্রান্ত ছাত্রাবাসের ছাত্রবর্গই এই শুভ উৎসবের উদ্যোগী। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ ও শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপালও এই উৎসবে হৃদয়ের বিশেষ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গও যে ভক্ত কেশবের জীবনকে সমাদর করিতে শিখিতেছেন ইহা অপেক্ষা আর কি আনন্দ হইতে পারে? শ্রদ্ধেয় প্রচারক দীননাথ মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, এবং সমবেত মহিলাবর্গ সুমধুর সঙ্গীতে উৎসব ক্ষেত্রকে এক জীবন্ত ভাব প্রদান করেন। উপাসনান্তে প্রায় ৮০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সুন্দররূপে প্রীতিভোজন করিয়াছেন। এইদিন এখানে আমাদিগের পুরাতন গৃহস্থ প্রচারক মিঃ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার পর মিঃ মিত্র আমাদিগের আচার্য্যের জীবনের পবিত্রতা উদারতা ও অন্যান্য উচ্চ গুণ সম্বন্ধে অনেকগুলি হৃদয়গ্রাহিণী কথা কহিয়া সমবেত বন্ধু ও মহিলাবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। আমাদিগের আচার্য্যের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব এইরূপ যতই ব্যাখ্যাত হইবে ততই মণ্ডলী ও সাধারণের ভিতরে একটী নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।"

ময়মনসিংহ নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৫ ভাগ।
২৪ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, সোমবার, ১৮২২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফঃস্বলে ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তোমার আদেশ এই, আমরা একটি সামান্য ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিব না। বল, এ পৃথিবীতে আমরা তোমার এ আদেশ নিরাপদে কি প্রকারে পালন করিব? আমরা তো তেমন পবিত্রচরিত্র নই যে, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া আমরা আমাদিগকে অকলঙ্কিত রাখিতে পারি। তোমার আদেশ অখণ্ডনীয়, আমাদিগের সাধ্য নাই আমরা তাহা লঙ্ঘন করিয়া নিরাপদে থাকিব। অবশ্য এমন কোন মধ্যপথ আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা তোমার আদেশও প্রতিপালন করিতে পারিব, অথচ সংসর্গজনিত কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইব। তুমি সে পথ বলিয়া না দিলে কে আর আমাদিগকে সে পথ দেখাইয়া দিবে? পাপীকে পাপী বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অথচ পাপীর পাপসংস্রবে আমরা মলিন হইব না, এ দুই আমাদের জীবনে কি প্রকারে সম্ভবিবে? সংস্রবে থাকিয়াও যদি সংস্রবে না থাকি, তাহা হইলে পাপমালিন্য হইতে রক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু এ কি আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে সুসাধ্য? তুমি সাধু অসাধু সকলের সঙ্গে সমানে মিশিয়া আছ, অথচ অসাধুর পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, আমাদিগকে যদি এ সম্বন্ধে তোমার অনুরূপ হইতে বল, আমরা অমনি বলিয়া উঠিব, প্রভো, আমাদিগকে এরূপ অসাধ্যসাধনে কেন নিয়োগ করিতেছ? আমরা দুর্ব্বল, আমরা পারি না, এ কথায় কি তুমি কর্ণপাত করিবে? তুমি বলিবে, 'তোমরা পার, অথচ দুরাত্মতাবশতঃ দুর্ব্বলতার আপত্তি তুলিতেছ।' হে জীবনদাতা, তুমি বিনা আমাদের পূর্ণ আদর্শ কেহ নাই, সকল বিষয়ে তোমাকে আদর্শ করিয়া আমাদিগের জীবন সেই আদর্শানুসারে গঠন করিতে হইবে, ইহা আমরা জানি, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের এ জ্ঞান কার্য্যকর হয় না; আমরা পারি না, পারিব না বলিয়া আমরা আমাদের জ্ঞানের বিরোধে পূর্ব্বাভ্যাসের অনুসরণ করি। দেখ এই অপরাধে আমাদিগের কি দুর্গতি ঘটিয়াছে? 'পারি না' বলা যে মিথ্যা কথা, ইহা আমরা যদি বুঝিয়াও না বুঝি, তাহা হইলে আমাদের অধ্যাত্মজীবনতো বিনষ্ট হইবেই। হে কৃপানিধান, তুমি আমাদের এ সকল মিথ্যা আপত্তি গ্রাহ্য করিবে না যখন জানিতেছি, তখন তোমার কৃপায় যাহাতে আমরা নির্লিপ্ততা সাধন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

তোমার আশীর্ব্বাদে, পাপীর পাপ হইতে চিত্তকে নির্লিপ্ত রাখিয়া তোমার সন্তান বলিয়া তৎপ্রতি আমাদের সাধুভাব রক্ষা করিতে পারি এরূপ কৌশল আমরা অবলম্বন করিব, এবং এই কৌশলে আমরা সিদ্ধমনোরথ হইব আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

উপদেষ্টা ও উপদেশ্য।

নববিধানসমাজে পৌরোহিত্য প্রবেশ করিয়াছে, একথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আমাদের সমাজে কোন কালে পৌরোহিত্য প্রবেশ করিতে পারে না, এ কথার প্রতিবাদ বন্ধুগণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রতিবাদ করিলেও আমরা এখনও নির্ব্বন্ধসহকারে বলিতেছি, পৌরোহিত্য সমাজে প্রবেশ করে নাই, কখনও প্রবেশ করিতে পারে না; যদি প্রবেশ করিত যুবা বৃদ্ধ পৌরোহিত্যের আভাস দেখিয়াই এত কোলাহল করিতেন না। আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদের প্রবন্ধের শিরোদেশে 'পুরোহিত ও যজমান' এই আখ্যা যোজনা করিব, কিন্তু যখন দেখিলাম সমাজ যজমানশূন্য, তখন পৌরোহিত্যের কোলাহলে পুরোহিতশব্দের সঙ্গে যজমানশব্দের যোজনা করা সত্যসঙ্গত হইবে না; তাই 'উপদেষ্টা ও উপদেশ্য' প্রবন্ধের এই নাম অর্পিত হইল।

যজমানশব্দের মৌলিক অর্থ যজ্ঞকর্ত্তা বা ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা। আমাদের মধ্যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা থাকিলেও তাঁহাদিগকে যজমান বলিতে পারা যায় না, কেন না তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেবতার নিকটে উপস্থিত হন, পুরোহিত তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী নহেন। অনুষ্ঠানকালে কখন কখন কোন অংশ পুরোহিত অনুষ্ঠাতাকে উচ্চারিত করাইয়া থাকেন, তাহা কেবল সুবিধার জন্য, এজন্য নয় যে, পুরোহিতের মুখে উচ্চারিত শব্দের শক্তি বর্দ্ধিত হয়; দেবতা তাহাতে আকৃষ্ট হন, অনুষ্ঠাতা উচ্চারণ করিলে দেবতা তাহাতে কর্ণপাত করেন না। রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতরে পৌরোহিত্য আছে, কেন না পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ না করিলে সে মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। হিন্দুগণমধ্যে পৌরোহিত্যের ক্ষমতা অব্যাহত আছে, কেন না ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিত শব্দভিন্ন অন্যের মুখে উচ্চারিত শব্দে দেবতা উদ্বোধিত হন না। যেখানে এইরূপ পুরোহিতের উচ্চারিত শব্দের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এবং অপরের উচ্চারিত শব্দের কোন মাহাত্ম্য নাই, সেখানে মানিতে হইবে পৌরোহিত্য ও যজমানত্ব উভয়ই আছে। আমাদের মধ্যে এরূপ ভাব, যাঁহারা পুরোহিতের কার্য্য করেন তাঁহাদের মধ্যে নাই, যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদের মধ্যে তো নাইই। যদি কাহার প্রতি কাহারও বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে, উহা চরিত্রঘটিত; চরিত্রঘটিত শ্রদ্ধা কখন পৌরোহিত্যমূলক নহে।

আমাদের সমাজে শ্রেণীনিবন্ধন আছে, সেই শ্রেণীনিবন্ধন হইতে পৌরোহিত্যদোষ উপস্থিত হইয়াছে, হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে, এ সংশয়ও আমরা ভ্রান্তিমূলক মনে করি। প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিলেও 'পুরোহিত ও যজমান' সম্বন্ধ তথাপি আমাদের মধ্যে আসিতে পারে না। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত সে কার্য্যসম্বন্ধে তিনি বিশেষ আলোকলাভ করিয়া থাকেন ইহা সত্য, কিন্তু সে অধিকার চিকিৎসক, শিক্ষক, কবি, বিজ্ঞানী, শিল্পী ইঁহাদিগের তুল্য, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে কোন দোষই পড়ে না। আমাদের মধ্যে সাধক, গৃহস্থবৈরাগী, ও প্রচারক এই তিনটি শ্রেণীনিবন্ধন আছে। সাধারণ বিশ্বাসিগণের মধ্য হইতেই পর পর এই সকল শ্রেণী বা আশ্রম উপস্থিত হয়। সাধারণ বিশ্বাসিগণের হইতে এই সকল শ্রেণীর লোকদিগের বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহাদিগের সহিত ইঁহাদিগের সজাতীয়ত্ব কখন ঘোচে না। কেন না এই সকল শ্রেণীর লোক ভিন্ন আর কেহ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকারী নহেন, ইহা আমরা কেহই স্বীকার করি না। বরং

এত দুর স্বীকার করি যে, সাধারণ বিশ্বাসিগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদিগের হইতে এই সকল শ্রেণীর লোক বিশেষ শিক্ষা পাইয়া থাকেন। যদি ইঁহারা সজীব না থাকেন, এ তিন শ্রেণী কখন স্ব স্ব শ্রেণীর ব্রতপালনে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিতে পারেন না। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, বিশেষ আলোক ও সত্যলাভের পথও তাঁহাদের পক্ষে অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে সমাজে পৌরোহিত্য প্রবেশ করিয়াছে, এ কোলাহল উত্থিত হইল কেন? বিনা কারণে কার্য্য হয় না; বিনা কারণে কোলাহল উত্থিত হইতে পারে না। অবশ্য ইঁহারা প্রচারকশ্রেণীর মধ্যে এমন কিছু দোষ দর্শন করিয়াছেন যাহাতে এই কোলাহল উপস্থিত। আমাদের বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে এ যাবৎ প্রকাশ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রচারকবর্গের উপরে পৌরোহিত্যের অপবাদের মূল উপাসনাকার্য্যে অধিকারস্থাপন। এ কার্য্যে তাঁহারা কেবল অপর সকল অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহা নহে, আপনাদিগের মধ্যেও এক এক জন অপরাপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকেন। এই অভিমানবশতই অপর কাহাকেও বেদীর অধিকার দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। প্রচারকগণের ঈদৃশ অধিকারস্থাপনে যত্ন পৌরোহিত্য বলিয়া প্রতিভাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এখানে অভিমান থাকিলেও উহা পৌরোহিত্যের অভিমান নহে। 'আমি উপাসনা করিলেই লোকের অধিক উপকার হয়' একথার অর্থ এই যে, আমি এরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া উপাসনা করিতে পারি যে তাহাতে সকলের মন অপহৃত হয়, ভাব উদ্দীপ্ত হয়, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। মানুষের মনস্তুষ্টি সাধন করা পৌরোহিত্য নহে, দেবতার মনস্তুষ্টিসাধন তিনি ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না, এই অভিমান পৌরোহিত্য। যাঁহারা ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, উপাসনায় বচনবিন্যাস করিতে পারেন, তাঁহাদের তজ্জনিত অভিমান মানবীয় ভাব, সেখানে দেবতার সহিত কোন সংস্রব নাই। বক্তৃতা বা উপাসনা দ্বারা লোকের মন হরণ করিবার জন্য যত্ন সত্যের প্রতি বা ঈশ্বরের প্রতি সমাদর দেখায় না। সত্যের প্রতি যাঁহার সমাদর আছে, সত্যানুরোধে তাঁহাকে হয়তো এমন কথা বলিতে হয় যাহাতে লোকরঞ্জন করা দূরে থাকুক, লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়। ইনি নিজের বচনরচনার সামর্থ্যের উপরে তত নির্ভর করেন না, যত সত্যের আকর্ষণী শক্তির উপরে নির্ভর করেন। উপাসনাকালে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যে ভাবোদয় হয়, তদনুসারে বাক্যোচ্চারণ এ এক প্রকার, আর সমবেত লোকদিগের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ করিয়া বচনবিন্যাস করিলে তাঁহাদের ভাবোদ্রিক্ত হইবে, মন আকৃষ্ট হইবে, সেইরূপে বাক্যোচ্চারণ ইহা অন্য প্রকার। যাঁহার সত্যের প্রতি সমাদর আছে, যিনি ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া উপাসনা করেন, তিনি বর্ত্তমান বিধানে সত্যানুরোধে ও ঈশ্বরানুরোধে অপরকে সত্য প্রকাশ করিতে বা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অনধিকারী মনে করিতে পারেন না।

প্রচারকের বিদ্যমানে অপর কেহ উপাসনা বা প্রচারকার্য্যে তাঁহাকে বাধা না দেন, প্রচারকের মনের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি পৌরোহিত্যের দোষারোপ করা আমরা মনে করি তাঁহার প্রতি অবিচার। ঈশ্বরের আদেশে যিনি যে কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কার্য্য হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা বা তৎকার্য্যে অব্যাহতরূপে আপনাকে নিযুক্ত রাখিবার অবসর না দেওয়া, তাঁহাকে বধকরার সমতুল্য। তিনি যেখানে আপনার জীবনের কার্য্য করিতে বাধা পাইবেন, সেখান হইতে প্রস্থান করিবেন, যাঁহারা তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনি সেবা করিবেন, এই তাঁহার প্রতি আদেশ। 'মনুষ্যাত্মা সকলকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ে ব্রতী হইব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন,

'সে ব্রতের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়, ইহা লোকে না বুঝিলে তিনি কি করিতে পারেন? তবে জিজ্ঞাসা এই, কোন স্থানে কোন প্রচারক থাকিলে অপরে কি উপাসনা ও প্রচার করিবেন না? আর কেহ উপাসনা ও প্রচার করিবেন না, এ বিধি কেহ স্থাপন করিতে পারেন না, কিন্তু প্রচারককে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার অবসর দিয়া তাঁহারা প্রচার ও উপাসনার কার্য্য করিবেন, এরূপ ব্যবস্থা করা সমুচিত। যদি প্রচারক দেখেন যে, যে পরিমাণ কার্য্য করিলে ঈশ্বরের গৃহ হইতে অন্ন তিনি পাইতে পারেন, সে পরিমাণে কার্য্য করিতে কোন স্থানে ব্যাঘাত উপস্থিত, সে স্থানে না থাকিয়া যেখানে প্রচুর পরিমাণ কার্য্য পান সেই স্থানে যাওয়া তাঁহার প্রতি বিধি। ব্রতসমুচিত ব্যবহার করিতে গিয়া যদি তিনি নিন্দিত, ঘৃণিত, বা পৌরোহিত্যাভিমানী বলিয়া পরিচিত হন, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? ব্রত খণ্ডন করিয়া লোকানুরঞ্জন করা যখন তাঁহার ব্রতোচিত কার্য্য নহে, তখন এ সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে লোকের বিরাগভাজন হওয়াই শ্রেয়স্কর।

প্রচারক হইলেই তিনি দেবতা হন, তাঁহার দোষদুর্ব্বলতা নাই, এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। বিশ্বাসিগণ কর্ত্তৃক নিয়ত পরিবেষ্টিত না থাকিলে, তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার উপরে না থাকিলে তাঁহার যে প্রলোভনে পড়িয়া পতনের সম্ভাবনা নাই, ইহাও আমরা মনে করি না। বিশ্বাসিগণকে আপনা হইতে হীন মনে করিয়াও আপনার ব্রতে স্থিরতর থাকিবেন কোন প্রচারক যদি এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাঁহার পতন অদূরে, এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রচারক বলিয়া বিশ্বাসিগণ যদি তাঁহার দোষ দুর্ব্বলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেন, প্রচারকের দোষদুর্ব্বলতা দেখিতে নাই তাঁহারা দেবতা এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অচিরে আপনাদিগকে এবং সেই প্রচারককে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন। কি প্রচারকে, কি সাধারণ বিশ্বাসিগণেতে পাপ মণ্ডলীর নিকটে ক্ষমার যোগ্য নহে। যেখানে ভ্রাতৃমণ্ডলী পাপপরিহারের জন্য পরস্পরের সহায় না হন, সেখানে সে মণ্ডলী শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। প্রচারকগণের বিচার প্রচারকগণের হাতে একথা বলিয়া বিশ্বাসিগণ যে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না কোন প্রচারকের ব্রতভঙ্গকর গুরুতর দোষ দেখিলে প্রচারকগণের সভায় তাহা উপস্থিত করিয়া তদ্বিষয়ের বিচারে সহায় হইতে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। প্রচারকগণ উপদেষ্টা, বিশ্বাসিগণ উপদেশ্য, এ দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ আমরা গতবারে 'আমাদের উপাসকমণ্ডলী' এই প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। অদ্যকার প্রস্তাবসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল কিন্তু আর দীর্ঘ হইলে উহা ক্লান্তিকর হইবে এই বিবেচনায় আমরা এখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

ত্যাগ, নির্লিপ্ততা ও শাসন।

'ব্যক্তি ও দল' এই প্রস্তাবে আমরা লিখিয়াছি, "ঈশ্বর স্বয়ং যে দল সংসৃষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদিগের সঙ্গে প্রথম হইতে মিলিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দোষদর্শন করিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা আমরা ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য মনে করি। সকল মনুষ্য এক মনুষ্য, ইহা যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা দোষ দেখিয়া কি প্রকারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন। ইহা হইলে যে তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল।" এ সকল কথায় ইহাই স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, আমাদিগের ধর্ম্মে আমরা কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না। ঈশ্বর 'যাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হইতে মিলিত করিয়াছেন' একথাতে যদিও বিশেষসম্বন্ধঘটিত ব্যক্তিগণকে ত্যাগ করা যাইতে পারে না আসিতেছে, তথাপি যখন পরমুহূর্ত্তে বলা হইয়াছে 'সকল মনুষ্য এক মনুষ্য, ইহা যাঁহারা প্রচার করিতেছেন তাঁহারা দোষ দেখিয়া কি প্রকারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন,' তখন

কোন মনুষ্যকেই ত্যাগ করা যাইতে পারে না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অন্য দিকে 'প্রেম ও পুণ্যের মিলন' এই শীর্ষক উপদেশ উক্ত হইয়াছে 'অপরেতে পাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া পাপীর তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ভগবানেরই নিয়ম।' এখানে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে কেবল মনে মনে নহে বাহিরে ত্যাগ পর্য্যন্ত, তাহা 'আমি কি পুরাতন বন্ধুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতাম' এই কথাতে বুঝা যাইতেছে। 'সঙ্গে থাকিয়াও উদাসীন হইয়া পড়িতাম' এ অংশ কেবল এই দেখাইয়া দিতেছে যে, যেখানে সঙ্গত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই সেখানে মনে মনে বিচ্ছিন্ন হইয়া অগত্যা একত্র বাস করা হয়। এখানে যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে সে ত্যাগ যে নিত্য কালের জন্য নহে কিন্তু সাময়িক, তাহা এই সকল কথায় প্রকাশ পাইতেছে:—'ঈশ্বরের সহিত বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ নহে। বিচ্ছেদকালে প্রবৃত্তি বাসনাসমুদায়কে নির্জ্জিত করিয়া পুণ্যার্জ্জন, পুণ্যার্জ্জনান্তে তৎসহ প্রেমের অভ্যুদয়, পুণ্যবিমিশ্র সেই প্রেমে ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ, ইহা যেমন ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের নিয়ম, মানবে মানবেও তাহাই।'

ত্যাগ করা যায় না, ত্যাগ নিত্য নহে সাময়িক, এ দুই কথার মধ্যে প্রথমটিতে এই বুঝা যায় যে, কতক সময়ের জন্য ত্যাগও বিধিসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়টিতে এই বুঝা যাইতেছে যে, যত দিন কোন ব্যক্তি সঙ্গদোষ পরিহার করিবার উপযুক্ত বল না পায়, তত দিন তাহাকে পাপীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কথা ধরিয়া বিচার করিলে এ দুই পক্ষ যে নিরতিশয় বিপরীত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা না ধরিয়া যদি ভাব লইয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, দ্বিতীয়টিতেও বাস্তবিক ত্যাগ নাই, কেন না পাপ বা আত্মাতে সংক্রামিত হয়, এই ভয়ে সঙ্গপরিত্যাগ পাপ হইতে পলায়ন, পাপী হইতে পলায়ন নহে। যদি পাপী হইতে পলায়ন হইত, তাহা হইলে আর সবল হইয়া পুনরায় তাহার সঙ্গ করা কখন ঘটিত না। পাপ ও পাপী এ দুইয়ের মধ্যে চিরদিন প্রভেদ রাখিতে হইবে। পাপীকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কিন্তু তাহার পাপ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তিতে পাপ যখন এত দূর প্রবল হইয়াছে যে, তাহার সঙ্গে থাকিতে গেলে সে পাপে লিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তখন অগত্যা সঙ্গত্যাগ করিতে হয়। বাহ্যে এ সঙ্গত্যাগ সেই ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ নহে, পাপের সঙ্গত্যাগ। ঘোরতর জ্বরাদিতে আক্রান্ত হইয়া স্বদেশপরিত্যাগপূর্ব্বক লোকে স্বাস্থ্যকর দূরদেশে গমন করে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভহইবামাত্র পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আইসে। ইহাতে এই দেখায় যে বাস্তবিক সে ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করে নাই, জ্বরাদিপরিত্যাগার্থ সে বিদেশে গিয়াছিল। পাপীর সঙ্গত্যাগসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়টিতে যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে উহা বাস্তবিক নির্লিপ্ততা। যে ব্যক্তি পাপ করিতেছে তাহার নিকটে থাকিয়া যদি তাহার পাপে নির্লিপ্ত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর তাহার নিকটে থাকিতে কোন বাধা নাই। নিকটে থাকিয়া যখন নির্লিপ্ত থাকিতে পারি না, তখন দূরে গিয়া নির্লিপ্ততা অভ্যাস করি। যখন এই নির্লিপ্ততায় সিদ্ধ হই, তখন আবার সে ব্যক্তির নিকটে ফিরিয়া আসি। পাপীর সঙ্গে থাকিয়া তাহার পাপে নির্লিপ্ত থাকা ইহাই অনুসর্ত্তব্য পথ, কেন না যে ঈশ্বরকে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তিনি পাপীর সঙ্গে নিয়ত থাকিয়াও স্বয়ং তাহার পাপে নির্লিপ্ত। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারা যায় না ইহার অর্থ কি? ঈশ্বর কাহাকেও ত্যাগ করেন না, অতএব আমরা কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারি না। ঈশ্বর ত্যাগ করেন না বটে, কিন্তু যাহাকে ত্যাগ করেন না, তাহার পাপ আপনা হইতে দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন। তিনি নির্লিপ্ত এজন্যই এরূপ

করিতে সমর্থ হন। আমরাও যদি তাঁহার মত নির্লিপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া তাহার পাপ আপনা হইতে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিতে পারি।

প্রতিব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পাপসম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকিবেন, কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাই ধর্ম্মসঙ্গত বিধি। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নির্লিপ্ততা দ্বারা আত্মরক্ষা হইল, কিন্তু তদ্দারা পাপীর শোধন হইল কোথায়? পাপীর শোধনার্থ কি শাসনের প্রয়োজন নাই? অবশ্য শাসনের প্রয়োজন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মত এই যে, কোন এক ব্যক্তি আপনি কাহারও শাসনের ভার গ্রহণ করিবেন না, সে ভার মণ্ডলীর উপরে থাকিবে। মণ্ডলী যদি সে ব্যক্তিকে মণ্ডলীর লোকদিগের হইতে ব্যবহিত করিয়া রাখেন, অথবা কোন প্রকার অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে মণ্ডলী যে ব্যবহার বিধিসিদ্ধ করিয়াছেন, প্রতিব্যক্তি তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। প্রতিব্যক্তিতে যে নির্লিপ্ততা সিদ্ধ হইয়াছে, সেই নির্লিপ্ততা এই ব্যবহারের মূলে নিত্য স্থিতি করিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। প্রার্থনা দ্বারা মনকে কথঞ্চিৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, এখন আর মন পূর্ব্ববৎ চঞ্চল নাই, তবে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া বাহিরে যায়, এরূপ অবস্থায় কোন্ সাধন আবশ্যক?

বিবেক। মন পূর্ব্ববৎ চঞ্চল নাই, অথচ পূর্ব্বাভ্যাস সর্ব্বথা পরিহার করিতে অসমর্থ, এ অবস্থায় উপাসনার প্রথমাঙ্গ উদ্বোধন সাধকের অনুসর্ত্তব্য। উপাসনা আরম্ভ করিতে গিয়া যখন সাধক দেখিতে পান, মন স্বস্থানে নাই বাহিরে গিয়াছে, তখন তাহাকে স্বস্থানে আনয়নের জন্য এমন সকল বিষয় নয়নের সম্মুখে আনয়ন করিতে হয়, যাহাতে মন আর বাহিরেথাকিতে পারে না, সেই সকল বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের স্বভাব এই যে, যে বস্তুর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে তৎপ্রতি উহা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই দিকে ধাবিত হয়। মন যে সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আছে, সে সকল বিষয় অতিতুচ্ছ, তদপেক্ষা তাহার আকৃষ্ট হইয়া থাকিবার উৎকৃষ্টতম পদার্থ আছে, ইহা মনকে বুঝাইবার জন্য উদ্বোধন। সুতরাং উদ্বোধনে ঈশ্বরের সেই সকল গুণের উল্লেখ হয়, যাহাতে তৎপ্রতি মন স্বতঃ আকৃষ্ট হইতে পারে। ঈশ্বরের গুণের উল্লেখের সঙ্গে সংসারের অসারত্ব দুঃখপ্রদত্ব প্রভৃতি যে উল্লিখিত হয়, উহা ঈশ্বরের সুখশান্তিপ্রদ গুণসকলের প্রতীতি পুষ্ট করিবার জন্য।

বুদ্ধি। কথায় উদ্বোধন না করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যাবলোকনেও তো মন ঈশ্বরের দিকে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। বিচিত্র নক্ষত্রখচিত আকাশ, সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, গুহা, কাননাদিও তো মনকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। শব্দাপেক্ষা এ সকলকে কি আরও ভাল উদ্বোধনের বিষয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে না?

বিবেক। বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃতির শোভাদর্শনের সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকাশাদি দেখিয়া তাহাদের মনে কোন ভাবোদয় হয় না। পুষ্পাদি সুন্দর পদার্থ তাহারা বিষয়ভোগের উপাদানরূপে গ্রহণ করে, সুতরাং সে সকল দেখিয়া ঈশ্বরকে মনে পড়া দূরে থাকুক ভোগের বিষয়ই তাহাদের মনে পড়ে। এ অবস্থায় তাহাদের মন হইতে বিষয়ানুরাগ অন্তরিত করিয়া দিতে না পারিলে, তাহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের মহিমা, গৌরব, তাঁহাতেই জীবের সুখ শান্তি, তাঁহাকে ছাড়িয়া বিষয়ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দুঃখ অশান্তি যাতনা অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শব্দে সেই সকলের সমালোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং ভোগানুরক্ত বিষয়িগণের মনকে ঈশ্বরের দিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে শব্দেই উদ্বোধনের প্রয়োজন।

বুদ্ধি। যে সকল ব্যক্তি স্বভাবে অবস্থান করিতেছে, বিষয়ানুরাগে চিত্ত কলুষিত হয় নাই, যেমন বালক ও আদিমাবস্থার লোক সকল, ইহাদিগের মনতো বিচিত্র নক্ষত্রখচিত আকাশাদিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে?

বিবেক। এখানেও তোমার ভুল হইতেছে। বালকগণ নব নব বস্তু দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হয়, এবং তাহাদিগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে। এ তত্ত্বজিজ্ঞাসা ঈশ্বরসম্পর্কে নহে সেই বস্তুসম্পর্কে। তাহাদিগেতে এখনও সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যে জ্ঞানে তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে। সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে তত্ত্বালোচনা প্রয়োজন। তত্ত্বালোচনা শব্দাশ্রয় না করিয়া হয় না, সুতরাং বালকগণের ঈশ্বরসম্পর্কীয় জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শব্দঘটিত উদ্বোধন আবশ্যক। আদিমাবস্থাপন্ন লোক সকল বালকগণসদৃশ। জ্ঞানাপন্ন সমাজের বালকগণ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আদিমাবস্থার লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম প্রয়োজন।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে ঈশ্বরসম্বন্ধে 'সহজজ্ঞান' যে সকল মানুষের মনে আছে, এ মত খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে।

বিবেক। সে মত খণ্ডিত হইল না, সেই মতসম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ভ্রান্তি আছে,এতদ্দ্বারা তাহারই নিরসন হইল। দেহ ও মনের অনেকগুলি সামর্থ্য দেহে ও মনে নিগূঢ়াবস্থায় অবস্থান করে, সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। কারণান্বেষণ শিশু বর্ব্বর প্রভৃতি সকলেরই স্বাভাবিক। এই কারণান্বেষণমধ্যে মূল কারণ ঈশ্বরের দিকে চিত্তের নিগূঢ় গতি রহিয়াছে। কারণান্বেষণ করিতে করিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, যত জ্ঞান উজ্জ্বল হয় তত মূল কারণের দিকে দৃষ্টি পড়ে। পরিশেষে এই মূল কারণই যে ঈশ্বর, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

কেশবচন্দ্র অগ্রজন্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেশব যে আপনার সম্বন্ধে বলিলেন 'তাঁহার শত শত হস্ত, শত শত পদ, শত শত চক্ষু, শত শত নাসিকা, শত শত কর্ণ,' একথা আমরা সত্য বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিব? গ্রহণ করিব এই জন্য যে, 'ঈশা তাঁহার ইচ্ছা, সক্রেটীস তাঁহার মস্তক, চৈতন্য তাঁহার হৃদয়, হিন্দু ঋষি তাঁহার আত্মা, জনহিতৈষী হাওয়ার্ড তাঁহার দক্ষিণ হস্ত।' এক ঈশা শত শত ঈশা, এক সক্রেটিস শত শত সক্রেটিস, এক চৈতন্য শত শত চৈতন্য, এক ঋষি শত শত ঋষি, এক হাওয়ার্ড শত শত হাওয়ার্ড হইয়া তত্তাবাপন্ন নরনারীতে পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিতেছেন; সেই সকলের সঙ্গে একাত্মা হইয়া তিনি 'এক প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ।' তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ ঈশার ভাবাপন্ন, কেহ সক্রেটিসের ভাবাপন্ন, কেহ চৈতন্যের ভাবাপন্ন, কেহ ঋষিভাবাপন্ন, কেহ হাওয়ার্ডের ভাবাপন্ন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের সহিত অভিন্ন ও এক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের যিনি যে ভাবাপন্ন সে ভাবাপন্ন থাকিয়াও অপরাপরের ভাব আত্মস্থ করিয়া নববিধানের লোক হইবেন, এই তাঁহার সমগ্র জীবনের যত্ন ছিল। তাহার শেষজীবনের আক্ষেপসূচক প্রার্থনাগুলি তাঁহার এই যত্নের বিফলতা হইতে সমুত্থিত।

এখন দেখা যাউক, কেশব যে 'এই প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি' বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন,সে অহঙ্কার সত্যমূলক অথবা অভিমানমূলক। কেশবের বন্ধুগণের জীবন এখন সাধারণের চক্ষুর সন্নিধানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহারা সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, কেশব তাঁহাদের অগ্রজন্মা কি না? প্রথমতঃ তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে আপনার সমান বলিয়া জানিতেন। তিনি কোন কোন বন্ধুর বাড়ীতে স্বয়ং যাইতেন, তাঁহারা কখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেন তজ্জন্য বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, অথবা শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিতেন। এ সময়ে তিনি যে তাঁহাদের সমকক্ষ লোক, ইহাতো সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখিতে দেখিতে তিনি এমন উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলেন যে, আর তাঁহাকে নাগাইল পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ এই তাঁহার বন্ধু (ভাই অমৃতলাল বসু) একথার আপনি প্রমাণ দিবেন। তিনি অত্যল্প দিন মধ্যে এরূপ উচ্চ হইলেন কেন? বিবেক, বৈরাগ্য ও বিশ্বাস, এ তিন তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইতে উচ্চ ভূমিতে তুলিয়াছিল। সকল বন্ধু হইতে উচ্চ ভূমিতে আরোহণই তাঁহার অগ্রজন্মা হইবার হেতু। তিনি যখন প্রবক্তা হইলেন, আর তাঁহার বন্ধুসকল একই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলেন, তখন তিনি হইলেন মুখ আর তাঁহারা হইলেন হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসা, কর্ণ। তিনি প্রবক্তা, এই জন্য আমাদের মধ্যে তাঁহার আসন শূন্য রহিয়াছে। বাহিরের শূন্য আসন নিদর্শনমাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার আসন কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের সময় কেশব বলিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা সকলেই পরলোকবাসী হইয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের বসিবার স্থান এখন পরলোক। পরলোক চিদাকাশ। চিদাকাশে আরোহণ ভিন্ন যোগ হয় না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে তাহার পক্ষে যোগ অসম্ভব।* যোগী কেশবের আসন পৃথিবীতে নহে চিদাকাশে। তাঁহার সহিত এক হইতে গেলে এখন চিদাকাশে আসন পাতিতে হইবে। চিদাকাশে যিনি যোগের আসন স্থাপন করিবেন না, তাঁহার কেশবের সহিত এক হইবার সম্ভাবনা নাই। মন চিদাকাশে স্থিতি করিবে, হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের কাজ করিবে। মুখ বক্তৃতা করিতেছে, কিন্তু যোগী আত্মা সেই আকাশে অবস্থিত। যে ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা পৃথিবীর বিষয়ে আবদ্ধ, সে কখন যোগী হইতে পারে না। আমরা কে কত দূর এ যোগে সিদ্ধ হইয়াছি তাহা বলিবার বিষয় নহে, কিন্তু একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই যে, কেশব-

---

* "Gradually it (the soul) attains to the rank of a consciousness before which is unrolled the spectacle of a world of objects set over against it, and even of a world within it, itself as the object deposed to the rank of something to be surveyed. As such it seems to have left all immersion in corporiety completely behind, and to have completely divested itself of any limitation. It floats freely above the real psychical life out of which it emerged—a detached but somewhat shadowy self, not burdened by any restrictions of nature or circumstance."
—PROLOGOMENA TO THE STUDY OF HEGEL'S PHILOSOPHY BY W. WALLACE M. A., L. L. D.

"Whatever may be the charm of emotion, I do not know whether it equals the sweetness of those hours of silent meditation in which we have a glimpse and foretaste of the contemplative joys of Paradise. Desire and fear, sadness and care are done away. Existence is reduced to the simplest form, the most ethereal mode of being, that is to pure self-consciousness. It is a state of harmony, without tension and without disturbance, the dominical state of the soul, perhaps the state which awaits it beyond the grave."—AMIEL.

চন্দ্র এই যোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কেশব চিদাকাশে অর্থাৎ ঈশ্বরে স্থিতি করিতেন, তাই তিনি ঈশ্বর হইতে কেবল নব নব সত্য, নব নব ভাব, নব নব আলোক পাইতেন তাহা নহে, তিনি সকল বন্ধু সকল নরনারী সহ ঈশ্বরেতে এক হইয়া একাত্মতার ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে ঈশা মুষা প্রভৃতি সহ এক হইয়াছিলেন, তাহারও মূল এই যোগ।

কেশব বলিয়াছেন, বিধানের সকল জিনিষের আমদানি আগে তাঁহার নিকটে হইয়াছে, তাহার পর আর সকলে উহা পাইয়াছেন। এ কথা বলা কত দূর সত্য, এখন তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম, এই তিনটি তাঁহার বন্ধুগণের জীবনে মিলিত হয়, সর্ব্বদা তিনি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবের প্রথম জীবন নীতিপ্রধান; সুতরাং সঙ্গতও নীতিপ্রধান হইল। কঠোর নীতিতে আকৃষ্ট হইয়া যুবকগণ কি প্রকারে একত্র মিলিত হইলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য। আমরা দেখিয়াছি সঙ্গতের সময়ে পরস্পরের প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ ছিল যে, রাত্রি দুপ্রহর হইত, অথচ কেহ সভা ভাঙ্গিয়া উঠিতে চাহিতেন না। সভাভঙ্গের পর পথে বাহির হইয়াও এক এক স্থলে তিন চারি জন বন্ধু মিলিত হইয়া কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইয় যাইত। এরূপ মধুর আকর্ষণ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? এক কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট ছিলেন; তাই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কেশবচন্দ্রের এই আকর্ষক গুণ অতি বাল্য কাল হইতে তাঁহাতে ছিল। বাল্যসঙ্গিগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া চলিত। তাঁহার বাল্যসঙ্গী ভাই প্রতাপচন্দ্র স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহার এই আকর্ষণশক্তিতে যেমন বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না, তেমনি তাঁহার ভাবে তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। কেশবের বিবেকপ্রধান জীবন হইতে সঙ্গতের সৃষ্টি। এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সাম্রাজ্য। ব্রাহ্মগণের সত্যবাদিত্ব ও চরিত্রশুদ্ধি সে সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 'বোধ হয়' 'হইতে পারে' ইত্যাদি কথা ব্রাহ্মগণের মুখে তখন সর্ব্বদা শুনা যাইত। বিষয় কর্ম্মের স্থলেও—যেখানে নিশ্চয়াত্মক কথা না বলিলে কাজ চলে না সেখানেও—তাঁহারা এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। তাঁহাদের চরিত্রের উপরে এত দূর লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ব্রাহ্মগণকে আফিসের কার্য্যে গ্রহণ করিবার জন্য আফিসরগণ নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন।

বিবেকের প্রাধান্য যত বাড়িতে লাগিল, ততই সকলের আত্মার অবস্থার উপরে দৃষ্টি পড়িল। কেশবচন্দ্রের পাপবোধ কি প্রকার তীক্ষ্ণ তাঁহার 'জীবনবেদ' যিনি পড়িয়াছেন তিনিই তাহা অবগত আছেন। তাঁহার পাপবোধের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে পাপবোধ প্রবল হইয়া উঠিল। অনুতাপ ও ক্রন্দনের স্রোতে ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ হইল। কলিকাতায় যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিত, মফঃসলে সর্ব্বত্র তাহাই ছড়াইয়া পড়িত। ঢাকা প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মগণ উপাসনা বা প্রার্থনা করিতে করিতে এমনই আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেন ও চিৎকার করিতেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল মদ্যপান করিয়া তাঁহারা এরূপ চিৎকার করিতেছেন এরূপ মনে করিত। এই অনুতাপ ও ক্রন্দনের সময়ে কাহারও কাহারও মনে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অনুতাপ দ্বারা যখন ব্রাহ্মগণের হৃদয় শোধিত হইল, তখন ভক্তি আসিলেন। নীতি ও বিবেকের সাম্রাজ্য সময়ে যেমন অগ্রে কেশবচন্দ্রে তৎপরে তাঁহা হইতে যুবকগণের মধ্যে নীতি ও বিবেক বিস্তৃত হইয়াছিল, ভক্তিও তেমনি প্রথমতঃ তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়া পরে তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গে প্রকাশ পাইল। গোস্বামিকুলজাত বিজয়কৃষ্ণ তখন ছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ভক্তির প্রবর্ত্তন তাঁহা হইতে হয় নাই। যখন কেশবচন্দ্রে ভক্তি প্রকাশ পাইল, তখন তিনি খোল কিনিয়া আনিলেন, লুক্কায়িতভাবে এক জন কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবকে আনিয়া তাহার মুখে দুএকটি কীর্ত্তন শুনিলেন। কলুটোলার ভিতলগৃহে উপাসনার সময়ে খোল ব্যবহারের যখন প্রস্তাব হইল, তখন অধিকাংশ উপাসক তাহার প্রতিবাদ করিলেন। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যাঁহারা চলিয়া যাইবার চলিয়া গেলে তবে খোল বাজাইয়া দুএকটি কীর্ত্তন হইত। খোলের বাজনা কর্ণে প্রবেশ না করে এ জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও অগ্রে চলিয়া যাইতেন। অল্পদিন মধ্যে যাঁহারা খোলের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা উহার পক্ষপাতী হইলেন, এমন কি খ্রীষ্টানসমাজে পর্য্যন্ত উহা প্রবেশ করিল। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, অত্যধিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে শেষে উন্মত্ততা উপস্থিত হইল। মুঙ্গের এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। কেশবের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া কেশবের দুইটি বন্ধু নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, কেবল কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে নহে, তাঁহার অন্যান্য বন্ধুগণসম্বন্ধেও কোন কোন ব্যক্তি এত দূর ভক্তির আতিশয্য দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পদধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর কেশে তাহা পুঁছাইয়া দিতেন। যখন ভক্তির আতিশয্যে এই সকল ব্যাপার উপস্থিত, তখন আমি কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ কিরূপ হইতেছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যেরূপ ভাব উপস্থিত, ইহাতে শীঘ্র একটি সম্প্রদায় হইতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগণের মধ্যে নীতির প্রতি দৃষ্টি যে প্রকার হ্রাস পাইল, প্রতিবাদের আঘাতে তেমনি তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তিও সঙ্কুচিত হইল। বন্ধুগণের এই প্রকার পশ্চাদ্গমনের ফল এই হইল যে, কেশবচন্দ্রে ভক্তির পর যখন যোগ উপস্থিত হইল, তখন সে যোগ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না। যোগের ভূমিতে বন্ধুগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটিল। যোগের সময়ে বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গী হইলেন না, ইহা বলিয়া তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যোগে কেশবে সংযোগ উপস্থিত। কেশবের জীবনে

প্রথমতঃ বিয়োগের প্রাধান্য ছিল, 'প্রত্যেক বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিবারই চেষ্টা ছিল।' সাধনসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সাধন করিতেন। ভক্তি ও যোগ যখন তাঁহার জীবনে মিশিয়া একাকার ধারণ করিল, তখন পূর্ব্বে যাহা খণ্ড খণ্ড ছিল তাহার সেই খণ্ডগুলি একটির পর একটি আসিয়া 'নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে' সংযুক্ত হইল। এই সংযোগের সময়ে নববিধান আসিলেন। এক জন এক জন করিয়া সকল মহাজন আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিলেন। এরূপে তাঁহাতে সংযোগ হইল কেন? এই জন্য হইল যে, 'স্বর্গে তিনি সদলে ছিলেন'। স্বর্গে সদলে ছিলেন ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সংযোগস্পৃহা ছিল। এজন্যই তিনি বলিয়াছেন 'প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন।' যোগভূমিতে বন্ধুগণ সঙ্গী হইলেন না বটে, কিন্তু সেখানে স্বর্গের মহাজনগণের সঙ্গ তিনি পাইলেন। এক দিকের বিচ্ছেদের ক্ষতি আর এক দিকের মিলনে পূরণ হইল। তিনি বাহিরের গ্রন্থ প্রায় পড়িতেন না, পড়িতেন মানবপ্রকৃতি। তাঁহার বন্ধুগণের প্রকৃতি এইরূপে তাঁহার করতলস্থ ছিল। তিনি তাঁহাদের এক এক জনের প্রকৃতির কত ভিন্নতা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই এত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক এক হইলে লোকে একাত্মতার মর্ম্ম বুঝিবে, তিনি আশা ও বিশ্বাস করিতেন। যোগ ও সংযোগের সময়ে যদিও তাঁহার বন্ধুগণ পশ্চাৎপদ হইলেন দেখিয়া তিনি একান্ত ব্যথিত হইলেন, তথাপি তিনি কদাপি নিরাশ হন নাই। বন্ধুগণের সহিত তাঁহার আন্তরিক বিচ্ছেদ দর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'অন্তরে পার্থক্য উপস্থিত হওয়াতে আপনি আদি সমাজের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন, আমাদের সহিত আপনার যে আন্তরিক পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আপনি আমাদের কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন কি না?' এ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'I cannot afford to lose any one of you', আমি তোমাদের মধ্যে এক জনকেও হারাইতে পারি না। তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি যে নিত্যযোগে যুক্ত তৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি। তিনি যখন ইংলণ্ডে সর্ব্বজনকর্তৃক, এমন কি স্বয়ং মহারাজ্ঞী কর্তৃক সম্মানিত হইলেন, তখন এক জন বন্ধু এক দিন আমায় বলিলেন, 'তিনি কি আর এখন এই চেঁড়ানেকড়ার লোকদিগকে আদর করিবেন?' আমি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'যদি ইহাদিগকে আদর করিতে না পারেন তিনি সে কেশবচন্দ্রই থাকিবেন না।' ফলতঃ বন্ধুগণ সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তিনি কোন দিন তাঁহাদিগের এক জনকেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাহাকেও ত্যাগ করাকে তিনি হত্যা করা মনে করিতেন। নবসংহিতামতে স্বামী ও পত্নী কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের পরস্পরসম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা। ত্যাগ ও হত্যা যখন নবধর্ম্মে এক, তখন কে কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হত্যাপরাধে অপরাধী হইবে? অপরকে হত্যা করা আত্মহত্যা, হেগেলের এ মত অতি সত্য; কেন না অপরকে হনন করিতে গিয়া আপনাকেই হনন করা হয়; আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইতে হয়।

কেশবচন্দ্রে যে সংযোগের ব্যাপার উপস্থিত তাহার মূলে তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি রহিয়াছে। তিনি এই শিষ্যপ্রকৃতির বলে কেবল ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে আত্মস্থ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পথের এক জন ছিন্নকন্থাপরিধায়ী সভ্যজনবিদ্বিষ্ট ভিখারী তাঁহার নিকটে আসিলেও তিনি তাহার দেবাংশ আত্মস্থ না করিয়া তাহাকে যাইতে দিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতি তাঁহাতে না থাকিলে তিনি জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্দ্ধন, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সকল লোকের সঙ্গে একাত্মা হইয়া বিস্তৃত মানবমণ্ডলীকে আত্মস্থ করিতে পারিতেন না। এই শিষ্যপ্রকৃতির বিকাশ মিলিত উপাসনা ভিন্ন কখন হইতে পারে না। মিলিত উপাসনায় যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ হয়, তেমনি তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গেও যোগ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তান, এ উভয়ের সঙ্গে যোগ যত গাঢ় হইতে থাকে, তত ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানগণের জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য বাড়িতে থাকে। অগ্নি না থাকিলে যেমন পরিপাক হয় না, তেমনি পবিত্রাত্মার প্রভাব বিনা জ্ঞানপ্রেমাদি আত্মস্থ হয় না, এমন কি সে সকল প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ্য জন্মায় না। সে কথা যাউক, কেশবচন্দ্রে যোগবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংযোগ উপস্থিত হইল, সে সংযোগ শিষ্যপ্রকৃতির সহায়তায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল। শিষ্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে চিনিলেন, চিনিয়া তাঁহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করিলেন। এই সংযোগে ধর্ম্মসমন্বয়ের ব্যাপার উপস্থিত হইল। তাঁহাতে কিরূপে সমুদায় ধর্ম্ম এক হইল তৎসম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা বলিতেছি।

কেশবচন্দ্রের নিজের কথায় আমি এই জানিয়াছি যে, হিন্দু ও খ্রীষ্ট এই দুই ধর্ম্ম হইতে সমুদায় ধর্ম্ম তাঁহাতে এক হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মমধ্যে য়িহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকা সহজ। হিন্দু ও খ্রীষ্ট এ দুই ধর্ম্ম এক হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কেন না হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এ দুইয়ের ঐক্য আছে। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক; তাঁহাকে গ্রহণ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মও গ্রহণ করা হয়। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মকে এ দেশ হইতে অন্তরিত করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সার আত্মস্থ করিলেন। 'মায়াবাদোহসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে।' একথা বলিয়া বৈষ্ণবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে নিন্দা নহে। তিনি অত বড় ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মে অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে কি প্রকারে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করিলেন দেখা যাউক। বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর মানেন না, শঙ্কর ঈশ্বর মানিলেন বটে, কিন্তু মায়িক বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে অধঃকরণ করিলেন,

মায়ার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তিরোধানও নির্দ্ধারণ করিলেন। বুদ্ধ জীবকে অস্বীকার করিলেন, শঙ্করও মায়া উপাধি চলিয়া গেলে জীব আর থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন, এ কথা বলিয়া বুদ্ধের সহিত এক হইলেন। শঙ্করের ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান, ইনিই নিত্য সত্য। বৌদ্ধগণও অনন্ত জ্ঞানকেই নিত্য বলিয়া মানেন। শঙ্কর এ দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক করিতে যত্ন করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে সমুদায়কে এক করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র শঙ্করের এই সমন্বয়ের ভাবের প্রতি বড়ই আদর প্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্করের মধ্য দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে একতা উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্রহ্মসমাজ প্রথমে শঙ্করের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র লইতে গিয়া অজ্ঞাতসারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন নিবৃত্তিযোগের উপদেশ দিলেন, তখন তাঁহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিস্ফুটাকার ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্তিযোগ হইতে প্রবৃত্তিযোগে প্রবেশ যখন তিনি শিক্ষা দিলেন, তখন হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের একতা সত্ত্বে ভিন্নতা তাঁহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলনে য়িহুদী ও মুসলমানধর্ম্মেরও যে মিলন হইল, ইহা আর বলিবার [illegible] না; কেন না য়িহুদীধর্ম্মের উন্নতাবস্থাকে [illegible] মুসলমানধর্ম্ম এব্রাহিমের ধর্ম্মের নব[illegible]

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ৭ই পৌষ শুক্রবার ঢাকা জিলার অন্তর্গত সূয়াপুরগ্রামনিবাসী বাঁকুড়ার সেশন জজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালার সহিত চন্দননগরনিবাসী স্বর্গগত গোপালচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র ঘোষের শুভ পরিণয়ক্রিয়া নবসংহিতার ব্যবস্থামতে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ২১ বৎসর, পাত্রের বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর। পাত্রী উপযুক্তরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, পাত্রও সুশিক্ষিত এম এ উপাধি প্রাপ্ত। বিবাহের অব্যবহিত পরেই পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। উদ্বাহক্রিয়া বাঁকুড়া নগরে পাত্রীর পিতার আবাসে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নানা দূরদেশ হইতে বহু বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্য ও বরের পক্ষে পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পাত্রীর পক্ষে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। বিবাহসভায় ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত লোকের—ন্যূনকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ৬।৭ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীর কল্যাণবর্দ্ধন করুন।

বিগত ১লা পৌষ রবিবার হইতে পাঁচ দিন ব্যাপিয়া ময়মনসিংহস্থ নববিধান সমাজের উৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে উপাধ্যায় তথায় গিয়াছিলেন। সেই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এবার তাহা স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

বিগত ১০ই পৌষ যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ও শান্তিকুটিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

গত ১০ই পৌষ বালেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত ধ্রুব করের মাতৃশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে প্রচারাশ্রমে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কলিকাতাস্থ আবাসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

উক্ত দিবস চন্দননগরনববিধানসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীমান্ মোহিতলাল সেন তথায় গিয়াছিলেন।

১১ই বুধবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত হাবড়ার অনতিদূরস্থ ধসা গ্রামের ব্রহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত ও শ্রীমান্ আশুতোষ রায় তথায় গিয়াছিলেন। উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন ও প্রান্তরে বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

বিগত ১১ই পৌষ জানবাজারনিবাসী শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ মিত্রের নবকুমারের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারকে বিকাশচন্দ্র নাম প্রদান করিয়াছেন। এই শিশুটি শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত শক্তিচন্দ্রের পৌত্র।

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

কুচবিহার হইতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—"আমি একবার কুচবিহারের সবডিভিজন ফুলবাড়ীনামক স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। সমাজের গায়ক শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ দাস আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ফুলবাড়ীর স্কুলগৃহে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সায়ংকালে সবডিভিজনল আফিসরের গৃহে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। লোকের ধর্ম্মকথা শুনিবার আগ্রহই আছে। ২৫শে ডিসেম্বর কুচবিহারের প্রচারাশ্রমে শ্রীঈশার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।" বৈকুণ্ঠনাথ ইতিপূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। তথায়ও তাঁহাদ্বারা কিছু কিছু কার্য্য হইয়াছিল।

মুঙ্গেরের নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

অনেকগুলি প্রেরিতপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না।

এমাম হসন ও হোসয়নের জীবনচরিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ১৲। আচার্য্যের জীবন ১ম খণ্ড অল্প বিবরণ ও ব্রহ্মসঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রিত হইতেছে। আগামী মাঘোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইবার কথা।

শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার বাঁকিপুর হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত গোরখপুরে সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ তিনি তথায় কার্য্যক্ষেত্র করিয়া স্থিতি করিবেন। তাঁহার বিদায় কালীন বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তদুপলক্ষে বৃহৎ সভা আহূত হইয়াছিল। তাহার বিস্তারিত বিবরণ এবং সিন্ধুদেশে ভাই বলদেব নারায়ণের প্রচার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত বাঁকিপুর হইতে ভাগলপুর ও মুঙ্গের হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। সেই সকল স্থানে তিনি বন্ধুবর্গ সহ উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৮ই পৌষ রবিবার বাকুড়া নগরস্থ জিলা স্কুলগৃহে একতা বিষয়ে ইংরাজিতে এক বক্তৃতা দান করিয়াছেন।

বাঁকিপুর হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন,—"বিগত বড়দিনে আমাদের উভয় সমাজের বন্ধুগণ সমবেত ভাবে খ্রীষ্টোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ২৮ শে সোমবার সাধনাশ্রমে উৎসবের উপক্রমণিকাংশের সূচনা হইয়াছিল। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণের বাটীতে খৃষ্টম্যাস্ ইভ্ উপলক্ষে জমাট উপাসনা হইয়াছিল; শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করেন। পর দিন ঐ স্থানে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। প্রাতে প্রকাশবাবু ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মদেব বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালীন সাধারণ প্রার্থনার পর মিঃ মিত্র খৃষ্টের পুত্রত্বসম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন।"

পিঙ্গনা নববিধান সমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসববৃত্তান্ত আমরা অনেক দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাববশতঃ গত বারে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবারও স্থানাভাবে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিতে না পারিয়া তাহার সার সঙ্কলন করিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে প্রচারক শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় পিঙ্গনায় গিয়াছিলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তত্রত্য উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয়ের বহির্ভবনে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনাদি হয়। ৮ই অগ্রহায়ণ উক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা হয়, অপরাহ্নে ছাত্রনিবাসে ছাত্রদিগকে উপদেশ দান এবং রাত্রিতে উৎসবমণ্ডপে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইয়াছিল। ৯ই শনিবার প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন, পরে শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয়ের আবাসে উপাসনা হয়। সেই দিন অপরাহ্নে সেই স্থানে চন্দ্রাতপের নিম্নে ধ্রুবচরিত্রবিষয়ে কথকতা হইয়াছিল। ১০ই রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহের আবাসে উপাসনা, অপরাহ্নে স্কুলগৃহে ধর্ম্মজীবনবিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর উৎসবগৃহে উপাসনা হয়। স্থানীয় মুনসেফ আমলা উকিল শিক্ষক ও ছাত্র প্রভৃতি উৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায়ের মুখে মধুর সঙ্গীত উপাসনা ও উপদেশ বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া সকলে বিশেষ উপকৃত ও তৃপ্ত হইয়াছেন।

উপাসকমণ্ডলী সংগঠনের নিয়মাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ১৬ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারি একটী সাময়িক সভা হয়। ঐ সভা হইতে যে নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি হয়, উহা ২১ চৈত্র ৩ এপ্রিল শ্রীদরবারে উপস্থিত করা হয়। 'ঐ সকল নিয়ম পরে বিবেচিত হইবে' সে দিন শ্রীদরবার এইরূপ স্থির করেন। অনন্তর ১২ আষাঢ় ২৬ জুন শ্রীদরবারে ঐ পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হয়। পঠিত হইয়া স্থির হয় যে 'আগামীবারে ঐ পাণ্ডুলিপি বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।' বিগত (১০ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর) অধিবেশনে ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করাতে সভাগণ বিবেচনার্থ উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইটনা হইতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিত প্রচার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—"বগুড়াতে ৭ দিন ছিলাম, প্রতিদিনই প্রাতে লেডী ডাক্তারের বাড়ীতে উপাসনা হইত। ইনি এক বৎসরের মধ্যেই পতি, পুত্র ও কন্যা হারাইয়া একান্ত ব্যথিতহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। উপাসনায় যোগদান করাতে ইনি ও ইহার মাতা খুব আরাম বোধ করিয়াছেন। ৬ই অগ্রহায়ণ ইহার পরলোকগত পতি বন্ধুবর চণ্ডীচরণ গুহের পরলোকগমনের এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এজন্য ইহাদের বিশেষ অনুরোধে সেই দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইয়াছিল। ঐ দিনে অনেকে মিলিয়া পরলোকগত আত্মার জন্য বিশেষভাবে উপাসনা হয়। এতদ্ভিন্ন তিনটী পরিবারে তিন দিন উপাসনা করা যায়। শ্রদ্ধেয় যাদবচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হয়, অনেক মহিলা ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দুও যোগদান করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। দুই দিন টাউনহলে বক্তৃতা করা যায়। উভয় দিনই জেলার সর্ব্বজনপ্রিয় মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, সি সেন মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হল শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেকে স্থানাভাবে বাহিরেও দাঁড়াইয়াছিলেন। এক দিন জেলা স্কুলে ছাত্রদিগকে নীতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়। সমস্ত শিক্ষক ও শতাধিক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া ছাড়িয়া ময়মনসিংহে দুই দিন থাকি। তথায় শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বাবুর মেয়ের বিবাহে উপস্থিত ছিলাম। দুই দিনই শ্রদ্ধেয় বিহারিকান্ত চন্দ মহাশয়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা করা হয়। কিশোরগঞ্জে দুই দিন ছিলাম। হাকিম, উকীল ও মোক্তার সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। শ্রদ্ধেয় বিহারীলালের সহিত দুই দিন উপাসনা, প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি করা যায়। ইহাঁর সহিত আমার জীবনের যোগ আজ বিশ বৎসরেরও অধিককাল। ইনি প্রকৃত বিশ্বাসী, বিধাতাও ইহাঁকে নানারূপ পরীক্ষায় ফেলাইয়া ইহাঁর বিশ্বাসের পরীক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বর্ণের ন্যায় অগ্নিপরীক্ষায় যেন আরও দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছেন।"

কটক হইতে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু লিখিয়াছেন, "১৯শে নবেম্বর তারিখে আমার বাসভবনে নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে।

"প্রাতে কেশবতীর্থে গমন ও তীর্থসঙ্গীত গান, সায়ংকালে বন্ধু সম্মিলন, সহরের কতক গুলি মাননীয় ভদ্রলোক ও দুই চারি জন ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

"১। বালিকাগণ গরিবের গীত হইতে সুরানিবারনী সঙ্গীত ও দুই একটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াছিলেন।

২। সংক্ষেপে উপাসনা ও প্রার্থনা ও জীবনবেদ পাঠ, চা ও মিষ্টান্ন বিতরণ হইয়াছিল। গৃহটি পত্র পুষ্পে শোভিত করা হইয়াছিল। সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

চারিমাসের আয় ব্যয় বিবরণ আগষ্ট হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত।

মাসিক দান আয়।

মহারাজা ৮০৲, মহারাণী ৪০৲, বাবু নলীন বিহারী সরকার ৮৲ বরদা প্রসাদ ঘোষ ৬৲, মাণিকলাল বড়াল ৩৲, রমাকান্ত সেন ৪৲, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ২৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, তৈলচন্দ্র বসু ২৲, নির্ম্মলচন্দ্র সেন ২০৲, ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৲, উমেশচন্দ্র সুর ১৷৹, গোবিন চাঁদ ধর ২৲, সাধুচরণ দে ২৲, কানাইলাল সেন ২৲, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২।৶১০, মধুসূদন সেন ১৲, বিনয়েন্দ্র নাথ সেন ২৲, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২৲, বাবু রাজেন্দ্র নাথ সেন ১৲, নগেন্দ্র নাথ নন্দন ১৲, হর গোপাল সরকার ৷৹, ধীরেন্দ্রলাল সরকার ৷৹, পুলীনবিহারী সরকার, ১৲, বিমলচন্দ্র ঘোষ ২৲, দ্বারিকানাথ রায় ১৲, সর্ব্বানন্দ দাস ১৲, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ।৹, প্রমথনাথ মিত্র ১৲, রাখালদাস চক্রবর্ত্তী ৷৹, হরিমোহন সিংহ ১৷৹, সত্যশরণ গুপ্ত ২৲, ললিতমোহন রায় ৷৹, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৲, মিহিরলাল রক্ষিত ॥৹, অনন্তলাল ঘোষ ॥৹, শ্যামলাল সেন ॥৹, বিনোদবিহারী বসু ১।৹, রামদয়াল গুপ্ত ২৲, রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ২।৹, নিবারণ চন্দ্র বসু ১, যদুনাথ দে ১৹, ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র ॥৹, বাবু অমৃতকৃষ্ণ দত্ত ॥৹, দুর্গাচরণ দত্ত ॥৹, কেদারনাথ রায় ৷৹, শরচ্চন্দ্র দত্ত ।৹, সীতানাথ রায় ॥৹, বরদাপ্রসাদ দাস ৹, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷৹, সুরেশচন্দ্র বসু ২৲, সরলচন্দ্র সেন ৩৲, প্রিয়নাথ বোষ ।৹, বিপিনবিহারী ধর ॥৹, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ১৲ Mr. B. Ghose. ৪৲, অবিনাশ রায় ১৲।—১১৭।৶১০

অরগ্যান মেরামতের ঋণ শোধের জন্য দান।

বাবু রাজেন্দ্রলাল সিংহ বৰ্দ্ধমান ৫৲, ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র আরা ৫৲, মতিলাল মুখোপাধ্যায় পালামো ৩।৹, বিবেশর বাবুর পত্নী ৪৲, বাবু রুক্মিণীচন্দ্র সেন ২০৲, মিসেস সেন ৫৲ একজন বাল্মিকা ২৲, একজন বন্ধু ১৲।—৪৫।৹ ভাদ্রোৎসবে দানাধারে দান ১৯।৶০। জুলাইমাসের মৌজুদ ২২০।৶১৫। মোট ৫১২৸৶৫।

ব্যয়।

অরগ্যান মেরামতের ২৫০৲, Swariz Co. ৪১৲, Gas Co. ৪০।৹, গৌরমোহন ধর ১৩, পাখা ও অরগ্যান টানা কুলি ৮।৶১৫, খোল-বাদক ৭।৹, বেহারার বেতন ৩২৲, খুচরা ভাদ্রোৎসবের খরচ [illegible] ৪৯৵০, গাড়ী ভাড়া ২৩॥৴১৫, প্রচারবিভাগে ৪৫৲ [illegible]৴১০

জমা।

[illegible]আয় ২২১।৶১০, অরগ্যানমেরামত ৪৫॥৹, ভাদ্রোৎসব দান আদায় ১৯।৶০।—২৯২।৶০। জুলাইমাহার মজুত ২২০।৶১৫। মোট ৫১২৸৶৫।

খরচ।

অরগ্যান মেরামত ২৫০৲। মাসিক ব্যয় ২৬০৸৶১০। মোট ৫১০৸৶১

জমা ৫১২৸৶৫। খরচ ৫১০৸৴১০। মজুত ১৸৶১৫।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অধ্যক্ষ।

প্রেরিত।

মৃত্যু সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মহাশয়,—বড়ই দুঃখের বিষয়, নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ঐকান্তিক দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমাদের ব্রহ্মসমাজের সভ্য প্রেমানুরাগী ঈশ্বরভক্ত সহযোগী বাবু গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার দিবা আড়াইটার সময় ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২।৩৩ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি অম্ল এবং শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন, তৎপরে প্রায় দুই মাস গত হইল বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে বক্ষ স্থলে অসহ্য যাতনা অনুভব করিতেন, তজ্জন্য নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কোন ফললাভ হয় নাই, সুতরাং রোগের কিছু উপশম হইল না। তিনি ধসা নরেন্দ্রপুর মাইনর স্কুল ইংরাজীর দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে, এবং ঐ স্থলস্থিত ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সম্মানের সহিত এ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। শারীরিক অসুস্থাবশতঃ এক দিবসের জন্য কার্য্যে বিরত হয়েন নাই। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস শনিবার তারিখেও নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী প্রত্যাগমন করেন, সেই রাত্রিতেই পূর্ব্ব সঞ্চিত বায়ুরোগ ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিয়া, পরদিবস বেলা আড়াইটার সময় তাঁহার জীবনের চরমকাল উপস্থিত করে। মৃত্যুসময়েও তাঁহাকে শয্যা আশ্রয় করিতে বা সংজ্ঞাশূন্য হইতে হয় নাই, তিনি ৪৫ মিনিট পূর্ব্বে সকলের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতার ক্রোড়োপরি এবং বক্ষস্থলে ঠেশ দিয়া বসিয়াছিলেন, এমত সময় তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। অল্প দিবসেই এই নশ্বর সংসারের কার্য্য শেষ করিয়া, বৃদ্ধ মাতা জ্যেষ্ঠ সহোদর, পতিপরায়ণা কোমল হৃদয়া সহধর্ম্মিণী, ও একটি নয় বৎসরের পুত্র সন্তান রাখিয়া, এবং তাঁহাদিগকে দুস্তর শোকার্ণবে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যাঁহার অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলীতে নিয়মিত হইয়া বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে, সেই বিশ্বনিয়ন্তা, পরম পিতার নিকট ভক্তি-সংযুক্ত প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা এই যে, মৃত আত্মাকে তিনি তাঁহার অমৃতধামে আশ্রয় দান [illegible] এবং শোকাভিভূত পরিবারের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। [illegible] জীবনে তাঁহার পিতৃব্য, আগ্রা হাইকোর্টের উ[illegible] আগ্রাস্থিত বাটীতে থাকিয়া অ[illegible] কর্ম্মোপলক্ষে ভারতের [illegible] করেন; পরিশেষে দেশে স্থায়ী হইয়াছিলে[illegible] [illegible] শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল।

শ্রীহরিচরণ রায়, ধসা গ্রাম।

[illegible]কা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন [illegible]নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত।